

রিদ মায়ার প্রেমগাঁথা

রিত্তা ইসলাম মায়ী

‘এই যে শুনছেন? কে আপনি? কী হয়েছে আপনার?
এমন করছেন কেন? এই যে!

অর্ধ জ্ঞান হারানোর অবস্থায় রক্তাক্ত ছেলেটির সম্মুখে
বসে পড়ল মায়ী। নির্জন রাস্তায় মানুষের চিহ্নমাত্র
নেই। অথচ এমন নির্জন রাস্তায় কপাল ফাটিয়ে
রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে যুবকটি। উদ্বিগ্নতায় মায়ী
অচেনা লোকটির সাহায্য করতে চাইল। তাই হাঁটু
গেড়ে লোকটির সম্মুখে বসে আলতো হাতে লোকটির
গাল নাড়িয়ে সজ্ঞানে আনার চেষ্টা করে পুনরায় একই
ভঙ্গিতে ডাকল মায়ী...

“এই যে শুনছেন? এই যে!

ডাকতে ডাকতে মায়ী নিজের বাসন্তী রঙের শাড়ির
আঁচলটা দিয়ে তৎক্ষণাৎ অচেতন লোকটার কপাল
চেপে ধরল রক্ত পড়া বন্ধ করতে। অস্থির মায়ী
আবারও ডেকে বলল...

“এই যে, আমাকে শুনতে পারছেন? কে আপনি?
এখানে এভাবে পড়ে আছেন কেন? আপনি কি একা?
আপনার সাথে আর কেউ নেই? এই যে শুনছেন?
মায়ার অনবরত ডাকে অর্ধ-বেহুঁশ লোকটি নিভে
যাওয়া দুর্বল চোখে তাকাতে চাইল। চোখ পড়ল
মাথায় লাল হিজাবধারী ঝাপসা একটি মেয়েলি মুখ।
দুর্বলতার রেশ এতটাই যে ঠিকঠাক চোখ মেলে
তাকাতে পারল না লোকটা। তবে ঝাপসা চোখে
মায়ার উদ্বিগ্নতা দেখে অস্পষ্ট স্বরে চোঁট নাড়িয়ে কী
যেন আওড়াতে চাইলে মায়া সেটা বুঝতে পেরে
তৎক্ষণাৎ মাথা ঝুঁকে কান পাতল লোকটির সম্মুখে।
অচেনা লোকটি নিভে যাওয়া দুর্বল গলায় বলতে
চাইল...

“আ-আমার...মিষ্টি প্রয়োজন! আ-আমাকে মিষ্টি জাতীয়
কিছু দেন মিস!

লোকটির অস্পষ্ট স্বরে কথাগুলো মায়া বুঝতে পেরে
মাথা তুলে তাকাল লোকটির দিকে। বেশ অদ্ভুত
লাগল লোকটিকে মায়ার কাছে। মাথা ফাটিয়ে রাস্তায়
পড়ে আছে, নিজের জীবন-মরণ সমস্যা নিয়ে সেদিকে
লোকটার খেয়াল নেই। অথচ সেসব চিন্তা না করে

মায়ার কাছে এই অসময়ে মিষ্টি চাইছে? মিষ্টি দিয়ে
কী করবে এই লোক? মায়া তখনো বুঝল না হঠাৎ
লোকটির মিষ্টি চাওয়ার কারণটা। তাই শাড়ির আঁচলে
লোকটির কপাল চেপে রেখে আগের মতো বলল
মায়া...“মিষ্টি? মিষ্টি দিয়ে কী করবেন আপনি?
আপনার কপালের যা অবস্থা, আপনাকে দ্রুত
ডাক্তারের কাছে না নিলে আপনি আরও অসুস্থ হয়ে
যেতে পারেন ভাইয়া। আপনাকে সাহায্য করতে...
মায়াকে বলতে না দিয়ে লোকটি ফের হাঁপিয়ে উঠে
দুর্বল গলায় বলল...

“আমার ডায়াবেটিস কমে গেছে মিস। সুগার
প্রয়োজন। মিষ্টি ব্যবস্থা করুন কুইক।
মায়া চমকে উঠল লোকটির কথায়। ডায়াবেটিসের
সমস্যা মায়ার বাবারও হয় মাঝে মাঝে। তখন হাতের
কাছে মিষ্টি প্রয়োজন হয়। মায়া দ্রুত নিজের কাঁধের
ছোট পাস্টা ঘেঁটে একটা কিটক্যাট চকলেট হাতে
নিল। চকলেটের উপরের কাগজটা ছাড়িয়ে দ্রুত এক
টুকরো চকলেট লোকটার মুখে তুলে দিল। আজ
মায়ার ষোলোতম জন্মদিন ছিল। বড় ভাই আরিফের
সঙ্গে জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকায় এসেছিল ঘুরতে। বেশ

ফুরফুরে সারাটা দিন কাটাল আনন্দ করে। সাথে
অবশ্য চাচাতো বোন জুইও ছিল। এই যে অচেনা
লোকটাকে মায়া নিজের চকলেট খাওয়াচ্ছে, সেটাও
জন্মদিনের উপহার পাওয়া চকলেট ছিল মায়ার।
আরিফ দিয়েছিল মায়াকে আজ। এতক্ষণ যাবত মায়া
আরিফের সঙ্গেই ছিল। দিন গিয়ে সন্ধ্যা হওয়ার পর
সবাই পুনরায় ব্রান্সগবাড়িয়ার উদ্দেশে ফিরে যাচ্ছিল।
কিন্তু পথিমধ্যে হঠাৎ আরিফের বাইক চলতে চলতে
থেমে যায়। তারপর! তারপর আরিফ গাড়ি চেক
করতে গিয়ে বুঝল গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেছে, সাথে
গাড়ির টায়ার পাংচার। এজন্য মূলত আরিফ বিপাকে
পড়ে আর ব্রান্সগবাড়িয়ার উদ্দেশে যেতে চাইল না।
বরং ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় থেকে গেল।
আশেপাশে খুঁজে একটা হোটেলের দুটো রুমও বুকিং
করল। একটা নিজের জন্য, অন্যটা জুই আর মায়ার
জন্য। হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া করে বেশ রাতে
বোনদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী মার্কেটে বের হয়েছিল
আরিফ, অল্পস্বল্প কেনাকাটা করতে। কিন্তু মায়া
কীভাবে কীভাবে যেন তাদের হাত ছুটে যায় এবং
এই অচেনা লোকটির খপ্পরে পড়ে যায় সাহায্য

করতে। তারপর থেকে মায়া আর বলতে পারছে না
সে কোথায় আছে। আর এই অচেনা লোকটিই বা
কে? মায়া লোকটিকে পরপর বেশ অর্ধেকটা চকলেট
খাওয়ানোর পর লোকটা খানিকটা স্বস্তির পায়। বড়
বড় নিশ্বাস ফেলে মায়ার কোল ঘেঁষে শরীর ছেড়ে
দেয় দুর্বলতায়। মায়া চমকাল, ভড়কাল, হতবিহ্বল
হয়ে গেল লোকটির হঠাৎ কাণ্ডে। জড়তায় সিঁটিয়ে
শিরশির করে উঠল শরীর-মন। কম্পনের দেখা
মিলল ওর ছোট শরীরে। মায়া কাঁপা কাঁপা হাতে ফের
লোকটির মাথায় শাড়ির আঁচলটা ভালো করে চেপে
ধরে বলল...“এই যে শুনছেন ভাইয়া! আপনার
ফোনটা দিন। আপনার আর আমার বাড়িতে ফোন
করে জানিয়ে দিই যে আমরা বিপদে পড়েছি রাস্তায়।
আমাদের যেন তারা জলদি জলদি এসে এখান থেকে
নিয়ে যায়। বাহিরের আবহাওয়া ভালো না! দেখুন, কী
রকম ঝড়-ঝাপটার বাতাস বইছে আশেপাশে, হয়তো
যেকোনো সময় তুফান আসতে পারে। তাই দ্রুত
আপনার ফোনটা আমায় দিন প্লিজ। বাসায় কল
করব। লোকটির কান অবধি পৌঁছাল না মায়ার
কথাগুলো। দুর্বলতায় চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে

মায়ার কোলে। মায়া নিজের অবস্থানের কথা চিন্তা করে ঠোঁট ভেঙে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আচ্ছা মতো ফেঁসে গেছে সে। না নিজের একটা ফোন আছে, আর না লোকটা কিছু বলছে। এদিকে রাতটা অনেক বেশি হয়ে গেল। তার উপর আবার আকাশের অবস্থাটাও বেশ খারাপ। যেকোনো সময় আকাশ ফেটে বৃষ্টি নামল বলে। প্রবল বাতাসে ফুটপাথের ধুলো পর্যন্ত গোল গোল ঘুরছে। এমন অবস্থায় মায়া চোখে মুখে অন্ধকার দেখছে অচেনা লোকটিকে নিয়ে এই মাঝ রাস্তায়। মায়া প্রবল কান্না পেল অসহায়ত্বে। সে নিজেও এই শহরের রাস্তাঘাট চেনে না। বর্তমানে যে জায়গায় মায়া বসে আছে, সে জায়গাটার নামটাও জানা নেই ওর। মায়া কীভাবে কী করবে বুঝতে পারছে না আপাতত। শূন্য মস্তিষ্কে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে ঠোঁট ভেঙে এবার কেঁদেই ফেলল। তারপরও অচেনা লোকটিকে একা ছেড়ে গেল না। মায়া চলে যেতে চাইলেও সেই রাস্তা বন্ধ। কারণ এখানের কোনো কিছুই মায়ার পরিচিত নয়। দেখা গেল এই লোকটাকে রাস্তায় ফেলে সে চলে গেল, কিন্তু কিছু দূর যেতেই আরও বড় কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়ে

গেল, তখন মায়া কী করবে? ভয়াৰ্ত মায়া মুখ তুলে
আশপাশ পৰ্যবেক্ষণ কৰল। আপাতত আশেপাশে
কোনো মানুষেৰ চিহ্ন পৰ্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। যে
কাৰও কাছ থেকে সাহায্য চাইবে ওহ। অসহায় মায়া
লোকটিৰ কাঁধ চেপে কোনো মতে ধৰে বসাতে
চাইলে দুৰ্বলতায় লোকটি ফেৰ নেতিয়ে পড়ল মায়াৰ
কাঁধেৰ উপৰ কপাল ঠেকিয়ে। অদ্ভুত শিহৰণে মায়াৰ
কিশোৰ মন কেঁপে উঠল। কাঁপা কাঁপা হাতে মায়া
লোকটিৰ দু-বাহু ধৰে বলল...“এই যে ভা..ভাইয়া
আ..আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আপনাৰ ফোনটা
কোথায় বলুন না প্লিজ।

তৎক্ষণাৎ শোনা গেল লোকটিৰ মৃদু স্বৰেৰ ধ্বনি...
“দ্রুত কোনো সেইফ জায়গায় চলুন মিস। নয়তো
বিপদ আমাদেৰ সন্নিহিতে। এই এৰিয়াটা ভালো নয়।
ভয়ে মায়া হাঁসফাঁস কৰল। মনে কিছু সাহস জুগিয়ে
অচেনা লোকটিকে ধৰে উঠাতে চাইল। কিন্তু
বলিষ্ঠবান লোকটিৰ ওজনেৰ সঙ্গে পাবল না মায়া।
ধিমে হাঁপিয়ে উঠল লোকটিকে দাঁড় কৰাতে গিয়ে।
সেই সাথে উঠতে গিয়ে বেখেয়ালি নিজেৰ পায়ের
নিচে শাড়িৰ কুঁচিগুলো পড়ে খুলে গেল তরতর কৰে।

আঁতকে উঠার মতোন তৎক্ষণাৎ মায়া বাম হাতে খুলে
যাওয়া শাড়ির কুচিগুলো ধরে এলোমেলোভাবে
পুনরায় কোমরে গুঁজল। লোকটাকে ধরে দাঁড় করাতে
গিয়েও মায়া আরেক ঝামেলায় পড়ল যখন দেখল
মায়ার হাইটে লোকটির কাঁধ সমান হলো তখন।
তারপর আবার লোকটির ওজনও মায়ার সাধের
বাইরে ছিল। এত বড় মানুষকে কীভাবে মায়া কাঁধে
ভর দিয়ে সামনে এগোবে? যদি সে লোকটিকে
পুরোপুরি নাগাল-ই না পেল? অসহায় মায়া এবার
বেশ ছুটে কান্না পেল। মায়া আর একটু লম্বা হলে কী
এমন হতো? অন্তত লম্বা জোরে নাহয় এই লোকটিকে
এই মুহূর্তে ঠিকঠাক সাহায্য করতে পারত। মায়া
ভাবনার মাঝে পুনরায় আঁতকে উঠল যখন বুঝতে
পারল অচেনা লোকটি মায়ার কাঁধ চেপে নিজের ভর
ফেলছে মায়ার উপর। লোকটি বেশ লম্বা হওয়ায়
মায়ার দিকে অনেকটাই ঝুঁকে পড়তে হয়েছে তাকে।
মায়া তরতর করে কেঁপে উঠে বাঁধা দিতে চাইলে
বুঝতে পারল লোকটির অবস্থা আরও খারাপ হয়ে
যাচ্ছে ক্রমাগত। লোকটি নিজের দুর্বলতায় ঠিকঠাক
দাঁড়াতে পারছে না বলে সে মায়ার উপর নিজের

ওজন ছেড়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। তাছাড়া মায়া যদি দ্রুত এই ঝড়-ঝাপটার মাঝে লোকটিকে নিয়ে সেইফলি কোনো জায়গায় না পৌঁছায়, তাহলে আরও বিপদে পড়বে তারা দু-জন। অচেনা লোকটি যেকোনো সময় জ্ঞান হারাতে পারে বলে মনে করছে মায়া। অসহায় মায়া নিজের কাঁধের উপর লোকটির হাত চেপে ধরে সামনে এগোল। লোকটার হাইট আর ওয়েট সামলাতে গিয়ে মায়া বারবার খেই হারিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়েও নিজের ব্যালেন্স সামলিয়ে সামনে এগোল। বেশ অনেকটা পথ এলোমেলো হাঁটার পর দেখা মিলল এক অর্ধবয়স্ক লোকের সাথে। দ্রুত পদে হাঁটছিলেন তিনি। কিন্তু ভাগ্যক্রমে দেখা মিলল মায়াদের সাথে। মায়া বেশ আকুতি মিনতি করে সাহায্য চাইল নিজের আর অচেনা লোকটির জন্য। বয়স্ক লোকটি প্রথমে অচেনা যুবক-যুবতীকে সাহায্য করতে মন বাঁধলেও মুখে কিছু বলল না মানবতার খাতিরে। বরং নিশ্চুপে এগিয়ে আসল মায়াদের সাহায্য করতে। মায়ার কাঁধ থেকে অচেতন লোকটিকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে এগোল নিজের বাড়ির পর্যন্ত। মায়া তাদের পিছন পিছন গেল। কিন্তু

বিপত্তি বাজল অর্ধবয়স্ক লোকটির বয়স্ক বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে। তিনি মায়া আর র'ক্তা'ক্ত লোকটির অবস্থা দেখে বেঁকে বসলেন। সাহায্য করতে দ্বিমত জানালেন। উনার ধারণা মায়া আর অচেনা লোকটি প্রেমযুগল। এবং তারা পরিবারের চাপে পালিয়ে এসে হোটেল রুমে আশ্রয় নিয়ে আকাম করতে গিয়ে দুজন পুলিশের কাছে ধরা খেয়েছে এই ঝড়-ঝাপটার রাতে। উনার ধারণা মতে মায়া আর ছেলেটি পুলিশের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে এসেছেন উনার বাড়িতে আশ্রয় নিতে। বয়স্ক লোকটির এমন চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী মায়াকে এক চোট কথা শুনিye ফেলেছেন এসব বিশ্লেষণ করে। অবশ্য বৃদ্ধা লোকটির এমন সব বিশ্লেষণ করার পিছনে যথেষ্ট কারণও আছে। আর সেটা হলো মায়ার পরিহিত এলোমেলো শাড়ি আর অচেতন যুবকটির ইন করা শার্ট-প্যান্টের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মূলত উনার অপবিত্র ধারণা আসল মনে মায়াদের নিয়ে। বৃদ্ধা লোকটার কথায় মায়া কান্না করতে করতে নিজের দিকে তাকায়। অচেনা লোকটিকে নিয়ে টানাটানি করাতে মায়ার গায়ের শাড়িটা অগোছালো হয়ে গেছে, সঙ্গে

অবশ্য রক্তের লাল লাল দাগের ছিটায় সমস্ত শাড়ির তলিয়ে আছে। দূর্ভাগ্যবশত মায়ার মাথার হিজাবটাও ঠিক নেই। শাড়ির আঁচলটাতে পূর্ব থেকেই লোকটির রক্তে ভেজা ছিল। তাই উনার ধারণা হতেই পারে মায়া অসৎ কাজে বেরিয়েছিল এই অচেনা লোকটির সাথে। মায়া ঠোঁট চেপে কান্না আটকাতে চাইল। এই কেমন পরিস্থিতির শিকার হলো সে। এখন মায়া কিছু বললেও যে কেউ কিছু বিশ্বাস করবে না, সেটা লোকটার তীক্ষ্ণ কথা শুনেই বুঝতে পারছে মায়া। মায়া নিশ্চুপ কান্না করল, তারপরও মুখে কিছু বলল না। সাহায্যকারী অর্ধবয়স্ক লোকটির বাবা মসজিদের ইমামতির সাথে সাথে তিনি এলাকার গণ্যমান্য কাজী হিসেবে বেশ পরিচিত। তিনি শুধু অত্র এলাকার ছেলে-মেয়েদের বিয়েই নয়, বরং আশেপাশের পাঁচ এলাকার মানুষের বিয়েও দিয়ে থাকেন তিনি। এমন সম্মানিত ব্যক্তির ঘরে কখনোই পাপধারক মানুষের জায়গা হবে না বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু এই ঝড়-ঝাপটার রাতে এদের সাহায্য না করে বের করে দেওয়াটাও ঠিক হবে না। এতে আল্লাহ নারাজ হতে পারেন। অসহায় মানুষের সাহায্য করা উনার ধর্মের

শিক্ষা। উনি অচেনা ছেলে-মেয়েদের সাহায্য করবেন,
তবে হালালভাবে। বৈধভাবে। বৃদ্ধা কাজী লোকটা
নিজের মোটা ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়ে চোখ
উঁচিয়ে আবারও এক পলক তাকাল মায়া আর
র'জা'জু যুবকটির দিকে। অন্ধকারের ঘোরে কারও
চেহারা স্পষ্ট হলো না উনার কাছে। তবে অচেনা
যুবকটিকে বেশ চেনা চেনা লাগল উনার কাছে। তিনি
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবকটিকে আরও এক পলক দেখে
নিয়ে নিজের ছেলেকে অনুমতি দিলেন সবাইকে নিয়ে
ভিতরে যেতে। “ওদের ভিতরে নিয়ে যাও হাফেজ।”

“জ্বি আব্বা!”

বাবার অনুমতি পেয়ে অচেতন যুবকটিকে নিয়ে
ভিতরে গেল হাফেজ সাহেব। পিছন পিছন মায়াও
গেল। যুবকটিকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিতেই পিণ্ডে
চমকে উঠল হাফেজ সাহেব। আতঙ্কিত চোখে
বিছানায় শয্যাশায়ী যুবকটির দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ
ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মায়ার দিকে। মায়াকে উপর
থেকে নিচ পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে দেখে দ্রুত বের হয়ে
গেল রুম থেকে নিশুপে। মায়া হাঁসফাঁস করল
হাফেজ সাহেবের অদ্ভুত দৃষ্টিতে। তিনি চলে যেতেই

মায়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ধীরে পায়ে এগিয়ে গেল
যুবকটির কাছে। হালকা ঝুঁকে পড়ল যুবকটির
অবস্থান চেক করতে। ছেলেটির নড়াচড়া না দেখে
মায়া আশ্তে করে বসল লোকটির পাশে। কিছুই ভালো
লাগছে না ওর। অচেনা জায়গায় অচেনা মানুষের
সাথে বসে থেকে মায়ার বিপদের ভয় হচ্ছে মনে।
আবার না জানি কিসের মধ্যে পড়ে যায় ওহ। ভীতু
মায়া কলিজা পর্যন্ত কাঁপছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। মায়া
স্নান হয়ে ঠায় বসে রইল অচেতন লোকটির পাশে।
কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই ওর। তাছাড়া এই
বাড়ির হুজুর টাইপের লোকটার কথাও মায়ার ভালো
লাগেনি। মায়াকে তখন কিসব ভুলভাল বলল। মায়া
মোটেও বাজে মেয়ে নয়, এখনো অবধি প্রেম করেনি।
কলেজে উঠে একটা প্রেম করবে ভেবে নিয়েছে ওহ,
তবে পরিবারের বিরুদ্ধে যাবে না কখনো। নোংরামি
তো ভুলেও না। মায়া দু-হাতে মাথা চেপে বিছানার
পাশে ঝুঁকে বসল। আপাতত টেনশনে মাথা ফেটে
যাচ্ছে নিজের ভাইয়ের সাথে কীভাবে যোগাযোগ
করবে সেটা নিয়ে। মায়ার ভয়-ডর, টেনশন, আতঙ্ক
সবকিছু বাড়িয়ে দিয়ে হাজির হলো কাজী মোল্লা ও

তার ছেলে হাফেজ সাহেব। তাদের পিছন পিছন হালকা পাতলা গঠনের আরও একটা ছেলেও প্রবেশ করল বাসার গেঞ্জি গায়ে দিয়ে। চোখে মুখে ঘুম ঘুম ভাব ছেলেটির। হয়তো ছেলেটিকে ঘুম থেকে ধরে এনেছে হাফেজ সাহেব। দেখে তো তাই মনে হলো মায়ার। কাজী মোল্লা সাহেব হাতে মোটা করে রেজিস্ট্রি খাতাটা বুকে চেপে মায়ার সম্মুখে দাঁড়ালেন। এক পলক ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে মায়া ও বেহুঁশরত ছেলেটিকে দেখে নিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে তাকালেন হাফেজ সাহেবের দিকে। বাবার বিরস দৃষ্টির মানে বুঝতেই হাফেজ সাহেব নিজের ছেলেকে তাড়া দিয়ে বললেন...“সুমন যা, তোর দাদার জন্য দ্রুত একটা চেয়ার নিয়ে আয়।

বাবার কথা অনুযায়ী তাই করল সুমন। চোখের পলকে পাশের ঘর থেকে চেয়ার এনে দিল দাদা কাজী মোল্লা সাহেবকে বসতে। কাজী সাহেব কোনো রকম ভনিতা ছাড়াই চেয়ার টেনে খাতা খুলে বসলেন মায়ার সম্মুখে। শব্দ করে গলা খাঁকিয়ে মায়ার উদ্দেশ্যে হুমকি স্বরূপ বললেন...“মানুষের সাহায্য করা আমার ধর্ম। তাই বলে আমার কাছে পাপের জায়গা

নেই। আমি যেনাকারীদের ঘৃণা করি। তোমরা
অপবিত্র হয়ে আসছ আমার দুয়ারে। আমার ঘর
পবিত্র ঘর, তোমরা অপবিত্র করছ। তাই আমি
আল্লাহর নামে তোমাদের পবিত্র করতে চাই কালিমা
পড়িয়ে। আমার কাছে মিথ্যার সুযোগ নেই।
তোমাদের অবস্থা বলে দিচ্ছে তোমরা নোংরামি করে
পালিয়ে আসছ এখানে। আর এই মেয়ে তুমি! যে
ছেলের সঙ্গ ধরে নিজের পরিবারকে ছেড়ে আসলে,
সেই ছেলে তোমার কতটুকু আপন হবে, সেটা তুমি
কয়েক দিনের মাঝেই বুঝে যাবে আশা করছি। এই
ছেলে যে কারও আপন না, সেটা পুরা দেশ জানে।
ক্ষমতার অহংকার যার রক্তে রক্তে, সে তোমাকে
কতটুকু ভালো রাখবে আল্লাহ জানে। যাই হোক,
আল্লাহ তোমার সহায় হোক। আমি এখন বিয়ে
পড়াচ্ছি। সুন্দরভাবে বিয়েটা শেষ করো। নয়তো
আজ তোমার ক্ষমতাধর প্রেমিকও প্রাণ নিয়ে বাসায়
ফিরবে না। তার অবস্থা এমনিতেও ভালো নেই।
এজন্য বলছি, আমার সাথে তর্কে গিয়ে নিজেদের
ঝামেলা বাড়িও না। আমার কিন্তু বেশ সময় লাগবে
না এই এলাকার মানুষকে জড়ো করে তোমাদের

বিচার করতে। আমার তোমাদের নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। আমার সমস্যা হলো পাপ করা নিয়ে। আমি আবার সহজে পাপ কাজ মানতে পারি না। তাই বলছি, আমি যা বলব, তাই চুপচাপ মেনে বিয়েটা করে নিবে, বুঝেছ মেয়ে? চশমার ফাঁকে চোখ উঁচিয়ে তাকাল মায়ার দিকে কাজী সাহেব। মনোভাব অন্তত শক্ত উনার। বিরক্তির সাথে সাথে রুষ্টও তিনি। যদি মায়া উনার কথা না শুনে, তাহলে যেকোনো সময় শক্ত কিছু ঘটিয়ে ফেলতেও দ্বিধা করবেন না তিনি। তারপরও পাপটা মেনে নিবেন না সহজে। মায়া হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধ কাজীর দিকে। কোথায় থেকে কোথায় চলে গেল এই লোক? মায়া কখন কিসের পাপ করল? উপকার করা কি পাপ নাকি? কারও উপকার করা তো নেকির কাজ, তাহলে মায়া পাপি হলো কীভাবে? ভীতু মায়া আরও সিঁটিয়ে গেল ভয়ে। এতক্ষণের দমে রাখা কান্নাটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ততক্ষণে। মায়ার হঠাৎ কান্নায় ধমকে উঠলেন কাজী সাহেব। মায়া ভয়ে আরও সিঁটিয়ে গেল মুখের ভিতর শাড়ির আঁচল চেপে বসে। মায়ার তখনো জানা নেই কীভাবে জটিল পরিস্থিতি সামাল

দিতে হয়। পরিস্থিতির ফ্যাসাদে পড়লে কীভাবে
বাঁচতে হয়। অতিরিক্ত ভয় পেলে মায়ার শুধু বুক
ফেটে কান্না আসে। এখনো তাই আসছে। মায়া ভয়ে
জড়সড় হয়ে বসল। কাজী সাহেব কামিলা পড়তে
পড়তে মায়াকে শক্ত গলায় কবুল বলতে বললেন।
মায়া ধমক খেয়ে ভয়ে কান্না করতে করতে কবুল
বলে দিল। কিন্তু যখন কাজী সাহেব অর্ধ-বেহুঁশ
ছেলেটিকে কবুল বলতে বললেন, তখন ছেলেটি ওই
অবস্থায় ঘোরের মাঝে তিন ‘কবুল’ বলে ফেলল।
মায়াদের বিয়ে সম্পূর্ণ হলো। কিন্তু মায়া একটা
জিনিস লক্ষ করল, কাজী সাহেব মায়ার স্বামী নামক
লোকটির থেকে কোনো রকম নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা
করলেন শুধু মায়াকে ছাড়া। যেন তিনি পূর্ব থেকেই
ছেলেটির বাপ-দাদার নাম জানেন এবং সেই অনুযায়ী
তিনি নিজেই সবকিছু লিখে নিয়েছেন কাবিননামায়।
মায়া পরিবারের কথা জিজ্ঞাসা করলে। মায়া শুধু
নিজের বাবার নাম আর জায়গার নাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া
এতটুকুই বলল, ব্যস। মায়াকে কাবিননামায়
সিগনেচার করতে বললেন। মায়া কলম হাতে
সিগনেচার করতে গিয়ে এক পলক চোখ আওড়িয়ে

কাবিননামায় নিজের সদ্য হওয়া স্বামীর
সিগনেচারটাতে চোখ বুলাল একটু করে। বরের
জায়গায় স্বামীর নামটা মায়া ভালোভাবে দেখেও বুঝল
না আসলে সেখানে লোকটা কী নাম লিখেছে। কেমন
ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দ্রুত একটা নাম লিখে নিল লোকটা।
অথচ নামটা মায়া বুঝতেই পারছে না কী লেখা আছে
তাতে। মায়া নামটা ভালো করে পরখ করে বুঝল
এটা ইনিশিয়াল সাইন করা। তাই মায়া শত চেষ্টা
করলেও সিগনেচারটা মায়ার ছোট মাথায় ঢুকবে না।
অসহায় মায়া সিগনেচারের উপর এক নজর বুলিয়ে
চোখ ভর্তি জল নিয়ে তাকাল অর্ধ-বেহুঁশ স্বামীর
দিকে। সেদিকে এক পলক তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা
হাতে সেও কাবিননামায় সিগনেচারটা করে বিয়েটা
সম্পূর্ণ করতেই কাজী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন খাতার
পত্র গুছিয়ে। এক পলক মায়াকে দেখে নিজের ছেলে
ও নাটিকে নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যেতে যেতে
নিজের বউকে ডাক ছেড়ে বলে গেলেন...‘
মেহমানদের কিছু খাওয়ার জন্য।

রাতের প্রায় শেষ প্রহর। হাতের মুঠোয় বাটন ফোনটি
চেপে বিষণ্ণ ভগ্ন হৃদয় নিয়ে অন্ধকার ছন্ন খোলা

আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে টিন শিটের জানালা দিয়ে মায়া। ওর ছোট মনের আকাশে আজ ভীষণ মেঘ জমেছে। সেই মেঘের বাঁধ ভাঙ্গা বৃষ্টি হয়ে বারবার গাল গড়িয়ে পড়ছে ক্ষণে ক্ষণে। মায়া বারবার হাতের উল্টো পিঠে গাল মুছতে ব্যস্ত। সেই সাথে মুঠোয় ফোন চেপে নিজের ভাইকে কল করছে অনবরত। এই ফোনটি বাড়ির ওয়ালার ছেলের বউয়ের। খাবার দিতে আসায় তখন মায়া ফোন চেয়েছিল মহিলাটির কাছ থেকে। তিনিও মায়ার মনের অবস্থা বুঝে নিজের ফোনটি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন মায়াকে। কিন্তু মায়ার ভাগ্য সহায় হলো না। সেই মধ্য রাত থেকেই একনাগাড়ে কল করে যাচ্ছে আরিফকে কিন্তু আরিফের ফোন বন্ধ। বারবার নট রিসেভেবল দেখাচ্ছে। মায়ার কান্নার বেগ বাড়ে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বিছানায় শয্যাশায়ী স্বামীর দিকে তাকায়। নাম-দাম পরিচয় কিছু জানে না মায়া অথচ এই লোক নাকি মায়ার স্বামী? ভাগ্যের কি পরিহাস! তাছাড়া এখন মায়া পালিয়ে গেলে ইহজীবনে এই লোকের সাথে মায়ার আর দেখা হবে কিনা তাও সন্দেহ। দেখা না হওয়াটা শতভাগ নিশ্চিত। এই

লোকটা হয়তো নিজেও জানে না মায়া এই লোকের
বউ। জানবে বা কীভাবে? লোকটা সজ্ঞান থাকলে তো
জানবে নাকি? সে তো অজ্ঞানরত বেহুঁশ অবস্থায়
মায়াকে বিয়েটা করল। মায়ার মতো করে সেও,
মায়ার নাম-ঠিকানা জানে না। এমনকি মায়াকে
হয়তো চোখের দেখাও দেখেনি লোকটা। হুঁশ ফিরার
পর এই লোককে মায়া কী বলবে? বলার মতো কি
আদৌ কিছু আছে মায়ার কাছে? বিয়ের বিষয়টা
জানতে পেরে যদি লোকটা উঠে মায়ার সাথে খারাপ
আচরণ করে তখন কী করবে মায়া? ভয়াৰ্ত মায়া
আরও ভয়াৰ্ত হলো। চুপিসারে এখান থেকে পালিয়ে
যাওয়ার পায়তারা করল। যাওয়ার আগে কী মনে
করে স্বামী নামক অচেনা লোকটার সম্মুখে দাঁড়াল।
ইতিমধ্যে লোকটার মাথায় মোটা করে ব্যাণ্ডেজ
পরেছে। ডাক্তার দিয়ে করানো হয়েছে, বাড়ির
ওয়ালার ছেলে করিয়েছে। অসুস্থতার জন্য এখন
বেঘোরে ঘুমাচ্ছে লোকটা। মায়া লোকটাকে গভীর
চোখে দেখে নিয়ে চুপিসারে চলে যেতে গিয়েও পা
থেমে গেল। হাতের বাটন ফোনটা চেপে সময়টা
দেখে নিল। ৩:৪০ প্রায় ভোর। মায়া হাঁসফাঁস করল

লোকটাকে এই অসুস্থ অবস্থায় একা রেখে যেতে।
একটা মাত্র স্বামী মায়ার। এই অসুস্থতার মাঝে যদি
মায়া চলে যায় তখন মায়ার পাপ হবে না? না থাক!
মায়া নাহয় আর একটু কষ্ট করে কেটেকুটে স্বামীর
পাশে থেকে গেল পাহারা দেওয়ার জন্য। তবে স্বামী
চোখ খোলার আগে মায়া পালিয়ে গেলে তখন
লোকটাও মায়াকে অপ্রকাশিত বিয়েটার জন্য আর
দায়ী করতে পারবে না। মায়া বেঁচে যাবে
সারাজীবনের জন্য। এমনই লোকটা মায়াকে
ভালোভাবে দেখেনি এরপর আবার মায়ার সম্পর্কে সে
কিছুই জানেও না। এখন যদি মায়া পালিয়ে যায়
তাহলে জীবনে মায়াকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও
নেই। স্বস্তির মনে মায়া ততক্ষণ বসে রইল যতক্ষণ
পর্যন্ত না আরিফ মায়ার কলটা রিসিভ করেছে। মায়ার
কল তার ভাই রিসিভ করে ভোর ৪:৫৬ দিকে। তখন
প্রায় ভোর ধরণীর বুকে। উৎফুল্ল মায়া নিজের
ভাইকে ওর অবস্থানের কথা জানিয়ে সবকিছু ছেড়ে-
ছুড়ে তৎক্ষণাৎই পালাল খোলা জানালা দিয়ে। তবে
যাওয়ার আগে নিজের হাতের বাটন ফোনটা রেখে
গেল স্বামীর সাহায্যের জন্য। মায়ার অচেতন স্বামীর

ঘুম ভাঙে প্রায় সাতটার দিকে। মাথা চেপে উঠে
বসতেই রুমে ঢোকে কাজী সাহেব। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
রুমের আশেপাশে তাকিয়ে মায়ার খোঁজ করে
বলল...“মেয়েটি কোথায়?

গম্ভীর কণ্ঠ কানে আসতে ভারি মাথা চেপে চোখ তুলে
কাজী সাহেবের দিকে তাকাল ছেলেটি। মাথা ব্যথায়
এমনই মাথা হ্যাং হয়ে আছে। তার উপর আবার
অপরিচিত জায়গায়, অপরিচিত মানুষের মুখে,
অপরিচিত কোনো মেয়ের খোঁজ তার কাছে করছে
ভেবে বিরক্তিতে খানিকটা কপাল কুঁচকে আসে
ছেলেটির। সে উত্তর করল না। বরং মাথা চেপে
বলল...

“আমাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে?

“আমার ছেলে।

কাজী সাহেবের কথার পিঠে তেমন কিছু বলল না
যুবকটি। শুধু একটু করে বলল...

“একটা ফোন পাওয়া যাবে?

কাজী সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটির হাবভাব বোঝার
চেষ্টা করে বলল...

“তোমার সামনেই রাখা আছে দেখো।

ছেলেটির চোখ আওড়িয়ে নিজের সামনে থেকে মায়ার রেখে যাওয়া বাটন ফোনটি হাতে তুলে নিতে চাইলে কাজী সাহেব আবারও মায়ার খোঁজ করে বলল....“তোমার সাথের মেয়েটি কোথায়?

ফোনটি হাতে নিতে নিতে কপাল কুঁচকে তাকায় কাজী সাহেবের দিকে ছেলেটি। মূলত সে তখনো বুঝতে পারছে না তাকে বারবার কার কথা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।

“কিসের মেয়ে?

অকপটে সোজাসাপটা উত্তর করল কাজী সাহেব..

“তোমাকে নিয়ে রাতে যে মেয়েটি এসেছিল এখানে। আমি তার কথা জিজ্ঞাসা করছি। সে কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?

ছেলেটি কপাল কুঁচকে কিছুক্ষণ ম্লান থেকে মনে করার চেষ্টা করল আসলে কাজী সাহেব কার কথা বলতে চাচ্ছে তাকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্মরণে আসল একটা ঝাপসা লাল হিজাবধারী মেয়েলি মুখ। রাস্তায় দেখা হয়েছিল মেয়েটার সাথে তার। দুর্বলতায় ঠিকঠাক মেয়েটার ফেসটাও দেখা হয়নি তার। এরপর থেকে সে নিজের হুশে ছিল না বলতে গেলে। অথচ

এখন সকাল হতে না হতেই সেই মেয়ের খোঁজ তার কাছে করছে, অদ্ভুত তো। যে মেয়েকে দেখেনি জীবনে সেই মেয়ের খোঁজ কীভাবে দেবে সে? বিষয়টি সে তেমন একটা আমলে না নিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাটন ফোনে নাম্বার টাইপিং করতে করতে অকপটে উত্তরে বলল ছেলেটি...“আমি জানি না সে কোথায়। কাজী সাহেব খানিকটা অসন্তুষ্ট গলায় বলল...

“তুমি জানো না মানে?

যুবকটি বাটন ফোনে টাইপ করে কাউকে মেসেজ পাঠিয়ে দুর্বল শরীরে উঠে দাঁড়াল। আপাতত নিজের গন্তব্যের জন্য বের হবে সে। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। কিন্তু কাজী সাহেবের বরাবর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে পকেটে দু-হাত গুঁজেতে গুঁজেতে বলল ছেলেটি...

“আপাতত বলতে পারছি না আপনার অনুসন্ধানকৃত মেয়েটি কোথায়। আর না তার খোঁজ আমি নিতে ইচ্ছুক। আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ। যুবকের কথায় খানিকটা তেতে উঠলেন কাজী সাহেব। তিনি চেনেন এই পাষণ্ড ছেলেকে। খান পরিবারের নিহাল চৌধুরীর বড়ো ছেলে আব্রাহাম

রিদ খান। রাগী আর উগ্র চলাফেরার জন্য বেশ বদনাম এই ছেলে। ক্ষমতা জোরে মাটিতে পা পড়ে না এই ছেলের। তবে মেয়েলি বাজে বিষয়ে কখনোই খান পরিবারের কাউকে জড়াতে শোনেননি তিনি। এমনকি এই রিদ খানকে কখনো কোনো মেয়েকে নিয়ে জড়িয়ে বাজে কিছু বদনাম শোনা যায়নি। তিনি মনে করেন খান বাড়ির মানুষজন আর যেমনই হোক না কেন তাদের বাড়ির বউরা অন্তত মর্যাদা নিয়ে চলাফেরা করেন সমাজে। হয়তো এই ছেলের ক্ষেত্রেও তাই হবে। বউকে সম্মান দেবে। কিন্তু এই ছেলে সকাল হতে না হতেই রাতে বিয়ে করা বউকে অস্বীকার করছে। কাজী সাহেব অন্তত রুষ্ঠ গলায় রিদের উদ্দেশ্যে বললেন...

“মেয়েটি তোমার বউ। স্বামী হয়ে তার খোঁজ রাখা তোমার দায়িত্ব। তাছাড়া মেয়েটা বেশ ছোট দুনিয়ার সম্পর্কে তার ধারণা নাই থাকতে পারে। এজন্য বলছি, স্বামী হয়ে তার খেয়াল রাখা তোমার উচিত। কপাল কুঁচকে কাজী সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকল রিদ। একটা অচেনা মেয়ে তার বউ হয় কীভাবে? রিদ ভাবল হয়তো রাতে রিদের সাথে মেয়েটিকে

দেখে কাজী সাহেব ভুল ভাবছেন, যে মেয়েটি তার বউ হতে পারে। রিদ কাজী সাহেবের ভুল ধারণা ভাঙ্গার চেষ্টা করল না। এত বেশি কথা সে কারও সাথে বলার প্রয়োজন মনে করে না। তার এখানে কোনো কাজ নেই বিদায় সে এখান থেকে চলে যাওয়ায় উচিত মনে করে, কাজী সাহেবকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইলে তৎক্ষণাৎ কাজী সাহেব রিদকে আটকিয়ে পকেট থেকে একটা কাবিননামার কাগজ বের করে রিদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তিনিও নিশ্চুপে রুম ত্যাগ করলেন।

রিদ কপাল কুঁচকে হাতের কাগজটির দিকে তাকাতেই এক আকাশ সমান বিস্মিত পরে গেল যখন দেখল বরের জায়গায় তার নিজস্ব সিগনেচার করা। রিদ খানিকটা চমকানো সাথে সাথে বিরক্তবোধ করল এমন হুটহাট অপ্রকাশিত বিয়ের জন্য। হাতের কাবিননামাটায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে বউয়ের নামটা দেখে নিল এক পলক। সেখানে আনাড়ি হাতে এলোমেলোভাবে লেখা ‘রিক্তা ইসলাম মায়া’। রিদ বুঝতে পারল তার অচেনা বউয়ের নাম রিক্তা ইসলাম মায়া। নামটা সে তৎক্ষণাৎ মনে মনে বেশ কয়েকবার

আওড়িয়ে স্মরণে গেঁথে নিল। তবে বউয়ের আনাড়ি হাতের লেখাটা দেখে রিদের কপালের ভাঁজ আরও গাঢ় হলো। ভাবল তাকে রাতে কোনো নাবালিকা প্রাইমারি বাচ্চার সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়নি তো? গড নো'স! সদ্য বিয়ের হওয়া বউয়ের সম্পর্কে কৌতূহল জাগতে গিয়েও আকর্ষণ হারিয়ে ফেলল রিদ। আবেগি হয়ে গা ভাসাবার মানুষ সে নয়। তাই বউ সম্পর্কে জানার আর আগ্রহ রইল না। হাতের কাবিননামাটা বেখেয়ালিভাবে সেখানেই ফেলে দিল রিদ। সাথে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। আর না মায়ার খোঁজ করতে চাইল। উদাসীন রিদ কর্মক্ষেত্রে গিয়ে নিজের বিয়েটাকে ভুলে গেল। বিয়ের মতোন পবিত্র সম্পর্কটা ভুলে দুজন সামনে এগোতে চাইল। হলোও তাই। দুজনের কারও মাঝে তাদের বিয়েটা নিয়ে মাতামাতির দেখা গেল না। এমনকি সেদিনের পর আজ পর্যন্ত কেউই এই অপ্রকাশিত বিয়েটা নিয়ে কারও সাথে মুখ পর্যন্ত খোলেনি। রিদ এই বিয়েটা নিয়ে কারও কাছে বলা প্রয়োজন মনে করেনি আর মায়া পরিবারের ভয়ে কাউকে কিছু বলেছে। ভাগ্যের ফেরে এক হওয়া মানুষের দুটি হৃদয় পুনরায় সম্মুখে

দাঁড়াবে কিনা তাও জানা নেই। আমার জীবনের হঠাৎ আগন্তকের আগমন ঘটেছিল ২০১৭তে। সে-বার আমি মাত্র নবম শ্রেণিতে পড়াতাম। দশম শ্রেণিতে উঠবো। ডিসেম্বর এক তারিখে আমার ফাইল পরীক্ষা ছিল। আর নভেম্বরের দুই তারিখের ছিল আমার জন্মদিন। বলা যায় মাত্র একমাস ছিল আমার পরীক্ষার। তাহলে বুঝতেই পারছেন ফাইনার পরীক্ষার মতো জটিল বিষয়টার মাথায় রেখেই ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে আরিফ ভাইয়ার হাত ধরে চলে গিয়েছিলাম সে-বার ঢাকা শহরে জন্মদিনটা স্পেশাল ভাবে পালন করার জন্য। হয়েছিলও তাই। আমার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় জন্মদিনটা ছিল ২০১৭তে আমার ষোলতম জন্মদিনের। সেই দিনটার কথা আজও মনে করলে বুক মুচড়ে উঠে তীব্র ভয়ে। উফ কি ভয়ংকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলাম আমি সেই রাতে ঐ অচেনা লোকটির সাথে। চেনা নেই, জানা নেই, তারপরও হুট করে ঐ লোকটার সাথে বেঁধে গেলাম। হুজুর টাইপ বুড়ো লোকটা যদি আমার চরিত্র নিয়ে কথা না বলতো তাহলে হয়তো বিষয়টা অন্য রকম হতো। স্বাভাবিক ভাবে আমি তাদের বুঝাতে পারতাম

আসলে আমরা সত্যি বিপদে পরে উনার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিলাম। কিন্তু তেমন কিছু হলো না। উল্টো কলঙ্কের তকমা গায়ে মেখে ভয় দেখিয়ে বিয়েটা দিয়ে দিল একটা অপরিচিত লোকের সঙ্গে যার নামটা পযন্ত জানা নেই আমার। যাকে আমি সাহায্য করতে চাইলাম বিপদগ্রস্ত বলে তার সাথেই আমার বদবাম রটিয়ে সোজা বিয়ে। উফফ সেই পরিস্থিতির কথা ভাবতেই গা শিউরে উঠে। আমার জীবনে আমি এতো জটিল আর স্মরণীয় মুহূর্তে দ্বিতীয়টা পায়নি। পাওয়ার কথাও না। বাপ-ভাই আর পরিবারের ছায়াতলে বড় হয়েছি আমি তাই কখনো সেইভাবে পুরুষ মানুষের সঙ্গে চলাফেরা ছিল না আমার শুধু বাড়ির আপন পুরুষ গুলো ছাড়া। এই যেমন চাচাতো-খালাতো ভাইবোনরা ছাড়া আরকি। আচ্ছা যায় হোক! এবার আসি মূল কথায়। আমার যার সাথে বিয়ে হয়েছিল লোকটাকে আমি রাতে আধারে রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট হলুদ আলোয় দেখেছিল সেরাতে। তারপর আমাদের সাহায্যকারীর বাসায়, মানে আমাদের যে বাসায় বিয়ে দেওয়া হয় সেই বাসায়ও দেখেছিলাম লোকটাকে প্রদীপের মৃদু

আলোয়। মানে কারেন্ট ছিল না। সেরাতে বেশ ঝড়-ঝাপটা তুফান হয়েছিল বলে সেই এলাকায় বিদ্যুৎ সংকটে ছিল। সেজন্য মূলত কারেন্ট ছেড়ে ছোট একটা মোমবাতির অল্প আলোয় আমাদের দুজনের বিয়েটা দিয়েছিল কাজি সাহেব। আরিফ ভাইকে হারিয়ে ফেলা, কাজি সাহেবের হুমকি-ধামকি, আবার অচেনা লোকটাকে নিয়ে ভয়, টেনশন সবকিছু মিলিয়ে আমার অবস্থা ছিল যাতা বলার বাহিরে। আতঙ্ক এতোটাই ছিল যে ঐ অল্প দেখা স্বামীর মুখটা আমি আর মনে রাখতে পারিনি। মানে সোজা কথা ভুলে গেছি আরকি। এমন না আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে অচেনা স্বামীর চেহারাটা ভুলে গেছি তাকে মনে রাখতে চায় না বলে। আসলে সত্যি বলতে লোকটাকে আমি মনে রাখতে চেয়েছিলাম এজন্য সেদিন রাতের শেষ প্রহরে পালিয়ে আসার সময় ঘুমন্ত স্বামীর মুখটা আমি বেশ ভালোভাবেই দেখেছিলাম। জীবনের শেষ দেখা বলে স্বামীর মুখটা স্মরণের রাখতেও চেয়েছিলাম কিন্তু ভাগ্য আমার সহায় হলো না। আমার ছোট মস্তিষ্ক থেকে আশ্তে আশ্তে স্বামী নামক লোকটার আবছা আলোয় মুখটা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

আজকাল স্বামীর মুখটা স্মৃতিচারণ করলেও তেমন কিছুই আসে না মস্তিষ্কে শুরু ধোঁয়াসা একটা মুখ ছাড়া। তবে লোকটা বডিফিটসে আর হাইট-টা শুধু চোখে ভাসে ঐ একটু আরকি। ফ্রীতে তো লোকটা নামটাও জানি না যে স্মরণে রাখবো বা খোঁজে বের করবো। কি এক বিয়ে হলো আমার। হঠাৎ হওয়া স্বামীটা কেমন ধুম করেই বিলুপ্ত হয়ে গেল আমার জীবন থেকে। ২০১৭ সালে হওয়া ঐ ঘটনা পর বিগত এক বছর পাঁচ মাস পর আবারও আমার জীবনের এক নতুন মোর নেয়। নরম শ্রেণির পাস করলাম, দশম শ্রেণির এসএসসি পরীক্ষায় দিলাম। রেজাল্টও বের হলো। মোটামুটি ভালো রেজাল্ট পেয়েই পাস করলাম। ২০১৯ দিকে কলেজে উঠবো। যথারীতি আমার কলেজে ভর্তি হওয়া চিন্তাটাও আমার বাপ-ভাইয়ের উপর ছিল বরাবর মতো। এতে অবশ্য আমার নিজস্ব কোনো মতামত নেই। পরিবারের মেয়ে তাঁরা যেখানে বলবে সেখানেই ভর্তি হতে হবে আমাকে এক কথা। তাই পড়াশোনার বিষয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি। আমার সাথে অবশ্য একদলে জুইও আছে। ওকেও আমার ছোট চাচা আমার সাথেই ভর্তি

করাবে। যেহেতু আমরা দুজন জন্মের পর থেকে এক সঙ্গে হেলেদুলে বড় হয়েছি, পড়াশোনাও একত্রে করেছি, সেহেতু আমাদের আলাদা করা কারও চিন্তাতে আপাতত ছিল। তাই সহপাঠী হিসাবে জুইকে পাবো এটাও নিশ্চিত ছিলাম আমি। আচ্ছা যায় হোক! পরিবারগত অনেক বুঝ-পরামর্শ করার পর বাবা আর ছোট চাচার আদেশ হলো আমাদের দুজনকে চট্টগ্রামে ভর্তি করাবে। মানে আমাদের প্রথমে আরিফ ভাইয়ার ফ্ল্যাটে থাকতে হবে পরবর্তী সময়ে যখন আমরা হোস্টেলের সিট পেয়ে যাবো তখন আমাদের দুজনকে হোস্টেলে দেওয়া হবে এমনটাই কথা রইল। হলোও তাই! ভর্তি পরীক্ষা জন্য ভাইয়ার হাত ধরে সোজা চলে গেলাম আশুগঞ্জ টু চট্টগ্রাম শহরে। আরিফ ভাইয়া তখন সবেমাত্র মাস্টার করছিল। সেই বছরই তার লাস্ট ইয়ার ছিল মাস্টার্সের। ভাইয়া ফাইনালিস্ট ছিল। চট্টগ্রামে ভাইয়া লেখাপড়ার সুবিধার্থে থাকলেও চট্টগ্রাম শহরটার সাথে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল আরও একটা। সোজা কথা বলতে গেলে আমার নানুবাড়ি আর আম্মুর নিজ বাড়ি। সেই হিসাবে প্রতি বছরই আমাদের যাতায়াত থাকতো চট্টগ্রামে। কিন্তু

তারপরও আমার এই চট্টগ্রাম শহরটাকে আপন মনে
হতো না। এখানে পড়াশোনা নিয়েও ছিল বেশ
আপত্তি। আমার ইচ্ছা ছিল আশুগঞ্জ কোথাও ভর্তি
হবো। সেখানে আমার স্কুলের সহপাঠীরাও ছিল
তাদের ছেড়ে আসতেও মন নারাজ। আমার এতো
এতো নারাজগিটা চোখে দেখেনি কেউ, কানেও
তুলেনি। ছোট মানুষ হওয়ায় পরিবারের বড়রা যা
বলে সেটাই শুনতে হতো আমায়। আমার আজও
মনে আছে সেদিনকার কথা। আম্মু আঁচল ধরে কি
কান্নাটাই না করেছিলাম উফ!!কাঁদতে কাঁদতে গোটা
একদিন খাওয়া দাওয়া বন্ধ রেখেছিলাম চট্টগ্রামে
পড়তে যাবো না বলে। তারপরও আমার এতো
বিক্রম শূন্যে তুলে এক প্রকার বাধ্য হয়েই
এসেছিলাম চট্টগ্রামে আরিফ ভাইয়ের হাত ধরে।
প্রথম কয়েকদিন তোড়জোড় করে মন খারাপ চালিয়ে
রেখেছিলাম বাড়ির সবার সাথে যাতে একটু মায়া-দয়া
দেখিয়ে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্য
আমার এবারও হতাশ করল! আমার ভিষণ রকমের
মন খারাপেও আব্বু শক্ত মন নরম হলো না। আর না
আমার এখান থেকে যাওয়া হলো। প্রচন্ড অনিহা আর

বুক ভরা কষ্ট নিয়েই আরিফ ভাইয়ার আমাদের চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি করিয়ে দিল। আমাদের বাসা থেকে কলেজ দূরত্ব ছিল দশ থেকে পনেরো মিনিট মতো। তাই রোজকার মতো ভাইয়া আমাদের কলেজে নামিয়ে দিয়ে তারপর সে নিজের ভার্সিটিতে যেত। আরিফ ভাইয়া নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি একটা কোচিং সেন্টারেও ক্লাস করতো টিচার হিসাবে। আর আমরা কলেজ শেষ করে বিকালে দিকে আবার আরিফ ভাইয়ার কোচিং সেন্টারেও যেতাম বই-খাতা নিয়ে ক্লাস করতে। আমি আর জুই দুজনই ছিলাম মানবিকের স্টুডেন্ট। মূলত আমার ছোট থেকে রাজনৈতিক বিষয় গুলোতে প্রচন্ড ইন্টারেস্ট ছিল বিদায় সেজন্য মানবিক নিয়ে পড়াশোনা করা আরকি। সত্যি বলতে রাজনৈতিক বিষয় গুলো থেকে রাজনৈতিক কুটনৈতিক বুদ্ধি গুলো আমার হেবি লাগতো বলেই বাসার কাউকে না জানিয়ে নিজে নিজেই এই মানবিক বিভাগে ঢুকেছিলাম নবম শ্রেণিতে। জুই অবশ্য প্রথমে সাইন্স নিয়ে পড়াশোনা স্টার্ট করে ছিল পরে সাইন্সের বইয়ের সাথে উঠতে না পেরে বাধ্য হয়ে সাইন্স ছেড়ে মানবিক শাখায়

আমার সাথে যোগ হয়। কিন্তু কে জানতো আমার এই অত্যাধিক পরিমাণের রাজনৈতিকে পছন্দ করাটা যে আমার ভবিষ্যৎতের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে সেটা? হা হা হা! আমার বাল্যকালের মজা করাটা আজ আমার উপরই ভারি পরে গেলো। এজন্য মানুষ বলে কোনো কিছু নিয়ে মজা করতে নেই। সময়ে ব্যবধানে সেই বিষয় গুলো তোমার উপর পরতে বেশিক্ষণ লাগে না সেটা আমি আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। পাবারই কথা। মূলত আমি সবসময় ক্লাসমিট বা কাজিনদের জোর গলায় বলে বেড়াতাম। আমার রাজনৈতিক পছন্দ! নেতাদের ক্ষমতা পছন্দ! তাদের কুটনৈতিক বুদ্ধি গুলো পছন্দ! ভবিষ্যৎ মন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছাও মাঝেমধ্যে প্রকাশ করতাম বোকার মতো। আমার এই অতি আগ্রহের কথা গুলো আমার বান্ধবীরা শুনত মনোযোগ সহকারে। তারপর বুক ভরা দোয়া দেওয়ার আগে মাইশা বলতো,

‘ শুন মায়া তুই মন্ত্রী হলে আমাদের কি উপকার করবি সেটা আগে হিসাব-নিকাশ কর। ফিতে তো দোয়া আর ভোট কোনোটাই দেওয়া যাবে না, তাই না। দেখ মায়া আমরা ছয় বান্ধবী আছি তোর।

আমাদের ডিমাল্ড কিন্তু তেমন বেশি কিছু না। শুধু প্রত্যেকে একটা করে সরকারি চাকরি আর বিসিএস ক্যাডার জামাই পাওয়ায় দিবি ব্যাস এতটুকুই। শুন মায়া প্রেমটা না-হয় আমরা কম্প্রোমাইজ করে নিবো ছয় বান্ধবী বেসরকারি বা বেকার পোলাপান সাথে করে। কারণ অসহায় পোলাপানদেরও তো একটা জাতিগত অধিকার আছে সুন্দরী মাইয়া গো লগে প্রেম করার। সেই আত্মত্যাগে প্রেম করবো বেকার ছেলে সঙ্গে কিন্তু জামাই বেলা কিন্তু নো কম্প্রোমাইজ! জামাই কিন্তু আমাদের বিসিএস ক্যাডারই লাগবে বলে দিলাম। নয়তো আমাদের সবার ভোট আর দোয়া তোর জন্য ক্যাসেল হু।

আমাদের বান্ধবীদের কথা তদারতিতে দ্রুততা সঙ্গে মাহি বাঁধা দিয়ে বলতো..‘ দোস্তু দোস্তু! রিজাকে মন্ত্রী হওয়ার দোয়াটা দ্রুত ক্যাসেল কর, ক্যাসেল কর। ঐটা রং নাম্বার! রিজা ভবিষ্যৎ মন্ত্রী হওয়া মানেই আমাদের দেশের ঘোর বিপদ ডেকে আনা। রিজার যে বোকা গিলু! দেখা যাবে ওর সামনে দিয়ে পুনরায় পাকিস্তানিরা আমাদের দেশ নিয়ে যাবে কুটনৈতিক করে আর ওহ কিছুই বুঝতে পারবে না। দেশ বলে

কথা বিপদের ফেলা যাবে না। তাই রিক্তার মন্ত্রী হওয়ার দোয়া ক্যাসেল। তুই বরং রিক্তার জন্য একটা নেতা জামাইর দোয়া করে দে শক্তপোক্ত। কালো, বেটে, অসুন্দর, বুড়িওয়ালা যেমনই হোক ব্যাস মন্ত্রী হোক তাহলেই চলবে। কিরে তোর চলবে না?

মাইশার কথার পাশ থেকে ফোড়ন কাটতো সুমি। অতি উৎসাহে বলতো। ‘হ, হ, মাইশা ঠিক কইছে। রিক্তারে মন্ত্রী বানাইয়া দেশকে বিপদের ফেলার দরকার নাই। রিক্তা থাক তোর মন্ত্রী হওয়ার লাগবো না। মন খারাপ করিস না দোস্তু। যাহ আমরা তোরে মাইশার কথায় মন্ত্রী জামাইর জন্য দোয়া করে দিবোনে হ্যা। তোর মন্ত্রী মশায় অসুন্দর হোক সমস্যা নাই। কিন্তু তাকে অবশ্যই রগচটা মন্ত্রী হতে হবে যেন কথায় কথায় তোকে এমনই দু-চারটে থাপ্পড় মারে ভালোবেসে।

বেশ কৌতুক করেই আমার ছয় বান্ধবীরা আকাশ মুখী দু’হাত তুলে মোনাজাত করতো আমার জন্য। ভিষণ রকমের ক্ষেপাত আমায়। মাঝেমধ্যে বোকার মতোন চেতে যেতাম আমি ওদের উল্টোপাল্টা দোয়া আবার মাঝেমধ্যে বেশ এনজয় করতাম, যখন

ভবিষ্যত মন্ত্রীর বউ বলে থাকতো আমায়। এই একটা
কথায় কখনো আমি চেতে যেতাম না। বরং ভালো
লাগতো। পছন্দের রাজনৈতিক বলে কথা। নেতা
জামাই পাইলে সমস্যা কি? বরং ভালোই লাগবে।
মনে মনে যেমন বান্ধবীদের দোয়া করা নিয়ে খুশিতে
থাকতাম। তেমনি ভয়ে ভয়ে থাকতাম এই ভেবে যে,
আমার দেখে জীবনে একটাও ইয়াং নেতা ছিল না।
সবগুলো নেতা ছিল কেমন বুড়ো মোটাতাজা আর
কালো বুড়িওয়ালা বয়স্ক লোক। এখন বান্ধবীদের
দোয়াতে যদি বুড়ো জামাই পায় তো? বুড়ো জামাই
কি শুধু আমায় ধরে ধরে মারবে নাকি? আমার
এতোসব চিন্তাতে জল ঢেলে গেলো ঐ হঠাৎ হওয়া
বিয়ের পরপরই। আজ বছর দেড়েক হলো আমি
কাউকে বলি না আমার রাজনৈতিক পছন্দ বা মন্ত্রী
সাহেবও পছন্দ। কেউ এই নিয়ে মজা করলেও চুপ
থাকতাম। বিয়ে নিয়ে আমার হঠাৎ চুপ থাকার
কারণটা আজও কেউ ধরতে পারলো না। পারবে
কিভাবে আমি কাউকে আজ পযন্ত আমার হঠাৎ হওয়া
বিয়ের ঘটনাটি খোলে বলি না এই ভয়ে যে, বিয়ে
মতো এতো বড় একটা জটিল ঘটনা শুনলে সবাই

আমাকেই দোষ দিবে। তাছাড়া পরিবার যখন আমাকে
এই বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলবে তখন আমি কি
বলবো তাদের? আমার কাছে তো উত্তর নেই।
তাছাড়া আমার আব্বু ভিষণ রকমের রাগী আর জেদি
মানুষ। উনার কানে এই খবর যাওয়া মানেই আমাকে
কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া। আব্বু ভয়ে আজ
পযন্ত আমি জুইয়ের সাথে পযন্ত বিয়ের বিষয়টা
শেয়ার করিনি। ভবিষ্যতে কখনো করবো বলেও মনে
হয়না। কারণ আমার সেই সৎ সাহস নেই। আমি
জানি না লোকটা কে ছিল, আর কাকেই বা সেরাতে
আমি বিয়ে করেছিলাম। আব্বু এই বিষয়ে আমাকে
কিছু জিগ্যেসা করলে আমি লোকটার নামটা পযন্ত
বলতে পারবো না এজন্য মূলত চুপ থেকে গেলাম
নিরবে। তাছাড়া আমি বিগত দেড় বছরের দুটো বিষয়
লক্ষ করেছি, আগে বিয়ে শব্দটা আমার মাথা আসলে
প্রথম প্রথম ভয় পেতাম। কিন্তু আজকাল শুধু হতাশা
কাজ করে নিজের মাঝে স্বামী শব্দ নিয়ে। নাম-দাম
ঠিকানা পরিচয়পত্র কিছুই জানি না তার। যাও একটু
করে লোকটার ফেসটা মাথায় ছিল দীর্ঘ সময়ের
দূরত্বে তার আদৌ-আলো চেহারাটাও ভুলে যাচ্ছি দিন

বা দিন। আমার কপালে কি আছে কে জানে? কিন্তু সেই মানুষটার জন্য আমার জীবন যেন থেমে আছে। অদ্ভুত ভাবে আজও তার কথা আমার স্মৃতিতে গেতে আছে দৃঢ় ভাবে। নিশ্চিত বিয়েতে অনিশ্চিত স্বামী দেখা ইহজীবনে পাবো না বলে এটাও জানি। তারপরও লোকটা আমার মস্তিষ্ক জুড়ে বিচরণ। দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে ভেবেই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললাম। আমার জীবনের ফেলে আসা দিন গুলো আবারও একবার স্মৃতিচারণ করলাম বিছানায় পা দুলাতে দুলাতে। বুক ভারির নিশ্বাস ফেলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম জুইয়ের দিকে। মেয়েটা সেই তখন থেকেই সেজে যাচ্ছে থামাথামি নাই। এক ঘন্টার বেশি সময় হবে আয়নার সম্মুখে বসেছে সাজতে তারপরও সাজ কমপ্লিট হলো না মেয়েটার আজব। এবার বেশ বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে আসল আমার জুইয়ের এতো দেরিতে। আজ আমাদের কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠান। আমাদের ক্লাস অবশ্য আরও মাস খানিক আগেই শুরু হয়েছিল কিন্তু আমাদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানটা একটু দেরিতে হচ্ছে বিশেষ কিছু অতিথির জন্য। বলতে গেলে আমাদের কলেজের ফাউন্ডার্সদের

জন স্যারদের নাকি এই অনুষ্ঠানটা পিছাতে হয়েছে
এটা আমাদের সিনিয়রদের বলা কথা। ভাই,
প্রতিষ্ঠানের ফাউন্ডার্স বলে কথা তাদের জন্য একমাস
কেন চাইলে পাঁচ পিছাতেও কারও সমস্যা হবে না।
যায় হোক সেসব কথা। কলেজ নিয়ে আপাতত
আমার মাথা ব্যথা নেই। কে আসল? কে গেল! সেটা
আমাদের দেখার কথা না। আমার বিষয় হচ্ছে এই
মূহুর্তে জুইকে নিয়ে। মেয়েটা এখনো বিরতি বিহীন
সেজে চাচ্ছে। সামান্য একটু অনুষ্ঠানের জন্য এতো
সাজতে হবে? আজব। এবার আমি বেশ চটে গিয়ে
রাগী গলায় বললাম জুইকে...‘ অসভ্য মাইয়া আর
কতক্ষণ আমাকে এইভাবে বসিয়ে রেখে সাজবি?
সামান্য একটা অনুষ্ঠানের জন্য তোর এতো সাজতে
হবে? লাইন মারতে যাবি কলেজে? আরিফ ভাইয়ার
কাছে বিচার দিব তোর নামে দেখিস।

আমার চেতে যাওয়াতে তাড়াহুড়ো করে জুই আয়নার
সম্মুখের ঝুঁকে পরে লিপস্টিক লাগাতে বললো...

‘ শুধু শুধু রাগিস কেন রিতু? এইতো শেষ আমার।
আর অল্প।

‘ জুই এবার কিন্তু তুই বাড়াবাড়ি করেছিস! সত্যি আমার গরম লাগছে এই মরার শাড়ি পরে। তুই কি উঠবি নাকি আমি তোকে ফেলে চলে যাব ভাইয়ের সাথে?

আয়নার সম্মুখে থেকে তাড়াহুড়োয় মেকাপের জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে ব্যস্ত ভঙ্গিতে জুই বললো...

‘ সরি! সরি! বইন এইতো শেষ আমার। চল, চল, দ্রুত আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেলে সিনিয়রদের প্যারায় পরে যাবো আমরা আবার। চল চল। জুইয়ের হঠাৎ এতো তাড়াহুড়ো গাঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ঠোঁট উল্টালাম। মেয়েটা সত্যি পাগল। একতো নিজেই দেরি করবে তারপর আবার সেটা নিয়ে নিজেই আফসোস করবে। অদ্ভুত! আজ আর আরিফ ভাইয়ার বাইকে চড়লাম না আমরা কেউ। যেহেতু শাড়ী পরেছি তাই রিক্সা ধরে সোজা কলেজ গেইটে নামতেই চোখে লাগল কলেজ ভারি প্যানেলের সাজসজ্জা। সেই সাথে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভারি ভারি পোষাক। এই যেন এক লাল সবুজের পতাকা পতাকা হয়ে আছে সবাই আহা! কি অদ্ভুত

ভালোবাসার টান দেশের জন্য। যার জন্য এই
ভরাদিন দুপুরে সবাই লাল সবুজ পতাকা পতাকা হয়ে
ঘুরছে আশেপাশে। ছেলেরা সবাই লাল পাঞ্জাবি আর
মেয়েরা সবাই সবুজ শাড়িতে আবদ্ধ। এই আবদ্ধ
হওয়া থেকে কিন্তু আমরাও বাদ যায়নি। জুই আর
আমি দুজনই সবুজ রঙ্গা শাড়ি পরেছি। পার্থক্য শুধু
একটাই আমাদের শাড়িটা জামদানি ব্যাস। ছোট ছোট
পা পেলে কলেজের গেইট ধরে ভিতর ঢুকে বুঝলাম
আমরা মনেহয় একটু বেশিই দেরি করে ফেলেছি।
আমাদের আরও আগে আসার উচিত ছিল। কারণ
অলরেডি অতিথি আসার সময় হয়ে গেছে। আমাদের
পিছন পিছনই বিশেষ অতিথি আর প্রধান অতিথির
গাড়ি ঢুকলো গেইট ধরে। তারমানে এই কলেজের
এরাই ভিআইপি। সেই সাথে এই কলেজের ওনার।
ছাত্রী জনসভায় আমি গিয়ে বরাবরই পিছনের সারিতে
বসলাম। যেহেতু দেরিতে এসেছে তাই আপাতত
আমাদের জায়গায়টা পিছনের সারিতে হলো। আমার
হাতে ফোন নেই। জুইয়ের হাতে আরিফ ভাইয়ার
একটা ফোন আছে। সেটাই দিয়ে সে অলরেডি ছবি
তুলার শুরু করে দিয়েছে। আমি বিরক্তি ঝেড়ে ঘাড়

ঘুরিয়ে পিছনে তাকালাম গোল গোল চোখে।
তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিতে ভিড়ল অতিথিদের ঝাঁক ঝামকপূর্ণ
বেশ কয়েকটা সাদা-কালো গাড়ি। গেইট ধরে ভিতরে
চুকছে তারা। সিনিয়র ভাইয়া আপুরা সারিবদ্ধ ভাবে
দাঁড়িয়ে তাদের ফুল ছিটিয়ে বরণ করছে। সেই বরণে
স্যাররাও দাঁড়িয়ে আছে হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে।
দূর থেকে অল্প সল্প চোখে লাগলো আমার। তিনটা
গাড়ি থেকে তিনজন মানুষকে বের হতে দেখলাম
ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত অবস্থায়। একজন বেশ
বৃদ্ধা আর বয়স্ক টাইপের লোক। সাদা পাকা দাড়ি
আর চুলে ভরপুর উনার। দ্বিতীয়জন অর্ধবয়স্ক হবে!
বয়সটা ষাট উর্ধ্ব হবে। উনার চুলগুলো দূর থেকে
ঠাহর করতে পারছিনা কতটা পাকা হবে? তবে
তৃতীয়জনকে চোখে লাগাম মতোন ছিল। দূর থেকে
এক ঝলক দেখেই বুঝতে পারলাম শত নারী রাতের
স্বপ্ন হতে বাধ্য এই পুরুষ। আহা এই বুঝি সেই
পুরুষ যাকে নিয়ে বিগত এক মাস ধরেই গঞ্জন
শুনছিলাম কলেজের সিনিয়র আর আমার ক্লাসমিট
মেয়েদের মাঝে? হতে পারে অস্বাভাবিক কিছু না।
সুন্দর পুরুষদের নিয়ে মেয়েরা সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন

দেখবে এটাই স্বাভাবিক। আমি বিবাহিত না হলে এই
মূহুর্তে আমি লোকটার প্রথম বলকে ক্রাশ খেয়ে বাঁকা
হয়ে যেতাম। কিন্তু বিবাহিত মহিলাদের তো পরপুরুষ
দেখা পাপ। এখন আমিও লোকটার দিকে নজর দিলে
পাপ হবে নিশ্চিত। তাই গুমোট নিশ্বাসে সভ্য সুলভ
দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম লোকটা থেকে। ঠিক হয়ে বসতে
বসতে দেখলাম লোক তিনজনকে পিসেপাল স্যারসহ
বাকি স্যাররা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের কক্ষে
দিকে। পিছন পিছন সিনিয়র ভাইরাও আছেন। আমি
এবার ঘাড় ঘুরিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। কারণ উনার
সবাই এবার হয়তো আমাদের সামনে এসে বসবেন
স্টেজের আসনে। আমার মনোযোগ খালি আসনের
দিকে। সিনিয়র ভাইয়ারা কতো ছুটাছুটি করছে
অনুষ্ঠানটা সামলাতে গিয়ে। এই গরমে একেক জন্য
ঘেমে নাজেহাল অবস্থা। লাল পাঞ্জাবি ঘেমে পিঠেদয়ে
ল্যাপ্টে আছে তাদের। প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি,
সাইড অতিথি দেখার জন্য অল্প সল্প কৌতুহল ছিল
আমার। কিন্তু আমার মনোযোগ সব নষ্ট হয় হঠাৎ
পেটে গোঁতা খাওয়ায়। বিরক্তি নিয়ে চাইলাম পাশে।
জুঁই ঠোঁট উল্টিয়ে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে

বললো...‘ রিতু আমি ওয়াশরুম যাব! প্লিজ আমার সাথে চল।

কেমনটা লাগে? বাসা থেকে মাত্র আসলাম। এখন বসতে না বসতেই ম্যাডামের ওয়াশরুম তাড়া পেয়ে গেল? এতক্ষণ বাড়িতে কি করেছিল তখন ওয়াশরুম যায়নি কেন? মেজাজ খারাপে চাপা রাগে দাঁত পিষে বললাম...

‘ তুই কি আজকে শপথ করছত? আমাকে শান্তি দিবি না? এমনই তোর জন্য এতো লেট হলো এখন বসতে না বসতেই তোর ওয়াশরুমের কাজ লেগে গেল?

‘ প্লিজ রিতু চল না। আসলে সাজুগুজ করায় ব্যস্ত ছিলাম বলে ওয়াশরুমে যাওয়া হয়নি। ভেবেছিলাম সাজ শেষ করে একেবারে যাব। কিন্তু তাড়াহুড়ো এখানে চলে এসেছি বলে আর যাওয়া হয়নি। প্লিজ চল না বোন।

‘ গুড! ভেরি গুড! ভালো কাজ করেছিস। তখন যখন ওয়াশরুম কাজ চেপে সাজুগুজের কাজ চালিয়ে যেতে পারিস তাহলে এখানো চেপে যাহ। মুচড়া-মুচড়ি করে গোটা অনুষ্ঠানটা পার করে দে। আমি জানি তুই পারবি। তোকে পারতেই হবে। চাপাচাপিতে তুই যে

দক্ষ সেটা প্রমাণ করার জন্য হলেও এখন চুপচাপ বসে থাক। আমি পারবো না তোর সাথে কোথাও যেতে। কথাটা বলেই সামনে তাকাতে চাইলে পাশ থেকে জুই খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরে অসহায় গলায় বলল...

‘ প্লিজ রিতু চল না প্লিজ। বেশি ইমার্জেন্সি পেয়েছে। প্লিজ!

অল্প ঠোঁট কামড়িয়ে ওর মতিগতি বুঝার চেষ্টা করলাম। জুইয়ের অসহায় ফেসটা দেখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললাম মেয়েটা আসলেই আমাকে আজকে শান্তি দিবে না।

ওয়াশরুম বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি। হাতে জুইয়ের ব্যাগ আর ফোন। আর কাঁধে আমরা ছোট ব্যাগটি বুলছে। করিডোরে দাঁড়িয়ে আশপাশটা নজর বুলালাম। নাহ আপাতত এইদিকটায় তেমন একটা মানুষ নেই। সবাই মাঠে স্টেজের দিকেটাই আছে। ওয়াশরুম বাহিরে করিডোর একপাশের দেয়ালে থাই গ্লাসে নিজের প্রতিবিম্বটা এক পলক দেখে নিলাম। গোছানো শাড়ি, সবুজ চুড়িতে খারাপ লাগছে না আমায়। ঠিকঠাকি লাগছে। তারপরও চঞ্চল হাত দুটো

দিয়ে ছেড়ে রাখা চুল গুলো আরও একবার গুছিয়ে
নিলাম। অল্প ল্যাপ্টানো কাজলটা মুছে নিতেই তখন
কানে বাজল কারও উগ্রতা গমগমে ডাক ‘ এই মেয়ে
‘ এই মেয়ে এদিকে শুনো। সহজ সরল ভাবেই ঘাড়
বাঁকিয়ে পাশে তাকালাম। চোখে লাগলো আমাদের
পৌরনীতি ম্যাডামকে। তিনিও হাফ সিল্কের লাল
সবুজ সংমিশ্রণের শাড়ি পরিহিত। বয়স পয়ত্রিশ!
শ্যামবর্ণ গায়ে রঙটা খারাপ লাগছে না। বেশ ভালোই
লাগছে। তবে উনি এতো মনোযোগ দিয়ে কাকে
ডাকছে সেটা লক্ষ করতে চাইলে বুঝলাম ম্যাডাম
আসলে আমাকেই অনুসরণ করে ডাকছিল। অল্প
চমকিত হলাম আমি। এক বুক সাহস নিয়ে গেলাম
ম্যামের সামনে। আমাকে দেখেই ম্যাম তাড়াহুড়োই
প্রশ্ন করে বললেন...

‘ কোন ডিপার্টমেন্ট?

ম্যামের তাড়াহুড়োর কথায় বুঝতে পারলাম তিনি
আমাকে সিনিয়র ভাবছেন হয়তো তাই মিনমিন স্বরে
ম্যামকে শুধরিয়ে বললাম...

‘ ম্যাম আমি মানবিক ডিপার্টমেন্টে নতুন ছাত্রী।
ইন্টার ফাস্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট!

ব্যস্তায় ম্যাম ফের বললো...

‘ ওহ তার মানে তুমি আমার ছাত্রী। আচ্ছা শুনো!
আমার হাতের এই ফাইলস গুলো ফাউন্ডার স্যারের
রুমে নিয়ে যাও। সোজা পিন্সিপাল স্যারকে দিবে।
বলবে সুলতানা ম্যাডাম দিয়েছে কেমন। যাও!এতক্ষণ
না চমকালেও এবার বেশ জড়োসড়ো চমকালাম
ম্যামের কথায়। ফাউন্ডার্স স্যারে রুমে যাব মানে?
সেখানে তো এই মূহুর্তে সবাই বসে আছে আমি
যাওয়া মানেই নিঘাত ভয়। এতো বড় বড় মানুষদের
মাঝে আমি ছোট মানুষ হয়ে কেন যাব? উফফ!
আমার তো এখনই ভয়ে বুক কাঁপছে ডিপডিপ করে।
এই কাঁপাকাঁপির রোগ নিয়ে সেখানে যাব কিভাবে?
কোনো কারণে যদি কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারায়
সবার সামনে তো? ছিহ কি লজ্জা জনক ব্যাপার।
অজস্র ভয় থাকার পরও ম্যাডামের মুখের উপর না
করার সাহস হলোনা আমার। তাছাড়া ম্যাম যদি
আমাকে বেয়াদব বলে ধমক লাগেই সেই ভয়ে
ম্যাডামের হাত থেকে কাগজ পত্র গুলো আমার হাতে
তুলে নিলাম। ম্যাডাম তাড়াহুড়ো আমার হাত খালি
করে ব্যাগ আর ফোনটা নিজের কাছে রাখতে রাখতে

বলল, ফাইলস গুলো পিসিপাল স্যারকে দিয়ে তারপর
ম্যামের কাছ থেকে আমার ব্যাগ আর ফোনটা সংগ্রহ
করে নেওয়ার জন্য। অসহায়ের মতো আমি মাথা
নাড়াতেই ম্যাম দ্রুত পদে চলে গেল অফিস রুমে
দিকে। অসহায় আমি ঠোঁট উল্টিয়ে এক পলক
ওয়াশরুমের বন্ধ দরজার দিকে তাকালাম। মেয়েটা
সত্যি আজকে আমাকে শান্তি দিবে না। এখনো
ওয়াশরুমে বসে আছে। প্রচন্ড অস্তিত্ব সঙ্গে ফাউন্ডার্স
স্যার দরজায় কড়া নেড়ে অনুমতি নিয়ে ভিতরে
প্রবেশ করতে চোখে পড়ল বেশ কয়েকজন মানুষকে।
বিশেষ করে অতিথি সভার সবাই এখানেই বসা।
তারমানে তাঁরা এখনো স্টেজে উঠেনি। আমি এই
প্রথম কলেজের ফাউন্ডার্সদের সরাসরি দেখলাম।
দেখতে সবাই মাশাল্লাহ। তিনজনই সাদা ধবধবে
পাঞ্জাবি পরিহিত। উনাদের সবাইকে দেখে সর্বপ্রথম
আমার মাথায় যেটা আসল সেটা হলো ‘উনার সবাই
কি নেতার বংশধর নাকি?’ কি চাই?

ভরাট গলার পিসিপাল স্যারের হঠাৎ প্রশ্নে খতমত
খেয়ে গেলাম আমি। প্রচন্ড অস্তিত্বে সিঁটিয়ে ধীর গলায়
বললাম...

‘ স্যার আমাকে সুলতানা ম্যাম পাঠিয়েছেন এই ফাইলস গুলো আপনাকে দিতে ।

‘ ওহ আচ্ছা! ফাইল গুলো তোমার পিছনের বসে থাকা স্যারকে দাও ।

সহজ সরল ভাবেই পিছনে ফিরেছিলাম আমি । সাহস নিয়ে ফাইলস গুলো এগিয়ে দিয়েছিলাম লোকটাকে । কিন্তু ইয়াং যুবকের অল্প পরিচিত মুখটা দেখে মূহূর্তেই ঠায় জায়গায় থা মেরে দাঁড়িয়ে পরলাম । শরীরে মধ্যে তৎক্ষণাৎ হাড় কাঁপানো বিদ্যুৎ বয়ে গেল এমনটা মনে হলো । সেই বিদ্যুৎতের তেজে তৎক্ষণাৎ আমার হাত দুটোও কেঁপে উঠল তুমুল গতিতে । এই লোকটা! এই লোকটাকে আমি কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে! কিন্তু কোথায়? কোথায়? সে কি আমার পরিচিত কেউ? কই আমার তো মনে পরছে না? আমার ধ্যানরতের মাঝেই লোকটা আমার থেকে কাগজ গুলো নিজে হাতে তুলে নিল সহজ ভাবেই । আমি যে উনার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছি সেদিকে উনি এক পলক চোখ উঁচিয়ে তাকাল না পযন্ত । আমাকে সম্পূর্ণ অনাগ্রহ করে হাল্কা কপাল কুঁচকে কাগজ গুলো একের পর এক চেক করে গম্ভীর গলায়

বলল...‘ কাগজে সমস্যা আছে। নেইম প্লেসের জায়গা
গুলোতে ভুল। আব্বু নামের জায়গায় আমার নাম
ব্যবহার করেছে সেখানে। এগুলো সংশোধন করতে
দ্রুত পাঠান।

বাক্য গুলো শেষ করতে করতে হাত বাড়িয়ে কাগজ
গুলো পুনরায় আমার হাতে তুলে দিতে দিতে চোখ
উঁচিয়ে তাকাল পিন্সিপাল স্যারের দিকে। তখনো
লোকটা আমাকে দেখলো না। হয়তো দেখার
প্রয়োজন মনে করছে না তাই। কিন্তু আমি হ্যাঁবলা
মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকে।
আসলে মনে করার চেষ্টা করছিলাম এই লোকটাকে
আমি কোথায় দেখেছি এর আগে। তখনই পিন্সিপাল
স্যার পুনরায় আমাকে ডেকে ধ্যানচুত্ত করে বলল।

‘ এই মেয়ে শুনো!

অস্তিত্বে ঘুরে তাকালাম স্যারের দিকে। তিনি হয়তো
বারবার এই মেয়ে, এই মেয়ে বলে ডাকতে চাচ্ছে না
ফাউন্ডার্সদের সামনে। তাই সহজ ভাবেই আমার নাম
জিজ্ঞেস করে বলেন...

‘ নাম কি তোমার!

প্রচন্ড অস্তিত্বে মিনমিন স্বরে বললাম...

‘ রিত্তা!

স্যার শুনতে না পেরে পুনরায় বললে...

‘ কি নাম?

হাসফাস করে বললাম..

‘ জ্বিই স্যার! রিত্তা ইসলাম মায়া।

‘ ওহ আচ্ছা! শুনো মায়া এই ফাইলস গুলো তোমার সুলতানা ম্যামকে দিয়ে বলবে ভুল গুলো দ্রুত ঠিক করে পাঠাতে এখানে পুনরায়। যাও!মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে আড়চোখে তাকালাম পাশের লোকটার দিকে তিনি তখনো আমাকে দেখলো না পযন্ত। লোকটার এই গস্তীর অ্যাটিটিউডে অপমান বোধ করলাম মূহুর্তেই। কেন বারবার হ্যাংলার তাকাচ্ছিলাম লোকটার দিকে তাও বুঝতে পারছি না। শুধু লোকটাকে আমার অল্প পরিচিত মনে হচ্ছে এজন্য বারবার তাকাতে হবে আজব?

‘ মায়া তোমার বাসায় কোথায়? কথা শুনে তো মনে হচ্ছে না তুমি চট্টগ্রামে মেয়ে? অন্য জেলার নাকি?

গস্তীর লোকটা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকালাম বৃদ্ধা বয়স্ক লোকটার মুখের দিকে। কি অমায়িক আদৌলে হাসি মুখ উনার। বয়স আশির কাছাকাছি মনে হলেও

দেখতে বেশ ফিট এন্ড ফাইন দেখা যাচ্ছে। টাকার
গরম বলে কথা। তারা তো এমনই যোয়ান থাকবে
তাই না। তাছাড়া বড়লোকদের কি আর বয়স বাড়ে
নাকি অহংকার মতো? তবে এই বয়স্ক লোকটার
মুখের আদৌলে আমার অহংকারী ভাবটা চোখে
পড়লো না। সেটা পরল সেটা হলো সচ্ছতা আর
শুদ্ধার হাসি মুখ। সেই হাসিতে আমিও অস্তিত্বে
হাসফাস করে মাথা কাত করে সম্মতি দিলাম।
বুঝালাম হ্যাঁ আমি অন্য ডিসটিকের মেয়ে। লোকটা
ফের হাসলো। আগ্রহ নিয়ে বলল...‘ কোন জেলার?

‘ জ্বিই ব্রান্ফণবাড়িয়ার!

আমার কথা শুনে বেশ মজা পেল যেন বয়স্ক
লোকটা। তিনি কৌতুক করে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে
বলল...

‘ বাহ তুমি ব্রান্ফণবাড়িয়া মেয়ে? দারুণ ত! তা মায়া
তুমি ঝগড়া-টগড়া কেমন পারো? তোমার দক্ষতা
কেমন মারামারি নিয়ে? ব্রান্ফণবাড়িয়ার মেয়ে বলে
কথা তোমাকে অবশ্যই এসব পারতে হবে বুঝেছ?
এই যে, তোমার পিছনে আমার নাটিকে দেখছ! ওর
কিন্তু মারামারির মধ্যে বেশ পেটুক মানুষ। মুখ থেকে

হাত চলে বেশি ওহ। তুমি ওকে হারাতে পারলে
বুঝবো, না তুমি সত্যিই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেয়ে। কি
পারবে?

লোকটার মজা কথায় পিসিপাল স্যারসহ সবাই হেঁসে
উঠলো। আমি প্রচণ্ড অস্তিত্বে হাসফাস করে মাথা নত
মস্তিষ্কের আড়চোখে উনার নাতির দিকে তাকাতেই
চোখাচোখি হয়ে গেল দুজনের। ঝোঁকে ধরা লজ্জা আর
অস্তিত্বে নিয়েই কি করবো ভেবে না পেয়ে বোকার
মতো মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে দিলাম। যার অর্থ
আমি পারবো হারাতে। সম্মতির দিতেই আরও লজ্জা
পরে গেলাম বৃদ্ধা লোকটির কথায়।

‘ সাবাস এই না হলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মেয়ে। তুমি
অবশ্য..

বৃদ্ধা লোকটাকে বলতে না দিয়ে গম্ভীর লোকটা
তৎক্ষণাৎ আমার উদ্দেশ্যে বললো...

‘ আউট!চমকে তাকালাম পিছনে। লোকটা যে
আমাকে উদ্দেশ্য করে কথা বললো সেটা বেশ বুঝতে
পারলাম। কিন্তু কেন? আমি কি ইচ্ছা করে এখানে
দাঁড়িয়ে আছি নাকি? উনার দাদাজান তো আমাকে
দাঁড় করিয়ে রেখেছে তাহলে আমাকে লোকটা এতো

মানুষের সামনে অপমান করছে কেন? কি করেছি আমি?

‘রিদ বিহ্যাব ইউর সেলফ!

এতক্ষণে বুঝালাম লোকটার নাম রিদ। আর বয়স্ক লোকটা উনার দাদাভাই। নাম জানি না। তবে বেশ শক্ত গলায় রিদ নামক লোকটাকে শাসাতে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে লজ্জা আর অপমানে আমার চোখে জল চলে আসার উপক্রম হলো। রিদ নামক লোকটা উনার দাদাভাইয়ের কথা আবারও উপেক্ষা করে ফের আগের নেয় আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো।

‘আই সে গেট আউট! আর দাঁড়ালাম না। অপমানে বিনীতের সহিত ছলছল পিসিপাল স্যারকে বলে চলে আসতে চাইলাম। দরজা অবধি গিয়ে হঠাৎই কি মনে করে পিছন ফিরে আবারও তাকালাম অগ্ন করে। সাথে সাথে চোখাচোখি হলো দুজনার। উনি তখনো আমার দিকে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে। উনার দৃষ্টিতে স্পষ্ট সন্দেহের ঘোর ছিল কিন্তু কিসের এতো সন্দেহ ছিল তা জানি না। তবে লোকটার অপমানটা আমার বেশ গায়ে লেগে উঠলো। ফাউন্ডার্স স্যার কক্ষ থেকে বের হয়েই হালকা ফুপিয়ে উঠলাম কান্নায়।

বেশ লজ্জা পেয়েছিলাম এতো গুলো অপরিচিত মানুষের সামনে আমি সেদিন। সেই লজ্জা ছুটে বেশ করে কান্দতে ইচ্ছা করছিল আমার। তারপরও নিজেকে সংযম করে ম্যামকে কাগজ পত্র গুলো দিয়ে চলে আসলাম বোকার মতো নিজের ব্যাগ আর ফোন না নিয়ে। অপমানের লজ্জাটা এতো বেশি লাগছিল যে মনেই ছিল না আমার ব্যাগ গুলো ম্যামের কাছ থেকে নিতে হবে। কাঠফাটা তপ্ত দুপুরের রোদের অতিষ্ঠ ধরণী। প্রহর তাপে যখন সূর্যটা মাথা উপর থাকে, তখন মানুষ অবস্থা প্রায় সিদ্ধ আলুর মতোন হয়। আমার অবস্থাটাও ঠিক সিদ্ধ আলুর মতোন হয়েছে। উঁহুম! আমার একা অবস্থা নয় বরং অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর অবস্থা এই মূহুর্তে সিদ্ধ আলুর মতোন। প্রতিটা মানুষই কেমন ঘেমে-ঘুমে যা-তা অবস্থা উফফ! এই যে আমরা যারা মাঠে চেয়ার পেতে বসে আছি শুধু মাত্র আমাদের অবস্থাটাই সিদ্ধ আলুর মতোন হয়েছে বাকিরা সবাই ভালোই আছে। স্টেজের বিশেষ অতিথিবৃন্দের জন্য বিশেষ যান্ত্রিক ফ্যানের ব্যবস্থা তোড়জোড় ভাবে করা থাকলেও মাঠে আসনে বসা শিক্ষার্থীবৃন্দের জন্য তেমন একটা যান্ত্রিক

ফ্যানের ব্যবস্থা ছিল না। যাও গুটি কয়েকটি ফ্যান রয়েছে সেগুলো বেশ দূরে দূরে সেট করা। যার ফলে এই যান্ত্রিক ফ্যানের বাতাস যে কোথায় কার গায়ে লাগছে আল্লাহ জানে। আর এদিকে, উফফ! এই অতিষ্ঠ গরমে এবার সত্যিই মেজাজ খারাপ হচ্ছে আমার। গরমে আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু পায়ের জ্বালা-পোড়া সহ্য হয়না একদমই। বলতে গেলে প্রচন্ড গরমে আমার বডিতে তেমন সমস্যা হয়না কিন্তু পায়ের ভিষণ রকমের জ্বালাপোড়ার সমস্যা হয়। যা এখনো হচ্ছে। খোলা মাঠের মধ্যে পিছনে সারিতে প্রথম চেয়ারটাতে বসে ছিলাম আমি। আমার সাথে জুই!জুইয়ের সাথে আমাদের চউগ্রাম একটা নতুন বান্ধবী বসেছিল নাম শ্রেয়া। তিনজনের হাতেই একটা করে রজনীগন্ধা ঢালার সাথে গোলাপ ফুল বাঁধা তোড়া ছিল। অন্য হাতে ছিল খাতার শক্তপোক্ত উপরের কাঁচার পেইজটা। যেটা দিয়ে নিজেদের অনবরত বাতাস করছিলাম গরম থেকে বাঁচার জন্য আর স্টেজে বসা অতিথিবৃন্দের একের পর এক ভাষণ শুনে শেষ করছি। শরীরে গরম আর পেটে ক্ষুধা থাকতে মানবতার ভাষণে যতটা মনোযোগী

হওয়া যায় আমি ঠিক এই মূহুর্তে ততটাই মনোযোগী
ছিলাম সংশ্লিষ্ট ভাষণে। যার জন্য প্রায় ঘাড় এদিক
সেদিক ঘুরিয়ে রাস্তা খুজছিলাম এখান থেকে উঠে
যাওয়ার। আমার চেষ্টা বরাবরই ব্যর্থ হচ্ছিল চারপাশে
সিনিয়রের প্রহরদারীর জন্য। ব্যর্থতা আর
অমনোযোগীতায় ফের চোখ ঘুরালাম স্টেজের দিকে।
সারিবদ্ধ ভাবে সকলেই বসা সেখানে। আমাদের
বিশেষ অতিথিবৃন্দরাও রয়েছে সেখানে। পিন্সিপাল
স্যার, আরাফ খান, নিহাল খান, রিদ খান সবাই আছে
একের পর এক বসা অবস্থায়। ইতিমধ্যে আমি সবার
নামটাও জেনে নিয়েছি শ্রেয়া থেকে।যেহেতু শ্রেয়া
চট্টগ্রামের মেয়ে তাই চট্টগ্রামের মানুষের খবর ওর
ভালো জানা। তবে সবচাইতে বেশি যেটা আমার
নজর কেঁড়েছে সেটা হলো রিদ খানের পরিবার নাকি
বংশগতসূত্রে তাঁরা চট্টগ্রামবাসি। আর পারিবারিক
ভাবে অর্ধেক পরিবার নাকি রিদ খানের সাথে ঢাকা
থাকে আর বাকি অর্ধেক পরিবার নাকি চট্টগ্রাম শহরে
থাকে নিহাল খানের সঙ্গে। তারমানে রিদ খানের
বাবা-মা একসঙ্গে থাকেন না। এবার কেন তারা এক
সঙ্গে থাকেন না সেটা আমি আরও অনেক পরে

জেনেছিলাম। আচ্ছা যায় হোক এবার মূল কথায় আসি। রিদ খানের বাপ-দাদারা বংশগতভাবেই তারা রাজনৈতি করে। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই রাজনৈতি খাতায় নাম তাদের। বর্তমানে রিদ খান এই কলেজের ফাংশনে এটেন্ড করার মূল উদ্দেশ্যও হলো উনার বাপ-দাদাকে রাজনৈতিক বিষয়ে সমর্থন করা। রিদ খানের বাবা নিহাল খান বর্তমান চট্টগ্রাম সদরে মন্ত্রী। জাতীয় সংসদ সদস্যের আসন প্রাপ্ত নেতা হওয়ায় তিনি চট্টগ্রামেই থাকেন বাবা আরাফ খানও বাকি পরিবারদের নিয়ে। রিদ খান ঢাকা থাকেন মাকে নিয়ে, তবে উনাকে প্রায়শই নিজের বাবার সঙ্গে দেখা যেত ভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত অবস্থায়। আমাদের কলেজের ফাংশনটা ছিল রিদ খানের জন্য তেমন একটা উদ্দেশ্য মাত্র বাবাকে সমর্থন করার। তবে আমার এই বিষয়ে সঠিক ধারণা ছিল না। তবে বলতে হবে লোকটা(রিদ) সত্যিই অনেক দারুণ দেখতে। ফিদা হবার মতো সকল দিকই আপাতত উনার মধ্যে ছিল। এই যে, এই মূহুর্তে উনি(রিদ) উনার বাবার পাশে বসে গম্ভীর মুখ নিজের দাদাভাইয়ের ভাষণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ

করছে এই বিষয়টিও চোখে লাগার মতোন ছিল।
উনার গম্ভীর, উনার পার্সোনালিটি, সবকিছুই
মনোমুগ্ধকর। আর এজন্য আমার আশেপাশে প্রায়
অনেক মেয়েই স্টেজের ছবি তুলার বাহানায় শুধু
উনার ছবিই তুলছে বুম করে করে। আমি সেটা
দেখছি আর মনে মনে কি ভাবছিলাম জানেন? শুনতে
হাস্যকর লাগলেও এটাই সত্যি যে, সেদিন আমি
পিছনে সারিতে বসে বসে শুধু লোকটার কয়টা
গার্লফ্রেন্ড থাকতে পারে সেটার হিসাব করছিলাম।
আরে ভাই আপনি বলুন, হিসাব করবই বা না কেন?
সুন্দর মানুষ চোখে পরলে সর্বপ্রথম আমাদের মাথায়
এই কথায় আসে যে, তার হয়তো কোটি খানিক
গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড আছে। তাছাড়া একজন সুদর্শন
নেতা বলে কথা! নিশ্চিত তার বস্তা ভরে ভরে
গার্লফ্রেন্ডও আছে। নেতারা কি আর ভালো চরিত্রের
মানুষ হয় নাকি! তলে তলে যে কতো ঘাটে পানি খায়
এরা তার হিসাব এরা নিজেরাও দিতে পারবে না।
রিদ খানের করা অপমানটার জন্য আমি সেদিন তাকে
একদল দুশ্চরিত্র নেতাদের দলে ফেলে মনে মনে
বেশ করে শান্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু কেন জানতো

আমার এই শান্তিটা মাত্র অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী ছিল। রিদ নামক লোকটার সাথে আমার দ্বিতীয় বার দেখা হয়েছিল সুলতানা ম্যামের অফিসে। বিকাল তখন তিনটার ঘরে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান শেষ করে আমি গিয়েছিল ম্যামের কাছে, আমার ব্যাগ আর আরিফ ভাইয়ার ফোন ফিরিয়ে আনতে যেটা আমি তখন তাড়াহুড়োই ভুলে এসেছিলাম ম্যামের কাছে। জুই আমার জন্য কলেজ গেইটে অপেক্ষা করছিল শ্রেয়ার সাথে। বাকি স্টুডেন্টরা যার মতো করে বাসায় ফিরে যাচ্ছিল। আমরাও চলে যাব। কিন্তু ব্যাগের জন্য পুনরায় ফিরে আসতে হয়েছে আমাকে সুলতানা ম্যামের কাছে। দরজা বাহিরে দাঁড়িয়ে ম্যামের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে ভিতরে ঢুকতেই হতভম্ব হয়ে যায় আমি। এতক্ষণ যাও একটু সাহস ছিল মনে এখন পুরপুরি নার্ভাস আর চুপসে যায় কক্ষে ভিতর রিদ খানের উপস্থিতি দেখে। প্রচণ্ড হাসফাস করে চোখ তুলে রুমের উপস্থিত তিনটা মানুষকেই দেখে নেয়। রিদ খান ল্যাপটপে সম্মুখে বসে কিছু একটা দেখছেন। আর উনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা রিদ খানকে ল্যাপটপের স্ক্রিনে কিছু একটা দেখতে

সাহায্য করছে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলে। আমি বুঝলাম
হয়তো তারা জরুরি কোনো প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা
করছে। আমি রুমে ঢুকতে প্রথমে চোখাচোখি
হয়েছিল রিদ খানের সঙ্গে। সেজন্য তখনকার
অপমানিত চম্ফু লজ্জাটা বেশি লেগেছিল আমার।
অতিরিক্ত টেনশন আর নার্ভাসনেসের জন্য উনার
উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ম্যামের দিকে তাকলাম।
ম্যাম আমার দিকেই তাকিয়ে আছে কপাল কুঁচকে
হাতে কিছু কাগজ পত্র নিয়ে। হয়তো তাড়াহুড়োই
ম্যাম এই কাগজ গুলো গুটাচ্ছে। আমাকে দেখেই
ম্যাম বলে উঠলো..‘ কি চায়?

আমি হাসফাস করে আড়চোখে রিদ খানের দিকে
তাকাতে চায়লাম, দেখলাম উনি এক পলক আমাকে
দেখে পুনরায় নিজের কাজে মনোযোগ হয়ে গেছেন
ইতি মধ্যে। তারমানে আমার দিকে আপাতত উনার
মনোযোগ নেই। আমি অস্বস্তিতে হাসফাস করে
ইতস্তত গলায় বললাম ম্যামকে...

‘ ম্যাম আমার ব্যাগ আর ফোনটা চায়।

‘ ওহ! তোমার ব্যাগ আর ফোন আমি টিচার্স রুমে
রেখে এসেছিলাম তখন। তুমি অফিস সহকারী

সাজিদকে বলো আমার কথা, সে তোমার ব্যাগপত্র দিয়ে দিবে যাও।

‘জ্বিই ম্যাম।

জড়তা মাথা নাড়িয়ে ম্যামকে সম্মতি দিয়ে আর কোনো দিক না তাকিয়ে চলে যেতে চাইলাম, চুপিসারে সোজা ঘুরে বের হতে চাইলে। তখনই শুনলাম রিদ খানের গম্ভীর গলা...

‘আপনি খেয়েছেন?

কিছুটা চমকেই পিছন ফিরলাম। রিদ খান নামক একজন অপরিচিত মানুষ আমার খাওয়া দাওয়াত কথা জিগ্যেসা করছে বিষয়টি আমার কাছে বেশ অবাক করা ছিল। তাই পিছন ঘুরার সাথে সাথে রিদ খানের উদ্দেশ্য মিহি স্বরে বলে ফেললাম...‘ নাহ স্যার! আমার উত্তরের সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ আরও একটি উত্তর আসল আমার কানে। পাশ থেকে রিদ খানের কথার উত্তর দিয়ে সুলতানা ম্যাম বললো..

‘না স্যার! খাব একটু পর!

বুঝলাম ভুল জায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছি আমি।

‘আপনি খেয়েছেন’ সমাদরের কথাটা রিদ খান আমাকে নয় বরং সুলতানা ম্যামকে জিগ্যেসা

করেছিল। আমি মাঝ থেকে ভিন দাওয়াতী মেহমান হয়ে গেলাম তাদের মধ্যে। না বুঝেই অন্যের কথার উত্তর দিয়ে নিজের লজ্জিত হলাম। উফফ কি লজ্জা! কি লজ্জা! আসলে

বিভ্রান্তিকর লজ্জাজনক পরিস্থিতি কাকে বলে সেদিন আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম রিদ খানের সামনে। আজও আমার সেদিনের লজ্জাজনক পরিস্থিতির কথাটা মনে হলে হাত পা ছড়িয়ে কান্না করতে ইচ্ছা করে। উফফ কি লজ্জাটা নাই পেয়েছিলাম আমি। লজ্জায় কারও দিকে তাকাতেও পারছিলাম না। বরং লজ্জিত হয়ে আমি যখন নিজের দৃষ্টি লুকাতে ব্যস্ত ঠিক তখনই শুনলাম রিদ খানের পুনরায় গম্ভীর গলা স্বর। তিনি ম্যামকে বললেন...

‘আপাতত আপনার এখানের কাজ শেষ ম্যাডাম। যান আপনি গিয়ে খেয়ে আসুন। বাকিটা আসিফ দেখে নিবে।

রিদ খানের কথায় সুলতানা ম্যাম আপত্তি করে বলতে চাইল...‘ জ্বিই স্যার যাচ্ছি। কিন্তু আপনার...

ম্যামকে বলতে তিনি পুনরায় বলল...

‘আপনি এখন আসতে পারেন ম্যাডাম।

উনার অবাধ্য গলায় আমি চমকে উঠে চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হলো দুজনের। তারমানে এতক্ষণ যাবত উনি আমার দিকে তাকিয়েই কথা গুলো ম্যামকে বলছিল। প্রচন্ড অস্তিত্ব দ্রুততার সঙ্গে নিজের দৃষ্টি নিচে নামিয়ে নিলাম। এতক্ষণ যাবত বোকার মতো উনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি বিষয়টি বোধগম্য হতেই আস্তে ধীরে ম্যামের পিছন পিছন আমিও বের হতে চাইলাম। কিন্তু পিছন ঘুরতেই রিদ খানের ডাক কানে আসলো তৎক্ষণাৎ...

‘আপনি থাকুন মিস! আমি এবার আর বোকার মতো দাঁড়ালাম না। ভাবলাম এই কথা গুলো মনে হয় সুলতানা ম্যামকে বলেছেন তিনি। তাই ভালোই ভালোই চলে আসতে চাইলে রিদ খানের শক্ত গলার ধমকে মূহুর্তে কেঁপে উঠলাম আমি...

‘এই মেয়ে তোমাকে থাকতে বলছি না আমি। কোথায় যাচ্ছ তুমি?

ধমক খেয়ে সাংঘাতিক চমকে ছিলাম আমি। লোকটা তো সুবিধা নয়। সাংঘাতিক অসুবিধা মানুষ তিনি। চেনা নেই জানা নেই একটা অপরিচিত মেয়েকে এতো বড় ধমক দিবে? আল্লাহ! সকালের পিন্সিপাল

স্যারের রুমে অপমান করলো আর এখান শাসাচ্ছে।
কিন্তু কেন? কি দোষ করেছি আমি? নাকি আমরা পূর্ব
পরিচিত? কই আমার তো কিছুই মনে পরছে না
জীবনে কখনো এই ব্যক্তি সাথে আমার দেখা হয়েছে
বলে। লোকটার ধমকে আরও সিঁটিয়ে গেলাম আমি।
বুকের ভিতর ভয় নামক হুৎপিণ্ডটা কেমন ধূপধাপ
করে সারা শরীরে লাফালাফি করে জানান দিচ্ছিল সে
যেকোনো সময় কাঁপতে কাঁপতে আমাকে অজ্ঞান
করে দিবে সেটা। অতিরিক্ত ভয়ে যেমন মানুষের
দিশাহারা হয়ে যায় আমার অবস্থাটাও ঠিক তেমনই
ছিল। অতিরিক্ত ভয়ে কারণে মুখ দিয়ে তেমন কোনো
কথা বের হচ্ছিল না। হাত-পা ঠান্ডা অনুভব
করছিলাম। গলা দিয়ে তেমন কথা বলার জোর
পাচ্ছিলাম না নার্ভাসনেসের জন্য। তারপরও নিভে
যাওয়া গলায় একটু করে পিছন ঘুরে বলেছিলাম...‘
জ্বিই আমাকে?..

তৎক্ষণাৎ শব্দ গলার উত্তর আসলো উনার...

‘ইয়েস ইউ! কাম হেয়ার! এদিকে আসো।

ছেড়ে রাখা শাড়ী আঁচলটা একটু চেপে ধরে নত
মস্তিষ্কের দুই কদম এগিয়ে উনার(রিদ) সম্মুখে
দাঁড়াতেই উনি বললেন...

‘ পিছনে সারিতে বসার মতো কি পড়াশোনাতেও
পিছিয়ে আছেন নাকি আপনি?

চমকে উঠে লোকটার দিকে তাকালাম ভাসা ভাসা
চোখে। শুধু চমকিয়েছি বললে ভুল হবে ভিষণ ভাবে
হতবাক হয়ে ছিলাম যে, এতো মানুষের ভিড়ে কি
লোকটা আমাকে লক্ষ্য করেছিল, যে আমি কোথায়
বসেছিলাম? দেখতে পেয়েছিল আমি পিছনে সারিতে
বসেছিলাম সেটা? অবশ্যই দেখতে পেয়েছেন। না
দেখতে পেলে এই মূহুর্তে কি করে আমাকে খুঁচা
দিতো আমার পিছনে বসা নিয়ে। আমার হতবাক
চেহারা দিকে তাকিয়ে উনি ফের প্রশ্ন করেন
আমাকে...‘ মিস অর মিসেস??

উনার কথা মানে প্রথমে বুঝতে না পেরে অবুঝ
গলায় বললাম...

‘ হুমমম???

‘ ম্যারিড অর আনম্যারিড?

‘ জ্বিই আনম্যারিড!

‘মানে সিঙ্গেল?’

উনার কুঁচকানো কপালের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম আমার কথাটা উনার মন মতো হয়নি। হয়তো অন্য কোনে উত্তরের প্রত্যাশা করছিল এমন টাইপ হবে। আমি উনার দৃষ্টিতে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে জানায় ‘হুমমম’।

আমার কথায় উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পাশের লোকটাকে ডিঙ্গিয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন টেবিলের সঙ্গে ঠেস দিয়ে। আক্রোশে হেয়ালি গলায় বলে...

‘আজকাল বিবাহিত অবিবাহিত মেয়েদের চেনার উপায় নেই। সবাইকে দেখতে কেমন একি রকম লাগে, এজন্য আজ-কালকার মেয়ে গুলো সহজেই মিথ্যা বলে নিজেদের সিঙ্গেল দাবি করতে পারে তাই না! আচ্ছা যায় হোক সেই সব কথা! আপনি নিশ্চয়ই অবিবাহিত সিঙ্গেল নারী হবেন। আর আমাকেও সত্যি বলছেন এটাও আমি বিশ্বাস করি। তবে আমার সিঙ্গেল, প্রতারক, একজন বিবাহিতা মহিলাকে চায়। আপনি সে নন। তাই আমার আপনার প্রয়োজন নেই। আপনি আসুন! লোকটার পরপর কথায় হা হয়ে গেলাম

আমি। সবগুলো কথায় কেমন মাথা উপর দিয়ে গেল।
ছেলেরা অবিবাহিত সিঙ্গেল মেয়ে খুঁজে নিজের জন্য।
আর এই লোক বিবাহিত সিঙ্গেল মহিলা খুঁজছে
নিজের জন্য পরকীয়া করতে? ছিঃ কি খারাপ এই
লোক! পরকীয়া করার জন্য শেষে কিনা বিবাহিত
মহিলাদের খুঁজ করেছে ছিঃ! এতো রুচি খারাপ
নেতাদের হয়। প্রচন্ড ঘৃণায় গা শিরশির করে উঠে
আমার। যাও লোকটার উপর চোখের দেখায় ভালো
লেগেছিল কিন্তু লোকটার রুচি সম্পর্কে জেনে ততটাই
গা ঘিন ঘিন করে উঠে অরুচিতে। লোকটার চরিত্রের
খারাপ এই কথাটি সর্বপ্রথম আমার মস্তিষ্কে সেদিন
টুকেছিল রিদ খানের বিরুদ্ধে। হওয়ার কথা ছিল।
আমার জীবনটা কোনো নাটক বা সিনামার কাহিনি
ছিলনা যে, নায়িকাদের মতো নাটক করে ভনিতা
করে সবকিছু উড়িয়ে দিব। বরং আমি উনার কথা
গুলো বাস্তব ভিত্তিতে নিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখা হওয়া
রিদ খানের পরপর কথা গুলো আমার কাছে বেশ
অন্য রকম লেগেছিল। বাস্তবে আমাদের সাথে কোনো
পুরুষ যদি হঠাৎ দেখায় এমন ভাবে কথা বলে
তাহলে আমরা তার সম্পর্কে ঠিক দুটো ধারণা করি।

এক, হয়তো সামনে লোকটা পাগল, নয়তো তার
ক্যারেঙ্টারে সমস্যা আছে। আমার ক্ষেত্রেও তাই
হয়েছিল। রিদ খানকে পাগল বলার প্রশ্ন উঠে না।
কারণ রিদ খানকে অন্তত ঠান্ডা মাথায় সবকিছু
হ্যান্ডেল করতে দেখেছিলাম আমি, তাই দ্বিতীয়
কারণটায় আমার মস্তিষ্কে গেঁতে গিয়েছিল রিদ খানকে
নিয়ে। আমি যখন রিদ খানের ক্যারেঙ্টার নিয়ে চিন্তা
ভাবনায় বিভোর ছিলাম ঠিক তখনই আমার ধ্যান
ভাঙ্গে আবারও উনার প্রশ্ন...‘ নাম কি??

লোকটার হঠাৎ প্রশ্নে আবারও অবাক হয়েছিলাম।
কারণ উনার সামনেই তো সকালে উনার দাদাভাইকে
আমি আমার নামটা বলেছিলাম। তখন কি উনি
শুনতে পায় নি আমার নামটা? নাকি শুনেও এখন
নাটক করছে আমার সাথে?

‘ জ্বিই আমার?

‘ আপনার কি মনে হয় আমার নাম আপনার কাছে
জানতে চায়বো??

লোকটার ত্যাড়ামি কথায় বুঝলাম রিদ খান মোটেও
সহজ মানুষ নয়। আমার মতোন অপরিচিত মানুষের
সাথে যদি তার এতো ত্যাড়ামি হয় তাহলে পরিচিত

মানুষদের সাথে এই লোক কতোটা ত্যাড়ামি করে
আল্লাহ জানে। এতো ত্যাড়ামি করার জন্য এই
লোকের একটাও গার্লফ্রেন্ড ঠিকেছে কিনা কে জানে!
তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে লোকটা আমার নামটা
জেনেও ত্যাড়ামি করে আমার কাছে পুনরায় জিজ্ঞেসা
করছে। এজন্য আমিও রিদ খানকে পরীক্ষা করার
জন্য মিথ্যা একটা নাম বলে ফেলি চট করেই...

‘ ইসরাত জাহান! নামটা বলেই ভয় ভয় নিয়ে
তাকালাম উনার দিকে। যদি মিথ্যা নাম বলার
অপরাধ আবারও ধমক দেয় আমাকে সেই ভয়ে।
কিন্তু না লোকটা তেমন কিছুই করলো না। বরং
স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল
কিছুক্ষণ। যেন উনি কোনো কারণে হতাশ হলেন
আমার এই উত্তরে। উনার হতাশ হওয়া ফেসটা দেখে
বুঝলাম, উনি সত্যি সত্যি আমার সকালে বলা নামটা
উনি শুনে ন। হয়তো কাজে মাঝে ছিল বলে আমার
নামটা লক্ষ করেননি তখন। এজন্যই হয়তো পুনরায়
আমার কাছে নামটা শুনে শিওর হতে চেয়েছিল
কোনো কিছু নিয়ে। কিন্তু আমি উনাকে পরীক্ষা করতে
গিয়ে ভুল নাম বলে ফেললাম। এখন সত্যিকারের

নামটা বললে নিশ্চয়ই উনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করবেন এজন্য চুপ করে গেলাম নিজের নামটা উনাকে না বলে।

‘নামটা সুন্দর তবে আমার পছন্দ নয়। আউট! আবারও অপমান। লোকটার কি আর কোনো কাজ নেই নাকি যখন তখন আউট, আউট’ বলে অপমান করে আমাকে। আমি কি ইচ্ছা করে এখানে ছিলাম নাকি যে, বরং উনিই তো আমাকে একের পর এক প্রশ্ন করে এখানে আটকাচ্ছেন বারবার। মনে মনে অনেকটা চেতে গেলেও মুখে প্রকাশ করলাম না কিছু। বরং নম্রভাবে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে রুম থেকে বের হতে চাইলে ফের শুনলাম রিদ খানের প্রশ্ন সিক্ত গলার স্বর। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন...

‘আচ্ছা ব্রান্ফণবাড়িয়ার সব মেয়েরাই কি বেয়াদব, প্রতারক, পালাতক, আর ঝগড়াটে হয়? নাকি ভালো মেয়েও পাওয়া যায় ব্রান্ফণবাড়িয়াতে? ধৈর্য সীমা অতিক্রম করেছিল সেদিন রিদ খান। তারপরই জোর গলায় লোকটাকে কিছু বলতে পারিনি। এমনই লোকটা বারবার ব্রান্ফণবাড়িয়া সম্পর্কে আজো বাজে

কথা বলে আমাদের বদনাম রটাচ্ছে। এখন আমি যদি পাল্টা উত্তর করতাম তাহলে লোকটা নিশ্চিত আমাকে আগুল দিয়ে দেখিয়ে বলতো, এইতো তুমিই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বেয়াদব ঝগড়াটে মেয়ে। শুধু নিজের মাতৃভূমি বদনাম হবে বলে রাগ চেপে হনহন করে বেড়িয়ে পরেছিলাম লোকটার সামনে থেকে। নয়তো লোকটা যা-তা বলে আমাকে আরও অপমান করতো সেখানে থাকলে হাতে প্রেম চিঠি নিয়ে হাঁটছি। সাথে ফিতে দু'টো লাল গোলাপও আছে। এই গুলা কিছুক্ষণ আগে আমাদের কোচিংয়ের এক সিনিয়র ভাই দিয়েছে। সে বরাবরই আমাকে প্রেম নিবেদন করে যাচ্ছিল বিগত একমাস ধরে, আমিই তার ডাকে সারা দেয়নি কখনো। সারা না দেওয়ার পিছনে যথেষ্ট কারও ছিল। আমি বিবাহিত মেয়ে। আর বিবাহিত মেয়েদের যেমন প্রেম ভালোবাসা মানায় না ঠিক তেমনই মানায় না তাদের হাতে প্রেমপত্র সেটাও। কিন্তু এই কথাটা কথা কিভাবে বুঝাবো গর্দভ ছেলেদের? বিগত একমাস ধরেই কোচিংয়ের ভাইয়াটি আমাকে এটা সেটা বলে জ্বালাত করতো এতোদিন। কিন্তু আজতো সরাসরি ফুল আর চিঠি

দিয়ে বসল এক সিনিয়র আপুকে দিয়ে। আমি প্রথমে
নেয়নি। পরে আমার অনুপস্থিতিতে এসব আমার ব্যাগে
রেখে গেছে সেটা আমি মাত্রই ব্যাগ খোলে বুঝতে
পারলাম। সকালে কোচিং ক্লাস শেষ করে কলেজে
যাওয়ার পথে আইসক্রিম খেতে ব্যাগ থেকে টাকা
বের করতে গিয়ে চিঠি আর ফুল গুলো পেলাম। সেই
থেকেই এই গুলো আমার হাতে। আর জুই? সেতো
এক বুলি প্রশ্ন খোলে বসে আছে আমার সম্মুখে
দু'হাতে আইসক্রিম নিয়ে। হাতের চিঠি আর ফুলের
দিকে তাকিয়ে হতাশার দীর্ঘ শ্বাস ফেলে কাঁধে কলেজ
ব্যাগটা চাপালাম। অন্য খালি হাতটা দিয়ে দোকানের
বিল পরিশোধ করে চট করে জুই থেকে কোণ
আইসক্রিমটা নিয়ে নিলাম। বিনা বাক বয়ে সামনের
দিকে ঘুরে যেতেই জুইও দ্রুততার পা চালায় আমার
সাথে। আমি একহাতে ফুল আর চিঠি নিয়েই
আইসক্রিমের প্যাকট ছিঁড়ে মুখে আইসক্রিম তুলতে
পাশ থেকে ক্ষেপ্ত হলো জুই নিজের করার প্রশ্ন উত্তর
না পেয়ে। চেতন গলায় বলল...‘ অসভ্য মাইয়া বলবি
কিছু, তোরে এসব কে দিছে? তুই কি লুকিয়ে প্রেম
করছিস??

জুইয়ের কথায় রাগ হলো না। বরং হতাশায় বুক ভার হলো আরও। অনেক ইচ্ছা ছিল কলেজে উঠে লুকিয়ে একটা প্রেম করবো। কিন্তু আমার স্বপ্নে মাটি চাপা পরে গেল আধার রাতের হঠাৎ বিয়েতে। হয়তো আমার বিয়ে না হলে আজ এই চিঠি আর গোলাপ ফুল পেয়ে চিন্তা ভাবনা করতাম সিনিয়র ভাইয়ের সাথে প্রেমটা করবো কিনা! কিন্তু হায় আমার অসহায়ত্ব! নাম-দাম কিছু জানি না এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। তার জন্য আমার কাছে দুনিয়ার সকল পুরুষই হারাম হয়ে আছে। অথচ হালাল পুরুষের চেহারাটা অবধি মনে নেই। গায়ে কলেজের সাদা ড্রেস। রাস্তার ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হাতের ফুল আর চিঠির দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় জুইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললাম...

‘ প্রেম করার ভাগ্য আমার নেই। আমার জন্য প্রেমটা হারাম হয়ে আছে এক অচেনা হালাল পুরুষের জন্য। আমার ভারি কথা গুলো হয়তো জুইয়ের মস্তিষ্ক ক্যাচ করতে পারলো না। কি বলেছি সেটা নিয়ে। বুঝার কথাও না। আমার হঠাৎ বিয়েটা তো আজও লুকায়িত জুইয়ের কাছ থেকে। তাই ওহ বুঝবে কি আমি কি

বলেছি।‘ কি বলছিস আবোল-তাবোল? ঠিক করে বল, এসব কে দিয়েছে? সত্যি করে বলবি রিতু, তুই কি প্রেম করছিস কারও সাথে?

‘ না।

‘ তাহলে?

আর কথা ঘুরালাম না। সোজাসাপ্টা উত্তরে হাঁটতে হাঁটতে বললাম...

‘ রিফাত ভাইয়া দিয়েছে এসব। আমি নিতে চায়নি তাই তার এক মেয়ে ফ্রেন্ডকে দিয়ে আমার ব্যাগে রাখিয়েছে। এখন টাকা বের করতে গিয়ে মাত্রই দেখলাম।

আমার কথায় খানিকটা চমকে উঠা মতো করে অধৈর্য গলায় জুই বলল...

‘ রিফাত ভাই দিয়েছে মানে? কাশেম স্যারের ছেলে সুন্দরী রিফাত ভাই কথা বলছিস তুই?

জুইয়ের হাল্কা পাতলা উত্তেজনা সম্মতি দিয়ে বললাম...

‘ হুমম!

‘ ও মাই গড! সিরিয়ালি রিতু? কোচিংয়ের সবচেয়ে
হ্যান্ডসাম রিফাত ভাই তোকে পছন্দ করে? রিয়েলি!
রিতু তুই কি উনার প্রপোজাল এক্সেপ্ট করবি?
দায়সারা উত্তরে বললাম...

‘ নাহ!

‘ কেন?

‘ এমনই! উনাকে আমার পছন্দ না তাই।

‘ কি বলিস? এতো সুন্দর ছেলেকে তুই না করছিস
কেন?’ সুন্দর ছেলে বলেই না করছি। বেশি সুন্দর
ছেলেপেলে আমার হজম হয়না। সুন্দর ছেলে মানেই
সে নিজেকে আমার থেকে বেশি দাম দিবে সুন্দর
বলে। তাই আমি আমার থেকে অসুন্দর ছেলেদের
বিয়ে করবো। তারা যেন নিজেকে নিয়ে অহংকার
করতে না পারে। বরং সারাক্ষণ আমাকে নিয়ে ভাবে
এবং বউ বউ করে শুধু আমাকে ভালোবেসে যাবে
ব্যাস।

‘ ওহ আচ্ছা! এতো গভীরে তোর চিন্তা ভাবনা। ওকে!
নাইস চিন্তা ভাবনা। তার মানে তুই কালো, বেঁটে,
আর বয়স্ক বুড়িওয়ালা লোক বিয়ে করবি এইতো?
সুন্দরী বউ বলে যে তোকে সারাক্ষণ আদর করবে

এমনটাই তো তোর চাওয়া তাই না? যাহ অতি শীঘ্রই পেয়ে যাবি তোর বয়স্ক বুড়িওয়ালা, কালো বেটে করে জামাইটারে দোয়া দিলাম।

জুইয়ের কথায় নাক মুখ কুঁচকে তাকায় আমি। মেয়েটা সবসময় দুই লাইন বেশি বুঝে কথা বলে। এই মাইয়া আমারে দোয়া দিসে নাকি বদদোয়া? রাগে ওর দিকে তাকিয়ে কটমট করে বলি...

‘ তোরে বলছি আমি বেঁটে বয়স্ক বুড়িওয়ালা লোক বিয়ে করবো? তুই জানস? আমার জামাই কতো লম্বা? আমি তার কাঁধের সময় হয় এতো লম্বা সে। (দু-হাত ছড়িয়ে দেখিয়ে বললাম) আর তার ইয়া প্রশস্ত বডি। আসছে আমার জামাইরে বুড়িওয়ালা বলতে। আমার জামাইর বুড়ি বলতে কিছু নাই। সো নিজের চিন্তা কর। তোর বদদোয়া আবার তোর উপরই না পরে যায় হুবিশ মাইয়া। আমার এতোবড় জামাইরে বেঁটে বলতে আসছে তার ফাজিল শালী। যাহ তুই...কথা গুলো বলতে বলতে থেমে যায়। মুখ ফস্কে কোথায় ভুলটা করে ফেললাম বুঝতেই হাতের ফুল, চিঠি আর আইসক্রিম নিয়েই চমকে উঠে, উদ্বিগ্নতায় ‘ আল্লাহ! আমি এবার শেষ। বলে মৃদু স্বরে

চিৎকার করে দু'হাতে মুখ চেপে ধরলাম ভয়ে। জুই
যে মানুষ? আমাকে আস্ত রাখবে না আর। আমার
পেট থেকে একটা একটা করে কথা বের করে
ছাড়বে। আমি ভয়ের তাড়নায় উত্তেজিত ভঙ্গিতে
হতবাক জুইকে ফেলে হঠাৎই থেকে দৌড় লাগলাম
জুইয়ের থেকে পালিয়ে বাঁচতে। কয়েক সেকেন্ড
দৌড়াতেই কানে আসল জুইয়ের রাগান্বিতের স্বর
আমার পিছন পিছন। রেগেমেগে ফায়ার হয়ে আমাকে
ডাকছে আর বলছে, আমার জামাই কোথেকে আসল
সেটা বলে যেতে। নয়তো আজ আমাকে আস্ত ছাড়বে
না। দৌড়ানি থামেনি। ভয়ে তাড়নায় দৌড়াতে
থাকলাম শুধু। মুখ ফস্কে এতোবড় ভুলটা কিভাবে
করলাম আমি? এবার যদি জুই সবাইকে বলে দেয়
তো? নিশ্চিত আমাকে সবাই মেরে ফেলবে। আব্বুর
কানে গেলেতো আমি শেষ। রক্ষা নেই! আল্লাহ তুমি
সহায় হও। মনে মনে আল্লাহ নাম নিয়েই
দৌড়ছিলাম আগামীতে কি হবে সেই ভেবে ভয়ে।
টানটান উত্তেজনায় বর্তমানের অবস্থানটাও ভুলে
গেছিলাম এক মূহুর্তের জন্য। ভুলে গিয়েছিলাম আমি
কলেজ ড্রেসে রাস্তায় দৌড়াছি। আসলে মানুষের মনে

যখন ভয় বাসা বাঁধে তখন তার মস্তিষ্ক নাকি অচল হয়ে যায় আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ভয় এতোটাই ছিল যে বর্তমান অবস্থানের কথাটা ভুলে হুমড়ি খেয়ে পরলাম কারও গায়ে। আমার হঠাৎ ধাক্কায় লোকটাও খেঁ হারায় গড়াগড়ি করে দুজনই চটপটাং রাস্তায় পরলাম। বলতে গেলে ফ্রীতে ছোট খাটো বাংলা সিনামার সিন হয়ে গেল। আমি নিচে সে উপরে। আহা কি দৃশ্য! তবে আমার কাছে বেশ রোমান্টিক না হলেও সামনের মানুষটার রেগে যাওয়ার মতো যথেষ্ট মজাদার ছিল সিনটা। হয়েছিল তাই। লোকটা আমার উপর রেগেমেগে ফায়ার হয়ে গেছিল। হুমকি-ধামকি সবকিছু দিয়ে বসেছিল তবে সেটা চাপা স্বরে। পাবলিক প্লেসে বলে সেই যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলাম আর কি হা হা হা। আমার স্টুপিড কান্ড গুলা। আচ্ছা যায় হোক! এবার আসি মূল কথায়। জুইয়ের ভয়ে তখন উত্তেজিত ভঙ্গিতে দৌড়াতে দৌড়াতে গুটি কয়েক মিনিটের মধ্যেই হঠাৎ করে সেই লোকের সাথে ধাক্কা খেয়ে বসি। আসলে ধাক্কা বললে ভুল হবে। আমিই দৌড়াতে দৌড়াতে লোকটার পিঠের উপর পরে যায়। যার জন্য লোকটার

গায়ে তৎক্ষণাৎ ল্যাপ্টে যায় আমার অর্ধ খাওয়া
আইসক্রিমটা। এতটুকুতে আমার সিন শেষ হয়নি।
তারপর যেটা হয়েছিল সেটা আরও করুণ দশা।
লোকটার পিঠে ধাক্কা লেগে পরতে গিয়ে নিজেকে
বাঁচতে তৎক্ষণাৎ শক্ত মুঠোয় পিছন থেকে লোকটার
কলার আঁকড়ে ধরতে চাইলে ঘটে হিতের বিপরীত।
লোকটার পিছনে কাপড়টা ছিঁড়েফুড়ে লোকটাকে সহ
‘ঠাস’ রাস্তায় গড়াগড়ি করে পরে গেলাম তখনই।
নিচে পরে কুইনে আর কমড়ে ব্যাথা পেয়ে মাগো’
বলে মৃদু চিৎকারে পাশে তাকাতেই দেখালম একটা
দামি আইফোন আমার হাতের কাছে রাস্তায় পরে
গড়াগড়ি খাচ্ছে। মোবাইলের ডিসপ্লের যা অবস্থা এই
ফোন ইহকাল ঠিক হবে বলে আর মনে হচ্ছে না।
ছোট মাথায় তখনই প্রশ্ন আসল এতো দামি ফোন কে
এইভাবে ভেঙ্গে রাস্তায় ফেলে গেল? ইশ ফোনটা
দেখতে কি নতুন। এতো ভালো ফোন কেউ ভাঙ্গে?
এই ফোনের মালিক নিশ্চিত উগ্রবাদী পাষণ্ড বড়লোক
হবে। টাকা গরমে রাস্তায় এতো দামি ফোন ভেঙ্গে
চলে গেছে ছেহ। এই জাতি সভ্য হবার নয়। এক
মূহুর্তে জন্য নিজের ব্যাথা ভুলে ফোন দিকে তাকিয়ে

আনমনেই বলে উঠলাম...‘ আহাৰে এতো দামি
আইফোনটা কোন পাষাণে ভাঙছে আল্লাহ জানে।
মানুষ বড়লোক হলে যা হয় আরকি। টাকা দাম নাই
এদের কাছে। এসব জাতির টাকা পয়সা দখল করে
সরকার কেন যে, বাংলাদেশ বর্ডার পার করে দেয় না
আল্লাহ জানে। রোহিঙ্গা হয়ে পরের দেশে ঘুরলে
বুঝবে টাকার মায়া।

কথাটা বলে হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলতে গেলে
বুঝলাম আমার হাত কোথাও আটকে আছে। হাত
নাড়াতে গিয়ে রাস্তা সাথে ঘষা লাগতেই ব্যথা ‘আহ
করে উপর দিকে তাকাতেই আতংকে উঠলাম মূহূর্তে।
আল্লাহ আমি শেষ! এতক্ষণ যাবত ভুলে যাওয়া ঘটনা
গুলো একে একে মনে পরল। মনে পরল আমি
কাউকে নিয়ে রাস্তায় পরেছিলাম। ভয়ে আতংকে
সিঁটিয়ে গিয়ে লোকটার শক্ত মুখপান এক পলক
দেখে মূহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম ভাঙ্গা ফোনটার
দিকে। আহ! যা বুঝার তখনই বুঝে গেলাম। এই
ফোন ভাঙ্গার আসামি অন্য কেউ না আমি নিজেই।
তখন আমার হঠাৎ ধাক্কা লাগায় লোকটার ফোন কান
থেকে নিচে পরে ভেঙ্গে গেছে। নিজের ভুলে এবার

বেশ জোরেসোরে কান্না পেল আমার ভয়ে। এতো দামী আইফোন ভেঙে কি যে করবো ভেবে না পেয়ে এক মূহূর্তের জন্য ইচ্ছা হলো হাত পা ছড়িয়ে রাস্তা বসে কান্না করি। বহুত কষ্ট নিজের কান্না আটকে রেখে আইফোন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আবারও মাথা তুলে অপরাধী চোখে লোকটার দিকে তাকাতেই আতঙ্কে চমকে উঠলাম ত্রুদিত ঐ রক্তিম চোখ জোড়া দেখে। তখনই আমার খেয়াল হলো আরে লোকটা তো আমার পরিচিত। সর্বনাশ! ফোন ভাঙ্গার জন্য আর কোনো মানুষ পেলাম না। সোজা কলেজের ভিপি'র ছেলে রিদ খানের ফোনটাই ভাঙতে হলো আমায়? শেষ আমি শেষ! আতঙ্কে যখন বুক ঠকঠক করছিল ভয়ে তখনই আমার ভয়টা বাড়িয়ে দিল রিদ খানের চাপা গর্জনে...‘ হোয়াট দ্যা হ্যাল?

আমার উপর থেকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে যখন উনার পাঞ্জাবিতে টান খেল তখনই চাপা গর্জনে এই কথাটা বলে। উনি তখনো আমার দিকে ঝুঁকে রয়েছে কারণ উনার পাঞ্জাবির একাংশ ছিঁড়ে আমার হাতের মুঠোয়। আমি আতঙ্কিত চোখে উনার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমার হাতের দিকে তাকাতেই বুঝলাম উনার গর্জন

ছাড়ার কারণটা। অসহায়ত্ব আর বুক ধড়ফড়ে, এবার সত্যি সত্যি আমার হাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে ইচ্ছা করল। অবশেষে নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারলাম না। রাস্তায় ঐ অবস্থায় গুয়ে থেকেই দু'হাতে মুখ ঢেকে অতিরিক্ত ভয়ে কেঁদে উঠলাম এতো। লোকটার ফোনটা ভেঙ্গে কান্না আটকাতে পারলেও যখন দেখলাম লোকটার পিঠের কল্লার থেকে কমড় অবধি সাদা পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে আমার হাতে ধরে আছি তখন কি আর কান্না থামানো যায়? এতো বড় ভুল। উল্লেখ্য ভুল নয় ঘোর অপরাধ। এতো বড় অপরাধ করেও কি স্বাভাবিক থাকা যায়? না যায় না। আমার তো এই মূহুর্তে ইচ্ছা করছে কাঁদতে কাঁদতে একটা সাগর বানিয়ে ফেলি। সেই সাগরের পানিতে রিদ নামক লোকটা ভাসিয়ে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেয় যাতে আমি বেঁচে যায়। আমার কান্না মধ্যে লোকটা উঠে দাঁড়াল। আমি তখনো কেঁদে যাচ্ছিলাম তবে আগুলের ফাঁক দিয়ে লোকটাকে দেখছিলাম কি করে? লোকটা গায়ে সাদা পাঞ্জাবিটা ঝেড়ে উঠে রাগের কটকট করে ঘাড় বাঁকিয়ে নিজের পিঠ দেখতে চায়। অল্প একটু দেখেই বুঝতে পারলো

উনার পাঞ্জাবি শেষ। তাই চাপা রাগে কটমট করে
চিবিয়ে চিবিয়ে বলল...

‘ নাটক শেষ হলে উঠে দাঁড়ান। নয়তো গাড়ীর চাকার
সাথে বেঁধে সোজা থানায় নিয়ে যাব। এখানকার
থানাও আমার! পুলিশ আমার। শুধু আসামি হয়ে
সারাজীবন পঁচে মরতে হবে আপনাকে।

হাঁড় হিম করা হুমকিতে কেঁপে উঠলাম আমি।
সর্বনাশ থানা পুলিশ করলে আমি শেষ। আমার আব্বু
আস্ত রাখবে না আমাকে ভেবে তৎক্ষণাৎ উঠে বসলাম
ভেজা চোখে। আস্ত ধীরে উঠে দাঁড়ালাম অপরাধীর
মতো মাথা নত করে। কান্না ভাঙ্গা গলায় মিনমিন
করে বললাম...

‘ সরি স্যার। ভুল হয়ে গেছে মাফ করে দিন।
উনার(রিদ) উত্তর না পেয়ে অপরাধীর চোখ তুলে
তাকাতেই চোখাচোখি হলো দু’জনের। উনি কেমন
কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। দৃষ্টিতে
শীতলতা নেই। খানিকটা রাগ আছে তবে বেশটা
বিরক্তির প্রকাশ। আমি ভয়ে কাচুমাচু করে এদিক
সেদিক তাকিয়ে আবারও পালাবার রাস্তা খুজছিলাম
তখনই আমার পায়ের কাছে কিছুর আভাস পেয়ে

নিচে তাকাতে দেখলাম উনি(রিদ) ঝুঁকে রাস্তা থেকে কিছু তুলছে। প্রথমে ভাবলাম হয়তো আমার বইয়ের ব্যাগ তুলে দিবে আমায় কিন্তু না, উনি আমার ধারণা মিথ্যা করে যখন আমার পায়ের কাছ থেকে রিফাত ভাইয়ে দেওয়া প্রেম চিঠি আর গোলাপ ফুল তুলে নিজের হাতে নিলেন, তখনই ভয়ে চমকে উঠলাম। আল্লাহ উনি আমার চিঠি হাতে নিচ্ছেন কেন? লজ্জায় অস্তিত্ব বোধ করতেই উনি উঠে দাঁড়ায় চিঠি আর ফুল নিয়ে। উল্টে পাল্টে চিঠির খামটা আর গোলাপ দুটো দেখে আমার দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করে বলল...

‘ লাভ লেটার?’

আমি অস্তিত্বে আছিড়ে পরছিলাম বারবার। কিছু বলার মতোন গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না। গলা ভিষণ কাঁপছিল। হঠাৎ করে বড্ড পানির তৃষ্ণা অনুভব করলাম। বুঝলাম আমি উনাকে ভয় থেকে ভিষণ লজ্জা পাচ্ছি। তাই হুট করে হাত বাড়িয়ে ছু’ মেরে উনার হাত থেকে চিঠিটা নিতে চাইলেও নিতে পারলাম না। কারণ উনি আমার থেকে আরও একধাপ এগিয়ে তৎক্ষণাৎ চিঠিটা মাথার উপরের

তুলে ফেললেন। আমি অস্তিত্ব বোধ করে জড়ানো গলায় হাসফাস করে বললাম...‘ এটা দিন আমাকে।

‘ কেন?

‘ ওটা আমার ছিল।

‘ আমার ছিল বলতে এখন নেই। ছিল শব্দটা অতীতে চলে গেছে। বর্তমানের এটার আমার। আমি যেহেতু রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি তাই এটা আমার।

লোকটার অদ্ভুত কথায় বোকার মতোন তাকিয়ে রইলাম। কি বলে এসব? আমার চিঠি, উনার কি করে হয় আবার? রিফাত ভাইয়ের সাথে কি উনি প্রেম করবে? ছেলে হয়ে ছেলের সাথে প্রেম? তখনই উনি গম্ভীর গলায় বলে উঠে...

‘ আউট।

বিষনে বলে উঠলাম..

‘ মানে??

আমার কথায় হেলদোল হলো না উনার। গোলাপ দুটো ডিল মেরে ফুটপাতের ড্রেনে ফেলে হাতের চিঠিটাও মুষ্টিতে দলা মুচড়া করে ড্রেনে ফেলে দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। হাতের ঘুড়িটা এক পলক

দেখে দায়সারা উত্তরে বললেন...‘ এই-ই শেষ! নেক্সট
টাইম আমার চোখের সামনে পরা
নিষেধ। কথা অমান্য হলে জীবনও শেষ।

মানে এটা কোনো কথা? কেউ কি কারও সামনে
ইচ্ছা করে যায় নাকি? আমি কি এখন ইচ্ছাকৃত কিছু
ঘটিয়েছি উনার সাথে? সবকিছুই অনাকাঙ্ক্ষিত। এর
জন্য উনি আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন।
আমার মতো অপরিচিত মেয়ের সাথে উনার কি
শত্রুতামি? প্রথম দিন থেকেই কেন বাজে আচরণ
করছে? এখন আবার মারার হুমকি দিচ্ছে। আচ্ছা
লোকটা সজ্ঞাসী -টজ্ঞাসী নয় তো। হতে পারে। হু
নোস?

‘ যদি দেখা হয় তো?

আমার হঠাৎ প্রশ্নে উনার মধ্যে হাল্কা পরিবর্তন ঘটল।
এক কদম এগিয়ে এসে আমার দিকে হালকা ঝুঁকে
উনার(রিদ) দুই আঙ্গুল বন্দুকের মতোন করে তাক
করলো আমার গলার উপর ও খুঁতির নিচে। বেশ
সিরিয়াস গলায় বলল...‘ কথার অবাধ্য হলে গুলি যে
কোথায় করব নিজেও জানি না।

অপরিচিত কাউকে যে এমন ভাবে হুমকি দেওয়া যায় আমার জানা ছিল না। আমি অপরিচিত হয়েও যদি আমার সাথে এমন ব্যবহার করে তাহলে পরিচিত মানুষের সাথে কি করেন উনি আল্লাহ জানেন। এমন উগ্রবাদী ত্যাড়া মানুষটার গালফ্রেন্ড গুলো ঠিকে তো? বড্ড জানতে ইচ্ছা করল আমার ছোট মনে। তবু মুখ বাকিয়ে প্রশ্নটা করার সাহসটা হলো না। আবার চুপও রইলাম না। ভয়ার্ত মুখে নিভে যাওয়া গলায় আঙুস্ত করে বলল...

‘ আপনি আমার সাথে এমন করেন কেন? আমি তো ইচ্ছা করে আপনার ফোন ভাঙেনি। ভুল...

‘ আউট!

লোকটার গম্ভীর গলার কেঁপে উঠলাম আমি। আবারও অপমান। এবার তো আমি উনার রুমে নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তা থেকে আউট হয়ে কোথায় যাব? আকাশে? অপমানিত সহ্য করতে না পেরে বলে ফেললাম...

‘ অপরিচিত মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হয়। আমার কথায় যেন চটে গেলান উনি। তিরতির মেজাজে চিবিয়ে বলল...

‘ জ্ঞান দিতে বলছি। আপনার শুরুরিয়া আদায় করা
দরকার আপনি আমার পরিচিত কেউ নন। নয়তো যে
ডানা মেলে রাস্তায় উড়ে বেড়াচ্ছেন! সেই ডানার
পাখনা গুলো কবেই ছাঁটায় হয়ে যেত আমার হাতে।
নাউ আউট!

লোকটার রাগান্বিত মেজাজ ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম
আমি। কি সাংঘাতিক লাগে লোকটা রেগে গেলে।
আর কিছু বলার সাহস পেলাম না। ব্যাগ নিয়ে যে
বেগে দৌড়ে এসেছিলাম সেই বেগে দৌড়ে পালিয়ে
গেলাম। জীবনের বেচে থাকলে সজ্ঞানে কখনো
লোকটার সম্মুখীন হবো না হ। অসভ্য নেতা। মায়া
যেতেই রিদ বিরক্তির চোখ তুলে নিজের ভাঙ্গা
ফোনটার দিকে তাকাল। জরুরি ভিত্তিতে চটুগ্রামে
এসেছিল দাদাবাড়ীতে। কিন্তু মাঝে গাড়ির ড্রায়ার
পাঞ্চুর হওয়ায় বডিগার্ড পাঠিয়েছে গাড়ির ড্রায়ার
চেঞ্জ করতে। এরমধ্যেই ফোনআলাপ করছি দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে। কিন্তু হঠাৎ করে মায়ার আগমনে ফোনটাও
ভাঙ্গল। এমন না সে ফোন ভাঙ্গায় রিয়েক্ট করতো না।
অবশ্যই রিয়েক্ট করতো। কিন্তু চোখের সামনে মায়াকে
দেখে তার রিয়াকশনটা উল্টো দিকে চলে যায়।

মেয়েটার দেখলে কেন যে তার বড্ড পরিচিত লাগে
হারিয়ে যাওয়া বউটার কথাও মনে পরে। আজ বিগত
দেড় বছরের উপর হয়েছে তার হঠাৎ বিয়েটার
সময়কাল। এতোদিন তার তেমন একটা বিয়েটা
সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা হয়নি। কিন্তু সেদিনকার
কলেজ ফাংশনে মেয়েটিকে দেখেই তার হারিয়ে
যাওয়া বউটার কথা মনে পরলো ভিষণ করে। বিশেষ
করে মেয়েটার গলার স্বরটা তার বেশ পরিচিত
লাগল। হ্যাঁ সেদিন ঝড়ের রাতে এক্সিডেন্টে তার ভ্রশ
তেমন ছিল না যার জন্য সাহায্যকারী মেয়েটার মুখটা
স্পষ্ট দেখতে পায়নি সে। ঝাপসা ছিল মুখটা। কিন্তু
মেয়েটার কণ্ঠটা আজও তার কাছে স্পষ্ট। তারপর
কাজী সাহেবের দেওয়া কাবিননামায় দেখেছিল সে
তার বউয়ের নামটা ‘ রিজ্জা ইসলাম মায়া ‘ বাড়ির
ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ব্যাস এতটাই দেখেছিল। তার বউয়ের
সম্পর্কে আর কিছু জানে না সে। জানার ইচ্ছাও
নেই। কিন্তু সেদিন ফাংশনে এই ইসরাত নামক
মেয়েটার মুখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শব্দটা শুনেই চোখ তুলে
তাকিয়েছিল সে। দেখেছিল মেয়েটাকে। বেশ পরিচিত
মনে হয়েছিল মুখটা। সে প্রথমে সন্দেহ করেছিল

মেয়েটা তার বউ হতে পারে ভেবে, এজন্য মূলত ফাংশন শেষে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎতে সে মেয়েটার নাম জিজ্ঞেসা করেছিল কিন্তু মেয়েটার নাম 'ইসরাত জাহান', বলায় তার সন্দেহ দূর হয়ে যায়। বুঝতে পারে এই মেয়েটি তার হারিয়ে যাওয়া বউ নয়। কিন্তু তারপরও কেন যেন মেয়েটাকে দেখলেই তার রাগ হয় তাও জানে না। সেকি আশায় ছিল এই মেয়েটা তার পালিয়ে যাওয়াটা বউটা হতে পারে এজন্য? হয়তো! যদিও মেয়েটা তার পালিয়ে যাওয়া বউ হতো তাহলেই বা কি? বউকে দিয়ে তার কি দরকার? কোনো দরকার নেই। বিয়েটা সে মানে না। এমন হঠাৎ বিয়ের ভিত্তি নেই তার কাছে। সেখানে এই বেয়াদব মেয়েকে(মায়া) তো বউ হিসাবে আরও দরকার নেই। নিজের চিন্তা ভাবনাটায় রিদ নিজেই ফোড়ন কাটলো তৎক্ষণাৎ। নিজের ভাবনায় নিজেই বিরুদ্ধতা করল। না এই বেয়াদব মেয়েটাকে(মায়া) তার বউ হিসাবে নিজের জন্য দরকার না হলেও অন্তত আজকে একটা থাপ্পড় মারার জন্য হলেও মেয়েটার তার বউ হওয়ার দরকার ছিল। রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করে প্রেমচিঠি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো বের

করতো। মাথা তুলে আছড়ি আছড়ি যদি দম না বের
করতো তাহলে তার রাগটা কিছুতে কমতো না।
বেয়াদব নারী। রিদের চিন্তা ভাবনার মাঝেই গাড়ি
এসে থামল। আসিফ গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত পিছনে
দরজা খুলে দিতেই রিদ গম্ভীর মুখে উঠে বসল
গাড়িতে। ডাইভারের সাথে আসিফ সামনে বসতেই
গাড়ি চলতে শুরু করল আরাফ খানের বাড়ির
উদ্দেশ্যে। রিদ গা এলিয়ে সিটে বসতেই সামনে থেকে
আসিফ প্রশ্ন করে বলল...

‘ ভাই আপনার পাঞ্জাবি ছিঁড়লো কিভাবে? কিছুক্ষণ
আগেও তো ভালো ছিল।

রিদ আসিফের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে উঠে
বসল। আসিফের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে নিজ
বাক্যে বলল...

‘ তোর আমার এক্সিডেন্টের কথা মনে আছে?
২০১৭তে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ফিরার পথে নরসিংদী
জেলায় হয়েছিল সেটা?

রিদের কথায় আসিফ তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে বলে
উঠে...

‘ জ্বিই ভাই মনে আছে।

আসিফের সম্মতিতে রিদ পুনরায় সিটে গা এলিয়ে
দিতে দিতে বলল...

‘ বুঝেছিস আসিফ আমার একটা বিয়ে হয়েছিল
সেদিন রাতে। বলতে গেলে অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়ে।
আমাকে সাহায্য করা মেয়েটাই আমার বউ।
অসুস্থতার জন্য বউটার ফেসটাও দেখা হয়নি। নাম-
পরিচয়ও কিছু জানি না। শুধু বউটার কণ্ঠটা একটু
করে মনে আছে। এখন মনে হচ্ছে তোর ভাবিকে
একটু দেখার জন্য হলেও তার খোঁজ করার দরকার।
যা-ত তোর পলাতক ভাবির খোঁজ করতো। অনেক
তো হলো তার লুকিয়ে চুকিয়ে বেড়ানো এবার নাহয়
স্বামীর মুখ দর্শন করবে। হতবাক আসিফ চোখ দুটো
বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল রিদের দিকে। রিদ ভাই
বিয়ে করেছে, কই সেতো জানত না। তাকে বলেনি
এতোদিন। এতো বড় সত্যি কথাটা যদি কোনো
কারণে খান পরিবারে কানে যায় তাহলে তোলপাড়
হয়ে যাবে। সর্বনাশের কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে একেক
জন। তাছাড়া রিদ খানের মতো মানুষ শুধু বউয়ের
মুখ দেখার জন্য এতোদিন পর খোঁজ করবে
এমনটাও নয়। নিশ্চিত কি কিছুতো একটা মনে

আছে। আসিফ ‘ জুই ভাই বলে সম্মতি দিয়ে সামনে ঘুরে গেল। রিদকে আর কিছু বলার মতো সাহস পেল না কারণ রিদের পারসোনাল বিষয়ে প্রশ্ন করা একদমই পছন্দ করে না। রিদ নিজ থেকে যতটুকু বলবে ততটুকুই সবাই শুনতে পারবে এর বেশি প্রশ্ন করা নিষেধ। ভয়ার্ত মুখে জড়সড় অবস্থায় কুচো হয়ে বসে আছি খাটের কোণায় অপরাধী মুখে। আমার ঠিক সামনে জুই তন্দা মেরে মাথা চেপে বসে আছে শকট হয়ে। দুজনের গায়ে এখনো কলেজ ডেস জড়ানো। সময়টা দুপুরে দু’টোর ঘরে। সকালে রিদ খানের সামনে থেকে পালিয়ে আমি কলেজে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি জুইয়ের জন্য। আমাকে জোর করে বাসায় নিয়ে এসেছে ব্ল্যাকমেল করে। বলেছে ওর সাথে বাসায় না আসলে আরিফ ভাইয়াকে বলে দিবে আমি চুরি করে বিয়ে করে ফেলেছি। ওর কথায় ভয় পেয়ে বাধ্য হয়ে বাসায় আসলাম এবং শুরু থেকে সবকিছুই বললাম, যা,যা সেদিন রাতে আমার সাথে হয়েছিল অচেনা লোকটাকে নিয়ে। আর তখন থেকেই আমার হঠাৎ বিয়ের বিষয়টা নিয়ে রিয়েক্ট করছে। যেন ওর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পরেছে

এমন আচরণ করছে। করারই কথা আসলে আমার বড় বোনের বিয়ে এখনো হয়নি সেখানে আমি পরিবারের সবার ছোট হয়ে গেছে লুকায়িত ভাবে বিয়ে করে নিয়েছি এও বিষয়টি কারও সহজে মেনে নেওয়ার কথা না। জুইয়ের ক্ষেত্রেও তাই। আমার গোষ্ঠীর মধ্যে আমার বড় ভাই-বোন আছে যাদের আমার আগে বিয়ে হওয়ার কথা তারপর সিরিয়ালে আমি সবার শেষে। সেখানে আমি সবাইকে টপকে সিরিয়াল ভেঙ্গে সবার আগে বিয়ে করে নেওয়াটা শুধু চমকে নয় ঘোর পাপও বটে। বিগত দুই ঘন্টা ধরে এমন তন্দা মেরে বসে আছে জুই আমার বিয়ের ব্যাপারটা শুনে। প্রথম প্রথম ওর এমন ঝিম মেরে বসে থাকাটা ভয় করলেও এখন বেশ বিরক্ত লাগছে। আর কতক্ষণ এমন মরার ভয়ে ভয়ে কাটাৰো আমি? এখনতো কিছু একটা বলা দরকার ওর তাই না? আজব! আমার বিয়ে হয়েছে সেই দেড় দুই বছর আগে, এতোদিন যাবত ভয়ে পেয়ে এসেছি মনে মনে সবাই জানলে কি হবে? এখনো ভয় আছে তবে এজন্য আর কতক্ষণ এমন মরার ঝিম মেরে বসে থাকবো? এবার নড়াচড়া করার দরকার না? এতো

পুরাতন বিয়ের বিষয়টা নিয়ে লম্বা রিয়াকশন কিভাবে
দিব আমি? বিরক্ত লাগছে! জুইয়ের বিষন্ন হতভম্ব
মুখটার দিকে তাকিয়ে একটু সহজ হলাম। যাহ হবার
হবে। এবার একটু নড়াচড়া করার দরকার ভেবে পা
দুটো কুচো করার থেকে মুক্ত করলাম। ফ্লোরে পা
জোড়া ফেলে সোজা হয়ে বসে আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে
তাকালাম জুইয়ের মাথা চেপে ধরা নত মস্তিষ্কের
দিকে। দ্বিধা কাটিয়ে সহজ গলায় বললাম...‘ জুই এক
জায়গায় বসে থাকতে থাকতে আমার কমড় ব্যথা
করছে। তোরও নিশ্চয়ই করছে? একটা কাজ করি
চল, দুজন ডেস চেঞ্জ করে, খাওয়া-দাওয়ার করে,
তারপরও এসে সেইম দুঃখী দুঃখী পুঁজে নিয়ে বসি
কেমন। শরীরে এনার্জি পাবো...

আমার কথা গুলো শেষ করার আগেই জুঁই হামলে
পরে আমার উপর। পাশ থেকে বালিশটা নিয়ে
আমাকে এলোপাতাড়ি মারতে মারতে আমাকে
বিছানার উপর ফেলে আমার পেটের উপর চড়ে
বসে। হাতে বালিশটা দিয়ে আমার মুখের উপর চেপে
ধরে চেতন গলায় বলে...

‘ উর্দি! গর্দভ! এতো বড় কান্ড ঘটিয়ে তোর এখন
খাওয়া দাওয়াত করা লাগবে না? টেনশনে আমি মরে
যাচ্ছি আর তুই?দু’হাতে জোর খাটিয়ে মুখের উপর
থেকে জুইয়ের হাতে বালিশটা ফেলে বড় বড় নিশ্বাস
ফেলে নিজেকে শান্ত করা চেষ্টা করলাম। উফফ আর
একটু হলে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতাম। পেটের উপর
এখনো জুই বসে আছে। ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে
উঠে বসলাম হাঁপাতে হাঁপাতে জুইয়ের দিকে
রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম...

‘ অসভ্য মাইয়া! বালিশ চাপা দিয়ে আমার জামাইকে
বিধবা বানানোর ষড়যন্ত্র করিস তাই না? মরলে তো
আমি মরবো! বউ হারালে আমার জামাই হারাবে,
তোর কি? তুই তো আর কিছু হারবি না! ও মাগো!
কতো বড় ষড়যন্ত্র। ভাগিস গায়ে জোর থাকায় আজ
একটুর জন্য বেঁচে গেলাম। নয়তো আজ আমার
জামাই একটুর জন্য বউ হারাতো। ইশশ বেচারী
জামাই, বউ দেখার আগেই বিধবা হয়ে যেত।

আমার রাগান্বিত দৃষ্টি এরিয়ে জুইও উঠে বসে শুয়া
থেকে। ওর দৃষ্টিতে তখনো ক্ষেপানো আমার উপর।
আমার দিকে তেড়ে এসে আমার বাহু চেপে আঙ্গুল

তুলে শাসিয়ে বলে....‘ উল্টা-পাল্টা কথা বলবি তো আমি সোজা আরিফ ভাইয়ার কাছে বিচার দিব তোর নামে। বলে দিব তুই চুরি করে বিয়ে করে আমাদের থেকে লুকিয়েছিস এতোদিন। তারপর কি হবে ভেবেছিস? তোকে কে বাঁচাবে বড়দের হাত থেকে হুম? তখন ডাকিস তোর ঐ অচেনা, নাম না জানা জামাইকে। সে বাঁচাবে তার বউকে সবার হাতের মার খাওয়া থেকে কেমন? আমি বরং বলে দেয় সবাইকে। কি বলিস?

জুইয়ের হুমকি স্বরূপ কথায় নিভে গেলাম আমি। ভয় জড়ো হলো মূহুর্তেই। পরিবারের এই বড়দের জন্য বিয়ের বিষয়টা এতোদিন যাবত লুকিয়ে রেখেছিলাম আমি। এখন জুই আমার সেই ভয়টা বুঝে আমার বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে আমাকে ভয় দেখিয়ে। আমি অপরাধী মুখে ওর দিকে তাকিয়ে ভয়াৰ্ত গলায় বললাম...

‘ এমন করিস কেন? তুই না আমার বোন হোস। বোন হয়ে শত্রুর মতো কাজ করবি আমার সাথে?’ অবশ্যই করবো! হাজারবার করবো! কেন করবো না তুই বল? তোর আইডিয়া আছে তুই কতো বড়

ঝামেলায় ফেঁসে গেছিস? বিয়ে কি ছেলেখেলা? তুই
আধার রাতে কাকে বিয়ে করেছিস তাও জানিস না।
ভালো মানুষ বিয়ে করেছিস, নাকি চোর-ডাকাত,
লুচা, নাকি বিবাহিত কোনো পুরুষকে বিয়ে করেছিস
তাও বলতে পারছিস না। এখন আবার বলছিস নাম-
ঠিকানা তো জানিস না, যাকে বিয়ে করলি তার
চেহারাটাও নাকি ভুলে গেছিস দীর্ঘদিন না দেখায়।
এটা কোনো কথা? একেতো বিয়ের মতোন এতো
গুরুত্বপূর্ণ বিয়ের বিষয়টা লুকিয়ে, লোকটার নাম-
ঠিকানা না জেনে অপরাধ তো করেছিসই, এখন
আবার স্বামী চেহারা ভুলে ঘোর পাপ করেছিস। তোর
আইডিয়া আছে এই বিয়ের জন্য তোকে জীবনের
কতোটা সাফার করতে হবে? জীবন এতো সহজ?
লোকটা যদি বিবাহিত খারাপ লোক হয় তখন কি
করবি তুই? ছুট করে যে বিয়ে করেনিলি, আমাদের
সমাজে ডিভোর্সির মানে বুঝিস? তুই স্বামী সংসার
করিসনি, বা তোর কোন পরিস্থিতিতে বিয়েটা হয়েছিল
সেটা কেউ দেখবে না। বরং সবাই তোর দিকে আগুল
তুলে বলবে তুই ডিভোর্সি। বিয়ের আগে একটা মেয়ে
যদি দশটা ছেলের সাথে হারাম প্রেম করে, হারাম

ভাবে শরীর বেঁচে দেয়, তাঁকে আমাদের সমাজে কলঙ্কি বলে না বরং বয়সের দোষ বলে চালিয়ে দেয়। অথচ একটা ভালো মেয়ে যদি আল্লাহ পবিত্র কালিমা পরে একজন পুরুষের সঙ্গে দুইদিন সংসার করে এবং সংসার ভেঙ্গে যায়। তাহলে সবাই মেয়েটাকে অপরাধী বলে, তাঁর দিকেই আগুল তুলে কলঙ্কি বলে দাবি করে। অথচ বিয়ে আর তালাক দু'টোই কিন্তু ইসলামের শরীয়তে হালাল। এখন তুই বল তোর সাথে আমার কি করার দরকার। তুই আমার বোন বিদায় আমার কলিজা জ্বলছে এই ভেবে যে, এই সমাজ তোকেও বিনা কারণে ডিভোর্স বলে কলঙ্কি বলবে। তার চেয়ে বড় কথা হলো তুই কোনো খারাপ লোকের চক্রে না পরিস। লোকটার পরিচয় জানলে অন্তত খুঁজ নিতে পারতাম লোকটা কে? যেমন চুপিসারে বিয়েটা করেছিস ঠিক তেমন চুপিসারে ডিভোর্সটাও নিয়ে নিতাম আরিফ ভাইয়াকে সবটা জানিয়ে। ইসলামের ছেলেদের একসঙ্গে চারটা বিয়ের হুকুম দিলেও মেয়েদের কিন্তু একাদিক বিয়ের হুকুম দেয়নি ততক্ষণ যতক্ষণ না পযন্ত স্বামীর সাথে তার তালাক হচ্ছে বা বিধবা হচ্ছে মেয়েটি। তুই বুঝতে

পারছিস? তোর জীবন পুরোটায় আটকে আছে। ঐ লোকটাকে তালাক না দিলে তুইও লাইফে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবি না। তুই যদি মনে করে থাকিস তোর গোপন বিয়ের খবর কেউ জানে না তাই চুপিসারে দ্বিতীয় বিয়েটা করে নিবি তাহলে তুই ঘোর পাপ করবি। প্রথম স্বামী থাকাকালীন দ্বিতীয় বিয়ে তো হবেই না উল্টো যিনাকারী হবি তুই। জুইয়ের দীর্ঘ কথায় দমে গেলাম আমি। সত্যি বলতে আমি এতোটা গভীরে ভাবিনি। আমার মাথায় আসেনি জীবনের আমাকেও দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে হবে। পরিবারের মেয়ে আমি, জীবনের একটা সময়ে, একবার না একবার তো আমায় বিয়ের জন্য চাপ দিতো সবাই। তখন আমি কি করতাম? জুইয়ের কথার গভীরতা চিন্তা করতেই কান্না পেল আমার। তীব্র অপরাধ বোধে মিইয়ে গিয়ে ধরা গলায় বললাম...

‘ এমন সরি জুই। আমি ভুল করে ফেলেছি। আসলে তখন এতো কিছু আমার মাথায় আসেনি। তীব্র ভয়ে ভুল করে ফেলেছি। এখন কি করবো?

আমার অশ্রু সিঁক্ত টলমল চোখে দিকে তাকিয়ে জুই শান্ত হয়ে বসল। চিন্তিতের ভারি নিশ্বাস ফেলে আমার

দিকে তাকিয়ে বলল...‘ আর কি করবি? যা করার
তো আগেই করে ফেলেছিস। নিজের এতো বড়
বিপদ বাদিয়ে চুপ করে আছিস এই ভয়ে পরিবারের
বড়রা কি বলবে? অথচ তুই যে নিজের কতোবড়
ক্ষতি করলি সেটা এখনো বুঝলি না। কারও কোনো
ক্ষতি হয়নি, তুই ক্ষতি নিজের করেছিস রিতু। আল্লাহ
তোকে সুবুদ্ধি দান করুক।

ওর কথার তলে সত্যি সত্যি আমি চুপ করে বসে
আছি। জুইকে কি বলা উচিত বুঝতে পারছি না। জুইও
খানিকটা চুপ থেকে আমাকে বলল...

‘ আমাদের লোকটাকে খোঁজা দরকার রিতু।

জুইয়ের কথার মানে তৎক্ষণাৎ বুঝলাম না। সেই
অচেনা লোকটাকে এখন খোঁজে কি করবো? আর
খোঁজলেও বা পাবো কোথায়?

‘ কেন?

‘ কেন মানে? তোর ডিভোর্স নিতে হবে না লোকটার
থেকে। নয়তো আমাদের পরিবার যখন তোর বিয়ে
কথা বলবে অন্যকারও সাথে,, তখন কি করবি? এক
স্বামীকে ডিভোর্স না দিলে দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না।
তাই ডিভোর্সটা মাস্ট বি প্রয়োজন বুঝলি।

জুইয়ের কথায় মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়। কারণ আমার অচেনা স্বামীক নিয়ে এই মূহুর্তে অনুভূতির চেয়ে বেশি ভয় কাজ করছে।‘ আচ্ছা।

আমার সম্মতিতে জুই ফের প্রশ্ন করে বলল...

‘লোকটাকে কিভাবে খোঁজে বের করবো? তার নাম-ঠিকানা কিছু জানিস না। তাকে দেখলেও চিনবি না তুই। এমনত অবস্থায় লোকটাকে খুঁজি কিভাবে বলতো? মাথায় তো কিছুই কাজ করছে না। তোর কাছে আইডি আছে কোনো?’

মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি দিয়ে বললাম...

‘নাহ

আমার কথায় জুই খানিকটা চেতে শক্ত গলায় বলে...

‘তা থাকবে কেন? তোর কাছে আইডিয়া থাকলে তুই তো বুদ্ধিমতি হয়ে যাবি। তখন হবে আরেক সমস্যা।

জুইয়ের চেতন গলায় আমি মিনমিন করে বলল...

‘রাগিস কেন? আমার কাছে আইডি না থাকলেও মাইশা, মাহির কাছে ভালো ভালো আইডি পাবি। আমাদের ফ্রেন্ডলিস্টে কুটনীতি আর জোড়াল বুদ্ধির জন্য কিন্তু ওরা অনেক তীক্ষ্ণ।

আমার কথায় দমে যায় জুই। হয়তো প্রস্তাবটা মনে ধরেছে। কারণ এই বিপদ থেকে বের হতে ওরাই আমাদের সাহায্য করতে পারবে। জুই খানিকটা থেমে চিন্তিত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল...

‘তুই ওদের বিয়ের ব্যাপারটা জানাতে বলছিস?’

‘হুমমম!’

‘পরে যদি সমস্যা হয়?’

‘হবে না। ওরা আমাদের বেস্টু। কখনো কথা নাড়াচাড়া করবে না।’

‘ওকে দ্যান চল! গোসল করে রান্না করি। কিছুক্ষণ পর ভাইয়া খেতে আসবে এখনো রান্না-বান্না কিছুই হয়নি। বিকাল করে আরিফ ভাইয়া বাসায় না থাকলে ওদের সবাইকে গ্রুপ কল দিব কেমন। চল চল।’

‘আচ্ছা! পাঁচ বান্ধবীর আসড় জমেছে একত্রে। আমরা সবাই হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলে বসা। চুপচাপ মোটেও নেই। আমার বিয়ের বিষয়টা নিয়ে তোড়জোড় চলছে সবার মাঝে। বলতে গেলে একেক জন্য শকটে ফ্লেপা বাঘিনী হয়ে বসে আছে আমার উপর। আমার দোষ এতো বড় কাণ্ড ঘটিয়ে কেন কাউকে জানায়নি। পরিবারের বড়দের ভয়ে বলতে না

পারি এদের অন্তত বলা দরকার ছিল। আমাকে নিয়ে
প্রত্যেকের আহাজারি চিন্তার শেষ ছিল নেই। আমি
আর জুই একত্রে ভিডিও কলে জয়েন করেছি আরিফ
ভাইয়ার ল্যাপটপ দিয়ে। বাকিরা সবাই যার যার
বাড়িতে নিজ মোবাইলে জয়েন করেছে। এখন পড়ন্ত
বিকাল। জুইয়ের কথা মতো ভিডিও কল জয়েন
হয়েছিল আরও একঘণ্টা আগে। এতক্ষণ ওদের সাথে
আমার বিয়ের সকল বিষয়ে শেয়ার করা হয়ে গেছে।
আমাকে একচোট ফ্রীতে বকাঝকা করা হয়ে গেছে
সবার। এখন বেশ চিন্তিত মুখে ভাবতে বসেছে
আমার হারিয়ে যাওয়া স্বামী মানে যার সাথে আমি
বিয়ে হয়েছিল তাঁকে কিভাবে খোঁজে বের করা যায়
সে নিয়ে। একেক জন্য একেক বুদ্ধি দিচ্ছে, কিন্তু
কোনো বুদ্ধিই সেই লোকটাকে খুঁজে বের করার পথ
বের করে দিচ্ছে না। এদের মধ্যে আমি একটু
জড়সড় ভাব নিয়ে বসে আছি। যেহেতু আমি আসামী
তাই আপাতত আমার বড় মুখ করে বসা উচিত নয়,
এতে সবাই আরও ক্ষেপে যাবে আমার উপর।
এমনই ছোট খাটো ঘূর্ণিঝড় আমার মাথার উপর
নাচছে। আমাদের গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে চতুর মেয়ে

হলো মাইশা! পাজিল হলো মাহি। সবচেয়ে পড়ুয়া
মেয়ে সুমি, আর জুই সবচেয়ে বুঝদার। পরিস্থিতি
অনুযায়ী সবাইকে বুঝিয়ে শান্ত করার ক্ষমতা ওর
আছে। আর আমি! সেটা না-হয় নাই বললাম। আমার
গল্পে বুঝে যাবেন আমি কেমন। আচ্ছা যায় হোক!
এবার মূল কাহিনীতে আসি। গ্রুপ কলে সবাই
লোকটাকে খোঁজ পাওয়ার আলোচনা করছে। মাহি
সামনে থেকে আমার শান্তশিষ্ট মুখটাকে লক্ষ করে
জুইকে উদ্দেশ্য করে রাগান্বিত গলায় বলল...‘ দোস্ত
ওহ এমনে তাকাই রইছে কেন? আমারে কি ওর
জামাই মনে করছে। ওর এমন ইনোসেন্ট ফেস দেখে
আমি গলে যাব? অসভ্য মাইয়া বিয়াডা করছে তো
করছে, জামাইর নামডাও জানতে পারলো না। মন
তো চাচ্ছে ইচ্ছা মতোন কতক্ষণ ধুলায় করি। এই
জুই, তুই আমার হয়ে কয়েকটা ধুমধাম লাগাতো এই
মাইয়ারে। নাইলে আমার রাগ শান্ত হবে না হু।
মাহির কথায় তৎক্ষণাৎ সায় দিল মাইশাও। জুইয়ের
উদ্দেশ্য বলল...

‘ হ জুই! আমার হয়েও দুইডা দিস কিন্তু ওরে।

আমি অসহায় মুখ করে জুইয়ের দিকে তাকালাম।
জুই আমার অপরাধী মুখটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস
ফেলল টেনশনে। জুইয়ের বিষন্ন মুখটা দেখে সুমি
আমার উদ্দেশ্য বলল...

‘ রিতুরে! দোস্তু তুই কেমনে এই বিয়েটা করলি?চেনা
নাই, জানা নাই, কেউ অপরিচিত লোকরে অন্যের
কথায় বিয়ে করে? আমিতো ভয়ে মরে যাচ্ছি, না
জানি কোন বেড়া মানুষরে বিয়েটা করছোস তুই।
উফফ লোকটা যদি কোনো নেশাখোর খারাপ লোক
হয়? আর তোকে দেখে তার মন যদি বদল হয়ে যায়,
ডিভোর্স দিতে না করে। তখন কি করবি তুই?সুমি
কথায় আমার আরও ভয় হতে লাগলো। আমি সেদিন
রাতে লোকটাকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পেয়েছিলাম।
হয়তো কারও সাথে মারামারি করে রাস্তায় পরেছিল।
তারপর আবার কাজি সাহেব লোকটাকে ভালো
বলছিল না। খারাপ লোকই বলে পরিচয় দিচ্ছিল
আমাকে। হয়তো সন্ত্রাস হবে। সুমির কথার উত্তর
আমি করতে পারলাম না টেনশনে। মনের মধ্যে তীব্র
ভয় সৃষ্টি হলো অচেনা লোকটাকে নিয়ে। তখনই
সুমির কথার উত্তর দিয়ে জুই শক্ত গলায় বলল...

‘ ডিভোর্স দিবে না মানে? অবশ্যই ডিভোর্স দিবে।
আমাদের বোন আমরা এমনই ছেড়ে দিব মনে
করেছিস? ওহ ছোট মানুষ বুঝিনি, পরিস্থিতির স্বীকার
হয়ে বিয়েটা করে ফেলেছে। এরমানে এই না
লোকটার সাথে ওর সংসার করতে হবে। আমরা
আগে লোকটাকে খুঁজে বের করবো তারপরও আরিফ
ভাইকে সবটা জানিয়ে চুপিসারে ওর ডিভোর্স নিয়ে
নিব ব্যাস। আমাদের পরিবারকে এসব জানানাবো না।
মাহি বলল...

‘ সে না-হয় বুঝালাম! কিন্তু লোকটাকে কিভাবে
খুঁজবো সেটাই তো বুঝতে পারছি না। আচ্ছা মায়া তুই
লোকটার মুখে কারও নাম, বা কোনো জায়গার নাম
শুনেছিস এমন কিছু?

‘নাহ!

আমাদের কথার ফোড়ন কেটে মাইশা বলল...‘
জায়গার নামটা মনে আছে সেখানে তুই লোকটাকে
খুঁজে পেয়েছিলি?

আমি মাথা নাড়িয়ে না’ বলতেই আরও হতাশ দেখা
গেল সবার চেহারায়। খানিকটা সময় চুপ থেকে
মাইশা আবারও দ্রুততার প্রশ্ন করল জুইকে। বলল...

‘ আচ্ছা জুই মায়ার না-হয় মনে নেই ওহ কোথায় ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু তোর তো মনে আছে তোরা সেদিন রাতে কোন জায়গায় কোনো হোটেল ওঠেছিস?

জুই সুন্দর ভাবে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে বলল...

‘ হ্যা মনে আছে। নরসিংদীর একটা হোটেল উঠে ছিলাম। কিন্তু কেন?

জুইয়ের কথায় যেন আশার আলো ফুটলো মাইশার মুখে। তৎক্ষণাৎ উৎসাহে সহিত বলল...

‘ পারফেক্ট! এখন নিশ্চয় এটাও মনে আছে তোরা মায়াকে সেদিন রাতে কোথায় খুঁজে পেয়েছিলি?

‘ না আমার এটা মনে নেই। অনেক আগের কথা জায়গার নামটা ভুলে গেছি। তাছাড়া সেদিন রাতে আরিফ ভাইয়া আমাকে হোটেলের রেখে মায়াকে আনতে গিয়েছিল। এখন মায়া বলতে পারবে জায়গার নামটা কি ছিল।

সবাই আশা নিয়ে আমার দিকে তাকাতেই আমি সাথে সাথে বলি...

‘ আমি জানি না সেই জায়গার নাম। সবকিছু অপরিচিত ছিল আমার কাছে। তাই আরিফ ভাইয়া

আমার লোকেশন ট্র্যাক করে নিয়ে গেছিল সেদিন রাতে।

আমার কথায় চেতে উঠে মাইশা...‘ কেউ আমারে ক! এই বলদ মাইয়ার সাথে আসলে কি করার উচিত। আমার তো হেবির রাগ উঠতেছে উফফ!

পুনরায় সবার মুখে হতাশা চেয়ে গেল। এতো বড় নরসিংদী জেলায় কোথায় গিয়ে খুঁজবে সেই এলাকা যে এলাকায় আমি হারিয়ে গিয়ে ছিলাম। প্রত্যেকের হতাশা মধ্যে হঠাৎ আমি উৎসাহের সহিত বলে উঠি..

‘ আমি জানি না তবে আরিফ ভাইয়া বলতে পারবে সেই জায়গার নামটা কি। ভাইয়া সবকিছু চিনে।

আমার কথায় মাইশা তৎক্ষণাৎ বলে...

‘ আরে বাহ! মায়া রানীর মাথায় দেখি গিলুও আছে। এই জুই দ্রুত আরিফ ভাইয়াকে ফোন করে জায়গার নামটা জিগ্যেস কর তো।

জুই কিছু বলার আগে মাহি বলল...

‘ তুই ঐ জায়গার নাম দিয়া কি করবি? কাজটা কি?

‘ পরে বলছি আগে জুই আরিফ ভাইয়ার থেকে জায়গার নামটা জান। কল দে ভাইকে।

জুই বলল..

‘ আরিফ ভাইকে ফোন করে বলবো কি? কি বলে জায়গার নামটা জিগ্যেসা করবো? ভাই যদি জিগ্যেসা করে কেন জানতে চাইছি তখন কি বলবো?

পাশ থেকে মাহি কুটনীতি বুদ্ধি খাটিয়ে বলল।।।’

তোর কিছু বলতে হবে না। যা বলার মায়াই বলবে।

ওহ-ই আরিফ ভাইকে ফোন করে জিগ্যেসা করবে

ওকে সেদিন রাতে নরসিংদী জেলায় কোথায় খুঁজে

পেয়েছিল সেই নামটা বলতে। ভাই যদি কিছু

জিগ্যেসা করে তাহলে বলবে ইংলিশে এসার্মেন্ট

দিয়েছে কলেজ থেকে ‘এ মেমোরেবল ডে’ উপর।

মায়ার জীবনের স্মরণীয় দিন হিসাবে সেই দিনের

কথা লিখতে চাচ্ছে এজন্য নামটা ওর চায় ব্যাস।

মাহির কথা অনুযায়ী সবাই সায় দিল। আমিও

সবাইকে ভিডিও কলে রেখে আরিফ ভাইকে কল

দিলাম। ভাই কোচিং ক্লাসে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আমার

জায়গার নাম জিগ্যেস করতে প্রশ্ন করেছিল কেন?

আমি মাহির শিখানো কথা গুলোই বললাম। সফলও

হলাম। ভাইয়া জায়গার নামটা বলতেই আমি কল

কেটে দিলাম। এবং ওদেরকে জানায় নরসিংদী জেলা,

বাগিচা নামক এলাকায় আমাকে খুঁজে পেয়েছিল
ভাই।

আমার কথায় মাইশা সন্তুষ্টি নিয়ে বলে...‘ পারফেক্ট!
আমাদের অর্ধেক খোঁজা এখানেই শেষ হয়ে গেছে
জুই। মায়াকে যদি আরিফ ভাই নরসিংদী জেলা,
বাগিচা এলাকায় খোঁজে পায়। তারমানে মায়া সেরাতে
সেই এলাকায় ছিল ঐলোকটার সাথে। ওর বিয়েটা
সেই এলাকার কাজি সাহেব দিয়েছিল। এখন
আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো,
নরসিংদী জেলা বাগিচা এলাকায় যেতে হবে এবং
সেই এলাকায় যতগুলো কাজি আছে সবগুলোর বাড়ি
খুঁজে বের করতে হবে। এবং সেই কাজি পরিবারকে
চিহ্নিত করতে হবে যারা মায়ার বিয়ে দিয়েছিল
ঐলোকটার সাথে। কাজির কাছ থেকে আমরা মায়ার
কাবিননামার একটা ফুটোকপি নিব। কারণ সেই
কাবিননামায় নিশ্চয়ই মায়া স্বামী অথাৎ ঐ অচেনা
লোকটার নাম-ঠিকানা দেওয়া আছে। সেই ঠিকানা
অনুযায়ী না-হয় আমরা লোকটাকে খুঁজে বের করার
চেষ্টা করবো। কি বলিস তোরা?মাইশার চতুর বুদ্ধিতে
সবাই উৎসাহের সহিত সহমত পোষণ করল। সেই

সাথে আশা ফিরে পেল যেন সবার মধ্যে। সিদ্ধান্ত
নিল আমরা সবাই নরসিংদী যাব একসাথে। কিন্তু
ঝামেলা হলো আমি আর জুই আছি চটুগ্রামে।
আমাদের বাসায় যেতে হবে। মানে আশুগঞ্জ থেকে
সবাই একত্রে একদিন নরসিংদী যাব কাজি সাহেবের
বাড়ি খোঁজ করতে। কিন্তু এখন সমস্যা হলো আমি
আর জুই এখন থেকে আশুগঞ্জ যাব কিভাবে? শুধু
শুধু বাড়ি যাওয়ার বায়না ধরলে তো আর যেতে
পারবো না। আরিফ ভাইয়া দিব না। আবার আব্বুও
কড়া শাসন করবে। তিনি অনেক পড়ুয়া মানুষ।
ছেলেমেয়েদের পড়া রেখে বাসায় বসে থাকাটা
মোটোও পছন্দ না উনার। কি থেকে, কি করবো
কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। তখনই মাহি বলে উঠে...
'আরে দোস্ত চিল। এতো চাপ নিসনা। মায়ার স্বামী
খোঁজার বুদ্ধি যখন বের হয়েছে, তখন তাদের
আশুগঞ্জ আসার একটা উপায়ও বের হয়ে যাবে। এই
রিতু একটা কাজ করতো। পেটের ব্যথায় ভান ধরে
বিছানায় পরে থাকতো যেন তুই মারা যাচ্ছিস।
খাওয়া-দাওয়ার সব বাদ দিয়ে শুধু বিছানায় গড়াগড়ি
করে কাঁদবি। তোর দেখাদেখি জুইও কাঁদবে তোর

চিন্তার করার ভান করে। তোর অবস্থা যখন গুরুতর
কাহিল মনে হবে তখন বাধ্য হয়েই আরিফ ভাই
তাকে আর জুইকে বাসায় পাঠিয়ে দিবে পরিবারের
কাছে তোর সেবাযত্নের জন্য। যাহ এবার ঝটফট
বিছানায় মরা মানুষের মতো শুয়ে আমাদের পেটে
ব্যথার এন্টিন করে দেখাতো। ডাক্তারের চেম্বারের
বাহিরে সিরিয়াল কেটে রোগীর সারিতে বসে আছি
আরিফ ভাইয়ার কাঁধে মাথা ফেলে। ভাইয়া আলতো
করে আমার কাঁধ জড়িয়ে বসে আছে আর বারবার
চোখ ঘুরিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে দিকে তাকাচ্ছে। আর
থেকে থেকে অপর হাতটা দিয়ে আমার মাথায় হাত
বুলিয়ে দিচ্ছে সান্ত্বনার সহিত। এখানে আমরা বসে
আছি প্রায় একঘন্টা উপর হলো। মূলত আমার
অসুস্থতার জন্যই বসা। কাল বিকালে বান্ধবীদের
সাথে পরামর্শ করেছিলাম পেট ব্যথার অভিনয় করবো
বলে। অথচ রাত হতে না হতে সত্যি সত্যিই আমি
সিরিয়াস অসুস্থ হয়ে পড়লাম। রাতে অসময়ে অনেক
সময় নিয়ে গোসল করা জন্য জ্বর এসেছে আমরা
সাথে ফ্রীতে পেট খারাপও হলো। পেট খারাপে প্রধান
কারণ হলো হাবিজাবি খেয়েছিলাম রাতে এজন্য

সকাল থেকেই জ্বর আর পেটের সমস্যায় কাহিল
আমি।এর মধ্যে বেশ কয়েকবার বমিও করে
ফেলেছি। আমায় অসুস্থ নাজেহাল অবস্থা দেখে
আরিফ ভাইয়া দুপুরের দিকে বাসায় ফিরে দ্বিতীয় বার
আর কোচিংনে যায়নি বরং ডাক্তার দেখাতে
হসপিটালের নিয়ে এসেছে আমাকে । কিন্তু এখানে
এসেও আরেক সমস্যা। ডাক্তার চেম্বারে নেই।
ডাক্তারের রোগী দেখার সময় তিনটা থেকে অথচ
এখন চার দশ বাজে। আমার মতো অনেক রোগীর
ডাক্তারের অপেক্ষায় বসে আছে অসুস্থ শরীর নিয়ে।
আরিফ ভাইয়া এবার বেশ চটে যাচ্ছেন আমার
বেগতিক খারাপ অবস্থা দেখে। জ্বরে আমি বারবার
মাথা ফেলে দিচ্ছে ভাইয়ের কাঁধ থেকে। ভাইয়াও বার
বার আমার মাথাটা উঠিয়ে নিজের কাঁধে চেপে
রাখছে। অসুস্থতার কারণে চোখ দু'টোও খোলা রাখা
সম্ভব হচ্ছিল না আমার। তবে কান সজাগ ছিল।
আমার বেহাল দশার মধ্যেই আরিফ ভাই কাউকে
সালম দিয়ে উঠলো....‘ আসসালামু আলাইকুম ভাই।
‘ ওয়ালাইকুম সালাম! আরে আরিফ তুমি এখানে?

অল্প পরিচিত কণ্ঠের কথা শুনে বন্ধ চোখের পাতা
টেনে খোলে তাকাতে চাইলাম। নিভে যাওয়া চোখে
অল্প তাকাতেই চোখে পরল অল্পসল্প পরিচিত লম্বাটে
একটা মুখ। এই মুখটা আমি আগেও বেশ কয়েক
বার দেখেছি, কিন্তু কোথায় দেখেছি সেটা মনে করা
চেষ্টা চালাতেই আরিফ ভাই লোকটার কথার উত্তর
করে বলে...

‘ আসলে ভাই, আমার ছোট বোনটা হঠাৎ করে অসুস্থ
হয়ে পরেছে তাই ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছিলাম।
কিন্তু আপনি এখানে?

‘ হ্যাঁ আমি এখানে একটা কাজে এসেছিলাম রিদ
ভাইয়ে সাথে। ওর কি হয়েছে?

রিদ নামটা মস্তিষ্ক যেতেই সল্প পরিচিত লোকটাকে
চেনে ফেললাম। আরে এ-তো আসিফ! রিদ খানের
বডিগার্ড। তারমানে রিদ খান আমার আশেপাশেই
কোথাও আছে বিষয়টি মাথায় আসতেই চমকে
উঠলাম আমি। কারণ কাল সকালে আমাকে হুমকি
দিয়েছিল লোকটা তার সামনে যাতে না পরি অথচ
চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতেই ঘুরেফিরে আবারও
লোকটার সম্মুখে আমি। সুস্থ থাকলে এখান থেকে

পালিয়ে বাঁচতাম আমি কিন্তু অসুস্থ বলে দাড়াতেও পারছি না। আমার মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা মধ্যেই আরিফ ভাইয়া আসিফ লোকটার কথার উত্তরে বলল...

‘ আসলে ওর, রাত থেকে জ্বর আর পেট খারাপ। সকাল থেকে অবস্থা একটু বেশি সিরিয়াস হওয়ায় এখানে নিয়ে এসেছি কিন্তু এখানে এসে আরেক ঝামেলা ডাক্তার নেই। এখনো আসেনি। বোনটাও ধীরে ধীরে আরও অসুস্থ হয়ে পরছে...আরিফ ভাইয়া বাকি কথা গুলো শেষ করার আগেই আমি গা গুলিয়ে বমি করতে চাইলাম কিন্তু খালি পেট হওয়ায় তিতু পানি ছাড়া পেট থেকে কিছুই বের হলো না। ওয়াক! ওয়াক করতে করতে আমার অবস্থা কাহিল। দুর্বলতায় শরীর ছেড়ে দিতেই আরিফ ভাইয়া আমার বাহু জড়িয়ে ধরে শক্ত করে। বিচলিত কণ্ঠে আমাকে ডেকে হুশে ফিরা চেপ্টা করে বলল..

‘ রিতু! এই রিতু! কষ্ট হচ্ছে তোর? নার্স! এই নার্স! আরিফ ভাইয়া নার্স বলে চিল্লিয়ে আমাকে তৎক্ষণাৎ কোলে তুলে নিতেই আমার চোখে বুঁজে আসছিল দুর্বলতায়। চোখ বন্ধ করার আগে চোখে পরলো

আরিফের ঠিক পিছনে স্টংলি দাড়িয়ে থাকা রিদ খানকে। উনি কেমন চোখ দুটো ছোট ছোট করে হালকা কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হয়তো আমার অসুস্থতা তার চোখে পরছে কিন্তু এতোটা বুঝে উঠতে পারছে যে, আমাকে কাল সুস্থ দেখতে দেখতে হঠাৎ করে আজ কিভাবে অসুস্থ হয়ে পরলাম সেটা?‘ আমি আর পারছি না জুই। আমাকে রেস্ট নিতে দে, নয়তো মাথা ঘুরিয়ে পরে যাব রাস্তা। কথাটা বলেই কারও অপেক্ষা না করে ধূপ করে বসে পরলাম রাস্তায় ঘাসের উপর। বড্ড ক্লান্তিতে শরীর নেতিয়ে যাচ্ছে আমার। এতক্ষণ যাবত মাথার উপর প্রহর সূর্যের তাপ নিয়ে হাঁটছিলাম নিরুদ্দেশ গন্তব্যের উদ্দেশে। এই মূহুর্তে আমরা নরসিংদী জেলা বাগিচা এলাকায় অবস্থান করছি। এখানে কেন এসেছি এটা অবশ্য সবার জানা। তাই নতুন করে আর নাই বা বললাম কিছু। তবে এই মূহুর্তে আমার সঙ্গে রয়েছে আমার চার বান্ধবী জুইকেসহ মাহি, মাইশা, সুমি, আর আমি। সবার চোখেমুখে ক্লান্তির চেয়ে হতাশা বেশি, সেই সাথে কাঁঠফাটা রোদের অতিষ্ঠ বিরক্তি। আমাকে পা ছড়িয়ে রাস্তার ঘাসের উপর বসে যেতে

দেখে সামনের থেকে দ্রুত এগিয়ে আসল জুই।
সুমিকে সাইন্ড কেটে আমার সামনে বসে খানিকটা
উদ্বিগ্নতায় বলল...‘ তোর বেশি খারাপ লাগছে রিক্তা?
মাথা ঘুরছে তোর? পানি খাবি?

ক্লান্তিতে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিলাম যার অর্থ হ্যা
বেশি খারাপ লাগছে। লাগবে নাই-ই বা কেন? অসুস্থ
শরীর নিয়ে নরসিংদী এসেছি অচেনা জামাইর চেনা
ঠিকানা খুঁজতে। বিষয়টা আজব না? সত্যিই আজব!
কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যেন এসব আজব কারবার একটু
বেশিই হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম থেকে বাসায় এসেছি
আজ আটদিন গিয়ে নয়দিন হলো। ১০৪° ডিগ্রি জ্বর
নিয়ে বাসায় এসেছিলাম সেদিন। আরিফ ভাইয়া
আমাকে আর জুইকে নিয়ে এসেছিল চট্টগ্রাম থেকে
একদিন হসপিটালের রেখে। তারপর থেকে আমি
আশুগঞ্জ নিজের বাসায় আছি। আজ বিগত আটদিন
লাগলো আমার সুস্থ হতে। এখনো পুরপুরি সুস্থ নয়
আমি। তারপরও বান্ধবীদের হাত ধরে চলে আসলাম
নরসিংদী জেলায় আমার অচেনা জামাইকে খুঁজতে।
কোথায় তার খোঁজ পাব জানি না। তবে হাল ছাড়িনি,
এখনো খুঁজে চলছি। কারণ তার সাথে আমার

এখানেই দেখা হয়েছিল তাই আমার বিশ্বাস তার ঠিকানা এখানেই পেয়ে যাব। তাছাড়া এখানে এসেই স্থানীয় লোকদের জিগ্যেসা করতে করতে একটা কাজী অফিসে গিয়ে পৌঁছে ছিলাম। সেখানে আমাকে বিয়ে পড়ানো ঐ বৃদ্ধা লোকটা ছিল না। উনাদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম তাঁরা আমাকে দেড় বছর আগে সেদিন রাতে ঐ অপরিচিত লোকটার সাথে বিয়ে দেয়নি। নিরাশ হয়েছিলাম আমরা সবাই। তবে লোকটা আমাদের আরও একটা কাজী অফিসে ঠিকানা দিয়েছে আর বলেছে সেখানে খোঁজ করতে। এখন সেই ঠিকানা অনুযায়ী হাঁটছিলাম আমরা। কিন্তু পথে মধ্যে ক্লান্তিতে বসে পড়লাম রাস্তায়। বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে মুখের নেকাব মাথার উপর তুলতে তুলতে দুর্বল গলায় বললাম...‘দে! পানি দে খাব!

আমার অসুস্থতা দেখে মাইশা, মাহি, সুমি তিনজনই আমাকে গোল করে দাঁড়াল চারপাশে। গায়ে সবার বোরখা পরিহিত। মাইশা, সুমি নিজেদের বোরখা পরলেও আমি, জুই, মাহি পরেছি যার যার ‘মার’ বোরখা। বয়স্ক মায়ের বোরখা ছোট মেয়েরা পরলে কেমন হবে বুঝতেই পারছেন। আমাকে আর বলে

বুঝাতে হবে না। আর্ধ পাগল বুড়ীর মতোন লাগছিল একেক জনকে। তারপরও নিজেদের সেফটির জন্য এই বোরখা পরে বাসা থেকে বের হয়েছিলাম সকাল সাতটার বাসে। আমাদের সবার পরিবার জানে আমরা সবাই সুমিদের বাসায় যাচ্ছি, আর সুমি বাসায় জানে ওহ আমার বাসায় এসেছে, আমাকে দেখতে। আমি অসুস্থ এজন্য। মূল কথা হলো আমরা সবাই যার যার বাসায় মিথ্যা বলে বের হয়েছি নরসিংদীর উদ্দেশ্যে। সকাল সাতটার বের হয়েছিলাম আর এগারোটা মধ্যে নরসিংদী বাগিচা এলাকার বাজারে পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে কাজীর সন্ধান করে একটা কাজী অফিসে পৌঁছে ছিলাম সেখান থেকে নিরাশ হয়ে অন্য কাজীর ঠিকানা যেতে গিয়ে পথে মধ্যে আঁটকে বসলাম। কারণ সত্যিই আমার অসুস্থ লাগছে তাই। মনে হচ্ছে গায়ের জ্বর আবারও উঠবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি গায়ের জ্বর থেকে মনের অসুস্থতা একটু বেশি অনুভব করছি। আর তার কারণ হলো আমার ঐ অচেনা স্বামীকে নিয়ে। লোকটাকে যত খুঁজতে যাচ্ছি ততই যেন তাঁকে হারিয়ে ফেলছি। কোনো মতেই যেন লোকটার নাগাল আমি পাচ্ছি না

হাত বাড়িয়েও। এতে যেন আমার মনে অস্থিরতা কাজ করছে আরও বেশি লোকটার সন্ধান পাওয়ার জন্য। জানি না এই ঠিকানার গিয়েও যদি লোকটার খোঁজ না পায় তাহলে কি হবে? আমার মনের অস্থিরতাটাও কাউকে বলতে পারছিলাম না। কারণ আমি যাদের বলবো ওরা সবাই আমার উপর ক্ষেপে যাবে স্বামী নামক লোকটার জন্য অস্থিরতার কথা শুনলে। কিন্তু আমি কি করবো? ওদের আমার সামনে বারবার রিক্তার জামাই! রিক্তার জামাই! নিয়ে আলোচনা করতে করতে এখন ঐ লোকটাকে আমি সত্যিই মিস করছি। আমার মনে হচ্ছে আমি বড় ভুল করে ফেলেছি। আমার উচিত হয়নি সেদিন অচেতন স্বামীকে বিছানায় ফেলে পালিয়ে আসাটা। একটু অপেক্ষা করতাম লোকটার জাগ্রত হওয়ার জন্য, তাহলে হয়তো আজকে এই দিনটা দেখতে হতো না আমায়। আমার মন বিচলিতের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতেই জুই হাফ লিটার পানির বোতলটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি বোতলটা উপরে তুলে ঢগঢগ করে অনেকটা পানিই খেয়ে নিলাম। মাইশা নিজের হাতে দ্বিতীয় কাজী অফিসের ঠিকানাটায় চোখ বুলিয়ে

আশেপাশে তাকিয়ে বিরক্তি নিয়ে বলল,...‘ বাল! এই
মধ্য দুপুরে কই যামু অচেনা এলাকায়
শালার কাজী বাড়ি খুঁজতে? ধুর সন্ধ্যার আগে আগে
যদি বাসায় না পৌঁছায় তাহলে সবাই ধরা খেয়ে যাব।
উঁহুম ধরা খাওয়া যাবে না। দুলাভাই খোঁজার মিশন
এখনো অল্পও হয় নাই। তাই এতো তাড়াতাড়ি গল্প
শেষ হলে চলবে না। এই রিতু শরীরে একটু জোর
লাগাত বইন। এইতো একটু সামনে বাজার দেখা
যাচ্ছে। ওখান থেকে কারও কাছে এই এড্রেসটা
জিজ্ঞেসা করে রিক্সা নিয়ে যাব সোজা তোকে বিয়ে
দেওয়া সেই কাজি বাড়িতে। বেশি লেট হবে না।
জাস্ট একটু কষ্ট করা লাগবে। যেতে পারবি?
মাইশার যুক্তিতে কেউ বাঁধা দিল না। কারণ মাইশার
কথা গুলো আসলেও সত্যি। এখানে বসে থাকা
মানেই নিজেদের কাজে দেরি করা। আমি ‘হুম’ বলে
অসুস্থ শরীর নিয়ে উঠে দাড়াতেই জুই আর মাহি
দুজন আমাকে দুই দিক থেকে ধরলো। তারপর
যতটা পারি দ্রুত হেটে একটা অটোরিকশা নিয়ে
চললাম পাঁচজন কাজি অফিসের উদ্দেশ্যে। ভাগ্য ভালো
থাকায় সেই অটোরিকশা ওয়ালা মামা চিনত আমাদের

দেওয়া কাজী অফিসে ঠিকানাটা। প্রায় বিশ মিনিটের পথ পাড়ি দিয়ে পৌছালাম ছোট খাটো একটা কাজী অফিসে সামনে। দেখতে মোটামুটি ভালোই ছিল। আমরা সবাই অটোরিকশার ভাড়া মিটিয়ে কাজী অফিসের সামনে দাঁড়াতেই অতি উৎসাহের সহিত মাহি পাশ থেকে আমার হাত চেপে ধরে বলল...‘ রিতু দেখতো এটাই কি সেই কাজী অফিস যেখানে তোর বিয়ে হয়েছিল?

আমি গোল গোল চোখে আশপাশটা ভালো করে দেখেও কিছুই চিনতে পারলাম না। চিনব কিভাবে? দেড় বছর আগে রাতে এসেছিলাম এইখানে। তাই দিনের আলোয় সবকিছু বুঝা মুশকিল। তাই আমি ধীর গলায় বললাম...

‘ কিছু বুঝতে পারছি নাতো এই অফিসটায় কিনা! আমার কথায় জুই বলল...

‘ আচ্ছা চল ভিতরে গিয়ে দেখি কি অবস্থা।
তৎক্ষণাৎ উত্তর করলো মাহি..

‘ হুম চল! চল!

পরপর পাঁচ বান্ধবী মিলে কাজী অফিসে ঢুকতে দেখলাম একটা হালকা পাতলা গঠনের লোক সাদা

কাবলি পরে টেবিলে উপরে মোবাইল রেখে চেয়ারে বসে মনোরোগ সহকারে ওয়াজ শুনছে। একত্রে আমাদের পাঁচ বান্ধবীকে ঢুকতে দেখে চমকে উঠে খতমত খেয়ে যান তিনি। ছোট খাটো রুমের কাজী অফিসটা পুরো খালি। বুঝায় যাচ্ছে আজ তাদের কোনো কাজ নেই। হয়তো আজ কোনো বিয়ের ফাংশন হাতে ছিল না তাই অফিসে অবসর সময় পার করেছে ফোন চালিয়ে তিনি। আমাদের পাঁচ বান্ধবীকে দেখে অভিনবে দ্রুত ফোন বন্ধ করে পাশে রেখে আমাদের দিকে তাকিয়ে সালাম দিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেসা করলেন... ‘আসসালামু আলাইকুম! জ্বিই আপনার কি বিয়ে করানোর কাজে এসেছেন নাকি তালাকের পরামর্শে?’

জড়তায় আমরা একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। কিন্তু মাইশা আমাদের সবাইকে অপেক্ষা করে সাহসীকতা সঙ্গে এগিয়ে গেল লোকটার সম্মুখে। এবং বলল...

‘জ্বি আসলে, আমরা আপাতত আপনার কাছে তালাকের পরামর্শের জন্যই এসেছিলাম। আসলে আপনাদের এখান থেকে দেড় বছর আগে ২০১৭

সালে নভেম্বরের তিন তারিখে আমার এক কাজিন বোনের বিয়ে হয়েছিল। এখন ওরা ছাড়াছাড়ি চায়, কিন্তু আমার বোনের কাছে কাবিননামার কোনো কপি নেই। সেজন্য আপনাদের কাছে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে আমাদের কাবিননামার একটা কপির নেওয়ার জন্য। আপনি প্লিজ একটু কষ্ট করে ২০১৭ সালের নভেম্বরের তিন তারিখের বিয়ের তালিকাটা চেক করে আমাদের সেই কাবিননামাটা একটু দিবেন প্লিজ?

কাজী লোকটা বাকা চোখে আমাদের দিকে তাকালেন। হয়তো মাইশার কথা একটু বিশ্বাস করেছে এজন্য। লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমাদের বসতে বলে পাশে রুমে গেল আর পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলো মোটাতাজা একটা রেজিস্ট্রার বিয়ে খাতা নিয়ে। আমাদের সবার চোখে মুখে তখন আশার আলো মতো ঝলঝল করছিল খাতাটা দেখে। লোকটা আমাদের সামনে খাতা খোলে বসতে বসতে বলল...‘ যার কাবিননামা লাগবে সেই কন্যার নাম কি?

ঝটপট উত্তর করল মাহি..

‘ জ্বি! রিজ্জা ইসলাম মায়া।

কাজি আর কোনো প্রশ্নই করলেন না। শুধু মনোযোগ সহকারে ২০১৭ সালে নভেম্বরের তিন তারিখ ধরে রিজ্জা ইসলাম মায়া নামের, আমার কাবিননামাটা খোঁজতে লাগলেন। এর ফাঁকে মাহি কাজি সাহেবকে আমার নামটা বলে আমাকে খুঁচিয়ে বলল...

‘ রিতু আমি নামটা ঠিকঠাক বলেছি তো? না মানে তুই এই নামেই বিয়েটা করেছিস নাকি অন্য কোনো নামে??

‘ নাহ এই নামেই করেছি।

‘ তারমানে আমি তোর নামটা ঠিকঠাক বলেছি তাইতো?

‘ হুম!

‘ আরে বাহ! দারুণ তো! আন্দাজে বকা মেরে ফেললাম।

মাহির কথার অর্থ না বুঝে কপাল কুঁচকে তাকাতেই মাহি ফের বলল...‘ ওহ আচ্ছা ভালো কথা! রিতু দেখতো এই লোকটাই কি ছিল সেদিন রাতে তোকে বিয়ে দেওয়া কাজীটা?

মাহির কথায় চোখ ছোট ছোট করে তাকালাম আমার সম্মুখে বসা কাজীর দিকে। দেড় বছর আগে স্বামীর

চেহারাটায় মনে রাখতে পারিনি সেখানে বিয়ে
পড়ানোর কাজীর চেহারাটা কিভাবে মনে রাখব?
তারপরও আমার যতটুকু স্মরণ আছে সেদিন রাতে
আমাদের বিয়েটা দিয়েছিল একটা মোটাতাজা বেশ
বয়স্ক, লাল দাঁড়ি ওয়া বৃদ্ধা লোক উনার নিজের
বাড়িতে, কোথায় কাজী অফিসে নয়। আমি অসম্মতি
দিয়ে বলল...

‘ না এনি সেই কাজী নন। আমাকে যে বিয়ে
দিয়েছিল সেই লোকটা অনেক বয়স্ক বৃদ্ধা লোক
ছিল।

আমার কথায় মূহুর্তে চুপ করে যায় মাহি। খানিকটা
ভেবে বলল...

‘ আমার মনে হয় এই লোকটা ঐ বৃদ্ধা কাজীর ছেলে
হবে।

আমি এবারও অসম্মতি দিয়ে বললাম...‘ নাহ এই
লোকটা বৃদ্ধা কাজীর ছেলে নয়। কারণ আমাকে বিয়ে
দেওয়া বৃদ্ধা কাজীর একটাই ছেলে ছিল। যে সেদিন
আমাদের উপকার করেছিল নিজের বাসায় আশ্রয়
দিয়ে। সেই লোকটা, এই লোক নয়।

মাহি এবার নড়েচড়ে বসল। চোখেমুখে হতাশা দেখা
গেল ওর। খানিকটা দ্বিধা নিয়ে বলল...

‘ তাহলে আমার মনে হয় এই লোকটা এই অফিসের
স্টাফ হবে।

মাহির কথায় ভরসা পাচ্ছিলাম না আমি। তারপরও
ছোট করে উত্তরে বললাম...

‘ হবে হয়তো!থমথমে পরিবেশে আমরা সবাই কাজী
লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি যে কিনা একের পর
এক পৃষ্ঠা উল্টিয়ে আমার কাবিননামা খোঁজে চলছে।
উনার পৃষ্ঠা উল্টানো দেখে বুঝলাম উনি ইতিমধ্যে
কয়েকবার করে রেজিস্ট্রি খাতা ঘাঁটিয়ে ফেলেছে
আমার কাবিননামাটা খুঁজতে। অবশেষে তিনি
রেজিস্ট্রার খাতা বন্ধ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে
বলল...

‘ দুঃখীত জনাবারা, ২০১৭ সালের নভেম্বরের তিন
তারিখের কোনো কাবিননামা নেই এখানে। কারণ
এই তারিখের আমাদের কাজী অফিস খোলায় হয়নি।
আমি এখানে নতুন স্টাফ তাই একটু খাতাটা চেক
করে নিলাম। কারণ আমাদের এই কাজী অফিসটা
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ থেকে বিগত এক বছর পাঁচ

মাস আগে। মানে বরাবর ২০১৮ জানুয়ারি মাসে খোলা। আপনারা ২০১৭ সালের নভেম্বরের তিন তারিখের কাবিননামা খুঁজছেন। তারমানে এই অফিস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আরও দুই মাস আগে আপনার বোনের বিয়ে হয়েছিল। এরমানে আপনারা ভুল ঠিকানায় এসেছেন। আপনার বোনের হয়তো অন্য কোনো কাজী অফিস থেকে বিয়ে হয়েছিল এখান থেকে নয়।

এক আকাশ ভেঙ্গে পরল এমন একটা থমথমে অবস্থায় বসে আছি আমরা সবাই। হতাশায় হতবাক সবাই। কারও মুখে কোনো কথা আসছে না। এই নিয়ে পরপর দুই দুইটা কাজী অফিসে চক্র কেটে ফেললাম কাজীকৃত কাজীর আশায় কিন্তু সেই কাজীর বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল না এখনো। সবার থমথমে ভাবের রেশ কাটিয়ে জুই আগ্রহ গলায় বলল...‘ আচ্ছা এর আগে কি আপনারা নিজেদের বাসায় বিয়ে পড়াতেন? আপনাদের বাসার কি কোনো রেজিস্ট্রার খাতাপত্র আছে কিনা একটু দেখবেন প্লিজ?

জুইয়ের অধৈর্য গলায় চোখ ঘুরাল কাজী দিকে। তিনি জুইয়ের ব্যাকুলতা বুঝে বলল...

‘ আমাদের এর আগে মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও
বিয়ে দেওয়া হয়নি জনাবা। আর এটাই আমাদের
একমাত্র পুরাতন রেজিস্ট্রার খাতা এর বাহিরে
আমাদের অন্য কোনো নোট খাতা নেই।

‘ ওহ! তাহলে মনে হয় আমরাই ভুল ঠিকানায় চলে
এসেছি।

‘ হুমম।

এক গুমোট হতাশা চেয়ে গেল সবার মাঝে, আমাদের
নিরাশা যেন চারপাশ থেকে ঘিরা। জুই চুপ হয়ে
যেতেই মাইশা বলল...

‘ আচ্ছা এই কাজী অফিসের বাহিরে কি আর কোনো
কাজী অফিস আছে আশেপাশে?

‘ হুম আছে। এই এলাকার পশ্চিম দিগন্তে সৈয়দ
কাজীর অফিস আছে। আপনারা সেখানে খোঁজ করে
দেখতে পারেন।

‘ আমরা সেখান থেকেই এসেছি মাত্র। ওরাই
আমাদের এখানের অফিসের ঠিকানা দিয়েছে। ওদের
কাছেও আমাদের কাজিফত কাবিননামা পায়নি।

‘ তাহলে দুঃখীত জনাবা, আর কোনো কাজী অফিস
নেই এই এলাকায়। আপাতত এই দুটোই আছে।

আপনারা হয়তো ভুল এলাকায় এসেছেন মনে হয়।
একরাশ হতশা নিয়ে উঠতে চাইল সবাই। কিন্তু আমি
উঠলাম না। কারণ আমাকে যে ঐদিন রাতে বিয়ে
দিয়েছিল ঐ কাজীর নামটা না জানলেও উনার ছেলে
হাফেজ সাহেবের নামটা ঠিকই মনে আছে আমার।
উনি আমাদের সেদিন রাতে সাহায্য করেছিল। হয়তো
এখন উনার নামটা বললে বাকি পরিচয়টা পেয়ে যাব।
তাই আমি প্রশ্ন করে বললাম।

‘ আচ্ছা আপনি হাফেজ সাহেব নামে কাউকে চিনেন
এই এলাকার? ’

আমরা কথায় সবাই উঠতে গিয়েও উঠল না। বরং
কৌতূহল চোখ ঘুরাল আমার দিকে। কাজী সাহেব
আমার প্রশ্নে তিনিও একটা প্রশ্ন করল আমাকে...

‘ কোন হাফেজ সাহেবে কথা বলছেন আপনি? কোন
পাড়ার হাফেজ? ’

‘ কোন পাড়ার উনি আপাতত সেটা বলতে পারব না।
তবে উনার বাবাও মানুষের বিয়ে পড়ান। কাজীর
টাইপের মানুষ ছিল উনার বাবা। ’

আমার কথায় উনি দ্রুত সম্মতি দিয়ে বলল... ‘ আচ্ছা!
আচ্ছা! আপনি কাজী মোল্লা হুজুরে কথা বলছেন? ’

মসজিদের ইমামতি করতেন যে উনার কথা বলছেন না?

সঠিক জানি না এই লোকটাই কিনা। তারপরও শেষ আশা মনে করে সম্মতি দিয়ে বললাম...

‘ জ্বিই উনিই। উনার বাসার এড্রেসটা দেওয়া যাবে?

‘ জ্বিই অবশ্য। আমি এন্ফুনি এড্রেসটা লিখে দিচ্ছি।

তবে এখান থেকে বেশ দূরে নয় হুজুরের বাড়ি। পাঁচ মিনিটের পথ গেলেই সামনে পেয়ে যাবেন হুজুরের বাড়ি।

‘ জ্বি আচ্ছা! ধন্যবাদ!

লোকটা থেকে কাগজের টুকরাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার সাথে সাথে বাকিরাও উঠে দাঁড়াল।

সবার চোখেমুখে কৌতূহলের তীক্ষ্ণতা। হয়তো

জানতে চাচ্ছে আমি কাজীর নামটা এতক্ষণ যাবত

ওদেরকে কেন বললাম না? আসলে নামটা আমার

নিজেরও স্মরণে ছিল না। আন্দাজে ডিল মারলাম

আরকি। এবার আন্দাজ করাটা সত্যি কিনা সেটা

লোকটার বাড়িতে গিয়ে বুঝতে পারবো। অনেক চেষ্টায়

অবশেষে সফল হলাম আমরা, আমাকে বিয়ে দেওয়া

সেই কাজি বাড়িতে পৌছাতে সক্ষম হলাম। এই

মূহুর্তে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি সেই হাফিজ সাহেবের বাড়িতে। এই বাড়ি থেকেই আমার বিয়ে হয়েছিল দেড় বছর আগে সেই অপরিচিত লোকটার সাথে। অবশেষে স্বামী নামক লোকটার পরিচয় পেতে যাচ্ছি বলে বুকের ভিতর অজানা একটা অস্থিরতা কাজ করছে। বুকটা ধুকধুক করছে ক্ষণে ক্ষণে। আমরা হাফিজ সাহেবের বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুমন নামক হাফেজ সাহেব বড় ছেলে। এই ছেলেকে আমি আমার বিয়ের রাতে একটু করে দেখেছিলাম হাফেজ সাহেব আর দাদা কাজী মোল্লার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে। ছেলেটার চেহারাটা মনে ছিল না তবে এখানে এসে ছেলের কথায় একটু আর্ধটু মনে করতে পারছি। এই মূহুর্তে শুরু যে আমার মনে টানটান উত্তেজনা কাজ করছে এমনটা নয়। বর্তমান সবার মাঝেই আমার মতো উত্তেজনা কাজ করছে। আর সেই উত্তেজনা থেকেই সুমন নামক ছেলেটি আমাদের কাছে আসতেই প্রথম প্রশ্নটা করলো মাহি...‘ আমরা অনেক দূর থেকে হাফেজ সাহেবের কাছে এসেছি ভাইয়া। উনি কি বাসায় আছে?

বোখরা পরিহিত আমাদের পাঁচ কন্যাকে এক পলক
চোখ বুলাল ছেলেটি। এতো গুলো মেয়ের সাথে
একত্রে কথা বলতে বেশ ইতস্তত ও দেখাল তাঁকে।
এজন্য আমাদের থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল মাহির
দিকে। বিনীত সহিত বলল...

‘ জ্বি না। আব্বু নরসিংদীতে নেই। উনি রাজশাহীতে
আছে আজ বিগত দুই মাস ধরে।

সুমি ছট করে প্রশ্ন করে বলল..

‘ উনি ঐখানে কি করেন? কবে আসবেন?

‘ জ্বিই, ঐখানে আমাদের আম বাগানের দেখাশোনা
করেন আব্বা। তবে কবে আসবে বলতে পারছি না।
ছেলেটির কথায় জুই বলল...

‘ আসলে আমরা অনেক বিপদে পরে আপনার বাবার
কাছে এসেছিলাম সাহায্যের জন্য। আপনার বাবা
আমার ছোট বোনের বিয়ে দিয়েছিল দেড় বছর আগে
আপনাদের বাড়িতে, এজন্য উনার সাথে জরুরি
ভিত্তিতে দেখা করতে চায়। আমরা

জুইয়ের কথায় হাল্কা কপাল কুঁচকাল ছেলেটি। তীক্ষ্ণ
দৃষ্টিতে আমাদের সবাইকে এক পলক দেখে বলল...‘
বিয়ে পড়ানোর কাজ তো আমার আব্বা করতো না

দাদা করতো। আপনার বোনের বিয়ে যদি আমাদের বাড়ি থেকে হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আমার দাদাভাই-ই দিয়েছিলেন হয়তো আমার আব্বা না।

ছেলেটির কথায় তৎক্ষণাৎ আমার স্বর্ণাভে আসল সেই বৃদ্ধা কাজী সাহেবের কথা। হ্যাঁ উনিই আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন উনার ছেলে নয়। তাই আমি ঝটপট উত্তরে বললাম...

‘ হ্যাঁ আপনার আব্বা নয় আপনার দাদাই ছিলেন আমাদের বিয়ে দেওয়া কাজী সাহেব। উনি কোথায় উনাকে ডাকুন একটু প্লিজ। বিষন্নে ছেলেটি আমার দিকে চমকে তাকাল। আমার হুটহাট কথায় যেন ছেলেটি চমকে গেল। আমার বান্ধবীরাও চমকিয়েছে একটু। আমি এমন ভাবে নিজের বিয়ের বিষয়টা ফাস করে দিব ওরা হয়তো ভাবিনি। কারণ এখানে আসার আগে আমাদের কথায় ছিল কেউ যেন ভুলেও না বলে আমি সেই পাত্রী যার কাবিননামা তোড়জোড় করে খোঁজে চলছি আমরা। এই ওয়াদা কেউ ভঙ্গ করেনি বরং আমি উত্তেজনায় মুখ ফশকে বলে ফেললাম। আমার হুটহাট এই মুখ স্তম্ভ করার বিষয়টির জন্য না জানি কোনদিন বড় ধরনে বিপদে সম্মোহনী হয়

আমি, আল্লাহ জানে। আমার বান্ধবীদের কড়া দৃষ্টি এড়াতে আমি ছেলেটির দিকে তাকালাম। ছেলেটি বিষন্ন কাটিয়ে বলল...

‘ আমার দাদা বেঁচে নেই। উনি আগুনে পুড়ে মারা গেছে আজ বিগত এক বছর চার মাস হয়েছে। সেই থেকেই দাদার কাজী অফিসটা বন্ধ। সুমন নামক ছেলেটির কথায় মাথা চক্কর দিয়ে উঠল সবার। তৎক্ষণাৎ হতাশা ঘোর চোখে মুখে ফুটে উঠল। এতো কষ্ট করেও কি অবশেষে অচেনা লোকটার পরিচয় পাবো না? এই কাজী সাহেবই তো চিনতেন আমার স্বামী নামক লোকটাকে। এখন তিনি মারা গেছেন এবার কিভাবে পৌঁছাব ঐ লোকটা অবধি? হতাশ যখন আমার গলা ধরে আসছিল কষ্টে তখন মাইশা আশার আলো জ্বালিয়ে দ্রুত প্রশ্ন করলো ছেলেটাকে, বলল...

‘ আপনার দাদা বেঁচে নেই কিন্তু উনার কাজী অফিসের কাগজ পত্র তো এখনো রয়েছে তাই না? ওখানে নিশ্চয়ই বিয়ের পুরাতন রেজিস্ট্রার খাতা গুলো আছে? আসলে আমাদের ২০১৭ সালের নভেম্বরের তিন তারিখের বিয়ে পড়ানো সকল লিস্টা গুলো

লাগবে। এই তারিখে আপনাদের বাড়িতে রিজ্জা ইসলাম মায়া নামক একটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল আপনার দাদা। এই মেয়েটিই আমার বান্ধবী ওহ(আমাকে দেখিয়ে)। ওর কাবিননামাটা আমাদের চায়। আপনি কি একটু কষ্ট করে আপনার দাদার অফিসের পুরাতন রেজিস্ট্রার খাতা ঘেঁটে আমাদের সেই কাবিননামার একটা ছবি দিতে পারবেন? আসলে আমরা অনেক আশায় এসেছিলাম এখানে। প্লিজ আমাদের আশা ভাঙ্গবেন না। কষ্ট করে আমাদের একটু সাহায্য করুন না, রিজ্জা ইসলাম মায়া নামক কাবিননামার খোঁজে দিয়ে। প্লিজ!!

মাইশার সহজ কথায় যেন এক আকাশ সমান চমকে উঠল ছেলেটি। মাইশার কথা শেষ হতে না হতেই তুমুল গতিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল...‘ আপনিই সেই মেয়ে? যার উদ্দেশ্য কিছুদিন আগে কিছু লোক এসেছিল আমাদের বাড়িতে। তারাও আপনাদের মতো করে একই তারিখের কাবিননামার কাগজটার খোঁজ করছিল। উনি সম্ভব আপনার স্বামী হবেন আবার নাও হতে পারে, কারণ লোকটার সাথে আরও দুজন মানুষ ছিল একই কালো পোষাক পরিহিত তাই ঠিকঠাক

বলতে পারছিলাম না কোন লোকটা আপনার স্বামী হবে।

ছেলেটির কথায় এবার আমাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গল। সর্বনাশ সেই অচেনা লোকটা আমার খোঁজ করছে? কিন্তু কেন? আমাকে দিয়ে তার কি প্রয়োজন? নিশ্চয়ই খারাপ কোনো মতলব হতে পারে। ভয়ে আমার কলিজা শুকিয়ে কাট। সেই সাথে তুমুল উত্তেজনা দেখাল আমার এক একেবজন বান্ধবীদের ফেসে। ওরা একে একে ছেলেটির প্রশ্ন করতে লাগল। প্রথমে মাহি বলল..

‘ আপনি কি উনাদের কাবিননামা কাগজটা দিয়ে দিয়েছেন?

‘ নাহ দেয়নি! কারণ...

ছেলেটিকে বলতে না দিয়ে তাড়াহুড়ো সুমি বলল... ‘
ভেরি গুড দেননি! যান কাবিননামা কাগজটি আমাদের জন্য নিয়ে আসুন। যান! যান!

আমাকে দেখিয়ে ছেলেটি বলল...

‘ উনার কাবিননামার কাগজটি আমার কাছে নেই।
সেটা তো...

আবারও ছেলেটিকে বলতে না দিয়ে মাইশা বলল...

‘ নেই মানে? কাবিননামা কাগজ দিয়ে আপনার কি করেছেন? কাজী অফিসে না বিয়ের কাবিননামার একটা কাগজ থাকে তাহলে আপনাদের কাছে থাকবে না কেন বলুন?

সবার এতো এতো প্রশ্নে ছেলেটি এবার বেশ বিরক্ত হয়ে বললো...

‘ প্লিজ আমাকে বলতে তো দিন। আপনারা সবাই এতো প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিব কিভাবে?

জুই সবাইকে থামিয়ে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল...

‘ আপনি বলুন ভাইয়া, আমরা আপনার কথা শুনছি।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ছেলেটি বলতে লাগল...‘ আসলে

দাদার অফিসের ইলেক্ট্রিক শার্টসার্কিটে হঠাৎ করে

একদিন আগুন লেগে যায়। সেই আগুনে আমার

দাদাভাই সহ অফিসের সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কিছুই বাঁচাতে পারিনি। এজন্য মূলত আপনাদের এই

মুহুর্তে সাহায্য করতে পারছি না। কারণ আমাদের

কাছে কিছুই নেই। এই একিই কথা আমি সেদিন ঐ

লোক গুলোকেও বলেছিলাম। তিনটা লোক এসেছিল।

আর আমাকে আপনার বিয়ের কাবিননামাটা দিতে

বলেছিল। আমি কাবিননামাটা দিতে না পারায়

আপনার তথ্য চাচ্ছিল আমার কাছে। আপনি আমাদের পরিচিত কেউ হন কিনা বা আপনি কখনো কাবিননামা খোঁজে এখানে এসেছেন কিনা কাউকে নিয়ে এসব। আমি না করেছিলাম সেদিন কারণ আপনি কখনই আসেননি এতোদিন। কিন্তু আজ আপনি আসবেন আমি ভাবতেও পারিনি। এমনটা জানলে আমি তাদের নাম্বার রেখে দিতাম। কল করে বলতাম আপনারা এখানে এসেছেন। আসলে আমি যতদূর বুঝলাম ওরাও আপনায় খোঁজছে। আপনারাও তাদের খোঁজছে কিন্তু কেউ কারও খোঁজ পাচ্ছেন না। ছেলেটির কথায় জুই বলল...‘ আপনার কাছে উনাদের কোনো তথ্য আছে? উনারা কোথাকার মানুষ? নাম কি তাদের? এমন কোনো তথ্য আছে আপনার কাছে? দিতে পারবেন?

‘ জ্বি না পারব না। আসলে তখন বিষয়টি এতো গুরুত্ব দেয়নি। লোক গুলো আমাকে যা প্রশ্ন করেছিল আমি সেই প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর করেছিলাম শুধু। তাছাড়া সবার মুখে মাত্র পরা ছিল তাই কাউকে চেনার উপায় ছিল না আমার। তবে উনাদের কথায় বুঝলাম ওরা ঢাকার মানুষ হবে। হয়তো কারও

পাঠানো লোক হবেন। পোষাকে তেমনই মনে
হয়েছিল আমার কাছে।

হতাশার উপর হতাশা হচ্ছিলাম আমরা সবাই। সেই
হতাশা নিয়েই জুই আবারও বলল...

‘ আচ্ছা ওর(আমাকে দেখিয়ে) যেদিন বিয়ে হয়েছিল
সেদিন রাতে ওর স্বামীকে নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন?
নামটাও শুনেছেন? আমাদের নামটা বলতে পারবেন
একটু?

সবার কৌতূহলী চোখ ছেলেটির দিকে তাক করা।
কিন্তু ছেলেটি ইতস্তত চোখে আমার দিকে এক পলক
তাকিয়ে বলল...‘ আসলে সেদিন ঘুমের ঘোর ছিলাম
আমি, এজন্য ঠিকঠাক বর-বউ কাউকেই দেখিনি।
বরের নামটা সেদিন রাতে শুনেও এখন আমার মনে
নেই, অনেক আগের কথা তো তাই। আর সেদিন
রাতে ঘুমের রেশের মধ্যে বর-বউকে দেখেছিলাম
তাই কারও চেহারাটাও মনে নেই। সকালে উঠে আমি
কাউকে দেখতে পায়নি। মেয়ে নাকি রাতেই স্বামীকে
রেখে পালিয়ে গিয়েছিল এমনটা শুনেছিলাম আব্বা
মুখে। বাকিটা আমার আব্বা বলতে পারবে ভালো।
তিনিই আপনার বোনকে আমাদের বাসায় এনেছিল।

জুই আবার প্রশ্ন করে বলল...

‘আপনার বাবা নিশ্চয়ই ঐ ছেলেকে চিনবে রাইট?’

‘জুই আব্বা চিনে উনার স্বামীকে। আব্বা মুখে শুনেছিলাম উনার(আমাকে দেখিয়ে) স্বামী নাকি অনেক বড় মাপের একজন লোক। উনাকে নাকি সবাই একনামে চিনে। আবার সবাই ভয়ও পায় নাকি।’

তাড়াহুড়োয় সুমি প্রশ্ন করে বলল...

‘কেন ভয় পায় কেন? উনি কি সন্ত্রাস টাইপের লোক নাকি?’

সুমির প্রশ্নে ছেলেটি আমার দিকে তাকাল। ইতস্ততায় বলল...

‘হবে হয়তো! আমি সঠিক জানি না। আব্বা জানে।’

জুই বলল...

‘আচ্ছা আপনার আব্বা আসবে কবে বলতে পারেন?’

‘জুই আমার আব্বা এখন আসবে না। এখন আমার সিজন। এই সিজনের আম বিক্রি করে আব্বা রাজশাহী থেকে বাড়িতে আসবেন এর আগে না। আরও মাস দুই একের ব্যাপার। দরজা ঠেলে রিদের অফিসে প্রবেশ করলো আসিফ। হাতে এক টুকরো

কাগজে নাম্বার লেখা। রিদ অফিসিয়াল গ্যাটাপে ল্যাপটপের সামনে বসা। আসিফকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখেও চোখ উঁচিয়ে তাকাল না পযন্ত। মনোযোগ সব ল্যাপটপে টাইপিং করা নিয়ে। আসিফ রিদের মনোযোগ বুঝে খানিকটা দ্বিধা করল কিছু বলতে। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে রিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হাতের এক টুকরো কাগজটা টেবিলের উপর রেখে রিদের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে ইতস্তত গলায় বলল...

‘ ভাই কোনো কাজ হয়নি। নরসিংদীতে আমাদের লোক পাঠিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে। তাঁরা খোঁজ চালিয়েও ভাবির কোনো তথ্য যোগাড় করতে পারেনি। কারণ কাজিসহ উনার অফিসের সবকিছু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আরও দেড় বছর আগেই। তাই আপনাদের বিয়ের কাবিননামাটাও পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় কথা হলো, ভাবিকে সেই বাড়ির কেউ চিনে না। একদম অপরিচিত মানুষ ভাবি তাদের। কেউ জানে না মেয়েটি কে ছিল যার সাথে আপনার সেরাতে বিয়ে হয়েছিল।

আসিফের দীর্ঘ কথায় রিদের হাত থেমে যায় ল্যাপটপের কি-বোর্ডে। চোখ উঁচিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আসিফের দিকে। ল্যাপটপের কাজ রেখে আসিফের বাড়িয়ে দেওয়া কাগজটার দিকে একটা ভ্রুর উঁচিয়ে তাকাতেই আসিফ রিদের মনোভাব বুঝে বলল.. ‘ ভাই এখানে কাজী সাহেব ছেলে, হাফেজ সাহেবের নাম্বার আছে। এই লোকটার সাথে কথা বলে হয়তো ভাবির সম্পর্কে কিছু জানা গেলেও যেতে পারে। এজন্য মূলত লোকটার নাম্বার আনতে বলেছিলাম আমাদের লোকদের।

রিদ আসিফের কথার কোনো উত্তর করলো না। বরং হাত বাড়িয়ে এক টুকরো কাগজের পিসটা নিজের হাতে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নাম্বার উপর চোখ বুলিয়ে চেয়ারে গা ছেড়ে বসল। নাম্বার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আসিফের উদ্দেশ্য বলল..

‘ তোর ভাবির লুকোচুরি খেলাটা আমার আর ভালো লাগছে না আসিফ। কি করি বলতো? তোর ভাবিকে যত খুঁজতে যায় ততই সে আমার হাতে বাহিরে যাচ্ছে। এতে আমার ইন্টারেস্ট আরও বাড়ছে। তুই তো জানিস, নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আমার কতোটা

আকর্ষণ। নাহ! তোর ভাবিকে দুটো থাপ্পড় মারার
জন্য হলেও আমার তাঁকে দরকার। যাতো এই
নাম্বারে লোকটাকে তুলে নিয়ে আয়তো। শালার,
যতদিন বউকে দুটো থাপ্পড় না মারবো ততদিন শান্তি
নাই। যাহ লোক পাঠা। রিদের গা ছাড়া কথায় আসিফ
চোখ ছোট ছোট করে তাকায় রিদের দিকে। বউকে
দুটো থাপ্পড় মারার জন্য রিদ খান এতো
তোড়জোড়ের অনুসন্ধান করে বউকে খুঁজছে বিষয়টি
ভাবতেই সে আবাক। মূল কথা আসিফের যুক্তিতে
আসল না রিদের বউকে থাপ্পড় মারার জন্য খুঁজা
বিষয়টি। মেয়েটিকে থাপ্পড় গুলোই বা মারবে কেন?
মেয়েটির বা কি দোষ? এমনতো না যে রিদ খান
ভালোবাসে বউকে খুঁজছে পাওয়ার জন্য। বা তার
ভালোবাসার বিয়ে করা বউ হঠাৎ পালিয়ে গেছে,
কোনোটাই না। আবার এমনটাও না যে মেয়েটিকে
পেলে রিদ খান তাঁকে নিয়ে খুশি খুশি সংসার করবে।
তেমনকিছু করবে না তাহলে শুধু শুধু মেয়েটাকে
থাপ্পড় মারবে কেন? কি অপরাধ মেয়েটির? তাছাড়া
হাফেজ সাহেবও বা মেয়েটির খোঁজ দিবে কিভাবে?
আসিফ যতটুকু বুঝতে পারছে অচেনা মেয়েটিকে

খোঁজ হাফেজ সাহেব কেন কেউ বলতে পারবে না, অচেনা মেয়েটি আসলে কে ছিল? যতদিন না মেয়েটি নিজ থেকে ধরা দিচ্ছে রিদের কাছে ততদিন পযন্ত হয়তো রিদ খানও নিজের বউকে সনাক্ত করতে পারবে না এতোটা নিশ্চিত আসিফ। কিন্তু মুখ বাড়িয়ে কিছুই বলতে পারলো না রিদকে সে ভয়ে। তাই শুধু হাত বাড়িয়ে রিদ থেকে হাফেজ সাহেবের নাম্বারটা নিতে নিতে সম্মতি দিয়ে বলল...

‘ জ্বিই ভাই কাজ হয়ে যাবে! অবস্থানটা রিদের গুলশানের বাড়িতে। এখানে রিদের একারত বসবাস বডিগার্ড ও বেশকিছু ছেলের নিয়ে। আসিফ রিদের কথা মতো হাফেজ সাহেবকে রাজশাহী থেকে ঢাকা এনেছে দেখা করাতে। এতে করে হাফেজ সাহেব বেশ ইতস্তত। রিদ খানের মতো লোক হঠাৎ উনাকে কেন ডাকবে? এই ভেবে তিনি অনেকটা চিন্তিতও বটে। তবে আসিফকেও তিনি এই বিষয়ে জিগ্যেসা করেছিল উনাকে কেন ডেকেছে রিদ খান। উত্তরে আসিফ তেমন কিছুই বলেনি। শুধু জানিয়েছে ‘ভাই আপনার সাথে কথা বলতে চায় এজন্য। ব্যাস! তারপর থেকেই উনি খানিকটা চিন্তি হঠাৎ উনাকে

কেন জরুরি তলব দিল রিদ খানের মতো মানুষ?
নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। এমনই এমনই তো আর
উনার মতেন একজন মানুষকে ডেকে গোপনীয় ভাবে
কথা বলতে চায়বে না রিদ খান। হাফেজ সাহেব
চিন্তিত মুখেই আফিসের পিছন পিছন রিদের বাড়িতে
দুকলো। বড়লোকের বিশাল কারবার সেটা উনি
রিদের বাড়ি দেখে বুঝল, সুখীন মানুষ গুলার
সখ্যতাটা তাদের বাড়ি দিয়ে বুঝার আরেকটা উপায়।
হাফেজ সাহেব মাথা তুলে আশেপাশে তাকিয়ে বাড়ির
পরিবেশ দেখতে দেখতে বাসার ভিতরে ঢুকলো। এই
বাড়িতে কোনো মেয়ে মানুষ দেখল না উনি। তবে
বেশ কিছু ছেলের চোখে পড়লো। তিনি বুঝতে
পারলো রাজনৈতিক কারণে এসব ছেলেরা রিদ
খানের পিছনে কাজ করে। আর আসিফ তার খাস
লোক। হাফেজ সাহেব আসিফের পিছন পিছন যেতে
যেতে আবারও একবার বাড়ির আশেপাশে তাকিয়ে
রিদ খানের পরিবারকে খুঁজলো। বিশেষ করে রিদের
বউকে। কারণ রিদ খানের বিয়েটা তাদের বাড়ি
থেকেই হয়েছিল উনার বাবা দিয়েছিলেন। এতোদিনে
নিশ্চয়ই রিদ খানের সন্তান হয়ে গেছে। হওয়ার কথা

বিয়ে তো হয়েছে অনেক দিন হলো প্রায় দু-বছরের
কাছাকাছি। তিনি আশেপাশে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে
তাকাল আসিফের দিকে। আসিফকে পিছন ডেকে
রিদ খানের পরিবার, বউয়ের কথা জিজ্ঞেসা করবে
কিনা এই নিয়ে খানিকটা দ্বিধায় পড়লো। নেতাদের
বউয়ের কথা জিজ্ঞেসা করলে যদি তাঁরা রেগে যায়
এই ভয়ে চুপ হয়ে গেলেন তিনি। শুধু আসিফকে
অনুসরণ করে ড্রয়িংরুম অবধি গেল। সেখানেও বেশ
কিছু ছেলেরা বসে আছে হাতে পেপার কালেকশন
নিয়ে হয়তো কিছুর তথ্য যোগাড় করছে তাঁরা।
আসিফকে দেখতে পেয়ে তাঁরা সালাম দিল। আসিফ
সালামের উত্তর দিয়ে তাদের বাহিরে যেতে বলে
হাফেজ সাহেবকে একা ড্রয়িংরুমে বসিয়ে দিয়ে গেল
সিঁড়ি ধরে দুতলা রিদের রুমে। হালকা চাপানো
দরজাটা টেলে রুমে প্রবেশ করতেই দেখলো রিদ
সোফায় বসে ল্যাপটপে কি যেন টাইপিং করছে কানে
বুটুথ লাগিয়ে কথা বলতে বলতে। আসিফ রুমে
প্রবেশ করে চুপচাপ গিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল
যতক্ষণ না পযন্ত রিদের ফোন আলাপ শেষ হচ্ছে
ততক্ষণ। রিদের ফোন আলাপ শেষ হতেই সুযোগ

বুঝে আসিফ রিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বলে উঠলো... ‘ভাই! হাফেজ সাহেবকে নিয়ে এসেছি। উনি নিচে বসা আছে।

রিদ কান থেকে সাদা ব্লুটুথটা খোলে টেবিলের উপর রাখতে রাখতে চোখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আসিফের দিকে। একহাত এখানো তার ল্যাপটপের উপরই। আসিফের কথার উত্তরে বলল...

‘উনাকে উপরে নিয়ে আয়।

আসিফ বলল...

‘ভাই নিচে আউট মানুষ নাই। আমি সবাই বাগানে বসতে বলছি। কথা বলতে সমস্যা হবে না।

আসিফের কথা উত্তরে রিদ তেমন কিছু বললো না। শুধু হাত দিয়ে ল্যাপটপের শার্টার বন্ধ করতে করতে বলল...

‘তুই যা! আমি আসছি।

‘জ্বি ভাই! আসিফ নিচে এসে হাফেজ সাহেব সাথে গুটি কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতেই রিদ গম্ভীর মুখে নিচে নেমে আসল। গায়ে ফর্মাল ডেস, কালো টি-শার্ট সাথে কালো টাউজার। যেমনটা সে রোজ পরে থাকে তেমনই। রিদ হাফেজ সাহেব মুখোমুখি হতেই উঠে

দাঁড়ান তিনি। রিদকে সালাম দিতেই রিদ সালামের উত্তর দিয়ে উনাকে বসতে বলে সেও বসে যায়। দুজনই মুখোমুখি সোফায় বসা। আসিফ রিদের পাশে দাঁড়ানো। থমথমে পরিবেশে হাফেজ সাহেব বেশ ইতস্তত করলো রিদের সাথে কথা বলতে। রিদ উনার ভাব ভঙ্গিমা বুঝে সোজাসাপ্টা বলতে শুরু করলো...

‘ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা না বলে সোজা পয়েন্টে আসি। আপনাকে বিশেষ প্রয়োজনে ডাকা হয়েছে এখানে। আপনি হয়তো ইতিমধ্যে জেনে গেছেন আমার লোক আপনার বাসায় কেন গিয়েছিল!

রিদ কথাটা বলেন দৃষ্টি তুলে হাফেজ সাহেবের দিকে তাকাতেই তিনি হতবাক হয়ে মাথা নাড়িয়ে না বুঝান। এর মানে তিনি জানেন না। রিদ খানিকটা কপাল কুঁচকে উনার দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আসিফের দিকে তাকাতেই আসিফ দ্রুত বলে উঠে...

‘ভাই উনিতো বাসায় ছিল না। রাজশাহী ছিল। হয়তো উনার পরিবার আমার কথা জানায়নি।

রিদ বিরক্তি কপালের ভাঁজ আরও দৃঢ় হয় যখন হাফেজ সাহেব আসিফের কথায় সম্মতি জানায়। সে তার বউকে সিরিয়াস খোঁজছে অথচ এখানে সবার

ডিলামিটা পছন্দ হচ্ছে না। রিদ যে তার বউকে খোঁজা নিয়ে সিরিয়াস সেটা কি কেউ বুঝতে পারছে না? নাকি রিদের মধ্যে সিরিয়াসনেস ভাসে না এই বিষয়ে? রিদের বিরক্তি রেশ কাটাতে সোজাসাপ্টা বলে উঠে...‘ আপনার হয়তো মনে আছে আপনার বাবা আমার বিয়ে আপনাদের বাড়িতে দিয়েছিল কিন্তু কার সাথে দিয়েছিল সেটা জানতে চায়। সোজাসাপ্টা বলতে গেলে মেয়েটার পরিচয় বা খোঁজ চায়।

রিদের কথায় আকাশ থেকে পড়ল এমন অবস্থা হলো হাফেজ সাহেবের। তিনি হতবাক, হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইল রিদের দিকে। মোট কথা এই মূহুর্তে তিনি রিদের কথা গুলো হজম করতে পারছে না। কারণ উনাদের জানামতো রিদ খানের সাথে থাকা মেয়েটি রিদের প্রেমিকা হবে বলেই উনার বাবা কাজি মোল্লা সাহেব সেদিন রাতে তাদের বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন বলছে মেয়েটি রিদ খান চিনি না। তার পরিচয় হাফেজ সাহেবের কাছে চায়ছে। এখন হাফেজ সাহেব সেই মেয়েকে পাবে কোথায় যার সাথে রিদ খানের বিয়ে হয়েছিল। সেই মেয়েকে তো তিনিও চিনেন না রিদ খানের সাথে প্রথম এবং লাস্ট

দেখেছিল তাও ঝড় তোফানের রাতে। এখন এই যদি
রিদ খানকে বলাতে রেগে যায় তো? হাফেজ সাহেব
বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি পরে মৃদু ঘামতে লাগলো এসির
নিচে বসেও। এই মূহুর্তে তিনি বুঝতে পারছেন
সেদিন রাতে উনার বাবা আসলে কি ভুলটায় না
করেছিল অপরিচিত দুজন মানুষ বিয়ে দিয়ে। উনার
বাবাই বা কি করতেন তিনি একজন ধর্মীপ্রণী মানুষ।
অশ্লীল চলাফেরা উনার পছন্দ না। তারপর আবার
রিদ খান ও সেই মেয়েটির অবস্থাও ছিল বিধস্ত।
উনারা কেন সেদিন রাতে যেকোউ তাদের দেখতে
একই ভুলটা করতো। হাফেজ সাহেব অনেকটা
অসহায়বোধ করে মুখ তুলে তাকাল রিদের তীক্ষ্ণ
দৃষ্টিতে। রিদ উত্তরের আশায় উনার দিকে তাকিয়ে
আছে হালকা কপাল কুঁচকে। হাফেজ সাহেব হাফেজ
সাহেব হাসফাস করে বলল...‘ আপনাকে নিয়ে সেদিন
রাতে যে মেয়েটি এসেছিল আমাদের বাসায় সাহায্যের
জন্য, তাঁকে আমি বা আমার পরিবারের অন্য কেউ
কখনো দেখেনি বা চিনি। আমার বাবা মেয়েটিকে
আপনার প্রেমিকা ভেবেই সেদিন রাতে বিয়েটা

দিয়েছিল। তাই সেই মেয়েটির কোনো পরিচয় আমাদের কাছে নেই।

হাফেজ সাহেবের সহজ সরল কথায় মেজাজ খারাপ হলো রিদের। সে তিরতির মেজাজে দাঁত চেপে বলল..

‘ ভাত খেয়ে বয়স বাড়িয়েছেন নাকি ঘাস চিবিয়ে? পরিচয় না নিয়েই দুজন অপরিচিত মানুষকে বিয়ে দিয়ে দিলেন? আর এখন বলছেন পরিচয় দিতে পারবেন না? মূর্খতা একটা লিমিট থাকে!!

রিদের রাগের অসহায়ত্ব প্রকাশ করলো হাফেজ সাহেব। তিনি এখন বুঝতে পারছেন সত্যিই সেদিন রাতে কতোটা ভুল করেছিল দুজন অসহায় মানুষদের হঠাৎ বিয়ে দিয়ে। অপরিচিত মেয়েটি অবশ্য বারবার কেঁদে কেঁদে উনাকে বলেছিল যে রিদ খানকে সে চিনে না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন নি। অথচ আজ ভিষণ অপরাধ বোধতায় ভোগছে। উনার কাছে কাবিননামা কাগজটিও নেই যে মেয়েটির তথ্য যোগাড় করে রিদ খানকে দিবে তার বউকে খোঁজে বের করার। কারণ ভয়ংকর আগুনে উনার বাবাসহ সকল কাগজ পত্র পুড়ে ছাই নিঃস্ব তিনি। হাফেজ সাহেব

অন্তত অনুতপ্তের সাথে মাথা তুলে রিদের দিকে তাকিয়ে অপরাধী গলায় বলতে চাইল..‘ আসলে আমরা!!

রিদ বাঁধা দিয়ে পুনরায় মেজাজ দেখিয়ে বলল...

‘ আসলে কি? কতোটা মূর্খতা কাজ করেছেন আপনারা সেটা বলবেন?

রিদের চেহারার রঙ বদল হতে দেখে পাশ থেকে দ্রুততার সঙ্গে মুখ খুললো আসিফ। সে হাফেজ সাহেবকে সহজ প্রশ্ন করে বলল...

‘ আচ্ছা বিগত দিনের মধ্যে ভাবি বা তার পরিবার থেকে কেউ এসেছিল আপনাদের বাড়িতে রিদ ভাইয়ের খোঁজ করতে?

হাফেজ সাহেব রিদের থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাকাল আসিফের দিকে, ধীরস্থে মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানিয়ে আসিফের প্রশ্নের উত্তরে বললো...

‘ না আসেনি।‘ ওহ! আচ্ছা? এমনিতে ভাবির কোনো পরিচয় দিতে পারবেন? বা বলতে পারবেন ভাবি দেখতে কেমন ছিল? তাহলে আমরা আর্টিস ম্যান দিয়ে ভাবির একটা ছবি আঁকিয়ে রাখবো খোঁজার সুবিধার্থে?

হাফেজ সাহেব এবার ভিষণ দ্বিধায় পড়লো। তিনি সত্যি সেদিন রাতের মেয়েটিকে এতো লক্ষ করেনি। হুজুর মানুষ হয়ে আরেক জনের বউকে লক্ষ করাটাও পাপ। তাই তিনি যতটুকু দেখেছিল এখন সেই চেহারাটা তেমন মনে নেই। ঐ আদৌ আদৌ হালকা মনে আছে ছোট একটা মেয়ে ছিল লাল হিজাব আর শাড়ি পড়া। ডানচোখের ভিতর ছোট একটা তিল ছিল মেয়েটি কাঁদার সময় লক্ষ করেছিল ব্যাস এতটুকু।

‘ আমি হুজুর মানুষ তাই মেয়েটিকে তেমন লক্ষ করেনি। তবে যতোটা দেখেছিলাম এতোদিনে মেয়েটির চেহারাও ভুলে গেছি। শুধু মনে আছে সল্ল বয়সী শাড়ী আর লাল হিজাব পড়া একটি মেয়ে ছিল। দেখতেও মাশাল্লাহ! ডান চোখে মণি পাশে ছোট একটা তিল ছিল। কিন্তু চেহারা গঠন বর্ণনা করার মতো এই মূহুর্তে আমার তেমন কিছুই আর মনে নেই স্যার।

রিদের বদলতী চেহারাটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসল হাফেজ সাহেবের কথা শুনে। রিদ জানে যে নিজ থেকে লুকায় তাঁকে খোঁজে বের করা মুসকিল। তার অচেনা বউও তাই। ধরা দিবে না বলেই গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছে। কোথায় লুকিয়ে আছে কে

জানে? রিদ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে ভেবে গা ছেড়ে সোফায় মাথা ঠেকিয়ে বসল, দায় সারাভাব নিয়ে বললো...‘
বুঝলেন হাফেজ সাহেব অচেনা বউটা আজকাল আমার মাথা ব্যথা থেকে বুক ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে যতো খোঁজা চেষ্টা করছি সে ততই হারিয়ে যাচ্ছে। আসলে বেয়াদব বউয়ের পাল্লায় পড়েছি বুঝতে পারছেন। বিয়েটা করেই সে গায়েব। এখন কি করি বলুন তো?

অপরাধী হাফেজ সাহেব হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইল রিদের দিকে। উনার বলার বা করার মতো কিছুই নেই আপাতত। এক বুক হতাশা নিয়ে পনেরো দিনের মতো বাড়িতে থেকে সুস্থ হয়ে চট্টগ্রাম শহরে ফিরেছিলাম আরও পনেরো আগে। তারপর থেকেই আমাদের রেগুলার কলেজ, কোচিং সবই চলছে। রোজকার রুটিনমাসিক পড়াশোনা কাজটাও চলছে। বলতে গেলে সময়ের কাজ নিজ গতিতেই চলছিল কিন্তু থেমে ছিল আমার বিষন্ন মনের অবস্থাটা। অচেনা এক স্বামীর জন্য যেন প্রতিনিয়ত একটু একটু করে ছটফট করে তাঁকে চেনার আশায়। লোকটা দেখতে কেমন হতে পারে সেই চিন্তা করতে করতে

একটা কাল্পনিক চিত্রও একে ফেলেছি আমি মনে মনে। অচেনা স্বামীকে নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করতে করতে লোকটার প্রতি কেমন যেন অদৃশ্য টান অনুভব করি আজকাল। বলতে গেলে আমার মনে ছোট একটা ঘর তৈরি হয়েছে লোকটার জন্য। যাকে খোঁজে পাওয়া আমার সাধের বাহিরে। সেদিন নরসিংদী থেকে সবাই হতাশ হয়ে ফিরলেও আমি ফিরেছিলাম অসুস্থ মন নিয়ে তীব্র কষ্টের। অচেনা লোকটাকে খোঁজার শেষ আশাটুকুও আর রইল না। বহু কষ্টে কাজি বাড়ির খোঁজ পেলেও আমার স্বামীর ঠিকানা খোঁজে পাওয়া যায়নি। খালি হাতে ফিরেছিলাম সবাই নরসিংদী থেকে। তবে আসার সময় হাফেজ সাহেবের ফোন নাম্বার নিয়ে এসেছিলাম উনার ছেলে সুমন থেকে। কারণ হাফেজ সাহেবের সাথে কথা বলে আমার স্বামীর পরিচয় জানবো বলে তাই। সেদিন নরসিংদী থেকে ফিরার পর আমার আবার ধুম বাধিয়ে জ্বর উঠল। পুরো দুইদিন অসুস্থ ছিলাম গায়ের তীব্র জ্বরে। তবে আমার অসুস্থতাটা শরীর থেকে মনের বেশি ছিল। তৃতীয় দিনের মাথায় আমার সকল বান্ধবীরা আবারও হাজির হয় আমাদের বাড়িতে

আমার অসুস্থতা বাহানা দিয়ে দেখতে এসে। তারপর পঞ্চ বান্ধবী মিলে রুমের দরজা বন্ধ করে ফোন দিলাম হাফেজ সাহেবের ফোনে উদ্দেশ্য ছিল আমার স্বামীর খোঁজ করা। কিন্তু ভাগ্য খারাপ হলে যা হয় তাই হলো! সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত হাফেজ সাহেবের ফোনটা আমরা বন্ধ পাচ্ছি। প্রতিবারই নট রিসিভবল বলছে ফোনের ওপাশ থেকে। নরসিংদীর ঘটনার পর থেকে আজ প্রায় পনেরো দিন গেল। এই পনেরো দিনে নাহলেও আমি কয়েকশ বার ফোন লাগিয়েছি হাফেজ সাহেবের ফোনে। কিন্তু প্রতিবারই একে কথা, নট রিসিভবল। এই যে, এখনো তাই বলছে। বুক ভারীর তীব্র কষ্টে আমার মাঝেমধ্যে হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছা করে। এমনটা কেন করে তাও বুঝি না আমি। এমন না যে, স্বামীকে আমার খুব প্রয়োজন বা তাঁকে ভালোবাসি আমি। এমন কিছুই না। তারপরও লোকটাকে খোঁজে না পাওয়ার আকাজ্জা থেকেই আমার কষ্টটা হয়। মানুষ বলে না যে জিনিস কষ্ট করে অর্জন করতে হয় তার কদর থাকে দীর্ঘদিন, চিরস্থায়ী! আমার ক্ষেত্রেও তাই। লোকটাকে খোঁজার তীব্র আকাজ্জা ও না পাওয়ার কষ্টটা ধীরে ধীরে তাঁকে

আমার অস্তিত্বে সাথে বিচরণ করাচ্ছে। সে কেমন হবে জানি না, হয়তো জুইয়ের কথা মতো নেশাখোর খারাপ লোকও হতে পারে। তবে দিন যত যাচ্ছে তাঁকে না দেখে ততই যেন আরও বেশি ফিস করছি। আমার এমনটা হচ্ছে তাঁকে খোঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের মুঠোয় চেপে ধরা ফোনটিতে আরও একবার ডায়াল করলাম হাফেজ সাহেবের নাম্বারে। বরাবরই মতোই ফোনের ওপাশের মহিলাটি একই কথা বলতে বুক ছিঁড়ে দীর্ঘ নিশ্বাস বেড়িয়ে এলো আমার কণ্ঠে। জুই আয়নার সম্মুখে থেকে নিজের হিজাব মাথায় বাঁধতে বাঁধতে চোখ উঠিয়ে আয়নায় দিয়ে আমার দিকে তাকাতে দুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল। জুই আমার বিষন্ন চেহারাটা দেখে মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আয়না দিয়ে তাকিয়ে বলল...

‘ ফোন যাচ্ছে না হাফেজ সাহেবের নাম্বারে? ’

‘ না। ’

‘ ওহ!জুই পুনরায় আমাকে আর কিছুই জিজ্ঞেসা করলো না। বরং নিজের হিজাব বাধায় মনোযোগী হলো কারণ এখানে বলার মতো কিছুই নেই। হাফেজ

সাহেবকে রোজই কল দেওয়া হয়। জুই রোজ একবার করে হাফেজ সাহেবকে কল করলেও আমি লুকিয়ে একশো বারের উপরের দেয়। জুই নিজের কাজে মনোযোগ হলো আর আমি কল করাতে মনোযোগ হলাম। কারণ আর কিছুক্ষণ পরে আমি আর জুই আরিফ ভাইয়ার সাথে চট্টগ্রামের বিশেষ মেজবান খেতে যাব ভাইয়ার এক বড় ভাইয়ের বাসায়। আমাদের কোচিং সেন্টারের সকল স্যাররাও যাচ্ছে সেই বড় ভাইয়ের বাসায়। তবে আরিফ ভাইয়া আমাকে আর জুইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে কারণ আরিফ ভাইয়ার সেই বড় ভাইয়ের পরিবার থেকে নাকি আমাদের দুজনকেও নিয়ে যাওয়ার দাওয়াত এসেছে। আমি জানি না আরিফ ভাইয়ার বড় ভাই কে? আর না জানতে চায়। তবে আমি যতোটা আরিফ ভাইয়াকে জানি ভাইয়া কখনো তার ফ্রেন্ডের বাসায় বোনদের নিয়ে যাওয়াটা পছন্দ করে না। বন্ধুদের আলাদা রাখে বোনদের কাছ থেকে। আরিফ ভাইয়ার সকল বন্ধুত্ব বাসার বাহিরের হয় আমাদের সামনে নয়। কিন্তু এবার কেন আরিফ ভাইয়া তার বড় ভাইয়ের পরিবার কথায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন

তাও জানি না। মাথায় এমনিতেই স্বামীর চিন্তা লেগে
আছে সেখানে নতুন চিন্তা ঢুকাতে চায়না বলে দীর্ঘ
নিশ্বাস ফেলে আবারও হাফেজ সাহেবে নাম্বারে কল
লাগিয়ে জুইকে উদ্দেশ্য করে বললাম...‘ আচ্ছা জুই
তোর কি মনে হয়, সুমন নামক ছেলেটা ওর বাবার
নাম্বার আমাদের ভুল দিবে?

আমার কথায় জুই হিজাবের ভিতর পিন সেট করতে
করতে আয়না দিয়ে তাকিয়ে বলল...

‘ মনে হয়না ছেলেটি এমন কাজ করবে। প্রথমত
ছেলেটা সত্যি সত্যিই আমাদের হেল্প করতে চাচ্ছিল
এজন্য দেখলিনা সে নিজেই তার বাবার নাম্বার
দিয়েছে আমাদের।

‘ তাহলে ওর বাবার নাম্বারটা বন্ধ কেন বলছে? কল
যাচ্ছে না কেন?

আমার অসন্তোষ্টি কথায় হাত থেমে যায় জুইয়ের,
কপাল কুঁচকে ঘাড় ঘুরিয়ে সরাসরি তাকাল আমার
দিকে সন্দেহ ভাজক দৃষ্টিতে।

‘ তুই কি কোনো কারণে তোর অচেনা স্বামী জন্য
অস্থির হচ্ছিস রিতু? মিস করছিস লোকটাকে?

জুইয়ের প্রশ্নে খানিকটা হাসফাস করলাম আমি।
সত্যি বলতে আমার কাছে এই প্রশ্নের উত্তরে নেই
আপাতত। লোকটাকে মিস করছি এটা সত্য তবে
জুইকে বললে ওহ রেগে যাবে। এজন্য মিথ্যা
বললাম..‘ নাহ!

আমার কথা জুইয়ের বিশ্বাস হলো তাই দ্বিতীয় বার
আর প্রশ্ন করলো না। বরং প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে জিগ্যোসা
করে বলল..

‘ যেভাবে আছিস সেভাবেই যাবি নাকি হিজাব করবি?
হাতের ফোনটা বিছানায় রাখতে রাখতে বললাম..

‘ হিজাব করবো।

‘ এদিকে আয় আমি করে দিচ্ছি। চট্টগ্রামের মেজবান
নাকি স্পেশাল হয়। সত্যি আজ নিজের চোখে
দেখলাম। আমার জীবনে এই প্রথম ছিল চট্টগ্রামের
কোনো মেজবানে আসা তাও চট্টগ্রাম আসনের মন্ত্রী
বাসায়। উফফ বুঝতে পারছেন আমি কোথায় এসে
পরেছি? আহ! ঘুরে ফিরে আমি রিদ খানের দাদার
বাড়ি চলে আসলাম। আমি কল্পনাতিও ভাবিনি আরিফ
ভাইয়া আমাদের রিদ খানের বাপ-দাদার বাড়িতে
নিয়ে আসবে মেজবান খেতে। যদি জানতাম তাহলে

আমি কখনোই আসতাম না। একদম নিষেধ করে দিতাম যাব না বলে। কিন্তু ফাঁটা কপাল আমার এখানে এসেও প্রথমে বুঝিনি এটা যে রিদ খানের বাবার বাড়ি। বুঝেছি কখন জানেন? যখন রিদ খানের বাপ-দাদার দেখলাম তখন ভেবেছিলাম হয়তো আমাদের মতো উনারাও এখানে ইনভাইট ছিল। কিন্তু পরে যখন দেখলাম এই অনুষ্ঠানে সকল মানুষজনই আগে উনাদের সাথে দেখা করে ভিতরে যাচ্ছে আর বাহিরে আসছে তখনই সন্দেহ হলো। কিন্তু পরে যখন দেখলাম আরিফ ভাইয়া আমাদের নিয়ে আগে আসিফ নামক লোকটা সাথে দেখা করলো তখনই মাথায় আকাশ ভাঙলো আমার। বুঝতে পারলাম আসিফ নামক রিদের খানের বডিগার্ড লোকটাই আমাদের ইনভাইট করেছিল এখানে আসতে। এবং এখানে আসার পর আরিফ ভাইয়াকে বললো আমাদের নিয়ে ভিতরে যেয়ে বসতে। ইশ কি বিভ্রান্তিকর অবস্থা! যে রিদ খান আমাকে একমাস আগে অপমান করে শাসিয়ে ছিল তার সামনে না পরতে! ভাগ্যের ফেরে আজ আমি সেই রিদ খানের বাড়িতে এসে বসে আছি। না জানি আবার কখন এই লোকটার সামনে

পরে যায়। আসিফ যখন এই অনুষ্ঠানে আছে তার
মানে রিদ খানও আমার আশপাশে কোথাও আছে।
এবার আল্লাহ আল্লাহ করে উনার সামনে না পড়লেই
বাঁচি। ভরপুর মানুষের মধ্যে আমি আশেপাশে
তাকিয়ে রিদ খানকে খোঁজার চেষ্টা করলাম অস্তিত্বে
পরে। এই মুহূর্তে উনার সামনে পরলে খবুই বাজে
পরিস্থিতি তৈরি হবে আমার জন্য। যে লোকটা
আমাকে অপমানিত করেছিল আজ তার বাসায় খেতে
হবে জেনে সেটা অবশ্যই আমার জন্য লজ্জাজনক।
আমি পরিস্থিতি বুঝে আশেপাশে তাকিয়ে বুঝালাম
এতো মানুষজনের ভিড়ে আমাকে খোঁজে পাওয়ার
রিদ খানের জন্য অসম্ভব। চট্টগ্রামের টাকা-পয়সা
ওয়ালা মানুষজনের অনুষ্ঠানে আসলে এই একটা
সুবিধা তাঁরা ব্যাপক সমারহ মানুষের আয়োজন করে।
এতো মানুষের ভিড়ে নিদিষ্ট একটা মানুষকে খোঁজা
মুসকিল এজন্য আমিও খানিকটা নিশ্চিত হলাম রিদ
খান আমাকে এই ভরপুর এক-দুই হাজার মানুষের
ভিড়ে দেখবে না বলে। তারপরও নিজের সেফটির
জন্য মুখে মাক্র লাগিয়ে নিলাম। বলাতো আর যায় না
যদিও রিদ খানের সামনে পরে যায় তো?এখানকার

অনুষ্ঠানে এসে বুঝলাম আমার কোচিং সেন্টারের স্যাররা শুধু একা আসেনি, আমাদের কলেজে প্রিন্সিপাল স্যার থেকে শুরু করে সকল ডিপার্টমেন্টের স্যার ম্যামরাই এসেছেন সাথে কিছু সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। আচ্ছা যায় হোক! আমি জুইয়ের সাথে রিদ খানের বাড়ির একপাশের পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ এই পাশটায় মেয়েদের জন্য বসার জায়গায় করা আছে তাই। আর বাড়ির অন্য পাশটায় ছেলেদের আসা যাওয়া রাস্তা। আরিফ ভাইও সেদিকে আছে কোচিংয়ের স্যারদের সাথে দাঁড়িয়ে। আর আমাকে চিঠি দেওয়া রিফাত ভাইকে দেখলাম আরিফ ভাইয়ার সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মোট কথা কেউ বাদ যায়নি এই মেজবানে আসা থেকে। হয়তো সবাইকে দাওয়াত করেছেন উনারা! কিন্তু আমাদের কেন আসিফ নামক লোকটা দাওয়াত করলো? আমাদেরকে তো আসিফ লোকটা তেমন চিনিও না কখনো কথা হয়নি আমাদের। তারপরও আমাকে কিসের ভিত্তিতে দাওয়াত করলো সেটাই বুঝলাম না এখনো? আমার ভাবনার মাঝেই হঠাৎ একটা মোটাতাজা ছেলে এগিয়ে আসলো আমাদের দিকে।

সব মেয়েদের উদ্দেশ্য করে জানাল' আমরা সবাই খাবার প্যাণ্ডেলে দিকে যেতে। সবাই উঠে দাঁড়াল সাথে আমিও গেলাম মেয়েদের জন্য বরাদ্দ করা আলাদা প্যাণ্ডেলে। জুইয়ের পাশাপাশি বসলাম। আমাদের টেবিলে আরও সাত আট জনের মতো মেয়ে মহিলা মিলিয়ে বসল। একের পর একে ওয়েটার এসে আমাদের টেবিল ভরতি খাবার দিয়ে যাচ্ছে। প্লেট নিয়ে সবাই খেতেও শুরু করে দিয়েছে অথচ আমি না মাক্রা খুলছি আর না খাওয়া শুরু করছি। শুধু ঘাপটি মেরে বসে রইলাম চেয়ারে। তার কারণ একটাই, রিদ খানের বাসায় কিছু খাব না আমি। লোকটা আমাকে আগেরবার অপমানিত করেছিল সেজন্য। আমার আত্মসম্মান এতোটাও ছোট নয় যে একজন অপরিচিত লোকের অপমান সয়ে তার বাসায় খেতে বসে যাব। জুই থেকে শুরু করে আমাদের টেবিলে বসা সব মহিলা পযন্ত আমাকে খাওয়ার আদেশ দিচ্ছে বারবার। ওয়েটার ভাই গুলাও বারবার এসে আমার প্লেটের খাবার তুলে দিচ্ছে আর বিনীত সহিত বলছে খাওয়ার জন্য। আমি বরাবরই সবাইকে বলছি খাব না, শরীর খারাপ লাগছে। আর জুইকে বাহানা

দিলাম পেট খারাপের কথা বলে।টেবিলে বসা সবাই
খেল আমাকে ছাড়া। একটা সময় জুইয়ের খাওয়া
শেষ হতেই ওকে নিয়ে বের হলাম প্যাডেলের ভিতর
থেকে। আরিফ ভাইয়াকে দেখলাম আশেপাশে
কোথায় নেই বুঝলাম ওরা বোধহয় খাওয়ার প্যাডেলে
আছে। আমি আর মাথা ঘামালাম না। জুইকে নিয়ে
সেই পুকুর ঘাটেই বসলাম। আশ্চর্য জনক ভাবে আমি
রিদ খানকে দেখলাম না আশেপাশে কোথাও।
লোকটাকে কি আজ নিজের বাড়িতে আসেনি নাকি?
অবশ্য যে ত্যাড়া মানুষ না আসাটাও অস্বাভাবিক কিছু
না। এদিকে ক্ষুধায় সত্যি সত্যি পেট শব্দ করে
গুরগুর করছে আমার, সেই সাথে ফ্রীতে মাথাও
ঘুরাচ্ছে গরমে। আমার বেশিক্ষণ ক্ষুধা সয্য হয়না
বলেই মাথা ব্যথা উঠে যায়। আমার অবস্থা যখন
নাজেহাল তখনই ছুট করে কোথা থেকে রিফাত
ভাইয়া এসে বসলো আমাদের পাশে বেশ হাসি মুখে।
উনার হাতে ছিল একটা ঠান্ডা পানির বোতল। আমি
প্রথমে রিফাত ভাইয়ের কথা বলতে চায়নি কিন্তু
পানির বোতলটা দেখে আর কথা না বলে থাকতে
পারলাম না। পানি তৃষ্ণাটা পেয়েছিল অনেক তাই।

রিফাত ভাই থেকে পানির বোতলটা চেয়ে নিয়ে মাক্স
খুলে ঢগঢগ করে কয়েক ঢুক গিলে গলা ভিজিয়ে
নিলাম। এবার পেটে ক্ষুধা সাময়িক সময়ের জন্য
কিছুটা নিবারণ হলো। আবারও ক্ষুধা লাগলে পানিটা
খেতে পারবো বলে রিফাত ভাইকে আর বোতলটা
ফিরিয়ে না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলাম। রিফাত
ভাইয়া আমাদের সাথে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা দিতেই
সে হঠাৎ পান খাওয়ার অফার করলো আমাদের।
খালি পেটে আমি পান খেতে রাজি হলাম না। তারপর
আবার মনে মনে জেদ কাজ করছিল রিদ খানের
বাসার কিছু খাব না বলে। তাই আমি পান খেতে
রাজি না হলেও জুই রিফাত ভাইয়ের কথায় রাজি
হলো পান খেতে। মূলত এই অনুষ্ঠানে মিষ্টি পানের
আয়োজন করা হয়েছে। জুইকে নিয়ে রিফাত ভাই
সেদিকেই গেল আর যাওয়ার সময় আমাকে বলে
গেল ‘এখান থেকে অন্য কোথাও না যেতে। ওরা দ্রুত
চলে আসবে। আমি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিলাম
ওদের। ওরা চলে গেল। আমি একাই বসে রইলাম
পুকুর ঘাটে বেশ কিছুক্ষণ।

‘ কি ম্যাডাম সারাবছরই কি আপনার পেট খারাপ থাকে নাকি??পরিচিত কণ্ঠের কথা শুনে চমকে উপর দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম রিদ খানকে। দ্রুততা সঙ্গে আমি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উনার দিকে চোখ রাখতেই দেখলাম উহি(রিদ) পিউর সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা পরে দাঁড়িয়ে আমার সামনে। পাঞ্জাবি হাতা দুটো টেনে ভাজ করা কুইন অবধি। বামহাতে ঘড়ি তো, দুহাতের বড় বড় পশম গুলো ঘামে ভিজে লেপ্টে আছে হাতের ভাজে। আমি উনার অনাকাঙ্ক্ষিত উপস্থিতিতে প্রথমে ভরকে গেলেও এবার বেশ ইতস্তত বোধ করলাম, যখন উনি আমার পেট খারাপ হওয়া নিয়ে কথা বলছে তখন। লজ্জায় মাথাটা আমার নুইয়ে আসল। তবে আশ্চর্যের বিষয়ে হলো এই লোকটা কিভাবে জানলো আমার পেট খারাপের কথাটা? এটা তো জানার কথা না। কারণ আমি জুইকে ছাড়া অন্য কাউকে বলেনি এই কথাটা। তাহলে জুই নিশ্চয়ই আমার কথাটা এই লোককে বলতে যাবে না। তাহলে এই লোক জানলো কিভাবে? আমার অন্যমনস্ক মধ্যে দিয়েই হঠাৎ অনুভব করলাম রিদ খান আমার পায়ের কাছে নুইয়ে হাত দিচ্ছে। আমি চমকে উঠে দ্রুত এক

কদম পিছিয়ে যেতেই বুঝলাম, উনি আসলে নুইয়ে আমার পায়ের কাছ থেকে রিফাত ভাইয়ের পানির বোতলটা হাতে নিচ্ছে। বোতলা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল অর্ধেক খাওয়া পানির বোতলটার দিকে, আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো...‘ কি ম্যাডাম? শুকরিয়া আদায় করেছিলেন আপনি আমার পরিচিত নন এজন্য হুমম?

লোকটার কথায় এবার আমি চোখ তুলে তাকায়। লোকটা আগেও একবার বলেছিল উনার পরিচিত নয় বলে আল্লাহ কাছে শুকরিয়া আদায় করতে কিন্তু কেন? আমরা পরিচিত হলে কি এমন হতোই বা? এজন্য পাল্টা প্রশ্নে রিদ খানকে বললাম...

‘ না করেনি। কিন্তু এজন্য শুকরিয়া আদায় করার কি আছে?

উনি বোতল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকাল আমার দিকে। বামহাতে বোতলটা চেপে ডানহাত চালান করলো উনার পুরুষওয়ালী চুলের মাঝে। দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা বজায় রেখে সোজাসাপ্টা উত্তরে বলল...

‘ এই যে আপনি ভালো আছেন, প্রেমিকের সঙ্গে বসে আড্ডা দিতে পারছেন, তার পানি পান করতে

পারছেন বিনা বাঁধায়, এজন্য অন্তত আপনার শুকরিয়া
আদায় করা দরকার!! কারণ আপনি আমার কেউ
হলে এতক্ষণে আপনার প্রেমিকের হাত আর আপনার
মুখের নকশা দুটোই মানচিত্র হয়ে যেত। কথা গুলো
শেষ করেই ডিল মেরে বোতলটা পুকুরের পানিতে
ফেলে দিল উনি। আর আমি লোকটা শান্ত কণ্ঠের
হুমকিতে গা শীতল হয়ে আসল। আজব লোকের
পাল্লায় পরেছি তো সবসময়ই আমাকে এমন গুন্ডামীর
করে হুমকি দেয় কেন হুম? তার সাথে কিসের এতো
শত্রুতা আমার? এই নিয়ে চতুর্থবারে মতো দেখা
আমাদের প্রতি বারই এমন হুমকি ধামকি দিয়ে
আমায় অপমান করেছেন লোকটা। আজ উনার বাসায়
এসেছি মেহমান হয়ে, আজ অন্তত একটু ভালো
ব্যবহার করা যেত আমার সাথে অথচ তার কোনো
পরিবর্তন নেই।' এই যে আপনি অবাধ্য ঘুরাফেরা
করতে পারছেন। যেখানে সেখানে প্রেমিকের সঙ্গে
বসে আড্ডা দিতে পারছেন, তার পানি পান করতে
পারছেন। নিজের মর্জি মতে চলতে পারছেন। এই যে
এতোসব ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন তার জন্য অন্তত
আপনার আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করা দরকার!!

নয়তো যদি ভুলক্রমে আপনি আমার কেউ হতেন
তাহলে এতক্ষণে আপনার প্রেমিকের হাত আর
আপনার মুখে দুটোর নকশায় মানচিত্র হয়ে যেত।
তখন আপনি আমার সাথে তর্ক নয় গালে হাত দিয়ে
কাঁদতেন।

কথা গুলো শেষ করেই ডিল মেরে বোতলটা পুকুরের
পানিতে ফেলে দিল উনি। আর আমার লোকটার শান্ত
কণ্ঠের হুমকিতে গা শীতল হয়ে আসল। আজব
লোকের পাল্লায় পরেছি তো সবসময়ই আমাকে এমন
গুন্ডামীর করে হুমকি দেয় কেন? কি করেছি আমি?
তার সাথে কিসের এতো শত্রুতা আমার? এই নিয়ে
চতুর্থবারে মতো দেখা আমাদের অথচ প্রতি বারই
উনি এমন হুমকি ধামকি দিয়ে আমায় অপমান করে
আসছেন লোকটা। আজ আমি উনার বাসায় এসেছি
মেহমান হয়ে, আজ অন্তত একটু ভালো ব্যবহার করা
যেত আমার সাথে অথচ তার কোনো পরিবর্তন নেই।
আমি জড়ানো গলায় বললাম.. ‘ হুমকি দিচ্ছেন?

‘ উহুম! সত্যিটা বলছি।

এবার বেশ জড়তা কাজ করলো আমার মাঝে।
শীতল হয়ে আসল আমার ভিতর। কি জন্য লোকটা

আমাকে অকারণে অপমানিত করে বেড়ায় তাও জানি না। তবে নেতা সাহেব যে সুবিধার মানুষ না তার কথাবার্তায় অবগত হয়ে গেলাম। এখন লোকটার সাথে কথা বাড়ানো মানেই নিজের ইজ্জতের আরও একদফা ফালুদা বানানো। বলাতো যায় না কখন না জানি রেগে তার ফেবারিট ডায়লগ বলে উঠে, আউট! অন্যের বাড়িতে এসে যদি তার বাড়ির থেকে বেড়িয়ে যেতে বলে এর থেকে অপমান দুনিয়াতে আমার জন্য দ্বিতীয় কিছু হবে না বলে মনে হলো। এজন্য নিজের ইজ্জত বাঁচাতে লোকটার সাথে আর কথা বাড়াতে চাইলাম না। সে যা বলে তাই ঠিক। উনি যদি রিফাত ভাইকে আমার বয়ফ্রেন্ড ভাবে তাহলে সেটাই ঠিক উনার(রিদ) ভুল ভাঙ্গানো দরকার নেই। বরং ভালোই ভালোই তার সামনে থেকে কেটে পরাই উচিত মনে করে ভাসা ভাসা চোখে লোকটার(রিদ) দিকে তাকিয়ে মিহির স্বরে বললাম...‘ আমি বরং যায়? আমার ভাইয়া অপেক্ষা করছে।

আমার কথায় তেমন কিছু বললো না উনি। বরং কপাল কুঁচকে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটার হঠাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমি বেশ ইতস্তত বোধ

করলাম। এইভাবে আমার চোখে তাকিয়ে কি দেখছে
তাও বুঝতে না পেরে দৃষ্টি নত করলাম আমি। হান্কা
নড়েচড়ে এদিক সেদিক দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললাম...

‘ আমি যায়?

তৎক্ষণাৎ লোকটার গম্ভীর কণ্ঠ আসল আমার কানে!

‘ লুক এট মি!

চমকে উনার দিকে তাকলাম। উনার কথা মানে
বুঝতে না পেরে অবুঝ গলায় বললাম...

‘ জ্বি?

‘ তোমার চোখের ঐটা কি?

উনার(রিদ) কথায় তৎক্ষণাৎ হাত গেল চোখে।
ভাবলাম হয়তো কিছু চোখের উপর পরেছে এজন্য
উনি বলছে চোখে কি? আমি নিজের চোখের উপর
আলতো হাত বুলিয়ে জিগ্যোসা করলাম..‘ কোনটা?

আমার কথায় উনি উত্তর না করে চুপ করে রইল।
তবে উনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখনো আমার ডান চোখের
ভিতরে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অদ্ভুত ঠেকল আমার কাছে।
আমি লোকটার দৃষ্টির মাঝে আবারও চোখে হাত
বুলিয়ে একই প্রশ্ন করে বললাম...

‘ কোনটা?

‘ আউট!

বেশ চমকে উঠলাম আমি। আউট মানে? এবার আমি কি করেছি? হঠাৎ কি হলো উনার? অবাক হয়ে বললাম..

‘ মানে??

‘ আই সেইড,আউট অফ মাই হোম!এবার বেশ কিছুটা জোরেই হুংকার ছাড়ল আমার উদ্দেশ্য। উনার হঠাৎ হুংকার ছাড়া কথায় মূহুর্তে কেঁপে উঠলাম আমি। অপমানের ঘোরে চোখের জল গড়াল তৎক্ষনাৎ। অতি কষ্ট চেপে রাখার অভিজ্ঞতা নেই আমার তাই বৃথা চেষ্টা করে দু’হাতে মুখ চেপে ধরলাম কান্না থামাতে কিন্তু ততক্ষণে আমার হিচকি উঠে যায়। হাল্কা শরীর নড়ে উঠছিল আমার অনবরত হিচকিতে কিন্তু তারপরও তীব্র কান্নায় জায়গায় ছেড়ে চলে যেতে পারছিলাম না অপমানে লজ্জিত হয়ে। আমার হঠাৎ কান্নায় যেন রাগটা আরও বাড়াল উনার তাই দু’হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে আমার উদ্দেশ্য শুধালো...

‘ বেয়াদব!

কথাটা বলে আর দাঁড়ালোও না। যে পথ এসেছিল সেই পথ ধরে ততক্ষণে চলেও গেল তিরতির মেজাজ। এই লোকটা যতরাগ সব কেন আমার জন্য হয় তাও জানি না। আর এখনই বা কেন হঠাৎ করে আমার উপর রেগে গেল তাও বুঝলাম মা। অপমানের ঘোরে ততক্ষণে আমার কান্নার বেগটা না চাইতেও যেন আরও বেড়ে গেল। আমি কিছু না করেও লোকটার কাছ থেকে ‘বেয়াদব ট্যাগ পেলাম। অথচ লোকটা বারবার আমাকে অপমান করেও তিনি আদবকায়দার মানুষ। আর আমি বেয়াদব। সেদিন প্রচণ্ড অপমানে অপমানিত হয়ে রিফাত ভাইকে নিয়ে ফিরে ছিলাম বাসায়। আমার সঙ্গে অবশ্য জুই ছিল। আরিফ ভাইয়া আমাদের সাথে আসতে পারেনি কারণ কোচিংয়ের স্যাররা নাকি কি আলোচনা সভা করবে রিদ খানের পরিবারের সাথে। এজন্য আরিফ ভাই সেদিন বেশ রাতে ফিরেছিল সেখান থেকে। কিন্তু আমার কান্নাকাটি দেখে রিফাত ভাইকে দিয়ে জুইকে তখনই পাঠিয়ে দিয়েছিল বাসায় আমার সাথে। আমার হঠাৎ কান্নার কারণটা অবশ্য জানতে চেয়েছিল সবাই, উত্তরের আমি শুধু পেটে ব্যথার কারণ বলে চালিয়ে

দিয়েছিলাম তখন। রিদ খানের দাদা বাড়ি থেকে আসার সময় রিদ খানকে আর কোথায় দেখেনি। এভেন এখনো তার সাথে আমার দেখা হয়না। সেদিনের অপমানের কথা আমি ভুলিনি এজন্য অদৃশ্য অপছন্দের দেয়াল তৈরি হয়েছে রিদ খান প্রতি আমার। বলতে গেলে প্রচণ্ড অপছন্দের অনিহার মানুষ রিদ খান আমার জীবনে এজন্য তাঁকে ঘিরে আজকাল আমার মধ্যে তিক্ততায় কাজ করে। তাছাড়া সেদিনের পর থেকে রিদ খানের সাথে আমার দেখা হয়না আজ চৌদ্দ দিন। উনাদের(রিদ) বাড়ি থেকে আসার একদিন পরই উনাকে(রিদ) আমাদের কলেজে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে দেখেছিলাম আমি। কি কাজে এসেছিল জানি না তবে চলে যাওয়ার সময় প্রিন্সিপাল স্যারকে দেখলাম সাথে। আমাকে অবশ্য দেখেনি কারণ আমি আমার ক্লাসে ছিলাম। তৃতীয় তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় বারান্দায় বান্ধবীদের সাথে দাড়িয়ে ছিলাম বলে উনাকে দেখতে পেরেছিলাম। তবে উনাকে দেখে আমি নিজেকে যতোটা পারি আড়াল করে রেখেছিলাম। কারণ আমার ছোট মনে বেশ অনিহা ঝং ধরেছিল রিদ খানের জন্য বিশেষ

করে লাস্ট যখন উনার বাড়ি থেকে আমাকে অপমান করে বেড়িয়ে যেতে বললো তখন থেকেই। এরপর থেকে রিদ খানকে নিয়ে আর ভাবতে বসেনি আমি। তবে এসবের মধ্যেও আমার অচেনার স্বামী খোঁজ করেছিলাম আমি। দূর্ভাগ্যবশত তাঁর খোঁজ আজও পেলাম না। কারণ হাফেজ সাহেবের নাম্বার এখনো বন্ধ পাচ্ছিলাম। তাই হতাশায় আজকাল হাফেজ সাহেবকেও কল করা কমিয়ে দিলাম। বলতে গেলে একেবারে কল করা হয়না উনাকে। তবে মনে মনে ঠিক করলাম এবার বাড়িতে গেলে বান্ধবীদের নিয়ে আবারও যাব নরসিংদী হাফেজ সাহেবের বাড়িতে। এবার হাফেজ সাহেবে খোঁজ করবো সুমন থেকে। কেন হাফেজ সাহেবের নাম্বারে কল যায় সেটাও জানতে চাইবো তবে এবার হাফেজ সাহেবের খোঁজ একা করবো না সাথে সুমন নামন ছেলেটির ফোন নাম্বারটাও নিয়ে আসব। কারণ আজ যদি সুমন নামক ছেলেটির নাম্বারটা বুদ্ধি করে নিয়ে আসতাম তাহলে এখন ফোন করে অবশ্যই জানতে পারতাম তার বাবার ফোনে কল যায় না কেন সেটা। আসলে' চোর গেলে বুদ্ধি হয় ' একটা কথা আছে? ঠিক

তেমনই হয়েছে আমার বিষয়ে। আমরা কেউ বুদ্ধি করে সুমন নামক ছেলেটির নাম্বার নেয়নি। ভাবলাম যেখানে হাফেজ সাহেবের নাম্বার আছে সেখানে অথবা সুমনের নাম্বার দিয়ে কি করবো? অথচ এখন বুঝতে পারছি আসলে সবই প্রয়োজন হয়। তখন বোকামি না করলে এখন আবারও যেতে হতো না নরসিংদীতে।

এজন্য আজকাল আমার টিফিনের টাকা গুলো না খেয়ে জমিয়ে রাখছি ছোট পার্সের। সবার নরসিংদী যাতায়াত ভাড়া, দুপুরে খাবার বিল সব আমি দিবো বলে। যেহেতু আমার প্রয়োজনে সবাই যাবে সেজন্য বারবার ওদের পকেটে টাকা কেন খরচ করবে আমার জন্য? অবশ্য আমার তাদের খরচ বহন করা উচিত। কেউ তো আর রুজি করে না তাই না? বিয়ে মানেই আনন্দ মহল। একগাদা কার্জিনদের নিয়ে হৈ হুল্লোড় মাতামাতি পরিবেশ। হৈচৈ করে সবাই দল বেঁধে কার্লার মিলিয়ে শাড়ী, পাঞ্জাবি পড়ার উচ্ছ্বাস। ঘন্টা লাগিয়ে মন মতো সাজা। নতুন নতুন বিয়াই-বিয়াইন পাওয়া। দুলাভাইকে নিয়ে ঝামপেস আনন্দ করা। উফফ! অসংখ্য মূহূর্ত গুলো এম্মুনিই আমার চোখে ভাসছে। আর ভাসবে নাই-ই বা কেন? আমার

বড় আপুর বিয়ে বলে কথা! কেউ ভাবতে পারছেন
কতোটা খুশিতে ভাসছি আমি? মনের আনন্দে
হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছি বলে আমার তো এম্মুনি ক্লাস
করতে মন চাচ্ছে না। অমনোযোগী হয়ে পরছি। কি
এক অবস্থা! আসলে কাল বিকালে আম্মু ফোন করে
জানাল আমার বড় আপু, মুক্তা ইসলামের বিয়ে,
সেজন্য আরিফ ভাইয়া কাল রাতের ট্রেনই বাড়িতে
গেল। কারণ ছেলে পক্ষ নাকি ইতিমধ্যে আপুকে
পছন্দ করে গেছে। তাই এখন তাড়াহুড়ো করে সবাই
আজকে বিয়ের ডেট ফিক্সড করতে চাচ্ছে। এজন্য
মূলত বড় ভাই হিসাবে আরিফ ভাইয়ার বাড়িতে
আর্জেন্টলি যাওয়া আরকি। আম্মু আরও জানাল
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই মাসেই আপুর বিয়ের
ডেট ফিক্সড করবে। ছেলে পরিবার ভালো! ছেলে
ভালো এজন্য কারও আপত্তি নেই কোনো কিছুতে।
বিয়েটা কথা শুনে আমি আর জুই তো পারিনা এম্মুনি
উড়ে চলে যায় বাড়িতে কিন্তু আমার আব্বুর কড়া
নিষেধ ‘ পড়ালেখা ছেড়ে ক্লাস মিস দিয়ে, কোনো
ভাবেই বাড়িতে যাওয়া চলবে না। যেতে হলে অবশ্যই
বিয়ের একদিন আগে যেতে হবে আমাদের। আর

নয়তো না। উফফ! এতো কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা মানা যায় বলেন? মানুষ আনন্দের মূর্ত্ত গুলোও কি হিসাব করে পালন করবে? আমি এখন আনন্দ করতে না পারলে বুড়ো বয়সে কি আমার মন চাইবে এসবের জন্য হ্যা? এই দিনটা আমি আর পাবো? বিষন্ন মনেই আরিফ ভাইকে রাতে বিদায় করলাম আমরা। এদিকে আপুর বিয়ের নিউজ পেয়ে আনন্দে আমি স্বামী কথাও ভুলে গেলাম। তাঁকে যে আমার খোঁজা মিশন বাকি সেটাও স্থগিত রাখলাম। আজকাল হাফেজ সাহেবের নাম্বারের তো ভুলেও কল দেয় না। মনে মনে ঠিক করলাম আপুর বিয়েটা শেষ হোক তারপর না-হয় নিজের হারিয়ে যাওয়া স্বামীকে পুরো দমে আবারও খোঁজব। এখন থাক!হা হা হা! আমার আজও মনে পরে সেদিনকার কথা গুলো। আপুর বিয়ের জন্য ‘স্বামীকে খোঁজব না বলে’ আমার ‘থাক কথার চিন্তা ভাবনাটা ছিল আমার জন্য চরম ভুল। এজন্য আমি অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম আমার এই থাক কথাটার ভিত্তিতে ধরে অনেকেই কতোটা হেনস্ত হতে হয়েছিল। অবশ্য এর কুফল হিসাবে আমিও ছাড় পায়নি। কতোটা ভুক্তভোগী হয়েছিলাম সেকথা মনে

পড়লে আজও আফসোস হয়। আমাকে কতো কিছুই না সহ্য করতে হয়েছিল এই ব্যাপারে সেটা একমাত্র আমিই জানি। উফফ কি এক ঘাড় ত্যাড়া মানুষ। না মুখে কিছু বলবে, আর না আমাকে সহজে ছাড় দিবে। কোনো কিছু মন মতো না হলেই আমার সাথে ঘাড় ত্যাড়ামি শুরু করবে ততক্ষণ যতক্ষণ না পযন্ত তার মন মতো হচ্ছে সবকিছু। মোট কথা ত্যাড়ামি আরেক নামই হলো আমার ব্যক্তিগত সে হা, হা, হা।

দুপুরে তপ্ত রোদে যখন চারপাশের সবকিছু খাঁ খাঁ করছিল সেই তপ্ত রোদের অতিষ্ঠ হয়ে একদল শিক্ষার্থীরা ক্যানটিনে বসে আড্ডা দিচ্ছে হাতে স্পিড ক্যান নিয়ে। টেবিলে গোল করে সিনিয়র ছাত্র ছাত্রীরা বসে আড্ডার আসড় মেতে। সিনিয়রদের ভিড়ে আমরা জুনিয়রা মোটামুটি শান্ত ভাবেই বসে আছি খাবার অর্ডার দিয়ে। আসলে এই মূহুর্তে কলেজ ক্যানটিনে বসে আছি আমি। আমার সাথে একই টেবিলে জুই, শ্রেয়া, আর নাদিয়া বসা। নাদিয়া আমাদের নতুন ফ্রেন্ড। কিছুদিন হলো সে আমাদের সাথে উঠাবসা করছে। মেয়েটি খুব ভালো। ওর সঙ্গ ও আমাদের অনেক হাসায় তারজন্য হুট করেই ফ্রেন্ড

বানিয়ে ফেলা। আমাদের এখন টিফিন টাইম চলছে
বর্তমান সময় ১২ঃ৪৫ মিনিট। টিফিন টাইম শেষ
১ঃ৩০ মিনিটে। আমাদের হাতে আরও পয়তাল্লিশ
মিনিট সময় আছে বলেই সবাই কলেজে ক্যানটিনে
বসে যে যেটা পারছে অর্ডার করে খাচ্ছে। আমিও
খাব তবে সেটা আমার টিফিনবক্সের আনা নুডলস
হবে। বাকিরা সবাই শিঙ্গারা, সমুসা, ঠান্ডা, বা কোন্ড
কফি অর্ডার করেছে নিজেদের জন্য। আমি বাসা
থেকে টিফিন নিয়ে আসার প্রধান কারণই হলো
নিজের পকেটে খরচ জমাচ্ছি স্বামিকে খোঁজা জন্য,
এজন্য গাড়ি ভাড়া ছাড়া ভারতি এক টাকাও খরচ
করি না এদিক সেদিক। কিন্তু জুই কোনো টিফিনবক্স
বহন করে না। কারণ ওর পকেটের খরচ টাকা
সবটাই ক্যানটিনে বসে খরচ করে। তবে ওহ একা
নিজের জন্য কোনো কিছু অর্ডার করে না, আমার
জন্যও সমান সমান অর্ডার দেয় সবকিছু। ঠান্ডা অর্ডার
করলে দুটো করবে, কোন্ড কফি অর্ডার করলে দুটো
করবে, আবার শিঙ্গারা অর্ডার করলেও আমার জন্য
সমান সমান করে অর্ডার করবে। এজন্য মূলত আমি
নিজের পকেটের টাকা বাঁচিয়ে রাখতে পারি। বড়

বোন থাকলে এই একটা সুবিধা নেওয়া যায় ওদের থেকে। হোক জুই আমার ছয় মাসের বড় তাতে কি? বড় বোনের দায়িত্ব পালন করতে বিন্দু মাত্র পিছুপা হয়না ওহ। খাবার অর্ডার করেই সবাই বসেছিলাম। আমি আশেপাশে একটু তাকিয়ে ব্যাগ থেকে টিফিনবক্সটা বের করে টেবিলের উপর রাখতে শ্রেয়া আমার হাত থেকে টিফিনবক্সটা কেঁড়ে নিজের কাছে নিতে নিতে বলল...‘ আজ কি এনেছিস তুই?

আমি কি বলার আগেই জুই বলল...

‘ নুডলস বানিয়েছিলাম সকালে।

‘ দে একটা চামচ দেতো!

আমি ব্যাগ খুলে এক্সট্রা চারটা চামচ বের করলাম। কারণ রোজকার কাভ এটা। আমার একা টিফিনবাক্স চারজনে ভাগ করে খায়। আমি চামচ বের করে তিনজনকে তিনটা দিয়ে নিজের জন্য একটা রাখলাম। আমার ব্যাগটা পাশের চেয়ারে রেখে ওদের দিকে তাকাতেই দেখলাম সবাই ইতিমধ্যে খাওয়ার শুরু করে দিয়েছে টেবিলের মধ্যস্থে বক্সটা রেখে। আমি সেখান থেকে এক চামচ নিয়ে মুখে তুলতেই নাদিয়া নুডলস খেতে খেতে বলল...

‘ মায়া কাল পিঠা বানিয়ে আনিস তো টিফিনবক্সে করে ।

জুই বক্স থেকে এক চামচ নুডলস মুখে দিতে দিতে নাদিয়া কথার উত্তর করলো...

‘ ওহ পিঠা পছন্দ করে না । এজন্য ওহ পিঠা খায়ও না, বানাইও না ।

জুইয়ের কথায় আহাজারি করে বলে উঠল শ্রেয়া । ‘ কি সর্বনাশ! পিঠা পছন্দ করে না এমন পাবলিক আছে দুনিয়াতে? এই মায়া তুই পিঠা পছন্দ করিস না কেন?

শ্রেয়ার আহাজারিতে নুডলস চিবাতে চিবাতে বললাম...

‘ কোনো কারণ নেই । এমনই ভালো লাগে না আরকি ।

‘ কি বলিস এসব দোস্তু? তাহলে তো এই চটুগ্রামের স্থানীয় পোলাপাইনদের সাথে প্রেম আর বিয়ে দুটোই করতে পারবি না । দুটোতেই তোর জন্য হরতাল! এতো বড় কলেজে পড়েও যদি চটুগ্রামের একটা প্রেম করতে না পারিস তাহলে ইজ্জত থাকবে বল?

শ্রেয়ার কথায় নাদিয়াও সম্মতি জানায় কথা গুলো বলল। কারণ দুজনই চট্টগ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা। তবে জুই খানিকটা আপত্তি করে নাদিয়ার কথার উত্তরে বলল...

‘ পিঠার সাথে প্রেম, বিয়ের কি সম্পর্ক ওর? জুইয়ের কথায় আমি সহমত প্রকাশ করলাম না। বরং চুপ থেকে নাদিয়ার কথার মানে খানিকটা বুঝতে পারলাম কারণ আমার নিজের নানুবাড়িও এই চট্টগ্রামে। এজন্য আমি জানি চট্টগ্রামের কালচার কেমন! এরা যে কতোটা সমাজবাদী মানুষ সেটা আর না বললাম। এখানে স্থানীয় মানুষদের ভাড়াটিয়ারা জমিদার বলে সম্বোধন করে। অংহকার তাদের রক্তের শিরায় শিরায় ধার্য। শ্রেয়া নুডলস চিবোতে চিবোতে জুইয়ের কথার উত্তরে বলে...

‘ উহুম! পিঠা সাথে মায়ার কোনো সম্পর্ক নাই থাকতে পারে তবে পিঠার সাথে এই চট্টগ্রাম বাসির গভীর সম্পর্ক রয়েছে বুঝলি। চট্টগ্রামের এমন কোনো পাবলিক খোঁজে পাবি না তুই, যারা পিঠা পছন্দ করে না। এমনকি চট্টগ্রামের বিশেষ রীতি হলো তাঁরা মেহমানদারি করতেও সর্বপ্রথম তোকে পিঠার নাস্তা

দিবে বিভিন্ন রকমের। এখানে তুই যত বেশি পিঠার আইটেম বানিয়ে মেহমানদারি করবি, তুই ততবেশি সমাজ ওয়ালা লোক হবি। অন্যান্য এলাকার মানুষ শখের বশে বা মন চাইলে মাসে, বছরের বা পিঠার সিজনে পিঠা বানিয়ে তারা খেতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু এই চট্টগ্রামের মানুষদের বাসায় তুই অতি বারো মাস পিঠার উৎসব পাবি। সকালে বা বিকালের নাস্তায় মাস্টি বি পিঠার নাস্তা থাকবে। মোট কথা এখানকার ছেলের বউদের অবশ্যই পিঠা বানানোর মতো বড়গুণ থাকতে হবে। নয়তো শশুর বাড়ির মানুষের খোঁটা ফ্রীতে শুনবে যে তোমরা সমাজ জানো না। আর যদি তুই চিন্তা করিস যে এখানকার ছেলেদের সাথে প্রেম করবি, তাহলেও তোকে পিঠার বিভিন্ন নাস্তা বানানোর মতো পারদর্শী হতে হবে। কারণ এরা দুইদিন পরপর তোর কাছে পিঠা খাওয়ার আবদার রাখবে। এজন্য বলছিলাম যদি চট্টগ্রামে প্রেম, বা বিয়ে করার মতো ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই পিঠা বানানোর মতো বড়গুণ অবশ্যই থাকতে হবে মাস্ট।

শ্রেষ্টার দীর্ঘ কথার ইতি টানতেই আমি মাছি
তাড়ানোর মতো বাতাস করলাম মুখের সামনে। বেশ
কনফিডেন্স নিয়ে বললাম...‘ তাহলে তুই নিশ্চিত থাক
এই শহরের মানুষের সাথে আমার কিছুই হবে না।
কারণ আমার বিয়ে করার হলে অবশ্যই আমাদের
এলাকায় কাউকে দেখে করবো। আমি হলাম কাম-
চোর মানুষ, পিঠা বানানোর মতো এতোবড় রিস্ক
কখনোই আমি নিতে পারবো না দোস্ত। তাছাড়া
আম...

ধ্রাম’ শব্দে টেবিলসহ নুডলসের বাটি ছিটকে পড়লো
আমার গায়ে, চেয়ারসহ তৎক্ষণাৎ উল্টে পরলাম
ফ্লোরে। আমার কোমরে উপর পরলো কাঠের টেবিল।
আহত হলাম বেশ। ব্যথায় যখন কুঁকড়িয়ে উঠলাম।
তখন কেউ একজন আমাকে পুনরায় ব্যথা দিয়ে,
আমার হাতের উপরে পরলো রক্তাক্ত অবস্থায়।
সেকেন্ডর মাঝে চারপাশে হেঁচো লেগে গেলো।
আড্ডার মহলটা মূহুর্তেই টানটান উত্তেজনায় চেয়ে
গেল। বিষন্ন ভয়াৰ্ত হলো পরিবেশটা। কারণ
আকস্মিক ঘটনার প্রভাবে আমি তখনো বুঝে উঠতে
পারছিলাম না হঠাৎ কি হলো আমার সাথে। আর

কেনই বা আমি ফ্লোরে পরে গেলাম? অতি শকটে তদা মেরেছিলাম চারপাশে কি হচ্ছিল কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শুধু কিছু মানুষের চিৎকারের গুঞ্জন শুনতে পারছিলাম। আমি মাথা তুলে শূন্য দৃষ্টিতে পাশে তাকালাম দেখলাম এক যুবক আমার বামহাতে উপর রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাচ্ছে মাথা দিয়ে, ছটফট করছে মৃত্যু যন্ত্রণায়। ছেলেটির মাথা, কপাল, নাক, ঠোঁট ফেটে গলগল করে রক্ত ঝরছে। অথচ কেউ এগিয়ে আসছে না ছেলেটিকে সাহায্য করতে। রক্তে আমার সাংঘাতিক ফোবিয়ার যার দারুণ তখনই বাকশক্তি হারায় কথা বলা থেকে। কষ্ট করেও যখন মুখের কিছু বলতে পারছিলাম না শুধু গরগর শব্দ হচ্ছিল তখনই বুঝতে পারলাম আমি কথা বলার শক্তি হারিয়েছি। জুই, শ্রেয়া, নাদিয়া ওরা কোথায় ছিল তাও বুঝতে পারছিলাম না। কারণ আমার চারপাশে পরিস্থিতিটা হঠাৎ করে এতোটা ভয়াবহ হয়ে গেল যে চারপাশে শুধু চাপা হা হাকারের চিৎকার ভেসে আসছিল আমার কানে। আমি শূন্য মস্তিষ্কের আবারও আমার সামনে পরে থাকা ছেলেটির দিকে তাকালাম। শরীরে তার অসংখ্য আঘাতে চিহ্ন।

কেউ মেরেছে বেদুম বুঝাই যাচ্ছে। দৃষ্টি আমার তখনো আহত ছেলেটির উপরই ছিল কিন্তু মূহুর্তের মাঝে আবারও কানে আসল কিছু মানুষের হুংকারের চিৎকার। আমি চোখ উঠিয়ে সামনে তাকালাম। চোখে ভাসলো কিছু তাগড়া যুবক হাতে হকিস্টিক নিয়ে হুংকারের চিৎকার ছেড়ে দৌড়ে এদিকেই আসছে আমার পাশে পরে থাকা রক্তাক্ত যুবকটিকে মারতে। নিবাক, বাকরুদ্ধ, ভাষাহীন আমি তখনো নিশ্চল শরীরে জায়গায় উপুড় হয়ে পরে রইলাম অতি শকটে। আমি এতোটাই হতভম্ব হয়ে পরেছিলাম যে আমাকে এখান থেকে পালানো উচিত সেটাও মাথায় কাজ করছিল না। বলতে গেলে তন্দা মেরে ছিলাম, আশেপাশে কি হচ্ছিল তখনো মাথা ঢুকছিল না কিছু। অতি শকটে কেমন পাথর মূর্তি হয়ে গেলাম। আমার কপালের ঘাম আর চোখে পানি দুটোই এক হয়ে ঝরতে লাগলো চিবুক বেয়ে। আমার দৃষ্টি তখনো আমার পাশে ছটফট করা শরীরের উপর। কি বেদুম নির্দয়ভাবে পেটানো হচ্ছে তাঁকে হকিস্টিক দিয়ে। সাত-আটজন ছেলে লাগাতার একের পর এক আঘাত করছে দু'হাতে হকিস্টিক তুলে পিটিয়ে অথচ আমি

তাদের পাশেই পরে ছিলাম। সবকিছু এতো দ্রুত ঘটেছে যে আমি সুস্থ মস্তিষ্কে কিছু ভাবার মতো সময় পাইনি। তবে একটা সময় দেখলাম সবকিছু কেমন শান্ত হয়ে গেছে। রক্তাক্ত ছেলেটাকেও আর পেঠানো হচ্ছে না। সবাই কেমন দুপাশ করে দাঁড়াল আহত ছেলেটিকে ঘিরে, যেন কারও আসার জন্য অপেক্ষা তাদের। ঠিক তার পর মূহুর্তে বুঝলাম আমার উপর থেকে কারা যেন কাঠের শক্ত টেবিলটা সরিয়ে আমাকে টেনে ধরে ফ্লোরের থেকে উঠাচ্ছে। আমি বাকরুদ্ধ হয়ে শূন্য চোখে পাশে তাকিয়ে দেখলাম জুই কান্নাকাটি করছে আমাকে আঁকড়ে ধরে। হঠাৎ জুই কেন কাঁদছে তখনো বুঝলাম না। তবে আমি দাঁড়ানোর শক্তি পাচ্ছিলাম না হয়তো পায়ে আর কোমরে লোহার আর কাঠের সংমিশ্রিত টেবিল-চেয়ারের ভারি খেয়েছি বলে তাই। এজন্য জুইয়ের সাথে সাথে আমাকে আঁকড়ে ধরল শ্রেয়া আর নাদিয়াও। টেনশনে জুই বারবার কাঁদতে কাঁদতে শ্রেয়াকে কিছু একটা বলছিল আমি কথা গুলো শুনতে পারছিলাম কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না। জুই বারবার বলছিল, ‘ শ্রেয়া এখান থেকে ওকে বের করতে হবে।

অনেকটা রক্ত বের হচ্ছে ওর। প্লিজ কিছু একটা কর। ওর রক্ত ফোবিরার আছে বেশিক্ষণ এখানে থাকলে সমস্যা হবে। জুইয়ের আহাজারি কথা গুলো কানে আসছিল কিন্তু বুঝার মতো পরিস্থিতিতে ছিলাম না। কারণ আমার দৃষ্টি ততক্ষণে গিয়ে ঠেকলো সামনের গম্ভীর মুখের রিদ খানের উপর। কি দারুণ শান্ত ও গম্ভীর তার মুখখানা। উনাকে দেখে মনে হচ্ছে এখানের বর্তমান পরিবেশটাও বেশ শান্ত ও শীতল এজন্য তিনিও গম্ভীর মুখে শোক পালন করছে এখন। অথচ উনার বামহাত থেকে গলগল করে রক্ত ঝড়ছিল। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিটাতেও রক্তের ছিটায় রঞ্জিত। নিশ্চয়ই মারামারি করতে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে তার! হবার কথা! আমার সাথে প্রথম দেখার দিনই উনার দাদা বলেছিল, রিদ খানের মুখ কম হাত চলে বেশি, আজ তা নিজ চোখে দেখলাম। উনি হয়তো তখনো আমাকে লক্ষ করেনি। উনার পিছনে বেশকিছু বডিগার্ডসহ আসিফ নামক লোকটা দাঁড়িয়ে। তখনই হকিস্টিক হাতে এক যুবক রিদ খানের উদ্দেশ্য বলে উঠলো...‘ ভাই একবার বলেন এরে কি করবো? শালারে পুলিশের দিইয়া কিছু হবে না।

দুইদিন পর ঠিকই বের হয়ে যাবে। তার চেয়ে বলেন
ওরে মেরে ফেলি। শালার সাহস কিভাবে হয়
আপনারে আঘাত করার।

একজনের কথার সায় জানাল আরেক জন। পাশ
থেকে অন্যজন ঠিক একই ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে উনার(রিদ)
উদ্দেশ্য বললো...

‘ জ্বিই ভাই! শুধু একবার বলেন! শালার বিষদাঁত
বাইর করি মাইরা। হে কতো বড় সাহস আপনারে
মারতে আসে। আবার আপনার বাপের সাথেও
বেয়াদবি করছে। শালারে মন তো চাচ্ছে!

ছেলেটির কথা থামতেই হৈ হুল্লোড় করে বাকিরাও
সম্মতি দিল। আহত ছেলেটিকে পুনরায়
এলোপাতাড়ির লাথি মেরে আঘাত করতে নিষেধ
করলো উনি(রিদ)। বেশ শান্ত দৃষ্টিতে রক্তাক্ত
ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীর মুখে ডানহাত
দিয়ে বামহাতের পাঞ্জাবির হাতা গুটাতে গুটাতে
বলল...

‘ দেখ! আমি সহজ সরল মানুষ বেশি কাহিনি পযন্ত
না। এমনই আমি সমাজে বদনাম! তাছাড়া মানুষ
নিজের এলাকায় সবাই বাঘ হয়। কিন্তু সিংহ তো

তখনই হবি যখন তোরা ওকে ওর এলাকায়, ওরই নেতার দুয়ারে গিয়ে মেরে আসবি। আমার মনে হয় আমার ছেলেরা হিংসের থেকে কম নয়। বাকি তাদের সেফটি সিকিউরিটি আমার হাতে। রিদ খানের বলতে দেরি হৈ হুল্লোড় করে ছেলেরা সম্মতি জানাতে দেরি হয়নি। কি নিদারুণ নিষ্ঠুর মানুষ রিদ খান। কারও আঘাতেও মন নরম হলো না উনার। অব্যবহারের স্রোত দেখেও বিন্দুমাত্র ঘাম ঝরল না তার কপাল বেয়ে। কতোটা পারদর্শী হলে মানুষ এমন শক্তপোক্ত হয়ে দাড়িয়ে থাকতে পারে তা আমার জানা নেই। উনার লাঠিয়াল বাহিনী যখন আহত ছেলেটিকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল তখনই উনার বেখেয়ালি দৃষ্টিতে ভিড়লাম আমি। সে আরও কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল আমাকে দেখে। তাঁর শান্ত দৃষ্টি হঠাৎ কুঁচকে এলো যখন দেখল আমাকে জুই, শ্রেয়া আর নাদিয়ার আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে তখন। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবারও ঘুরালো আমার পা থেকে মাথা অবধি। হয়তো দেখছে তার দয়াই আমার আহত শরীরটার পরিণতি। এবার নিশ্চয়ই খুশি হবেন তিনি। হবারই কথা। এতোদিন শুধু মুখে অপমান

করতো আজ শরীরে আঘাত করতে পেরেছে বলে
তার আজ খুশিদিন হবার কথা? কারণ আমিও তো
তার শত্রুর দলের একজনই হয়। সেতো আমাকে
তার শত্রুর মনে করে আসছে এতোদিন। আর শত্রুর
আহতের মানুষ খুশিই হয়। তাই সেও হচ্ছে!এই নিয়ে
পঞ্চম বারের মতো তার সাথে আমার দেখা
প্রতিবারের চেয়ে এবার পরিস্থিতিটা ভিন্ন। এবার
অপমানের সাথে সাথে তার হিংস্রত্বের শিকার হয়েছি
আমি সমান ভাবে। আমার সারা শরীর নুডলসে মাখোঁ
মাখোঁ। সাদা কলেজ ডেসটা রক্ত আর নুডলসের
তৈলে মাখোঁ মাখোঁ। জুই কেঁদে কেঁদে আমার শরীর
থেকে নুডলস ফেলছে আর বারবার কিছু একটা
বলছে আমার উদ্দেশ্য। আমি সঠিক বুঝতে পারছি
না। কারণ আমার নিশ্চল দৃষ্টি তখনো রিদ খানের
তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপর। উনি আমার চেহারায়ে এতো কি
দেখছে বুঝলাম না! তবে জুই হঠাৎ করে আমার
কপালে কিছু একটা চেপে ধরতেই তীব্র ব্যথা অনুভব
করলাম আমি সেখানে! ধ্যান ভাঙলো আমার। মস্তিষ্ক
সচল হলো। কপালে আলতো হাত বুলিয়ে হাতটা
চোখের সামনে ধরতেই বুঝলাম আমার কপাল কেটে

যাওয়াতে এমন বিলাপ করে কাঁদছে জুই। কিন্তু হঠাৎ করে আমার কপালটা কিটলো কিভাবে?ভাসা ভাসা চোখে নিচে তাকিয়ে দেখলাম আমার হাতের কাটা চামটাতে রক্ত লেগে ফ্লোরে পরে আছে। বুঝতে পারলাম তখন উল্টে পরে যাওয়াতে সেটা দিয়েই হয়তো কপাল কেটেছে আমার। এতোসব রক্তাক্ত কাহিনি দেখে এতক্ষণ ঠিক থাকলেও এবার নিজের রক্ত ঝরা দেখে শরীর ছেড়ে দিলাম। শূন্য দৃষ্টি আধার করে আনতেই অনুভব করলাম জুইয়ের সাথে সাথে এবার শ্রেয়া আর নাদিয়াও চিৎকার করে আমাকে ঝাপটে ধরছে নিচে পরা থেকে বাঁচাতে। তারপর? তারপর কি হলো আমার মনে নেই? আর না কোনো কিছু বুঝার মতো পরিস্থিতিতে ছিলাম না। শুধু জ্ঞান হারাতে হারাতে দেখেছিলাম রিদ খানের অনল দৃষ্টি আমার উপর।বেড সাইডে বসা আমি। আমার মাথায় মোটা করে ব্যান্ডেজ পেঁচিয়ে দিচ্ছে অর্ধ বয়স্ক একজন নার্স। নার্সটির শক্তপোক্ত চেহারায় বিরক্তির রেশ থাকলেও আমি ছিলাম নাজেহাল ক্রান্দনরত অবস্থায়। আমার জ্ঞান ফিরেছে আরও ঘন্টা খানিক আগে। জ্ঞান ফিরে নিজেকে প্রথমে হসপিটালে

আবিষ্কার করলাম। আমার সাথে জুই, শ্রেয়া, নাদিয়া
তিনজনই ছিল কিন্তু ইমার্জেন্সি রুমে এক্সট্রা মানুষের
ভিড় করা যাবে না বলে শ্রেয়া আর নাদিয়া বাহিরে
দাঁড়ানো। আর আমি? বেডে বসা অবস্থায় দু'হাতে
জুইয়ের একটা হাত জড়িয়ে ধরে ভয়ে নিঃশব্দে
কাঁদছিলাম। তার কারণ আমার কপালের কাটা
জায়গাটা ভিষণ চলছিল অ্যান্টিসেপ্টিক লাগানোর
ফলে। থমথমে পরিবেশে আমার নাক টানার শব্দ ছাড়া
কেবিন জুড়ে আর দ্বিতীয় কোনো শব্দ নেই। দুপুরের
সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর যখন হুশে ফিরলাম
আমি, তখন থেকে রিদ খান বা তার লোকদের দেখা
পায়নি আমি। হয়তো আমাকে দেখার প্রয়োজন বোধ
মনে করেন নি তাই আসেনি। এমনিতেই কোনো এক
মনস্তাত্ত্বিক কারণে প্রথম থেকেই রিদ খানের
অপছন্দের তালিকায় ছিলাম আমি। এবার সেও
আমার অপছন্দের তালিকায় যুক্তি হয়ে গেল
পরিপূরক ভাবে। এতকাল আমার মনে থাকা
রাজনৈতিককে ঘিরে সকল ভালো লাগাটা ক্রমশঃ
ধীরে ধীরে তিক্ততার রূপ নিয়ে নিল। তার কারণটা
অবশ্য আমাকে করা রিদ খানের অমানবিক

আচরণটাকে দায়ী করা যায়। তার বদৌলতে আজ রাজনৈতিককে ঘিরে আমার ধারণা বদলালো। মনে ভিষণ ভাবে ভারি খেল যারা রাজনৈতিক করে তাঁরা কখনো সভ্য জাতীর মধ্যে পরে না। সেক্ষেত্রে রিদ খানকে তার উদাহরণ হিসেবে দাড় করা যায়। লোকটা আসলেই অহংকারী। ক্ষমতার দাপটে দিন দুপুরে পাবলিক প্লেসে মানুষ মারতেও তার বিবেকে বাধে না। নম্রতা, ভদ্রতা, বলতে কোনো শব্দ নেই রিদ খানের মাঝে, বরং যা আছে সেটা হলো উগ্র, অহংকারী, বিবেকহীন নিচুস্তরের মনোসত্তা। যাদেকে সাধারণ মানুষ আর যায় হোক ভালোবাসা নয় বরং অপছন্দের লিস্টে প্রথমে ফেলে দেয়। সেক্ষেত্রে আমারও অনিহার ঘৃণার লিস্টে ছিল রিদ খানের নামটি প্রথমে। আজকাল আমার সাথে যতো খারাপটা হচ্ছে না কেন তার সবকিছুর পিছনে দায়ী ছিল শুধু মাত্র রিদ খান নামক লোকটি। হঠাৎ করেই আমার জীবনে চলে আসল। তারপরও থেকে আমার সুন্দর জীবনটা দিন দিন কেমন অগুছালো করে তুললো। এর শেষ কোথায় আমি নিজেও জানি না। তবে এই রিদের খানের আগমন আর চায় না আমার জীবনে।

আমি ভিষণ ভয়ভীত এই লোকটার বারবার
অনাকাঙ্ক্ষিত আগমন নিয়ে। যার শেষ আমি দেখছি
না কোথাও। কিন্তু আমার এর শেষ চায়। ভিষণ করে
চায়। আমার দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক ধ্যান ভাংলো হঠাৎই
বয়স্ক নার্সটির গম্ভীর কথায়। ‘দেখি উঠে দাঁড়ান
আপনি! আপনার কোমরের কাটা জায়গাটা ওয়াশ
করতে হবে।

কান্নার ভেজা চোখে নার্সের দিকে তাকালাম। উনার
কথায় যেন নিজের কোমরের ব্যথাটা মূহুর্তে আরও
জোড়ালো টনটন ব্যথা অনুভব করলাম। জুই আমার
হাত ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে করতে
বলল...

‘দেখি উঠ! গায়ের এপ্রোনটা খুলতে হবে।

নিশ্চুপ ভঙ্গিতে জুইয়ের সাহায্যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে
গিয়ে তীব্র কোমরের ব্যথায় কুঁকড়ে গেলাম তৎক্ষণাৎ!
জুইয়ের বাহু ধরে নুইয়ে গিয়ে আতনার্দের কেঁদে
উঠি। সত্যি বলতে ভিষণ ব্যথা পাচ্ছিলাম আমি।
আমার গায়ের সাদা ড্রেসটাতে এখানো ছুপছুপ রক্তের
দাগ লেগে আছে। এমনকি বুকে জড়ানো মাথার সাদা
হিজাবটাতেও রক্তে লাল হয়ে আছে। বয়স্ক নার্সটি

বিরক্তির নিয়ে আমার বাহু চেপে উনার সম্মুখে টেনে
দাঁড় করাল। আমি তখনো চোখ মুখ কুঁচকে ব্যথা সহ্য
করার চেষ্টা চালালাম। কিন্তু বয়স্ক নার্সটি পরপর দক্ষ
হাত চালিয়ে আমার এপ্রোনের বোতাম গুলো টেনে
খুলতে খুলতে বললো...‘ নাক টিপলে দুধ বের হবে
অথচ এই বয়সে বয়স্ফ্রেন্ড জুটাইছে রাজনৈতিক
লিডার। এখন তো শুধু কপাল আর কোমর ফাটাইছে,
দুই দিন যাক! তারপর দেখা যাবে আরও কি কি
ফাটায় লিডারে।

বয়স্ক নার্সটির কটাক্ষ কথায় মূহুর্তে কান্না থেমে গেল
আমার। বিষনে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালাম উনার
দিকে। মহিলা নার্সটিকে আমাকে খোঁচা মারল রিদ
খানকে নিয়ে? কিন্তু কেন? কি এমন করলাম আমি
যে রিদ খানকে আমার বয়স্ফ্রেন্ড মনে হলো উনার?
আমার বিষনের ঘোরের মধ্যে হঠাৎ আপত্তির মুখ
খুললো জুঁই। আমার পক্ষ ধরে বললো...

‘ তেমন কিছু না আন্টি। ওহ শুধু একটা দূর্ঘটনার
শিকার হয়েছে ব্যাস। এমনিতে আমাদের কারও সাথে
কোনো সম্পর্ক নেই।

জুইয়ের কথা যে বয়স্ক নার্সটির বিশ্বাস হলো না সেটা
উনার মুখ দেখেই ঠাহর করতে পারলাম আমি। কি
কারণে উনি আমার উপর সন্দেহরত তাও বুঝতে
পারছি না। তবে উনি নিজের বিরক্তি চেপে আমার গা
থেকে এপ্রোন, আর গলা থেকে হিজাবটা টেনে খুলে
জুইয়ের হাতে দিতে দিতে জুইকে কটাক্ষ করে
আমার উদ্দেশ্যে বলল...‘ কে কতোটা ধুয়া তুলসী
পাতা সেটা আমাকে বুঝাতে হবে না মেয়ে। আমার
মাথা চুল এমনই পাকা ধরেনি! বয়সেই গুণেই
পেকেছে। মন্ত্রীর ছেলের গাড়িতে আসা, ক্ষমতার
দাপটে হসপিটালের এতো হুলস্থূল পাকিয়ে বিশেষ
ট্রিটমেন্ট নেওয়া, এতো সবকিছু তো মানুষ এমনই
এমনই করে না, তাই না? তাছাড়া পুরুষ মানুষে দৃষ্টি
দেখলেই একজন নারী বুঝতে পারে তার মনে কি
আছে! সেক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞ চোখ ধুঁকা খাওয়া
নয়। তাই আমাকে মিথ্যা না বলে নিজের বোনকে
ঠিক করে ধরো, ওর কোমর ওয়াশ করতে হবে।
কথাটা বলতে বলতে নার্স মহিলাটি আমার কোমরের
জামাটা টেনে পেটের উপর তুলে আহত স্থানে তুলো
চেপে রক্তটা পরিষ্কার করতে লাগলো। কাটা জায়গায়

ব্যান্ডেজ করে দিয়ে পুনরায় জামাটা ঠিক করে দিল।
ব্যস্ত হাতে উনার যন্ত্রপাতি গোছাতে গোছাতে নিস্প্রভ
শান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। এবার আর উনার
দৃষ্টিতে বিরক্তি ছিল না তবে চেহারাটা বেশ শক্ত
রেখেই আমাকে উদ্দেশ্যে ফের বলল...‘ শোন মেয়ে!
তোমার বয়সী আমারও একটা মেয়ে ছিল। সেও
তোমার মতো ভুল করে কিশোরী বয়সে ছাত্র লীগের
লিডার সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পরেছিল,
বিনিময়ে আজ সে কবরে আছে। কিন্তু আমার মেয়ে
কেন, কিভাবে মরেছে সেটা এখন না বলি। তবে
তোমাকে এতোটুকুই সাবধান করছি রাজনৈতিক করা
ছেলেদের সাথে ভবিষ্যত কখনোই ভালো হয়না। তুমি
চাইলেও তাদের সাথে স্বাভাবিক জীবন পার করতে
পারবে না। কারণ এরা নিজেদের জীবনের নিশ্চয়তা
যেমন তোমাকে দিতে পারে না তেমনই নিজের
পরিবারেরও না। ভাগ্য ভালো থাকায় আজ তো তুমি
শুধু কপাল আর কোমর ফাটিয়ে হাসপিটালের এসেছো
কিন্তু পরের বার ভাগ্য তোমার সহায় না ও থাকতে
পারে। তাই সাবধান করছি মন্ত্রী ছেলের পিছন ছেড়ে
দাও নয়তো অকালে সবকিছু হারাবে। বয়স্ক নার্সটির

ভাসা ভাসা চোখে অশ্রু দেখলাম আমি। হয়তো মেয়ে হারানোর শোক ছিল তাতে। কিন্তু মুখের ভঙ্গিমা নিদারুণ শক্ত তেজস্কী। আমাকে কথা গুলো বলে ড্রেসিং করা রক্তের ভাটিটা হাতে তুলে নিয়ে গেল। আমি উনার যাওয়ার দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। নিষ্পাপ আমি কোনো কিছু না করেও সবসময় অপরাধী হয়ে যায়। এবারও তাই হলো। মন্ত্রী ছেলে মানে রিদ খানের সাথে আমার কি এমন ভাব দেখলো তারা যার জন্য মহিলাটি এতো বড়ো আদেশ বাণি শুনিয়ে গেল আমাকে সেটাই তো বুঝতে পারছি না আমি। হতভম্ব আমি অবাক চাহনী ঘুরিয়ে তাকালাম জুইয়ের দিকে। নার্সটির কথা আগা মাথা কিছুই ঢুকেনি আমার মাথায়। সবকিছু কেমন মাথার উপর দিয়ে গেল। তবে মনে মনে সন্দেহ হলো বেশ। নিশ্চিত আমার বেহুশ হওয়ার পর কিছু একটা হয়েছিল হাসপিটালের আমাকে ঘিরে। যার জন্য হয়তো নার্সটি ভুল বুঝে আমাকে রিদ খানের সাথে জড়িয়ে দিল। জুই হিজাবটা আমার বুকে ওড়নার মতো করে জড়িয়ে দিতে দিতে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল...‘তোকে আমরা রিদ খানের গাড়িতে করে

এনেছিলাম এখানে। উনার বডিগার্ড আসিফ ভাইয়া আমাদের হেল্প করেছিল তোকে হাসপিটালের আনতে। তবে এখানে এসে কিছু আপত্তিকর ঘটনা হয়েছিল তোকে ইমার্জেন্সি বোডে নিতে গিয়ে। এজন্য মূলত নার্সটি ভুল বুঝলো তোকে। এবার চল এখন বাসায় যায়!

জুইয়ের মুখে ‘আপত্তিকর ঘটনা’ শব্দটি আমার মনে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করলো কি এমন ঘটেছিল যে তিনি আমাকে রিদ খানের নামে সাথে জড়াচ্ছিল। জুই পাশ থেকে আমার কাঁধ জড়িয়ে রুম থেকে বের হতে চাইল। আমি কোমরের ব্যাথায় তখনো পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলাম ধীরে ধীরে। তবে আমার মনে কৌতূহলটা তখনো ছিল বেশ। সেটা দমাতে না পেরে প্রশ্ন করেই ফেললাম।

‘কি হয়েছিল? কোন সমস্যা?’

জুইয়ের কয়েক সেকেন্ড লাগলো আমার কথাটা বুঝতে। বুঝেই সম্মতি দিয়ে বললো...

‘হুমমম! হয়েছিল একটু!’

‘কেন?’

‘ নেতাদের কোলে চড়ে হসপিটালের দোতলায় আসলে যা হয় তাই-ই হয়েছিল। এই নিয়ে গুঞ্জনের মুখে পরেছিস তুই।

ভয়ানক ভাবে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায় আমি। বিষনে মাথা ঘুরে উঠলো আমার। হতভম্ব গলায় মৃদু চিৎকার করে উঠি তখনই...

‘ কিহহ?মায়ার হঠাৎ চিৎকারের খতমত খেয়ে উঠলো জুই। চমকে উঠা ভঙ্গিতে মায়াকে নিয়ে জুইয়ের পা থামল তক্ষুনি হসপিটালের করিডোরে। ইতস্তত জুই তৎক্ষণাৎ চোখ ঘুরাল আশেপাশে। চোখে পড়লো হসপিটালের যাতায়াতকারী মানুষের বাঁকা চোখ। তাদের মধ্যে একজন রিদ নিজেও ছিল। তবে তাঁর বাঁকা চোখ মায়ার উপর নয় বরং সরাসরিই তাকিয়ে ছিল মায়ার দিকে। কিন্তু হতবুদ্ধি মায়া তখনো বিষনের ঘোরে জুইয়ের দিকে তাকিয়ে। ইতস্তত জুই খানিকটা দ্বিধা নিয়ে চোখ ঘুরে মায়ার দিকে তাকাল। মায়ার কাঁধে হাতটা আরও একটু চেপে ধরে খুঁচিয়ে আঙুঠে করে বলল...

‘ কি করছিস? আঙুঠে কথা বল! আশেপাশে মানুষজন দেখছে তোকে। ধ্যানরত মায়া মনোযোগ তখনো

জুইয়ের দিকে। যেন অনেকটা শকটে আছে জুইয়ের
কথায় সে। রিদ খানের কোলে ছিল সে ভাবতেই যেন
আতঙ্ক চেয়ে যাচ্ছে মায়ার শরীর জুড়ে। তারপরও
জুইয়ের অনবরত খোঁচানিতে মায়া বাধ্য হলো ঘাড়
বাঁকিয়ে সামনে তাকাতে। ভাগ্যের ফেরে মায়ার
সেখানেও চোখাচোখি হয়ে গেল রিদের সাথে। মূলত
রিদও হসপিটালের করিডোরে দাঁড়িয়ে ছিল আসিফের
সাথে। যেখানে আসিফ রিদকে কিছু বলছিল আর রিদ
সেটা মনোযোগ সহকারে শুনছিল, হালকা কপাল
কুঁচকে মৃদু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিতে দিতে। মূলত
তাদের দুজনের মধ্যকার কথোপকথনে মধ্য মায়া
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠাতে মনোযোগ নষ্ট হয় রিদের।
অনেকটা বিরক্তি নিয়েই ঘাড় ঘুরাল আর দৃষ্টিতে
ভিড়লো মায়ার হতভম্ব চেহারাটা। কিন্তু কয়েক
সেকেন্ড যেতে না যেতেই রিদের সেই বিরক্তিকর দৃষ্টি
শিথিল হয়ে আসল মায়ার উপর। অনেকটা বিস্মিত
নিয়ে চোখ ঘুরাল মায়ার পা থেকে মাথা অবধি। এই
প্রথম মায়াকে খোলা চুলে দেখলো রিদ। নয়তো এই
নিয়ে তাদের যতবার দেখা হয়ছিল প্রতিবারই মায়াকে
হিজাব পরা অবস্থায় দেখেছে সে। আঘাত না পেলে

হয়তো আজও তেমনই দেখতো রিদ। তবে আজকের
অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে ঘিরে এই প্রথম রিদের চোখে
প্রদর্শিত হলো মায়া নিজে। বিষন্নয়ে থমকে যাওয়া
দৃষ্টি আবারও ঘুরাল রিদ মায়ার পা থেকে মাথা
অবধি। কলেজের সাদা ড্রেসের সাথে মায়ার মাথার
সাদা ব্যান্ডেজটিও যেন আজ চমৎকার দেখাল রিদের
চোখে। কিন্তু আতঙ্কিত মায়া রিদের সাথে চোখাচোখি
হতেই তৎক্ষণাৎ জুইয়ের বাহু টেনে নিজেকে আড়াল
করতে চাইল। জুইয়ের পিছনে লুকাতেই আবারও
চমকে উঠল জুই। কি হয়েছে? জানতে চেয়ে মায়াকে
সামনে আনতে চাইলে বাঁধা দেয় মায়া। ভয়ার্ত মুখে
জুইয়ের পিছন থেকে উঁকি মারতে আবারও
চোখাচোখি হয় রিদের শান্ত দৃষ্টির সাথে। ভয়ার্ত মায়া
আরও ভয়ার্ত হলো রিদের শান্ত দৃষ্টি ভিড়ে পরে।
তাই পিছনে থেকে জুইয়ের এপ্রোনটা শক্ত হাতে
চেপে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল ভয়ে। ক্রন্দন গলায়
বলতে থাকলো...‘ বাসায় যাব! আমি বাসায় যাব!
প্লিজ জুই আমাকে বাসায় নিয়ে চল। এই লোকটা!
এই লোকটা ভালো না। ভিষণ বাজে! আমার ভয় হয়
এই লোকটাকে দেখলে। এ...এই লোকটা আমাকে

আবার আঘাত করবে। প্লিজ জুই আমাকে বাঁচা-না
বোন। আমাকে নিয়ে চল না এখান থেকে, প্লিজ!!!

কথা গুলো শেষ করতে করতে মায়া আবারও ফুপিয়ে
কেঁদে উঠে রিদের ভয়ে। মায়ার হঠাৎ কান্নায় জুইও
থতমত খেয়ে যায়, এবং বুঝতে পারে মায়া এই
মূহুর্তে রিদকে ভিষণ ভয় পাচ্ছে। কিন্তু একটা
এক্সিডেন্টকে ঘিরে মায়ার হঠাৎ রিদকে এতোটা ভয়
পাওয়ার কারণটাও বুঝল না। আবার রিদের
অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে হসপিটালে উপস্থিত থাকাটাও
বুঝল না। মোট কথা কোনোটাই জুইয়ের মাথায়
দুকল না। তবে জুই মনে করেছিল ওদের
হসপিটালের দিয়ে রিদ হয়তো চলে যাবে কিন্তু এই
পযন্ত রিদের হসপিটালের উপস্থিত থাকাটা সত্যিই
জুইয়ের মাথায় আসল না। জুই ভাবলো রিদ কি
তাহলে এতক্ষণ ধরে ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল
এখানে নাকি নিজের আহত ছেলের জন্য দাঁড়িয়ে
ছিল কোনটা? ইতস্তত জুই আড়চোখে রিদের দিকে
তাকাতেই দেখল রিদের শান্ত দৃষ্টি আপাতত এদিকে
তাক করা। কেমন গম্ভীর আর নিশ্চুপ ভঙ্গিতে
তাকিয়ে রিদ। ইতস্তত জুই খানিকটা জড়সড় হয়ে

দাঁড়াল। জড়তা যেন আঠেপৃষ্ঠে কামড়ে ধরল জুইয়ের শরীর। তাই মায়াকে কিছু বলতে চেয়েও কণ্ঠ অবরোধ করলো জুইয়ের রিদের শান্ত দৃষ্টির অতলে। জড়তার জুইয়ের গলা দিয়ে একটা শব্দও বের করতে পারলো না বলে এক মূহুর্তে জন্য সেও অসহায় হলো। আধশোয়া অবস্থায় পিঠে বালিশ ঠেকিয়ে খাটে বসা আমি। ভিষণ যন্ত্রণায় কোমর টনটন করছে ব্যথায় যার তাড়নায় এখনো ঘুম নেই আমার। অর্ধরাত্রি হতে চলল। আমাদের অন্ধকার রুম জুড়ে তখনো আলোর অভাব। পাশেই জুই বেঘুরে ঘুমাচ্ছে বলে রুমের আলো জ্বালায়নি। কিন্তু আরিফ ভাইয়ার রেখে যাওয়া দ্বিতীয় ফোনটা আলোয় সবটা পরিষ্কার আমার চোখে। আমি ততক্ষণে বেশ কয়েকবার ফোন করে ফেলেছিলাম হাফেজ সাহেবের নাম্বারে। কিন্তু বরাবর ব্যর্থ হচ্ছিলাম উনাকে ফোন মিলাতে। বুক ভরা কষ্ট আর হতাশার দৃষ্টি ফেলে আবার কল লাগালাম হাফেজ সাহেবের ফোনে। জানি মধ্যরাতে কাউকে ফোন করাটা ব্যাড ম্যানাসের মধ্যে পরে! কিন্তু তারপরও অচেনা স্বামীটার জন্য আজকাল মনটা বড্ড পুরছে। ভিষণ মিস করছি তাঁকে। বিশেষ করে

আমার এতো অনুসন্ধানের পর যখন লোকটাকে
খোঁজে পাচ্ছি না তাই আগ্রহটা আরও বাড়ছে দিন
দিন অচেনা স্বামীকে খোঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। কে
সে? কি তার পরিচয়? বড্ড জানতে ইচ্ছে হয়
আমার। জীবনে কোনো দিন তার দেখা পাবো কিনা
তাও জানি না। শুধু জানি আমার তাঁকে চায় খুব করে
চায়। তাঁকে খোঁজে না পাওয়ার তৃষ্ণা আমাকে আরও
কাতর করে তুলছে। বুক ভারির দীর্ঘশ্বাস ফেলে
আবারও কল দিলাম হাফেজ সাহেবকে। বরাবরই
মতো অফ যাচ্ছে হাফেজ সাহেবের নাম্বার। তাই
ক্লান্তিতে কোলের উপর ফোনটা রেখে গা এলিয়ে
শুলাম খাটে। কপালের উপর একটা হাত রেখে
আবেশে চোখ বন্ধ করলাম। দুশ্চিন্তায় আহত মাথাটা
টনটন করছে তীব্র ব্যথায়। একদিকে নিজের অচেনা
স্বামীকে খোঁজ না পাওয়ার যন্ত্রণা যেমন আমাকে
ঘায়েল করছিল, ঠিক তেমনই আমার জীবনে হঠাৎ
রিদ খানের আগমনে মুড়িয়ে দিছিল অপমানের
ঘোরে। তার কণ্ঠিত আমাকে করা বারবার অপমান
গুলো আমার বেশ আত্মসম্মানে লাগছিল। আমার
ছোট্ট একটা জীবনে এতো অপমানিত কখনো হয়নি

যতোটা রিদ খান আমাকে বিগত দিনে করেছে। তার সাথে আমার কি শত্রুতা তা জানি না। তবে তার করা আজকে ব্যবহার ছিল চরম বিষাদের নেয়। আমাকে এতোটা আঘাত করে হসপিটালের পাঠিয়েও তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা দেখা গেল না। বরং অসন্তোষের কঠোর দৃষ্টি ছিল তার চেহারা আমার উপর। কি নিয়ে আমার সাথে এতোটা ক্ষুদ্ধ ছিল তাও জানি না। আর না জানতে চায়। যতবার ভাবি এই লোকটার সম্মুখীন হবো না ততবারই মুখোমুখি হতে হয় আমায়। সেকি ইচ্ছা করে আমার মুখোমুখি হয় নাকি সম্পূর্ণটায় কাকতালীয় তাও বুঝতে পারি না। মোট কথা আমি কিছু বুঝতে পারি না। শুধু মাথায় আসে কোনো কিছু ইচ্ছাকৃত হলে রিদ খান আর যায় হোক আমার সাথে বাজে ব্যবহার করতো না। বরং আপোষেই কথা বলতো। কিন্তু আমাদের মাঝে বিষয় গুলো অনিচ্ছাকৃত হওয়ায় হয়তো রিদ খান আমাকে মেনে নিতে পারছে না তার সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত দেখায়। কিন্তু আমিই বা কি করবো? লোকটার মুখোমুখি হওয়া পিছনে আমারও কোনো হাত নেই। সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত আমাদের পরপর দেখা গুলো।

হয়তো আমি চট্টগ্রাম থাকছি বলে রিদ খানের মুখোমুখি বারবার হতে হচ্ছে আমাকে। কিন্তু আমি যদি এই চট্টগ্রামে আর নাই বা থাকি তাহলে আমার সাথে রিদ খানের দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম এবার আপুর বিয়েতে বাসায় গেলে আর কখনোই ফিরবো না চট্টগ্রামে। যে করেই হোক কেঁদেবুটে নিজের বাড়িতেই থেকে যাব। আর আরিফ ভাইয়াকে বলবো আমাকে যেন চট্টগ্রাম থেকে ট্রান্সফার করে আশুগঞ্জের একটা কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়। তারপরও এই চট্টগ্রামে আর নয়। বিষাদ মনে উঠে বসলাম কোলের ফোনটা হাতে নিয়ে। গুমরে উঠা ফিলিংসে আর কিছুই ভালো লাগছে না। দুপুরে হসপিটাল থেকে বাসায় ফিরে এই পযন্ত বিছানায় বসে আমি। রুপালের ব্যান্ডজ কাল ছাড়াতে হবে। আরিফ ভাইয়া বাসায় নেই আমাদের বাড়িতে আশুগঞ্জ আছে আপুর বিয়ের জন্য। সেখানে নাকি আরও কয়েক দিন থাকবে তারজন্য আপাতত আমি আর জুই একাই বাসার মধ্যে ছিলাম। তবে যাওয়ার আগে আরিফ ভাইয়া আমাদের বাসার কাজের মহিলা স্বপ্না খালা বলেছে রাতে থাকতে। উনি উনার দশ

বহরের মেয়ে মরিয়মকে নিয়েই আছে আমাদের
সাথে। আমি এক পলক তাকালাম মেঝের দিকে,
আবছা আলোয় দেখলাম স্বপ্না খালা আর মরিয়ম
দুজনই ঘুমিয়ে। আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে হাতের
ফোন নিয়ে খালি পায়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে গেলাম
বারান্দায়। অন্ধকারময় আকাশটায় আজ চাঁদের দেখা
নেই। চাঁদ বিহীন আকাশেন নিগার নিষ্ক্রিয় ঘুটঘুটে
আঁধারের মেলা। আমি শূন্য দৃষ্টি আকাশে ফেলে
আবারও ফোন মিলালাম হাফেজ সাহেবের ফোনে।
জানি কলটা যাবে না। নাম্বারটা অফ বলবে!
তারপরও মনের ছটফটে কল দিতে থাকলাম হাফেজ
সাহেবের নাম্বারে যদি কোনো চমৎকার হয়ে যায় এই
আশায়। কিন্তু আমার চমৎকার আকাশে আজ
অন্ধকারে মেলা বলে এবারও আমি বিফল হলাম
হাফেজ সাহেবকে কল মিলাতে। টানা তিনদিনের জ্বরে
কলেজ- কোচিং সবকিছুই বন্ধ করল মায়ার। আহত
মাথা ব্যাণ্ডেজ ছাড়ল আরও একদিন আগে। আপাতত
কাটা জায়গা মলম লাগিয়ে কলেজের জন্য রেডি হচ্ছে
সে। আর কয়েক দিন বাদেই তো মায়ার বড় বোনের
বিয়ে, অবশ্যই লম্বা ছুটিতে থাকবে ওরা। তাই এই

মূহুর্তে কলেজ অফ করা মানেই নোটিশনামা আরিফের হাতে যাওয়া। যেটা মায়া আপাতত চায়ছে না। তাছাড়া অসুস্থতার ছাড়িয়ে এখন মায়া ঠিকঠাকই আছে। আরিফও আজ আশুগঞ্জ থেকে চট্টগ্রামে ফিরবে বিগত চারদিন পর। এখন আরিফ বাসায় এসেই যদি মায়াকে অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় পরে থাকতে দেখে তাহলে প্রশ্ন করবে না? মায়া অসুস্থ কেন? কি হয়েছে? এতো ব্যথা কিভাবে পেল? তখন মায়া কি উত্তর দিবে? উত্তর কি আছে নাকি মায়ার কাছে? না নেই তো! এজন্যই তো মায়া পালিয়ে বাঁচতে চাইছে আরিফ হতে। তাছাড়া একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে কি বা বলবে সে? রিদ খান নামক উগ্রবাদী লোকটা ইচ্ছাকৃত ভাবে মায়াকে আঘাত করেছে এটা বলবে? আরিফ কি বিশ্বাস করবে মায়ার এ কথা? অবশ্যই করবে না! বরং উল্টো মায়াকে ধমকাবে আর বলবে, রিদের সাথে মায়ার কি এমন শত্রুতা চলছে যার জন্য রিদ খানের মতো লোক নিজে মায়াকে জেনে-বুঝে এতোটা আঘাত করলো। এখন মায়া নিজেই জানে না রিদ খানের সাথে আসলে মায়ার কি নিয়ে এতো

শত্রুতামি। যেটা না জানে সেটা বলবে কিভাবে? মায়া
তো শুধু জানে রিদ খান শুরু থেকে মায়াকে পছন্দ
করে না। তাদের দেখা হলেই শুধু অকারণে মায়াকে
অপমান করে। বারবার করে! যার জন্য মায়ার খুব
আত্মসম্মানে লাগে। এজন্য মায়াও রিদ খানকে
একদমই পছন্দ করে না। মায়ার অপছন্দের লিস্টে
সর্বপ্রথম রিদ খানই আছে হুহু। দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক
চিন্তার মধ্যেই ধীর হাতে মাথায় হিজাব বাঁধল মায়া।
কলেজ ব্যাগে বই গুছিয়ে নিতে নিতে ততক্ষণে জুইও
মায়ার টিফিন বক্স গুছিয়ে মায়াকে নিয়ে ছুটল সদর
দরজা দিয়ে বাহিরে। বাহির থেকে দরজায় তালা
ঝুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামল চারতলা থেকে নিচে।
রাস্তায় যেতে যেতে দুজনই নেমে-যেমে একাকার।
বিরক্তি চাপিয়ে রিকশার জন্য অপেক্ষা করলো
অনেকক্ষণ। তারপরও একটা গাড়ির হুদিশ পেল না।
একটা সময় বিরক্তি নিয়েই বাধ্য হয়ে দুজন হাঁটা
ধরল কলেজের উদ্দেশ্যে। আজ অনেকটায় লেট হয়ে
গেছে দুজনের। এর মধ্যে ক্লাস টাইম অভার হতে
চললো। তাই প্রথম ঘন্টা না পেলেও দ্বিতীয় ঘন্টা ধরা
চায়। এদিকে টনটনে কোমরের ব্যথা নিয়েও মায়া পা

খুঁড়িয়ে পাক্কা বিশ মিনিট হাঁটার পরও যখন কোনো গাড়ির দেখা পেল না তখনই বিরক্তির কপাল কুঁচকায় জুই। অসুস্থ মায়াকে নিয়ে হাঁটতে ওরও সমস্যা হচ্ছিল বেশ। জুই হাঁটতে হাঁটতে বিরক্তির চোখে রাস্তার এপাশ ওপাশ দুইপাশে মাথা নাড়িয়ে দেখে নিয়ে তিক্ততা প্রকাশ করে বলল...‘ বালের গাড়ি! বিপদের সময় একটা গাড়িও পাওয়া যায় না। অন্য সময় হলে ‘আপা যাবেন’ আপা যাবেন’ বলে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ আজ দেখ! একটা গাড়িরও খবর নাই। ধুর বাল, ভালো লাগে না।

জুইয়ের কথায় ফুটপাথ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জুইয়ের উপর রাখল মায়া। কপালের ভ্রুর জোড়া হালকা উঁচিয়ে আর চোখে বেশ কৌতূহল। বেশ আগ্রহ নিয়ে মায়া প্রশ্ন করে জুইকে...

‘ বাল কি?

‘ বাল মানে জানোস না?

‘ না!

‘ মজা লস আমার সাথে?

‘ না!

‘ দেখ রিক্তা মেজাজ খারাপ করবি না। এমনই রাগ
উঠতেছে! বালের একটা গাড়িও পাচ্ছি না। তার উপর
আবার তোর কোমরে ব্যথা। আচ্ছা তোর কি বেশি
কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে? জুইয়ের চিন্তিত চেহারা দেখে মায়া
মিনমিন করে ঘাড় ঘুরিয়ে আশেপাশে তাকাল। সত্যি
বলতে ওর কোমর টনটন করছে গাঢ় ব্যথায়। হাঁটতে
কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় না পেয়ে চুপ করে রয়েছে
শুধু। এতক্ষণে বাসায় থাকলে নিশ্চিত মায়া চিল্লাচিল্লি
করে কাঁদত। খালি রাস্তায় জুইকে বিপদে ফেলতে
চাইছে না বলেই চুপ করে থাকা। কিন্তু জুই যেন
মায়ার ব্যাথাতুর লাল মুখটা দেখে ঠাহর করতে
পারলো মায়ার মনে অবস্থাটা। তারপরও নিরুপায়
জুই। কোথাও কোনো গাড়ির হদিশ নেই।
জনমানবহীন নির্জন রাস্তা। তারচেয়ে বেশি
আশ্চর্যজনক হলো সকাল সকাল পাবলিক রাস্তা খালি
দেখে। যে রাস্তায় সারাক্ষণ গাড়ি ভিড় লেগেই থাকে
সেই রাস্তায় হুট করে নিস্তর্র দেখে খানিকটা সন্দেহ
হলো জুইয়ের। রাস্তা ঘাটে হরতাল চলছে কিনা এই
বিষয়ে খানিকটা নিশ্চিত হতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
আশেপাশে তাকাল। হঠাৎই তক্ষুনি কানে আসল

কারও হাক ছেড়ে ডাকার শব্দ। জুই মায়া দুজনই চমকালো। ডাকে উৎস ধরে পিছন ঘুরতেই দেখল সিনিয়র ভাই রিফাত ডাকছে রাস্তার ওপাশ থেকে হাত নেড়ে ওদের। পরিচিত মুখ হওয়ায় দুজনেই থামল। মায়া খানিকটা ইতস্তত বোধ করে জুইয়ের শরীর ঘেঁষে দাঁড়াতেই চোখ উঁচিয়ে তাকাল জুই। মায়ার দ্বিধার কারণটি বুঝে চোখের ইশারায় আশ্বস্ত করলো' সে আছে বলে। রিফাত ততক্ষণে ওদের মুখোমুখি হতে হতে মায়ার দিকে প্রেমময় দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে জুইয়ের উদ্দেশ্য বলল...' কি ব্যাপার তোমরা এতোদিন কলেজে যাওনি কেন? শুনলাম মায়া নাকি সেদিন আঘাত পেয়েছিল রিদ ভাইয়ের ছেলের হাতে? আমি বাড়িতে ছিলাম না। ঢাকায় ছিলাম! খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছিলাম পরদিন কিন্তু তোমাদের দেখা পায়নি তিনদিন। এখন ভালো আছো মায়া?

রিফাতের অনবরত কথায় সুন্দর হাসে জুই। ছেলেটির চোখে মুখে ভাসে মায়ার জন্য ভালোবাসা। জুই সেটা বুঝতে পারে। তাই রিফাতের প্রশ্নে মায়া

জড়তায় পরলেও জুই অন্তত আন্তরিক সাথে উত্তর দিয়ে বলে...

‘ জ্বি ভাইয়া এখন ভালো আছে ওহ। গত তিনদিনে একদম ফিট এন্ড ফাইন হয়ে গেছে। এজন্যই তো কলেজে যাচ্ছে, দেখছেন না?

জুইয়ের কথায় কপালের চিত্তিত ভাজ শিথিল হয় রিফাতের। মায়ার জড়তার মুখটার দিকে আরও একবার চোখ বুলিয়ে জুইয়ের দিকে তাকাল, আর বলল...

‘ তোমরা আজ এই রাস্তা দিয়ে কলেজে যাচ্ছে কেন? এই রাস্তা তো বন্ধ! সামনে যে রাজনৈতিক সংগঠন হচ্ছে জানো না?দীর্ঘ সময়ের মাথায় ঘুরতে থাকা ফাঁকা রাস্তার রহস্য উন্মোচন হলো রিফাত কথায়। অনেকটা পথ হাঁটার বিরক্তিটা আবারও চেহারায়ে দেখা গেল। জুই বিরক্তি নিয়ে বলল...

‘ জানি না বলেই তো এসেছি। এখন কি করবো বলুন? এতদূর হেঁটে এসে আবার বাসায় ফিরে যাব? সামনেই তো আমাদের কলেজেটা কোনো ভাবে কি যাওয়া যাবে না? নাকি সমস্যা হবে কোনো?

চিত্তিত ভঙ্গিতে বলল রিফাত...

‘ সঠিক বলতে পারছি না। পুরো রাস্তা ব্লক! আচ্ছা চলো দেখি সামনে গিয়ে কি হয়। যদি কেউ বাঁধা দেয় তাহলে দেখা যাবে। আসো আমার সাথে।

রিফাতের সঙ্গে যাওয়া বিষয়ে মন্তু মায়া এবার নড়েচড়ে দাঁড়াল। হাল্কা দ্বিধায় পরে বলল....

‘ আপনিও যাবেন আমাদের সাথে?

মায়ার কথায় পূর্ণ দৃষ্টিতে মায়ার দিকে তাকাল রিফাত। অন্তত নরম গলায় বললো...

‘ হ্যাঁ! কেন কোনো সমস্যা? মুখে উত্তর করলো না মায়া। শুধু দ্বিধার মাথা নাড়িয়ে না বলল। মায়ার উত্তরে মুচকে হাসলো রিফাত। একত্রে তিনজন হাঁটা ধরলে রাকিবের চোখে ভাজলো মায়ার পা খুঁড়িয়ে হাঁটা বিষয়টি। বুঝতে পারলো এটা সেদিনকার দূর্ঘটনার ফলে। প্রেমিক পুরুষের মনটা হঠাৎ মোচর দিয়ে উঠে ব্যথায়। মায়ার পাশাপাশি হেঁটে অসুস্থতার কথাও জিগ্যেসা করলো বেশ করে। ইতস্তত মায়া শুধু হুম-হ্যা উত্তর করলো জুইয়ের একটা হাত চেপে ধরে রেখে। মায়ার সামান্য সহানুভূতিতে যেন রিফাতের মনে বিশাল প্রশান্তির অনুভব হলো। সেজন্য ঠোঁটে গাঢ় হাসি টেনে বাকিটা রাস্তা মায়ার পাশাপাশি

হাটলো রিফাত। কিন্তু কলেজ গেইটের কাছাকাছি আসতেই বাঁধার সম্মুখীন হলো তিনজন। বিপুল জনগণের ভিড়ে কলেজ যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পেল না। অসংখ্য মানুষের গমগমে পরিবেশ। পুলিশ, প্রশাসন, সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে মন্ত্রী মহোদয় নেহাল খানও সেখানে উপস্থিত ছিল। বাবার সঙ্গ দিয়ে রিদ দাঁড়িয়ে শুভ্র সাদা পাঞ্জাবিতে। ঘামন্ত মুখশ্রী লাল হয়ে আছে অতিষ্ঠে গরমে। তারপরও গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে বাপ-দাদার পাশে। রিদের পিছনে আরও অনেক নেতাকর্মী দাঁড়িয়ে। সবাই কি নিয়ে এতোবড় সংগঠনের আয়োজন করলো জানা নেই মায়ার। তবে চারপাশে উত্তেজিত পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে এটা কোনো সাধারণ সমাবেশ নয়। হৈ-হুল্লোড় এই উত্তেজিত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ বাহিনী থেকে শুরু করে ছাত্র লীগের ছেলেরা পযন্ত সেই সম্মেলনে পাহারা দাঁড়িয়ে। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে পুরো রাস্তা ব্লক করে ভিড় লেগে আছে পুলিশে জীপ থেকে শুরু করে অসংখ্য বাইক,কার, ট্রাক, সিএনজি আর অটোরিকশা। মায়ারা সেই সমাবেশের সামনেই আটকা পড়লো। রিফাত এগিয়ে গিয়ে পরিচিত

কয়েকজন ছেলেদের সাথে কথা বললো যাতে
মায়াদের যাওয়ার রাস্তা করে দেয়। বাঁধা না করে।
সম্মতি পেয়ে রিফাত মায়াদের নিয়ে রাস্তার পাশ
ঘেঁষে চললো কলেজের উদ্দেশ্যে। অসংখ্য মানুষের
ভিড়ে হওয়ায় রিফাত সেইফটির জন্য জুঁই আর
মায়ার হাত চেপে ধরলো নিজের দু'হাতে! কিন্তু
কয়েক কদম যেতেই ফের আটকাল পড়লো পুলিশে
কাছে। জুঁই মায়া তখনো ভয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে
রিফাতের হাত ধরে। ভয়ার্ত মায়া যখন ভয়ে আড়ষ্ট
হয়ে চারপাশে ভীতু চোখ ঘুরাচ্ছিল তখনই চোখাচোখি
হয় মঞ্চের দাঁড়িয়ে থাকা রিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সাথে।
ভয়ার্ত মায়া আরও ভয়ার্ত হলো। ফের রিদের সাথে
মুখোমুখি হবে কালক্ষণে ভাবিনি। তাই ভয়ার্ত মায়া
রিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আড়াল হতে তৎক্ষণাৎ রিফাত
পিছনে লুকিয়ে পড়লো নিজেকে আড়াল করে। মায়ার
হঠাৎ কাণ্ডে গম্ভীর রিদকে আরও গম্ভীর দেখাল। তাঁর
কুঞ্জিত ললাটের ভাঁজ আরও গাঢ় হলো। ঘাড় ঘুরিয়ে
তাকাল আসিফের দিকে। চোখের ইশারায় কিছু
একটা বলতেই তৎক্ষণাৎ মঞ্চ ছাড়ল আসিফ। দ্রুত
পথে এগিয়ে আসল মায়াদের কাছে। পুলিশের সাথে

কথা বলে মায়াদের যাওয়া রাস্তা করে দিল। এবং নিজ দায়িত্ব নিয়ে কলেজ গেইট পযন্ত এগিয়ে দিল। মায়া বা রিদ কেউ আর কারও দিকে তাকাল না। যার যার মতোই রইল। কিন্তু যখন মায়া কলেজ গেইট পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো তখনই পিছন ডাকল আসিফ। মায়া পিছন ঘুরতেই অন্তত বিনীত সহিত আসিফ একটা গোল প্যাকেট এগিয়ে দিতে দিতে বললো...‘ এটা আপনার।

মায়া বুঝল না আসিফের কথার মানে। তাই প্যাকেটের এদিকে তাকিয়ে ফের আসিফের উদ্দেশ্য শুধিয়ে বললো...

‘ আমার মানে?

‘ জ্বিই! ভাই পাঠিয়ে এটা আপনাকে দিতে। হয়তো আপনার কিছু হবে আমি চেক করিনি। আপনি পরে চেক করে নিবেন। এখন ধরুন।

আসিফের সহজ সরল কথায় মায়া ভিষণ ভাবে চমকায়। রিদ খানের মতো মানুষ মায়াকে ভালো কিছু দিবে এটা হতেই পারে না। মায়ার ধারণা আসিফের হাতে এই ছোট খামের প্যাকেটটিতেও এমন কিছু আছে যেটা মায়াকে ফের অপমানিত করবে। মায়া

আসিফের হাতের প্যাকেটটি নিল না। উল্টো কড়া গলায় নিষেধ করে পালিয়ে গেল কলেজে। আসিফ পিছন ডেকেছিল বেশ কয়েকবার কিন্তু মায়া সারা দেয়নি এজন্য ব্যথা হয়ে খামটি নিয়ে ফিরল রিদের কাছে। আসিফ রয়েসয়ে সবটায় রিদকে জানাল মায়ার নাহুচ করার বিষয়টি নিয়ে। মঞ্চ দাঁড়িয়ে থাকা গম্ভীর রিদ তখনো কিছু বললো না, আর না তাঁর ভাবমূর্তি পরিবর্তন হলো। শুধু গম্ভীর মুখের রিদের চোয়াল শক্ত দেখাল তৎক্ষণাৎ। অতি রাগ চেপে রাখার প্রয়াসে তার গম্ভীর চোখ দু'টো খানিকটা লালভম্বর দেখাল। শক্ত চোয়ালে সামনে তাকাতে তাকাতে আসিফের উদ্দেশ্য বলল...

‘তোর বেয়াদব ভাবির খোঁজ পেয়েছিস?’

‘না ভাই!’

‘হাফেজ সাহেবকে বল আমার সাথে দেখা করতে।’

‘জ্বিই ভাই! পরপর তিনদিন মায়া সাথে রিদের মুখোমুখি হতে হতেও হয়নি। কারণ ভয়াত মায়া বরাবরই রিদকে এরিয়ে পালিয়ে গেছে। একদিক থেকে রিদ আসলে অন্যদিক থেকে মায়া পালিয়ে বাঁচে। এমন না যে রিদ মায়ার সাথে দেখা করতে

আসতো। সে মূলত নিজের কাজেই আসত। কিন্তু তারপরও মায়া পালিয়ে বাঁচতো। রিদের বিগত কয়েক দিন বাবার সঙ্গ দিয়ে চট্টগ্রামে থাকায় মায়ার মুখোমুখি বেশ কয়েকবারই হয়েছিল কিন্তু প্রতিবারই রিদের মায়াকে দেখার আগে মায়া পালিয়ে গেছে অন্যথায়। যাতে রিদের চোখে না পড়ে। এজন্য মূল্যে দুজনের দেখা আর হয়নি। তবে রিদ যখন নিজের কাজে ঢাকা চলে আসে তখন মায়াও বড় বোনের বিয়ে জন্য বাড়িতে চলে যায়। দুজনের দেখা না হওয়ার পিছনে মায়ার দিন দিব্যি যাচ্ছিল। বড়বোনের বিয়ের জন্য দুম বাদিয়ে কেনাকাটা করতে লাগল কিন্তু মাঝখানে দিয়ে একদিন সকল বান্ধবী মিলে আবারও নরশিন্দীর উদ্দেশ্য গেল মায়ার অচেনা স্বামীকে খুঁজতে। ব্যর্থ হলো! কিন্তু বিপত্তি বাজল সেখানেই। ঝামেলা মাঝে আরও ঝামেলা সৃষ্টি হলো। এলোমেলো জীবনের ডোর আর অগোছালো হলো। ভুলবুঝির রেশ বাড়ল ভয় কমলো না। রিদ মায়া মুখোমুখি হওয়ার থেকে আরও দূরত্ব বাড়ল। রিদের মুখোমুখিতে জড়সড় অবস্থায় বসে হাফেজ সাহেব। রিদ খান মতো মানুষের বারবার মুখোমুখি হওয়া

চারটে খানিক কথা নয়। যেখানে উনি নিজে অপরাধী
সেখানে উনার ভয়টাও বেশি। এই মূহুর্তে হাফেজ
সাহেব তাই-ই পাচ্ছে। ক্ষমতাসীন দাপটের লোক রিদ
খান। নাম-দামে পরিচয়ে বেশ প্রভাবশালী সে। এমন
লোকের সাথে উনার মতো সাধারণ মানুষের টক্কর
নেওয়াটা কতোটা অন্যায় হয়েছে সেটা তিনি বিগত
মাস ধরে হারে হারে টের পাচ্ছেন। তাছাড়া প্রথম
বার তিনি যখন রিদ খানের মুখোমুখি হয়েছিল তখন
বেশ অপদস্তক হয়েছিল উনাদের করা কর্মের জন্য।
এরপর থেকে হাফেজ সাহেবের প্রতিটা দিনই ভয়ে
কাটে এই ভেবে না জানি আবার কবে হামলে পরে
রিদ খান নামক আতঙ্ক। হাফেজ সাহেব বুঝতে
পারছেন দেড় বছর আগে সেদিন রাতে উনারা ভুল
করেছিল রিদ খানের বিয়ে ঐ অপরিচিত মেয়েটির
সাথে দিয়ে। কিন্তু উনার বাবাও বা কি করতো
দু'জনের অবস্থায়ই এমন ছিল যে, যেকেউ দুজনকে
একসঙ্গে ঐ অবস্থায় দেখলে ভাবতো তারা দুজন
নষ্টামি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা খেয়ে
পালিয়েছে আহত হয়ে। যেমন ভুলের জন্য হাফেজ
সাহেবের বাবা বিয়ে দিয়েছিল দু'জনের। তিনি মনে

করে ছিল অপরিচিত মেয়েটি রিদ খানের গার্লফ্রেন্ড
হয়তো। কিন্তু কে জানতো তারা কেউ পূর্ব পরিচিত
নয়। উনাদের ভুলের জন্য আজ উনি বেশ অনুতপ্ত।
রিদের কাছে বেশ কয়েক বার মাফ চেয়েছিল এই
নিয়ে, কিন্তু রিদ মাফ করেনি। বরং উল্টো উনাকে
ভ্রমকি স্বরূপ বলেছে, ‘ তার বউ চায়। হয় রিদ
খানের বউ খোঁজে এনে দিতে নাহয় হাফেজ
সাহেবের রক্ষা ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ পযন্ত রিদ
খান তার বউকে খোঁজে পাচ্ছে। চক্রের ভেড়া জ্বালে
ফেঁসে গেছেন তিনি। ভালো করতে গিয়ে উল্টো
খারাপ হলো। এবার রিদ খানের বউকে কোথায়
খুজবে কে জানে! নাম-ঠিকানা কিছুই জানা নেই
উনার মেয়েটির। তারপর আবার ঐ রাতের দেখা
একটু করে মেয়েটির চেহারাটাও ভুলে গেছেন তিনি।
অসহায় হাফেজ সাহেবের শেষ রক্ষা আর হচ্ছে না
রিদ খানের হাত থেকে। যে মেয়ে বিয়ে করেই অসুস্থ
স্বামীকে রেখে পালিয়ে যায়, সে মেয়ে আর যায় হোক
না কেন কখনোই রিদ খানের কাছে সেচ্ছায় ধরা
দিবে না এতোটা নিশ্চিত। এবার অপরিচিত মেয়েটি
যদি সেচ্ছায় স্বামীর খোঁজ না করে তাহলে তাঁকে

পাওয়া অনিশ্চিত। এমন হলে তো রিদ খান তার বউকে ইহকালেও খোঁজে পাবে না। আর না উনার শেষ রক্ষা হবে। অসহায় হাফেজ সাহেবের ভিতর মুচড়ে উঠে এলোমেলো চিন্তার ভয়ে। রিদের ভয়ানক হুমকিতে আতঙ্কে আছেন উনি। কি করে রিদ খানের লুকায়িত বউকে খোঁজে বের করা যায় সেই চিন্তায় চিন্তায় বিগত মাস ধরে বাসায় যায় না। বাড়িতেও ঠিকঠাক ফোন করে কথা বলে না। রাজশাহী থাকছে নিজের আম বাগানে। এমনকি হাফেজ সাহেবের ফোনটাও চুরি হয়ে গেছে রিদের বাসায় আসার প্রথম দিনই। কিন্তু চিন্তায় চিন্তায় এখনো নিজের জন্য একটা ফোন কেনা হয়নি উনার আর না রেজিস্ট্রার করা সিমটা উঠানোর হয়েছে। অফিসের ফোন দিয়েই একটু আধটু কথা বলে বাসায় ব্যাস এতটুকুই। কিন্তু এখন আবার কেন রিদ খান দ্বিতীয় বারের মতোন উনাকে ডেকেছেন সেটাও উনি বুঝতে পারছেন। আর সেজন্যই উনি এতোটা ভয়ে আছেন এই নিয়ে যদি রিদ খান নিজের বউকে খোঁজে পাওয়ার কথা জানতে চায় উনার কাছে তাহলে উনি কি উত্তর দিবে? কোথায় থেকে খোঁজে আনবে রিদ খানের লুকায়িত

বউকে? এমন পরিচয়হীন বউকে খোঁজে পাওয়া
আদৌ সম্ভব কারও পক্ষে? ভিষণ বাজে ভাবে ফেঁসে
গেছেন হাফেজ সাহেব। সেই চিন্তায় এসির নিচে
বসেও ঘাম ঝড়ছে কার্নিশ বেয়ে। রিদ উনার সামনেই
বসে। বেশ শান্ত আর গম্ভীর। হাফেজ সাহেবকে
ঘামতে দেখে সোজা হয়ে বসল। টি-টেবিলে উপর
কফির মগটা হাল্কা হাতে হাফেজ সাহেবের দিকে
এগিয়ে দিতে দিতে বলল...‘ রিলেক্স হাফেজ সাহেব!
ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি কিছু করছি? করি নাই তো!
আপাতত আপনাকে কিছু করার ইচ্ছেও নেই আমার।
তবে বউকে খোঁজে না পেলে অবশ্যই করবো। রক্ষা
নেই! নিন এবার কফিটা খান। আর মনোযোগ দিয়ে
আমার কথা শুনুন। কিছু প্রশ্ন করবো ঠিকঠাক উত্তর
দিবেন। তারপর কপাল ভালো থাকলে সুস্থ সবল
বাসায় ফিরবেন আর নয়তো আপনি আর ভাগ্য যা
আছে তাই।

রিদের হেয়ালি কথায় হাফেজ সাহেবের ভয় আরও
জোড়ালো হলো এমন ভয়ানক হুমকিতে উনার গায়ের
পশম কাটা দিয়ে উঠল। জড়সড় অবস্থায় বসে
থেকেও মৃদু কম্পন দেখা গেল উনার পায়ে। শুকনো

গলা হা হা করে করল তৃষ্ণার তুপে তৎক্ষণাৎ। তিনি
ঠোঁট নাড়িয়ে কিছু বলতে গিয়েও গলা চেপে আসল
অদৃশ্য ভয়ে। রিদ হাত বাড়িয়ে কফির মগটা এগিয়ে
দিয়ে পুনরায় গা এলিয়ে সোফায় বসতে বসতে
হাফেজ সাহেবের কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করার
মতো হতাশ গলায় বলে...‘ বুঝলেন হাফেজ সাহেব
বেয়াদব বউয়ের চক্রে ফেঁসে গেছি আমি। না তাঁকে
হাতে পাচ্ছি আর না শান্তিতে থাকতে পারছি।
এমনকি শান্তিতে ঘুমাতেও পারছি না প্রচুর ডিস্টার্ব
করে স্বপ্নে। আচ্ছা আপনিই বলুন এমন ডিস্টার্বের
বউ কি কারও হয়? আপনার বউ কি আপনাকে
ডিস্টার্ব করে? আমার বউয়ের মতো বেয়াদব মহিলা?
রিদের হতাশতায় বিস্মিত হাফেজ সাহেব। শত্রুপোক্ত
রিদ খানও যে কারও জন্য এতোটা ছটফট করতে
পারে সেটা তিনি আজ নিজের চোখে দেখলো। এতো
হুলুস্থুল করে কেন রিদ খানের বউকে চায় এবার
তিনি বুঝতে পারছেন। তারপর মুখে কিছু বললেন না
রিদের ভয়ে। শুধু রিদের কথার অসম্মতি দিয়ে মাথা
নাড়িয়ে না বুঝার যার অর্থ উনার বউ বেয়াদব নয়
রিদের বউয়ের মতোন। হাফেজ সাহেবের সম্মতিতে

রিদের হেয়ালিপনা আরও বাড়ল। দায়সারা গলায় বলল...

‘এজন্য তো বেয়াদব বউকে লাগবে আমার। স্বামীর দায়িত্ব পালন করবো বউ পিঠিয়ে সভ্য বানাব। আপনি বরং ঝটপট আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিন। জড়সড় অবস্থায় কোনো রকম উত্তর করল হাফেজ সাহেব, বলল...

‘জ্বি!!‘গুড! তো সোজা কথায় আসি। আপনারা যে মেয়েটির সাথে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন মানে আমার বউ! তার কাছে কি কোনো রকম ফোন দেখেছিলেন সেদিন রাতে?? বা কারও নাম শুনেছেন মেয়েটির মুখে???

রিদের প্রশ্নে তৎক্ষণাৎ উত্তর করলো না হাফেজ সাহেব। বরং কপাল কুঁচকে সময় নিয়ে চিন্তা করলো সেদিন রাগে মেয়েটির কাছে তারা কোনো ফোন দেখেছিল কিনা? উনার যতটুকু মনে পরে মেয়েটির কাছে কোনো ফোন ছিল না বরং উল্টো মেয়েটির উনার কাছে ফোনের জন্য সাহায্য চেয়েছিল কোথাও ফোন করতে। তবে মেয়েটির মুখে কারও নাম শুনেনি

তিনি। হাফেজ সাহেব সময় নিয়ে অনেকটা ভেবে মনে করতে চেয়ে রিদের প্রশ্নের উত্তরের বললো...

‘না স্যার। মেয়েটির কাছে কোনো ফোন ছিল না আর না কারও নাম শুনেছি। বরং মেয়েটি আমার ও আমার স্ত্রী কাছে ফোনের জন্য সাহায্য চেয়েছিল কোথাও ফোন করতে। খুব সম্ভবত নিজের পরিবারের কাছে হবে।’ আপনারা ফোন দিয়েছিলেন???

‘জ্বি!!

অধৈর্যের নেয় রিদ শুধালো...

‘মেয়েটি কোথায় ফোন দিয়েছিল শুনেছেন কিছু।

‘না স্যার! আমি বলতে পারবো না কিছু। আমার ওয়াইফ মেয়েটিকে আমার ফোন দিয়েছিল বাসায় ফোন করতে এবার আমি বলতে পারবো না মেয়েটি সেদিন ফোন দিয়েছিল কিনা?

হাফেজ সাহেবের কথায় তৎক্ষণাৎ কিছুই বললো না রিদ। বরং ধীরেই রিদকে গম্ভীর থেকে আরও গম্ভীর দেখাল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে গম্ভীর গলায় বলল...

‘আপনার ফোনটা আমাকে দেন।

রিদের গম্ভীর কথায় কাচুমাচু করে হাফেজ সাহেব বলল...

‘ আসলে স্যার আমার ফোনটা চুরি হয়ে গেছে
আপনার বাড়িতে প্রথম দিন আসতে গিয়ে। এরপর
আর নতুন ফোন কেনা হয়নি। আমার সিমটাও
উঠানো হয়নি। এজন্য ফোনটা আপাতত আমার কাছে
নেই। হাফেজ সাহেবের কথায় তৎক্ষণাৎ বিরক্তি ভাজ
পরলো রিদের কপালে। একটার পর একটা ঝামেলা
লেগেই যাচ্ছে। কিছুতে সহজ হচ্ছে না বউকে খোঁজা।
বিরক্তি নিয়েই রিদ গলা উঁচিয়ে হাক ছেড়ে আসিফকে
ডাকল। বাহিরেই ছিল আসিফ, হঠাৎই রিদের হাক
ছাড়া ডাকায় তৎক্ষণাৎ দৌড়ে আসল সে। হাফেজ
সাহেব রিদকে আসিফকে ডাকতে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে
যায়। এক মূহুর্তের জন্য তিনি মনে করেছিল এই
বুঝি রিদ আসিফকে ডাকছে উনাকে বন্দী করার
জন্য। কিন্তু রিদ তেমন কিছুই করলো না। বরং
আসিফ আসতেই রিদ নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খাঁটিয়ে
বলল...

‘ আসিফ! হাফেজ সাহেবকে নিয়ে যা তোর সাথে।
প্রথমে উনার রেজিস্ট্রার সিমটা উঠাবি। তারপর
২০১৭ সালের নভেম্বর ২ তারিখ থেকে ৩ তারিখের
সকল কল রেকর্ড বের করবি সিম অফিস থেকে।

এরপর সময় ধরে নভেম্বরের ২ তারিখ রাত নয়টা পর থেকে নভেম্বরের ৩ তারিখ সকাল ছয়টার পযন্ত, বিগত দশঘন্টার যতো গুলো কল লিস্টে থাকবে সবগুলোর একটা তালিকা করবি। কারণ আমরা হাফেজ সাহেবের বাসায় রাত নয়টার পরে উঠেছিলাম, আর তোর ভাবি আমাকে রেখে পালিয়ে ছিল খুব সম্ভবত সকাল পাঁচটা আগে। মেয়েটি অপরিচিত এলাকায় একাতো পালাতে সাহস করবে না তাই নিশ্চয়ই কেউ নিতে এসেছিল যাকে তোর ভাবি সেরাতে ফোন করে বলেছিল নিতে আসতে। এবার তার নাম্বারও অবশ্যই থাকবে কল লিস্টে। এজন্য আমার শুধু ঐরাতের কল রেকর্ডটা চায়। তুই সেরাতের লিস্টে থাকা নাম্বার গুলোতে একটা একটা করে সবাইকে কল দিয়ে জিগ্যেসা করবি রিত্তা ইসলাম মায়া আছে কিনা? যদি পরিবারের কেউ হয় তাহলে অবশ্য বলবে আছে। আরেকটা কথা লিস্টে যদি কোনো সন্দেহজনক নাম্বার দেখিস যে একই নাম্বার থেকে বেশ কয়েক বার কল আসা-যাওয়া করেছে এমন তাহলে অবশ্যই সেটা আমাকে জানাবি, আমি নিজে কল দিব। মনে থাকবে?’ জ্বি ভাই!

আসিফ তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে তাকাল হাফেজ সাহেবের দিকে।

‘আপনি আমার সাথে আসুন!

বিস্মিত হাফেজ সাহেব ঘোর ভাঙ্গলো আসিফের ডাকে। তিনি বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে ছিল রিদের দিকে। রিদ খানের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পর্কে এতোদিন মানুষের কাছে শুনে এসেছে আজ নিজের চোখে দেখল। হাফেজ সাহেবের তো কখনো মাথায় আসেনি, যে এমন ভাবেও কাউকে খোঁজা যায় সেটি। হাফেজ সাহেব কিছুটা আশ্বস্ত হলো এই ভেবে যে এবার হয়তো মেয়েটির আসল পরিচয় পাওয়া যাবে অবশেষে। যদি মেয়েটি সেরাতে কোথাও ফোন করে থাকে তাহলে অবশ্যই কল লিস্টে থাকবে। আর এতে হাফেজ সাহেব ও রক্ষা পাবে রিদ খানের কবল হতে। কিন্তু অপরিচিত মেয়েটির জন্য বেশ মায়া হলো উনার। আহা বেচারি এখনো জানেই না সে কার হাতে পরেছে। রিদ খান যা মানুষ এই জীবনেও রক্ষা দিবে না মেয়েটিকে। এতো হুলুস্থূল পাকিয়ে বউকে খোঁজে সহজে ছেড়ে দিবে এটা চিন্তা করাও ভুল। অবশ্যই রিদ খান নিজের কাছে রাখার জন্যই এতো

অধৈর্য হয়ে বউকে খোঁজছে। তবে আল্লাহ মেয়েটির
সহায় হোক। অন্তত রিদ খানকে সারাজীবন হজম
করার মতো ধৈর্য দান করুক আমিন। হাফেজ সাহেব
আসিফের পিছন যেতে যেতে মনে মনে বেশ করে
দোয়া করলো রিদের অপরিচিত বউয়ের জন্য। সকল
তথ্য যোগাড় করতে করতে রাত একটার উর্ধ্বে গেল
সময়। হাফেজ সাহেবের সিমের কল রেকর্ডের লিস্ট
এখন আসিফের হাতে। সেটাই মূলত রিদকে দেওয়ার
জন্যই রিদের বাড়িতে ঢুকলো আসিফ। সারাদিন এই
বিষয়ে তথ্য যোগাড় করতে করতে সময় পার হলো
তার। তারপরও বিন্দুমাত্র বিরক্তির রেশ দেখা গেল
না আসিফের চেহারায়ে। বরং রিদের দেওয়া কাজ
গুলো ঠিকঠাক করতে পেরে সন্তুষ্ট সে। হাতে থাকা
কল লিস্টের কাগজটায় পরপর কয়েকবার চোখ
বুলাল আসিফ। রিদের কথা মতো ২ তারিখ থেকে ৩
তারিখের রাত থেকে সকাল অবধি, সকল কল
রেকর্ডের লিস্ট বের করলো সর্বমোট বিশটার মতো।
যার মধ্যে চারটা ছিল হাফেজ সাহেবের অফিস কল।
দুটো ছিল পারিবারিক কল! বাকি দুটো ছিল
আসিফের নাম্বার দেওয়া রিদের কল, যেটা রিদ ৩

তারিখ সকাল বেলা সাতটার দিকে করেছিল ওকে। কিন্তু বাকি বারোটা কলই ছিল একই নাম্বার থেকে আদান-প্রদান করা। তাও রাত তিনটা থেকে ভোর পাঁচ পযন্ত করা সবগুলো। আসিফের যদি খুব বেশি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে এই নাম্বারের অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যাবে তার রিদ ভাইয়ের হারিয়ে যাওয়া বউকে। নিশ্চয়ই মেয়েটি তার কোনো আপনজনদের ফোন করেছিল এই নাম্বার থেকে এমনটাই আসিফের ধারণা। আর এজন্যই আসিফ সন্দেহ ভাজক নাম্বার দেখে রিদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ রিদ ভাই বলেছিল তাকে কোনো নাম্বারে সন্দেহ থাকলে নিয়ে যেতে তার কাছে রিদ নিজে কল করবে সেই নাম্বারে। আর লিস্টে থাকা বাকি নাম্বার গুলোতে আসিফ নিজের কল করে সকল তথ্য যোগাড় করেছে। ভালোভাবেই করেছে। সেই নাম্বার গুলোর মধ্যে কেউই ‘রিজ্জা ইসলাম মায়া’ নামে কোনো মেয়েকে চিনে না। এটাও শিওর হয়েছে আসিফ। ‘ভাই!

কাজে বিঘ্ন ঘটায় মোটা ফাইলের উপর থেকে হাল্কা কপাল কুঁচকে চোখ তুলে আসিফের দিকে তাকায়

রিদ। তখনই চোখ পরলো আসিফের ক্লান্ত মুখখানা।
এতো রাতে হঠাৎ আসিফের উপস্থিতিটা তখনো বুঝল
না রিদ। তাই হাল্কা কপাল কুঁচকে তাকিয়েই থাকল
আসিফের দিকে জিগেসু দৃষ্টিতে। আসিফ রিদের
দৃষ্টির মানে বুঝতে পেরে আশ্চর্য করে হাতে থাকা কল
লিস্টের কাগজটা রিদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে
বলল...

‘ ভাই আপনার কথা মতো এখানে হাফেজ সাহেব
কল রেকর্ড আছে সেদিন রাতের। আপনি একটু চেক
করে নিন।

রিদের কুঞ্জিত কপালের ভাজ শিথিল হলো মুহূর্তেই।
বুঝতে পারলো আসিফের হঠাৎ মধ্যরাতে আগমনের
কারণটা। রিদ মুখে কিছু বললো না। আর না বিরক্তি
প্রকাশ করলো। শুধু গম্ভীর হাত বাড়িয়ে কাগজ দুটো
নিল নিজের কাছে। কালো গুটি অক্ষরে প্রিন্ট করা
নাম্বার গুলোতে চোখ বুলাতেই আসিফ পুনরায় বলে
উঠে...

‘ ভাই এখানে টোটাল বিশটা নাম্বারের মতোন আছে
সেদিন রাতের। চারটা হাফেজ সাহেবের অফিস কল
ছিল। দুটো পারিবারিক কল। আর লাস্ট দুটো কল

আপনি আমার নাম্বারে করেছিলেন। আমি সবগুলো নাম্বারেই ফোন করে শিওর হয়েছি, শুধু একটা নাম্বার ছাড়া। কল লিস্টে পরপর বারোটা কল রেকর্ড আছে একই নাম্বার থেকে, তাও রাত তিনটা থেকে ভোর পাঁচ সময়ের করা সেগুলো। আমার মনে হয় কি ভাই! এই নাম্বারেই সেদিন রাতে হয়তো ভাবি ফোন করেছিল কাউকে। আপনি এই নাম্বারে কল করলে হয়তো ভাবির খোঁজ পাওয়া যেতে পা...

আসিফের কথা শেষ করার আগে গম্ভীর গলায় আওয়াজ তুললো রিদ। শক্ত গলায় বললো...‘ তোর ফোন দে!

‘ জ্বি ভাই! নিন

হাতের ফোনটি তৎক্ষণাৎ রিদের দিকে এগিয়ে দিল আসিফ। ফোন হাতে পেয়েই যেন রিদের গম্ভীরতা আরও বাড়লো। গম্ভীর রিদকে দেখেও আসিফ বুঝতে পারলো না তার মনে অবস্থা। রিদ অনেকটা শান্ত ভঙ্গিতে কল লাগালো কল লিস্টে থাকে সেই সন্দেহপূর্ণ নাম্বারটিতে। অল্প সময়ের মধ্যেই শুনা গেল মেয়েলি সুন্দর কণ্ঠে। ‘ এই মূহুর্তে আপনার কাঙ্ক্ষিত নাম্বারে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না,

অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণ পরে আবার চেষ্টা করুন
ধন্যবাদ! the number is dial can not...

এতটুকু বলতেই অধৈর্য্যে নেয় কল কেটে দেয় রিদ।
শান্ত থাকা ফেইসটা খিঁচে মেজাজ চড়ে উঠে
তৎক্ষণাৎ। বিরক্তির রাগ নিয়ে অধৈর্য হাতে পুনরায়
কল লাগায় একই নাম্বারে। কিন্তু এবারও সেইম
কথাটায় বললো ফোনের ওপাশে মেয়েটি। রিদ
মেজাজ হারালো রাগে। তাই খিঁচে ঠাস করে ফোনটি
সামনে টি-টেবিলে উপর ছুড়ে মারতে মারতে বলল...‘
আই সোয়ার আসিফ! তোর বেয়াদব ভাবিকে খোঁজে
ফেলে আমি তাঁকে আরও দুটো খপ্পড় বেশি মারবো,
আমাকে এতো হেনস্ত করার দায়ে। আমার ধৈর্যের
পরীক্ষা নিচ্ছে সে! বেয়াদব বউ কোথাকার!

কথা গুলো রাগের মাথায় বলেই রি রি করে উঠে
দাঁড়াল মেজাজে। শান্ত থাকা মানুষটা যেন হুট করেই
অশান্ত হয়ে উঠলো শেষ আশার আলো নিভে যেতে।
শেষ ভরসা ছিল এই নাম্বারটা। এবার এটাও বন্ধ।
কোথায় থেকে মেয়েটিকে খোঁজবে তাও বুঝতে
পারছে না রিদ। এমন পালাতক বউয়ের খপ্পরে কেউ
পরে? উফফ! কোনো ভাবেই যেন রিদ মেয়েটির

খোঁজ পাচ্ছে না। যার জন্য রিদকে আরও ব্যাকুল করে তুলছে মেয়েটিকে খোঁজে পাওয়ার। রিদ তিরতির মেজাজে উঠে দাঁড়াল। আসিফকে পাশ ডিঙ্গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল খোলা বাগানের বাংলোতে। ঠোঁট গোল করে পরপর তপ্ত শ্বাস ফেললো স্থির হতে। নিজেকে কতোটা শান্ত করতে পারলো জানা নেই রিদের। তবে তখনই রিদ পুনরায় চেতন গলায় আওড়ালো আসিফের উদ্দেশ্য।

‘ আসিফ! লাস্ট নাম্বারটার সকল ডিটেইলস বের কর সিম অফিসে গিয়ে। রেজিস্ট্রার সিম! তাহলে অবশ্যই জাতীয় পরিচয় পত্র পাওয়া যাবে কলদাতার। আর জাতীয় পরিচয় পত্রের সূত্র ধরে কলদাতার নাম-ঠিকানা, ছবি, বাড়ি-ঘর চৌদ্দ গোষ্ঠীর তথ্য চায় আমার। এই নাম্বারদাতার পরিচয় ধরে অবশ্য মেয়েটি অবধি পৌঁছানো যাবে। বুঝতে পেরেছিস?রিদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে হতবুদ্ধি আসিফ। এতোটা গভীর ভাবে আসিফের কল্পনাতেও চিন্তা আসেনি যে এভাবেও কাউকে খোঁজে বের করা যায়। হতবুদ্ধি আসিফ রিদের খিঁচে থাকা চেহারাটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায় ‘ জ্বি ভাই ‘

বলে। আসিফ জায়গা ছেড়ে প্রস্থান করতেই রিদ
পকেটে দু'হাত গুঁজে দাঁড়াল সোজা হয়ে। শক্ত
মেজাজে দাঁতে দাঁত পিষে আওড়াল...

‘ অনেক তো পালালেন ম্যাডাম। পারলে এবার
আমার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে দেখান। আপনার
পায়ের শিকল টানবো আমি। দেখি আপনি আর
কতোটা দৌড়াতে পারেন আমার থেকে। যদি আপনি
আমার সন্দেহ করা মানুষটা হন? তাহলে আই
সোয়ার প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারবেন না আপনি! জান
খেয়ে ফেলবো তারপরও নিস্তার দিব না। বিয়ের হৈচৈ
মেতে থাকা পরিবেশটা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো
নিদারুণ ভয়ংকর সংবাদে। মায়ার পরিবারের কাছে
খবর আসলো মুক্তার শশুর বাড়ি থেকে। ফাহাদের
বাবা-মা এক্সিডেন্ট করেছে কার সংঘর্ষে। আহত
হয়েছে মুক্তার শশুর শাশুড়ীও ননদ- ননাসের সঙ্গে
ডাইভারও। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ বেড়িয়ে পরলো
মায়ার পুরো পরিবার। সঙ্গে গেল মুক্তাসহ! আর
বাসায় রেখ গেল শুধু জুই, মায়া, আর জুইয়ের মা
জুহেরা বেগমকে। মায়ার মা-বাবা, চাচাসহ মুক্তাকে
নিয়ে গেল আরিফ। নতুন আত্মীয়! তারপর আবার

মুক্তার নিজের শশুর শাশুড়ী বলে কথা, এই মূহুর্তে তাদের পাশে থাকাটা জরুরি মনে হলো মুক্তার। সচ্ছ আলো নেয় প্রেমময় স্বপ্ন গুলো হঠাৎই অন্ধকারে গুটিয়ে গেল আপনজনদের অনাকাঙ্ক্ষিত এক্সিডেন্টে মুক্তা আর ফাহাদের জীবনে। দুজনের লুকায়িত প্রেমের সম্পর্ক ছিল ভাসিটির জীবনে সিনিয়র জুনিয়র হয়ে। ফাহাদের ভাসিটির লাইফ শেষ করা থেকে স্টাবলিশ হয়ে পারিবারিক ব্যবসায় জয়েন করা পযন্ত প্রায় চার বছর গড়ায় দুজনের প্রেমের সম্পর্কের। ততদিন সম্পর্কটা সবার কাছ থেকেই লুকায়িতই ছিল। দুই পরিবারের জানাজানি হলো মাস দুইয়েক আগে। মায়ার পরিবারের বড় মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে আপত্তি থাকলেও ছেলে হিসাবে ফাহাদকে বেশ মনে ধরায় কেউ আর বাঁধা দিল না তাদের। আপোষেই মেনে নিয়েছিল দুজনের প্রেম। দীর্ঘ অপেক্ষার ভালোবাসা পূর্ণতা পেত যাচ্ছিল আর পাঁচ পরেই কিন্তু হঠাৎ করেই যেন দুজনের গুছানো স্বপ্নে ভাঁটা পরলো। এলোমেলো অগোছালো হলো সবটা। পূর্ণতা পাওয়া সম্পর্কটা আবারও মিইয়ে গেল। ফাহাদের পরিবারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া

অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য আবারও সবকিছু পিছালো।
পাঁচ পর হওয়া বিয়েটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবারও
দেড়মাস পরে ঠিক করলো পরিবার লোকজন। এমন
পরিস্থিতিতে কারও কাছেই বিয়েটা ঠিক মনে হলো না
তাই। মুক্তা বা ফাহাদ দুজনই নিরবে মেনে নিল
বড়দের সিদ্ধান্ত। কারও কোনো আপত্তি রইলো না
কোনো কিছুতে। দুজনের একই কথা! পরিবার আর
ভালোবাসার মানুষ গুলো পাশে থাকলেই হলো তাদের
বাকি যেকোনো পরিস্থিতি সামলে নিবে দুজন। কিন্তু
মায়ার খুশি খুশি ফেসটা যেন হঠাৎই মুচড়ে গেল
মুক্তার বিয়েটা পিছিয়ে যাওয়াতে। দুঃখে বেশ করে
হায়-হতাশ হলো ফাহাদের পরিবারের জন্য। তারপর
নিজের অবুঝ মনকে বুঝালো বিপদে শক্ত থাকতে
হবে বলে। মায়া দুঃখ আর হতাশ ঘোটা একদিন
চললো। তারপর দিনই সব ঠিক হয়ে গেল যখন
শুনলো ফাহাদের বাবা-মা এখন ঠিক আছে, সুস্থ
আছে। তাদের দুইদিন পরই হসপিটাল থেকে রিলিজ
করে দিবে বাসায়। এজন্য মায়ার মা,বাবা, আর
চাচাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় আরিফ। মুক্তাকে নিয়ে
সে হসপিটালের থেকে যায় ফাহাদের পরিবারের

পাশে। বড় ভাইয়ের দায়িত্ব পালনের জন্য। তবে মায়া
পরিবার বাড়িতে আসলো আরও একদিন পর। মায়া
তখনো বাড়ির চত্বরে। যেহেতু মুক্তা বিয়েটা পিছিয়ে
দেওয়া হয়েছে সেজন্য তাদের কালই চট্টগ্রামে চলে
যেতে হবে বলে জানালো বাবা শফিকুল ইসলাম।
মায়ার স্বস্তির থাকা ফেইসটা মূহুর্তে চুপসে যায়
আবারও অপ্রিয় শহরে চলে যেতে হবে শুনে। মায়ার
ইচ্ছে ছিল বাবাকে বলবে সে আর জীবনেও
চট্টগ্রামের পড়তে যাবে না। চট্টগ্রামের মানুষ ভালো
না। মায়ার একদম পছন্দ না চট্টগ্রামের মানুষজন।
বিশেষ করে সাদা পাঞ্জাবি পড়া গম্ভীর মুখের
লোকজন। এরা সাদা পাঞ্জাবি পরলেও তাদের
ভিতরটা একদমই কালো কালো। সেজন্য মায়া আর
চট্টগ্রামে পড়তে যাবে না। মায়াকে পড়াতে হলে সে
নিজ এলাকায় আশুগঞ্জে কোথাও পড়বে নয়তো
লেখাপড়ায় করবে না। তাছাড়া মায়া এতো পড়াশোনা
করেও বা কি করবে? জীবনে একটা সরকারি চাকরি
তো পাবেই না। উল্টো জীবনের এতো বছর
পড়াশোনা করে লসে যাবে। এর থেকে ভালো মায়ার
হারিয়ে যাওয়া জামাইকে খোঁজে ওকে বিয়ে দিয়ে

দিক। মায়া কি না করবে নাকি? এমনই তো রাজি হয়ে যেতো! শুধু শুধু টেনেটুনে মায়াকে এতো পড়াশোনা করানোর কি দরকার? তাছাড়া মায়া চটুগ্রামে পড়তে যাবে না বলে, ঘোর অনশন করার ইচ্ছে ছিল পরিবারের বিরুদ্ধে। কিন্তু তা আর হলো কই? পরিবারের বর্তমান পরিস্থিতি দেখেই চুপ করে গেল। এই দুঃখের সময়ে মায়া আর নতুন করে ঝামেলা বাড়াতে চাইলো না বলেই চুপ করে গেল। এমনই মুক্তার বিয়ের নিয়ে টেনশনের মধ্যে আছে সবাই। মায়া আর টেনশন দিতে চায়নি বলেই আপোষে রাজি হয়ে গেল চটুগ্রামে চলে যাবে বলে। কিন্তু যাওয়ার আগে মায়া একবার নিজের অজানা স্বামীর খোঁজ করতে চায় বলেই পরদিন নিজের বান্ধবী সুমিদের বাড়ি যাওয়ার নাম করে, আবারও পাঁচ বান্ধবী একত্রে পাড়ি জমালো নরসিংদী জেলায়, সুমনদের বাড়ি হাফেজ সাহেবের খোঁজ করতে। কিন্তু সেই যাত্রায় গিয়েও কেউ হাফেজ সাহেবের দেখা না। তবে সুমন ছিল বাসায়, আবারও সুমনের সাথে দেখা হলো সবার। মায়াদের বাসায় বসতে দিল। সেখানেই জুঁই সুমনের কাছে জানতে চাইল 'হাফেজ সাহেবের

নাম্বার বন্ধ কেন? তিনি কোথায় আছেন? সুমন বিনীত
সহিত জানাল। বাবা হাফেজ সাহেবের ফোন চুরি হয়ে
যাওয়ার বিষয়টি। সবটা শুনে হতাশ বুক ভারী হলো
মায়ার। ভাগ্য মায়ার সহায় নয়। আজ পযন্ত যতবার
মায়া নিজের অজানা স্বামীর খোঁজ করতে গিয়েছে
ঠিক ততবারই খালিহাতে ফিরেছে শূন্য হয়ে। আজও
অজানা স্বামী অবধি পৌছাবার কোনো রাস্তায় খোঁজে
পাচ্ছে না মায়া। আর কিভাবে স্বামীর খোঁজ করবে
তাও বুঝতে পারছে না। শেষ আশা ছিল হাফেজ
সাহেব। কিন্তু উনার সাথেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে
না। আবারও যেন নতুন করে অন্ধকার চেয়ে গেল
মায়া আশা জুড়ে। হতাশার মায়া শেষ ভরসা হিসাবে
সুমনের নাম্বারটায় সঙ্গে করে নিয়ে আসলো, যেহেতু
হাফেজ সাহেবের নাম্বারের আর ফোন করা যাবে না
তাই সুমনের নাম্বারটা নিয়ে আসলো এই ভেবে
হয়তো সুমনের মাধ্যমেই হাফেজ সাহেবের সঙ্গে মায়া
যোগাযোগ করতে পারবে। বুক ভরা হতাশা নিয়ে
যখন মায়ার পঞ্চ বান্ধবী সুমনদের বাড়ি ছাড়লো,
রাস্তায় আসলো! তখনই জুইয়ের মার বাটন ফোনে
কল আসলো আরিফের। জুই ব্যাগ থেকে ফোন বের

করতেই ছোট স্কিনে চোখে পরলো আরিফের নাম্বারটি। হাল্কা ঘাবড়ে যাওয়ার মতোন করে জুই তৎক্ষণাৎ চোখ ঘুরালো মায়ার দিকে। আরিফ হঠাৎ এই নাম্বারে কল করেছে তারমানে আরিফ জানে জুই, মায়া বাসায় নেই। এবং জুইয়ের আম্মুর ফোনটা যে ওদের কাছেই আছে এটাও বাসায় ফোন করে হয়তো শিওর হয়েছে। কিন্তু ওরা যে বান্ধবীর বাড়ির নাম করে নরসিংদী এসে বসে আছে সেটা তো আর কেউ জানে না। তারমানে আরিফও জানবে না। জুই অনেকটা ভয়ে ভয়ে মাটির রাস্তা একপাশে দাঁড়িয়ে রিসিভের বাটন চেপে ফোনটা কানে তুলতেই ফোনের ওপাশ থেকে আরিফের শাসিত গলা শুনা গেল তখনই। আরিফ কর্‌ডা গলায় বললো...‘ এই তোরা কোথায় আছিস?

ঘাবড়ে যাওয়ার মতো করে জুই তাকাল মায়ার ভয়াত মুখের দিকে। ধরা পরে যাওয়ার ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে আঙুে বলল...

‘ এইতো ভাই আছি! সুমিদের বাসায়! কেন কিছু বলবে??

ফোনের ওপাশ থেকে অনেকটা ধমক স্বরে শুধালো আরিফ!!

‘ ওখানে কেন গিয়েছিস? রাতে তোদের চটুগ্রামে ফিরার কথা জানিস না? ব্যাগ প্যাক করেছিস??
মিনি করে বলল জুই...

‘ না ভাই করেনি! একটু পর বাসায় গিয়ে করে নিব।
আজকে তো চলে যাব, এজন্য একটু বান্ধবীদের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম আরকি আমরা দুজন।
জুইয়ের ধীর গলায় নরম হয়ে আসলো আরিফ।
বিগত দুইদিনের হসপিটালের দৌড়াদৌড়িতে অনেকটায় ক্লান্ত সে। তারপর আবার মায়ার নামে খোঁজদারী আসলো, তাও আবার আরিফের কাছে।
নিশ্চয়ই মায়া কোনো কান্ড ঘটিয়েছে নয়তো রিদ খানের বডিগার্ড আসিফ মুশাররফ কেন খোঁজবে মায়াকে আরিফের কাছে? আরিফ জুইয়ের কাছে মায়ার সন্ধান খোঁজল। সে বলল..

‘ কিছুক্ষণের মধ্যে যেন তোদের বাসায় পায় আমি মনে রাখিস। আমি ফোন করবো ছোটমাকে। এখন মায়ার কাছে ফোনটা দে। ওহ কোথায়?

আরিফের শব্দ গলায় জুই অসহায় চোখ তুলে তাকাল
মায়ার দিকে। মায়া তখনো কালো নেকাবের আড়ালে
ভয়ার্ত ডাগর ডাগর চোখে জুইয়ের দিকেই ড্যাবড্যাব
করে তাকিয়ে। জুইয়ের তাকানোতে চোখাচোখি হলো
দুজনের। মায়া ইশারায় কি হয়েছে জানতে চাইলে
জুই আরিফের কথার উত্তর দিয়ে বললো...‘ এইতো
ভাই, ওহ আমার কাছেই আছে! কথা বলবে?

‘ হুম দে ওকে!

কান থেকে ফোন উঠিয়ে মায়ার দিকে এগিয়ে দিলো
জুই। ইশারায় বুঝাল কথা বলতে। মায়া স্বাভাবিক
ভাবেই আরিফের ফোনটা কানে তুললো। ‘ হ্যালো!
বলতে না বলতেই ফোনের ওপাশ থেকে অবৈধ
গলায় ধমকে উঠলো আরিফ। মায়াকে শাসানো গলায়
জিগ্যেসা করলো.....

‘ এই তোকে রিদ খানের লোক খোঁজছে কেন?
তোকে ওদের কি দরকার? কোনো ঝামেলা
পাকিয়েছিস তুই ওদের সাথে? সত্যি করে বল!
আরিফের মুখে রিদ খানের নাম শুনে ভয়ে গলা
শুকিয়ে কাট হলো মায়ার। চমকে উঠার মতো করে
মায়া জুইয়ের দিকে তাকাল। আরিফের কথার পিঠে

কি বলবে তাও বুঝতে পারলো না। মায়ার জানা মতে সে কোনো ঝামেলা পাকায়নি রিদ খানের সাথে। এমনকি রিদ খান সামনেও পরে না বেশকিছু দিন ধরে। দূর থেকে পালিয়ে যায় রিদ খানকে কোথাও দেখলে। মুখোমুখি হওয়া তো দূর। এবার কেন রিদ খানের লোক মায়াকে খোঁজছে আরিফের কাছে সেটা মায়া কিভাবে জানবে? মায়া তো কিছু করেনি। সে নিষ্পাপ না? নিশ্চয়ই রিদ খান মায়াকে আবারও অপমান করতে আরিফের কাছে মিথ্যা নালিশ করতে চায় বলেই মায়ার খোজ করছে এই লোক। মায়া রিদ খানকে চিনবে না? এক নাম্বারে অভদ্র আর বদমেজাজী অহংকারী লোক। মায়া চিন্তা ভাবনার মাঝেই ফোনে ওপাশ থেকে আবারও অধৈর্যের ধমকে উঠলো আরিফ। ধ্যান ভাঙলো মায়ার। আরিফ বললো...

‘ কি হলো বল? আসিফ ভাই আমাকে ফোন করে তোর নামে জিগ্যেসা করছিল কেন? তুই আমার কেমন বোন হুস? তোর নাম আসলেই রিজ্জা ইসলাম মায়া কিনা? আমি ঠিকঠাক চিনি কিনা তোকে? তুই কোথায় পড়িস? হঠাৎ এতোসব প্রশ্ন কেন করছিল

আমাকে? তুই কি কলেজে কোনো ঝামেলা
পাকিয়েছিস ওদের সাথে সত্যি করে বল রিতু?

আরিফকে বিশ্বাস করাতে অধৈর্যের নেয় তৎক্ষণাৎ
বামহাতটা মাথায় রাখল মায়া। বাচ্চা সুলভ তাড়াহুড়ো
করে বলতে লাগলো...‘ না ভাই! মাথা ছুঁয়ে বলছি
আমি কিছু করিনি। আমি নিষ্পাপ! বিশ্বাস না হলে
জুইকে জিগ্যেসা করো। জুই সাক্ষী।

‘ তোরা দুইটায় তো বাঁধর! একটার কথা
আরেকটাকে কি জিগ্যেসা করবো? তুই কিছু করে
থাকলেও তো ঐটা জীবনে বলবে না আমাকে? তোর
বোন না?

আরিফের কথা মায়ার যুক্তিযুক্ত মনে হলো। সত্যিই
জুই কখনো মায়ার নামে নালিশ করে না কাউকে।
মায়া দোষ করলেও জুই সেটা সামলে নেয় তারপরও
বড়দের কানে দেয় না কখনো। কিন্তু এখন তো মায়া
সত্যিই কিছু করেনি। তাহলে এটার সাক্ষী কিভাবে
দিবে সে? মায়া যে নিষ্পাপ এটা তো বিশ্বাস করাতে
হবে আরিফকে তাই না? মায়া ফের তাড়াহুড়ো
বললো...

‘ ভাই তুমি বিশ্বাস করো! জুই এবার সত্যি সাক্ষী দিবে! এই জুই তুই ভাইকে বল আমি কিছু করিনি। আমি নিষ্পাপ! বল!

মায়া জুইকে ডেকে কথা গুলো বললো। আরিফ ফোনের ওপাশ থেকে কটাক্ষ গলায় বললো...‘ হুম! তুই যে নিষ্পাপ সেটা আমি চটুগ্রামে গেলেই বুঝবো। এই নিয়ে সকাল থেকে আসিফ ভাই আমাকে পাঁচবার ফোন করেছে। তাও তোর তথ্য জানার জন্য। প্রতিবার ফোন করেই তোর কথা জিগ্যেসা করে। সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করে বলে ‘ আমি কনফার্ম কিনা ‘ রিজ্ঞা ইসলাম মায়া আমার নিজের বোন হয়? আচ্ছা তুই বল আমার বোনের নাম আমি জানবো না? হ্যাঁ? তাছাড়া রিদ খানের লোক আসিফ ভাই, তাঁর সাথে একটু কথা বলার জন্য আমার মতোন সাধারণ মানুষ অনেকটা অপেক্ষা করতে হয়, সেই আসিফ ভাই সকাল থেকে আমাকে বারবার ফোন করে শুধু তোর কথায় জিগ্যেসা করেছে। তুই নাকি কলেজে বলেছিস তোর নাম ইসরাত জাহান? এজন্য আসিফ ভাই বারবার কল করে আমার কাছে কনফার্ম হতে চাচ্ছে তোর নাম সত্যিই রিজ্ঞা ইসলাম মায়া কিনা? আমি

জানি না কেন এতো জরুরি তলবে তোর খোঁজ
করছে আসিফ ভাই। তবে আমার ভয় হচ্ছে তোকে
নিয়ে। দেখ রিতু, আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক
তাই রাজনৈতিক পরিবারের সঙ্গে ঝামেলা করার
কোনো প্রশ্ন উঠে না। সবচেয়ে বড় কথা আমরা রিদ
খানের এলাকায় থাকি। আর আসিফ ভাই কিন্তু
এমনই এমনই আমাকে ফোন দেয়নি তোর খোঁজে।
নিশ্চয়ই রিদ খান বা তার পরিবার বলেছে ফোন
করতে তাই করেছেন উনি। আমি যতদূর জানি
আসিফ ভাই রিদ খানের পার্সোনাল বডিগার্ড, তাই
রিদ খান যা বলবে আসিফ ভাই তাই করে। এবার
যদি রিদ খান তোর তথ্য চায় তাহলে। তিনি এমনি
এমনি চায়নি। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ
আছে। দেখ রিতু? যদি রিদ খানের সাথে বেয়াদবি
করেও থাকিস তাহলে ভাইকে বল! আমি সামলে নিব
বিষয়টা। আসিফ ভাইকে বুঝিয়ে বলবো তোর হয়ে।
দরকার পরলে রিদ খানের সঙ্গে দেখা করে উনার
কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব তোর হয়ে, তারপরও আমি
চায় না রিদ খানের মতোন রাজনৈতিক লোকের দৃষ্টি
তোর উপর পড়ুক! তুই কলঙ্কিত হ!

আরিফের কথা শেষ হতে হতে মায়া অসহায় গলায় মিনমিন স্বরে বলল...‘ আমি সত্যিই কিছু করিনি ভাই। বিশ্বাস করো!

মায়ার কথায় হতাশার ভারি নিশ্বাস ফেলে আরিফ। তার কাছে কিছুই ঠিক মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে মায়া বড় কোনো ঝামেলায় ফেঁসে যাচ্ছে। রিদ খানকে চিনে সে। এমনিতে তো কারও খোঁজ করার মতোন মানুষ না। আরিফ নিজেকে শান্ত করে নরম গলায় বললো...

‘ আচ্ছা ঠিক আছে! ভাই আছি চিন্তা করিস না। যাহ হবার তা দেখে নিব। যাহ এখন বাসায় যাহ! আমি আসিফ ভাইকে ফোন করে জেনে নিবনে আসলে কি হয়েছে। তাকে কেন ওরা খোঁজছে।

‘ আচ্ছা ভাই!

মায়া ফোন রাখতে গেলে আরিফ ফের থামিয়ে দিয়ে বলে।

‘ আচ্ছা শুন আরেকটা কথা! ছোট চাচা তাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে। আর মামা এসে তাদের স্টেশন থেকে নিয়ে যাবে। খবরদার একা একা স্টেশনের বাহিরে বের হবি না। মামা আসলে তারপর যাবি।

আমি আরও কয়েকদিন পরে আসব চট্টগ্রামে।
ততদিন তাদের সাথে নানুমা এসে থাকবে শহরে।
আর শুক্রবার নানুবাড়িতে চলে যাবি আমার সাথে
কেমন?

‘আচ্ছা!বিকাল প্রায় পাঁচটার ঘরে! সচ্ছ কাঁচে দরজা
ঠেলে রিদের অফিসে ঢুকল আসিফ। বিষন্নতায় আড়ষ্ট
হয়ে তীব্র উত্তেজনা দেখা গেল আসিফের শ্যামবর্ণের
লম্বাটে মুখে। বিষন্নতা চাপিয়ে রিদের সম্মুখীন হয়ে
দাঁড়াল তীব্র হাসফাস করতে করতে। খানিকটা দ্বিধা
জড়িয়ে ভয়ও পাচ্ছে সে এই ভেবে যে, তার দেওয়া
খবর দুটো কিভাবে নিবে রিদ। খবরটা জানার পর
কিভাবে রিয়েক্ট করবে সেটা ভেবেও এই মূহুর্তে বেশ
চিন্তিত আসিফ। ইতস্তত আসিফ হাসফাস করে
জড়ানো চোখে এক পলক চাইল রিদের গম্ভীর চোখ
মুখের দিকে। কি সুন্দর সাবলীল ভাবে ল্যাপটপে মুখ
গুঁজে কিছু একটা টাইপ করছে ব্যস্ত হাতে। রিদের
ব্যস্ত হাত আর স্ক্রিনে উপর কুঁচকানো দৃষ্টি বলে
দিচ্ছে সে এই মূহুর্তে কতোটা মনোযোগী টাইপিংয়ে
হাত চালাতে। আসিফ আবারও হাসফাস করলো
রিদকে তার কাছে থাকা নিউজ গুলো দিতে। কিন্তু

এই মুহূর্তে খবর গুলো দেওয়া ঠিক হবে কিনা সেটা নিয়েও কয়েক সেকেন্ড ভাবলো সে। তারপরও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে ধীর স্বরে ডাকল রিদকে...

‘ ভাই একটা কথা ছিল। রিদ তৎক্ষণাৎ উত্তর করলো না! আর না আসিফের দিকে চোখ তুলে তাকাল। বরং তখনো ব্যস্ত হাত চলছে কিবোর্ডে। আসিফ আরও একটু ইতস্তত বোধ করে জড়ানো গলায় ফের রিদের উদ্দেশ্য ডেকে বলল...

‘ ভাই কথা গুলো খুব জরুরি ছিল। যদি একটু শুনতেন!

রিদের মনোযোগী নষ্ট হলো না বরং ল্যাপটপের স্ক্রিনে তাকিয়ে থেকেই গম্ভীর স্বরে আওড়াল।

‘ বল, শুনছি!

ইতস্তত আসিফ রিদকে এক পলক দেখে খানিকটা দ্বিধা নিয়ে বলল...

‘ আসলে ভাই দুটো নিউজ আছে। একটা ভালো, অন্যটা খারাপ হবে। এজন্য বলছিলাম আপনি কোনটা আগে শুনতে চায়বেন।

আগের নেয় রিদ বলল...

‘ আপাতত কোনোটাই না শুনতে চাচ্ছি না। বেশ জরুরি হলে বল নয়তো বেড়িয়ে যাহ কাজ করছি আমি।

আসিফ চুপ করে গেল দ্বিধা নিয়ে। খবরটা বেশ জরুরিই তাই রিদকে জানানো দরকার। এজন্য আসিফ আগের নেয় জড়ানো গলায় বলল...

‘ ভাই খবরটা মনে হয় আপনার জন্য খুব জরুরিই হবে। ভাবিকে নিয়ে আপ...

আসিফকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখ আওড়াল আসিফ।

‘ বল শুনছি! আসিফ দ্বিধা নিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে ধীর গলায় বলতে থাকল...

‘ আসলে ভাই ভাবির খোঁজ পেয়েছিলাম আমরা। আপনার কথা অনুযায়ী সিম অফিস থেকে নাম্বারে তথ্য যোগাড় করেছিলাম নাম্বারদাতার। আপনার ধারণায় ঠিক ছিল। সেদিন রাতে ভাবি কল করা মানুষটা উনার বড় ভাই ছিল। কলদাতার রেজিস্ট্রার সিম থেকে জাতীয় পরিচয় পত্রের মাধ্যমে ভাবির ভাইয়ের ছবিসহ সকল তথ্য যোগাড় করেছিলাম। ছেলেটির আমাদের পরিচিত এক ছোট ভাই আপনিও

চিনবেন ওকে। ওর নাম আরিফ! চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে মাত্র বের হয়েছে। ওর ছোট বোনের নামই রিজ্জা ইসলাম মায়া, মানে আমাদের ভাবি! এই নিয়ে আমি সকাল থেকে বেশ কয়েক বার আরিফের সঙ্গে ফোনে করা বলে শিওর হয়েছি ভাই। আপনি যাকে ইসরাত জাহান নামে চিনেন উনিই আমাদের ভাবি হয় ভাই। ভাবি আপনাকে নিজের নাম মিথ্যা বলেছিল সেদিন। এবার কেন বলেছিল সেটা ভাবিই ভালো বলতে পারবে ভাই। তবে আমি আরও খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ভাবি আজ সকালে আপনার খোঁজে নরসিংদী গিয়েছিল উনার তিন বান্ধবীসহ চাচাতোকে নিয়ে। হাফেজ সাহেবের ছেলে সুমন আমাদের লোকদের জানিয়েছে সেটা। এর আগেও নাকি আপনার খোঁজে কিছুদিন আগে গিয়েছিল ওরা। কিন্তু প্রথমবার আপনার খোঁজ না পাওয়ার ব্যর্থ হয়ে নাকি আজ দ্বিতীয়বারের মতোন গিয়েছিল কিন্তু পথিমধ্যে নাকি ভাবিদের আজ সকালেই এক্সিডেন্ট হয়। হাফেজ সাহেবের ছেলে সুমন নাকি সেখানেই ছিল। ওহ আমাদের লোকদের একটু আগে জানাল ভাবিসহ নাকি উনার দুটো ফ্রেন্ড

মারা যায় অন দা স্পট, আর বাকি দুজনের অবস্থাও নাকি বেশ ভালো না হাসপিটালের ভর্তি আছে আহত অবস্থায়। ভাবির পরিবারের এটা নিয়েই তোলপাড় চলছে। আমি আরিফকে একটু আগে ফোন করেছিলাম ফোন ধরেনি। হয়তো ফোন তুলার পরিস্থিতিতে নেই। আমাদের ছেলেরা কিছুক্ষণ আগেই খবরটা দিল আমায়। এজন্য আমি আপনাকে বলতে... আসিফ বলতে বলতে থেমে যায় রিদের নিশ্চুপ ভঙ্গি দেখে। রিদের চোখে মুখে আগের মতো গম্ভীর নেই তবে বেশ শিথিল দেখাল তাঁর চেহারা। রিদের মুখ দেখে ভিতরকার অবস্থাটা বুঝল না আসিফ। কারণ রিদের নিশ্চুপ দৃষ্টি তখনো ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তবে রিদের কিবোর্ডের ব্যস্ত হাত দুটো থেমে আছে টাইপিং করা থেকে। আসিফ সেদিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই বুঝল রিদের হাত দুটো শুধু থেমে নেই ভূমিকম্প নেয় তরতর করে কম্পনরত হচ্ছে সেগুলো। আসিফের পূর্ণ দৃষ্টির মধ্যেই রিদের সেই হাতের কম্পন আরও দৃঢ় হলো ক্রমাগত। আসিফের স্পষ্ট চোখে পরলো রিদের কানিশ বেয়ে ঝড়া চিকন ঘামের ফোঁটা গুলোকে।

আসিফ খানিকটা চমকালো। শুনকনো গলায় দ্রুত চোখ
বুলাল রিদের মুখে। রিদের শক্ত থাকা মুখের আদল
পরিবর্তন দেখা না গেলেও তবে আসিফের কানে
আসল রিদের ভাঙ্গা গলার একটু স্বর...‘ কবে হয়েছে
এসব??

আসিফ বিন্দুমাত্র সময় নিল না উত্তর করতে। ব্যস্ত
গলায় বলল...

‘ ভাই সকালের ঘটনা এটা। ভাবিকে উনাদের
পারিবারিক কবর স্থানই কবর দেওয়া কথা চলছে
কিন্তু পুলিশ কেইস হওয়ায় লাশ এখনো দাফন করা
হয়নি। তদন্ত চলছে। ভাই আপনি কি যাবেন ভাবিকে
শেষ দেখা দেখতে? আসিফ বলতে বলতে আবারও
থেমে যায় রিদের নিশ্চল অবস্থা দেখে। কারণ
ততক্ষণে রিদ ল্যাপটপের কিবোর্ডের উপর কপালে
ঠেকিয়ে গা ছেড়ে নিশ্চল হয়ে যায় প্রশ্ন করার থেকে।
আসিফ ধরফরিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসল রিদের
দিকে। আতঙ্কিত হাতের ভাই, ভাই করে ডাকতে
লাগলো রিদকে। আসিফ উত্তেজিত ভঙ্গিতে রিদের
কাঁধ চেপে ধরতেই বুঝল রিদের বেগতিক শরীর তীব্র
কম্পন হওয়ার বিষয়টা। হতভম্ব আসিফ তখনো

বাকরুদ্ধ হয়ে গেল রিদের সাড়াশব্দ পাচ্ছে না বলে।
আতঙ্কিত মুখে শুকনো ঢুক গিলতে গিলতে চাইল
রিদের দিকে। নিশ্চিল রিদকে দেখে আসিফ তখনো
ঠাহর করতে পারছে না আসলে হয়েছে কি? রিদ কি
বেহুশ হয়ে গেল নাকি অতিরিক্ত উত্তেজনায় হাট
অ্যাটাক করলো? কোনটা? আসিফ বলতে বলতে থেমে
যায় রিদের নিশ্চিল অবস্থা দেখে। কারণ ততক্ষণে
রিদ ল্যাপটপের কিবোর্ডের উপর কপালে ঠেকিয়ে গা
ছেড়ে পরে রইল প্রশ্ন করার থেকে। অস্থির আসিফ
দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসল রিদের দিকে। আতঙ্কিত
হাতের ভাই, ভাই, করে ডাকতে লাগলো রিদের কাঁধ
চেপে। রিদকে স্পর্শ করে আসিফ বুঝতে পারলো
রিদের বেগতিক শরীর তীব্র কম্পন হওয়ার বিষয়টা।
হতভম্ব আসিফ মূহুর্তেই বাকরুদ্ধ হয়ে গেল রিদের
সাড়াশব্দ পাচ্ছে না বলে। আতঙ্কিত মুখ তুলে চাইল
রিদের দিকে। নিশ্চিল রিদকে দেখে আসিফ তখনো
ঠাহর করতে পারছে না আসলে হয়েছে কি? রিদ কি
মায়া ভাবির মৃত্যুতে বেহুশ হয়ে গেল নাকি অতিরিক্ত
উত্তেজনায় হাট অ্যাটাক করলো? কোনটা? আচ্ছা রিদ
ভাই কি সত্যিই মেয়েটাকে পছন্দ করতো? হয়তো

করতো! নয়তো কেউ যদি কাউকে পছন্দই না করে
তাহলে মানুষ তো এমনই আর এতোটা দুর্বল হয় না
তাই না? তাহলে বলা যায় রিদ ভাই ভাবিকে পছন্দের
থেকেও বেশি কিছু করতো? হয়তো ভালোবাসতো!
নিজের চিন্তা ভাবনায় নিজেই চমকে উঠা নেয়
আতঙ্কিত চোখে রিদের দিকে তাকাল আসিফ। হায়
সর্বনাশ হয়ে যাবে! যদি রিদ মায়াকে সত্যি সত্যি
ভালোবেসে থাকে তো। তাহলে রিদ ভাইকে একা
আসিফের পক্ষে সামলানো মুশকিল হয়ে উঠবে।
কারণ রিদ খান কারও কথা শুনার মানুষ নয়।
আসিফ মনের সংকীর্ণ ভয়ে চিন্তা করলো রিদের
মাকে ফোন করবে কিনা? তিনি তো বাংলাদেশেই
আছেন মনে হয়। আসিফ কি একবার কথা বলে
দেখবে? জানাবে রিদ ভাইয়ের বর্তমান অবস্থার
বিষয়টা। নাকি রিদ ভাই রাগারাগি করবে উনার মাকে
এই বিষয়ে কিছু জানালে। আসিফ তীব্র দ্বিধায় পরে
একটু অপেক্ষা করার চিন্তা করলো? রিদকে
হসপিটালের নিয়ে যাবে বলে ভয়ার্ত মুখে রিদের
দিকে চাইল। রিদের কাঁধে হাতটা নাড়িয়ে তখনই
আস্তু আস্তু করে রিদকে ডাকতে লাগলো ভয়ে

ভয়ে। জড়সড় আসিফের অবস্থা কাহিল বিষন্ন চিন্তায়।
এসির মধ্যেও কপালের কার্নিশ বেয়ে ঘাম ধরধর।
বিষন্ন আসিফের চিন্তা আরও বেড়ে গেল যখন
অনেকটা ডাকার পরও রিদের কোনো রেসপন্স পেল
না। ভয়াত আসিফ তখনই শিওর হলো যে আসলেই
কোনো কিছু ঠিক নেই, দ্রুত রিদকে হসপিটালের
শিফট করার দরকার। উত্তেজিত আসিফ যখন
দ্রুততা সঙ্গে নিজের পকেট থেকে ফোন নিয়ে
অস্থিরতায় কল দিতে চাইল বডিগার্ডদের কিন্তু তখনই
মাঝে কল আসলো আরিফের। তাড়াহুড়ো কোনো
কিছু না ভেবেই উত্তেজিত আসিফ তৎক্ষণাৎ ফোন
রিসিভ করল আরিফের। মায়ার খবরটা একফাকে
আরিফ থেকে নিতে চাইল কিন্তু তার আগেই ফোনের
ওপাশ থেকে আরিফ সালাম দিয়ে আসিফের উদ্দেশ্য
বলতে লাগলো...

‘সরি ভাই! আপনি তখন আমায় কল দিয়েছিলেন
আসলে একটু ব্যস্ত ছিলাম হসপিটালের কাজে এজন্য
ফোনটা সাইলেন্ট ছিল, আপনার কলটাও রিসিভ
করতে পারিনি। আপনি কিছু বলবেন ভাই?’

অস্থির আসিফ তৎপর মুখ খুলে বলল...‘ হ্যা! হ্যা!
ভাবির লাশ কি তোমরা দাফন করে ফেলেছ নাকি
করবে?

ফোনের ওপাশে শান্ত থাকা আরিফ হঠাৎ চমকে উঠল
আসিফের মুখে ভাবির লাশের কথাটা শুনে। এক
মূহুর্তে জন্য আরিফও বোকা বনে গেল কোন ভাবির
লাশ দাফন করার কথা ছিল তার? আর কার কথাই
বা জিগ্যেসা করছে আরিফকে? কে বা মরল? তাছাড়া
আরিফের জানা মতে আসিফের সম্পর্কে ভাবি হয়
এমন কোনো নারীকেই তো সে চিনে না। তাহলে
কার কথা আসিফ এতোটা অস্থিরতায় জিগ্যেসা
করছে? হতবাক আরিফ আসিফের কথা বুঝতে না
পেরে অবুঝ গলায় প্রশ্ন করলো....

‘ কার কথা জিগ্যেসা করছেন ভাই?? কে মারা গেছে?
আমিতো কাউকে চিন্তে পারছি না। আমার কাছে তো
কারও মৃত্যু সংবাদ আসেনি ভাই।

আরিফের কথায় খানিকটা চমকিত নেয় আসিফ
শুধালো..‘ মানে? তুমি না বললে তুমি হসপিটালের
আছো। আর আমার কাছে খবর আসলো তোমার

পরিবারের কে জানি মারা গেল আজ। এজন্য মূলত তোমার খোঁজ খবর নিতে কল দিয়েছিলাম আরকি।

‘ না ভাই। আপনি হয়তো ভুল শুনেছেন কোথাও থেকে। আলহামদুলিল্লাহ আমার পরিবারের সবাই ভালো আছে, সুস্থ আছে! কারও কিছু হয়নি। তবে আমি হসপিটালের আছি কারণ আমার বোনের হবু শশুর শাশুড়ী দুইদিন আগে এক্সিডেন্ট করেছিল তাই ওদের নিয়ে আপাতত হসপিটালের আছি। এখন অবশ্য উনারাও ঠিক আছে। তবে আপনাকে যে বা যারা আমার পরিবারের সম্পর্কে বলেছে তাঁরা হয়তো ভুল তথ্য দিয়েছে।

আরিফের কথায় আশার আলো জেগে উঠলো আসিফের মনে। মায়ার কথা উল্লেখ করে শিওর হতে বলল...

‘ তুমি শিওর তোমার পরিবারের সবাই ভালো আছে? না মানে আমি শুনেছিলাম তোমার ছোট বোন মায়া নাকি এক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে আজ সকালে? হতবাক আরিফ খানিকটা বিরক্তবোধ করলো মায়াকে নিয়ে এমন বিভ্রান্তিকর সংবাদ শুনে। সে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই মায়া ও তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে।

মায়া, জুই দুজনই চটুগ্রামে চলে যাবে আজ রাতের ট্রেনে। এজন্য সবকিছু বুঝিয়ে বাঝিয়ে দিচ্ছিল আরিফ কিভাবে কি করবে? অথচ তার জীবিত বোনের মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছেন অন্য কেউ। তাও রাজনৈতিক দলে কেউ! এমন ফাউল সংবাদ গুলা কে ছড়া কে জানে? তারপর আবার আরিফের বোনকে নিয়ে কিন্তু কেন? আরিফ তো রাজনীতি করে না। সে একজন সাধারণ মানুষ তাহলে তার পরিবারের সম্পর্কে কার এতো মাতামাতি থাকতে পারে? তাও তার ছোট অবুঝ বোনকে নিয়ে? আরিফ অনেকটা নাখুশ গলায় আসিফকে শুধিয়ে বলল..

‘ না ভাই আমার পরিবারের সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। আমার ছোটও জীবিত আছে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে কথা বললাম। আপনি ভুল শুনেছেন। আমা...

আরিফের কল কেটে গেল ততক্ষণে। কারণ তাড়াহুড়ো কল কেটে দিল আসিফ নিজেই। মায়ার জীবিত থাকার খবরটা রিদকে দিতে উত্তেজিত ভঙ্গিতে রিদের কাঁধ চাপলো আসিফ। তাড়াহুড়ো বলতে লাগল...

‘ ভাই! ভাবির কিছু হয়নি উনি বেঁচে আছেন। আরিফের সাথে মাত্রই আমার কথা হলো ভাবি নাকি ঠিক আছে। নিজের বাড়িতে আছেন। ভাই আমাদের লোক ভাবির সঠিক তথ্য যোগাড় করতে পারেনি। কোথাও ভুল করেছে ওরা। ভাই আপনি শুনছেন? ভাই? ভাই? রিদকে ধাক্কিয়েও যখন কোনো সাড়াশব্দ পেল না আসিফ। তখন তৎক্ষণাৎ আতঙ্কের নেয় কল লাগালো বডিগার্ডদের। মূহূর্তের মাঝে রিদকে বেহুশ অবস্থায় অফিস থেকে হসপিটালের শিফট করানো হলো ইমারজেন্সিতে। দীর্ঘ সময় নিয়ে রিদের চেকআপ করে রিপোর্ট দেখে, ডক্টর আসিফকে জানাল, “অতিরিক্ত মানসিক চাপ আর টেনশনের কারণে কয়েক সেকেন্ড জন্য রিদের হার্ট ব্লক হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে জায়গায়। যার জন্য বিগত কয়েক ঘন্টা ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে যাবে রিদের রেস্ট টাইম। তবে রিদকে অতিরিক্ত মানসিক চাপ নেওয়ার জন্য কড়া ভাবে নিষেধাজ্ঞা জাড়ি করলেন ডক্টরা। এতে করে নেক্সট টাইম রিদের প্রাণঘাতীও হতে পারে বলে জানালেন ডক্টরা। অস্থির, হতবুদ্ধি আসিফ শিথিল হয়ে গেল ডক্টরের কথায়। কি পরিমাণ

মানসিক চাপে পরলে রিদ খানের মতোন একটা শক্তপোক্ত মানুষের হাট ব্লক হয়ে জ্ঞান হারিয়ে সোজা হসপিটালে বেডে পরে থাকে সেটা সত্যি আসিফের ধারণা বাইরে। সে এখনো ধারণা করতে পারছে না রিদের ভিতরকার অস্থিরতাটা। তবে আসিফ অন্তত এতোটা বুঝতে পারছে যে রিদ খানের জীবনে মায়া নামক মেয়েটির প্রভাব অনেক জুড়েই রয়েছে। হয়তো আসিফের ধারণাও নেই এতোটা জুড়ে আছে। চিন্তিত আসিফ রিদের কেবিনের সোফায় বসে থাকল মাথা ঝুকে। বাহিরে বডিগার্ড পাহারায়। পরিবারের কেউ আসেনি। কারণ আসিফ এখনো রিদের পরিবারের কাউকে জানায়নি। জানাবেও না কিছু কারণ বশত। তাছাড়া ডক্টর বলেছে রাতের মধ্যেই রিদের জ্ঞান ফিরবে। রিদের জ্ঞান ফিরলে আসিফ কি জবাব দিবে সেটা নিয়েও আপাতত সে চিন্তিত। মানছে আসিফের একটা ভুলের জন্য তার রিদ ভাই আজ হসপিটালের। কিন্তু এতে তো আসিফেরও কোনো হাত ছিল না। আসিফ তো সত্যি জানতো না সবটা বিষয় গুলো এমন বাজে ভাবে ঘটে যাবে। ওদের লোক যে এতোটা ভুল তথ্য নিয়ে আসবে কে

জানতো? এখন আসিফের জন্য সবচেয়ে ভয়ে বিষয় হলো রিদের জ্ঞান ফিরার পর যদি রিদ শুনতে পায় আসিফের দেওয়া সংবাদটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আসলে এমন কিছুই হয়নি, মায়াও সুস্থ এবং জীবিত আছে, তাহলে নিশ্চিত তাড়বের ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাবে আসিফের উপর দিয়ে রিদকে এমন ভুলবাল তথ্য দেওয়ার জন্য। আল্লাহ মালুম তখন আসিফের কি হয়? চিন্তিত আসিফের বিষন্নতা ঘোরে মাঝে কাটল বিগত আট ঘন্টা। রিদের হুশ ফিরল প্রায় আট ঘন্টা পর। তখন রাত একটার কাঁটায়। রিদের জ্ঞান ফিরতে দেখে আসিফ সুস্থির হতে গিয়েও হতে পারলো না তীব্র চিন্তায়। ডক্টর রিদের নরমাল চেকআপ করে যেতেই আসিফ ভয়ে জড়সড় অবস্থা রিদের দিকে তাকায় সত্যিটা বলার জন্য। কিন্তু তখন রিদের হার্ট ব্লক হওয়ার জন্য শ্বাসকষ্ট হয়ে উঠেছিল একটা সময় যার জন্য অক্সিজেন মাস্ক লাগাতে হয়েছে রিদকে। দুর্বলতায় এখনো অক্সিজেন মাস্ক দিয়েই শ্বাস টানছে রিদ। তবে এর মধ্যে হাত পা নাড়িয়ে রিদকে উঠে বসার চেষ্টা করতে দেখে তৎক্ষণাৎ আসিফ এগিয়ে আসল সাহায্য করতে চেয়ে কিন্তু পথেই রিদ নিজের

দূর্বল হাতে ইশারায় থামিয়ে দেয় আসিফকে। এবং
নিজে নিজেই উঠে বসে বেড়ে পিঠ ঠেকিয়ে, তৎপর
মুখ থেকে মাক্র খুলে গলায় বুলায়। বড় বড় নিশ্বাস
ফেলে ঘাড় বেঁকে আসিফের দিকে শূন্য নিশ্চল দৃষ্টিতে
চেয়ে থেকে ছোট শব্দে বললো...

‘গাড়ি বের কর আসিফ! আমি বের হবো!

চমকিত নেয় আসিফ শুধালো...

‘কেন ভাই? আপনার শরীর তো এখনো দূর্বল!

‘তোরে বাড়তি কথা বলতে বলি নাই আমি। দ্রুত
গাড়ি বের করতে বলছি! আশুগঞ্জ যাব আমি!

রিদের গাড়ি বের করার কারণটা বুঝতে পেরে মূহূর্তে
ভয়ে চুপসে যায় আসিফ। মায়া খোঁজে রিদ যে
আশুগঞ্জ অবধি যেতে চায় সেটা ঠিক বুঝল আসিফ।
কিন্তু রিদ তো আর জানে না মায়া আসলেই জীবিত
আছে, মরে নাই। ভয়াত আসিফ ভয়ে ভয়ে
রিদকেমায়ার জীবিত হওয়ার সত্যিটা জালানো। এবং
আতঙ্কের নেয় রিদের গম্ভীর মুখের দিকে সময় নিয়ে
তাকিয়েও আসিফ বিন্দুমাত্র বুঝতে পারলো না রিদের
ভিতরকার অবস্থা। মায়ার জীবিত হওয়ার বিষয়টা
শুনেও রিদকে কোনো রিয়েক্ট করতে না দেখে আসিফ

আরও বেশি ভয় করলো রিদের নিশ্চুপ থাকার বিষয়টা নিয়ে। নিশ্চয়ই আসিফের কপালে দুঃখ আছে এজন্য রিদ হঠাৎ করে এমন গুমরে চুপ হয়ে আছে। শান্ত থাকা রিদ আরও শান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ গা ছেড়ে বালিশে মাথা ঠেকিয়ে নিশ্চুপ ভঙ্গিতে চোখ বন্ধ করে পরে রইল বেশ কিছুক্ষণ। যেন কোথাও স্বস্তিরের সন্ধান খোঁজে পাচ্ছে রিদ। জড়সড় আসিফ খানিকটা দ্বিধায় পরে গেল হঠাৎ রিদকে শান্তি মতো শুয়ে পরতে দেখে। আসিফ ধারণায় আসলো হয়তো রিদ ওর কথা শুনতে পায়নি এজন্য কিছু বলেনি। তাই আসিফের দায়িত্ব রিদকে পুনরায় একিই কথা গুলো আবারও বলা। আসিফ অনেকটা রয়েসয়ে দ্বিধা কাটিয়ে জড়সড় হয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে আবারও রিদকে ডাকতে লাগলো পুনরায়। এবার খানিকটা উচু স্বরেই ডাকল। কারণ আসিফের ধারণা রিদ হয়তো ওর কথা ঠিকঠাক শুনতে পারছে না হার্ট ব্লকের জন্য, কানে সমস্যা হচ্ছে রিদের তাই। কিন্তু আসিফ ভুল প্রমাণিত হলো তখন যখন রিদের দক্ষ হাতে থাপ্পড় পরলো ডান গালে। শুধু আসিফ গালে হাত দিয়ে রিদের দিকে তাকিয়ে থাকল বোকার

মতোন। জীবনে এই প্রথম মারলো রিদ ভাই ওকে,
তাও এতো বছরের সঙ্গী হয়ে কাজ করার পর।
আসিফকে ঘোরের মাঝে ফেলেই রিদ কেবিন থেকে
বের হয়ে গেল ততক্ষণে খালি পায়ে অক্সিজেন মাস্ক,
স্যালাইনের নল টেনে খুলে ফেলে। রিদ এমন ক্ষোভে
কোথায় গেল আসিফ জানি না। তবে সেও তৎক্ষণাৎ
রিদের পিছন পিছন ছুটলো রিদের চলে যাওয়া দেখে
গালে হাত দিয়ে। আর রিদকে পিছন ডেকে বলতে
লাগলো ‘ ভাই কোথায় যাচ্ছেন আপনি এই অসুস্থ
শরীরে? ডাক্তাররা বলেছে আপনাকে রেস্ট নিতে। ভাই
প্লিজ যাবেন না আপনি। ভাই!রিদ শুনলো না
আসিফের বাড়ং। বরং দূর্বল শরীরের বের হয়ে গেল
তখনই হসপিটাল থেকে। চিন্তিত আসিফ সেও রিদের
পিছন পিছন দৌড়াল গাল হাত দিয়ে। আর যায় হোক
রিদ ভাইকে তো আর একা ছাড়া যাবে না এই
অবস্থায় তাই না? তাহলে বিপদ তো আরও বাড়বে।
তাছাড়া দোষটা তো আসিফের ছিল বেশি। তারই
আরও ভালোভাবে খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল
মায়া ভাবির সম্পর্কে। তবে আসিফের সাথে সাথে
অপরাধী তো আরও একজন ছিল যে আসিফকে

এমন ভুলবাল তথ্য যোগাড় করে দিল সে?এবার তাঁকেও ছাড়বে না আসিফ। রিদের পিছন পিছন যেতে যেতে আসিফও নিজের এসিস্ট্যান্ট মাহফুজকে তার পাওনা থাপ্পড়টা ঠাস করে মেরে গেল। আর হুমকি ধামকিও স্বরূপ এক ছুট বুঝিয়ে গেল, আসিফকে এমন ভুলভাল তথ্য দেওয়ার জন্য এই থাপ্পড়টার উপযোগী ছিল সে। হতবুদ্ধি মাহফুজ সেও গালে হাত দিয়ে হসপিটালের করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকল আসিফের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে। মূলত মাহফুজ আসিফের পারসোনাল এসিস্ট্যান্ট হয়। আসিফ যাহ বলে তাই করতে হশ তাকে। আর এজন্যই বিগত কয়েক আগে তাঁকে বলেছিল যে কোনো মায়া মেয়ের সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করতে এবং সে সেটাই করে। লোকাল লোক লাগিয়ে মায়া মেয়েটির সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করেছিল মাহফুজ। কিন্তু ফাজিল ছেলে গুলো যে উনাকে মেয়ে সম্পর্কে এমন ভুল তথ্য দিবে কে জানে? আজ মাহফুজের গালের আসিফের দেওয়া থাপ্পড়টা তাহলে ঐ ছেলে গুলোও পাওনা হয়ে গেল। কারণ ওদের ভুল তথ্যের জন্যই তো মাহফুজ আসিফের হাতের শক্ত থাপ্পড়

খেল। তাই মাহফুজও ধীর মনে ঠিক করে নিল কাল সকালেই সব কয়েকটাকে একটা করে থাপ্পড় লাগাবে শুধু আজকের থাপ্পড়টার জন্য হুহু। সকাল ছয়টা পনেরো! সারারাত ভর ট্রেন জার্নির করে মাত্রই চট্টগ্রামের ভাড়া বাসায় ফিরল মায়া আর জুঁই। সঙ্গে রয়েছে মায়ার মায়া সেলিম সাহেব। চট্টগ্রাম রেলস্টেশন থেকে মুরাদপুরে মায়াদের বাসা মাত্র বিশ মিনিটের রাস্তা। মায়া আর জুঁই যখন স্টেশনে পৌঁছায় তখন সেখানে পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল মায়ার মামা সেলিম সাহেব। মূলত উনিই মায়া আর জুঁইকে সেইফলি বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন জেএসসি মোর উনার নিজের ফ্যাঙ্করিতে। ব্যবসায়িক মানুষ তিনি। তাই সময়ের পাক্কা হিসাব উনার কাছে আছে। সকাল সকাল মায়াদের বাসার গেইটের সামনে রিকশা থামতেই একে একে নিজেদের ব্যাকিংপত্র নিয়ে নেমে আসল মায়া আর জুঁই। অপর রিকশা থেকে সেলিম সাহেব ভাড়া মিটিয়ে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসল দুই ভাগীর দিকে। কাপড়-চুপড় ব্যাগ ছাড়াও এক্সট্রা খাবারের ব্যাগ ছিল অনেক। আশুগঞ্জ থেকে নিয়ে আসা এসব। সেলিম সাহেব মায়াদের রিকশার ভাড়া

মিঠিয়ে দিয়ে কিছু ভারি ব্যাগ নিয়ে হাটা ধরলো বাসা
পথে। পিছন পিছন জুইও হাটলো কিছু ব্যাগ গুছিয়ে।
বাকি পিছনে রয়ে গেল মায়া। যার জন্য মায়া নিজের
ভাগের ছোট ছোট কাপড়ের ব্যাগগুলো একত্রে গুছিয়ে
নিচ্ছিল নেওয়ার সুবিধার্থের জন্য। এজন্য মূলত মায়া
কোমর ঝুঁকে ব্যাগ গুলো একত্রে করার সময় হঠাৎই
কোথায় থেকে কেউ একজন মায়ার ডানহাতের বাহু
হ্যাচকা টানে মায়াকে সোজা করতে করতে মায়া মুখে
অস্পষ্ট স্বরে আওড়াতে লাগল,, আরেহহ! আরেহহ
কে! বলার মাঝেই কষে থাপ্পড় বসাল মায়ার
ডানগালে। হতভম্ব মায়া এক মূহূর্তের জন্য কিছুই
বুঝে উঠতে পারলো না আসলে মায়ার সাথে কিছু
হয়েছে। বরং তন্দা খেয়ে যাওয়ার নেয় মায়া ডানে
ঝুঁকে পরে বাম গালে হাত ছুঁয়াতে যাবে তখনই অপর
বাহু টেনে মায়াকে তৎক্ষণাৎ সোজা করতে করতে
অপর গালে থাপ্পড় বসাল মায়ার। পরপর দুই দুইটা
থাপ্পড়ের দাপটে মূহূর্তের মাঝে তন্দা খেয়ে গেল
মায়া। শরীর টলিয়ে উঠে চোখে অন্ধকার দেখা দৃষ্টি
তুলে কোনো রকম সামনে তাকাতে চাইল। তখনই
মায়ার হাল্কা আবছা দৃষ্টিতে ভিড়লো কারও রাগান্বিত

লাল ক্ষুদ্র মুখদ্বয়। মায়া ভালো করে চোখ টেনে
লোকটার দিকে তাকাতে চাইলে পুনরায় দাবাং হাতের
থাপ্পড় পরলো মায়ার টনটন করা ব্যথার গালে তাও
একই ব্যক্তি থেকে। পরপর তিনবারের থাপ্পড়ে গালে
চাপাসহ নড়ে উঠে মায়ার। ব্যথা কাতরে উঠে সহ্য
করতে না পেরে তখনই হু হু শব্দ করে কেঁদে উঠে
রাস্তায়। কে বা কারা এমন নির্দয় ভাবে মায়াকে
মারছে তাও জানে না মায়া। তবে লোকটার থাপ্পড়ের
দাপটে মায়া ঠিকঠাক চোখেও দেখছে না। শুধু কানে
একটু করে আসছে কারও রাগারাগি ফুস ফুস
নিশ্বাসের শব্দ। মায়া ধরে নিল সামনের মানুষটারই
হয়তো এমন রাগান্বিত ফুসফুস নিশ্বাসের শব্দটা
হবে। ক্রন্দনরত মায়া দু'হাতে নিজের দুগাল আঁকড়ে
ধরে হু হু শব্দ করে কেঁদে উঠে। কাঁদতে কাঁদতে
মায়া কয়েক সেকেন্ড মধ্যে নিজের চোখ তুলে সামনে
তাকাতেই মায়ার চোখের দৃষ্টিতে ভিড়লো রিদের
রাগান্বিত হিংস্র মুখটা। পরপর তিনটা থাপ্পড়ে গালের
মাড়িসহ নড়ে উঠল মায়ার। ব্যথা কাতরে উঠে সহ্য
করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ কেঁদে উঠল হু হু শব্দে।
কে বা কারা মায়াকে এমন নির্দয় ভাবে মারলো তাও

জানে না মায়া। লোকটার পরপর থাপ্পড়ের মায়া
ঠিকঠাক দেখার সুযোগটাই পায়নি মানুষটাকে। তবে
যেটা মায়ার কানে এসেছে সেটা হলো কারও
রাগান্বিত ফুস ফুস নিশ্বাসে শব্দ। ক্রন্দনরত মায়া
দু'হাতে দু'গাল চেপে ধরেই হিচকি তুলে কাঁদতে
কাঁদতে ভেজা দৃষ্টি তুলে তাকাতে চাইল সামনের
মানুষটার দিকে। তাকালও! কিন্তু তৎক্ষণাৎ মায়ার
সেই ভেজা দৃষ্টিতে ভিড়লো পরিচিত রিদের রাগান্বিত
হিংস্র মুখটা। রিদকে দেখেই মায়া কান্নাটা আরও
বাড়লো ঘোর অপমানে। লজ্জিত মায়া মাথা নত হয়ে
আসতেই রিদ দক্ষ হাত চালান করলো মায়ার বাহু
টেনে কাছে টানায়। মূহুর্তে মাঝেই মায়ার বাহু হেঁচকা
টানে মুখোমুখি করে, দাঁতে দাঁত পিষলো রিদ। তপ্ত
গলায় শুধালো মায়াকে... 'মিথ্যাবাদী নারী! একটার
পর একটা মিথ্যা, কন্টিনিউসলি এতো মিথ্যা আসে
কোথেকে তোর? জবান খুললেই মিথ্যা বলিস। এতো
মিথ্যা বলতে বলতে ক্লান্ত হুসনা? নাকি শরীরের রক্ত
মাংস পযন্ত মিথ্যা দিয়ে গড়ে ফেলেছিস বেয়াদব।
রিদের কথায় ঘোর অপমান বোধ করলো মায়া।
প্রথমমত সে কিছুই করেনি। আর না কিছু বুঝতে

পারছে কিসের জন্য এতোগুলো থাপ্পড় খেল সে? কি থেকে কি হলো তাও বুঝতে পারছে না। সকাল বেলা স্টেশন থেকে মামার সাথে বাসায় আসলো। রিকশা থেকে নেমে মালপত্র নিয়ে জুইও মায়ার মামা বাসার ভিতরে গেল। এখন মায়াও তাদের পিছনে বাসায় ভিতরে যেতো কিন্তু হঠাৎ ঝড়ের মতোন রিদ কোথায় থেকে এসে, কেন মায়াকে এতোগুলো থাপ্পড় মারলো তাও জানে না মায়া। আর না রিদের এখনকার কথা গুলোর মানে বুঝতে পারছে সে। মায়া যতটুকু মনে পরে সে রিদের সাথে বিগত মাস ধরে দেখা-সাক্ষাৎ বা কোনো রকম কথা হয়নি তাহলে মায়া মিথ্যাটা বললো কখন রিদকে তাও মনে পরছে না। ক্রন্দনরত মায়া ঘোর অপমানে চেতে উঠল, মোচড়ামুচড়ি করে রিদের হাত থেকে নিজের বাহু ছাড়িয়ে নিতে চাইল। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে রিদের উদ্দেশ্য জোড় গলায় বলল...‘ ছাড়ুন আমাকে অসভ্য নেতা! আমি যতো খুশি ততো মিথ্যা বললো তাতে আপনার কি? আপনি শুনতে আসেন কেন? আপনি কে আমাকে মারার? নেতার ছেলে হয়েছেন বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? যা খুশি তাই করবেন আর আমরা কিছু বলতে

পারবো না? এমন বালের এলাকায় না থাকলে কি হবে আমার? আমি আবার চলে যা...

মায়া আতঙ্কের নেয় উহুম! উহুম! শব্দ করে উঠল তৎক্ষণাৎ। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে আসলো মূহুর্তেই। ছটফট করার নেয় দুহাতে আঁকড়ে ধরলো রিদের একহাত গাল থেকে ছাড়াতে চেয়ে। কিন্তু মায়ার ছটফটে রিদের হাত আরও শক্ত হয়ে আসলো মায়ার গালের মাড়ি চেপে ধরায়। মায়া গোঙ্গাল। ছটফট করার নেয় রিদের হাত থেকে গাল ছাড়িয়ে নিতে চাইলে রিদ আরও তেতে উঠল। রাগে রি রি করে শুধালো...

‘ আমি কে তাই না? আমি তোঁর জম! তোকে মারার জন্য আমার বাপের ক্ষমতার দরকার নাই। সোজা তোঁর ঘরে গিয়ে মেরে আসবো। তোঁর কি মনে হয়? তুই পালিয়ে বাঁচবি? এই বালের এলাকা ছেড়ে কই পালাবি তুই? কোন দেশে গুনি? তুই তো এই দুনিয়া ছাড়লেও আমি তোকে রেখায় দিব না। পরকালেও আমার দাবি থাকবে প্রথমে। তোঁর তোঁ সব পথই বন্ধ!

ছটফট করার নেয় মায়া হঠাৎই রিদের হাতে কামড়ে
ধরলে রিদ আহ! শব্দে তৎক্ষণাৎ হাত ঝাড়া দিয়ে
মায়া গাল ছেড়ে দিতে মায়া চেতন গলায় শুধালো...‘
আমি মরলেও যখন রেখায় পাব না তখন আপনি
মরে যান আর আমাকে রেখায় দেন। তারপরও
রেখান দেন। আমি আর পারছি না। আল্লাহ ওয়াস্তে
আমাকে রোজ রোজ অপমান করা ছাড়ুন প্লিজ।
মায়ার কথায় রিদ পুনরায় মায়ার বাহু শক্ত হাতে
কাছে টেনে রাগে কটমট করে বললো...

‘ তুই তো প্রথম থেকেই চাইতি আমি যেন মরে যায়।
সেজন্য আহত অবস্থায় সেদিন রাতে একা ফেলে
পালিয়ে গিয়েছিলিস। আজও তোর জন্য মরতে মরতে
বাঁচলাম। তোর কি মনে হয় আমি মরলে তোকে
দুনিয়াতে একা রেখে যাব তোর নাগরের
সাথেনসংসার করতে? আমাকে তোর দয়ালু মনে
হয়? আমি মরলেও তোর সলিড বিহীত করে মরতাম
যাতে দ্বিতীয় কোনো পুরুষের সঙ্গে তুই নিতে না
পারিস। আরেকটা কথা! এতদিন শুধু সন্দেহ ছিল,
এখন শিওর হয়ে বলছি, আমার সাথে ত্যাড়ামি করবি
তো সোজা প্রাণে মরবি। মিথ্যা বলবি না। পালানোর

চেষ্ঠা তো মোটেও করবি না। কারণ লাভ নেই। তোর চৌদ্দ গোষ্ঠীর জন্ম কুন্ডলি পযন্ত আছে আমার কাছে। তাই বারবার পালানোর সুযোগ পাবি না। রিদের সব কথা গুলোই কেমন মাথা উপর দিয়ে গেল মায়ার। সবকিছু ধোঁয়াশার নেয় ঠেকল। মায়ার যতটুকু মাথায় আটলো সেটা হলো রিদ সাংঘাতিক বাজে আর অসভ্য প্রকৃতির মানুষ। রিদের কাউকে অপমান করতে কারণ লাগে না। ক্ষমতা দাপটে এমনি চড়িয়ে বেড়ায়। মানুষকে মানুষ মনে করে না যেমনটা মায়াকে মনে করে না সে। মায়াকে অকারণে অহেতুক অপমানিত করে রিদ শান্তি পায়। যেন মায়া রিদের চিরশত্রু হয়।

‘কিসের শত্রুতামি আপনার আমার সাথে? কেন বারবার আমাকে অপমান করতে চলে আসেন? রিদের পরিচয় সম্পর্কে মায়াকে কিছু বললো না। বরং রিদ আগের নেয় কটমট করে শুধালো...

‘তোর সাথে আমার সারাজীবনের শত্রুতামি। চিরশত্রু হুস তুই আমার। হইছে এবার? যা বাসায়। কথা গুলো বলতে বলতে রিদ মায়াকে হাঙ্কা ধাক্কা দিয়ে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে হনহন করে

উল্টো পায়ে হেটে গাড়ি দিকে চলে যায়। ঠিক যেই তেজে এসেছিল একই তেজে আবারও গিয়ে বসলো গাড়ির পিছনের সিটে। আসিফ রিদকে গাড়ির পিছনে বসতে দেখে লাফ দিয়ে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে পরল স্টিয়ারিং চেপে। মূলত সে এতক্ষণ যাবত গাড়িতে বসে নিরব দশক হয়ে ছিল রিদের রাগ মায়ার প্রতি দেখে। আসিফ বুঝতে পারছে রিদের এতো রাগের কারণ। হয়তো এই মুহূর্তে মায়ারও জানা নেই রিদ কেন এতো রাগ করলো তবে একটা সময় ঠিকই বুঝতে পারবে মায়া, তখন আজকে দিনটার কথা খুব মনে পরবে হয়তো। আসিফ প্রথমে রিদের পিছন পিছন গাড়ি থেকে বের হতে চেয়েছিল কিন্তু পথি মধ্যে রিদ মায়াকে থাপ্পড় লাগাতে দেখে আর সাহস করে বের হয়নি। বরং আধখোলা গাড়ির দরজা চাপিয়ে লাগিয়ে চুপচাপ গাড়িতে বসে পরে নিরব দশক হয়ে। কারণ সে জানতো আপাতত তার ঐখানে কোনো কাজ ছিল না। তাছাড়া সে যদি রিদের পিছন পিছন যেতো তাহলে মায়ার থাপ্পড় গুলোর সাথে সাথে আসিফও কয়েকটা থাপ্পড়ের ভাগ পেত রিদ থেকে। আসিফ অলরেডি একটা থাপ্পড় খেয়েছে

রিদের হাতে রাতে। তাই এখন আর পাকামো করে
রিদের পিছন পিছন গেল না। চুপচাপ আসিফ রিদের
ভয়ে মুখ বন্ধ রেখে গাড়ি স্টার্ট করলো। ডাইভিং
স্টয়ারিং গোরাতে গোরাতে মিরর দিয়ে এক পলক
দেখে নিল পিছনে বসা রিদকে। রিদ সিটে পিঠ
ঠেকিয়ে চোখে উপর হাত ভাজ করে রেখে শুয়া।
সারারাত জার্নি করে ক্লান্ত বুঝায় যাচ্ছে। ঢাকা থেকে
চট্টগ্রাম মুরাদপুর পযন্ত টানা দশ ঘন্টা রাস্তা আট ঘন্ট
গাড়ি চালিয়ে দ্রুত এসেছে পৌঁছিয়েছে রিদ শুধু
মায়াকে ধরতে। প্রথমে ওরা আশুগঞ্জ গিয়েছিল মায়ার
খোঁজে কিন্তু পথি মধ্যে কৌশল করে আসিফ
আরিফকে ফোন করে জেনে নেয় মায়া বর্তমান অবস্থা
সম্পর্কে। মায়া চট্টগ্রামে আসছে জেনে তারপর রিদও
গাড়ি স্পিড বাড়িয়ে দ্রুত এখানে এসে পৌঁছাল।
সকাল সকাল রিদের গাড়ি দেখে দারোয়ান দ্রুত
গেইট টেনে খুলে দিতেই আসিফ গাড়ি নিয়ে বাড়ির
ভিতরে প্রবেশ করলো। বাড়ির সামনেই মালি সাথে
দাঁড়িয়ে আরাফ খান পাইপ লাগিয়ে গাছে পানি
দিচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ করে গাড়ির হর্ণ কানে
আসতেই চমকে উঠে সামনে তাকাতেই চোখে পড়লো

রিদের কালো মার্সিডিজ গাড়িটি। চমকিত আরাফ খান কপাল কুঁচকে হাতে ঘড়িটা দেখতে চাইল কয়টা বাজে। কিন্তু খালি হাত দেখে উনার মনে পরলো ঘড়ি এখনো পড়া হয়নি হাতে। রাতে খুলে রেখেছি আর ফরজের নামজ পর পড়া হয়নি। কিছুক্ষণ আগেই মাত্রই ফজরের নামাজ পরে মসজিদ থেকে আসল উনি। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি সাথে সাথে এখনো মাথায় টুপি রয়েছে। উনি বিষনে একফাকে উজ্জ্বল পরিষ্কার আকাশটাও দেখে নিল বুঝতে পারলো এখনো সূর্য উঠেনি। এতো ভোর সকাল সকাল রিদের গাড়ি তাও খান বাড়িতে? বিষয়টা চরম আশ্চর্য জনক। যে ছেলেকে ফোনের পর ফোন করেও পাওয়া যায় না। চটুগ্রামেও আসতে চায় না বাবার কাজে। সেই ছেলে আপোষই আজ এতো সকালে দাদার বাড়ির চৌকাঠ মাড়ল? বিষনে আরাফ খান পাশের মালিকে প্রশ্ন করে বলল...

‘ এই আব্দুল! বাজে কয়টারে বলতে পারিস? তৎক্ষণাৎ উত্তর আসলো আব্দুলের... ‘ না বড় স্যার! জানি নাতো।

আরাফ খান বিরক্ত চোখে এক পলক আব্দুলকে দেখে
নিল। ঘাড় ঘুরিয়ে পুনরায় রিদের গাড়ির দিকে
তাকাতেই দেখল রিদ খালি পায়ে গাড়ি পিছনের
দরজা খুলে নামছে। রিদকে বিধস্ত আর এলোমেলো
অবস্থায় খালি পায়ে গাড়ি থেকে নামতে দেখে মূহূর্তে
বিষণ্ণে হতবাক, হতবুদ্ধি হয়ে গেল আরাফ খান।
অবাক করা চোখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকলো
রিদের পায়ে দিকে? এতো সকাল সকাল রিদ খালি
পায়ে কোথায় থেকে আসলো তাও বুঝতে পারছে না
উনি। আরাফ খান রিদকে কিছু জিগ্যেসা করবে তাও
সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ রিদ গাড়ি থেকে নেমে
সোজা হনহনিয়ে বাড়ির ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে।
আরাফ খান জোর গলায় হাঁক ছেড়ে রিদকে
আটকাতে চাইলো ডেকে। কিন্তু রিদ থামলো না।
শুনেও না শুন্য মতো করে হনহনে চলে যাচ্ছে
বাড়ির ভিতরের দিকে। আপাতত তার ফ্রেশ হয়ে ঘুম
দরকার। রিদকে থামতে না দেখে আরাফ খান
পুনরায় ডেকে রিদের উদ্দেশ্যে বললো...

‘ এই রিদ কই যাচ্ছিস এদিকে আয়। আমার তোর
সাথে সিরিয়াস কথা আছে। এতো সকাল সকাল

খালি পায়ে কোথেকে উদয় হয়েছিস তুই? তোকে
দেখে মনে হচ্ছে ছেঁকে খেয়ে বাঁকা হয়ে আছিস।
সত্যি করে বল কয়টা মেয়ের ধোঁকা খেয়ে জুতা
ফেলে এসেছিস রাস্তায়। সত্যি না বললে কিন্তু আমি
তোর বাপ আর দাদীর কাছে বলে দিব তোর ছেঁকা
খাওয়া কথা মনে রাখিস। রিদ আরারফ খানের কথা
কানে না তুলার মতোন করে সোজা চলে গেল বাড়ির
ভিতরে। সে জানে আরারফ খানের ডাকে সারা দিলে
নানান উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করবে অহেতুক যুক্তি দেখিয়ে।
আসিফ গাড়ি পাক করে রিদের পিছন পিছনই
যাচ্ছিল। আরারফ খান রিদকে না পেয়ে আসিফকে
ডাকল। আসিফ আরারফ খানের ডাকে আমতা আমতা
করলো। ইতস্তত বোধ করলো কাছে যেতে। আরারফ
খান আসিফকে আমতাআমতা করে দাঁড়িয়ে থাকতে
দেখে ধমক স্বরে বলল...

‘ এই রিদ ভাইয়ের বলদ এদিকে আয়। ডাকছি না
আমি। আয় বলছি।

আসিফ দ্বিধা নিয়ে এগিয়ে গেল আরারফ খানের কাছে।
সে জানে তাকে এখন আরারফ খান নিজের কথায়
ফাঁসাবে। সঠিক উত্তর না দিলে একছুট বোকাও

খেতে হবে তাঁকে। আবার সত্যি বললেও ঝামেলা, রিদ ভাই আস্ত রাখবে না ওকে। আজতো শুধু একটা থাপ্পড় দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু এইবার সত্যি বললে রিদ ভাই সোজা গুলি করে উপরে টিকেট ধরিয়ে দিবে আসিফকে। আসিফ মনে মনে ভিষণ ভয় পেল ফ্যাসাদের পরিস্থিতিতে পরে। কিন্তু মুখে প্রকাশ করলো না বরং আরাফ খানের সামনে এসেই বোকার মতোন হাসলো। আসিফের বোকা হাসি দেখে আরাফ খানের সন্দেহ আরও ঘাড় হলো। আসিফকে শাসিয়ে বলল...‘ বলদের মতোন হাসছিস কেন? আমি কি তোরে কমেডি দেখাইতে ডাকছি হ্যাঁ?

আসিফ তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ করে মাথা নাড়িয়ে ‘না বুঝালো। আরাফ খান আসিফের মাথা নাড়ানো দেখে ফের বললো...

‘ মুখে কি তালাও মারছোত?

আসিফ তাড়াহুড়ো বললো...

‘ না দাদাভাই!

‘ ওহ আচ্ছা তালা নাই তাই তো? শিওর তুই?

‘ জ্বি দাদাভাই!

‘ গুড! এবার তলাবিহীন জবানে সুন্দর করে ফটাফট বলতো দেখি তোরা দুই বলদ এতো সকালে কোথেকে এসেছিস?

যেটার ভয়ে ছিল সেটাই হলো। আরাফ খান আসিফকে এমন প্রশ্ন করবে সে প্রথম থেকেই জানতো এজন্য তো সে আসতে চায়নি। রিদের পিছন পিছন পালিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু আরাফ খানে ঈগলের চোখে ঠিকই ধরা পরে গেল। আসিফ কথা ঘুরানোর চেষ্টা করে বোকার মতোন হেঁসে বললো...

‘ কোথাও থেকে আসিনি দাদীভাই। এমনই এমনই আরকি।

‘ এমনই এমনই কি? আকাশ থেকে পরেছিস মাটিতে?

আমতাআমতা করে বললো আসিফ...

‘ না আসলে দাদীভাই আমরা...

আসিফের কথা শেষ করতে না দিয়ে ফের আরাফ খান বললো...

‘ আমরা আমরা কি? নিশ্চিত মারামারি করে এসেছিস তোরা। রিদের অবস্থা দেখেই বুঝা যাচ্ছে। তোদের সাথে গুরু বডিগার্ড গুলা কই?? আনিস নি সাথে?

আরাফ খানের কথা মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল আসিফ সত্যি লুকাতে পেরে। আরাফ খানের কথার রেশ টেনে বললো...‘ আমাদের বডিগার্ড গুলো সবাই রাস্তায় আছে দাদাভাই। ঘন্টা দুয়েকের ভিতরে চলে আসবে হয়তো। আসলে আমাদের কোম্পানির কাজ ছিল চটুগ্রামে, এজন্য আমি আর ভাই আগে আগে চলে এসেছিলাম রাতে আরকি।

‘ তাহলে তোর আর তোর ভাইয়ের এমন চোরের দশা কেন? কোম্পানির কাজে আসলে তো মানুষ বাবু হয়ে আসে। কিন্তু তাদের দেখে মনে হচ্ছে চুরি করে ধরা খেয়ে কোথাও জুতা ফেলে এসেছিস।

‘ না দাদাভাই! আসলে রিদ ভাইয়ের জুতা হঠাৎ ছিড়ে যাওয়াতে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলাম। মধ্যে রাত ছিল বলে নতুন জুতা আর নেওয়ার হয়নি।

‘ আমার কাছে আলু বেচত? রিদকে জীবনে নতুন জুতা ছাড়া পুরাতন জুতা পরতে দেখি নাই। তাহলে রিদের জুতা ছিড়বো কিভাবে? সত্যি বল যে মারামারি করতে গিয়ে জুতা কোথায় ফেলেছিস বলতে পারিস না।

আরাফ খানের কথা হাসালো আসিফ। মাথা চুলকিয়ে বললো.. ‘এতো জুতা জুতা করছেন কেন দাদাভাই? আপনি রিদ ভাইয়ের জুতা দিয়ে কি করবেন?’

‘তোরে পিঠাইয়া বলদ থেকে মানুষ বানাব রিদ ভাইয়ের চামচা। যা ভাগ! রুমে গিয়ে ফ্রেশ হ, নাস্তা কর। রিদের থাপ্পড় খেয়ে বাসায় ফিরে কান্নাকাটিতে হুলুস্থুল পাকিয়ে রেখেছে মায়া। চটুগ্রামে থাকবে না মানে থাকবেই না। যে করেই হোক মায়া আজই ফিরতে চায় আশুগঞ্জ। এখানে আর নয়। মায়া হঠাৎ জেদের কান্নাকাটিতে অতিষ্ঠ মায়ার মামা সেলিম সাহেব ও তার মা ফুলবানু। জুইও খানিকটা বিরক্তির সহিত দাঁড়িয়ে আছে ফোন হাতে নিয়ে। ভিডিও কলে আছে আরিফ। মায়াকে বারবার এটা সেটা বলে বুঝাতে চাচ্ছে কিন্তু জেদি মায়া সেইসব শুনতে নারাজ। রাতের ট্রেনে চটুগ্রামে আসতে না আসতেই সকালের ট্রেনে আবার চলে যাওয়ার জেদ ধরার কারণটাও ঠিকঠাক করে কাউকে বলছে না মায়া। আর না রিদের কিছুক্ষণ আগের থাপ্পড় দেওয়া বিষয়টা কাউকে জানাচ্ছে। শুধু কান্নাকাটি করে বারবার বলছে সে চটুগ্রামে থাকবে না। বাড়ির সবার

জন্য মন পুরছে, সেজন্য বাসায় ফিরে যেতে চায়
মায়া। মায়ার এমন যুক্তিহীন কারণটা কারও কাছে
প্রযোজ্য নয় বলেই উপস্থিত সবাই বিরক্ত মায়ার
উপর। কিন্তু অসহায় মায়া কান্নার কারণে ঠিকঠাক
কথাও বলতে পারছে না শুধু হিচকি তুলে কেঁদে
কেঁদে বারবার বলছে ‘ সে এই চটুগ্রামে থাকবে না।
এখানে পড়াশোনাও করবে না। বাসায় চলে যেতে
চায়” মায়ার হুলুস্থূল কান্নাকাটির মাত্রা প্রহর হতেই
জুই এক প্রকার বাধ্য হয়ে আরিফকে কল দেয়।
আরিফ তখন থেকে মায়াকে বুঝাচ্ছিল শান্ত হতে।
মায়া শুনতে চায় না বলে এজন্য বেশ কয়েকবার
ধমকালো, কিন্তু তাতে মায়ার কান্না আরও বেড়ে
গেল। এতে বিপাকে পরে গেলো সবাই। আরিফ
নিজেকে শান্ত করে জুইকে বললো, মায়ার হাতে
ফোনটা দিতে। জুইও তাই করলো। এক প্রকার
জোর করে মায়ার হাতে ফোনটা গুঁজে দিল। মায়া
কাঁদতে কাঁদতে ফোন কোলে নিয়েই বসে থাকলো
তবও হাতে নিল না। আর না ফোনের দিকে তাকিয়ে
আরিফের কথা শুনতে চাইল। আসিফ মায়ার
কান্নাকাটিতে হতাশার ভারি নিশ্বাস ফেলে মায়াকে

বুঝানোর উদ্দেশ্য ফের বললো,, এই মূহুর্তে পরিবারের সবার মনে অবস্থা ভালো নেই মুক্তা বিয়ে পিছিয়ে যাওয়াতে, সবাই টেনশনে আছে। তাই এখন যদি মায়া পড়বে না বলে জেদ করে বাসায় ফিরে যেতে চায় তাহলে মায়ার বাবা-মা আরও টেনশনে পরে যাবে। তখন দেখা যাবে টেনশনে টেনশনে মায়ার বাবা যদি অসুস্থ হয়ে পরে তখন কি মায়ার কষ্ট লাগবে না? আরিফের বুঝদার কথা গুলো মায়ার মনে ধরতেই মায়ার কান্নাকাটি খানিকটা কমে আসলো। কোল থেকে ফোনটা হাত তুলে মুখ বরাবর ধরলো, ধীরে মাথা নাড়িয়ে বুঝালো,' মায়ার ভিষণ কষ্ট লাগবে। আসিফ হান্কা হেসে মায়াকে ফের বুঝিয়ে বললো.' আরিফ চটুগ্রামে কয়েকদিনের মধ্যে ফিরে আসবে। তখন মায়ার ট্রান্সফারের বিষয়ে কথা বলবে কলেজে। এখন কান্নাকাটি না করতে।

মায়া কান্না কমে আসলে উত্তর করলো...

‘ সত্যি তো? ট্রান্সফার করাবে আমাকে, পরে মন বদল করবে নাতো?

আরিফ হেঁসে উঠে মায়াকে আশ্বস্ত করে বলল..

‘ তিন সত্যি আমার মন বদল হবে না। আগে ভাইকে চটুগ্রামে আসতে দে তারপর ট্রান্সফার করাবো? ততদিন লক্ষী মেয়ের মতো থাকবি। নানুকে জ্বালাবি না কেমন?

মায়ার কান্না সম্পূর্ণ থেমে গিয়ে হাতের উল্টো পিঠে চোখের পানি মুছতে মুছতে বললো...

‘ আচ্ছা!’ আচ্ছা ভাই রাখছি। তোরা ফ্রেশ হয়ে কিছু খেয়ে নে। কান্নাকাটি করে চোখে-মুখের কি অবস্থা করেছিস তুই। মুখের মাক্রটা পযন্ত খুলিসনি। যাহ আগে গিয়ে ফ্রেশ হ আজকে কলেজে যাওয়ার দরকার নেই। সারারাত জার্নি করেছি খেয়েদেয়ে একটু ঘুমাবি কেমন?

‘ আচ্ছা!

‘ আচ্ছা নানুকে ফোনটা দে।

হাত বাড়িয়ে ফোনটা ফুলবাবু হাতে দিতে দিতে চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল মায়া। তিনি ফোনটা হাতে নিয়ে আরিফের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ছুটলো রান্না ঘরে দিকে আপাতত সবার জন্য চা করতে। সেলিম সাহেব সোফায় বসা ছিল। মায়ার কান্না থেমে যেতে দেখে মায়ের কাছে চা চাইলো। মায়া ড্রয়িংরুমে থেকে

উঠে নিজেদের রুমের দিকে যেতেই মায়ার পিছন
পিছন জুইও গেল। মায়া রুমে ঢুকে মাথার হিজাব
আর মাক্রা খুলতেই জুইয়ের চোখে দৃশ্যমান হলো
রিদের থাপ্পড় দেওয়া লাল দুটো গাল। যেখানে স্পষ্ট
পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ বসে গিয়ে ফুলে আছে খানিকটা।
মায়ার গালে অবস্থা দেখেই আতঙ্কের নেয় মৃদু
চিৎকার করে উঠল জুই। তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গিয়ে
মায়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মায়ার গাল দেখে অস্থিরতায়
প্রশ্ন করতে লাগলো একটার পর একটা। মায়ার গাল
দেখে জুই চট করে বুঝে ফেললো কেউ মায়াকে
নির্দয় ভাবে মেরেছে। কে বা কারা মায়াকে এমনভাবে
মারলো জানতে চাইলে প্রথমে মায়া বলতে চায়নি
রিদের নামটা। কিন্তু জুইয়ের ব্ল্যাকমেইল করে
আরিফের ভয় দেখাতেই গরগর করে সবটা বলে দিল
মায়া। বিনা কারণে রিদের মায়াকে আঘাত করাটাও
পছন্দ হলো না জুইয়ের। সেজন্য জন্য জুই বেশ
অনেকটা চেতে গেল রিদের উপর। রাগের মাথায় ছুট
এটা সেটা বলে রিদকে গালমন্দও করলো। কখনো
রিদের মুখোমুখি হলে অবশ্যই জানতে চায়বে কেন
মায়াকে এমন ভাবে মারলো সেটা। সেদিনকার

মতোন জুই বা মায়া কেউ আর কলেজে যায়নি। সারারাত জার্নি করার পর সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাল দুইবোন। সেলিম সাহেব সকালে নাস্তা করেই চলে গিয়েছিল কিন্তু মায়া নিজের গাল ওড়নার আঁচলে লুকিয়ে রাখলো সারাটা দিন যার দারুণ কারও চোখে পরলো না রিদের থাপ্পড়ের বিষয়টি। আর না মায়া কাউকে জানাল রিদ ওকে মেরেছে সেটা। জানাশুনার মধ্যে শুধু মাত্র জুই-ই জানতো ব্যাপারটা। তবে সেদিনকার মতোন মায়া আর রিদ দুজনের কারও সঙ্গেই দেখা হলো না একে অপরের। কিন্তু ভাগ্য ফেরে মায়া না চাইতেও রিদের দেখা পেয়ে গেল পরদিন। তাও কলেজের রাস্তায়। ভয়াত মায়া রিদের ছায়াও মারাতে চায়নি বলে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু রিদের ঈগলের চোখে যেন তৎক্ষণাৎ ধরা পরে গেল সে। এক মূহুর্তে জন্য মায়ার মনে হলো রিদ যেন মায়ার অপেক্ষায় রাস্তায় বসে ছিল আয়োজন করে। সকাল ৪ঃ১৫। তীব্র অনিহা নিয়েই রিকশায় চড়ে বসল মায়া। কলেজে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু জুইয়ের জোড়াজুড়িতে যেতে হচ্ছে নয়তো সে কখনোই একা একা কলেজে যাওয়ার মেয়ে না। জুই

অসুস্থ। কোমরে ভিষণ ব্যথা তাই আজ সে যাবে না সাদা ড্রেস পরে। মায়াও চেয়েছিল জুইয়ের সাথে সাথে না যেতে কিন্তু পারলো না। বিগত কয়েক দিনের বন্ধের জন্য কলেজের অনেক পড়া জমে আছে। তাই এক প্রকার বাধ্য হয়েই মায়াকে কলেজে যেতে হচ্ছে। বাসা থেকে কলেজের রাস্তা পায়ে হেঁটে গেলে পনেরোমিনিট। আর রিকশার করে গেলে পাঁচ-সাত মিনিটের মতোন লাগবে। মন খারাপের উদাসীন মায়া কোলের উপর বই পত্রে ব্যাগটা চেপে ধরে বসে থাকল থ মেরে। রিকশা চললো আপন গতিতে। চেনা পথ চেনা অলিগলি। কোনো কিছুই অজানা নয়। মূলত কয়েকদিনের বন্ধে পড়াশোনা প্রতি অমনোযোগী ছাত্রী মতোন আশপাশটা চোখ বুলাচ্ছিল উদাসীনতায়। দেখতে দেখতে হঠাৎই চমকে উঠার নেয় আতঙ্কে দ্রুত রিকশা হুট তুললো। মুখে মাক্স ঠিক করে তৎক্ষণাৎ রিকশা পিছনে মাথাটা এলিয়ে লুকিয়ে পরলো চোখ হিচে বন্ধ করে কারও ভয়ে। আর মনে মনে আল্লাহ, নাম জবতে জবতে দুয়া করতে লাগলো যাতে, সেই মানুষটার সম্মুখে ধরা না পরে যায়। উত্তেজিত মায়ার মনের দোয়া একটা সময় মন থেকে

মুখের বুলি হয়ে আওড়াতে লাগলো মৃদু স্বরে। মায়ার চলন্ত রিকশা হঠাৎ থেমে যেতেই ধ্যান ভাঙ্গে ওর। উত্তেজনায় মায়া মনে করলো হয়তো ওহ কলেজ গেইটে পৌঁছে গেছে তাই আশেপাশে চেক না করেই আতঙ্কের নেয় লাফিয়ে রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে কাঁধে ব্যাগ জুলিয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটলো সামনে। দ্রুত পা চালিয়ে পরপর কয়েক কদম হাঁটা মধ্যেই আকস্মিক মায়ার কাঁধের ব্যাগটা পিছন থেকে কেউ টেনে ধরতেই আটকে যায় মায়া। কেউ হেয়ালি গলায় সুর তুলে বলে...‘ কি ম্যাডাম? এতো তাড়া কিসের কই যান?? আমাদেরকেও একটু সময় দিয়ে যান। পরিচিত কণ্ঠে কানে আসতেই মায়া ভয়ানক হয়। চোখ মুখ হিচে বন্ধ করে নেয়। নত মস্তিষ্কের পিছনে ফিরেই মৃদু গলায় আওড়ায়...

‘ ছাড়ুন! আমি কলেজে যাব!

মায়ার কথায় খানিকটা কপাল কুঁচকে আসে রিদের। তীক্ষ্ণ গলায় বলে...

‘ ছাড়ুন মানে? এখনো তো ধরাধরিই করলাম না ছাড়বো কেন?

রিদের কথায় নাক ছিটকালো মায়া..

‘ ছিঃ কি বাজে আপনি! ব্যাগ ছাড়ুন আমার। যাব আমি।

মায়ার কথায় রিদের হাতটা আরও শক্ত হয়ে আসে মায়ার ব্যাগে। রিদ মায়ার ব্যাগ টেনে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করাতে করাতে বললো...‘ অবশ্যই ছাড়বো ম্যাডাম! তার আগে আপনার সাথে আমার হিসাব নিকাশ শেষ করি তারপর। শুনলাম আপনি নাকি আমাকে অমান্য করে চলেন? আমার পিছনে বাজে কথা বলেন। ঘটনাটা কি সত্যি?

রিদের পরপর আচরণের মায়ার ভয়ে সাথে সাথে রাগও হচ্ছে ভিষণ। কেন রিদ বারবার মায়ার পিছনেই লাগতে আসে সেটা আজও বুঝতে পারেনি মায়া। কিসের এতো শত্রুতামি রিদের সাথে মায়ার তাও জানে না। তাই রাগান্বিত মায়া খানিকটা তেজ দেখিয়ে রিদকে শুধালো...

‘ বেশ করেছি, বলেছি। দরকার পরলে আরও বলবো। আপনি আসলেই একটা বাজে মানুষ। ব্যাগ ছাড়ুন!

মায়ার তেজ দেখানোটা রিদের বরাবরই পছন্দ না। তাই রিদ রাগে কটমট করে মায়ার ব্যাগ ছেড়ে

তৎক্ষণাৎ মায়ার দু-হাত বাঁধে রিদের একহাতে মধ্যে,
আসিফকে ডেকে বললো...

‘ আসিফ আমার বন্দুকটা দে তো? দেশদ্রোহী বাঁচিয়ে
লাভ নেই। আমার এলাকায় থেকে আমার নামই
বদনাম করার বিষয়টা হজম হচ্ছে না। সব রাজাকার
বংশ আজই মেরে সাফ করে ফেলবো। আমাকে
বাজে বলা আজই বের করছি। দে বন্দুক দে আমার।
রিদের কথায় তৎক্ষণাৎ জ্বি ভাই ‘ উত্তর করে ছুটলো
আসিফ। চোখের পলকে গাড়ি ডেস্কে থেকে বন্দুক
নিয়ে হাজির হলো রিদের সামনে। মায়া আসিফকে
রিদের হাতে বন্দুক তুলে দিতে দেখে ঝরঝর করে
কেঁদে উঠলো তখনই। আসিফ চমকে উঠে মায়ার
দিকে তাকালেও রিদ বিরক্তি চোখে আশেপাশে
তাকায়। সকাল হওয়ায় আশেপাশে মানুষজন বেশ
আছে। মায়া এমন মরার কান্নায় রাস্তায় সিনক্রিয়েট
হতে পারে বলে রিদ তৎক্ষণাৎ ধমক লাগায় মায়ার
উদ্দেশ্য।

‘ এই মেয়ে চুপ! চুপ! চুপ! মরার কান্না করছো কেন?
আমি কিছু করছি হ্যা? চোখে এতো পানি আসে
কোথেকে? চুপ করো নয়তো এই বন্দুকের সব-কয়টা

গুলি তোমার পেটে চালান করবো এম্মুনি। চুপ!মায়া
ঠোঁট কামড়িয়ে কান্না আটকাতে চায়। কিন্তু চোখ দিয়ে
অনর্গল পানি ঝরছে রিদের হাতের বন্দুকের ভয়ে।
এই প্রথম কারও হাতে বাস্তবিক বন্দুক দেখলো
মায়া। তাও ওকেই মারতে? সাংঘাতিক না বিষয়টা?
অবশ্যই সাংঘাতিক! রিদ মায়ার দু'হাত আড়াআড়ি
অবস্থায় নিজের একহাতে আটকে অপর হাতে বন্দুক
নিয়ে দাঁড়িয়ে। নত মস্তিষ্কের মায়া নিশ্চুপ কাঁদতে
লাগলো। যাও একটু সাহসী হয়ে উঠেছিল মায়া
রিদের সব কথার উত্তর করবে ভেবে। সেই সবটুকু
সাহস ফুশ হয়ে যায় মূহুর্তেই রিদের হাতে বন্দুক
দেখে। রিদ মায়াকে নিশ্চুপ কাঁদতে দেখে খানিকটা
মায়া হলো। গলার রাগ কমিয়ে শাসন করে বলল...

‘ আর আমার সাথে তেজ দেখাবে? ত্যাড়ামি করবে
কখনো?

মায়া মাথা নাড়িয়ে ‘ না’ বুঝায়। তখন রিদ মায়া হাত
ছেড়ে দিতে দিতে বললো...

‘ ভেরি গুড গার্ল। এবার আমাকে সুন্দর করে
আদবের সহিত সালাম দেন। এলাকার সিনিয়র বড়
ভাইদের সালাম দিয়ে চলতে হয় জানেন না সেটা?

ছাড়া পেয়ে মায়া কাঁদতে কাঁদতে একহাত কপালে
তুলে হাল্কা তুলিয়ে রিদকে সালাম দিল...

‘ আ আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া!

মায়ার সালাম শেষ হতে না হতেই রিদের ধমকে
ফের চমকে উঠলো মায়া। রিদ ধমকে বললো...

‘ এই বেয়াদব মেয়ে! ভাইয়া কি হ্যাঁ? কোন কালের
পাতানোর বোন তুমি আমার? ভাইয়া ডেকে আত্মীয়তা
সম্পর্ক বাড়াতে চাও আমার সাথে? আমার বাবার
সম্পত্তির ভাগ চায় তোমার, আমার বোন সেজে?
সাংঘাতিক চালবাজ মেয়েতো তুমি? খবরদার ফের
যদি আমাকে ভাইয়া ডেকেছ? আমি জগৎবাসির
সবার জন্য ভাইয়া হলেও তোমার নয়। এই আসিফ!
তুই বলতো, ওকে(মায়াকে উদ্দেশ্য করে দেখিয়ে)
আমার বোনের মতো দেখতে লাগে হ্যাঁ?

আসিফ যেন সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকে রিদের ডাকে।
তৎক্ষণাৎ অসম্মতি দিয়ে বলল আসিফ...

‘ না ভাই! একদমই লাগে না। আপনাদের হাইট,
ওয়েট, কার্লার, কোনো কিছুই মিলে না। উনাকে
তো(মায়া) আমাদের ভাবির মতো লাগে। আসিফের
এঙ্গেলের কথা মায়া না বুঝলেও রিদ ঠিকই বুঝতে

পারে। রিদ আসিফের অতিরিক্ত কথা চোখে শাসায়। আসিফ দমে গিয়ে চুপচাপ জায়গায় ছেড়ে প্রস্থান করে। আরেকটু হলে আবেগী আসিফ সবকিছু ফাস করে দিতো মায়ার সামনে। আসিফ চলে যাওয়ার দিকে মায়া বোকার মতোন তাকিয়ে থাকে। মূলত ওর মাথায় কিছুই ঢুকেনি। মায়া কিভাবে এতো ছেলে আসিফের ভাবির মতোন দেখতে হতে পারে? আসিফের ভাবি নিশ্চয়ই কোনো বুড়ো মহিলা হবে? তাহলে কি মায়া বুড়ো মহিলাদের মতোন দেখতে? মায়ার ফের ধ্যান ভাঙ্গে রিদের ভয়ে। রিদ বলে...

‘ শুনো মেয়ে আমাকে ভাইয়া-টাইয়া ডাকা যাবে না। এই শব্দটা তোমার জন্য ব্যান। চাইলে স্যার ডাকতে পারো।

‘ জ্বি আচ্ছা!

‘ গুড! এবার সুন্দর করে সালাম দাওতো দেখি।

‘ আসসালামু আলাইকুম স্যার।

‘ গুড! এবার চাঁদা দেন!

মায়া প্রথমে বুঝলো না রিদের কথার মানে।

‘ হুমম?

‘এলাকায় থাকতে গেলে চাঁদা দিতে হয় সিনিয়রদের জানেন না সেটা? দেন আমাকে চাঁদা দেন! দেখি কি কি আছে আপনার কাছে। বের করেন সব। মায়া রিদের কথায় বিপাকে পরে গিয়ে আবারও চোখ টলমল হয়ে উঠে পানিতে। রিদ মায়ার চোখের পানি দেখে বিরক্তি নিয়ে নিজেই মায়ার কাঁধের ব্যাগ টেনে নিজের কাছে নিলো। পরপর মায়ার ব্যাগের সবগুলো চেইন খুলে ভিতর থেকে মায়ার টিফিনের বক্সটি হাতে নিল। একহাতে মায়ার বইয়ের ব্যাগটা ফিরত দিয়ে টিফিন বক্স খুলে দেখতে পেল গরুর মাংসের পাস্তা রান্না করার। রিদ দুই আঙ্গুলের সাহায্যে একটু মুখে দিয়েই মায়ার দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো দুজনের। মায়া মূলত রিদের দিকেই তাকিয়ে ছিল ড্যাবড্যাব করে। রিদ মুখে পাস্তাটা চিবুতে চিবুতে বললো...‘ খুব জ্বাল। আমি এতো জ্বাল খেতে পারি না। কাল থেকে কম জ্বাল করে নিয়ে আসবা, মনে থাকবে?

কথা বলতে বলতে রিদ ফের দুই আঙ্গুলের সাহায্যে পাস্তা মুখে তুললে মায়া তৎক্ষণাৎ নিজের ব্যাগ গেঁটে রিদের জন্য ছোট চামচ বের করে দিল। রিদ তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে মায়ার দিকে তাকিয়ে চামচটা হাতে নিতে
নিতে বলল...

‘ এই খাবার কে রান্না করেছে তুমি??

মায়া নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে বলে...

‘ হুমমম!

রিদ চামচ দিয়ে পরপর পাস্তা মুখে তুলতে তুলতে
বলল...

‘ কাল থেকে পিঠা বানিয়ে নিয়ে আসবা। এখন যাও
কলেজে। এভাবে হা করে তাকিয়ে থাকার কিছু নেই।
এতটুকু খাবার আমারই লাগবে। আউট!টিফিন টাইম
চলছে। সময় ১ঃ১৫। পুরো ক্লাস খালি করে সবাই
যার যার মতোন করে কেন্টিনে বা ক্যাম্পাসের মাঠে
আড্ডায় বসে। ক্লাসে তেমন কেউ না থাকলেও,
মায়াকে নিয়ে হাতেগোনা সাত আটজন বসা আছে,
যারা নিজস্ব কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাদের মাঝে মায়াও
একজন। বিগত কয়েক দিনের বন্ধের ক্লাস নোট
সংগ্রহ করছে মায়া শ্রেয়ার খাতা দেখে লিখে। জুইকে
দিতে হবে এইগুলো তাই। জুই আজ কলেজে না
আসায় একা সকল পড়ার চাপ পরেছে মায়ার উপর।
আর সেই থেকেই ব্যস্ত হাতে লেখালেখি করছে

শ্রেয়াদের সাথে ক্যান্টিনে না গিয়ে। তাছাড়া মায়া এমনও কলেজের ক্যান্টিনে যেত না। মায়ার না যাওয়ার অবশ্য দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ ছিল রিদ মায়ার টিফিনবাক্স রেখে দিয়েছে। এজন্য লেখার চাপ রেখে টিফিন করতে গেল না সে। শ্রেয়া, নাদিয়া দুজনই মায়াকে রিকুয়েস্ট করে ছিল সঙ্গে যেতে পরে না-হয় তিনজন একত্রে মায়াকে নোট করে দিবে এমনটাও প্রমিজ করেছিল দুজন। কিন্তু তারপরও মায়া যায়নি লেখা ফেলে। দুই নাম্বার কারণটা ছিল রিদের ভয়। মায়ার ধারণা, মায়া যদি ক্যান্টিনে যায় তাহলে নিশ্চয়ই রিদ সকালের মতোন করে ক্যান্টিনেও চলে আসবে মায়াকে হুমকি ধামকি দিতে। তাই মায়া মনে মনে ঠিক করে রেখেছে যতদিন না পছন্দ রিদ এই চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে ঢাকায় চলে না যাচ্ছে ততদিন পযন্ত মায়া ক্যান্টিনে যাবে না। লুকিয়ে চুকিয়ে পালিয়ে বেড়াবে রিদ হতে। তারপরও খারাপ রিদ খানের মুখোমুখি না। সঙ্গীহীন মায়া ভিষণ মনোযোগ দিয়ে নিজের লেখাটা শেষ করছিল। কারণ টিফিন টাইম শেষ হলেই পঞ্চম ঘন্টা শুরু হয়ে যাবে।

তখন আর লেখালেখি সুযোগ থাকবে না। ক্লাস টিচার্স থাকবে।

‘ ভাবি এটা আপনার জন্য ভাই পাঠিয়েছে। নিন! অর্ধ পরিচিত কণ্ঠ কানে আসতেই মনোযোগ নষ্ট হয় মায়ার। লেখা থামিয়ে কপাল কুঁচকে সামনে তাকাতেই চোখে পরে দশ এগারো বছরের ছেলে সুমনকে। ছোট সুমন নামক ছেলেটিকে মায়া চিনে। এই কলেজের ক্যান্টিনে কাজ করে বাবার সঙ্গে। মায়া সুমনদের ক্যান্টিনে রোজ খাওয়া-দাওয়া করে, আড্ডা দেয় শ্রেয়াদের সাথে। পরিচিত সুমনকে দেখে মায়া মনে করে সুমন অন্য কারও খোঁজে এসেছি এখানে। তাই সুমনের ভুল শুধিয়ে বলে...

‘ তুমি মনে হয় অন্য কারও খোঁজে এসেছো সুমন। আমি তোমার ভাবি না। আর এই পার্সেলও আমার না।

মায়ার কথায় তৎক্ষণাৎ নাহুচ করলো সুমন। মায়াকে শুধালো দৃঢ় গলায়। সুমন বলল..

‘ না ভাবি এইটা আপনারই। ভাইয়ের মোবাইলে আপনার ছবি আমি দেখছি। এই স্কুল ড্রেস পড়ায় আছিলেন ছবিতে। নিন এবার এইটা রাখেন। বিস্মিত

মায়া স্তব্ধতার নেয় সুমনের দিকে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে
তাকিয়ে থাকল শুধু। কে কার ভাবি? সেটাই মায়ার
মাথার উপর দিয়ে গেল। মায়া কখন সুমনের ভাবি
হলো? আর কখনই বা সুমনের ভাই নামক মানুষটির
কাছে ওর ছবি গেল? মায়ার ছবি তাও অন্য কারও
ফোনে আদৌও সম্ভব? মায়া তো ছবিই তোলে না।
হাতেগোনা যে কয়েকটা ছবি আছে তাও সেই গুলো
পারিবারিক ফোনে তুলে অন্য কারও ফোনে থাকার
কথায় না। মায়ার পরিবার নিশ্চয়ই সুমনের ভাই
নামক লোকটার কাছে মায়ার ছবি দিতে যাবে না।
মায়া এখনো নিশ্চিত যে সুমন অন্য কারও সাথে
মায়াকে গুলিয়ে ফেলেছে। এজন্য মায়া মনে মনে
সুমনের জন্য দুঃখ পেল! সহজ সরল ছেলেটা কতো
বোকা আহা, ঠিকঠাক ছবিটা দেখতে পারেনি,
এজন্য মায়াকে ছবির মেয়েটার সাথে গুলিয়ে এখন
ভাবি ভাবছে। সুমন ছেলেটা আসলেই সহজ সরল।
এখন মায়ার দায়িত্বের মধ্যে পরে সুমনকে বুঝানো,
যে সুমন ভুল ভাবছে মায়াকে তার ভাইয়ের বউ মনে
করে। মায়া কারও ভাবি নয়। আর এই পার্সেলের
অধিকারীও মায়া নয় অন্য কেউ হবে। মায়া লেখার

কলমটা রেখে হাত বাড়িয়ে সুমনের বাড়িয়ে দেওয়া
খাবারের পার্সেলটা ঢেলে সুমনের দিকে দিতে দিতে
মায়া বলে...‘ এই পার্সেল আমি রাখতে পারবো না।
তুমি ফিরত নিয়ে যাও সুমন। আর তোমার ভাইকে
গিয়ে বলো সে যেন সাহস করে নিজে গিয়ে দিয়ে
আসে তার বউকে। তোমাকে যেন না পাঠায়। তুমি
ভুল করছো! একজনের পার্সেল অন্য জনকে
ডেলিভারি দিচ্ছে। আমি এই পার্সেলের মালিক না।
এবার তুমি যাও, আমি লেখবো।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে মায়াকে তৎক্ষণাৎ শুধালো সুমন..

‘ আরে ভাবি কি বলেন এইগুলো? ভাইয়ের মতোন
সাহসী পোলা এই চট্টগ্রাম শহরে দুইডা খোঁজে পাবেন
না আপনি। ভাইয়ের সাহসের প্রশংসা তো পুরা
বাংলাদেশ করে। আর আপনি তারে সাহসের কথা
কি বলেন? ভাই শুনলে কিন্তু রাগ করবে। আসলে
ভাবি ভাই এহন ব্যস্ত। ভাইয়ের আব্বা আইছেন।
এজন্য ভাইয়ের লোক খাবারটা আমারে দিইয়া
পাঠাইছে আপনার জন্য। নিন রাখেন। আর এসব
কথা বলবেন কিন্তু ভাইয়ের নামে তাহলে আমি কিন্তু

চুপ থাকবো না। সোজা ভাইয়ের কাছে নালিশ করবো
আপনার নামে।

সুমনের হঠাৎ চেতে উঠা নাল্চ ভঙ্গি দেখে মায়ার
মনেও আগ্রহ জাগে নামক মানুষটির কে তা জানতে।
এজন্য মায়াও সুমনের ভাইয়ের মায়াও প্রশংসা করে
বলল...

‘তোর ভাইকে পেয়ে তোর ভাবি মনে হয় অনেক
লাকি। তোর ভাই মনে হয় তোর ভাবিকে অনেক
ভালোবাসে তাই না?’

মায়ার কথা ফের শুধালো সুমন....‘ আরে ভাবি,
আপনি নিজেই তো আমাদের ভাইয়ের বউ।

অতি আগ্রহে জানতে চাইল মায়া...

‘আচ্ছা তোর ভাইটা কে বলতো শুনি? নাম কি? এই
কলেজের সিনিয়র কেউ???’

মায়ার কথায় সুমন মায়ার দিকে খাবার পার্সেলটা
এগিয়ে দিতে দিতে বললো...

‘আমি কিছু বলতে পারুম না ভাবি। নিষেধ আছে,
ভাইয়ের লোক আমারে বকবো। আপনি এইডা
রাখেন, আমি গেলাম। আর ভাই আপনারে কইছে
এইডা সবটা শেষ করতে। আমি এহন গেলাম।

মায়ার বই খাতায় উপর পার্সেলটা রেখে ফুডুং করে দৌড়ে পালাল সুমন। মায়া পিছনে থেকে অধৈর্যে নেয় ডাকতে লাগলো সুমনকে...

‘ এই শুন! শুন! সুমন এটা নিয়ে যা। আরে বলদ আমি তোর ভাবি না। তুই ভুল জায়গা পার্সেল ডেলিভারি দিছোস বাদর। সুমন শুন! এই সুমন! মূহূর্তের মাঝে সুমন মায়ার ক্লাস রুম থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। মায়া পিছন ডেকে লাভ হয়নি বরং মায়ার ক্লাসে যে কয়েকজন স্টুডেন্ট বসা ছিল তাঁরা মায়ার হঠাৎ চিৎকারের ডাকে বিরক্তি সহিত মায়ার দিকে তাকাতেই চুপ করে যায় মায়া। নিশ্চুপ ভঙ্গিতে পার্সেলের প্যাকেট হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে দ্বিধা নিয়ে একটা সময় প্যাকেট খুলে বের করলো চিজি পাস্তার সঙ্গে বড় বড় গলদা চিংড়ি মাছ ভাজা। সাথে ফ্রেশ পানির বোতলও হয়েছে। বিস্মিত মায়ার খাবার দেখেই মত বদলায়। খাবার গুলোর দুটোই খুব প্রিয় মায়ার। পছন্দের খাবার সামনে পেয়ে লোভ সামলাতে পারলো না মায়া। তৎক্ষণাৎ বই খাতা গুছিয়ে ছুটলো ক্যান্টিনে শ্রেয়াদের উদ্দেশ্যে। দুই বান্ধবীদের নিয়ে এই গুলা ভাগাভাগি করে খাবে সে।

এখানে এমনই অনেক খাবার আছে। এতো খাবার
মায়ার একা পক্ষে শেষ করা সম্ভব নয়। খাবার গুলো
নিরে মায়া মাঠ পেরিয়ে ক্যান্টিনের দিকে যেতে মনে
মনে আরও একবার ভেবে নিলো, অন্য খাবার যেহেতু
মায়া খেয়ে নিচ্ছে তাই এই খাবারের বিল আজ
যাওয়ার সময় মসজিদে দান করে দিবে। তাহলে আর
মায়ার গুণা হবে না। তাছাড়া মায়া এখন এই
খাবারের মালিককে কোথায় খুজবে? যার খাবার সে
যদি ঠিকঠাক ডেলিভারি দিতে না পারে তাহলে মায়ার
কি দোষ হু? মায়া কি ইচ্ছা করে খাবার গুলো রেখেছে
নাকি? বরং এই খাবার গুলো জোরপূর্বক মায়াকে
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু মায়াকে চাপিয়েই
দেওয়া হয়েছে সেহেতু মায়া এই খাবার গুলো কেন
ফেলে দিয়ে নষ্ট করবে? এতে মায়ার পাপ হতে
পারে। তারচেয়ে বরং মায়া এই খাবার গুলো
খেয়েদেয়ে ভালো পূর্ণের কাজ করবে। কলেজ ছুটির
পরপরই মায়া সবার সাথে বের হলো। গেইট পার
হয়ে রাস্তায় আসতেই আচানক দেখা হয়ে গেল
রাকিবের সঙ্গে। রাকিবের হঠাৎ সান্ধাৎকারে অস্তিত্বে
পরে গেল মায়া। আজ জুই নেই বলে একটু বেশি

ইতস্তত বোধ করলো সে। মূলত রাকিব কলেজের এদিকটায় বসা ছিল। মায়াকে কলেজ হতে বের হতে দেখে এগিয়ে আসল। মায়ার সাথে কৌশল বিনিময় করলো। জুইকে না দেখে জানতে চাইল জুই কোথায়। মায়া দ্বিধায় জানালো জুই আসেনি। জুই না আসার সংবাদে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার নেয় খুশি হয়ে গেল রাকিব। চকচক করার নেয় খুশিতে আবদার জানালো মায়াকে আজ বাড়িতে পৌঁছে দিবে সে। মায়া নাহুচ করলো। রাকিব বিনয়ের সঙ্গে ফের মায়ার কাছে অনুরোধ করায়, মায়া রাজি হলো। কিন্তু রাকিবের সঙ্গে এক রিকশা করে যেতে হবে ভেবে মায়া কৌশলে রাকিবকে জানাল মায়া আজ হেঁটে বাসায় যাবে। রিকশা করে যাবে না। কারণ রাস্তা মোরে মায়ার কাজ আছে কিছু নোট পিন্ড করতে হবে তাই। মায়া ভেবেছিল হেঁটে যাওয়ার কথা শুনে রাকিব হয়তো মায়া সঙ্গে যেতে চাইবে না বা নিষেধ করবে। কিন্তু মায়ার ধারণা ভুল করে রাকিব তাতেও রাজি হয়ে গেল মায়ার সঙ্গে যাবে বলে। শ্রেয়ার পারিবারিক গাড়ি আসতে ওহ চলে যায়। নাদিয়াকে উল্টো রাস্তায় রিকশা ধরে যেতে হয়। নাদিয়াও চলে যেতে মায়াকে

একা করে। নিশ্চুপ মায়া হাঁটা ধরলে রাকিবও পা
মেলায় মায়ার সাথে। ভালোবাসার মানুষকে পাশে
পেয়ে বেশ উৎফুল্লতা দেখা যায় রাকিবের কথায়।
মায়ার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কথার ফুলঝুরি ফুটে
মুখে। নিশ্চুপ মায়া অস্তিত্বে পরে রাকিবের কথার হু
হ্যা উত্তর করছে শুধু। রাস্তার মাঝেই অনাকাঙ্ক্ষিত
ভাবে আবার দেখা হয়ে গেল রিদের সাথে। আর
তাতেই মায়া আতঙ্কের নেয় রাকিবে বরাবর হয়ে
নিজেকে আড়াল করতে চাইল রিদের কাছে ধরা পরে
যাওয়ার ভয়ে। মূলত রাস্তার ওপাশেই রিদ দাঁড়িয়ে
আছে তার বাবার সাথে। আশেপাশের অনেক মানুষ
ভিড়ও রয়েছে। হয়তো ইলেকশনে সেমিনার জন্য এই
ভিড়। মায়া মনে করলো রিদ মায়াকে দেখেনি। আর
তাতে মায়া চুপিসারে কেটে পরবে নিজের আড়াল
করে। মায়ার এই ধারণাটা ভুল প্রথম করে রিদ
হঠাৎই শান্ত চোখ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রাস্তা এপাশে
মায়ার দিকে। তৎক্ষণাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল
দুজনের। আতঙ্কিত মায়া তৎক্ষণাৎ নিজেকে আরও
গুটিয়ে নিলো রাকিবের পিছনে। রিদ খুবই শান্ত
স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মায়াকে কয়েক সেকেন্ড দেখে ফের

ঘাড় ঘুরিয়ে নেয়। আর তাকাল না। মায়া অবশ্য চুপিচুপি বেশ কয়েকবার তাকিয়ে ছিল রিদের দিকে। মূলত রিদ মায়ার কাছে চলে আসে কিনা সেটা দেখতে। কিন্তু রিদকে আসতে না দেখে স্বস্তির হয় মায়া। তবে বেশ বিরক্ত হয় মায়া এই ভেবে যে, রিদ খান যখনই চটুগ্রামে আসে তখন কেন এই কলেজে রাস্তা তাকে দেখা যায়? কেন এই লোকের কি বাড়িঘর নেই? নিজের বাড়ির ঘর ফেলে কেন রাস্তায় পরে থাকে সেটাই বুঝে না মায়া। সেদিনকার মতোন মায়ার সাথে রিদের আর দেখা হয়নি। মায়া বিকালে যখন কোচিংয়ের গেল তখনও না। তবে রাকিবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যেহেতু রাকিবও ঐ কোচিংয়ে পড়ায় তাই রাকিবের সঙ্গে দেখা হওয়াটাও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পরদিন সকালে আর না বিকালে। গোটা দিনটায় রিদের সাথে মায়ার দেখা হয়নি। মায়া রিদের ছায়াও দেখেনি কলেজে রাস্তায়। এতে মায়া খুশিই হয়েছিল মনে করেছিল রিদ আবার ঢাকায় ফিরে গেছে। এখন মায়া শান্তিতে কয়েকদিন চটুগ্রামে থাকতে পারবে। তারপর রিদের ফিরার আগে আগে মায়া আশুগঞ্জ চলে যাবে। এতে রিদ খান আর

মায়াকে খুঁজে পাবে না। ওদের দেখাও হবে না।
মায়ার নিজের কল্পনা জল্পনা বেশ খুশি হলো। কিন্তু
মায়ার সকল খুশিতে পানি ঢেলে রিদ হাজির পরদিন
সকাল বেলা যখন মায়া কলেজে যাচ্ছি তখন। মায়া
সবে একা রিকশার করে কলেজে যাচ্ছিল। জুই
আজও কলেজে যায়নি শরীর অসুস্থ বলে। আকস্মিক
ঘটনায় মায়া রিকশা হঠাৎই থেমে মায়া ঝুঁকে পরতে
নিলে রিকশার ছুট চেপে নিজেকে বাঁচায় পরার
থেকে। উত্তেজিত মায়া স্বাভাবিক হওয়ার আগেই
কেউ একজন গাড়ি থেকে নেমে, মায়ার হাত চেপে
ধরলো শক্ত করে। আকস্মিক ঘটনায় মায়া কিছু
বুঝার আগেই তৎক্ষণাৎ টান পরে মায়ার হাতে। মায়া
ঝুঁকে পরে রিকশা থেকে নামে কারও টানাটানিতে।
মায়া রিকশা থেকে নামতে নামতে উত্তেজিত ভঙ্গিতে
আওড়াল...‘ আরেহ! আরেহ! কে আপনি? আমাকে
কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? ছাড়ুন বলছি! ছাড়ুন!
আগমনকারী লোকটা পিছনের পিঠ নজরে আসলো
মায়ার। লোকটা মায়াকে তখনো টেনে নিয়ে যাচ্ছে
নিজের গাড়ির দিকে। মায়া চিৎকার করে লোকটা
হাত হতে নিজেকে ছাড়াতে টানাটানি করতে লাগলো

অনবরত। গাড়ির মুখোমুখি হতে ড্রাইভিং সিট হতে
বের হয়ে আসলো আসিফ। আসিফকে দেখেই আত্মা
উড়াল দেওয়ার জোগাড় হলো মায়ার। মায়ার বুঝতে
আর বাকি রইলো কে মায়াকে এমন চিনতায় কারীর
মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আসিফকে দেখেই ভয়ে
আতঙ্কে চিল্লাচিল্লি থেমে গেল। তবে রিদের ভয়ে
কেঁদে উঠল তখনই। রিদ মায়াকে টেনে পাশের সিটে
বসিয়ে সে ঘুরে গিয়ে বসলো ড্রাইভিং সিটে।
আসিফের রেখে, রিদ দক্ষ হাতে গাড়ি ঘুরাল বিপরীত
রাস্তা ধরে। মায়া রিদের ভয়ে সিঁটিয়ে নিশুপে কাঁদতে
লাগলো। তারপরও শব্দ করছে না বিন্দুমাত্র। আজ
কপালে কি আছে কে জানে? এই লোক এমনই
রাগান্বিত অবস্থায় মায়াকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাও
বুঝতে পারছে না মায়া। হয়তো মায়াকে আজ মেরে
ফেলবে। তারপর বস্তা ভরে কোনো নদী ফেলে
দেওয়ার জন্য মায়াকে এমন চিনতায় করে তুলে
এনেছে মাঝ রাস্তা থেকে রিদ। নিজের মরার কথা
চিন্তা করতেই মায়ার কান্নার বেগ আরও বাড়ে। আজ
কলেজে আসার সময় জুইকে বকে এসেছিল মায়া।
এজন্য জুইয়ের জন্যও মায়া লাগছে। মায়া যদি

জানতো আজ ওর শেষ দিন তাহলে কক্ষনোই জুইকে
বকে আসতো না। বরং আদর করে শেষ বিদায় নিয়ে
আসতো। ব্যাগপত্র গুছিয়ে সিএনজি করে চট্টগ্রাম
রেলস্টেশন নামলো আরিফ। পিছন দুইবোন বসা,
মায়া আর জুই। সঙ্গে আছে বৃদ্ধ ফুলবানু। আরিফ
ভাড়া মিটিয়ে পিছনে আসতে সিএনজি থেকে নেমে
দাঁড়াল দুইবোন। একটু পিছনে দাঁড়িয়ে জায়গায় দিল
আরিফকে। নম্রতার সহিত আরিফ নানুমার হাত ধরে
গাড়ি থেকে নামিয়ে দাঁড়াল করাল সাইডে। তারপর
নিজের বাকি জিনিসপত্র নামানোর জন্য মাথা নুয়ালো
সিএনজি ভিতরে। আরিফ যখন একে একে নিজেদের
ব্যাগপত্র টানছিল তখনই কোথায় থেকে তিনি-চারজন
ছেলে এসে হাজির হলো তাদের সম্মুখে। ভদ্রতা
দেখিয়ে ফুলবানুকে সালাম জানিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ
করলো আরিফের। গলার সুর পেয়ে লাগেজ রেখে
আরিফ পিছনে ফিরতেই চোখে দৃশ্যমান হলো স্বল্প
পরিচিত লোকদের। আরিফ চিনে তাদের। প্রায় দেখা
স্বাক্ষত হয় তাদের সাথে রাস্তাঘাটে বা ভার্টিটির
ক্যাম্পাসে। এমনকি মায়ার কোচিং সেন্টারেও
যাতায়াত আছে তাদের। তবে ছেলে গুলো বখাটে

নয়। ভদ্র মার্জিত পরিবারের ছেলে এরা। রাজনৈতিক করে। কিন্তু ভালো ছেলে কাতারে পরে। আরিফ সে এলাকায় থাকে সেই এলাকারই ছোট ভাই এরা।‘ আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই। কোথায় যাচ্ছেন আপনি??

‘ ওয়ালাইকুম সালাম! এই তো বাড়িতে যাচ্ছিলাম আরকি। তা তোমাদের কি খবর। হঠাৎ এখানে কেন তোমরা???

সামনের ছেলেটির নাম তপু। মূলত সেই সালাম দিল আরিফকে। তপু নামক ছেলেটি সরল হেঁসে ভদ্রা দেখিয়ে আরিফের হাত থেকে ব্যাগটা নিতে চেয়ে হাত বাড়িয়ে বলল...

‘ এইতো ভাই ঢাকা যাচ্ছিলাম। রিদ ভাইয়ের পরিবার ঢাকায় আছেন। উনাদের পারিবারিক বিয়ে বলে আমাদেরকেও যেতে দাওয়াত করেছেন। সেখানেই যাব ট্রেনে করে আমরা। তবে যাওয়ার পথে দেখলাম আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে, তাই এগিয়ে আসলাম আরকি। দিন ব্যাগ গুলো আমাদেরকে দিন আরিফ ভাই। আমরা নিয়ে যাচ্ছি। এই শফিক বাকি ব্যাগ গুলো বের কর তো গাড়ি থেকে তোরা।তপু নামক

ছেলেটির আদেশে বাকি ছেলে গুলাও তাই করলো। আরিফকে হঠাৎ আগত ছেলে গুলার সঙ্গে বেশ সখ্যতা দেখিয়ে কথা বলতে দেখে কপাল কুঁচকে আসে মায়ার। আরিফ সচারাচর বাহিরের মানুষের কাছ থেকে সাহায্য নেয় না যখন সঙ্গে মায়া বা জুই থাকে। বোনদের সেফটি কথা ভাবে তাই। তাহলে এখন কেন এই অপরিচিত ছেলে গুলা থেকে সাহায্য নিচ্ছে সেটা মাথায় আসছে না মায়ার। আরিফ সবাইকে তাড়া দিয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মের দিকে হাঁটল। অনলাইনে কাটা টিকেট গুলো মোবাইল দেখিয়ে কাউন্টার থেকে কাগজের টিকেট নিতে হবে বলে। ততক্ষণে জুই ফুলবানু বেগমকে ধরে এগিয়ে গেল স্টেশনের প্লাটফর্মে রাখা চেয়ার গুলোতে বসতে। মায়া তাদের পিছনে। হাতে ছোট খাটো কাপড়ে ব্যাগ। কাঁধের একপাশে ঝুলছে মেয়েলী ছোট ব্যাগ। সেথায় ফোনের শব্দ আসলে বেখেয়ালি মায়া হাটা থামিয়ে ব্যাগ থেকে ফোন নিতে চাইলে বাঁধা দেয় তপু নামক ছেলেটি। সে আগের নেয় ভদ্রতা দেখিয়ে ছোট গলায় মায়াকে শুধিয়ে বলে....‘ ভাবি আগে কোথাও বসেন। তারপর ফোন রিসিভ

করবেন। এটা পাবলিক প্লেস আপনার সমস্যা হবে
দাঁড়িয়ে কথা বলতে।

তপুর ভদ্র ভাষায় ছোট করে ভাবি ডাকায়
বিস্ফোরণের ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মায়া। মায়ার সাথে
সাথে সামনে থেকে জুইও তাকাল ফুলবানু বেগমের
হাত ধরে চেয়ারে বসাতে বসাতে। তপুকে ছোট
গলায় মায়াকে ভাবি ডাকতে শুনেছে জুই। মূলত
এজন্য জুইও চমকিত। কিন্তু ফুলবানু বেগমের সামনে
কিছু বলতে নারাজ জুই। বিস্ফোরণের মায়া কিছু
বলবে তখনই শফিক নামক ছেলোটি প্লাটফর্মের
চেয়ারের পাশে ব্যাগগুলো রাখতে রাখতে মায়াকে
বসার জায়গা দেখিয়ে তপু নেয় সেইম ভদ্রতা দেখিয়ে
ছোট গলায় বলল...

‘ ভাবি আপনি এই চেয়ারটাতে বসুন। এখানে কোনো
ছেলেরা আসবে না আমরা আছি আশেপাশে। আপনি
বসুন প্লিজ। বিস্ফোরণের মায়া হতবাক হয়ে ড্যাবড্যাব
করে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। আজকাল প্রায়ই
মায়ার সাথে এমন হয়। চেনা নেই, জানা নেই, ইয়া
দামড়া বড় বড় ছেলেপেলে মায়াকে ভাবি বলে
সম্মোধন করে যেখানে সেখানে। একেক জনের

আবার কি ভদ্রতা? আহা! দেখলেই মনটা জুড়িয়ে যায়
মায়ার। অথচ কে কার বউ সেটাই জানে না মায়া।
আজকাল মায়াকে ছোট, বড় সবাই ভাবি বলে
সম্মোদন করে। যেন মায়া এই জাতির, জাতিগত
ভাবি হয়। কিন্তু এই জাতির জাতিগত ভাইটা কে
আজও মায়ার জানতে পারে না। মায়াতো বিবাহিত।
মায়ার একটা হারিয়ে যাওয়া স্বামীও আছে। সে
আজও নিখোঁজ। মায়া তাঁকে খোঁজে পেলে নাহয়
একটা কথা ছিল। বলতে পারতো না সেও কারও
ভাবি হয়। কিন্তু যেখানে মায়ার গোটা স্বামীটাই খোঁজ
খবর নেই, সেখানে মায়া এই জাতির ভাবির হয়ে
বসে আছে। এখন মায়া যদি কাউকে প্রশ্ন করে, এই
জাতির ভাইকে নিয়ে, কে সে? কাকে জুড়িয়ে মায়াকে
এতো এতো ভাবি ডাকা হয়? কে সে? তাহলে সবাই
একটাই উত্তর আসে... ‘আমাদের ভাই। ভাবি!

উৎসুক মায়া ফের প্রশ্ন করে...

‘আপনার ভাইটা কে?

তাদের উত্তর...

‘আপনার স্বামী। ভাবি!

থমথমে খেয়ে মায়া এর বেশি প্রশ্ন কাউকে করতে পারে না। কারণ বাকি প্রশ্ন করার আগেই বাকিরা ঘায়েব হয়ে যায়। মানে এক কথায় মায়াকে এরিয়ে চলে যায় মায়ার সম্মুখ থেকে। হতশায় মায়া আজকাল ডিপ্রেশনে ভুগছে। একদিকে নিখোঁজ স্বামীকে খোঁজে পাচ্ছে না। অন্যদিকে জাতির ভাই নামক নতুন বিপদ সংকেত মায়ার কপালে জুটেছে। এর জন্য শান্তিতে ফ্রেন্ডের সাথে কোচিংয়ের পরে কোথাও আড্ডাও দিতে পারে না জ্বালায়। মায়া আজকাল রাস্তায় পাশের দাঁড়িয়ে ফুসকা ওয়ালা মামার ফুসকা খেতে পারে না। যদি মায়া খাওয়ার জন্য যায়, তাহলে দেখা যাবে কোথাও থেকে কেউ না কেউ সেখানে চলেই আসবে। একদম অপরিচিত মুখ মায়ার কাছে তাঁরা। অথচ মায়ার সাথে তাঁরা এতো নম্রতা ভদ্রতার সহিত বিনয়ী কথা বলবে যেন মায়া খুব বড় ধরণে সম্মানিত ব্যক্তি হয় তাদের। প্রথম দেখায় মায়াকে বাধ্যতা মূলক সালাম দিবে। তারপর বিনয়ী সহিত মায়াকে রাস্তায় দাঁড়াতে নিষেধ করে বলবে...

‘ ভাবি এই রাস্তাঘাট ভালো না। ভাইয়ের নিষেধ আছে আপনি যাতে রাস্তাঘাটে খোলামেলা চলাফেরা না করেন তাতে। দুষ্টু ছেলেদের উৎপাত বেশি থাকে। আপনি বাসায় চলে যান ভাবি। আমরা আপনার ফুসকা প্যাক করে বাসায় দিয়ে আসবো। আপনি বাসায় চলে যান ভাবি। তারপর? তারপর সত্যি দেখা যায় মায়ার বাসায় সেদিন সন্ধ্যায় ফুসকার বড় প্যাক দিয়ে যায় কেউ না কেউ দারোয়ান চাচাকে দিয়ে তাঁরা। মায়া যতক্ষণ পযন্ত ফুসকা ওয়ালা মামা থেকে চলে আসবে ততক্ষণ পযন্ত ছেলেগুলো ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকবে আর বারবার মায়াকে বিনয়ী করে বলবে, মায়া যাতে বাসায় চলে আসে সেটা নিয়ে। এতো বড় বড় দামড়া ছেলেদের ভাবি ভাবি অনুরোধ করাটা দৃষ্টি কুঠোর লাগে বলে মায়া বাধ্য হয়ে চলে আসতে হয় সেখান থেকে। আর এই সবকিছুর প্রত্যেক স্বাক্ষী হচ্ছে জুই। আজকাল মায়ার সাথে সাথে জুইও অতিষ্ঠ এই অচেনা জাতির ভাইকে নিয়ে। তবে এতোদিন মায়া এই বিষয়টি নিয়ে ডিপ্রেশনে ভুগলেও আজ মনটা বেশ ফুরফুরে ছিল এই ভেবে যে, মায়া আজ বাড়ি চলে গেলে আর আসবে না এই

চট্টগ্রামে। তখন এই জাতির ভাইয়েরও বিষয়টা দামাচাপা পরে যাবে। কিন্তু হঠাৎ করে এই রেলস্টেশনে যখন মায়াকে অল্প পরিচিত ছেলেগুলো ভাবি বলে সম্মোদন করলো তখনই মায়া তাক লাগলো এই ভেবে যে, এই জাতিরগত ভাই নিশ্চয়ই মায়ার বাসার খোঁজ খবর রাখবে? আরিফকে পূর্ব থেকে চিনে এমনটা মনে হচ্ছে মায়ার। এবার মায়ার নিজ বাড়িতে চলে গেলেও যদি জাতির ভাই লোকটা মায়ার জন্য সেখানেও যায় তখন কি হবে? চমকিত মায়ার ধ্যান ভাঙ্গে ফের তপু নামক ছেলটির মৃদু ঢেকে। মায়া এক পলক তপু দিকে তাকিয়ে বসল শফিক নামক ছেলটির দেখানো চেয়ারে। জুই তখনো মায়ার দিকে আবাক করা নজরে চেয়ে। মায়া ভীতিকর দৃষ্টি তুলতে চোখ মিলল দুজনের। মায়ার চোখের ভয়টা যেন মূহূর্তে পড়ে ফেললো জুই। মায়ার সাথে সাথে জুইয়ের মনেও ভয়ের আশঙ্কা দেখা দিল এই ভেবে, ছেলেগুলোর মায়াকে ভাবি ডাকা শব্দ যদি কোনো কারণে আরিফ বা ফুলবানু বেগমের কানে যায় তাহলে বিপদে পরে যাবে দুজন। জড়সড় বসা মায়ার সাথে সাথে জুইও চুপসে গেল ভয়ে। মনে

মনে আল্লাহ কাছে দোয়া করলো যাতে আরিফ বা ফুলবানুর কানে না যায় ছেলেগুলোর ভাবি ডাকটা। দেখতে দেখতে জুইয়ের দোয়াই কবুল হলো। পুরো ট্রেন জার্নিতে ছেলেগুলোর কেউ মায়াকে আর ভাবি ডাকলো না আরিফ বা ফুলবানু বেগমকে সামনে। তবে পুরো রাস্তায় ছেলেগুলো দায়িত্ব নিয়ে মায়াদের খেয়াল রেখেছে। ট্রেন আশুগঞ্জ থামায় তাড়াহুড়ো দুই মিনিটে সবগুলো লাগেজে নামিয়ে দিল ছেলেগুলো। সবাই একে একে আরিফ থেকে বিদায় নিয়ে ট্রেনে উঠতে উঠতে তপু আরিফের চোখের আড়ালে যেতে যেতে মায়াকে বলল...

‘ আসি ভাবি! আমরা কিন্তু আমাদের ভাইয়ের হয়ে বিয়েতে থাকব ভাবি ইনশাআল্লাহ। বিয়ে? কোন বিয়ে! কার বিয়েতে থাকবে বলে গেল? মায়ার বোনের বিয়েতে তো ওদের দাওয়াত করেনি আরিফ। তাহলে কোন ভাইয়ের পক্ষ হতে কার বিয়েতে থাকবে ওরা? উফফ! অস্তিত্বে মায়া ফের ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় পারছে না হাত পা ছড়িয়ে স্টেশনে কাঁদতে। যাকে পাওয়ার তার সন্ধান খোঁজে পাচ্ছে না মায়া। অথচ মায়ার জীবনে একটার পর একটা ঝামেলা

লেগেই যাচ্ছে। থামা থামি নামই নিচ্ছে না। প্রথমে
রিদ খান আর এখন অচেনা জাতির ভাই। রিদ খান
তো দেশে বাহিরে চলে গেল আজ প্রায় একমাস।
এই ফাঁকে মায়াও বাড়িতে চলে এসেছে জীবনে
কখনো রিদ খানের সঙ্গে দেখা হবে এটাও নিশ্চিত।
রিদ খানকে নিয়ে ঝামেলা মুক্ত। কিন্তু এই জাতির
ভাইকে কি করবে মায়া? এই লোকটাকে সুবিধার
মনে হচ্ছে না। সব জায়গায় মানুষ লাগিয়ে মায়ার
বাড়ি অবধি যদি চলে আসে তখন কি করবে মায়া?
মায়ার রাগী বাবা এসব শুনলে নিশ্চয়ই মায়াকে কেটে
নদীতে ভাসিয়ে দিবে? ডিপ্রেশনে মায়ার এলোমেলো
চিত্তায় হঠাৎই ঠোঁট ভেঙ্গে কান্না আসলো। কি করবে
উপায় না পেয়ে ভয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল সেখানেই।
মায়া হঠাৎ কান্নায় ব্যস্ত প্লাটফর্মে মানুষের অনেকের
দৃষ্টি কুঠোর হলো সে। জুই, আরিফ, ফুলবানু,
লাগেজে ছেড়ে মায়াকে ধরলো। চিন্তিত গলায়
তিনজনই মায়াকে শুধালো, কি হয়েছে জানতে চেয়ে।
মায়া কিছুই বললো না। শুধু অজানা ভয়ে ফুপাল।
চিন্তিত আরিফ মায়ার কাঁধ চেপে নিজের কাছে
টানলো। বোনের মাথায় আদুরে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা

দিলে একটা সময় শান্ত হয় মায়া। তীব্র কোলাহলে
গুঞ্জে সকালের কাঁচা ঘুমটা ছুটে যায় মায়ার। বিরক্তি
সূক্ষ্ম ভাজ ললাট বটে আসলে চোখ মেলা তাকাতে
চেয়ে পকল ঝাপটালো মায়া। ঘুমের রেশ পুরপুরি
কাটাতে না পেরে চোখ জ্বলে উঠল তখনই। বিরক্তি
মায়া উপুড় হয়ে বালিশের মুখ গুঁজে দিল। পাশেই
হয়তো জুই ঘুমের আছে ভাবল মায়া। তাই হাতড়ে
জুইয়ের পাশটা চেক করতেই খালি জায়গায় পেয়ে
মুখ তুলে তখনই চাইল পিটপিট করে। আশ্চর্য জুই
বিছানাতে নেই। তারমানে জুইও উঠে গেছে
এতক্ষণে। শুধু কি মায়াই এতো বেলা অবধি পরে
পরে ঘুমাচ্ছিল? এমনটা তো হওয়ার কথা না। মায়া
বাড়িতে আসলে সবার আগে মায়ার রাগী বাবা ডেকে
ঘুম থেকে তুলে সবাইকে নামাজ জন্য। অথচ আজ
কেউ ডাকলো না মায়াকে? ঘুমানোর জন্য মায়াকে
এতো বেলা অবধি ছেড়ে দিল? মায়া মন সন্তুষ্ট হলো
না। বাহিরে গুঞ্জে মনে হচ্ছে বাসায় ঝামেলা চলছে
বড়সড়। কি নিয়ে সবার এতো কথা কাটাকাটি হচ্ছে
তাও বুঝতে পারছে না মায়ার। বিরক্তি মায়া বিছানা
উঠে বসল। রাতে চট্টগ্রাম থেকে বাসায় ফিরতে রাত

প্রায় নয়টার নাগাদ হয়ে গিয়েছিল। তারপর গোসল করে খাওয়া-দাওয়া করে সবার সাথে একটু কথা বলে ঘুমাতে ঘুমাতে রাত বারোটার উর্ধ্ব চলে যায়। মায়ার রুমে জুই, আর ফুলবানু বেগম ঘুমিয়ে ছিল রাতে। ক্লান্তিময় ঘুমটা এখনো পুরা হয়নি মায়ার। আরও একটু ঘুমাতে পারলে হয়তো ভালো হতো। কিন্তু যেহেতু বাসার সবাই উঠে গেছে তাহলে নিশ্চয়ই অনেক বেলা হয়ে গেছে। মায়াকে বিছানা ছাড়ার দরকার। বিছানায় ঝিম ধরে বসে থাকা মায়া হাত বাড়িয়ে বালিশের পাশ থেকে মোবাইলটা নিল সময় দেখতে। মোবাইলের সাইড বাটন চেপে স্ক্রিনে আলো জ্বালাতে মায়ার চোখ কপালে উঠলো ভোর ৪ঃ৪৫ সময় দেখে। মায়া ভাবলো ফোনের টাইম ঠিক নেই হয়তো। তাই ঘাড় ঘুরিয়ে জানালা ধরে বাহিরের পরিবেশটা দেখতে চাইল কিন্তু মোটা পর্দার আড়ালে নজরটা বাহির অবধি যাওয়া সম্ভব হলো না। বিরক্তি মায়া গায়ে ওড়না চাপিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। বাহিরে ঘর থেকে ভেসে আসার গুঞ্জন শব্দ ধরে সেদিকে হাঁটল। পা থামল পরিবারের চিন্তিত চেহেরা আর বড় বোনের হিচকি তুলা কান্দন

মুখটা দেখে। চোখে ঘুম পলক ঝাপটাতে ঘায়েব হলো
মায়ার। বসার ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে
দেখলো জুই আর নিজের মা-চাচাকে বড় বোন
মুক্তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে। হয়তো সান্ত্বনা
দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে মুক্তাকে
তাও বুঝল না মায়া। পরিবারের প্রত্যেকের চেহারা
আমাবর্ষার ঘোর অন্ধকার লেপ্টে। থমথমে পরিবেশে
বাবা-চাচা দুজনই সোফায় বসে মত্ত হয়ে। বিষন্নতা
প্রত্যেকের চেহারা দৃশ্যমান। পরিবারের হঠাৎ কি
হয়েছে তার কিছুই জানে না মায়া। কাউকে প্রশ্ন
করবে সেই সাহসটাও পাচ্ছে না একেক জনের
চিন্তিত মুখটা দেখে। জড়সড় মায়া শুধু দরজা
আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল অসহায় মুখ করে। তখনই
আরিফকে দেখলো সকলের চিন্তার অবসান ঘটিয়ে
বাসার ঘরে ফিরতে বাহির থেকে। আরিফ বসার ঘরে
পা রাখতেই চিন্তিতে মুখ খুললো মায়া মা রেহেনা
বেগম। ‘উনারা চলে গেছে আরিফ?’
সোফায় বসতে বসতে শান্ত গলায় উত্তর করলো
আরিফ...

‘ভুমমম

অধৈর্যের নেয় ফের শুধালো রেহেনা বেগম
আরিফকে...

‘ আর কিছু বলেছিল উনারা? কোনো আবদার?

‘ উভম! আর কিছু বলেনি মা!। উনাদের আগের
কথায় রইল। তবে ফাহাদের নানা-নানুমাকে আমি
আগে থেকেই চিনি। চট্টগ্রামে উনাদের বাসায় আমি
গিয়েছিলাম বেশ কয়েকবার। বেশ ভালো মানুষ
উনারা। ফাহাদ আর মুক্তার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ের
ডেটটা হঠাৎ পিছিয়ে যাওয়াতে বারবার দুঃখ প্রকাশ
করছিল। বেশ অনুতপ্ত উনারা মা। আর এজন্য মূলত
ফাহাদকে নিয়ে এই মধ্যরাতে আমাদের বাসায় ছুটে
আসেন উনারা ক্ষমা চাইতে।

আরিফের কথা শেষ হওয়ার মাঝে তপ্ত গলাশ ফোড়ন
কাটে জুইয়ের বাবা জামাল সাহেব। তিনি খানিকটা
রাগ দেখিয়ে বলল...‘ উনাদের দুঃখ প্রকাশ দিয়ে
আমরা কি করবো? একবারে জায়গায় দুই দুইবার
বিয়েটা পিছানো হচ্ছে তাও উনাদের জন্য। আমরা কি
সমাজ নিয়ে চলি না? সমাজের মানুষকে কি জবাব
দিব? দুইবার করে বিয়ের কার্ড চাপানো হয়েছে,
সমাজের মানুষকে, আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত করা

হয়েছে। এখন আবার সবার বাসায় গিয়ে বলি যে আপনারা কেউ আমাদের বিয়েতে আসবেন না। আমাদের মেয়ের বিয়ে আবারও পিছানো হয়েছে। দাওয়াত ক্যাসেল। এসব গিয়ে বললে মানসম্মত থাকবে আমাদের? সমাজের মানুষের কাছে আমরা হাসির পাত্র হয়ে উঠবো। উনাদের যদি এতোই সমস্যা থাকে তাহলে না করার উনাদের ছেলেকে বিয়ে। আমরা কি উনাদের পায়ে পরে আছি মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য? দিব না এমন বাড়িতে মেয়ে বিয়ে। আমরা আমাদের মেয়ের জন্য এর থেকে ভালো ছেলের কাছে বিয়ে দিব। তুই ফোন করে উনাদের না করে দেয়। আমরা মেয়ে বিয়ে দিব না। বড় ভাই আপনি কিছু বলছেন না কেন?

চাচার কথায় ডুকরে কেঁদে উঠলো মুক্তা। জামাল সাহেব তখনো রেগে। জুই, মুক্তাকে জড়িয়ে ধরে অসহায় মুখ করে তাকিয়ে বাবার দিকে। শফিকুল ইসলাম চিন্তিত মুখে বসে। পরিস্থিতি ফ্যাসাদে তিনি। একদিকে মেয়ে, অন্যদিকে সমাজ। তাছাড়া ভাইয়ের কথাও ফেলের নয়। বিয়ের কার্ড দিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো সমাজের মানুষ ও আত্মীয় স্বজনদের দাওয়াত

করা হয়েছে। এখন যদি সবাইকে নিষেধ করা হয় তাহলে অবশ্য মানুষ হাসাহাসি করবে উনাদের মেয়ের ভাগ্য নিয়ে। পরিস্থিতিতে জটিলতা বুঝতেই চমকে উঠে মায়া। বুঝতে পারে বোনের বিয়েটা আবারও পিছিয়ে গেছে কিন্তু কেন তা এখনো জানতে পারেনি মায়া। হয়তো ফাহাদের সঙ্গে তার পরিবারের লোকও এসেছিল মায়াদের বাসায়। খুব সম্ভবত ফাহাদের বৃদ্ধ নানা-নানি এসেছিল। আরিফের কথায় তো তাই বুঝল মায়া। সারারাত না ঘুমিয়ে হয়তো এই মিটিং করেছিল সবাই কিভাবে কি করবে? মায়া ঘুম থেকে লেট উঠায় ফাহাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু মুক্তা বিয়েটা আবারও কেন পিছানো হয়েছে সেটাই বুঝতে পারছে না মায়া। অসহায় আর কৌতূহল মায়া দ্বিধা কাটাল আরিফ। ছোট বোন মুক্তাকে এক পলক দেখল। পরিস্থিতির চাপে পরে সেই তখন থেকে নিরবে কেঁদে যাচ্ছে মেয়েটা। না নিজের পরিবারকে কিছু বলতে পারছে আর না ফাহাদকে দোষ দিতে পারছে। সবদোষ মুক্তা নিজের ভাগ্য দিল। আজ ভাগ্যের জোরে এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে মুক্তা। মুক্তা টেনশন বাড়িয়ে দিয়ে বাবা

সম্মতি জানালো ছোট চাচার কথায়। তিনি বললেন....‘
জামালের কথাটা ফেলে নয় আরিফ। একবারে
জায়গায় দুইবার করে বিয়েটা পিছানোতে সমাজের
মানুষ হাসাহাসি করবে আমাদের মেয়ের উপর।
পরিস্থিতি যায় হোক। এতে আমাদের মেয়ের কোনো
দোষ নেই। আমরা আমাদের মেয়েকে হাসির পাত্র
বানাতে চায় না সমাজে সামনে। বিয়ের কার্ডে
চাপানো তারিখেই বিয়ে হবে মুক্তার তবে অন্য কারও
সাথে। আমরা মেয়ে বিয়ে দিব না। তুমি ফাহাদের
পরিবারকে এই কথাটা জানিয়ে দাও আরিফ।

বাবার গম্ভীর মুখের কথায় আতংকে হয়ে উপস্থিত
সদস্যরা। মায়া ভীতু দৃষ্টিতে বোনের দিকে চেয়ে
অপরাধী নেয়। মুক্তার কান্না বেগ আরও বাড়ে। এবার
ফুপানো থেকে মৃদু শব্দ কানে বাজছে সবার। আরিফ
পরিস্থিতির জটিলতা বুঝে গোপনে দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ
করলো। বাবা-চাচাকে উদ্দেশ্য করে বলল...‘ সমাজের
কথা চিন্তা করার দরকার নেই কাকা। আপনি ভালো
করলে ও সমাজ আপনার পিছনে কথা বলবে, খারাপ
করলেও বলবে। আমাদের আপাতত নিজের
পরিবারের কথা ভাবা উচিত। তাছাড়া ফাহাদ পরিবার

অন্যায় কোনো আবদার করেনি চাচা। আল্লাহ না করুক আজকে যদি আমার পরিবারের কেউ ফাহাদের বাবার পরিস্থিতিতে থাকতো মৃত্যু লড়াইয়ে, তাহলে আমি ছেলে হয়ে কখনোই আমার বোনকে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতাম না। আগে আমার পরিবারের সদস্যকে সুস্থ করে তুলতাম তারপর বিয়ে দিতাম। আচ্ছা আপনিই বলুন আজকে যদি আমার আব্বা অসুস্থ হতো তাহলে আপনি আমার বিয়ের কথা চিন্তা করতেন কাকা? করতেন না নিশ্চয়ই। ঠিক তেমনই ফাহাদের পরিবারের হঠাৎ এক্সিডেন্ট ফাহাদের মা সুস্থ হলেও আক্কেল এখনো অসুস্থ। আমি নিজে দেখেছি আক্কেলের অসুস্থতা কতোটা। তাছাড়া উনারা বিয়েটা ভাগতে চাচ্ছে না। শুধু বলেছে আজকের মধ্যে ঘরোয়া ভাবে দুই পরিবারের সম্মতিতে মুক্তা ফাহাদের বিয়ে দিয়ে রাখতে। কারণ পরশু আক্কেলকে নিয়ে ফাহাদ ও তার পরিবার সিঙ্গাপুর যাবে আক্কেলের ভালো চিকিৎসা জন্য। সুস্থ হয়ে আক্কেল সিঙ্গাপুর থেকে ফিরলে তারপর আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান করে বউ ঘরে তুলবে ব্যস এতটুকু আবদার তাদের। আর এখানে

আমি খারাপ কিছু দেখছি না কাকা। আমরা সবাই জানি এক্সিডেন্টে আক্কেলের বুক পাঁজরের চারটে হাড় ভেঙ্গে গেছে। সেইগুলো রিং বসাতে হবে। এতোদিন বাংলাদেশের ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়েছিল হয়তো ভালো হয়ে যাবে ভেবে। কিন্তু হঠাৎ আক্কেলের অবস্থা খারাপ হওয়ায় সিঙ্গাপুর নিয়ে যাচ্ছে ইমার্জেন্সিতে। এমনত অবস্থায় কারও পক্ষেই আনুষ্ঠানিক বিয়ের আয়োজন করা সম্ভব নয়। সেজন্য বিয়ের ডেট পিছানো অনুরোধ করেছেন খান পরিবার সদস্যরা এই মধ্যরাতে নিজে আমাদের বাসায় ছুটে এসে। এতে খারাপ কিছুই নেই কাকা। জন্ম -মৃত্যু আল্লাহ হাতে। আক্কেল বাহিরে যাওয়ার পূর্বে ছেলের বউকে দেখে যেতে চান বলে এখন আপাতত ঘরোয়ালো ভাবে বিয়েটা দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। আমার সাথে ফোনেও কথা হয়েছে আক্কেলের। আমি বিয়েতে সম্মতি দিয়েছি। দায়িত্ব নিয়েছি। এখন যদি আপনারা কোনো কারণে বিয়েটা ভাঙতে চান তাহলে আমি মুক্তার বড় ভাই হয়ে বলছি। বাবা-কাকা কাউকেই মানবো না। আমি নিজে দাঁড়িয়ে বোনকে বিয়ে দিব ফাহাদের সঙ্গে। তাও আজরাতে। দায়িত্ব যখন নিয়েছি

আজকের মধ্যেই সব আয়োজনেট ব্যবস্থা করবো আমি। এরপরও যদি আপনাদের কারও আপত্তি থাকে তাহলে আমাকে বলুন, আমি মুক্তাকে নিয়ে বের হয়ে যাব বাসায় থেকে তারপরও এই বিয়েটা বন্ধ হচ্ছে না। কারণ মানুষের বিবেক তার সর্বোচ্চ আদালত। আর আমার বিবেক আমাকে এতো বড় অন্যায় করতে সমর্থন করছে না। বাকিটা আপনাদের হাতে। আমি আয়োজন করতে বের হলাম। কথা গুলো বলেই পরপর দাঁড়িয়ে যায় আরিফ। উজ্জ্বল চোখে সবাই আরিফের দিকে তাকিয়ে। বড় ভাই বাবার ছায়া হয়। সেটাই যেন প্রকাশ করলো আরিফ। চলে যেতে গিয়ে আরিফ কান্দনরত মুক্তার সম্মুখে দাঁড়াল। দীর্ঘ নিশ্বাস গোপন করে আশ্বস্তের হাত বুলিয়ে দিল বোনের মাথায়। ইশারায় মুক্তাকে বুঝার আরিফ আছে ওর পাশে। কিছু হবে না মুক্তার। আরিফ বাহিরের দিকে হাঁটল। হাতে অনেক কাজ। আপাতত বাজার করতে হবে বিয়ের জন্য। রাতে মুক্তার বিয়ে। দুই পরিবারের সদস্য উপস্থিত থাকবে বাড়িতে। বরযাত্রী খাবারের আয়োজনের লিস্ট বড়। আরিফ যেতে যেতে গলা ছেড়ে ডাকল মায়া আর জুইকে।

‘ এই রিতু! জুই নিয়ে আয়তো ভাইয়ে সাথে। কাজ আছে!

ব্যস আরিফের এক ডাকই যথেষ্ট ছিল মায়া আর জুইয়ের জন্য। হ্যন হয়ে ছুটে তক্ষুনি আরিফের পিছন পিছন। পরিবারের বড়রা কে বা কারা কি বলবে তার অপেক্ষা করলো না কেউ। আরিফ ডেকেছে ব্যস তাতেই হলো। এক দৌড়ে দরজার আড়াল হতে উৎলাসে ছুটে গেল মায়া আরিফের পিছন পিছন। পরিবারের বাকি মহিলা সদস্যদের মাঝেও আনন্দে উজ্জ্বল চেহারা দেখা গেল। রেহেনা বেগম তক্ষুনি নিজের ছোট জা রেনু বেগমকে তাড়া দিতে দিতে বলল...‘ এই রেনু আয়তো! রান্না ঘরে আয়। কত্তো কাজ বাকি। হঠাৎ বিয়ে আয়োজন করা কি চারটে খানিকটা কথা নাকি। এই মুক্তা যাতো তোর নানুমাকে নিয়ে ঘরে যা তুই। আর শুন! তোর ফুপিদের ফোন লাগিয়ে বল সকাল সাতটার ভিতরের যেন সবাই এই বাড়িতে থাকে। এই রেনু যা তোর ভাই-ভাবিদেরও দাওয়াত করে আয় তাড়াতাড়ি। বলবি সকাল দশটার ভিতরে যেন সবাই এই বাড়িতে থাকে। যা! যা! সবাই গিয়ে যার যার কাজ কর। আমি

নাস্তা রেডি করছি। রেহেনা বেগমের সবাইকে তাড়া দিয়ে ছুটলো রান্না ঘরে উদ্দেশ্যে। আজ উনার কত্তো কাজ। বড় মেয়ের বিয়ে বলে কথা শ্বাস ফেলার সময় কই উনার? রেহেনা বেগমের কথায় তৎক্ষণাৎ ছুটলো রেনু বেগম। স্বামী যে গোমরা মুখে বসে আছে তার খবর নেওয়ার সময় কই উনার? বাড়ির বড় মেয়ের বিয়ে হাতে হাতে কত্তো কাজ বাকি। তাছাড়া বড় ভাবি বলেছে আগে রেনু বেগমের ভাই-ভাবিদের দাওয়াত করতে। তাই তিনি আগে নিজের ভাই-ভাবীদের দাওয়াত করবে তারপর বড় জা-কে রান্না কাজে সাহায্য করবে। কে মন খারাপ করে বসে থাকল, তা আপাতত উনার দেখার দরকার নেই। দেখতে গেলেই ঝামেলা হবে। তাছাড়া আরিফের কথা একটাও মিছে নয়। অস্বীকার করা দায়। থাকুক দুই ভাই নিজের রাগ নিয়ে বসে। তিনি তো বাড়ির বড় ছেলের কথায় শুনবে হু। বাড়ির গৃহকর্মীদের তাড়াহুড়ো দেখে দুইভাই একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। দুজনকে যে কেউ পাত্তা দেয়নি বেশ বুঝলো। তবে যদি আরও রাগ নিয়ে বসে থাকে তাহলে সারাদিনও যে কেউ তাদের রাগ ভাঙাতে

আসবে না সেটাও বুঝলো দুইভাই। এজন্য বিনা বাক্য
বয়ে চুপচাপ উঠে দাঁড়াল দু'জন। নিজেদের রাগ
ছেড়ে একে একে ফোন করলো নিকটতম
আত্মীয়দের। যাদের দাওয়াত না করলেই নয়। যদিও
বিয়েটা ঘরোয়া পরিবেশে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু
মায়ার পরিবারের নিকটতম আত্মীয় স্বজনরা মিলে
ভরপুর হয়ে আছে সমগ্র বাড়ি। কমপক্ষে পঞ্চাশের
উর্ধ্ব শুধু মায়াদের নিকটতম আত্মীয় স্বজনরায়
হলো। বাকি বিশ থেকে পঁচিশ জনের মতোন হবে
ফাহাদের পরিবার থেকে আসা বরযাত্রী। বিকাল
পেরিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ বিয়ের আয়োজন। বউ সঙ্গে
করে নিয়ে যাবে। দুইদিন পর আবার মুক্তাকে নিয়ে
আসবে সবাই। মুক্তা শশুরকে সিঙ্গাপুরে বিদায়
জানিয়ে। ফাহাদও যাবে বাবা মার সাথে। শুধু
ফাহাদের ছোট বোন থাকবে বাংলাদেশে নানাবাড়ীতে
খান পরিবারের সঙ্গে। বিয়ে বাড়িতে মেহমানে
গিজগিজ করছে পরিবেশ। মায়া এতক্ষণ দিব্যি টইটই
করে বেড়িয়ে সারা বাড়িতে। বোনের বিয়ে বলে কথা
পা দুটো মাটিতে পরছে না চঞ্চলতায়। সুন্দর দেখতে
একটা চুরিদার জামাও পরেছে। হুট করে বিয়ে ঠিক

হওয়ার মায়ার শপিং করাও হয়নি। সকালে জুই আর মায়া আরিফের সঙ্গে বেড়িয়েছিল না? তখনই আরিফ এই সুন্দর দেখতে জামাটা কিনে দিয়েছে মায়াকে। সেইম দেখতে একটা জামা জুইও পড়ে আছে আজ। মূলত আরিফ দুজনকে এক রকম দেখতে দুটো জামা কিনে দিয়েছিল সকালে। সেই জামা পরেই সারা বাড়িতে টইটই করছে মায়ার। আবার ব্যস্ততা দেখিয়ে মেহমানদারিও করছে মাঝেমধ্যে শরবত এগিয়ে দিয়ে। মায়া উৎফুল্লতা শুধু বরযাত্রী আসার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখা গেল। ফাহাদের সঙ্গে মায়ার আগে কখনো দেখা হয়নি। মুক্তা বিয়ে ঠিক হওয়ার পর ছবিতে মায়া বেশ কয়েকবার দেখেছিল। সরাসরি আজই প্রথম শালী দুলাভাইয়ের পরিচয়। কিন্তু সেই পরিচয়ে বিস্ফোরণ ঘটলো রিদের দাদা-দাদির উপস্থিতি দেখে। দিন দুনিয়া ভুলে সর্বনাশ ঘটিত দৃষ্টি ফেলে তন্দা খেয়ে চেয়ে থাকল শুধু আরাফ খানের দিকে মায়া। আরাফ খান তখনো বরে পিছনে মানে ফাহাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলায় ব্যস্ত। মূলত শালীবৃন্দ দুলাভাইকে স্বাগত জানাতে এসেছিল বাড়ির মূল গেইটের ফটকে। যেহেতু আনুষ্ঠানিক বিয়ে

আয়োজন ছিল না তাই গেইট ধরার মাধ্যমও ছিল না। কিন্তু মায়া আরাফ খানকে দেখেই তন্দা খেয়ে যায়। দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটে যখন শুনলো ফাহাদের নানাভাই হয় আরাফ খান। মায়ার মোটের চিন্তে ভুল হলো না আরাফ খানকে। এই নিয়ে দুবার দেখা হয়েছে মায়ার সাথে আরাফ খানের। প্রথমদিন কলেজে। দ্বিতীয়দিন উনাদের বাড়ির মেজবানের দাওয়াতে গিয়েছিল মায়া তখন। মায়ার সর্বনাশ হলো তখন যখন মায়ার ছোট মাথায় আসলো রিদ খানের ফুফাতো ভাই হয় ফাহাদ। এর মানে রিদের খান মায়ার আত্মী হয়ে গেল। সম্পর্কে পাতানো বিয়াই-বিয়াইন? ছিঃ আর কোনো সম্পর্ক খোঁজে পেল না? সোজা বিয়াই এই পান্তা মুখের রিদ খানকেই হতে হলো। মায়ার জীবনটায় বেদনার। ফাহাদের মামাতো ভাই যেহেতু রিদ খান এরমানে রিদ খান অবশ্যই এই বিয়েতেও আসবেন? নতুন আত্মীয় বলে কথা আসবে তো অবশ্যই। মায়ারও মুখোমুখি হবে আবার? উৎফুল্লর মায়া মুখটা তৎক্ষণাৎ রিদের ভয়ে চুপসে গেল। জড়সড় অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভয়াবহ দৃষ্টি ঘুরাল আশেপাশে। না রিদকে মায়ার চোখে কোথাও

পরেনি। মনে হয় বিয়েতে আসেনি। মায়া শান্ত হতে হতে চমকে উঠল স্টেশনে দেখা হওয়া সেই চারটে ছেলেকে দেখে। এই ছেলে গুলোই তো কাল মায়াকে ভাবি, ভাবি ডাকছিল না স্টেশনে? আজ মায়ার বোনের বিয়েতে চলে আসলো কি করে? কার সাথে এসেছে এরা? নিশ্চয়ই ফাহাদ ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে এসেছে? আচ্ছা এর মানে কি এই ছেলে গুলোও ফাহাদ দুলাভাইয়ের চেনা মানুষ হয়। তার মানে সব সর্বনাশ মায়ার কাঁধে নাচছে। আল্লাহ এই অচেনা জাতির ভাই যদি ফাহাদের পরিচিত কেউ হয় তাহলে নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে গেছে মায়ার বোনের সঙ্গে যে ফাহাদের বিয়ে হচ্ছে সেটা। এবার আরও সহজে মায়ার অবধি পৌঁছে যাবে বিনা বাধায়। একদিকে রিদ খান তো অন্যদিকে এই অচেনা জাতির ভাই লোকটা দাড়িয়ে। কোনদিকে পালাবে মায়া? পালাবার পথ তো সবই বন্ধ। অসহায় মায়া তক্ষুনি বুক ফেটে কান্না আসলো। এতো ঝামেলা মাঝে ভেবেছিল এবার বুঝি মায়া নিস্তার পাবে সবকিছু হতে। কিন্তু তার কিছুই হলো না। উল্টো সব ঝামেলাকে আত্মীয় বানিয়ে বসে আছে সে। অসহায় মায়া সহ্য করতে না

পেরে কেঁদে ফেললো। চোখে পানি, নাকে পানি যখন এক হচ্ছিল কাঁদতে কাঁদতে তখনই কানে আসলো রিদ খান এখনো দেশে ফিরেনি। কবে ফিরবে কেউ জানে না। আর এই সংবাদটা স্বয়ং আরাফ খান দিল আরিফকে। মূলত আরিফ জানতে চেয়েছিল রিদ কোথায়। বিয়েতে কেন নেই সে। উত্তরে আরাফ খান এটাই বলল। কষ্ট জর্জরিত মায়া অসহায়ত্ব কমে আসলো রিদ দেশে নেই বলে। মায়া ভাবলো রিদ হয়তো এখনো জানে না মায়া সাথে তার নতুন আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়েছে সেটা। জানলে হয়তো মায়াকে অপমান করবে এই নিয়েও? মায়াও কম যায় না আর একবার অপমান করে দেখুক না মায়াকে? মায়া সোজা গিয়ে নিজের স্বামী কাছে বিচার দিবে হু। আচ্ছা ভালো কথা মায়ার স্বামীর খোঁজটায় তো নেওয়া হয়নি। সুমনের সাথে মায়ার কথা হয়েছিল সকালে। সুমন বলেছে বাবা হাফেজ সাহেবের সঙ্গে কথা বলে মায়ার স্বামীর নাম- ঠিকানা যোগাড় করে দিবে আজ রাতে মধ্যে। সেই থেকে মায়া ফোনটা হাতে হাতে নিয়ে ঘুরছে এতো ব্যস্ততা মাঝেও। যদি সুমন ফোন দেয় সেই আশায়। মায়ার নিখোঁজ স্বামী খোঁজে

পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন এবার যায় কিছু হোকনা কেন?
মায়া হাফেজ সাহেব থেকে নিজের নিখোঁজ স্বামীর
ঠিকানা নিবেই নিবে। হাফেজ সাহেব লোকটা কেমন
ইচ্ছাকৃত ভাবে মায়াকে ওর স্বামী খোঁজ দিতে চাইছে
না। মায়ার ফোন ধরে না। রাতে সুমন ফোন করুক।
সঠিক তথ্য দিতে না পারলে দরকার পরলে কালই
একবার নরসিংদী চলে যাবে মায়া। তারপর এবার
হারিয়ে যাওয়া স্বামীর ঠিকানা চাই-ই চাই। অন্তত ঐ
গম্ভীর মুখের পাষণ্ড রিদ খানকে টক্কর দেওয়া জন্য
হলেও মায়ার গুন্ডা স্বামীকে চায় হু। সুন্দর ভাবেই
বিয়েটা সম্পন্ন হয় ফাহাদ আর মুক্তার। বড়বোনের
বিদায় বেলা মা-চাচীদের সেকি কান্না। মায়াও একটু
করে কাঁদতে চেয়েছিল কিন্তু তা করার আর সুযোগ
পেলে কোথায়? মুক্তার সাথে বরযাত্রীদের সঙ্গে মায়া
আর জুইকেও যেতে বলল মায়ার গম্ভীর বাবা। মায়া
অবশ্য প্রথমে যেতে চায়নি এজন্য ভাইয়ের পিছন
পিছন ঘুরঘুর করছে কতক্ষণ। কিন্তু লাভ হয়নি
জুইয়ের জন্য। জুইয়ের এক কথা মায়া না গেলে
সেও যাবে না কোথাও। অসহায় মায়া রাগী দুঃখে
জুইয়ের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল। বাবা-

চাচাদের আদেশে সুন্দর করে গিয়ে গাড়িতে উঠে
বসল মুক্তার পাশে। যেহেতু বউ দুইদিন থাকবে শশুর
বাড়িতে সেহেতু মায়া আর জুইকেও দুইদিন থাকতে
হবে মুক্তার সাথে। কথা তো তাই হলো। মায়াও তাই
জানে। কিন্তু মায়া মুক্তার সঙ্গে না যাওয়ার প্রদান
কারণ ছিল মায়া কাল নরসিংদী যেতে চেয়েছিল
সুমনদের বাড়ি, যেটা জুইয়ের জন্য সফল হয়নি।
তাছাড়া আর কোনো সমস্যা ছিল না মায়ার। কারণ
রিদ খানতো আর দেশে নেই তাহলে মায়ার সাথেও
মুখোমুখি হওয়ার প্রশ্ন আসে না। গাড়ির মুক্তা
পাশাপাশি বসতে বসতে মায়া ভাবলো বোনের শশুর
বাড়ি থেকে ফিরে নরসিংদী যাবে সে। আপাতত এই
দুটোদিন এভাবেই যাক। মায়া গাড়িতে বসতেই জুইও
তক্ষুনি মায়ার শরীরের সঙ্গে চেপে বসল গাড়িতে।
মায়া রাগী চোখ দেখাতেই দুষ্ট হাসলো জুই। মায়া
শরীরের সঙ্গে চেপে বসতে বসতে বলল...‘ জানিস
রিতু! আমি না রাতে একটা দোষ স্বপ্ন দেখাছিলাম।
যে সকালে উঠে দেখি রিদ খান আমাদের নতুন
বিয়াই রূপে হাজির দুইহাতে পুটলি নিয়ে। জানিস
পুটলিতে কি ছিল? তোর জন্য চানাচুর। আর আমার

জন্য রসমালাই। আচ্ছা বলতো বিয়াইন তো আমরা
দুজনই রিদ খানের একই হয়, তারপরও তোর
বেলায় এতোবড় কিপ্টামি কেমনে করতে পারলো
বুঝাতো তুই আমারে?জুইয়ের খুঁচানো কথায় মায়া
গাল ফুলিয়ে বসে। মনে মনে শপথ করে ফেলেছে
এমন বেয়াদব বোনের সাথে আর জীবনেও কথা
বলবে না। জুই যে ইচ্ছা করেই মায়ার মজা নিচ্ছে
রিদ খানকে জড়িয়ে সেটা বেশ বুঝতে পারছে মায়া।
নয়তো এমন হালাল স্বপ্ন কেউ দেখ?ভিষণ অস্তিত্বে
মায়া। রিদ হঠাৎ করে সামনে চলে আসাতে অনেকটা
হতভম্ব। মায়া ঘুনাক্ষরেও ধারণাতে ছিল না রিদ আজ
দেশে ফিরবে দেশে সেটা নিয়ে। মায়া যদি জানতো
রিদ আজ হঠাৎ করেই দেশে চলে আসবে তাহলে
ইহজন্মেও মায়া মুক্তা শশুর বাড়িতে আসত না।
ফ্যাসাদে পরে মায়া স্তব্ধ নেয় হতবিহ্বল হয়ে দাড়িয়ে
রইল জায়গায়। ভয়াত দৃষ্টিতে এদিকে সেদিক
ঘুরাতেই রিদের কপালের ভাজ শিথিল হলো হঠাৎ।
নিজ বাড়িতে মায়ার উপস্থিতিটা রিদের ধারণাতেও
ছিল না। অনাকাঙ্ক্ষিত মায়ার উপস্থিতিতে রিদ
নিজেও খানিকটা চমকিত হলেও গম্ভীর মুখ অতলে

তা প্রকাশ করলো। বরং মায়াকে কয়েক পলক দেখে
খুব স্বাভাবিক নেয় এগিয়ে গেল সিঁড়ি দিকে। গম্ভীর
মুখের রিদ ধূপধাপ পা ফেলে চলল নিজে ঘরে।
তখনই রিদকে দেখে জুইয়ের পাশ থেকে চোঁচিয়ে
উঠলো ফাহাদের বোন সেজুতি। তাড়াহুড়ো রিদকে
পিছন ডেকে বলল...‘ আরে রিদ ভাই! তুমি কখন
এসেছ দেশে? তুমি কি আজকে এই বাড়িতেই
থাকবে আমাদের সাথে?

সেঁজুতি কথায় রিদ পিছন ঘুরলো না আর না উত্তর
করলো কোনো কিছু। যেমন হাঁটছিল ঠিক তেমনই
হাঁটা গতি বহাল রাখতেই ফের রিদের কানে আসল
সেঁজুতি উৎফুল্লতা ডাক। সে তাড়াহুড়োয় হেনা খান
ডাকছে রিদের ফিরে আসার খবর দিয়ে। রিদকে
নিঃশব্দে চলে যেতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল
মায়া। এতক্ষণ জানটা গলায় আটকে ছিল যেন। মায়া
স্বস্তির হলেও সেঁজুতি কথায় রিদকে উত্তর করতে না
দেখে ফের মুখ বেঁকে আসল মায়ার। লোকটা
আসলেই বজ্জাত! দেমাগি আর অহংকারী টাইপ।
কতো সুন্দর করে সেঁজুতি ডাকলো অথচ লোকটা
ঘুরেও তাকাল না? এমনিতে মায়াকে অপমান করতে

সবসময় মুখ চালিয়ে এগিয়ে আসে অথচ আজকে
চুপ। মায়াকে নিজের বাড়িতে দেখে প্রতিক্রিয়াও
করলো না? এতো ভালো মানুষ তো এই রিদ খান
নয়। নিশ্চয়ই মায়াকে অপমান করতে খিচুরি পাকাচ্ছে
মনে মনে। সুযোগ পেলেই যে খোঁটা মারবে নিজের
বাড়িতে আসা নিয়ে সেটাও মায়া বেশ বুঝতে পারছে।
মায়াকে এবার সাবধানে থাকতে হবে। ভুলেও এই
লোকের সামনে পরা যাবে না। নয়তো মায়াকে
অপমান করতে কতক্ষন লাগবে এই বজ্জাত
লোকের? দেখা গেল বলা নেই, কওয়া নেই ছুট করে
মায়াকে ‘আউট’ বলে অপমান করে বসল। তখন
মায়া এতো রাতে কোথায় আউট হয়ে যাবে এই বাড়ি
থেকে? জায়গায় আছে কোথাও যাওয়ার? এতো রাতে
একা একা মায়ার তো আশুগঞ্জ যাওয়া সম্ভব নয়।
তবে যেটা সম্ভব সেটা হলো আপাতত এই লোকের
চোখের সামনে না পরা। মায়া বিগত দুইদিন লুকিয়ে
চুকিয়েই বেড়াতে হবে এই বাড়িতে রিদ খানের
সামনে পরতে না চেয়ে। একবার নিজের বাড়ি অবধি
পৌছাতে পারলে ভুলেও বোনের শশুর বাড়িতে পা
রাখবে না আর মায়া। ভাবুন মায়া ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল

রিদের চলে যাওয়ার দিকে। চলন্ত রিদ চলে যেতে
যেতে কি মনে করে সেও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মায়ার
দিকে। তৎক্ষণাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল দু'জনের।
অনাকাঙ্ক্ষিত চোখ মিলনের আতংকে উঠল মায়া।
আতঙ্কের নেয় ধড়ফড়িয়ে সামনে ঘুরে যেতেই রিদও
ঘাড় ঘুরাল সামনে। রিদের মুখ ভঙ্গিমা তখনো
গম্ভীর। বুঝার রা নেই তার মনে আসলে কি চলছে
মায়ার উপস্থিতে। সঁজুতি ডাকে প্রায় সাথে সাথে
হেনা খানকেও রান্না ঘর থেকে বেরুতে দেখলো
মায়া। রিদের চলে যাওয়ার দিকে উৎফুল্লর মুখ করে
তিনিও সেদিকে ছুটলো রিদের পিছন পিছন। হেনা
খান খান বেশ সচ্ছ আর নরম মনে মানুষ। এই
বয়সে এসেও নিজের পরিবারের তদারকি তিনি
নিজের হাতেই করছেন সবটা। ছেলেমেয়ে নাতি-
নাতনীদের বিয়ে মেহমানদারি সবকিছু উনার হাতে।
অথচ এতোবড় বাড়িতে মায়া রিদের বাবা-মাকে
কোথাও দেখলো না। আর না কেউ তাদের কথা কিছু
বলছে। মায়া রিদের বাবাকে বেশ কয়েকবার
দেখেছিল চট্টগ্রামে কিন্তু রিদের মাকে আজ পযন্ত
দেখেনি। মায়া বুঝতেও পারছে না আসলে রিদের মা

জীবিত আছেন নাকি মৃত? যদি জীবিত থাকে তাহলে কোথায়??উনি উপস্থিত নেই কেন পারিবারিক অনুষ্ঠানে? তাছাড়া রিদের বাবাও বা কেন আসলো না নিজের পারিবারিক বিয়েতে? ভাবুক মায়া ভাবনার মাঝেই হেনা খানকে দেখলো রিদের রুম থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে তাও প্রায় বিশ মিনিট পর। হেনা খানের উজ্জ্বল চেহেরায় হাসিটা যেন চোখে পরার মতোন। হয়তো রিদের উপস্থিতিতে এতোটা খুশি তিনি তার প্রমাণ উনার হাস্যজ্বল মুখে। মায়া বুঝতে পারে না এমন গুমরো মুখের রিদ খানের উপস্থিতিতে কেউ এতোটা খুশিও হতে পারে। নয়তো রিদের মতোন মানুষকে তো সোজা ভাষায় কারও সাথে কথা বলতেও দেখা যায় না। মায়ার ভাবনার মাঝে ফের সঁজুতি ডাকলো পরলো কিচেনে। হেনা খান ডেকেছে। সঁজুতি হাতে ফোনটা নিয়েই দৌড়াল সেদিকে। মায়া সঁজুতি চলে যাওয়ার দিকে এক পলক তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরাল জুইয়ের দিকে। সেই কখন থেকে জুই ফোনে মন্ত। মিটমিট হাসছে আর চ্যাট করছে।মায়া যে কিছু জিগ্যেসা করবে সেই সুযোগটাই পাচ্ছিল এতক্ষণ যাবত সঁজুতির উপস্থিতিতে।

সেঁজুতি চলে যাওয়ায় এবার সুযোগ বুঝেই মায়া উঠে
দাঁড়াল। জুইয়ের বরাবর দাঁড়িয়ে কিছু বলবে তখনই
সেঁজুতিকে দেখলো কিচেন থেকে কফির মগ হাতে
নিয়ে বেরুতে তাড়াহুড়োয়। সেঁজুতিকে দেখেই মায়া
চুপ করে গেল। মুখে আসা কথা গুলো ঢুক গিলে
নিয়ে জুইয়ের দিকে তাকাল। দেখলো বেখেয়ালি জুই
তখনো মিটমিট হেঁসে চ্যাট করছে ফোনে। মায়া যে
সেই কখন ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই খেয়াল
পযন্ত নেই। রাগান্বিত মায়া জুইকে মুখে কিছু বলতে
না পারলেও সেঁজুতির অগোচরে ধূপ কিল বসাল
জুইয়ের বাহুতে। মায়ার হঠাৎ কিলে জুই খেঁই হারিয়ে
হাত ফসকে ফোন পরলো ফ্লোরে। চমকিত জুই
নিজের ফোনটা ধরতে চেয়ে তাকাল মায়ার দিকে।
রাগান্বিত মায়া তখনো রাগে কটমট করে জুইয়ের
দিকে তাকিয়ে। জুই ঝুঁকে ফোনটা ফ্লোর থেকে
উঠিয়ে বিরক্তি গলায় ঝাড়লো মায়ার উপর। বলল...‘
কি সমস্যা তোর? মারলি কেন হ্যাঁ? ভালো লাগে না?
পছন্দের বিয়াইর বাড়িতে আছিস, কই আনন্দ প্রকাশ
করবি, তা না করে মারামারি করছিস বোনের সাথে।
গায়ে বেশি জোর থাকলে গিয়ে রিদ বিয়াইকে দেখা

যাহ! ব্যাটা তোর জন্য বিদেশ থেকে চলে এসেছে।
কতো দরদ দেখেছিস? নিশ্চিত তোর জন্য চানাচুর
আর আমার জন্য রসমালাই এনেছে। যাহ সেগুলো
গিয়ে নিয়ে আয় আমার সামনে দাঁড়িয়ে না থেকে।
যাহ সর!

রাগান্বিত মায়া আরও চেতে উঠল জুইয়ের খোঁচা মারা
কথায়। এমনই জুইয়ের জন্য মায়াকে এই বাড়িতে
আসতে হয়েছে এখন আবার জুই-ই মায়াকে খোঁচা
মারছে রিদ খানকে জড়িয়ে। রাগান্বিত মায়া জুইকে
কিছু বলবে তার আগেই সেখানে উপস্থিত হলো
সেঁজুতি। দুজনের উদ্দেশ্য বলল...

‘ তোমরা কেউ উপরে যেতে চাও আমার সাথে?
যেতে চাইলে আসো!!

‘ যাব আপু!মায়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করলো সম্মতি
দিয়ে। পরক্ষণেই জুই জানালো সে যাবে না, বলে
আবারও ফোনে মন্ত হলো। মায়া হাতে ফোন না
থাকায় ঘুরাঘুরি জন্য সেঁজুতি সঙ্গ নিতে চাইল। বিগত
কয়েক ঘন্টা ধরে

একজায়গায় বসে থাকতে থাকতে একঘেয়েমি
লাগছিল মায়া। সেজন্য সেজুতির পিছন পিছন যেতে

লাগল সিঁড়ি বেয়ে উপরে। কয়েক সিঁড়ি যেতেই
আচানক ফোন বেজে উঠল সৈঁজুতি। কল রিসিভ
করে ফোনটা কানে তুলে কথা মগ্ন হয়ে হাঁটতে
লাগলে মায়া সহানুভূতি দেখাতে চাইল সৈঁজুতি উপর।
যেহেতু সৈঁজুতি ফোনে কথায় ব্যস্ত সেজন্য কফির
মগটা নিজের হাতে নিতে চাইল মায়া। হলো তাই।
মায়া হাত বাড়িয়ে সৈঁজুতি থেকে কফির মগটা নিতে
চাইলে সৈঁজুতি প্রথমে দিতে না চাইলেও পরে দিতে
বাধ্য হয়, কফির মগ হাতে নিয়ে কথা বলতে সমস্যা
হচ্ছিল বিদায়। মায়াকে ছোট করে ধন্যবাদ জানানো
সৈঁজুতি। উত্তরে ভদ্রতা দেখিয়ে হাসলো মায়া। কফির
মগ হাতে মায়াও সৈঁজুতি পিছন পিছন এসে থামল
এক বন্ধ দরজার সম্মুখে। কিন্তু তখনো সৈঁজুতির
ফোন আলাপ শেষ না হওয়ায় সে কান থেকে অল্প
ফোন উঠিয়ে বিনয়ের সহিত মায়াকে বলল...‘ একটু
কষ্ট করে কফির মগটা ভাইয়াকে দিয়ে আসতে
পারবে তুমি? আসলে আমার কলটা খুবই আর্জেন্ট।
ভাইয়া রুমেই আছেন হয়তো। তুমি কফির মগটা
দিয়ে চলে আসবে। পারবে?

সরল মায়া ভদ্রতা দেখিয়ে তৎক্ষণাৎ মাথা কাত করে
সম্মতি দিল সৈঁজুতি কথায়...

‘ আচ্ছা আপু।

মায়া সুন্দর সাবলীল সম্মতি দিয়েই চাপানো দরজাটায়
নক করল। ভিতর থেকে কোনো উত্তর না আসায়
মায়া আবারও নক করলো। পরপর কয়েকবার নক
করতেই সাইডে দাড়িয়ে থাকা সৈঁজুতি অল্প কান
থেকে ফোন উঠিয়ে মায়াকে বলল...

‘ ভাইয়া মনে হয় ওয়াশরুম আছে মায়া। তুমি কফির
মগটা রুমে রেখে চলে আসো!মায়া তাই করলো।
দ্বিতীয়বার আর নক না করেই চাপানোর দরজার
আঙঠে করে ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলো। খুব পরিচয়
একটা ঘ্রান নাকে ভাজলো তখনই। আবছায়া আলোয়
মায়া রুমটাকে দেখলো। বেশ সুন্দর আর বড়।
ভিতরকার পরিপাটি গুছালো আয়োজন দেখে মায়া
বুঝলো এই রুমের মালিক বেশ রুচিশীল। মায়া
ভাবলো রুমটা হয়তো ফাহাদের হবে। যেহেতু
সৈঁজুতির মুখে মায়া ভাইয়া শব্দটাই শুনেছে বেশ
কয়েক বার সেহেতু এই রুমের মালিক ফাহাদেরই
হওয়ার কথা। কারণ সৈঁজুতি ভাই তো ফাহাদ তাই

না। সেই হিসাবে এই রুমটাও মুক্তার ভবিষ্যত রুম।
মায়া গোল গোল চোখে রুমেটা দেখতে দেখতে একটু
সামনে এগোল। কোমর বেঁকে টি-টেবিলে উপর
কফির মগটা রাখতে গিয়ে চোখ গেল আবছায়া
আলোয় সামনের বিছানার উপর। মূহুর্তে আকাশ
ভেঙে পরার নেয় চমকে উঠে পুনরায় কফির মগ
নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল হতবুদ্ধি রূপে। হতবাক মায়া
থমকে জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল বিছানায় রিদকে বসে
থাকতে দেখে। রুমের লাইট অফ থাকায় মায়া প্রথমে
রিদের উপস্থিতি ঠাহর করতে না পারলে রিদ মায়াকে
রুমে প্রবেশ করতে দেখেছিল। তখন থেকেই রিদ
শান্ত দৃষ্টিতে মায়া দিকে চেয়ে। মায়ার হাবভাব
সবকিছুই খেয়াল করছিল সে। মূলত রিদ বাহির
থেকে রুমে এসেছে ত্রিশ মিনিটেরও উপরে তারপরও
ফ্রেশ হতে পারেনি প্রথমে হেনা খানের জন্য পরে
তার ফোন কলের জন্য। হেনা খানের কাছে সেই
কফি চেয়েছিল তখন। হেনা খান চলে যেতেই
ভেবেছিল ফ্রেশ হবে কিন্তু জুরুরি ফোন কল আসায়
কথা বলতে বলতে বিছানা পাশে এসে বসেছিল
সেজন্য তখন মায়ার দরজা নক করাটা হেয়াল

করেনি রিদ। কিন্তু মায়াকে তার রুমে প্রবেশ করতে
দেখেই ফোন কানে থাকা অবস্থায় খানিকটা কপাল
কুঁচকে আসল রিদের। নিঃশব্দে মায়াকে লক্ষ্য করে
কল কেটে ফোনটা রাখল বেড সাইডের টেবিলের
উপর। তারপর আঙুল ধীরে হাতে ঘুড়িটা খুলেও
সেখানে রাখার সময় মায়া দৃষ্টিতে পরলো রিদকে।
এতে রিদ বিন্দুমাত্র আবাক হলো না মায়া
উপস্থিতিতে। আর না চমকালো। বরং স্বাভাবিক নেয়
মায়ার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোমর বেঁকে
সুইচ বোর্ডের সুইচ চেপে রুমের আলো জ্বালিয়ে
আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল থমথমে খেয়ে থাকা
মায়া দিকে। কোমরে গুঁজে রাখা শার্টটা টেনে প্যান্টের
উপর ফেলতে ফেলতে শান্ত দৃষ্টি ঘুরাল মায়া পা
থেকে মাথা অবধি। দু’হাতে পকেটে গুঁজাতে গুঁজাতে
মায়া উদ্দেশ্য তীক্ষ্ণ গলায় বলল... ‘কি চাই?’

থমথমে মায়া ধ্যান ভাঙ্গল রিদের গম্ভীর কথায়।
জড়তায় আষ্টশ হয়ে মিইয়ে গেল তখনই। মায়া
ফাহাদের রুম মনে করে ভুল ক্রমে রিদের রুমে ঢুকে
পরেছে। এমনি এই লোকের সাথে মায়ার সখ্যতার
সম্পর্ক নেই। তার উপর আবারও ভুল করে এই

লোকের রুমেই এসেছে মায়া। আগের বার মায়ার রিদের দাদা বাড়িতে যাওয়াটায় পছন্দ করেনি রিদ সেজন্য অপমান করে করেছিল ছায়াকে ‘আউট’ বলে। এবার নিশ্চয়ই আরও বেশি অপমানজনক কথা শুনাবে মায়াকে নিজের রুমে দেখে? দুঃখী মায়ার দুঃখে কেদেবুটে বুক ভাসাতে ইচ্ছা করলো। ঘুরে ফিরে কেন রিদের মুখোমুখি হয় মায়াকে সেটাই বুঝে না সে। দুঃখী মায়া দুঃখ কষ্টে নিজের ভাগ্যে দোষী বানাল। আজকাল মায়ার ভাগ্যে রিদ দোষ পরে গেছে। সেজন্য মায়া প্রতিবার ঘুরেফিরে শুধু রিদ খানের চক্রেই ফেসে যায় এজন্য? দুঃখে কষ্টে জর্জরিত মায়া ছোট গলায় মিইয়ে গিয়ে বলল রিদকে...

‘ কিছু চায় না।

রিদের তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে চাইল...

‘ তাহলে...রিদের কথার মাঝে ফোড়ন কাটলো মায়া। রিদকে শেষ করতে না দিয়ে বেশ সাহসী গলায় রিদকে শাসিয়ে বলল...

‘ তাহলে কি হ্যাঁ? কি করবেন আপনি হুম? আমাকে ভয় দেখান? আমি আপনাকে ভয় পায় মনে করছেন?

ভুলেও না। আপনি হবেন কোথাকার নেতা-সেতা।
আমি আপনাকে মোটেও ভয় পায়না বুঝেছেন। উল্টো
আপনি আমাকে ভয় পাবেন যদি আমার আসল
পরিচয় জানন তো। আপনি জানেন আমি কে? চিনেন
আমাকে? আমি হলাম জাতির ভাবি। আমার পিছনে
কার হাতে আছে জানেন? এই জাতির ভাইয়ের লম্বা
হাত আছে আমার পিছনে। তাই আমার সাথে বেশি
তেরিং বিরিং করলে সোজা সেই হাত দিয়েই টুস
করে আপনাকে গায়েব করে দিব হুহ। শুধু ফাহাদ
জিজুর ভাই বলে ছেড়ে দিলাম আপনাকে, নয়তো
আমি কিন্তু অনেক ক্ষমতাসীন ভাবি হয় মনে
রাখবেন। নিন আপনার কফি নিন।

মায়া লম্বা চওড়া হুমকিতে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে
রইল রিদ। মায়া রিদকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে
তক্ষুনি হাতের কফির মগটা পুনরায় টি-টেবিলে উপর
রেখে এক প্রকার দৌড়ে পালাল রুম থেকে। মায়া
চলে যেতেই রিদ এগিয়ে এসে কফির মগটা হাতে
নিল। সেটাতে চুমুক দিতে দিতে মৃদুস্বরে আওড়াল...

‘জাতির ভাবি! ইন্টারেস্টিং!খান বাড়ির
মেহমানদারিতে অতিষ্ঠ মায়া। একের পর এক রাস্তার

পরিবেষণ করেই যাচ্ছে মায়াকে তাও কিছুক্ষণ পর
পর। এমনিতে মায়া বেশি খায়। সারাদিন ঘুরঘুর
করে খাওয়ার বদ অসভ্য আছে। কিন্তু এই মূহুর্তে
খেতে পারছে না জড়তায়। বোনের শশুর বাড়িতে
আছে মায়া। প্রথম দিনই যদি এতো বেশি খায়
তাহলে মায়ার ভদ্রতা চলে যাবে না? তখন মানুষ কি
বলবে মায়াকে? মায়া পেটুক রান্নাসের মতো খায়
এটা বললে তখন মায়ার আর ভদ্রতা থাকবে চলে
যাবে না? মূলত এজন্যই তো মায়া লোক দেখানো
ভদ্রতার খাতিরে কিছুক্ষণ পর পর আসা সকল রাস্তা
গুলো ফেরত পাঠাচ্ছে অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু খান বাড়ির
মানুষজনও জানি কেমন, দেখছে মায়া খেতে পারছে
না, ভদ্রতা রক্ষা করছে, তারপরও কিছুক্ষণ পরপর
গাদা গাদা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে মায়াকে। আর এজন্যই
মায়ার ভালো লাগছে না। অতিষ্ঠ লাগছে খান বাড়ির
অতিরিক্ত মেহমানদারিতে। আর লাগবেই বা না
কেন? চোখের সামনে প্রিয় খাবার গুলো বারবার
ফিরত পাঠাতে কার ভালো লাগে? মায়ার কষ্ট হয় না
বুঝি? দুঃখী মায়া নিজের সামনে রাখা ট্রে ভরতি
খাবার দিকে তাকাল। হতাশা দৃষ্টিতে বিরক্তি ঠেলে

চোখ ঘুরিয়ে আশেপাশে তাকাল জুইকে খোঁজতে।
এই জুইটাকেও আশেপাশে কোথায় দেখা যাচ্ছে না।
হয়তো ফাহাদের বোন সৈঁজুতি সাথে কোথাও
গিয়েছে। মায়াও যেতে চেয়েছিল ওদের সাথে কিন্তু
জুই বলল ওহ নাকি ওয়াশরুমে যাবে। আবার এম্ফুনি
চলে আসবে বলে মায়াকে অপেক্ষা করতে বলেছে।
মায়াও সেই সন্ধ্যা থেকে এই খান বাড়ির ড্রয়িংরুমের
সোফায় বসে থাকতে থাকতে মায়ার কোমর লেগে
আসছে ব্যথায়। অতিষ্ঠ মায়া বিরক্তিতে উঠতেও
পারছে না ভদ্রতা দেখিয়ে। কোথায়, কোন দিকে যাবে
সেটাও বুঝতে পারছে না। যাও একটু ওঠেছিল
সৈঁজুতি পিছন পিছন কিন্তু রিদের ভয়ে ফের এখানে
এসে বসেছে পুনরায়। তাছাড়া মায়া এখানকার
কোনো কিছুই চিনে না। তারপর আবার মায়ার বোন
মুক্তাকে উপরের কোন রুমে নিয়ে গিয়েছে তখন
সেটাও মায়া দেখেনি। শুধু মুক্তাকে ফাহাদের
বাবার রুমে নিয়ে গেছে। ছেলেরা সব বাহিরে!
মায়াকে সারাক্ষণ ভাবি ভাবি ডাকা ছেলেগুলো খান
বাড়ির বাগানের দিকটায় দেখেছিল মায়া। হেনা
খানের সাথে ফাহাদের মাকে দেখেছিল কিচেনে

সার্ভেভদেরকে রান্নায় সাহায্য করতে। বাকি রইল
মায়া সে একাই আপাতত খান বাড়ির ড্রয়িংরুমে
বসে। আশেপাশে মানুষের উপস্থিতির শব্দ মায়া
পাচ্ছে কিন্তু মায়ার পাশে কেউ নেই। নিঃসঙ্গ মায়া
অতিষ্ঠ হয়েই একটা সময় সোফায় বসে মুচড়া মুচড়ি
শুরু করলো বিরক্তিতে। কি করবে ভেবে না পেয়ে
খাবার দিকে তাকাল। খাবে কি খাবে না তা নিয়েও
দ্বিধায় ভোগলো। মায়া নিজের বাসায় থাকলে
এতক্ষণে সবগুলো নাস্তাই মায়ার পেটে চালান হয়ে
যেত কিন্তু বোনের শশুর বাড়িতে ভদ্রতা দেখাবে নাকি
খাবে তাই নিয়েও ভাবলো। খুব জোর করে মনকে
বুঝালো না থাক, মায়া এই মূহুর্তে ভদ্রতা দেখাবে না
খেয়ে। মায়ার চিন্তা ভাবনার মাঝেই কেউ একজন
ধূপ করে মায়ার গা ঘেঁষে বসল চেপে। হঠাৎ বসার
দারুণ মায়ার বাহুর সঙ্গে বাহু আর উরুর সঙ্গে উরুর
ঘষা লাগতেই চমকে উঠে মায়া পাশে তাকাতেই
অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে মায়ার নাক, মুখ ভারি খেল
রিদের বাহুতে। সিঙ্ক মিষ্টি ঘ্রাণ নাকে ভাজতেই শরীর
শীতল হয়ে আসল মায়ার। রিদের হঠাৎ উপস্থিতে
থমকে যাওয়ার মতোন কয়েক সেকেন্ড থা মেরে

রইলো। একটা সময় হুশে ফিরতে ধড়ফড়িয়ে রিদের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াতে চাইলে তৎক্ষণাৎ গায়ের কাপড়ে টান খেয়ে আবারও জায়গায় বসে পড়লো মায়া। অস্তিত্বের মায়া তৎক্ষণাৎ নিচে তাকিয়ে লক্ষ করতে বুঝতে পারল মায়ার ওড়নাসহ চুরিদার ফ্লকের কিছু অংশে রিদ বসে আছে গা এলিয়ে সোফায়।

আতঙ্কিত মায়া রিদের এতো কাছে বসে থাকতে অস্থির নেয় ছটফট করে টানাটানি শুরু করলো নিজের কাপড় রিদের নিচ হতে ছাড়াতে। রিদ মায়া দিকে তাকাল না। আর না মায়া কাপড় ছাড়ল বসা থেকে। বরং গা এলিয়ে সোফায় বসল। ভাবখানা এমন রিদের পাশে আপাতত কেউ নেই। আর না রিদ কাউকে দেখতে পারছে। তখনই রিদ গলা ছেড়ে হেনা খানকে ডেকে বলল ‘রিদকে পুনরায় কফি দিতে! রিদ হেনা খানকে ডাকায় অধৈর্যের নেয় অস্থির হলো মায়া। হেনা খান ওদের দুজনকে খোলামেলা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থাকতে দেখলে নিশ্চয়ই খারাপ ভাববে মায়াকে। অস্থির মায়া নিজের কাপড় দু’হাতে টেনে রিদের উদ্দেশ্যে ছোট গলা বলল....‘ ছাড়ুন!!

মায়ার ছোট গলায় রিদ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মায়ার দিকে। তৎক্ষণাৎ চোখাচোখি হলো অস্তিত্বে মিইয়ে যাওয়ার মায়ার দুচোখের সাথে। জড়তার মায়া প্রথমবারের মতোন রিদকে এতো কাছ থেকে লক্ষ করলো। রিদ খান আসলেই সুন্দর। শুধু সুন্দর নয়, বলতে গেলে বাড়াবাড়ি রকমের আকর্ষণে সুন্দর লোক এই রিদ খান। সবচেয়ে সুন্দর এই লোকের চোখ। গুরুগম্ভীর আর মারাত্মক নেশালো। জবান নয় যেন চোখ কথা বলে তাঁর। এই যে সদ্য গোসল করে আধ ভেজা চুলে আর গায়ে, চলে এসেছে এতে রিদকে আরও সচ্ছ আর সিঙ্ক সুন্দর লাগলো মায়ার চোখে। এই যে রিদের ঘাড় বেয়ে নামা ফোঁটা পানিতেও মায়ার চোখ গেল। বুকের পাশের হাল্কা ভেজা কালো টি-শার্টেও তো প্রথম নজর পরেছিল মায়ার। লোকটা আসলেই সুন্দর শুধু একটু বদমেজাজির রাগটা আছে। সেটা ছেড়ে দিলেই একদম পারফেক্ট লাগতো। রিদ মায়াকে মনোমুগ্ধের নেয় নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তার কপালে ভাজ শিথিল হলো তখনই। মায়ার ধ্যান ভাঙতে তীক্ষ্ণ গলায় বলল...

‘ নজর দিয়ে লাভ নেই। আমি অলরেডি বুকড বিয়াইন!

রিদের কথায় খতমত খেয়ে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি লুকাতে আশেপাশে তাকাল মায়া। চুরি ধরা পরার মতোন অস্তিত্বে মিইয়ে আবারও নিজের কাপড় টেনে রিদকে বলল...‘ ছাড়ুন প্লিজ!!

রিদ ভ্রুর উঁচিয়ে তাকাল প্রশ্নোত্তর দৃষ্টিতে। মায়া রিদকে নড়তে না দেখে ফের নিজের কাপড় টেনে তাকাল রিদের দিকে। চোখাচোখি হয়ে যেতেই মায়া নিজের দৃষ্টি নিচে করে ফের কাপড় টেনে বলল...

‘ কি হলো ছাড়ুন প্লিজ!!

‘ এখনো তো ধরতেই পারেনি। ছাড়ব কখন? তাছাড়া আপনি আমার বাড়িতে কি করেন? শুনলাম আপনি নাকি আমার নতুন বিয়াইন হয়েছেন? কথাটা কি সত্য???

‘ হুমমম!’ তাহলে শুনেন সলিড একটা কথা বলি। আপনি দরদ দেখিয়ে দুলাভাইয়ের ভাই মনে করে আমাকে ছেড়ে দিলেও আমি ফাহাদের শালী মনে করে আপনাকে কখনোই ছাড়ব না। এর জন্য আপনার জাতির ভাইকেও আমি দেখে নিব সমস্যা

নেই। আর রইল আপনার কথা! তাহলে প্রথমে বলি
রাখি, বোনের শশুর বাড়ির মনে না করে নিজের
শশুর বাড়ির মনে করেও চলতে পারেন এতে আমার
সমস্যা নেই। কিন্তু আপনার অতিরিক্ত টইটই নিয়ে
সমস্যা আছে। দুলাভাই বা আদাস পাবলিক যাদেরকে
আপনি নতুন নতুন বিয়াই বলে চিনেন আপাতত
তাদের সাথেও ঘুরাঘুরি নিষেধ। মানে হেলদি দূরত্ব
বজায় রাখবেন তাদের সাথে। নয়তো ঐ যে বললাম
সবাইকে দেখে নিব। সে-দলে আপনি থাকবেন কিন্তু।
আরেকটা কথা নাইস কালার! কালো রংটা বেশ
মানিয়েছে আপনার সাথে। আই লাইক ইট! তবে
নেক্সট টাইম লালের সাথে লাল পরবেন। তাহলে
আরও সুন্দর দেখাবে। লাস্ট কথাটা দুষ্টুমির ছলে
বলেই সামনে ঘুরে গেল রিদ। হতবাক মায়া হতবুদ্ধি
হয়ে থা মেরে বসে রইল। প্রথম রিদের হুমকি ধামকি
গুলি মাথায় আসল না। সে কেন নিজের দুলাভাই বা
বিয়াইদের কাছ থেকে দূরে থাকবে তাও এই লোকের
কথায়? বোনের শশুর বাড়িতে এসেছে বিয়াইদের
সাথে আড্ডা দিবে এটাই স্বাভাবিক তাই না? সে কেন
রিদ খানের কথা শুনতে যাবে আশ্চর্য? তাছাড়া এই

লোকের চোখেও সমস্যা আছে। মায়া এই মূহুর্তে টকটকা লাল রঙ্গা ড্রেস পরে আছে অথচ এই লোক বলছে মায়াকে কালো রঙ্গে মানিয়ে বেশ? আজব পাবলিক ঠিকঠাক কালার চেনে না হুহ। হেনা খান এগিয়ে আসতে দেখে মায়া আঙু করে সরে বসল। কারণ ততক্ষণে রিদ মায়া কাপড় ছেড়ে দিয়েছিল। হেনা খানের আসার প্রায় সাথে সাথে জুই আর সঁজুতিও উপস্থিত হলো সেখানে। মায়ার পাশে জুইকে বসতে দেখে রাগে মুখ বাঁকাল মায়া। জুই মায়া মাথায় টুকা দিতেই চোখ গরম করে তাকাতেই জুই আবারও মায়ার মাথা গাটু মেরে বলল...‘ বলদি তোর কালো ফিতা দেখা যাচ্ছে কাঁধে। সেটা ভিতরে ঢুকা নয়তো কারও চোখে পরবে।

জুইয়ের কথা আকাশসম চমকিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকাল রিদের দিকে। তারমানে এই লোক তখন মায়াকে এই কালো ফিতার জন্য বলেছিল মায়াকে কালো রঙ্গে সুন্দর লাগছে? গাঢ় লজ্জায় তখনই মিইয়ে গেল মায়া। অথচ রিদ খান মায়াকে এতাবড় কথা বলেও দিব্যি সে তার কফির মগ চুমুক দিতে ব্যস্ত। পাশেই হেনা খান অনেক কিছু বলছে তাঁকে। সে হ্যাঁ না

উত্তর করছে না। শুধু গম্ভীর চিত্তে শুনে যাচ্ছে। সকাল
আটটা! দিনটা মুক্তার বিয়ের পরদিন। নতুন বউকে
নিয়ে রান্না ঘরেই পারভীন শেখ। আশেপাশে সার্ভেন্ট
আছে আরও দুজন। একজন তরকারি কুটছে তো
অন্যজন রুটি বানাচ্ছে। মুক্তা ঘোমটা মাথায় শাশুড়ী
পাশে দাঁড়িয়ে বাড়ির মানুষের জন্য চা বানাচ্ছে।
পারভীন শেখ রুটি তেলে ভেজে সেটা আবার শেকে
দিচ্ছে আগুনে পুরে। বিয়ে বাড়িতে মেহমান আছে
সবাইকে নাস্তা দিবে বলেই তোড়জোড় করে সবাই
ব্যস্ত হাত চালাচ্ছে কাজে। তবে মুক্তাকে কেউ বলেনি
রান্না ঘরে আসতে বরং না আসতে নিষেধ করেছিল
পারভীন শেখ। মুক্তা নিজ থেকেই সেধে এসেছে
শাশুড়ীকে কাজে সাহায্য করতে। নতুন বউ হয়ে
কিভাবে অসুস্থ শাশুড়ীকে কাজ করতে দেখেও বসে
থাকবে সে? বড্ড বেমানান হয়ে যায় না? তাছাড়া
বাড়ির মানুষজন বিশেষ করে মুক্তা মা পইপই করে
ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে শশুর বাড়ির লোকজন ঘুম
থেকে উঠার আগেই যেন মুক্তা রান্না ঘরে উপস্থিত
থাকে। অসুস্থ শাশুড়ীকেও যেন হাতে হাতে কাজে
সাহায্য করে। মুক্তা বরাবরই নরম ও বুঝদার মেয়ে।

বড়রা যাহ বলবে তাই করে। এজন্য পারভিন শেখের
বারবার নিষেধ করা শর্তেও রান্না ঘর থেকে যায়নি
মুক্তা। শাশুড়ী প্রথমে বলেছিল উনার ছেলেকে সময়
দিতে। ফাহাদ কাল বাদে পরশু সিঙ্গাপুর চলে যাবে
বাবাকে নিয়ে, ফিরবে কখন? তার ঠিক নেই। তাই
ছেলের আশেপাশে থাকতে বলছে। কিন্তু মুক্তা নরম
গলায় পারভিন শেখ জানায়, ফাহাদ এখন ঘুমাচ্ছে।
ঘুম থেকে উঠতে আরও ঘন্টা দুয়েক সময় নিবে।
ছেলের ঘুমের কথা শুনেই চুপ করে যান পারভিন
শেখ। মুক্তাকে তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করেই থমথমে
খেয়ে চুপচাপ ফের হাতের খুন্তিতে পুরোটা ভাজেন।
মৃদু স্বরে আদেশ করেন তিনি ‘ তাহলে তুমিও গিয়ে
ঘুমাও। আমি সার্ভেভ দিয়ে খাবার রুমে পাঠিয়ে দিব
যাও। শাশুড়ীর কথায় বেশ লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে মাথা
ঘুমটা টেনে জড়তা চোখে এদিকসেদিক তাকাল
মুক্তা। তখনই চোখাচোখি হলো তরকারি কুটতে থাকা
কাজের মহিলা ফুলমতি সঙ্গে। অর্ধবয়স্ক ফুলমতি
ওকে দেখেই মিটমিট হাসছিল। সেজন্য ইতস্ততায়
জড়িয়ে মুক্তা শাশুড়ী দিকে ঘুরে গিয়ে মিনমিন গলায়
বলল ‘

‘ আমি আপনার পাশে থাকি আম্মু। আমার সকালে ঘুমানোর অভ্যাস নেই।

আর কিছুই বলল না পারভিন শেখ। চুপচাপ নিজের কাজে হাত চালাল। শাশুড়ীর নিরব সম্মতি দেখে মুক্তা চায়ে কিটলিতে হাত বাড়াল। সত্তরে উর্ধ্ব বয়স্ক হেনা খানও বসে নেই। তিনি মূলত ডাইনিংয়ে খাবার রাখছে একে পর এক। পাশেই সার্ভেন্ট রূপি অল্প সময়ী মালা ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে উনাকে সাহায্য করতে। তক্ষুনি দেখল রিদকে ফরমান ড্রেসআপে সিড়ি বেয়ে নামতে। হেনা খানের চোখ সেদিকে পরতেই রিদকে ডাকল নাস্তা করতে। রিদ হাত ঘড়িতে সময়টা এক পলক দেখে নিয়ে ড্রয়িংরুমে মেইন দরজা দিকে যেতে যেতে বলল...

‘ এখন না দাদী! একটু পর! আয়ন আসছে জরুরি কাজে। সেটা শেষ করেই করব।

হেনা থেমে যায়। শুধু বলল...

‘ তাহলে কফি করে দিব তোকে? খাবি? পাঠাবো?
রিদ চলে যেতে যেতে বলল..

‘ পাঠাও। সকাল সকাল খান বাড়ির বাগানে বিচরণ মাযার। নতুন বাড়ি! নতুন পরিবেশ দেখে রাতেও

তেমন ঘুম হয়নি। এজন্য সকল সকাল ঘুম থেকে উঠেই খান বাড়ির বাগানে হাটাহাটি করতে চলে এসেছে। খান বাড়ির বাগানটা বেশ মনে ধরেছে মায়ার। বেশ সুন্দর আর পরিপাটি। বাগানে মাঝে একটা ছোটখাটো বাংলোও দেখেছে মায়া। খোলা বাংলোতে আবার আধুনিক সোফাও ফেলে বসার মতোন সুন্দর পরিবেশ করে রেখেছে খান বাড়ির মানুষ। মায়া আর সেদিকটায় যায়নি। বরং উল্টো পথে হাঁটল। বাগানের মালিদের বাগান চর্চার কাজ করতে দেখা গেল সেদিকটায় এগোতে চাইল মায়া। অল্প এগোতে দেখল আরাফ খানকে। তিনি সাদা ফতুয়া গায়ে জড়িয়ে হাতে লাঠিভর করে দাঁড়িয়ে বাড়ির মালিদের এটা সেটা আদেশ করছে বাগানে পরিচর্যায়। উনাকে দেখেই মনে হচ্ছে বেশ বিরক্ত মালিদের উপর তিনি। মায়া আরাফ খানকে এর আগেও বেশ কয়েকবার দেখেছিল। কথাও হয়েছে দুজনের টুকটাক। তবে বেশিভাগ সময়ই মায়াকে মজার ছলে হেনস্তা করেছেন তিনি। এই যেমন কাল যখন জানতে পারলো মায়াই মুক্তার বোন হয়, তখনুনি বেশ রসিয়ে মজা করেছিল মায়া সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার

বিখ্যাত ঝগড়ার খেতাব নিয়ে। মায়া অবশ্য হুম হ্যাঁ
তেমন কিছুই বলেনি বিয়ে বাড়ির মানুষজন দেখে।
কিন্তু আজ মায়া নিজ থেকেই আরাফ খানের সঙ্গে
কথা বলতে চাইল। আরাফ খানকে অনুসরণ করে
সেদিকে পা বাড়াতেই ধপাস করে মুখ খুবড়ে পরলো
পায়ের নিচে ইট বেজে। বাগানের ইটের সরু রাস্তায়
পরে যাওয়ায়, দু'হাতের কুইন আর দু'পায়ের হাঁটু
জ্বিমজ্বিম করে উঠল তক্ষুনি ব্যথা দিয়ে। কেউ দেখা
আগে তাড়াহুড়ো উঠে বসল মায়া। লং হাতার চুরিদার
জামার উপর দিয়ে একহাতে অন্যহাতের কুইন
চাপলো ব্যথায়। মুখ কুঁচকে, ইস, ইস করে বুলি
আওড়িয়ে হাতের তালুতে কুইন ঘষতেই, তক্ষুনি
মুখের সামনে বাড়াল কারও পুরুবেষ্টি শক্তপোক্ত
হাত। মায়া চমকে মাথা তুলে তাকাতেই চোখে
পরলো কুঁচকানো দুটো চোখে শীতল দৃষ্টি। অসময়ে
হুটহাট অপরিচিত মানুষের সামনে মুখ খুবড়ে পরে
যাওয়ায় মায়ার ইজ্জত লাগল বেশ। কিন্তু তারপরও
তদা খেয়ে যাওয়ার মতোন করে থমথমে মুখে চেয়ে
রইল শ্যামবর্ণের পুরুষটির দিকে। অপরিচিত
লোকটিকে মায়ার বেশ পরিচিত মনে হলো। কিন্তু

কোথায় দেখেছে লোকটাকে, সেটা মনে করতে চেয়ে
তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে সে। তন্মুনি গম্ভীর মুখ
খুলল শ্যামবর্ণে লোকটা। নিজের হাত হাল্কা নাড়িয়ে
মায়াকে বলল...‘ কি হলো মিস? ওঠে আসুন।
এইভাবে বসে থাকলে অবশ্যই আশেপাশের সবাই
জেনে যাবে আপনি নিজের পায়ে সঙ্গে বেজে পরে
গেছেন। তখন সেটা শুনতে ভালো দেখাবে না।
বিষয়টা লজ্জা জনক হতে পারে আপনার জন্য। তাই
কেউ দেখার আগেই আপনার আমার হাত ধরে উঠে
দাঁড়ানো উচিত।

আমতাআমতা করে অপরিচিত লোকটার হাত চেপে
উঠে দাঁড়াল সে। লজ্জায় জড়িয়ে আমতাআমতা করে
ধন্যবাদ জানাল ছোট করে। লোকটা মায়া দিকে তীক্ষ্ণ
চোখে চেয়ে হাতের ঘড়ির সময়টা দেখে নিল।
তারপর পকেটে দুটো হাত গুজে দিতে দিতে বলল...
‘ আমি যদি ভুল না হয় তাহলে আপনি ফাহাদে শালী
হবেন রাইট?

মায়া মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল। তবে পর মূহুর্তে
প্রশ্ন করে বলল...

‘আপনি কিভাবে বুঝলেন?’ আন্দাজে ডিল মেরেছিল।
তবে সঠিক হয়ে গেল। সম্পর্কে আপনি আমার
বিয়াইন হোন। সেই সুবাদে আপনাকে একটা ভালো
পরামর্শ দেয় ফ্রীতে। এইভাবে হুটহাট পাবলিক
প্লেসের পরে যাবেন না কেমন। হাঁটতে না জানলে
রোজ সকালে নিময় করে হাঁটাহাটি করবেন, দেখবেন
একদিন ঠিকঠাক হাঁটতে শেখে গেছেন। তারপরও
এইভাবে হুটহাট পাবলিক প্লেসের সুন্দরী মেয়েদের
পরে যাওয়া নিষেধ মনে থাকবে??

মায়া কি হলো কি জানি। লোকটির কথায় সুন্দর করে
ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। সুন্দর মুখের
লোকটার এদিকসেদিক তাকাল। তারপর আবার
মায়ার দিকে তাকিয়ে তাড়াহুড়ো ফের সময় দেখে
বলল...

‘সম্পর্কে যেহেতু বিয়াইন হয়েছেন তাই আমাদের
আবারও দেখা হবে। আবার বলতে বারবার দেখা
হওয়ারও চান্স আছে। এখন আসি। তবে আমার কথা
গুলো মনে রাখবেন কেমন?

মায়া সুন্দর করে সম্মতি স্বরূপ ঘাড় কাত করতেই
লোকটা তাড়াহুড়ো মায়াকে পাশ কাটিয়ে সামনে

দিকে পা বাড়াল। কি মনে করে লোকটা ফের পিছন
ফিরে তাকাতেই মায়ার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল।
মায়া লজ্জা মিইয়ে যেতেই লোকটা তাড়াহুড়ো মায়াকে
মনে করিয়ে দিয়ে বলল... ‘ আর হ্যাঁ! ঐ যে বললাম
সুন্দরী মেয়েদের হুটহাট রাস্তায় পরে যেতে নেই
সেটাও কিন্তু মনে রাখবেন বুঝেছেন?

মায়া এবারও লজ্জিত মুখে সম্মতি স্বরূপ ঘাড় কাত
করল মৃদুস্বরে আওড়াল..

‘ জ্বি আচ্ছা!

তাড়াহুড়োই আয়ন কয়েক কদম এগোতেই হঠাৎ
সম্মুখে পরলো জুই। অল্পের জন্যে দুজনের শরীর
স্পর্শ লাগেনি এর আগেই সতর্ক সহিত ছিটকে
সরলো জুই। পথে বিঘ্ন ঘটায় বিরক্তি সহিত তাকাল
আয়ন। চোখে বাজল জুইয়ের সহ্য ঘুম থেকে উঠা
সিঙ্ক মুখটা। কপাল কুঁচকে জুইকে এক পলক
দেখেই তৎক্ষণাৎ পিছনে তাকাল আয়ন মায়ার
উদ্দেশ্য। ততক্ষণে মায়াকে দেখা গেল আরাফ দিকে
হেঁটে যেতে। জুই অনুতপ্ত গলায় শুধালো...

‘ সরি ভাইয়া। আমি আসলে আপনাকে...

জুইয়ের কথার মাঝেই আয়ন ঘুরে তাকাল ওর দিকে। জুইকে নিজের কথা শেষ করতে না দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল আয়ন...

‘ দুজন কি টুইনস?

আয়নের প্রশ্ন বুঝতে না পেরে অবুঝ গলায় শুধালো জুই...

‘ জ্বি??আয়ন কি মনে করে আবারও পিছন ঘুরে তাকাল মায়ার দিকে। মায়াকে দেখা গেল আরাফ খানের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলতে। খুব স্বাভাবিক নেয় আয়ন সেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাকাল জুইয়ের কৌতুহল ভরা মুখটার দিকে। আয়ন আবারও শিওর হওয়ার জন্য বলল...

‘ আমি যদি ভুল না হয় তাহলে আপনি ফাহাদের দ্বিতীয় শালী আর মায়ার বোন রাইট?

কৌতুহলী জুই হতবাক স্বরূপ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিল। অপরিচিত একটা ছেলেকে নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে জানতে পেরে বিস্মিত হলো। আবাক স্বরে প্রশ্ন করল জুই..

‘ আপনি মায়াকেও চিনেন? কিভাবে?

দারুণ হাসল আয়ন। রিদকে দেখলো খান বাড়ির ভিতর থেকে বের হতে। সেদিকে পা বাড়াতে চেয়ে খুব স্বাভাবিক গলায় আদেশ জাড়ি করলো জুইয়ের উদ্দেশ্যে। বলল...

‘ যানতো বিয়াইন সাহেবা আমার জন্য এক গ্লাস পানি আর একটা হট কফি নিয়ে আসেন। আজ সকাল সকাল কাজের তাড়াহুড়ো বের হয়ে পরেছিলাম তাই কিছুই খাওয়া হয়নি আমার। তবে হ্যাঁ! পানিটা অবশ্যই কুসুম গরম পানি নিয়ে আসবেন কেমন। আমার গলায় সমস্যা হচ্ছে এজন্য গরম পানি পান করতে হচ্ছে। যানতো দ্রুত নিয়ে আসেন। গমগমে আদেশ করেই আয়ন রিদের দিকে আগালো। হতভম্ব জুই হতবুদ্ধি হয়ে দাড়িয়ে রইল আয়নের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে। চিনা নেই, জানা নেই, একদম অপরিচিত একটা লোক এসে এমন ভাবে জুইকে কাজের আদেশ করল যেন শত যুগ ধরে জেনা মানুষটি জুইয়ের। অথচ জুই যে এই বাড়িতে নতুন মেহমান সেদিকেও খেয়াল করলো না লোকটা। এখন জুই গিয়ে কাকে বলবে গরম পানি আর হট কফি দিতে? যদি কেউ জিগ্যেসা করে, কার জন্য

এসব, তাহলে কি নাম বলবে জুই? লোকটার নামটাও
তো জানে না জুই। খান বাড়ির সাথে লোকটার কি
সম্পর্ক সেটাও বুঝতে পারছে না। তবে লোকটা যে
ফাহাদের ভাই টাইপের কিছু একটা হবে সেটা বেশ
বুঝতে পারছে কিছুক্ষণ আগের জুইকে বিয়াইন
সাহেবা বলে সম্মোধন করা কথায়। জুইকে তন্দা
খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আয়ন ফের চলে যেতে
যেতে তাড়া দিয়ে বলল...

‘কি হলো জুই দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমাকে নিয়ে
পরে ভাববেন এখন দ্রুত যান। আমার মাথা পেইন
দিচ্ছে আপনার কফির জন্য।

হতবাক জুইয়ের বিস্মিতা আকাশ ছুলো আয়নের
কথায়। লোকটা জুইয়ের নামও জানে? সর্বনাশ!

হতবুদ্ধি জুই তৎক্ষণাৎ ছুটল বাড়ির ভিতর দিকে।
ফিরে এলো ট্রেতে করে কুসুম গরম পানি আর হট
কফি নিয়ে। ততক্ষণে আয়ন রিদের সাথে কথায়
ব্যস্ত। জুই ইতস্ততা বোধ করে সেদিকে আর আগালো
না। বরং রিদের ছেলের একজনকে ডেকে ট্রে তুলে
দিল তাদের হাতে আয়নকে দিতে। ছেলেটির কফির
ট্রে হাতে নিতেই তৎক্ষণাৎ বাড়ির দিকে দৌড়াল

জুই। আপাতত সঁজুতি রুমটা জুইয়ের স্বস্থির মনো
হলো। মোটর পাইব হাতে চেপে দাঁড়িয়ে মায়া।
উদ্দেশ্য বাগানের চারাগাছে পানি দিবে। কিন্তু হঠাৎ
করে মোটর পুড়ে যাওয়ায় হতাশ মায়া। সেজন্য লাল
ছোট বালতি হাতে বাগানের একপাশের মোটরকল
থেকে পানি সংগ্রহ করতে সেদিকে গেল। দু'জন
মালির দেখাদেখি সেও টিউবল চেপে বালতি ভরলো
পানিতে। দু'হাতে বালতি আগলিয়ে টেনে কিছুপথ
যেতেই কোথাও থেকে দৌড়ে এগিয়ে আসল সেই
তপু নামক দামড়া ছেলেটি। ভাবি, ভাবি বলে মায়াকে
সম্মান দেখিয়ে জোরপূর্বক বিনিত সহিত মায়ার হাত
থেকে বালতিটা নিজের হাতে নিলো। থমথমে মুখের
মায়া চুপ করে গেল তপুর মুখে ভাবি ডাকটা শুনে।
সতর্ক চোখে আশেপাশে তাকাল কেউ শুনে নিয়েছে
কিনা দেখতে। মায়ার ভয়, পাছে যদি কেউ শুনে নেয়
মায়াকে এতো বড় দামড়া ছেলে ভাবি ভাবি ডেকে
মুখে ফেনা তুলে ফেলছে তাহলে নিশ্চয়ই বিষয়টা
দৃষ্টিকুটু দেখাবে নতুন আত্মীয়দের মাঝে। মুক্তার
কানে যেতে পারে সেই ভয়ও করলো মায়া। তাছাড়া
এখনকার সবাই জানে মায়ার এখনো বিয়ে হয়নি।

এখন কোন জাতীর ভাইকে জড়িয়ে এই দামড়া
ছেলেগুলো মায়াকে এতো এতো সম্মান দেখায়
সেটাও তো মায়া জানে না। সেজন্য মায়া কথা না
বাড়িয়ে সর্বক সহিত এদিকসেদিক তাকাতেই চোখে
পড়লো কিছুদূর বসা রিদকে। মায়ার দিকেই কপাল
কুঁচকে তাকিয়ে। নিশ্চিত শুনেছে তপু নামক
ছেলেটিকে মায়াকে ভাবি ডাকতে। মায়া খানিকটা
থমথমে খেয়ে যায় রিদের সাথে হঠাৎ চোখাচোখি
হয়ে যেতে। আবার কি মনে করে মায়া বেশ সাহসী
হয়ে বুক ফুলিয়ে রিদের দিকে গর্বিত চোখে তাকাল।
নাক ফুলিয়ে রিদকে ভাব দেখিয়ে বুঝাতে চাইল মায়া
এখন জাতীর ভাবি। ওর পিছনে জাতীর ভাইয়ের লম্বা
হাত আছে সেটা। মায়া রাতেই যে রিদকে ছোটখাটো
ভ্রমকি দিয়েছিল জাতীর ভাইয়ের লম্বা হাত দিয়ে
রিদকে ঘায়েব করে দিবে, সেটা সকালেই সত্যি হলো
তপুর ছেলেটার এতো সম্মান দেখিয়ে ভাবি ডাকায়।
এখন নিশ্চয়ই এই রিদ খান মায়ার পিছনে আর
লাগবে না? ভয় পাবে ওকে? নয়তো এই লোকটা যে
সবসময় মুখ বাঁকিয়ে থাকে মায়াকে অপমান করার
সেটা আজ বুঝবে মায়ার কতো সম্মান আছে সকলের

সমানে। আর যায় হোক জাতির ভাই অন্তত একটা উপকার করেছে মায়ার জীবন এসে। এই যে মায়া এখন রিদ খানকে নিভয়ে নাক দেখিয়ে চলবে সেটাতো একমাত্র এই জাতির ভাইয়ের জন্যই হলো তাই না? এজন্য তো অন্তত মায়ার উচিত এই জাতির ভাইকে একটা ধন্যবাদ দেওয়ার। ক্ষমতাসীন মায়া নিজের ভাবনা ছেড়ে রিদকে নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল তপুকে অনুসরণ করে। মনে মনে শপথ করলো আজ থেকে সে এই রিদ খানকে ভুলেও ভয় পাবে না। কারণ রিদ খান থেকে মায়ার ক্ষমতা অনেক বেশি। মায়া কতো সম্মান এই দামড়া দামড়া ছেলেগুলোর সামনে। সেটা বুঝাতে হবে না এই রিদ খানকে? এখন মায়াকে অকারণে ভয় পেলে চলবে? ভুলেও চলবে না। হু! মায়া কি মনে করে চলে যেতে যেতে আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রিদের দিকে তৎক্ষণাৎ চোখ মিলল দুজনের। রিদ তখনো আগের নেয় কপাল কুঁচকে তাকিয়ে মায়ার দিকে। রিদের সাথে ফের চোখ মিলতেই মায়া আবারও মুখ বাঁকাল রিদকে। তক্ষুনি শুনা গেল কারও বনবনে মুক্ত হাসির শব্দ। মায়া চমকে উঠে পাশের তাকাতেই

দেখল সকালের সেই শ্যামবর্ণের ছেলেটি রিদের পাশে বসে আছে মায়ার দিকে তাকিয়ে হাসছে। লজ্জায় মায়া তৎক্ষণাৎ ছুটে পালাল আরাফ খানের কাছে। তক্ষুনি আয়ন বলল...

‘ বাহ! বিয়াইন সাহেবা তো ভালোই মুখ ভেঙ্গাতে পারে। তা তোর প্রতি এতো মেহেরবানির কারণ কি?

‘ আপাতত আমি তার শত্রু পক্ষের আছি তাই।

‘ আচ্ছা এই ব্যাপার? পরিচয়টা দিয়ে দে তাহলেই তো হয়।

রিদের মুখটা তক্ষুনি গম্ভীর হয়ে উঠল। অল্প কথায় বলল...

‘ নো নিড!কথাটা শেষ করে ফের রিদ চোখ তুলে তাকাল মায়ার দিকে। দূর পথে দেখা গেল মায়াকে বালতি থেকে মগে করে বাগানের চারাগাছে পানি দিতে আরাফ খানের সঙ্গে। ইতিমধ্যে যে আরাফ খানের সঙ্গে বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছে মায়ার সেটা বেশ চোখে পরলো রিদের। মেয়েটার সবার সাথেই সহজে মিশতে পারে অথচ রিদের বেলায় এলেই যতো মিথ্যা থাকে রিদকে বলে বেড়ায়। তাহলে সেখানে রিদ কেন যেচে নিজের পরিচয় দিতে যাবে?

রিদকে কি দিয়েছিল এই মেয়ে নিজের পরিচয়? নাকি
বিয়ের রাতে পালিয়ে যাওয়ার সময় বলে পালিয়ে
ছিল? হয়তো আজও দুজন দুজনের পরিচয় মিলতো
না যদি না রিদের মন শ্রায় দিতো এই মেয়েকে
নিয়ে। দেখা যেত আজীবন স্বামী স্ত্রী হয়েও কখনো
নিজেদের পরিচয় মিলতো না। বরং সামনে থেকেও
দূর হয়ে যেত একে অপরের। না ডিভোর্স হতো আর
না সংসার। এই মেয়ে যখন ঝুলন্ত অবস্থায় নিজেকে
রাখতে পছন্দ করে, তাহলে রিদ কেন আগ বাড়িয়ে
যাবে নিজের পরিচয় দিতে? থাকুক আজীবন ঝুলন্ত
অবস্থায়! রিদ কখনো বলবে না সে কে? কি তার
পরিচয়? যদি এই মেয়ে তাঁকে খোঁজে বের করতে
পারে তখন দেখা যাবে কি করার যায় এই সম্পর্কটা
নিয়ে। ততদিন থাকুক যেমনটা চলছে তেমন। রিদ
নিজের চিন্তা ভাবনায় আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। মায়া
আরাফ খানের সঙ্গে চাড়াগাছে পানি দিয়ে বসল বড়
ছাতার নিচে। চেয়ারে পা বুঝিয়ে বসতেই সেখানে
আগমন ঘটল মালার। হাতে মায়া আর আরাফ খানের
জন্য নাস্তার ট্রে। টেবিলের উপর রেখে মালা আরাফ
খানের উদ্দেশ্য জানায়, সকালের চা নতুন বউ মানে

মুক্তা বানিয়েছে সবার জন্য। মালা চলে যেতে আরাফ খান গলা ছেড়ে রিদকে নিজের কাছে ডাকল। রিদ ততক্ষণে আয়নের সাথে বাড়ির ভিতরের দিকে যাচ্ছিল কিন্তু আরাফ খানের ডাকে পিছন ঘুরে তাকাল। সেদিকে যেতে না চেয়েও রিদ কি মনে করে পা বাড়াল আরাফ খানের উদ্দেশ্যে। আয়ন রিদের পিছনে না গিয়ে বাড়ির ভিতরের দিকে হাঁটল হেনা খানের সঙ্গে দেখা করতে। রিদকে আসতে দেখেই ভারি নিশ্বাস ফেলল আরাফ খান। নাস্তার ট্রের দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় মায়াকে বলল...

‘ বুঝলে মায়া, দিন দিন আমার রিদটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে তারপরও বিয়ে করতে চাচ্ছে না। এজন্য না পেরে ছোট ভাই ফাহাদকে বিয়ে করালাম আমরা, তাও তোমার বোনের সঙ্গে। এই রিদটা যদি বুঝতো! তাহলে আজকে নাস্তার টেবিলে চা সাথে গরম গরম পিঠাও খেতে পারতাম ওর বউয়ের হাতের। কতো সুবিধা হতো আমাদের বলো।

আবারও হতাশার ভারি নিশ্বাস ফেলল আরাফ খান। যেন এই মূহুর্তে উনার মতো দুঃখী মানুষ দুটো আর এই ধরনীতে নেই। মায়ার ও বেশ মায়া হলো আরাফ

খানের কথায়। বুড়ো মানুষের এতো দুঃখ থাকতে নেই। এতে মায়ার কষ্ট হয়। ততক্ষণে রিদও মায়ার পাশের চেয়ারটা টেনে আরাফ খানের মুখোমুখি হয়ে বসল। আরাফ খানের নাটকীয় কথা সবই তার কানে এসেছে। সেজন্য বসতে বসতে বলল...‘ সব ফালতু কথা!

রিদের অল্প কথায় যেন আহাজারি করে উঠল আরাফ খান। মায়ার কাছে ফের ভারি দুঃখ প্রকাশ করে বলল...

‘ দেখেছ নাতনী? ওর বিয়ের কথা বললে সব ফালতু হয়ে যায়। আর ওহ যে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে বিয়ে না করায় সেটা ওর চোখ পরে না। আচ্ছা তুমিই বলো ওকে দেখতে শুকনো শুকনো লাগছে না তোমার কাছে?

আরাফ খানের কথায় তক্ষুনি মায়া কৌতুহল ভরা দৃষ্টিতে তাকাল রিদের দিকে। রিদ কিছু বলবে তার আগেই এক অপ্রত্যাশিত কাজ করে বসল মায়া। হাত বাড়িয়ে রিদের থুতনি ধরে নিজের দিকে ঘুরাল। এদিকসেদিক ঘুরিয়ে রিদের মুখে জহরী দৃষ্টিতে পরখ করে মায়া আরাফ খানকে বলল...

‘ হ্যা একটু একটু শুকনা লাগছে দেখতে নানাভাই ।

মায়া রিদের খুতনি ছেড়ে দিতে থমথমে খেয়ে বসল
রিদ । মায়া হঠাৎ এমনটা করবে তার ধারণাতেও ছিল
না । তবে আরাফ খান দারুণ মজা পেল । তিনি
একগাল হেঁসে উঠতেই রিদ চাপা স্বরে মায়া ধমকে
শুধালো...

‘ স্টুপিড! ওটা রোদে শুকিয়েছে । মায়া কিছু বলবে
তার আগেই আরাফ খান মায়ার মাথায় আদুরে হাত
বুলিয়ে উৎসাহে বলল...

‘ আরেহ বাহ! তোমার সাথে দারুণ জমবে আমার ।
তবে তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি ভিতর থেকে
আমার মেডিসিন গুলো খেয়ে আসছি । নয়তো গিনি
আমার এন্ফুনি হাস্যামা শুরু করে দিবে ।

মায়া ঘাড় কাত করে আরাফ খানকে সম্মতি দিতেই
তিনি হাতের লাঠি ভর করে বাড়ির ভিতরের দিকে
চলে গেল । উনাকে যেতে দেখেই ভিতরে চেপে রাখা
কথা গুলো রিদের উদ্দেশ্য বলল মায়া...

‘ আপনি আমাকে একদম ধমক দিবেন না । আমি
কিভাবে বলবো কোনটা রোদে শুকিয়েছে আর কোনটা
আপনার বিয়ে না করায় শুকিয়েছে? আমি কি আগে

বিয়ে করেছি নাকি যে জানবো? আমার তো পূর্ব
কোনো অভিজ্ঞতা নেই বুঝলেন?

মায়া ত্যাড়া কথায় রাগে দাঁত পিষল রিদ। বলল...‘

আর আমি তো শত অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ব্যক্তি। এর

আগে চার পাঁচটা বিয়ে করে অভিজ্ঞ হয়ে বসেছি।

রিদের কথায় মায়া সহমত প্রকাশ করে খোঁচা মেয়ে
বলল...

‘ চার পাঁচটা বিয়ে তো করবেনই। এটাই তো

স্বাভাবিক তাই না? আপনার যে রাগ বউ ঠিকবে এই

জীবনে আপনার? সবগুলো বউ তো এমনই চলে যাবে

আপনাকে ছেড়ে। আমি আগেই ভেবেছিলাম আপনি

এমন কিছুই করবেন। এখনো সময় আছে ভালো হয়ে

যান, তা নাহলে শুধু চার পাঁচটা বিয়ে কেন? এর পরে

দশ-বারোটা বিয়েও করতে হবে যদি না শুধরান।

তারপরও একটা বউ থাকবে না দেখবেন। মায়ার

কথায় রিদ চুপ হয়ে গেল। এই মেয়ে তার কথা

কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে গেল। এখন রিদ কিছু

বললে আরও উল্টো তাঁকেই পাগল বানাবে এই

মেয়ে। তাই রিদ মায়ার কথায় মায়াকেই ফাঁসিয়ে

দিয়ে বলল...

‘ যাক অবশেষে কেউ আমার দুঃখ বুঝলো। বুঝলেন
বিয়াইন সাহেবা আমি সত্যিই অনেক দুঃখে আছি।
আমার বউ থাকছে না আমার কাছে। বিয়ে করেও
রাতে বউ ছাড়া ঘুমাতে হচ্ছে। এদিকে ছোট ভাই
বিয়ে করে নিল। অথচ আমার বউ আমাকে এখনো
স্বীকারই করতে চাচ্ছে না। উল্টো আমাকে তার শত্রু
ভাবে। এদিকে শীতও চলে এসেছে। রাতে যে বউকে
জড়াজড়ি করে ঘুমাব তারও কোনো উপায় নাই।
আমি ভিষণ দুঃখে আছি বুঝলেন বিয়াইন। আপনি
আমার জন্য একটা সঠিক বউ খোঁজেন তো। যে বউ
মেন্টালি আধপাগল হবে। গেলুও কম থাকবে। বোকা
চেহারা আর সরল হাসি থাকবে তার। আমিতো লম্বা
মানুষ তাই বউটা খোঁজবেন ঠিক আপনার মতোন
নাটু মেয়ে। আসলে ছোট বউকে কোলে তুলে কিস
করার ফিলিংস আলাদা। আহা! আর এজন্য আমার
ছোট বউই লাগবে কনফার্ম। তারপর এই যে আমার
গায়ের রংটা হলো ফর্সা, এজন্য বউয়ের গায়ের রঙ
মিলিয়ে হতে হবে হলুদ, একদম আপনার মতোন।
তারপর এই যে আপনি আমার দিকে তাকান। মায়ার

থুতনি ধরে রিদ নিজের দিকে ঘুরিয়ে মায়ার নাক মুখ দেখিয়ে আবার বলল রিদ....

‘ এই যে আপনার মতোন নাক, ঠোঁট, মুখ, গাল, চোখের ভিতরের কালো তিল, একদম সবকিছু এই রকমের হলেই চলবে। তারপর এই যে ধরেন আমি যা বুঝাতে চাইবো বউকে সে ঠিক তার উল্টো বুঝবে একদম আপনার মতোন করে। আমার এই রকম গুণের বউই পছন্দ। যদি আপনার অনুসন্ধানে এমন মেয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন কেমন? আমি অপেক্ষায় রইলাম। আসলে শীত চলে এসেছে তো তাই বউটা খুব জরুরি। শীতের রাতের উমের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে না? আচ্ছা আমি এখন আসি তাহলে বিয়াইন! আপনি একটু খোজাখুজি করে দেখেন কোথাও আছে কিনা এমন মেয়ে, ততদিন না-হয় আমি আর একটু অপেক্ষা করলাম। কথা গুলো বলেই রিদ জায়গায় ছাড়ল। মায়া রিদের চলে যাওয়ার দিকে কনফিউজড হয়ে তাকিয়ে রইল। আসলে রিদের জন্য বউ খোঁজা নিয়ে একটু কনফিউজড সে। রিদ খান কি মায়াকে বউ খোঁজতে বলে গেল নাকি মায়ার পিছনে সরাসরি লাইন মারল?

কোনো ভাবে কি রিদ খান মায়াকে নিজের পাত্ৰী হিসাবে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে গেল? কনফিউজডের মায়া ঠোঁট উল্টালো। ঢাকা রাতের শহরটা চমৎকার হয়। ভালো লাগা কাজ করে। আধার রাতের কালোয় মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতোন সাংঘাতিক ব্যাপার থাকে জড়িয়ে নিষ্ক্রিয় গ্রহরে। তবে সেটা যদি গভীর রাতের নিস্তন্ধ কোনো মূহূর্ত হয় তখন। কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ সময়টা তেমন চমৎকার হয় না। বরং ভিষণ ব্যস্ততা আর কোলাহলময় যানজটে আছন্ন থাকে পরিবেশ। এই সময়ে মানুষ নানা কাজে বের হয় রাস্তায়। নৃত্য দিনের কেনাকাটা আর বাজারজাতের তালিকা থাকে হাতে। এমনই এক সন্ধ্যায় রিদের জন্য চমৎকার একটা মূহূর্তে সৃষ্টি হয় তাও অল্প সময়ের জন্য। খনিকের জন্য রিদের ভিতরকার মনটাকে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোন অশান্ত করল কেউ। রিদ সবেমাত্র রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়েছিল মিটিং শেষ করে। রোজকার মতো আসিফ সঙ্গে ছিল তবে বডিগার্ড ছিল না। তাদের সঙ্গে ছিল আরও দুজন অফিস সহকারী। রিদ গাড়িতে চড়ে বসতে বসতে আসিফ বাকি দুজন স্টাফগুলোকে বিদায় জানাল

ততক্ষণে। হাতের ফাইল গুলো নিয়ে ডাইভারের পাশের সিটে বসতে গাড়ি চলতে শুরু করল। রিদ আসিফকে গাড়ির এসি পাওয়ার বাড়াতে বলে গায়ের কোট খুলে পাশে ফেলল। গলার ট্রাই খুলে কোটের উপরের রেখে গলার শার্টের দুটো বোতাম খুলে দিল গরমে। শার্টের হাতের কজির বোতাম গুলো ছাড়িয়ে কুইন পযন্ত টেনে শার্ট ভাজ করার মধ্যে হঠাৎ রিদের ফোনে কল আসল। খুব স্বাভাবিক নেয় আসিফ সেই ফোন রিদের দিকে বাড়িয়ে দিতে গিয়ে বেখেয়ালি চোখ ফোনের স্ক্রিনে পরতেই খানিকটা চমকে উঠলো। কৌতূহল দমাল তারপরও রিদকে কিছু বলতে না পেরে ফোনটা এগিয়ে দিতে দিতে কলটা ততক্ষণে কেটেও গেল। এতো ছোট কলের রিংটোনে রিদ, আসিফ দুজনই বুঝতে পারল এটি সম্পূর্ণ কল দিল না বরং অর্ধ মিস কল ছিল সেটা। রিদ অপ্রয়োজনীয় কল ভেবে আসিফ থেকে ফোন নিয়ে সেইভাবেই কোটের উপর রেখে দিল। কিন্তু আসিফ নিজের কৌতূহল দমাতে না পেরে সেদিকে চেয়ে হাসফাস করে রিদকে বলল...‘ ভাই কলটা মনে হয় জরুরি ছিল।

রিদ প্রতিক্রিয়া দেখাল না তেমন। ভিষণ ক্লান্ত সে।
তাছাড়া মিস কলের কলব্যাক করার মতোন সময়
নেই। আপাতত তার একটু রেস্ট চায়। তাই শার্টের
হাত দুটো গুটিয়ে ভাজ করতে করতে সেভাবে গম্ভীর
স্বরে বলল...

‘আমি ক্লান্ত এখন! পরে চেক করে নিব।

রিদের শেষ বাক্য শেষ করার সাথে সাথে আরও
একটি মিস করল আসল একই নাম্বার থেকে।
পরপর আরও দুটো। এবার রিদ বেশ বিরক্ত হলো।
এমনিতে সে ক্লান্ত তারপর আবার মিস? অদ্ভুত!
রিদের পারসোনাল ফোনে কল করার মতোন তার
পরিবারের লোক ছাড়া অন্য কেউ নেই। রিদ তার
পার্সোনাল নাম্বার পরিবারের বাহিরের যেখানে কাউকে
দেয়নি সেখানে আননোন নাম্বারে তার ফোনে কল
আসার প্রশ্ন উঠে না। তাছাড়া রিদের বাবা-মা, ভাই,
দাদা-দাদি সবাই রিদকে সরাসরি কল দেয় মিসকল
নয়, তাও রাত দশ-টার পর। এই অসময়ের
ভরসন্ধ্যায় রিদকে আর যায় হোক তার পরিবারের
কেউ অন্তত কল করবে না, এই বিষয়ে সে নিশ্চিত।
তাহলে এই দয়াবান মানুষটা কে হতে পারে? যে

তাঁকে কল নয় সোজা মিস কল দিচ্ছে একের পর এক অভদ্রের মতোন। রিদ ভাবল সে ফোনটা উল্টে দেখবে না মিসকল দাতাকে। কিন্তু ফোনের অপাশের ব্যক্তিটা এবার যেন মিসকল নয় সত্যি সত্যি রিদকে একটা সম্পূর্ণ কল করল। রিদ খানিকটা অভূক্ত নিয়ে ফোনটা উল্টে হাতে নিতেই খানিকটা চমকাল। সূচক চোখে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাকাল আসিফের দিকে। আসিফ আপাতত রিদের দিকেই চেয়ে ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে রিদ তাকানোতে তৎক্ষণাৎ সামনে ঘুরে গেল চোরের মতোন। রিদ স্থির চিত্তে ফোন চেপে স্ক্রিনের নামটার দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড। গুটিগুটি অক্ষরে ভাসমান লেখা ‘বেয়াদব বউ’। যার অর্থ কলটা তাঁকে তার বেয়াদব বউ করেছে। কিন্তু রিদের পারসোনাল নাম্বারটা পেল কোথায়? রিদতো দেয়নি। তাহলে কার কাছ থেকে নিল? আর রিদকে বা কি মনে করে কল দিতে পারে? রিদের যতোটুকু মনে আছে সে এখনো পযন্ত তার বেয়াদব বউয়ের অপছন্দের লিস্টে শত্রুর হয়েই পরে আছে। তাদের লুকোচুরি সম্পর্কটা এখনো প্রকাশ পায়নি বউয়ের কাছে। তাহলে হঠাৎ করে রিদকে কেন ফোন দিবে?

রিদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে ফোনটা রিসিভ করে কানে তুলল। আপাতত কথা বলা যাক। কি কারণে ফোন দিয়েছে এই মহিলা নিজেই বলবে রিদকে। রিদ ফোনটা রিসিভ করে স্বভাবসুলভ গম্ভীর গলায় ‘হ্যালো’ বলতেই ফোনের ওপাশ থেকে মায়া হতিতম্বি করে রিদকে সালাম দিল...‘ আসসালামু আলাইকুম।

‘ ওয়াইকুম সালাম। কে বলছেন?

গম্ভীর গলায় সুন্দর ভাবে সালামের উত্তর দিয়ে রিদ অপরিচিত সাজল মায়ার কাছে। কে ফোন করেছে তা জানতে চাইল। কিন্তু ফোনের অপাশের মায়া রিদকে সালাম দিয়েই যেন চুপ মেরে গেল। তার ঘনঘন অস্থিরতার নিশ্বাস যেন রিদের কানেও ভারি খাচ্ছে। রিদ ফোনের ওপাশের মায়াকে চিনতে পেয়েও সে অপরিচিত সাজল। কারণ মায়া এখনো রিদকে নিজের পরিচয় দেয়নি বলে সেও সেধে আগ বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল না যে, সে মায়াকে চিনতে পেরেছে।

তাছাড়া আজ প্রথম দুজনের ফোনালাপ করা। এর আগে কখনো এমনটা হয়নি। রিদের কাছে প্রথম থেকে মায়ার পারিবারিক নাম্বার গুলো সেইভ ছিল

যবে থেকে রিদ দুজনের বিয়েটা সম্পর্কে জানতে
পেরেছিল তখন থেকে। কিন্তু সেটা তো আর মায়া
জানে না তাই না। তাই রিদ আগ বাড়িয়ে নিজের
পরিচয় না দিয়ে বরং অপেক্ষা করল মায়া পরিচয়
দেওয়ার। কিন্তু মায়াকে কথা বলতে না দেখে রিদ
গাড়ির সিটে গা ছেড়ে দিতে দিতে পুনরায় একই প্রশ্ন
করলো...‘ হ্যালো কে বলছেন? শুনতে পারছেন
আমাকে? হ্যালো?

তক্ষুনি শুনা গেল মায়া অস্থির চিত্তের এলোমেলো এক
প্রশ্ন। বলল...

‘ আপনি আবার বিয়ে করেছেন???

‘ আবার বিয়ে করেছি মানে??

টুটু করে কল কেটে দিল তক্ষুনি। কৌতূহল রিদ
এবার বিরক্ত হলো। কথা নেই বার্তা নেই। হুট করে
কল দিয়ে জানতে চাইল সে ‘ আবার বিয়ে করেছে
কিনা? কি আজব প্রশ্ন। তাঁকে কি দেখে ভবঘুরে মনে
হয়? যে হাঁটতে হাঁটতে বিয়ে করে বেড়াবে? রিদ কি
ভেবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে নিজেই কল মিলাল
মায়াকে। বিগত বিশটা দিন ধরে দেখাসাক্ষাৎ বা কথা
হয়নি দুজনের। ফাহাদের বিয়ের পর মায়া সেই যে

নিজ বাড়িতে ফিরে গেল সেই নিয়ে আজ বিশটা দিন পার হলো। রিদ খবর নিয়ে জেনেছে মায়া এখন চট্টগ্রামে আছে, এবং কলেজে পরীক্ষা চলছে। হয়তো আর কিছুদিন গেলে শেষ হবে। রিদ এতোদিনে ব্যস্ততায় একদমই চট্টগ্রামে যেতে পারিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এবার না গেলেই নয়। রিদ মায়াকে কল দিতে দিতে আসিফের উদ্দেশ্য বলল...‘ আসিফ গাড়ি ঘুরা। মহাসড়ক ধর! চট্টগ্রামে ফিরব।

আসিফ আপত্তি করে বলতে চাইল...

‘ কিন্তু ভাই কালতো আমাদের অফিসে...

রিদ চেতে উঠে বলল...

‘ তোরে বলছি জ্ঞান দিতে? যা বলছি তাই কর।

‘ জ্বি ভাই।তাড়াহুড়ো মায়া রিদের কল কাটতে না কাটতেই ঠাস করে বালিশের কুশন দিয়ে মাথায় ভারি মারল জুই। তপ্ত মেজাজে দেখিয়ে বলল জুই...

‘ বলদির বাচ্চা, তোরে কি শিখাইলাম আর তুই কি প্রশ্ন করলি? তোরে কইছিলাম ছেলেটার নাম-ঠিকানা প্রশ্ন করতে, তা-না করে উল্টো পিরীতির প্রশ্ন করলি, ‘আপনি আবার বিয়ে করেছেন? ব্যাঙ্গ করে) এই তুই, ঐ ব্যাটার আবার বিয়ে দিয়ে কি করবি? সংসার

পাতবি জামাই সঙ্গে অসভ্য মাইয়া। জুইয়ের বালিশের ভারি খেয়ে অসহায় মুখ তুলে চাইল মায়া। অতিরিক্ত উত্তেজনা আর অস্থিরতার কারণে মায়া জুইয়ের দীর্ঘ সময়ের শিখানো পড়ানো কথা গুলোও সব ভুলে গিয়েছিল। তাই অচেনা স্বামী নামক মানুষটাকে বারবার কল করতে গিয়ে অস্থিরতায় পরপর কল গুলো কেটে কেটে দিচ্ছিল যার জন্য হয়তো দুই একবার মিসকলও গিয়েছে ঐ লোকটার ফোনে। কিন্তু মায়া যখন অতি সাহস যুগিয়ে অবশেষে বড় একটা কল করলো অচেনা স্বামী নামক মানুষটাকে তখন আর জুইয়ের দীর্ঘ সময়ের শিখিয়ে দেওয়া কোনো কথায় আর মায়ার মাথায় থাকল না। বরং অতিরিক্ত উত্তেজনায় মায়া তন্দা খেয়ে বসেছিল খানিকের জন্য। যার দারুণ ফোনের ওপাশের ব্যক্তিটি বারবার ‘হ্যালো বলার পরও মায়া নিজের কথা গুলো গুছিয়ে উঠতে পারেনি। তীব্র অস্তিত্বে সিটিয়ে চুপ মেরে গেল। কিন্তু মায়া যখনই নিজের অস্থিরতা খানিকটা কাটিয়ে উঠল তক্ষুনি মায়ার মনে যা ছিল দীর্ঘদিন ধরে অচেনা স্বামীকে নিয়ে সেই প্রশ্নটায় চট করে ফেলল। আর করবে বা নাই কেন? মায়ার স্বামী হয় লোকটা।

মায়ার জানার অধিকার আছে ওর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে ফেলেছে কিনা? যদিও মায়া এটা জানা না যে, মায়া ঐ লোকটার প্রথম বউ নাকি দ্বিতীয় বউ। নাকি আজও বিয়ে করেনি লোকটা। সবচেয়ে বড় কথা হলো মায়ার সাথে বিয়েটা আজও ঐ লোকটার মনে আছে কিনা তাও বিশাল বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়? এতো এতো সব প্রশ্নের উত্তর জানার অবশ্যই মায়ার জন্য প্রয়োজন। তাছাড়া মায়া টানা তিনটা মাস এতো কষ্ট করে, এতো যুদ্ধ করে অবশেষে আজ সফল ভাবে সুমন থেকে অচেনা স্বামীর নাম্বার সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো। মুক্তার শশুর বাড়ি থেকে আসার পর বিগত বিশদিন ধরে হাফেজ সাহেবের ছেলে সুমনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিল না মায়া। ছেলেটা নাকি ঢাকায় ছিল পড়াশোনা জন্য। আর হাফেজ সাহেব ছিল রাজশাহী। আজই নাকি সুমন বাড়ি ফিরে বারবার সঙ্গে কথা বলে মায়ার স্বামী নাম্বারটা যোগাড় করে দিল। তবে সুমন থেকে মায়ার স্বামীর তেমন কোনো তথ্য বা নাম-ঠিকানা কিছু পাওয়ার যায়নি। মায়া বারবার সুমনকে অনুরোধ করেছিল শুধু মায়ার অচেনা স্বামীর নামটা বলতে। কিন্তু সুমন তা বলতে

পারেনি। কারণ সুমন নিজেও মায়ার স্বামীর নাম-
পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না তাই। মায়ার
অতো অনুরোধের জন্য সুমন শেষ অনুতপ্ত হয়ে
হতাশ গলায় জানায়’ সুমনের বাবা হাফেজ সাহেব
নাকি শুধু সুমনকে মায়ার স্বামীর নাম্বারটা ছাড়া আর
কিছুই বলেনি। সুমন প্রশ্ন করেছিল লোকটা কে? তার
সম্পর্কে জানতে কিন্তু এই বিষয়ে হাফেজ সাহেব
নাকি ফোন নাম্বারটা ছাড়া আর কিছু বলেনি। এতে
মায়া ভিষণ দুঃখ পেয়েছিল। বউ হয়ে স্বামী নামটা
কেন হাফেজ সাহেব মায়াকে বলল না। কেন ইচ্ছাকৃত
ভাবে হাফেজ সাহেব মায়ার স্বামীর নামটা লুকাতে
চাইছে? কি এমন থাকতে পারে মায়ার স্বামী নামক
লোকটার নামের পিছনে? গুন্ডা টাইপের খারাপ
লোকও যদি হয় মায়ার স্বামী তাহলেও মায়ার কোনো
সমস্যা নেই। কারণ মায়াদের বিয়েটা যে পরিস্থিতিতে
হয়েছিল তাতে লোকটা কেমন বা তার সম্পর্কে যাচাই
করার মতোন পরিস্থিতি তখন ছিল না। তাই মায়া
ধরে নিল মায়ার সাথে একটা দুনিয়ার খারাপ
লোকেরই বিয়েটা হয়েছিল সেদিন। সেভাবে মায়া
মনে মনে স্বামী নামক লোকটাকে খারাপ লোক

ভেবেই গ্রহণও করে এসেছে এতোদিন। তাই এখন স্বামীনামক লোকটাকে যদি কেউ খারাপ বা উগ্রবাদী লোক বলে সম্মোদন করে তাহলেও বিষয়টা মায়ার কাছে স্বাভাবিকই লাগবে। কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে মায়ার অচেনা স্বামী নামক লোকটা পরিচয় হাফেজ সাহেবকে লুকাতে দেখে। হাফেজ সাহেব কেন করল এমনটা জানা নেই মায়ার। তবে সুমন ফোন রাখার আগে মায়াকে খুব সাবধান করে বলেছিল ‘আপু আমার মনে হয় আপনার স্বামী প্রভাবশালীদের মধ্যে কেউ একজন হবেন। বিশাল বড় কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের থেকে কেউ হবেন। আপনার স্বামীকে নিয়ে আমি আব্বাকে প্রশ্ন করাতে উনাকে দেখলাম ভিষণ নার্ভাস হচ্ছে। নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনো কারণ আছে। তিনি আপনার স্বামী নামটা পযন্ত আমাকে বলতে নারাজ। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন আপু। সুমনের সতক বার্তায় ভয় মায়াও পেয়েছিল। তারপরও সুমন থেকে অচেনা স্বামীর নাম্বারটা নিয়েছিল আজ দুপুরে কিন্তু কল দিল এই সন্ধ্যায় সাতটার দিকে। মাঝে ছয় ঘন্টা শুধু মায়ার নিজের নার্ভাসনেস কাটাতে আর সাহস

যোগাতে লাগল। জুই শুরু থেকেই মায়ার পাশে ছিল। সুমন থেকে নাম্বার নিয়ে রিদকে কল করা পযন্ত জুই-ই মায়ার পাশে ছিল। মায়াকে গুছিয়ে কথা শিখিয়ে দিয়েছিল কিভাবে রিদের পরিচিত সম্পর্কে জানতে চেয়ে প্রশ্ন করবে। কিন্তু অতি নার্ভাসনেস মায়াজুইয়ের শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া সবকিছু গুলিয়ে ফেলল। যার দারুণ হতিতম্বি করে শুধু জানতে চাইল, মায়ার অচেনা স্বামী মায়াকে রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করে ফেলেছে কিনা। মায়াজুই অতিরিক্ত টেনশন থেকে এমনটা করল কিনা জানে নেই। তবে মায়ার খুব করে জানতে ইচ্ছা করছে আদৌও মায়ার স্বামীর তার হঠাৎ বিয়ে করা বউকে মনে রেখেছে কিনা? নাকি মায়াকে ভুলে বিয়ে করে ফেলেছে এতোদিনে! মন্ত মায়ার ধ্যান ভাঙলো ফের জুইয়ের হাতে বালিশের ভারি খেয়ে। জুই চোঁচাতেই মায়াজুই অসহায় মুখ করে বলল...‘ তো কি করবো? লোকটা আবার বিয়ে করেছে কিনা সেটা জানতে চাইব না আমি?

‘ কেন জানতে চাইবি সেটাই তো প্রশ্ন?

‘ আজব! জানতে চাইব না কেন?

মায়াজুই কথায় চেতে উঠল জুই....

‘ অসভ্য মাইয়া আগে তো জানতে চাইবি লোকটা কে হয়? সুমন যে আমাদের নাম্বারটা দিল সেটা আদৌও তোর নিখোঁজ স্বামীর নাম্বারটা কিনা সেটা শিওর না হয়ে সরাসরি বিয়ের প্রশ্ন করতে কেন গেলি? সুমনের দেওয়া নাম্বারটা যে তোর স্বামীরই হবে এই বিষয়ে তুই এতো শিওর হুস কিভাবে? আগে লোকটার নাম-পরিচয় জেনে, তারপর তোর পরিচয়টা দিয়ে এই প্রশ্নটা করতি, সে তোদের দুই বছর আগে হওয়া হঠাৎ বিয়েটা এখনো মনে রেখেছে কিনা? তা-না করে তুই এখন বলদ মার্কী প্রশ্ন করতে গেলি কেন? জুইয়ের কথায় যুক্তি খুঁজে পেল মায়া। সত্যি মায়ার প্রশ্নটা করা ভুল হয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত নার্ভাসনেস মায়া এতোসব ভাবতে পারিনি। মনে যা ছিল চট করে মুখে বলে ফেলেছে, অতো গভীরে ভেবে দেখেনি সে। কিন্তু জুইয়ের কথাও ফেলার নয়। কলদাতা আসলে মায়ার নিখোঁজ স্বামী কিনা সেটা শিওর না হয়ে এভাবে প্রশ্ন করাটা ঠিক হয়নি বলেই ধরে দিল মায়া। অপরাধী নেয় রিনরিনে বলল মায়া...

‘ অতো কিছু মাথায় আসেনি। কেমন কেমন করে যেন মুখ ফুসকে প্রশ্নটা করে ফেলেছি লোকটাকে।

মায়ার কথায় মনে ধরল না জুইয়ের। এতো বুঝানোর পরও মায়াকে দিয়ে কিছুই বলাতে পারল না সে। তাছাড়া জুই বেশ করে লক্ষ করেছে মায়া ওর নিখোঁজ স্বামীকে নিয়ে বেশ অ্যাক্টিভ। অচেনা স্বামীকে নিয়ে কেউ কিছু বললেও সেটা পছন্দ করে না মায়া। উল্টো কেমন গুম মেরে বসে থাকে। এই যে জুই এখনো মায়াকে নিয়ে টেনশনে আছে কিন্তু মায়ার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে নিখোঁজ স্বামী নাম্বার যোগাড় করতে পেরে ভিষণ খুশি। জুইয়ের কথা সে এক কান দিয়ে শুনছে তো অন্য কান দিয়ে বের করে দিচ্ছে এমন। স্বামী সম্পর্কে কিছু না জেনে মন দিয়ে বসে আছে মায়া সেটা বেশ বুঝতে পারে জুই। আর সেখানেই জুইয়ের টেনশনটা বেশি। আল্লাহ না করুক মায়া নিখোঁজ স্বামী যদি খারাপ প্রকৃতির কোনো লোক হয় তাহলে এর জন্য শুধু মায়া নয় ওদের গোটা পরিবারের ভুক্তভোগী হবে। বাড়ান্ত রাগে জুই মায়া সাথে আর তর্ক করতে মন চাইল না। জুই রাগে ফুসফুস করতে করতে হনহনিয়ে কক্ষ ছেড়ে বের হয়ে যেতেই মায়া ঠোঁট উল্টালো। জুইয়ের গমন পথে দিকে তাকিয়ে ফুস করে নিশ্বাস ছেড়ে আবারও

ফোনটা খুঁজলো। তখন জুইয়ের হাতে হঠাৎ বালিশের ভারি খেয়ে ফোনটা কোথাও হাত থেকে বিছানায় পরে গিয়েছিল। আর নেওয়া হয়নি। এখন জুই চলে যেতেই মায়া পুনরায় ফোনটা খোঁজ করতে তৎক্ষণাৎ কানে আসল ফোনের ককর্শ রিংটোন শব্দ। মায়া চমকে ফোনটা হাতে তুলতেই দেখল মায়ার তখনকার করা নাম্বার থেকে আপকামিং কল এসেছে। তাড়াহুড়ো মায়া তৎক্ষণাৎ কলটা রিসিভ করে কানে তুলে সালাম দিল...‘ আসসালামু আলাইকুম!

মায়ার তাড়াহুড়োয় সালামের উত্তর রিদ খুবই রয়েসয়ে গম্ভীর গলায় দিল...

‘ ওয়ালাইকুম সালাম। কে বলছেন?

দূরদূর বুক চেপে বসল মায়া। ভয়ংকর লজ্জা সিঁটিয়ে আড়ষ্ট হলো। স্বামী নামক মানুষটার গলাটাও বেশ দারুণ লাগল। হঠাৎ মায়ার ভালো লাগা আকাশ চুম্বক হলো। কিন্তু মুখের কথা গুলো যেন গলায় আটকাল। ওপাশে মানুষটাও চুপ। হয়তো মায়ার কথা বলার অপেক্ষায় আছে। লজ্জা সিঁটিয়ে কোনো রকমের আওড়াজ বের করল গলা দিয়ে। রিনরিনে বলল মায়া...

‘ আপনি আমাকে চিনবেন না মনে হয়। তবে আমি যে আপনাকে খুব করে চিনি এমনটাও নয়। আসলে আমরা কেউ পূর্ব পরিচিত নয়। তারপরও আপনাকে অনেক খোঁজাখুজি করার পর, আজকে আপনার নাম্বারটা যোগাড় করতে পেরে কল দিলাম। রিদ মনে করেছিল মায়া তাঁকে পরিচিত ভেবেই কোনো কারণে ফোনটা করেছিল। তাই সে আগ বাড়িয়ে পরিচয়টা না দিয়ে মায়ার পরিচয় পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু মায়া এখন রিদকে অপরিচিত ঘোষণা করায় খানিকটা সন্দেহ হলো। যদি বোনের ভাসুর বা পরিচিত রিদ খান ভেবে মায়া রিদকে কল না দেয় তাহলে এর বাহিরে কিসের পরিচয়ের ভিত্তিতে কলটা করলো?

‘ আমরা পূর্ব পরিচিত না হলে এতো তলব লাগিয়ে আমাকে খোঁজ করার কারণ কি মিস?

‘ আসলে আমার কথা ছিল আপনার সাথে।

‘ আপনার কথা থাকতেই পারে তবে সেটা যে আমাকে শুনতে হবে এমনটা তো নয় মিস? ব্যস্ত আমি রাখ...

রিদের কথা শেষ করার আগেই মায়ার জিদি সুর শুন্য গেল তম্বুনি...

‘ বললাম তো কথা আছে আমার। ফোন রাখা যাবে এখন।

‘ কেন রাখব না?

‘ আমি কথা বলছি তাই।

‘ আপনার কথা শুনতে কি আমি বাধ্য?

‘ হ্যাঁ।

‘ অধিকার দেখাচ্ছে?

‘ হ্যাঁ!

‘ কিসের?মায়া হাসফাস করে এদিক সেদিক তাকাল।
প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে মিনমিন করে রিদের নাম জানতে
চেয়ে বলল...

‘ আপনার নাম কি?

রিদ অল্প চুপ থেকে মুখটা গম্ভীর করে গাড়ির সিটে
হেলান দিল। সে বেশ বুঝতে পারছে মায়া তাঁকে
সম্পূর্ণ চিনতে পারেনি। হয়তো পরিচিত হতে চাচ্ছে
রিদের সাথে। কিন্তু কেন সেটা বুঝতে পারছে না
রিদ। তাছাড়া রিদের নামটাও তো মায়ার মুখস্থ
থাকার কথা। সেখানে রিদের কাছে তার নাম জানতে
চাওয়াটাও রিদের বেশ কৌতূহল বাড়াল। রিদ গম্ভীর
গলায় বলল..

‘ আব্রাহাম ।

ফোনের ওপাশ থেকে নিজের নাম বলে ঝটপট উত্তর
দিল মায়া...

‘ আমি রিক্তা ইসলাম মায়া । আমাকে চিনতে
পারছেন??

রিদ অল্প হাসলো । তার বউ সে চিনবে না? তারপরও
গম্ভীর গলায় অপরিচিত নেয় বলল...

‘ আপনাকে কি আমার চিনার কথা ছিল মিস? কই
আমিতো চিনতে পারছি না আপনাকে । রিদের কথায়
ভিষণ কষ্ট পেল মায়া । হতাশায় বুক ভারি হয়ে উঠল
তক্ষুনি । এতো সহজে লোকটা মায়াকে অপরিচিত
বলে ঘোষণা করে দিল অথচ মায়া কি না কি করেছে
বিগত তিনটা মাস ধরে এই লোকটাকে খুঁজে পেতে ।
নরসিংদী হাফেজ সাহেবের বাড়িতে দৌড়াদৌড়ি করে
যেতে গিয়ে ওরা একবার গাড়ি এক্সিডেন্ট করেছিল
শেষ পর্যন্ত । আর এই লোকটা নাকি মায়াকে মনেই
রাখেনি । হতশার মায়া ভারি আওড়াজে নিজের
পরিচয় দিয়ে বলল...

‘ আপনার সাথে আমার বছর দুয়েক আগে দেখা
হয়েছিল একবার । সেটাই শেষ দেখা ছিল আমাদের ।

সেদিন রাতে আপনি এক্সিডেন্ট করেছিলেন আর আমি পথ হারিয়ে আপনাকে রাস্তায় পেয়েছিলাম। সাহায্যও করতে চেয়েছিলাম আপনার। কিন্তু সেদিন রাতে স্বর্ণীয় ঘটনা ছিল। আমাদের জীবনের অনাক্ষিত একটা ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে আজ আমার আপনাকে আবারও খোঁজে বের করা। হাফেজ সাহেবের বাবা কাজি মোল্লাকে মনে আছে আপনার? সেদিন রাতে যারা আমাদের আশ্রয় দিয়ে ছিল উনাদের বাড়িতে? মনে আছে আপনার?মায়ার গুছানো কথার অর্থ এবার সবই পরিষ্কার হলো রিদের কাছে। মায়া যে তাঁকে পরিচিত রিদ খান ভেবে নয় বরং নিজের অপরিচিত স্বামীর খোঁজ করে কলটা করেছে সেটা বেশ বুঝতে পারলো রিদ। প্রশান্তিতে মন শীতল হয়ে উঠল তন্মুনি। রিদের দীর্ঘ অপেক্ষা প্রহর শেষ হলো বলে ঠোঁট প্রশস্ত করে নিঃশব্দ হাসলো। অবশেষে তার বউ তাঁকে খোঁজে পেল। আজ বউ যেহেতু তার কাছে নিজ থেকে ধরা দিতে চাইছে এবার সেও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ভারি হতশায় গলায় বলল রিদ...

‘ আশ্রয় কোথায় দিয়েছিল মিস? তারা তো আমাদের
বিয়ে পরিয়ে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সরাসরি।
আমি অসুস্থ ছিলাম বলে বউটা সে-রাতেই পালান।
নয়তো রাতে বাসর করে সকালে বউ- বাচ্চা নিয়ে
একেবারে বাড়িতে ফিরতাম। শিট মিস হয়ে গেল।
আচ্ছা আপনি কি কোনো ভাবে আমার পালাতক বউ
বলছেন?

টুটু করে কলটা কেটে গেল তক্ষুনি। রিদের বাকি
কথা গুলো আর শুনা হলো না মায়ার। অতি লজ্জায়
আড়ষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ মুখ লুকাল বালিশে ঝাপিয়ে
পরে। ঘনঘন নিশ্বাসে লজ্জা কমাতে চেয়ে দু’হাতে
মুঠোয় পিষল বালিশের দুই টুকরো অংশ। মায়া
বুঝতে পারল সুমনের নাম্বারটা ভুল নয়। সঠিক
মানুষটায় ছিল। কিন্তু তাই বলে লোকটা প্রথমবারেই
এমন নিমজ্জিত কথা গুলো বলবে ভাবতে পারিনি
মায়া। ছিঃ কেমন গা শিরশির করা কথা বলে
লোকটা। মায়া এই লোকের সাথে আর কথা বলবে
কিভাবে? মায়ার কল কেটে দিতেই উচ্চ স্বরে ঝরঝর
করে হেঁসে উঠে রিদ। কান থেকে ফোন নামিয়ে
ফ্রিনে দিকে তাকাতেই সেই হাসি আরও দৃঢ় হয়।

বউ তার লজ্জা পেয়েছে বলেই হঠাৎ কল কেটেছে।
রিদ ফোনের স্ক্রিনের নাম্বারটা চেপে আবারও কল
মিলাতেই বেখেয়ালি চোখে পরলো আসিফ ও
ডাইভারের বিস্মিত চেহারার দিকে। দুজন রিদের উচ্চ
হাসিতে চমকে তাকিয়ে আছে এদিকটায়। হয়তো
রিদকে এর আগে কখনো এভাবে হাসতে দেখে তাই।
হঠাৎ রিদের চোখে দুজনই ধরা পরে যাওয়ায় থমথমে
মুখে সামনে ঘুরে গেল তৎক্ষণাৎ। রিদের প্রসারিত
হাসিটাও ক্ষণে গম্ভীর মুখে পরিণত হলো। বাকিটা
পথ আসিফ আঁড়চোখে রিদকে দেখল। সরাসরি
তাকানোর আর সাহস পেল না। রিদ ফের মায়ার
নাম্বারে কল মিলাতে চেয়ে ফোন দিল কিন্তু অতি
লজ্জায় আড়ষ্ট মায়া সেই কল রিসিভ করল না। রিদ
মিটমিট হেঁসে ছোট একটা মেসেজ করে লিখল ‘
পালাতক বউয়ের সন্ধানে আছি মিস। যদি আপনার
লজ্জা কমে আসে তাহলে অবশ্যই আমায় স্বরণ
করবেন কেমন। আমি অপেক্ষায় রইলাম।

মেসেজ পাঠিয়ে রিদ গা ছেড়ে দিল সিটে। চোখের
উপর হাত বেঁধে চোখ বন্ধ করতেই রিদের ঠোঁটের
মিটমিট হাসির রেখা ফের চোখে বিঁধল আসিফের।

ব্যস্ত শহরের গাড়ি ছুটলো মহাসড়ক ধরে চট্টগ্রামের দিকে। আর বাতাসের খুঁড়ে ভেসে আসলো এক নতুন প্রেমের গন্ধ। সেদিন সন্ধ্যায় মায়ার আর কল আসেনি রিদের কাছে। লজ্জা, ভয়, অস্থিরতা কাটিয়ে মায়া রিদকে কল দিল সেদিন রাতের দিকে। রাত তখন প্রায় বারোটোর ঘরে। জুই তখন ঘুমিয়ে। মায়া লুকিয়ে চুকিয়ে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে রিদকে কল মিলাল। রিদ তখনো গাড়িতে। কুমিল্লা পার হয়ে ফেনীতে ঢুকেছে সবে, সেই সময়ে রিদ ফোন ভেজে উঠতেই আসিফ সামনের মিররে দিয়ে রিদের দিকে তাকাল এক পলক। রিদকে দেখল ফোন হাতে অল্প হাসতে। রিদ মায়ার কল কেটে নিজে কল মিলাবে তার আগেই মায়া অধৈর্যের নেয় আবারও কল দিল রিদকে। রিদ এবারও ঠোঁট চেপে হেসে কল কেটে দিল। কিন্তু মায়া যেন ফোন হাতে নিয়েই বসে। রিদের কল কাটতে না কাটতে সেকেন্ডের ভিতর তৃতীয়বার মতোন কল দিল রিদকে। মায়ার অস্থিরতা বুঝে রিদ হাসলো, বাধ্য হয়ে কলটা রিসিভ করে কানে তুলে বলল...

‘ আপনার স্বামীকে কেউ নিয়ে যাচ্ছে না ম্যাডাম।
একটু ধৈর্য্য ধরুন আমাকে অন্তত কলব্যাকটা করতে
দিন। রিদের কল কাটতে না কাটতে সেকেন্ডের ভিতর
তৃতীয়বার মতোন কল দিল রিদকে। মায়ার অস্থিরতা
বুঝে রিদ হাসলো, বাধ্য হয়ে কলটা রিসিভ করে
কানে তুলে বলল...

‘ আপনার স্বামীকে কেউ নিয়ে যাচ্ছে না ম্যাডাম।
একটু ধৈর্য্য ধরুন আমাকে অন্তত কলব্যাকটা করতে
দিন।

টুটু করে কল কেটে যেতেই রিদ আবারও হাসল।
ফোনটা হাতে নিয়ে স্ক্রিনে দিকে তাকিয়ে রইল
কয়েক পল। সময় নিয়ে আস্তে ধীরে কল দিল
মায়াকে। ওপাশ থেকে মায়াও বেশ সময় নিয়ে কলটা
রিসিভ করল। বুঝায় যাচ্ছে তখনকার রিদের কথায়
লজ্জায় পেয়েছে বেশ। সময় নিয়ে কলটা রিসিভ করে
মায়া প্রথমে সুন্দর করে সালাম দিল রিদকে।
আসসালামু আলাইকুম।

রিদ সালামের উত্তর দিয়ে বলল...

‘ ওয়ালাইকুম সালাম।

‘ ভালো আছেন?

‘ জ্বি আছি! আপনি?

‘ জ্বি ভালো।

তারপর? তারপর দুজনই চুপ। রিদ ইচ্ছাকৃত ভাবেই চুপ। মায়া কি বলে সেটা শুনতে চায়। জড়তার মায়া নিজের কথা গুলো গুলিয়ে ফেলে নিশুচুপ হয়ে বসে থাকল শুধু। কোথায় থেকে শুরু করবে বুঝতে পারল না এক মূহূর্তের জন্য। অন্ধকার বারান্দায় বসে কোলের উপর খালি হাতটা কচলাল মায়া। কি বলবে সেটা ভাবতেই রিদের গলা শুনা গেল তক্ষুনি। রিদ বলল...

‘ কি ম্যাডাম? কথা শেষ আপনার? জড়তা মায়া আমতাআমতা করে কানের পিছনে চুল গুজে দিতে দিতে লাজুক কণ্ঠে বলল...

‘ না আসলে, আমার না কেমন কেমন জানি লাগছে। ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে...

‘ উফফ তাহলে তো কঠিন সমস্যা ম্যাডামের? আমি কি ফোন রেখে দিব?

তাড়াহুড়ো মুখ খুললো তক্ষুনি মায়া। না করে বলল...

‘ এই না না! ফোন রাখবেন না প্লিজ। আমার কথা আছে।

তাড়াহুড়ো রিদের সাথে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করেই লজ্জায় পরে গেল মায়া। ফোনের ওপাশে মায়া স্বামী নামক মানুষটা নিশ্চয়ই মায়াকে বেহায়া ভাবছে সেটা ভেবেই মায়ার মন খারাপ হলো। এতো কষ্ট করে স্বামী সামনে নিজের একটা ভালো ভদ্র পার্সোনালিটি প্রকাশ করতে চেয়েছিল মায়া। অথচ নিজের বোকামির জন্য মায়া ধরা না পরে যায় আবার। মায়া নিজের বোকামিকে চাপিয়ে আবারও ভদ্রতা দেখিয়ে ‘সরি বলল...

‘সরি!

‘ কেন?

‘ আসলে তাড়াহুড়ো ঐভাবে বলতে চায়নি...

‘ কিন্তু আমিতো ঐভাবেই শুনতে চেয়েছিলাম। রিদের কথা পিষ্টে কথা খুঁজে পেল না মায়া। জড়তায় মায়া এদিকে সেদিক লাজুক দৃষ্টি ঘুরাল। দুজনের বিয়েটা সম্পর্কে কথা বলতে চায় মায়া। কিন্তু কিভাবে শুরু করবে সেটা বুঝতে না পেরে খানিকটা চুপ রইল মায়া। ফোনের ওপাশ থেকে গাড়ির শব্দ পাওয়ায় চট করে মায়ার ঘোর ভাঙলো। এখন রাত প্রায় বারোটা

উর্ধ্ব। এতোরাতে লোকটা কোথাও যাচ্ছি কি?

কৌতূহলে মায়া জানতে প্রশ্ন করল. রিদকে বলল..

‘ গাড়ি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে আপনি কি এতোরাতে কোথাও যাচ্ছেন?

রিদ তার সুন্দর চুল গুলোতে হাত চালাতে চালাতে বাহিরে অন্ধকারময় রাস্তায় চোখ ঘুরিয়ে বলল...

‘ বউ টানে তার শহরে যাচ্ছি দেখা করতে।

রিদের সহজ সরল উত্তরটা যেন মায়ার মাথায় বিস্ফোরণ ঘটল। মায়ার স্বামী বিবাহিত কথাটা যেন আকাশ ভেঙে পরার নেয় চমকে উঠলো মায়া। স্তব্ধতা নেয় মৃদু চেঁচিয়ে বলল...

‘ কিহ? আপনি বিবাহিত?

‘ হ্যাঁ।

‘ মানে কি?

‘ কি মানে কি? বিয়ে করবো না? পুরুষ মানুষ বিয়ে না করে থাকা যায় নাকি? বিয়ের বয়স হয়েছে আমার তাই বিয়ে করেছি। মায়া অতি ভদ্র সাজার কৌটা তক্ষুনি শেষ হলো। রাগে হিসহিসিয়ে গালি দিয়ে বসল রিদকে। কটমট করে বলল...

‘ অসভ্য লোক বউ রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করিস। তুই জানতিস না তোর বউ আছে? দ্বিতীয় বিয়ে কেন করতে গেলি?

মায়ার হুট করে রেগেমেগে আগুন হয়ে যাওয়াটা রিদের কাছে স্বাভাবিক লাগল। যেখানে তীব্র অধিকার জন্ম নেয় সেখানে রাগে দু-চারটে গালি শুনায় যায়। তাছাড়া রিদ মায়ার কাছে পরিচিত রিদ খান বলে নয় বরং মায়ার স্বামী হিসাবে সে গালি শুনেছে। তাই হুজম করে নিল স্বামী হয়ে। মায়ার রাগকে উস্কে দিয়ে খেয়ালি করে বলল রিদ...

‘ বউ রেখে কোথায় বিয়ে করলাম ম্যাডাম। আমার বউতো নাই। বউ পালাতক। বউ নেই বলেই তো দ্বিতীয় আর তৃতীয় বিয়েটা করতে হয়েছে আমায়। দরকার হলে আরও একটা করবো। ইসলামে চারটে বিয়ের সম্মতি দেয় আমি তো মাত্র তিনটা করছি। আপনাকে পেলে আর একটা করবো। তারপরই শেষ। আর করবো না।

রাগে দুঃখের কেঁদে ফেলল মায়া। এতো কষ্ট করে নিখোঁজ স্বামী খোঁজ করাটায় বোকামি হয়েছে মায়া। সেই দুঃখে মায়া কেঁদে উঠে রিদকে গালি দিতে দিতে

বলল...‘ অসভ্য, ইতর, লচ্চা লোক, এতোগুলো বিয়ে করিস। তোর মতোন জামাই আমার দরকার নাই। আমি তোরে তালাক দিবো। খবরদার যদি কখনো আমার সামনে পরিস তাহলে তোর পা ভেঙে হাতে ধরায় দিবো।

‘ বউয়ের হাতে মার খাওয়ার জন্য হলেও এই বান্দা অবশ্যই হাজির হবে ম্যাডাম...

টুটু! রিদের কথা শুনলো না মায়া রাগে দুঃখের ঝরঝরে করে কেঁদে উঠল বারান্দার ফ্লোরে আঁচড়ে পরে। মায়া সত্যি বিশ্বাস করতে পারেনি ওর স্বামী আবার বিয়ে করে নিবে। মায়ার স্বামীকে ঘিরে ভালোবাসাটা ঝড়া পাতার মতোন খসে গেল মনে। ভালোবাসাটা ভুল মানুষের প্রতি হওয়ায় কান্না বাঁধ ভাঙলো মায়ার। গুমরে উঠা কষ্টে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদল বাকিটা রাত। রিদ বেশ ফুরফুরে মেজাজ ফোনটা পাশে রাখল। সে জানে এখন তার বউ কাঁদবে স্বামীর বিরহে। কাঁদুক! এতে সে মোটেও কষ্ট পাচ্ছে না বরং ভিষণ শান্তি অনুভব করছে। যাক আজকের রাতটা তার শান্তি কাটবে। সামান্য বিয়ে হওয়ার মিথ্যা সংবাদ নিয়ে বউ তার কতোটা ক্ষেপল

রিদ উপর। শেষ পযন্ত গালি দিল। ভবিষ্যতে পা
ভেঙ্গে ফেলে হুমকি পযন্ত দিল। যদি কখনো এই
মেয়ে জানতে পারে রিদ তার স্বামী আল্লাহ জানে
তখন কি করে। রিদের হুট করেই খুব ইচ্ছা হলো
জানতে বউ তার পরিচয় পেলে কি করবে? এখনকার
মতো এতো অস্থির হবে স্বামী জন্য? নাকি পরিচিত
রিদ খান ভেবে ভয়ে পিছিয়ে যাবে রিদ থেকে? চোখ
মুখ অন্ধকার করে কলেজ ক্যানটিনে টেবিলের উপর
মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে মায়া। সঙ্গে জুই, শ্রেয়া,
নাদিয়া বসে। মায়ার মন খারাপের কারণ এতক্ষণে
সবার জানা। জুই অবশ্যই এতে বিরক্ত। ওহ আগে
থেকেই মায়াকে সাবধান করেছিল যাতে অচেনা
স্বামীর চক্রে না ফাঁসে তারপরও ফাঁসলো। এখন
লোকটা পূর্ব বিবাহিত হতেই পারে সেটাও অস্বাভাবিক
কিছু না। বরং স্বাভাবিক। হয়তো মায়া লোকটার
জীবনে পরে এসেছিল। তাছাড়া প্রত্যেকের একটা
আলাদা পারসোনাল লাইফ থাকতে পারে। কিন্তু মায়া
এতে অস্বাভাবিক ভাবে রিয়েক্ট করায় জুই খানিকটা
ক্ষুব্ধ। কোনো ভাবে আরিফের কানে মায়ার কর্মকাণ্ড
গুলো পৌঁছালে ওদের দুজনকেই মার খেতে হবে।

তাছাড়া মন মরা মায়া আজ ঠিকঠাক পরীক্ষাটাও দিয়েছে কিনা কে জানে। রেজাল্ট খারাপ হলে পরিবারের সবার কানে চলে যাবে বিষয়টা তখন আর রক্ষা নেই দুজনের। কিছুক্ষণ আগে পরীক্ষা শেষ করে ওরা সবাই কলেজ ক্যানটিনে এসে বসেছিল। মায়া তখন থেকে নিশ্চুপ হয়ে বসে। রাতে যে অনেকটা সময় ধরে কেঁদেছিল সেটাও চোখ মুখ ফুলে আছে। শ্রেয়া মায়াকে দেখে বেশ আফসোস করে বলল...‘ মায়া থাক আর কষ্ট পাস না বোন। লোকটা তোর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যই না। তুই আরও ভালো কিছু ডিজাভ করিস। আসলে ঐ বদ লোকটার কপাল খারাপ এতো সুন্দরী বউকে না দেখেই রিজেক্ট করল। আহারে আমার তো লোকটার জন্য কষ্ট লাগছে। এতো সুন্দরী বউ ও তার ভালোবাসা কিভাবে পায়ে ঠেলল। আচ্ছা এখন কি করবি? লোকটা তো বিবাহিত। সংসার করার তো আর চান্স নাই তাহলে.. শ্রেয়ার কথার পিষ্ট জুই বলল..

‘ সংসার কি করবে? আমি তো প্রথম থেকেই বলছি লোকটা খারাপ হতে পারে শুনলো না আমার কথা। মন দিয়ে বসলো। এখন স্বামী বিয়ের কথা শুনে

দেবদাসী হচ্ছে। কোথাকার কোন লোক এখনো ঠিকঠাক পরিচয় জানে না অথচ বন্ড স্বামীর জন্য সারারাত কেঁদেবুটে সকালে পরীক্ষা খারাপ দিল। আমার তো ইচ্ছা করছে আরিফ ভাইয়ের কাছে ওর মানে বিচার দিতে।

পাশ থেকে নাদিয়া বলল...

‘ আচ্ছা জুই থাকনা। বেচারি এমনই কষ্টে আছে তুই আর কষ্ট বাড়িয়ে দিসনা। আচ্ছা জুই, শুননা লোকটা যদি সত্যি সত্যি বিয়ে করে নেই তাহলে তাদের অবশ্যই বিষয়টা টেনে বড় না করে উল্টো পরিবারের বড়দের জানিয়ে বিষয়টা মিটমাট করে নেওয়া উচিত। বিয়ে ব্যাপার স্যাপার হালকা ভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। বিয়েটা এক্সিডেন্টেলি হয়ে গেলেও ডিভোর্স কিন্তু এক্সিডেন্টেলি হয়না। অনেক আইন কানুন মেনে করতে হয়। ঝামেলা আছে বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা সহজ হবে না।

জুই কিছু বলবে তার আগেই মায়া ধারাম করে উঠে বসল। এতক্ষণের দুঃখ গুছানো মুখটা হুট করেই শক্ত করে বলল...‘ আমি এতো কিছু জানি না। বুঝি না। বুঝতে চাইও না। আমি ঐ লোকটাকে বিয়ে

করেছি সে ভালো হোক কিংবা খারাপ, এতো সহজে আমি তাঁকে ছেড়ে দিব না। অন্তত তার সাথে একবার হলেও মুখোমুখি হতে চায় আমি। তারপর কি হবে তখনেটা তখন দেখা যাবে। আমি প্রেম করে ব্যাকআপ করতে বসিনি। বিয়ে করেছি। এতো গুলাদিন লোকটাকে না দেখে, না জেনে ভালোবেসে এসেছি। আমার ভালোবাসা আমার দায়িত্ব। এতো সহজে হাড় মেনে তাঁকে ছেড়ে দিব না অন্তত। শেষ চেষ্টা অবশ্যই করবো। তাছাড়া আমার মন বলছে লোকটা আমাকে মিথ্যা বলেছে, সে বিবাহিত নয়। হয়তো আমার মন পরীক্ষা করতে এমনটা বলেছে। আমি তাঁকে খুঁজে বের করবো।

মায়ার কথায় হতভম্ব জুই, শ্রেয়া, নাদিয়া। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে স্বামীকে না দেখে কিভাবে অন্ধ বিশ্বাস করা যায় সেটা মায়াকে না দেখতে হয়তো কেউ বিশ্বাস করতো না। মায়া জেদে শ্রেয়া, নাদিয়া হতভম্ব হলেও জুই বেশ রাগে তিল মিলিয়ে উঠে। মায়া নিজের জীবন এমন অচেনা একটা মানুষের পিছনে ছুটে খারাপ করবে সেটা জুই কোনো ভাবে মানতে নারাজ। তাই জুই সিদ্ধান্ত নিলো এবার

সেভাবে হোক মায়ার আরও পাগলামো বাড়ার আগে আজকের মধ্যে আরিফের সঙ্গে ওহ এই বিষয়ে কথা বলবে। পরে যা হবার হবে। অন্তত মায়া পাগলামোকে আর শ্রায় দেওয়া ঠিক হবে না বলেই মনে করলো জুই। জুইয়ের ভাবনা চিত্রে মধ্যে শ্রেয়া আহাজারি করতে করতে বলে উঠলো...‘ মায়ারে আমি স্পষ্ট দেখতে পারছি তুই জামাই পাগল মাইয়া হবি। বাপরে জামাইকে না দেখে এতো ভালোবাসা যায় তোরে না দেখলে আমি তো বিশ্বাসই করতে পারতাম না বইন। তাই তো বলি জুই কেন তোরে নিইয়া এতো টেনশন করে সবসময়। ভাইরে ভাই টেনশন তো এবার আমারও হচ্ছে। তুই আবার ছেঁকা না খাইয়া বাকা হয়ে যাস জামাইর বিরহে।

জুইয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে মায়া উঠে দাঁড়াল। পরীক্ষার ফাইলপত্র গুছিয়ে কলেজ ব্যাগটা কাঁধে নিল। কারও সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না মায়ার। কেউ হয়তো মায়ার কষ্টটা বুঝতে পারবে না। তাই আর কাউকে বুঝানোর চেষ্টা করলো না ওহ। সোজা গেইট ধরে বাসায় চলে যাবে। আজ কোচিং করতে মন চাচ্ছে না। যদি মন ভালো হয় তাহলে

বিকালে কোচিংয়ে যাবে নয়তো না। মায়াকে ব্যাগ নিয়ে উঠতে দেখে শ্রেয়া নাদিয়া দুজনই তাড়াহুড়ো মায়ার পিছন পিছন ছুটলো। কিন্তু জুই গেল না। কারণ ওর ভিষণ মন খারাপ হচ্ছে মায়ার জন্য। মায়ার জেদ কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে যায় ওদের আল্লাহ জানে। সবচেয়ে বড় কথা হলো মায়া জেনেশুনে কেন নিজের ক্ষতি করতে চাইছে সেটাও জুই বুঝতে পারছে না। মায়ার চিন্তায় চিন্তায় জুই বেশ কিছুক্ষণ সেইভাবে টেবিলের উপর কপাল ঠেকিয়ে বসে রইল। হঠাৎ ফোনের ভাইব্রেটর শব্দের ঘোর কাটল। ব্যাগ থেকে ফোনটা হাতে নিতেই দেখল পরিচিত একটা নাম্বার। মন খারাপ গুলো যেন তক্ষুনি কোথায় ছুটে পালাল জুইয়ের। লাজুক হেঁসে ফোন কানে তুলে সুন্দর করে সালাম দিল...‘ আসসালামু আলাইকুম।

‘ ওয়ালাইকুম সালাম। আপনি কোথায় জুই? পরীক্ষা শেষ আপনার?

‘ জ্বী শেষ। আমি কলেজেই আছি!

‘ রাতে কল দিয়েছিলাম জুই। আপনার নাম্বারটা ব্যস্ত ছিল অনেকক্ষণ যাবত! আপনি কি রাতে কারও সাথে কথা বলছিলেন জুই?

রাতে ফোনআলাপে মায়া ছিল সেটা বুঝতে সময় লাগল না জুইয়ের। কিন্তু ফোনের ওপাশের ব্যক্তিটির কাছে মায়াকে ছোট করতে চাইল না বলে মিথ্যা বলল....

‘ বাসা থেকে ফোন ছিল। কথা বলাছিলাম আমরা। ফোনের ওপাশের লোকটার হয়তো বিশ্বাস হলো না জুইয়ের কথা। অনেকটা অবিশ্বাস্য নিয়ে ফের প্রশ্ন করে বলল...

‘ এতো রাতে বাসা থেকে ফোন?

‘ হুমম।

মায়ার পিছন পিছন শ্রেয়া, নাদিয়া দুজন দৌড়ে পাশপাশি হেঁটে যোগ হলো। শ্রেয়া বেশ উত্তেজনা নিয়েই বলল...

‘ আরে মায়া শুননা। তুই লোকটাকে কিভাবে খুঁজবি? কিছু ভেবেছিস? তাদের তো ফোনে কথা হয়। লোকটাকে সরাসরি বলবি তোর সাথে দেখা করতে? মায়া হাঁটতে হাঁটতে হতাশায় উত্তর করল...

‘ না।

অধৈর্যের নেয় আওড়াল শ্রেয়া....

‘ কেন?’ কারণ আমি চাইনা লোকটা আমাকে কোনো ভাবে চিনুক। যদি সে সত্যি বিয়ে করে ফেলে তাহলে আমি এই জীবন তাঁকে আমার মুখ দেখতে দিব না। তাছাড়া স্বামী খোঁজ আমি একা করছি সে আমার খোঁজ করেনি। উনার হয়তো আমার কথা মনেও ছিল না এতোদিন। আমার ফোন করাতে হয়েছে। তাই আমি সেচ্ছায় তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আর ছোট করতে চায় না। আমি অন্য কোনো ভাবে লোকটাকে খোঁজ নিব লুকিয়ে। তার পরিচয় আমি অন্যভাবে সংগ্রহ করবো।

মায়ার ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথায় অধৈর্য হলো শ্রেয়া।
আগে নেয় বলল...

‘ কিন্তু কিভাবে? তুই তো কিছুই জানিস না লোকটার সম্পর্কে তাহলে খুঁজবি কিভাবে?

মায়া হাঁটতে হাঁটতে আড়চোখে শ্রেয়া আর নাদিয়া কৌতূহল ভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে বলল...

‘ লোকটার নাম আব্রাহাম। ঢাকা থাকেন। তার ফোন নাম্বারটাও আছে আমার কাছে। তাছাড়া হাফেজ

সাহেবের ছেলে সুমন বলেছিল লোকটা নাকি অনেক প্রভাবশালী মধ্যে কেউ। নিশ্চয়ই এই ফোন নাম্বারটা দিয়ে উনার তথ্য যোগাড় করতে পারবো আমি। মায়ার কথার পিঠে শ্রেয়া আর কিছু বলার মতোন পেল না। নিরব ভাবুক হয়ে হাঁটতে লাগল মায়ার সঙ্গে। কিছুদূর হেঁটে রাস্তার মাথায় আসতেই দেখল পেল আসিফকে এলাকার একদল ছেলেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে। হয়তো রাজনৈতিক বিষয়ে কোনো পরামর্শ দিচ্ছে আসিফ তাদের। ভাবুক শ্রেয়া হুট করেই যেন দারুণ একটা বুদ্ধি পেল। মায়ার সমস্যার সমাধান করে চেয়ে উৎফুল্লতায় বলল...

‘ এইই মায়া! শুন! শুন! আমার মনে হয় তোর আসিফ ভাই থেকে সাহায্য নেওয়া উচিত। উনিও তো ঢাকা থাকেন রিদ ভাইয়ের সঙ্গে। সবকিছু চিনেনও। তোর স্বামীর নাম আর নাম্বারটা আসিফ ভাইকে দিলে উনি, নিশ্চয়ই তোর স্বামীকে খোঁজে বের করতে পারবে। আমার কি মনে হয় জানিস তোর স্বামী তো প্রভাবশালীদের মধ্যে কেউ একজন তাই না, এমনটাও তো হতে পারে আসিফ ভাইয়াদের সাথে তোর স্বামীর

পূর্ব পরিচয় আছে? তোর স্বামীর নাম বলাতে আসিফ
ভাই চিনে ফেলল?

শ্রেষ্টার কথায় মায়ার কাছে যুক্তিসংগত মনে হলো।
মানুষ বলে না, বিপদে পরলে বাঘ মহিষ একঘাটে
পানি খায়, মায়ার দশাও তেমন হলো। অসহায় মায়া
স্বামী খোঁজে খোঁজে দিশেহারা হয়ে আসিফকে উত্তম
মনে হলো সাহায্য জন্য। কিন্তু রিদের ভয়ে আমতা
আমতা করে বলল...

‘ আসিফ ভাইকে বললে যদি রিস্কে পরে যায়? রিদ
খান লোকটা এমনিতেই আমাকে অপছন্দ করে,
তারপর আবার এখন উনারা আমাদের নতুন আত্মীয়
হয়। যদি কোনো ভাবে আমার বিয়ের খবরটা আপুর
কানে ফাঁস করে দেয় তাহলে বিপদে পরে যাবো।

শ্রেষ্টা অসম্মতি জানিয়ে বলল...‘ আরেহ বিষয়টা
উল্টো ভাবে দেখ। তুই এমনই রিস্কে আছিস।
চাইলেও তোকে এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে
এমন কেউ নেই। তাছাড়া আমি রিদ ভাইকে চিনি,
উনি রাগী গস্তীর মানুষ হতে পারে, কিন্তু কারও
পারসোনাল বিষয়ে উনাকে আমি এন্টারফেয়ার করতে
দেখিনি আজ পযন্ত। রিদ ভাই আমার রিলেটিভ হয়

সেই সুবাদে আমি ভালো করে চিনি ভাইকে। রিদ
ভাই তোর পারসোনাল লাইফে এন্টারফেয়ার করবে
না দেখিস। তাছাড়া আমরা শুধু ভাইয়ের কাছে হেল্প
চাইব ব্যাস। তারপরও যদি তুই রিস্ক মনে করিস
তাহলে আমরা সবাই মিলে রিদ ভাইকে বুঝিয়ে
বললো তোর সমস্যার কথাটা। রিদ ভাই অবশ্যই
বুঝবে, সাথে তোকে হেল্প করবে দেখিস। চল এবার!
আসিফ ভাইকে সামনে দেখা যাচ্ছে। আগে দেখা করি
তারপর সাহায্য চাইব। চল! চল!মায়া যান্ত্রিক ভাবেই
মাথা দুলাল। শ্রেষার সঙ্গে নিয়ে রাস্তা মাথায় পযন্ত
যেতে যেতে বেশ কিছু দামড়া ছেলেপেলে মায়াকে
ভাবি ভাবি বলে সালাম ঠুকলো। বিষন্ন মায়া কোনো
রকম মাথা দুলিয়ে সালামের উত্তর করে পৌঁছাল
আসিফ অবধি। কিন্তু ভাগ্য খারাপ হওয়ায় সেখানে
রিদের সঙ্গে মায়ার দেখা হয়ে গেল হুট করেই।
অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে রিদের সঙ্গে মায়ার দেখা হয়ে
যাওয়ায়, মায়া চাচ্ছিল না নিজের সমস্যার কথাটা
আসিফকে আর বলতে। যেহেতু সামনে রিদ আছে
তাই। মায়া চলে যেতে চেয়ে শ্রেষাকে ইঙ্গিত করে
খোঁচাল। কিন্তু শ্রেষা মায়া ইঙ্গিতটাকে ভুল বুঝল।

মনে করলো মায়া ওকে সবটা দ্রুত বলার জন্য তাড়া দিচ্ছে খুঁচিয়ে। তাই শ্রেয়া আসিফসহ রিদের কাছে ফরফর করে মায়ার নিখোঁজ স্বামীকে খোঁজার জন্য সাহায্য চাইল। রাস্তার পাশ ঘেঁষে ছোটখাটো একটা কফিশপ। রিদ সেই কফিশপে ভিতরে না বসে বাহিরের একটা টেবিলে বসল। আসিফ তার পাশেই থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে। একবার গুরুগম্ভীর রিদের দিকে তাকাল তো অন্যবার কাচুমাচু করে বসে থাকা মায়ার দিকে তাকাচ্ছে আড়েআড়ে। আসলে পরিস্থিতিটায় এমন যে ফ্যাসাদে পরে আসিফ সরাসরি কারও মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। পাঁচে যদি রিদ রেগে যায় বা মায়া আসিফের সরকারি তাকানোতে বিব্রতবোধ করে সেজন্য আসিফ সরাসরি মায়ার দিকে তাকাল না। ছোট টেবিলের চারটে চেয়ারে মধ্যে রিদের মুখোমুখি বসে মায়া। শ্রেয়া, নাদিয়া দুজনই রিদের দু'পাশের চেয়ার দুটোতে বসে। মায়া ভয়, লজ্জা, জড়তায় চুপ থাকলেও শ্রেয়া, নাদিয়া দুজনে মিলে অসংখ্য বার রিদকে বলে ফেলেছে মায়ার নিখোঁজ স্বামীর খোঁজে সন্ধান দেওয়ার বিষয়টি। রিদ ভিতরকার বিস্ফোরণ ভাব চেপে শ্রেয়ার

মুখে সবটাই শুনলো গম্ভীর মুখে। আসলে এই মূহুর্তে
রিদের কি রিয়াকশন দেওয়া উচিত সেটা তক্ষুনি
বুঝল না সে। রিদের মতোন একজন বিচক্ষণ মানুষ
কেবল বেকুব বনে বসে রইল। মূলত রিদের
কালকন্ঠিও ধারণাতে ছিল না তাঁর খোঁজে, তার বউ,
তাঁরই কাছে সাহায্য চাইতে চলে আসবে। এই গোটা
বিষয়টা রিদকে বেশ বড়সড় আকারের চমকিয়েছে।
রিদতো তীব্র শকটে এক মূহুর্তের জন্য রিয়াকশন
বিহীন কেমন বেকুব বনে চুপ ছিল। আসলে
অতিরিক্ত শকট হলে রিদ তৎক্ষণাৎ মুখ খুলে কথা
বলতে পারে না। কেমন চুপ করে যায়। যেমনটা
হয়েছিল প্রথম যেদিন রিদ আসিফের মুখে মায়া
পরিচয় সম্পর্কে জানতে পেয়েছিল, সেদিন সাথে
শুনেছিল মায়া এক্সিডেন্ট করে রিদকে খুঁজতে গিয়ে
মারা গিয়েছিল? তখন রিদ এক মূহুর্তে জন্য ঠিক
আজকের মতোন করেই চুপ করে গিয়েছিল। মূলত
রিদের গলা চেপে গিয়েছিল অতিরিক্ত শকটে। তবে
সেদিন বউয়ের মৃত্যুর সংবাদে রিদ অতিরিক্ত
টেনশনে হার্ট অ্যাটাক করলেও আজকে ব্যাপারটা
হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ তার টেনশন হচ্ছে না বরং

বউয়ের চোখে মুখে তাকে খোঁজে পাওয়ার জন্য যে বেকুলতার ছটফট দেখছে সেটা রিদকে পৈশাচিক শান্তি দিচ্ছে। রিদ একটু সময় নিয় সুস্থিরে ফিরতে চাইল। হলোও তাই। অনেকটা সময় নিয়ে রিদ গম্ভীর মুখে বসে থেকে শুধু শ্রেরার কথায় শুনলো। কিন্তু অনড় দৃষ্টি তীর শুরু থেকেই তাক করা ছিল মায়ার উপর। মূলত রিদ মায়ার ভয়ার্ত কাচুমাচু মুখটার দিকে তাকিয়ে থেকে শুরু থেকে সবটা শুনলো শ্রেরার মুখে। পুরো বিষয়টা ক্লিয়ার হতে রিদ কেমন গা ছেড়ে হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে। বউয়ের টানে রাতে এসেছিল সে চটুগ্রামে। সকালের দিকে ঘুমিয়ে ছিল বলে বউয়ের সাথে দেখা করতে পারেনি। এখন কাটকাট দুপুর। মায়ার পরীক্ষা শেষ। তার ভাবনা ছিল এখন মায়ার সাথে দেখা করার কিন্তু তার আগেই মায়া আগ বাড়িয়ে দেখা করতে আসে রিদের সাথে তাও নিখোঁজ স্বামীর সন্ধানে। গোটা বিষয়টায় অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল রিদের জন্য। তাছাড়া তাদের দুজনের হুট করে বিয়েটা নিয়েও রিদের মনে কিছু প্রশ্ন ছিল। কিন্তু রিদ কখনো সরাসরি প্রশ্ন গুলো মায়াকে করতে পারছিল না, কারণ রিদের পরিচয়টা

মায়ার কাছে ছিল না বলে। কিন্তু আজ মুখ্যম সুযোগ বুঝেই রিদ মায়াকে মনের জমানো প্রশ্ন গুলো করতে চায়। জানতে চায় কেন সেদিন রাতে রিদকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে সে পালিয়ে গেল। কেন সেদিন রাতের পর মায়া আর রিদের খোঁজ করেনি? কেন রিদের পরিচয়টা মায়া এখনো জানে না? না জেনে বা কিভাবে মায়া অপরিচিত রিদকে বিয়েটা করে নিল সেদিন? তাছাড়া সেদিন রাতে রিদ অসুস্থ থাকলেও মায়া সুস্থ ছিল তাহলে সেদিন রাতে মায়া সরাসরি রিদকে দেখার পরও এখন কেন চিনতে পারছে না তাঁকে? কেন?যদি সেদিন রাতে স্বামীকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ছিল তাহলে এখন কেন হুলুস্থূল পাকিয়ে

এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে রিদের তথ্য জন্য। রিদকে তো প্রথম দেখায় চিনে যাওয়ার কথা? যদিও রিদের সেদিন রাতে হুশ ছিল না তারপরও সে সেদিন রাতে মায়াকে যতোটুকু দেখেছিল পরে তাদের দুজনের প্রথম দেখায় মায়াকে পুরোপুরি চিনতে না পারলেও সন্দেহ তালিকায় রেখেছিল মায়াকে এই ভেবে যে, এই মেয়েটায় হবে হয়তো সেদিন রাতের

সেই মেয়েটি যার সাথে তার অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়েটা হয়েছিল। রিদ সন্দেহে বশে আজ এই পযন্ত আসল। জানতে পারলো তার ধারণায় ঠিক ছিল। অথচ তার বউ সরাসরি তাঁকে দেখেও চিনতে পারছে না এই বিষয়টিকে কেমন অদ্ভুত ঠেকল রিদের কাছে। সেজন্য মূলত রিদ সুযোগ বুঝে এখন সকল প্রশ্নগুলো মায়াকে করতে চায়। কিন্তু তারপরও মায়াকে তাঁর আসল পরিচয় আপাতত দিবে না সে, অন্তত বউ তার যতদিন না পযন্ত নিজ থেকে রিদকে খুঁজে পাবে ততদিন। কপাল কুঁচকে রিদ মায়ার দিকে তাকিয়ে প্রথম প্রশ্নটা করে বলল...‘ কি এমন পরিস্থিতি ছিল যে স্বামীর মুখ দর্শন না করেই সোজা বিয়ে করে ফেললেন।

রিদের স্বাভাবিক কণ্ঠের প্রশ্নে চট করে মুখ তুলে তাকাল মায়া। সবগুলো উৎসুক দৃষ্টি মায়ার দিকেই তাক করা। সবাই প্রশ্নটার উত্তর চায় এমন। মায়া জড়তায় ইতস্তত বোধ করলো উত্তরটা দিতে। রিদ তখনো মায়ার দিকে প্রহর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। শ্রেয়া মায়ার ইতস্ততা বুঝে রিদের প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়ে বলতে চাইল....

‘ আসলে ভাই ওদের....

টেবিলে উপরের রিদের হাতটা ইশারায় শ্রেয়াকে দেখিয়ে থামিয়ে দিয়ে রিদ শক্ত গলায় ধমকে বলল...

‘ তুই উত্তর দিচ্ছিস কেন? প্রশ্নটা কি তোকে করেছে? তুই ছিলি সেদিন রাতে ওর সাথে?

রিদের শক্ত গলায় দমে যায় শ্রেয়া। আগ বাড়িয়ে আর মুখ খুললো না সে। রিদ যে শক্ত ধাঁচের মানুষ দেখা গেল শ্রেয়া যদি আবার আগ বাড়িয়ে মায়ার হয়ে উত্তর দিতে চাই তাহলে থাপ্পড় একটা আজ কপালে জুটবে নিশ্চিত। রিদের ধমকে শ্রেয়া চুপ করে যেতেই মায়া খানিকটা ভয়ার্ত হলো। কাচুমাচু করে রিনরিনিয়ে রিদের প্রশ্নের উত্তরে বলল...‘ আসলে সেদিন রাতে ঐ লোকটাকে আমার ঐভাবে দেখার সুযোগ হয়নি। নিজের পরিবারের লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আধার রাতে আমি পথ হারিয়ে দিশেহারা ছিলাম। লোকটাও এক্সিডেন্ট করে সেদিন রাস্তায় পরে ছিল। কপাল ফেটে উনার মুখ ঢেকে ছিল রক্তে, রাতে অন্ধকারে ঝড়ঝাপটায় যতটুকু দেখেছিলাম তাকে সেটা আমার এখন আর অতোটা মনে নেই। তাছাড়া পরিস্থিতি এমন ছিল যে আমার ভাবনাতেও ছিল না

লোকটাকে মনোযোগ দিয়ে দেখব বলে। আমি ছোট মানুষ ছিলাম। তারপর পথ হারিয়ে একটা এক্সিডেন্টের মানুষকে নিয়ে ভয় পেয়ে গেছিলাম। ঐ লোকটার হয়তো সুগারের সমস্যা ছিল সেজন্য ঠিকঠাক দাঁড়াতে পযন্ত পারছিলনা। ঐ পরিস্থিতিতে লোকটার মুখ আমি কতটুকু দেখেছিলাম সেটা এই মূহুর্তে আমার মনে নেই। বিগত দুই বছর হয়েছে আমাদের বিয়ের। অনেকটা সময় চলে যাওয়ায় ঐ লোকটার মুখ আমি ভুলে গেছি। এখন আমার আর মনে নেই। তবে যতোটা মনে আছে, লোকটা বেশ লম্বাটে আর বলিষ্ঠবান টাইপের ছিল। তাঁকে সামলাতে আমার বেশ হিমশিম খেতে হয়েছিল।

মায়া কথা গুলো শেষ করতে রিদের দ্বিতীয় প্রশ্নটা করল....‘ ফেইস মনে নেই। তাহলে পরিচয়টা কেন নিলেন না?

‘ বললাম তো পরিস্থিতি এমন ছিল যে, আমার অতো কিছু মাথায় আসেনি। মাত্র নবম শ্রেণিতে পড়তাম। বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করার মতো পরিস্থিতিতে ছিলাম না। আমি ভিষণ ভয় পেয়ে গেছিলাম। একটা অপরিচিত অসুস্থ মানুষকে নিয়ে আবারও কতো গুলো

অপরিচিত লোকদের মাঝে পরলাম। তারপর আবার সেই অপরিচিত মানুষ গুলো আমাদের সাহায্যে আগে, প্রথমে আমার চরিত্রে দিকে আঙ্গুল তুলে কেমন হুমকি ধামকি দিয়ে একপ্রকার ভয় দেখিয়ে আমাদের বিয়েটা দিল। এতে আমি ভিষণ আতঙ্কিত হয়ে ভয় পেয়ে গেছিলাম। তাছাড়া আমার সাথে লোকটার মানে যার সাথে আমার বিয়েটা হয়েছিল তিনিও তেমন সেন্স ছিল না। মানে উনি অর্ধ জ্ঞানহারা ছিল। সেজন্য সবাই সহজে আমাকে দোষারোপ করে দ্বায় দিচ্ছিল। আমি তাদের বলার সুযোগ পায়নি, যে অসুস্থ লোকটাকে আমি চিনি না পযন্ত। সবাই একই ভাবে আমার চরিত্রের দিকে আঙ্গুল চলছিল সহজভাবে কারণ অসুস্থ লোকটা আমার কাঁধ জড়িয়ে তার শরীর ভর আমার উপর দিয়ে রেখেছিল তাই। কাজি সাহেব আমাদের থানা পুলিশের দিবে এমনকি তখন বিয়েটা না করলে আমাকে সকালে সমাজের লোকদের সামনে অপদস্ত করবে এমনটা বলেছিল। এমন বাজে পরিস্থিতিতে আমি কখনো পরিনি। এসব পরিস্থিতিতে পরলে মানুষকে কি করতে হয় বা কিভাবে সামাল দেওয়া লাগে সেটাও জানতাম না। শুধু মনে মনে

দোয়া করছিলাম কেউ আমার হয়ে আসুক আর আমাকে ঐ খারাপ পরিস্থিতি থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাক। আর নয়তো অসুস্থ লোকটা আমার হয়ে কিছু বলুন। কিন্তু সেদিনের মতোন আমার কোনো দোয়াই কবুল হয়নি। তাই জানের ভয়ে শুধু চুপ থেকে গেলাম আর যে যেটা বলছিল সেটা করছিলাম। তাছাড়া আমাকে বিয়ে করতে অসুস্থ লোকটাও কোনো আপত্তি জানাচ্ছিল না। সে অজ্ঞান না হলেও কিছুটা ভ্রূশে ছিল। আমি ভেবেছিলাম লোকটা হয়তো কিছু বলবে বিয়ের আগ মুহূর্তে তাদের কিন্তু তিনি কিছুই বলেনি। সেজন্য আমারও কিছু করার ছিল না। হাফেজ সাহেবের পরিবার ভাবছিল আমি আমার স্বামীর গার্লফ্রেন্ড হবো। তাকে নিয়ে রাতে কোথাও ধরা খেয়ে হাফেজ সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিতে চাইছিলাম। সেজন্য আমাদের বিয়ে পরিয়ে দেয়। আর আমি চাপা রাগে, ভয়ে হঠাৎ স্বামী হওয়ায় লোকটার পরিচয় পযন্ত জানতে চাইনি কারও কাছে। এমনকি হাফেজ সাহেবের পরিবারের কাছেও চায়নি। বিয়ের সময় অতিরিক্ত কান্নাকাটি আর ভয়ে স্বামী নামটা কাজি সাহেবের মুখে শুনতে মনে নেই। কিন্তু

কাবিননামায় ঠিকই দেখেছিলাম স্বামী নাম। কিন্তু ইনিসিয়াল সিগনেচার হওয়ায় ঘুরপ্যাঁচের নামটা আমি বুঝতে পারিনি কি ছিল। সেজন্য তার নামটাও আমার জানা ছিল না। মায়ার দীর্ঘ কথা অতলে রিদের তৃতীয় প্রশ্নটা আসল সাথে সাথেই...

‘তাহলে আপনার স্বামীর কাছ থেকে কেন জানতে চাইলেন না তার পরিচয় সম্পর্কে?’

‘ঐ লোকটাকে সাহায্য করতে যেয়ে আমি এতো বড় বিপদে পড়লাম। তারপর সে আমাকে সাহায্য না করে চুপচাপ বিয়ে করে নিল বলে রাগে আর ভয়ে স্বামীর পাশ ঘেঁষিনি সেরাতে। দূরে দূরে ছিলাম। সেরাতে হাফেজ সাহেবের বউয়ের ফোন থেকে আরিফ ভাইয়াকে কল করে শেষ রাতের দিকে আমি পালিয়ে এসেছিলাম সেখান থেকে যেন লোকটা সকালে হুশে ফিরে আমাকে আর খোঁজে না পায় সেজন্য।

চতুর্থ প্রশ্ন করে বলল রিদ...

‘তখন স্বামী থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইলে এখন কেন তাঁকে খোঁজ করতে চাইছেন?’ তখন আমি ভিষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছিলাম। আমার চারপাশে সবাই

অপরিচিত ছিল বলে আমার মনে হচ্ছিল সেখানে আমি সেইফ না। নিজের জীবনের তাগিদে পালিয়ে গেছিলাম। কিন্তু ইদানীং মনে হচ্ছে লোকটাকে আমার খোঁজা দরকার সেজন্য বেশ কয়েকবার নরসিংদী গিয়ে হাফেজ সাহেবের বাড়ির লোকেশন অনেক কষ্টে খোঁজে বের করি। কিন্তু এতোকিছু পরও আজ পর্যন্ত লোকটার সম্পর্কে তেমন তথ্য বের করতে পারলাম না। শুধু নাম আর নাম্বারটা ছাড়া। হাফেজ সাহেব কিছুতেই আমাকে ঐ লোকটার নামটা বলেননি। আমি অনেক অনুরোধ করেছিলাম উনাকে তারপরও তিনি বলেনি আমাকে। শুধু বলেছে কোনো এক প্রভাবশালী লোক নাকি আমার স্বামী। আমার মনে হচ্ছে ঐ লোকটা কোনো গুন্ডা বা খারাপ টাইপের মানুষ হবেন সেজন্য হাফেজ সাহেব উনার নামটা বলতে ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু আমি হাফেজ সাহেবকে এটা বুঝাতে অক্ষম হলাম যে, আসলে আমার স্বামী যদি খারাপও হয়, তারপরও আমার তার সন্ধান চায়। চাই মানে চাই। স্বামী নামক লোকটা খারাপ হতে পারে এমনটা জেনে-বুঝেই আমি তাঁকে খুঁজছি এতোদিন ধরে। এবার আপনার সাধে থাকলে আমাকে একটু সাহায্য

করে, ঐ লোকটার তথ্য যোগাড় করে দিতে পারবেন?
বেশি কিছু জানতে চাই না শুধু ঐলোকটা কে সেটা
বললেও চলবে।' স্বামীর সন্ধান নিয়ে কি করবেন?
শুনলাম আপনার স্বামী নাকি আরও দুটো বিয়ে
করেছে। কথা কি সত্য? তার তৃতীয় বউ হওয়ার
ইচ্ছা আছে নাকি?

রিদের সহজ কথাটা মায়া সহজ ভাবে নিতে পারলো
না। গুমরে ভিতরকার কষ্ট গুলো যেন মায়ার গলা
চেপে ধরল। মায়ার ভিষণ কষ্টে কান্না পেল। কিন্তু
রিদের সামনে কেঁদে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে
চাইল না। রিদ ওর আত্মীয় হয় এখন। তারপর
আবার মায়ার সাথে রিদের বনাবনিও হয়না কখনো।
এমন একটা লোকের সামনে কেঁদে মায়া নিজের
ভিতরকার অবস্থা জানাতে চাই না। মায়ার যতটুকু
সম্ভব রিদের সামনে নিজের ভিতরকার পরিস্থিতি না
জানিয়ে উপর থেকে শুধু সাহায্য চাইবে। মায়ার
স্বামীকে ঘিরে ওর মনের অনুভূতি গুলো প্রকাশ
করবে না রিদকে। যথা সম্ভব মায়ার স্বামীকে ঘিরে
ভালোবাসাটা রিদকে না বলে এরিয়ে যাবে। কারণ
মায়ার ভালোবাসাটা শুধু মায়ার অবধি থাকবে। সেটা

আর যায় হোক না কেন মায়া অন্তত কোনো বাহিরের
লোকের সাথে প্রকাশ করার করতে চায় না।’ লোকটা
যদি বিয়ে করে তো করুক। আমার কিছু যায় আসে
না। আমার স্বামী চাই না। আর না তার বউ হতে
চায়। সংসার তো দূরে থাক। কিন্তু তারপরও
লোকটাকে আমার চিনা লাগবে। অন্তত ডিভোর্সের
জন্য হলেও আমার লোকটাকে লাগবে। ডিভোর্স না
হলে আমি অন্য কোথায় বিয়ে বসতে পারবো না।
আমাদের ধর্মে নেই বিবাহিত মেয়েদের স্বামী থাকা
অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করা। এখন আমার ডিভোর্সের
জন্য হলেও ঐ লোকটাকে প্রয়োজন পরবে। তাছাড়া
আমিতো আর লোকটার জন্য সারাজীবন বসে থাকতে
পারবো না। আমারও একটা জীবন আছে। কাউকে
ভালোবাসার রাইট আমারও আছে। সবচেয়ে বড় কথা
হলো, আমাদের যে কখনো বিয়েটা হয়েছিল সেটাও
ঐ লোকটা প্রমাণ করতে পারবে না কখনো আমি
জানি। কারণ বিগত তিনমাসের ধরে লোকটাকে খুঁজে
খুঁজেও তার তথ্য বের করতে আমি হিমশিম খাচ্ছি
সেখানে উনার আমাকে খোঁজা আরও মুশকিল হয়ে
যাবে। আমাদের বিয়েটা হয়েছিল এটা প্রমাণ করার

জন্য কাজী থেকে শুরু করে কাবিননামা পযন্ত নেই আমাদের। সবকিছু আগুন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আরও বছর খানিক আগেই। সেই সুবাদে আমাকে ঐলোকটা কখনো চাইলেও নিজের স্ত্রী বলে প্রমাণ করতে পারবে না। আর প্রমাণ ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না যে কখনো আমাদের বিয়েটা হয়েছিল। প্রমাণের অভাবে আমরা বিবাহিত হয়েও সমাজে চোখে অবিবাহিত বলে প্রথমে ঘোষিত হবো। সমাজ হোক বা আইন বিয়ের হয়েছিল এটার শক্তপোক্ত প্রমাণ না থাকলে এমনই বিয়েটা বাতিল বলে ঘোষিত হবে। সেক্ষেত্রে বলা যায় আমি কোনো ঝামেলা ছাড়ায় এই সম্পর্কে থেকে সহজে বের হতে পারবো। বিয়েটাকেও অস্বীকার করতে পারবো। কিন্তু সবকিছু শেষ করার আগে আমি অন্তত একটাবার ঐ লোকটার খোঁজ পেতে চায় তার অগোচরে। তাঁর সামনে যাব না। কিন্তু জানতে চায় সে কে। তারপর না-হয় আরিফ ভাইকে বলে সবকিছু মিটমাট করে নিবো। আমাদের ডিভোর্সের বিষয়টাও আরিফ ভাই-ই দেখবে। কিন্তু তা....

মায়ার দীর্ঘ কথা শেষ হবার আগেই গম্ভীর গলায়
আওড়াজ তুলল রিদ। চাপা রাগে দাঁত পিষে বলল...‘
আউট!

ভুট করে রিদের চাপা ধমকে উৎসুক জনতার
মনোযোগ ভাঙ্গল তক্ষুনি। সবাই থমথমে মুখে মায়ার
থেকে দৃষ্টি সরিয়ে চাইল রিদের দিকে। রিদের হঠাৎ
শক্ত হয়ে উঠা মুখটা, মায়া, নাদিয়া, শ্রেয়া না বুঝলেও
আসিফ বেশ ঠাহর করতে পারল। মায়া মুখে
ডিভোর্সের কথাটা হয়তো রিদের ভালো লাগেনি। না
লাগার কথায়। কতো কিছু করলো বউকে খুঁজতে
রিদ। এমন কি বউ টানে ভুটহাট পাগলামি করে
সকল কাজ ছেড়েছুড়ে চটুগ্রামে চলে আসল। অথচ
আজ রিদের জরুরি ভিত্তিতে নিজের ফ্যাক্টরীর প্রজেক্টে
পরিদর্শনে যাওয়ার কথা ছিল। সব ছেড়েছুড়ে শুধু
মায়াকে এক পলক দেখতে চলে আসল। আজ
রাতেই তাদের আবার ঢাকা ব্যাক করার কথা ছিল,
অথচ সেই বউ এখন বলছে রিদকে ডিভোর্স দিবে।
কৌশলে কিভাবে এই বিয়েটা অস্বীকার করে এর
থেকে বের হয়ে যেতে পারবে সেই বুদ্ধিটাও শেয়ার
করছে রিদকে। এতো সব শুনলে কারও মাথা ঠিক

থাকবে? আসিফের নিজের মাথায় তো ঘুরছে মায়ার
কৌশল শুনে। এবার রিদ ভাই রাগে বশে মায়াকে
থান্ড না মারলেই হয়। পাবলিক প্লেসে আছে তাঁরা!
তারপর আবার দলের ছেলেরাও আশেপাশে দাঁড়িয়ে।
বদনাম রটে যাবে মূহুর্তে রিদ ও রিদের বাবা নাহিদ
খানের নামে। জেলা মন্ত্রীর ছেলে বলে কথা। বদনাম
এমনই রটে যাবে রকেটের গতিতে। মন্ত্রীর ছেলে
রিদ খান এক কলেজের মেয়েকে রাস্তায় থান্ড
মেরেছে। এবার কেউ জানতে চাইবে না তাদের
মধ্যকার স্বামী স্ত্রী সম্পর্কটা। সবাই শুধু জানবে আদর্শ
নাহিদ খানের ছেলে রিদ খান এক নারীর গায়ের হাত
তুলেছে। আসিফ ভয়ে কাচুমাচু করে রিদের হাতের
দিকে তাকাল। টেবিলে উপর রাখা হাতটার শক্ত
মুঠোয় একটা কলম চেপে ধরা। হয়তো নিজের রাগ
কন্ট্রোল করতে চেয়ে সেই কলমটির উপর ছুট
যাচ্ছে। বৃদ্ধা আগুনে অনবরত কলমের অটোক্যাপ
চেপে চেপে শব্দ করে নিপ ভিতর বাহির করে। মায়া
চট করে বুঝল না হঠাৎ রিদের মনোভাব পরিবর্তনের
কারণটা। কেমন অবুঝ গলায় শুধালো। ‘জি?’
রিদ ফের একই ভঙ্গিতে দাঁত পিষল...

‘আউট।

মায়া থমথমে খেয়ে তখনো বসে রইল। রিদের শক্ত হয়ে উঠা মুখটার দিকে তাকাল। চোখ গুলো কেমন লালচে দেখাচ্ছে। হয়তো রাগে। কিন্তু কেন? হঠাৎ রাগের কি হলো এমন? মায়া বুঝল না। রিদ তখনো অনবরত কলমের ক্যাপ চেপে শব্দ করছিল। মায়া সেদিকে এক পলক তাকাল। তারপর আবারও চোখ তুলে রিদের দিকে তাকাতে চোখাচোখি হলো রিদের ক্রোধিত চোখ দুটোর সাথে। যেগুলো শুরু থেকেই মায়ার দিকে তাক করা ছিল। মায়া অপমানিত বোধ করে উঠে দাঁড়াল। ওহ জানতো এই রিদ খান মায়াকে আবারও অপমানিত করবে। শুধু শুধু শ্রেষ্টার কথায় মজে মায়ার এখানে সাহায্য চাইতে আসাটায় ভুল হয়েছে। এই ঘাড়ত্যাড়া লোক রিদ খানের মুড কখন কোন রূপ নেই বলা মুশকিল। এই ভালো তো এই সাপের মতোন ফুশ করে উঠে। অসভ্য লোক। ক্ষমতা দাপটে অহংকারী হয়ে গেছে। মানুষকে অপমান করতে আর গায়ে বাজে না। মায়ার এখানে আসাটায় ঠিক হয়নি। মায়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে খপ করে শ্রেষ্টার হাত চেপে টেনে তুলতে তুলতে

বলল...‘ আমাদের এখানে আসাটায় ভুল হয়েছে শ্রেয়া। এই লোকের শরীর শুধু ক্ষমতার দাপটের অহংকার ভরা। এই লোকের সাহায্য আমার লাগবে না। আমার সমস্যা আমি নিজেই সমাধান করবো। চল এখান থেকে।

বলতে বলতে মায়া শ্রেয়াকে টেনে নিয়ে গেল নিজের সাথে। নাদিয়াও ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে ওদের সঙ্গে চলল। রিদ তখনো মায়ার যাওয়ার দিকে রাগে দাঁতে দাঁত পিষে তাকিয়ে রইল। একই ভাবে হাতে কলমটাও চেপে যাচ্ছে। আসিফ সেদিকে তাকিয়ে কাচুমাচু করল। একটু সময় নিয়ে ভয়ার্ত গলায় ডাকল...

‘ ভাই ভাবিকে কি আবার ডাকব??

রিদ দাঁতে দাঁত পিষে রাগে রি রি করে বলল...

‘ তোর ভাবিকে না উকিলকে ডাক আসিফ। এই বেয়াদব মহিলাকে সোজা করা দরকার। কতো বড় সাহস আমাকে বিচ্ছেদের কৌশল শেখায়।‘ জ্বি ভাই। আসিফের সম্মতিতে রিদ খেক করে উঠে....

‘ এই জ্বি কি হ্যাঁ?

‘ না ভাই আপনি যা বলছেন সেজন্য জ্বি আরকি।

‘ কি বলছি তোরে?

‘ উকিলের কথা আরকি।

‘ তো এখনো আমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমার রূপ বের হয়েছে?

আসিফ তাড়াহুড়ো বলল...

‘ না ভাই, এইতো যাচ্ছি।

রিদের মেজাজ যেন আজ ছুট করেই খিটখিটে হয়ে গেল। আসিফকে আবারও থামিয়ে বলল....

‘ কই যাবি?

‘ ভাই! উকিল ডাকতে।

‘ তোরে কইছি শুধু উকিল ডাকতে? অর্ধেক কথা শুনে যাস কেন?

আসিফ এবার সত্যি সত্যি ফ্যাসাদে পরে কাচুমাচু করে বলল...

‘ সরি ভাই। ভুল হয়ে গেছে।

রিদ পুনরায় খিটখিটে মেজাজে বলল...‘ যা সামনে থেকে সর। বেয়াদব মহিলা মাথাটা গরম করে গেছে। আজ আর ঢাকা ফিরবো না। উকিল আর কাজি দু’টো যেন কাল বিকালের মধ্যে রেডি থাকে। এই ধান্ধাবাজ মহিলার প্রমাণ দরকার। কতো বড় সাহস আমাকে

অস্বীকার করবে বলে। কাল প্রমাণ নিয়েই ঢাকা
ফিরব এর আগে নয়।

‘ জ্বি ভাই।

রিদ বিরক্তির চোখ তুলে বলে...

‘ এই যাবি তুই এখান থেকে?

‘ জ্বি ভাই! উতলা মনে সুস্থিরতা নয় অস্থিরতার
প্রকাশ মিলে। মায়ার ক্ষেত্রেও তাই। তীব্র অস্থিরতায়
কোচিং ক্লাসে মন ঠেকাতে পারছে না। কেমন নিশ্চল
চোখে তাকিয়ে আছে হুয়াট বোর্ডের কালো লেখা
গুলোর দিকে। একের পর এক লেসন বুঝাচ্ছে টিচার
আর মায়া শুধু সেদিকে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে।
পাশেই জুই, শ্রেয়া নাদিয়া বসে। সবার মনোযোগ
হুয়াট বোর্ডের লেখার উপর। থমথমে পরিবেশে
উপস্থিত টিচারের লেসন বাক্যের শব্দ ছাড়া ক্লাসে
কোথায় টুঁশব্দ পযন্ত নেই। এমন নিরবতা মাঝে হুট
করেই উঠে দাঁড়াল মায়া। অধ্যয়নরত শিক্ষকে
উদ্দেশ্যে বলল...‘ স্যার আমার অসুস্থ লাগছে। আমি
বাসায় যাব।

মায়ার হঠাৎ কথায় ক্লাসে উপস্থিত সকল স্টুডেন্টে
নজর পরল মায়ার উপর। ততক্ষণ হুয়াট বোর্ডের

লেসন বুঝানো অধ্যয়নরত রহমান সাহেবও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মায়ার দিকে। মায়া তখন অসুস্থ মুখভঙ্গিতে তাকিয়ে। জুই, শ্রেয়া মায়ার দু-পাশে বসায় ওকে খোঁচাল। কি হয়েছে আকারে-ইঙ্গিতে জানতে চাইল। মায়া তেমন কিছুই বলল না আর না তাকাল ওদের দিকে। একরোখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রহমান সাহেবের দিকে বেড়িয়ে যাওয়ার সম্মতি পাওয়ার আশায়। হালকা ভ্রুর কুঁচকে মায়াকে দেখল রহমান সাহেব। মায়াকে অসুস্থ মনে হওয়ায় তিনি প্রশ্ন তুলে জানতে চাইল...‘ কি সমস্যা?

মায়ার তৎক্ষণাৎ উত্তর আসল ক্লান্তিতে...

‘ স্যার আমার খারাপ লাগছে। বেশ অসুস্থ ফিল করছি। ক্লাসে মনোযোগী হতে পারছি না। দুর্বলতা কাজ করছে শরীরে।

মায়ার অসুস্থতা নিয়ে আর ঘাটাল না রহমান সাহেব। সহজ গলায় সম্মতি দিল মায়াকে যাওয়ার..

‘ আচ্ছা যাও।

স্যারের পারমিশন পেতেই মায়া বই খাতা গুছিয়ে কাঁধে ব্যাগ চড়িয়ে বেড়িয়ে এলো স্যারকে সালাম দিয়ে। জুই তখনো ক্লাসে বসে সন্দিহান দৃষ্টিতে

মায়ার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে। হুট করে মায়ার কি হলো বুঝতে পারল না সে। মায়া অসুস্থ হলে জুইকে কেন বললো না এতক্ষণ? কেন বা মায়া অসুস্থ অবস্থায় জুইকে সঙ্গে না নিয়ে একা চলে গেল? কিন্তু মায়াকে দেখে জুইয়ের মনে হচ্ছে না সে অসুস্থ। দিবাঁ হেঁটে চলে যাচ্ছে। এমনকি যাওয়ার পূর্বে জুইকে একটু বলে পযন্ত গেল না। কিন্তু কেন? জুই বুঝল না মায়ার মন খারাপে বিষয়টি। শুধু মায়াকে ক্লাস হতে বেড়িয়ে যেতে দেখল। কোচিং ক্লাস শেষ হতে আরও এক ঘন্টা বাকি। আপাতত এই এক ঘন্টা জুই বাকি ক্লাস গুলো শেষ করে নিক তারপর না-হয় বাসায় গিয়ে জেনে নিবে মায়া আজ ক্লাস না করার কারণটি। এমনিতেও মায়ার হাবভাব ভালো না। বড় কিছু হওয়ার আগে বাসায় গিয়ে যেভাবে হোক আরিফের কানে তুলতে হবে বিষয়টি। ক্লাস পুনরায় কন্টিনিউ হতে জুই সেদিকে তাকিয়ে মনোযোগী হলো। মায়া ততক্ষণে কোচিং সেন্টারের বিন্ডিং হতে বেড়িয়ে রাস্তায় নামল। এদিক সেদিক তাকিয়ে হাঁটা ধরল বাসার রাস্তার দিকে। আজ আর অটো-রিকশা কিছু নিল না। কারণ সামনে ওর বিশেষ একটা কাজ

আছে। আর এই কাজের জন্যই তো মায়া স্যারকে মিথ্যা বলে ক্লাস মিস দিলো। উহু! আসলে মিথ্যা নয় সত্যি মায়া অসুস্থ, তবে শারীরিক ভাবে নয় মানসিক ভাবে। সেই মানসিক যন্ত্রণার জন্য মায়ার কোনো কিছুতেই মন ঠিকছে না। মায়া ফুটপাত ধরে হেঁটে হেঁটে রাস্তার মূরে আসল। অনুসন্ধান চোখে এদিক সেদিক তাকাল। আজ দুপুরের তো রিদের সঙ্গে মায়ার এদিকটায় দেখা হয়েছিল। এখন আসিফদেরও এদিকটায় কোথায় পাওয়া যাওয়ার কথা। মায়া হেঁটে আরও একটু সামনে এগোল। আশেপাশে রিদ বা আসিফ কাউকে দেখল না। যে রেস্টুরেন্টে মায়া দুপুরে বসে রিদের সঙ্গে কথা বলেছিল সেখানটাও রিদ বা তাদের লোকদের দেখা গেল না। মায়ার হতাশায় বুক ভারি হলো। মনে মনে আরও একবার মায়া নিজেকে শুধালো, এই ভেবে যে, তখন মায়ার ঐভাবে রিদের কথায় রেগে গিয়ে রিয়েক্ট করা উচিত হয়নি। মায়াতো শুরু থেকেই জানতো রিদ খান যে ত্যাড়া স্বভাবের। মায়াকেও অপছন্দ করে। এমন অপছন্দের মানুষকে সাহায্য করতে গিয়ে যে রিদ খান মায়াকে একটু আধটু অপমান করবে সেটা মায়ার মাথায় আগেই

রাখার দরকার ছিল। তাছাড়া প্রয়োজনটা মায়ার ছিল, রিদের নয়। তাই ব্যবহারে নমনীয়তা মায়ার মাঝে রাখা দরকার ছিল রিদ খানের কথায় রেগে না গিয়ে। ভুল মায়ার হয়েছে। সাহায্য মায়ার দরকার রিদ খান থেকে। এখন মায়া রিদ খানকে সরি বলে আবারও সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবে মায়ার নিখোঁজ স্বামীকে খোঁজা কতোটা দরকার। এজন্য তো ক্লাস মিস করে রিদের সঙ্গে দেখা করতে বের হলো সে। মায়া আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক সেদিক তাকাল অনুসন্ধান চোখে। আশেপাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে আরও একটু সামনে এগোল। দৃষ্টি তখনো মায়া এলোমেলো রিদকে খুজতে। কিন্তু হঠাৎই দেখা হলো সিনিয়র ভাই রাকিবের সঙ্গে। মূলত রাকিব রাস্তা পার হয়ে এদিকটায় আসছিল কোচিংয়ে সেন্টারে উদ্দেশ্যে। কিন্তু পথিমধ্যে মায়াকে দেখায় সে মত বদলিয়ে কোচিং সেন্টারের না গিয়ে মায়ার পথে এসে দাঁড়াল। এগিয়ে আসতে আসতে মায়াকে কুশলাদি বিনিময় করে জানতে চাইল...‘ ভালো আছো মায়া?

অন্যমনা হয়ে হাঁটছিল মায়া। রাকিবের কণ্ঠস্বর পেয়েই চোখ তুলে তাকাতে দেখল রাকিবের হাসিহাসি মুখখানা। মায়া অস্তিত্ব হলো। তারপরও সৌজন্য বজায় রেখে অল্প হেঁসে বলল...

‘জ্বি ভাইয়া ভালো! আপনি?’

‘এইতো ভালো। তোমাকে পেয়ে আরও ভালো হয়ে গেলাম। তা এই সময়ের কোচিংয়ে বাহিরে কি করছো? তোমার তো ক্লাস চলছে মনে হয়?’

রাকিবের কথায় হাসফাস করল মায়া। লোকটা সরাসরি মায়াকে আজকাল প্রেমনিবেদন করে বেড়ায়। মুখের ভাষায় অন্তত তাই প্রকাশ হয়। মায়া ইতস্ততায় মিইয়ে কাঁধে ব্যাগটা টেনে বলল...

‘জ্বি ভাইয়া ক্লাস চলছে। আসলে আমি একটু অসুস্থ ফিল করছিলাম সেজন্য স্যারকে বলে বাসায় চলে যাচ্ছি।’

মায়ার কথা শেষ হতেই উদ্বিগ্নতার দেখা গেল রাকিবের মাঝে। আগ বাড়িয়ে মায়া কপালে হাত রেখে অসুস্থতা প্ররখ করতে গেলে মায়া দ্রুততায় পিছু হাঁটে। রাকিব সেদিকে তাকিয়ে একই উদ্বিগ্নতায়

বলল...‘ কি হলো মায়া পিছিয়ে যাচ্ছে কেন? তুমি কি বেশি অসুস্থ? চলো ডাক্তারের কাছে যায়।

রাকিবের অযথা কেয়া দেখানোটা পছন্দ হলো না মায়া। মায়াকে কেউ অকারণে অযাচিত ভাবে সামান্য ছুঁয়ে দিবে সেটা মোটেও পছন্দ না। তারপরও মুখ বাড়িয়ে রাকিবকে কঠিন বাক্য বলল না। এই এলাকার ছেলে। তারপর আরিফের সহপাঠী বন্ধু। আবার মায়ার সিনিয়র। তাই মায়া কিছু বললে এখন ঝামেলা হতে পারে সেইভেবে কথা বাড়াল না। শুধু বিরক্তি চেপে রাকিবকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল। কিন্তু অধৈর্যের রাকিব ফের মায়ার পথ আঁটকে দাঁড়িয়ে একই উদ্দিগ্নতা দেখিয়ে বলল...

‘ কি হলো কোথায় যাচ্ছে তুমি? চলো আমার সাথে ডাক্তারের কাছে যাবে। ভয় পেয়ো না, আমি আরিফকে ফোন করে বলে দেব তুমি আমার সাথে আছো।

বিরক্তির জোদি গলায় বলল মায়া...

‘ ভাইয়া প্লিজ পথ ছাড়ুন। আমার কিছু হয়নি! ভালো আছি আমি।

মায়ার কুঁচকানো চোখ মুখ দেখে রাকিব জানতে চাইল...

‘ তুমি কি আমার সাথে অস্তিত্ববোধ করছো মায়া?

মায়ার তৎক্ষণাৎ উত্তর...

‘ জ্বি!

‘ আসসালামু আলাইকুম ভাবি! কোনো সমস্যা?রাকিব কিছু বলার আগেই গমগমে গলার স্বর কানে আসল দুজনের। মায়া, রাকিব দুজনেরই হাল্কা চমকে পিছনে তাকাল। দেখল সুন্দর দেখতে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। ছেলেটির নাম রাহাত। রাকিব চিনে। রিদ খানের ছেলেপেলে হলো রাহাত। মায়াও চিনে রাহাতকে তবে নাম জানে না। মায়ার সাথে রোজ সকাল বিকাল করে দেখা হয় রাস্তায়। তখন মায়াকে ভাবি ভাবি ডেকে কুশলাদি জিগ্যেস করে। প্রথম প্রথম মায়া ভয় পেলেও একটা সময় বিরক্তি হতো আগ বাড়িয়ে ভাবি ডাকা নিয়ে। কিন্তু এখন আর বিরক্তি হয়না। বরং ভালোই লাগে এতো বড় দামড়া দামড়া ছেলেদের কাছে সম্মান পেতে। শুধু এরা নয়, দেখা যায় রাস্তা ঘাটে, কলেজে, ক্যান্টিনে সবখানে ছোট -বড় সবাই মায়াকে ভাবি ডেকে সম্মোদন করে এজন্য এখন আর

মায়া ঐভাবে রিয়েক্ট করে না। বরং মায়া নিজেকে
সেইফ ফিল করে। মায়ার মনহয় এই ছেলে গুলোর
জন্যই মায়ার আশেপাশটা সবদা নিরাপদ থাকে।
কেউ মায়াকে অহেতুক বিরক্ত করতে পারে না।
যদিও বা কেউ মায়াকে ডিস্টার্ব করতে আসে তাহলে
দেখা যায় তার কিছুক্ষণে মধ্যে রাহাতের মতোন
একটা না একটা ছেলে হাজির হবে সেখানে আর
মায়াকে ভাবি ভাবি ডেকে সম্মান দিয়ে ঐছেলেকে
সঙ্গে করে নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যাবে তক্ষুনি। এতে
মায়ার সুবিধা হয়। এখন আর বাজে কোনো
পরিস্থিতির মুখে পরতে হয় না মায়াকে এদের জন্য।
সেজন্য মায়াও নিজেকে সবার জাতির ভাবি বলেই
মনে করে। যে জাতির ভাইয়ের জন্য মায়াকে ভাবি
ডাকা হোকনা কেন? সেই জাতির ভাইতো আর
মায়াকে ডিস্টার্ব করছে না, সেজন্য মায়াকে এই
দামড়া দামড়া ছেলেপেলের ভাবি ডাকা নিয়ে
আপত্তি নেই। বরং ডাকুক। এতে লাভ মায়ারই। এই
যেমন এখন মায়াকে সিনিয়র ভাই রাকিবের হাত
থেকে বাঁচাতে হাজির হলো এই ছেলে। এতে মায়ার
সেই জাতির ভাইকে মনে মনে একটা ধন্যবাদ দিতে

মন চাইছে। যদি কখনো জাতির ভাইকে সামনে থেকে মায়া পাই তাহলে অবশ্যই ধন্যবাদ একটা দিবে। মায়া রাহাত ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। বেশ সৌজন্যতা দেখিয়ে বলল... ‘ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া। আপাতত একটু সমস্যায় আছি বলতে পারেন।

মায়ার কথায় রাহাত এগিয়ে আসল। রাকিব চোখ ঘুরিয়ে মায়ার দিকে তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রাহাত ভাবি ডাকছে মায়া সেই ডাকে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে জবাব দিচ্ছে। আবার নিজের সমস্যা কথাও বলতে চাচ্ছে বলে ব্যাপারটা রাকিবের ভালো লাগল না। সে অসন্তুষ্ট চোখে মায়ার দিকে তাকিয়ে। রাহাত ততক্ষণে মায়ার সামনে দাঁড়িয়ে রাকিবকে সরাসরি দেখে মায়ার দিকে তাকাল। ব্যবহারে নমনীয়তা দেখে সম্মানে দিয়ে বলল...

‘জি ভাবি আমাকে বলুন কি সমস্যা? আমি আপনাকে হেল্প করছি।

রাকিবকে আঁড়চোখে এক পলক দেখে মায়া রাহাতের কাছে সরাসরি বলল...

‘ আসলে তেমন কিছু না। আমি আসিফ ভাইদের খোঁজ করছিলাম। আশেপাশে কোথাও দেখছি না তাই আপনাকে জিগ্যেসা করলাম। আসলে আমার রিদ ভাইয়ার সাথে একটা জরুরি কাজ ছিল। এখন উনাকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন? সন্দিহার। দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাকিব মায়ার কথার পিষ্ট প্রশ্ন করে জানতে চাইল...

‘ তোমার রিদ ভাইয়ের সাথে কি কাজ?
রাকিবের কথায় মায়া বিরক্তি নিয়ে কিছু বলবে তার আগেই ঝটপট উত্তর করল রাহাত বলল...

‘ ভাবি! ভাইতো আমাদের সামনেই আছে। ঐয়ে, কালো থাই গ্লাসটা দেখছেন এটা পিছনে ভাই বসে আছে। এটা রিদ ভাইয়ের বাবার অফিস। এখন ভাই এখানেই আছে। কালো গ্লাস হওয়ায় আপনি দেখতে পারছে না তবে আমাদেরকে ভাই সরাসরি দেখতে পারছে গ্লাসের ওপাশ থেকে। আপনি ভিতরে যান। ভাইকে সেখানে পাবেন।

বিষন্নয়ে মায়া ঘাড় ঘুরে তাকাল কয়েক কদম দূরে রাস্তা পাশে বড়ো থাই গ্লাসের উপর। সূর্যের আলোয় ভিতরকার মানুষজন দেখা যাচ্ছে না তবে ভিতরে

বসে থাকা মানুষ গুলো যে অনাহেষে মায়াদের দেখা
যাচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারলো মায়া। হঠাৎ মায়ার
ধ্যান ভাঙলো রাহাতের পরবর্তী কথায়। রাহাত
এগিয়ে এসে রাকিবের একবাহু ঝাপটে জড়িয়ে
ধরতে ধরতে বলল...‘ আরে রাকিব ভাই তোমার
সাথে আমার অনেক দিন ধরে গল্প করা হয়না। তুমি
আমার সাথে চলো। আজ আড্ডা দিব। এখানে
দাঁড়িয়ে কি করবে? চলো! চলো!

রাহাত কথা গুলো বলতে বলতে রাকিবের হাত
টেনেটুনে জোর পূর্বক নিয়ে গেল নিজের সাথে।
রাকিব তখনো মায়ার দিকে তাকিয়ে বলছে নিজের
খেয়াল রাখতে। মায়া রাহাত চলে যাওয়ার দিকে
তাকিয়ে মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। চাপা
শ্বাস ছেড়ে কাঁধের ব্যাগটা আরও একটু টেনে
ফুটপাত ছেড়ে কয়েক কদম এগিয়ে দাঁড়াল থাই
গ্লাসের দরজার সামনে। মায়া ঢুকা দেওয়ার আগেই
ভিতর থেকে আসিফ দরজা খুলে বত্রিশ পাটিদাঁত
দেখিয়ে হাসলো। মায়া আসিফের হাসিহাসি মুখখানার
দিকে তাকিয়ে বলল...

‘ ভাইয়া আপনাদের সাথে কথা ছিল। রিদ ভাইয়া কি ভিতরে আছেন?

‘ জ্বি আপু আসুন। আসিফ দরজা ছেড়ে দাঁড়াতে মায়া পাশ কাটিয়ে ভিতর ঢুকতে মুখোমুখি হলো রিদের তীক্ষ্ণ প্রখর রোদে দৃষ্টির সঙ্গে। কেমন একঘোয়ামী কটমট চোখে তাকিয়ে মায়া দিকে। মায়া রিদের শক্ত দৃষ্টিতে খতমত খেয়ে বসল। ভাবল অসময়ে চলে আসায় হয়তো রিদ রেগে গেছে। কিন্তু মায়ার কথা বলাটা জরুরি ভেবে নিজেকে সাহস দিল। কয়েক কদম হেঁটে রিদের টেবিলের সামনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সালাম দিয়ে বলল...

‘ আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া।

রিদ উত্তর করলো না। বরং দৃষ্টিতে আরও তীক্ষ্ণতা তেজ বাড়লো মায়ার। মুখটাও কেমন শক্ত চোয়ালে দেখাল রিদের। মায়া বুঝল রিদ হুটহাট রেগে যাচ্ছে কেন? মায়া অনাকাঙ্ক্ষিত উপস্থিতে? নাকি অন্য কোনো কারণ? হয়তো মায়ার অসময়ে উপস্থিতর জন্য বিরক্ত। দুপুরে দিকে তো রিদ মায়াকে অপমান করেছিল আর তাতে মায়া রেগেমেগে পাঁচটা জবাব দিয়েছিল। আর রিদ খানের সাহায্য চাইবে না বলে

কড়া কথাও শুনিয়েছিল। এখন আবার মায়াকে রিদ খানের দোয়ারে আসতে দেখে হয়তো মায়ার উপর রেগে যাচ্ছে। মায়া রিদের রাগ শান্ত করতে চাই বলে হাসফাস করে মিনমিন গলায় বলল...‘ আই এমন সরি ভাইয়া। আসলে আমার তখন আপনার সাথে ঐভাবে রেগে কথা বলা উচিত হয়নি। আমার ভুল হয়েছে এজন্য আমি আবারও সরি। আমাকে ক্ষমা করে দিন ভাইয়া। আম...

মায়ার কথার মাঝেই শূনা গেল রিদের শক্ত তেজি গলার স্বর...

‘ আসিফ বাইরে যা।

‘ জ্বি ভাই!

মায়া চমকে পিছনে তাকাতে দেখল আসিফ ততক্ষণে দরজা বাহিরে চলে গেছে। এবং থাই গ্লাসটা টেনে বাহির থেকে বন্ধ করে দিচ্ছে। মায়া ঘাবড়ে সামনে রিদের দিকে তাকাল। রিদ তখনো মায়ার দিকে একই ভাবে তাকিয়ে। মায়া তাকানোতে চোখাচোখি হলো দুজনের। মায়া দৃষ্টি নত করলো। ভয়ার্ত মুখে আড়চোখে আশেপাশে তাকাল। বিশাল আসিফ কক্ষ জুড়ে মায়া আর রিদ ছাড়া অন্য কেউ নেই। মায়া

হঠাৎ অজানা ভয়ে গলা শুকিয়ে এলো। একা একটা মেয়ে হয়ে একটা ছেলে সঙ্গে এভাবে দেখা করতে চলে আসাটা মায়ার ঠিক হয়নি ভেবে আরও ভয়াত হলো। এখন চলে যাওয়াটা মায়ার ঠিক হবে কিনা তাও ভাবল। যদি রিদের মতিগতি মায়ার নিকট ভালো না ঠেকে তাহলে টেবিলের উপর কাঁচের গ্লাস দিয়ে রিদের মাথা ফাটাতে বলে মনে মনে ঠিক করেও নিল। ভয়াত ভাবুক মায়ার ধ্যান ভেঙে শুনা গেল রিদের স্বর...‘ আমার রুচিতে পঁচা ধরেনি, যে আপনার প্রতি ইন্টারেস্ট দেখাব। অহেতুক ভয় পাওয়া বন্ধ করেন। রিদ খানের টেস্ট এতো নিচু নয় যে আপনার মতোন মেয়ের প্রতি রুচি দেখাবে। যার স্বামী থাকা শর্তেও রাস্তায় বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এমন একাধিক পুরুষে আসক্ত নারীরা আর যায় হোক রিদ খানের রুচিতে অন্তত পরে না তাঁরা।

রিদের কথার অপমানে মায়ার গায়ে কাটা দিয়ে উঠে রাগে। মায়া একাধিক পুরুষের আসক্ত নারী? এমন অপমানজনক কথা মায়াকে ওর জীবনেও কেউ বলেনি। ঘৃণায় মায়ার শরীর জ্বলে উঠল। এত সময় ধরে রিদ খানকে নিয়ে মনের ভিতরকার অজানা

ভয়টা যেন মূহুর্তে কেটে গিয়ে তীব্র রাগ ভর করলো
মায়ার শরীরে। কিন্তু তারপরও বোকামি করলো না।
আর না দুপুরে মতোন রেগেমেগে আগুন হয়ে রিদকে
অযাচিত কিছু বলতে চাইল না, যেটা মায়ার জন্য এই
মূহুর্তে ভালো হবে না বলে মনে করল। কারণ মায়ার
রিদের থেকে সাহায্য চাই। তাই ব্যবহারে নমনীয়তা
মায়ার দরকার। রিদ খান তো তার ত্যাড়া স্বভাব
দেখাবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মায়াকে আপাতত
নিজের আত্মসম্মান সাইডে রেখে রিদের সঙ্গে ভদ্র
ভাষায় কথা বলতে হবে। তবে একবার যদি মায়ার
নিজের নিখোঁজ স্বামীর খোঁজ পেলে যায় রিদ থেকে
তাহলে এই জীবনেও আর সে রিদ খানে দার সে
দারবে না। তখন রিদ খান তার রাস্তায় আর মায়া
ওর নিজের রাস্তায়। মায়া নিজের রাগ চেপে স্বাভাবিক
ভাবেই রিদের শক্ত হয়ে থাকা মুখটা দিকে তাকিয়ে
এগিয়ে এসে ধূপ করে রিদের মুখোমুখি টেবিলের
চেয়ারটা টেনে বসল। কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে উপর
রাখতে রাখতে রিদের কথার পিঠে সৌজন্যে হাসি
বজায় রেখে বলল...‘ কিযে বলেন না নেতা সাহেব?
কোথায় আপনি আর কোথায় আমি। আপনি হলেন

একজন অসাধারণ টাকাপয়সা ওয়া বড়লোক মানুষ
আর আমি হলাম অতি সাধারণ একজন দরিদ্র
পরিবারের মেয়ে। আপনার রুচিতে আমাকে পরলে
হবে বলুন? আপনার সাথে আমার যায়? আমাকে
সাথে যায় আমার লেভেলের কোনো মধ্যবিত্ত
পরিবারের অতি সাধারণ কোনো যুবককে। আমার
ধরার হলে সেই টাইপেরই কাউকে ধরবো। তারপরও
আপনার ইন্টারেস্টে আসার মতোন স্পর্শা দেখাব না।
আচ্ছা যায় হোক! আপনাকে একটু ঝালাতে চলে
আসলাম। যদিও আমার উপস্থিতিতে আপনি বিরক্ত
বোধ করছেন। তারপরও এই মূহুর্তে আপনাকে ছাড়া
আমি দ্বিতীয় কোনো অপশন খোঁজে পাচ্ছি না বলেই
বাধ্য হয়ে চলে আসলাম। আসলে আপনার কাছে
আমার গোপনীয়তার বিষয়টি ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়ে
গেছে, যেটা আপনি ছাড়া আমার পরিবারের বড়োরা
আর কেউ জানে না। সেজন্য আপনাকে ছাড়া এই
মূহুর্তে আমি দ্বিতীয় কোনো পথ দেখছি না, যে
আমাকে আমার নিখোঁজ স্বামী খোঁজ দিতে পারবে।
আপনার তো অনেক ক্ষমতা, অনেক দাপট, আপনি
চাইলেই আমার সমস্যাটি সহজেই সমাধান করে

দিতে পারবেন। আসলে আমার এতো তাড়ার কারণ হলো ঐ যে তখন আপনি এই থাই (আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে) গ্লাসটা দিয়ে রাস্তায় আমার সাথে একটা ছেলেকে দেখেছিলেন না? উনার নাম রাকিব। আমার বয়স্ফ্রেন্ড। লোকটা আমাকে প্রচুর ভালোবাসে। বিয়েও করতে চাই। কিন্তু আমি করতে পারছি না। আসলে আমি আঁটকে আছি আমার অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়েটার জন্য। স্বামীকে চিনে না। তাই তাঁকে ডিভোর্সটাও দিতে পারছি না। আর মেয়েদের তালুক না হলে যে দ্বিতীয় বিয়ে করা যায় না সেটাতো আপনি জানেনই ভাইয়া। তাই প্লিজ আমার দুপুর কথা গুলো আপনি মনে রাখবেন না। ছোটবোন বা বিয়াইন হিসাবে মাফ করে দিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করুন প্লিজ। আমার ঐ লোকটাকে মানে আমার যার সাথে বিয়ে হয়েছে তাঁকে খোঁজে পাওয়া খুব দরকার। প্লিজ ভাইয়া আপনি আমার প্রয়োজনটা বুঝে লোকটাকে খোঁজে দিননা। মায়া কথা গুলো শেষ করতে করতে টেবিলের উপর থাকা পানির গ্লাসটার হাতে নিয়ে এক চুমুকে সবটা শেষ করে আওয়াজ তুলে টেবিলে রেখে ফের তাকাল রিদের দিকে। মূহূর্তে চোখাচোখি হলো

রিদের শীতল দৃষ্টিজোড়ার সাথে। এতক্ষণের শক্ত
রাগী চোয়ালটা আর নেই রিদের। কেমন ঠান্ডা আর
শীতল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে মায়ার দিকে। মায়া রিদের
হুটহাট মুড পরিবর্তন হওয়া কারণটা বুঝল না।
লোকটা এই রেগে যায়, তো এই শীতল। রিদ হঠাৎ
রেগে গেলে যাও বুঝা যায় এখন তান্ডব হবে কিন্তু
একদম শীতল হয়ে গেলে আরও ভয় লাগে। তখন
মায়ার মনে হয়, ঠান্ডা মাথায় রিদ খান আরও
ভয়ানক। এবার আল্লাহ জানে এই লোক মায়ার সাথে
আবার উল্টাপাল্টা কিছু করে না বসে। ভালো ভালো
মায়ার ঝামেলাটা মিটে গেলেই কেটে পরবে সে। এই
রিদ খানকে চিনে বলে জীবনে দাবিও করবে না।
মুখোমুখি হওয়ায় তো দূর। এমনই স্বামী খোঁজে
দিশেহারা হয়ে মায়া কতোগুলো মিথ্যা কথা বললো
রাকিব ভাইকে জড়িয়ে। এবার যদি রিদ খান মায়ার
মিথ্যা তাড়া দেওয়াটা বুঝে অন্তত ওর নিখোঁজ স্বামীর
খোঁজটা এনে দেয় তাহলে মায়া আর সামনে পরতে
চাইবে না এই রিদের। প্রতিবারই রিদ খানের
অপমান ভিষণ গায়ে লাগে মায়ার। তাছাড়া মায়া
এতো দিনে এতোটাও বুঝতে পারে না রিদ খানের

মতো লোক কেন শুধু শুধু মায়ার পিছনে পরে
মায়াকে অকারণে অপমান করে বেড়ায়। কি এমন
শত্রুতা রিদ খানের সাথে মায়ার যার জন্য এমন
করে? কই জুই, শ্রেয়া বা অন্য কোনো মেয়েদের
সাথে তো মায়া রিদ খানকে কথা বলতেও দেখে না।
এমনকি মায়ার বোন জুই! পাশাপাশি রিদের আত্মীয়
ও হয়। কই জুইয়ের সাথে আজ পযন্ত রিদ খানকে
দেখল না মুখ খুলে একটা কথা বলতে। সেখানে শুধু
মায়ার সাথে কথাও বলে আবার অপমানিত করে।
আজব!‘ জানে মারা পরবে মনে হয়!

ভাবুক মায়া ধ্যান ভাঙলো রিদের নিটোল খাপছাড়া
কথায়। চমকে উঠে তড়াক করে তাকাল রিদ শান্ত
মুখটার দিকে। ‘কে জানে মারা পরবে? বিষয়টি
বোধগম্য না হওয়া মায়া রিদকে প্রশ্ন করলো তক্ষুনি...

‘ কে মারা পরবে?

‘ আপনার বয়ফ্রেন্ড।

‘ মানে? কেন?রিদ মায়ার উত্তেজনার বাক্যে উত্তর
করলো না। অযাচিত কথা বলে মাথাটা আর গরম
বানাতে চাচ্ছে না রিদ। তার যা করার সে এমনই
করে নিবে। এই মহিলাকে বলে আর লাভ নেই।

বয়ফ্রেন্ড জুটিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রেম করাটাও না-হয়
সে পরে দেখে নিবে। আপাতত এই মহিলাকে একা
পেয়ে এই মূহুর্তে হাত ছাড়া করবে না রিদ।
সুযোগের সদয় ব্যবহার সেও করবে। কাল রাত
অবধি রিদের মনে হয়েছিল বউ তার প্রেমে দিশেহারা
হয়ে তাঁকে খোঁজছে। কিন্তু আজ দুপুর থেকে রিদের
মনে হচ্ছে বিষয়টা উল্টো। তার ধারণা হয়তো ভুল
ছিল। বউ তাকে ভালোবাসে খোঁজছে না বরং
ডিভোর্সের আশায় তাঁকে চায়। আবার বলছে
বয়ফ্রেন্ডকে বিয়ে করবে। এই বিষয়টা যে রিদের
কোথায় গিয়ে আঘাত করছে সেটা কাকে বুঝাবে
রিদ? রিদ মায়ার মতিগতি বুঝতে চেয়ে আর শক্ত
হলো না। বরং শান্ত আর গম্ভীর থাকল। হুট করে
বসা চেয়ারে গা এলিয়ে টেবিলে উপর থাকা ছোট
কিউব বলটা হাতে নিয়ে খেলতে খেলতে প্রসঙ্গ
পাল্টিয়ে মায়ার উদ্দেশ্য বলল...‘ আপনার স্বামীর
খোঁজ দিলে আমার লাভ? আমি কি পাব??

রিদের নিরদ্বিধায় আবদারে থমথমে খেয়ে গেল মায়া।
খানিকটা লজ্জাও পেল। আসলেই তো রিদ খান কি
আর মায়াকে এমনই এমনই ফ্রীতে কাজ করে দিবে?

অবশ্যই কাজের বিনিময় লাগবে। তাহলে মায়া কেন এতক্ষণ যাবত টাকাপয়সা কথা ভাবিনি? কেন মায়ার মাথায় আসেনি দুনিয়াতে ফ্রীতে কোনো কিছু হয়না টাকা ছাড়া। ভাবলেও বা কি মায়ার কাছে তো টাকাপয়সা নেই। রিদ যদি মায়াকে সাহায্য করতে চেয়ে মোটা অংকের টাকা চায় তাহলে মায়া কি করে দিবে? কিভাবে যোগাড় করবে এতো গুলো টাকা?

‘ আমার কাছে তো এই মূহুর্তে টাকা নেই। তবে আপনি আমাকে বলুন কতো দিতে হবে আপনাকে?? আমি টাকা যোগাড় করে দিয়ে দিব দ্রুত।

‘ বাকি কাজ ফাঁকি। বাকি শব্দটা আমার ডিকশনারিতে নেই। যা দেওয়ার নগদে দিবেন তারপর কাজ হবে।

মায়া বেশ অসহায় বোধ করল টাকা না থাকায় সাথে বের অপমান হলো। কতো টাকা চাই রিদের সেটাও মায়া বুঝতে পারছে না। তবে রিদের মতিগতি বলছে সে অনেক টাকা চাইবে মায়ার কাছে থেকে। মায়া এতো টাকা যোগাড় করবে কোথায় থেকে?’ কতো চাই আপনার?

‘ আমার তো অনেক কিছুই চাই। আপনি কতো দিতে পারবেন সেটা বলেন?

‘ আপনি বলুন!

‘ দু লাখ

মায়া চমকে চোখ বড়ো বড়ো করে রিদের দিকে তাকায়। এতো টাকা মায়াকে বিক্রি করলেও পাওয়া যাবে না। সামান্য একটা লোকের তথ্য জন্য দু লাখ টাকা চাইছে এই লোক? আল্লাহ! মায়া এতক্ষণ বুঝতে পারছে এসব নেতাক্ষেত্রেরা শুধু মায়ার মতোন অসহায় মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে টাকা উত্তোলন করে টাকার পাহাড় বানাচ্ছে। আর কিছু না।

‘সামান্য একটা মানুষের তথ্যের জন্য কেউ এতো টাকা চাই? এতো টাকা আমাকে বিক্রি করলেও পাওয়া যাবে না।

‘ আমি কিনব আপনায় হবেন বিক্রি আমার কাছে?

রিদের আপত্তিকর কথায় মায়া থমথমে খেয়ে বসে। রিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে হাসফাস করে মায়া ফের আপত্তি জানিয়ে মিনমিনিয়ে বলল...‘ আমার কাছে এতো টাকা নেই। আপনি কমিয়ে বলুন।

‘ উল্হম কমানো যাবে না। দু লাখই লাগবে আমার।
তবে আপনাকে একটা পরামর্শ দেয়। দুইটা কিডনি
দিয়ে কি করবেন? স্বামীর জন্য একটা কিডনি
আমাকে দিয়ে দেন। আমি সেটা বিক্রি করে দেয়।
আমার দু লাখ টাকাও আসবে, সাথে আপনি আপনার
নিখোঁজ স্বামীর তথ্যও পেয়ে যাবেন। কি বিক্রি
করবেন স্বামীর জন্য নিজের একটা কিডনি?

রিদের কথায় ভাবুক হলো মায়া। কথা গুলোও বেশ
যুক্তিসংগত মনে হলো মায়ার কাছে। মায়া আসলেই
দুইটা কিডনি দিয়ে কি করবে? একটা কিডনি বিক্রি
করে দিলেই তো সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। তাছাড়া
একটা কিডনি দিয়ে ও তো মানুষ স্বাভাবিক ভাবে
চলতে পারে। সেক্ষেত্রে মায়াও বাঁচবে। কিন্তু কথা
হলো একটা কিডনি দিয়ে মানুষ বাঁচে কতোদিন?
সেটাও তো মায়া জানে না। মায়ার আগে সেটা
জানতে হবে তারপর বাকি সবকিছু। মায়া বেশ
ভাবুক হয়ে প্রশ্ন করলো রিদকে...‘ আচ্ছা একটা
কিডনি দিয়ে মানুষ বাঁচে কতোদিন?

মায়াকে নিজের কথা জালে ফাঁসাতে পেয়ে রিদ বাঁকা
হাসলো। তীক্ষ্ণ চোখ ঘুরাল মায়ার ভাবুক চেহারার

দিকে। দীর্ঘ সময়ে নিয়ে হাতের মুঠোয় চেপে রাখা
কিউব বলটা এবার টেবিলের রাখল। আর তাতে
ছোট শব্দ হলো। কিউবটা টেবিলের উপর রাউন্ড
তুলে রিদ মায়াকে বলল...

‘ এই ধরেন, অর্ধাঅর্ধি বছর বাঁচবেন! যেখানে ষাট
বছর বাঁচতেন সেখানে এক কিডনি দিয়ে ত্রিশ বছর
বাঁচবেন। তবে ত্রিশ বছরও কিন্তু কম না হ্যা? অনেক
দিন কিন্তু! তাই স্বামী জন্য একটা কিডনি বিক্রি করায়
যায়। কি বলেন?

রিদের কথায় তৎক্ষণাৎ মত বদলাল মায়া। আপত্তি
করে বলল...

‘ উহুম! তাহলে কিডনি দেওয়া যাবে না! কিডনি
প্ল্যানিং ক্যাসেল। অন্য কিছু বলেন থাকলে।

‘ কেন? মত বদল করলেন নাকি? এখন আর স্বামীর
লাগবে না?’ উহুম! স্বামীকে অবশ্যই চায়। তবে
নিজের জীবনের বিনিময়ে নয়। আমার সংসারে পর
নারী চায় না। দেখা গেল তাঁকে খোঁজতে গিয়ে একটা
কিডনি আমার চলে গেল। বাকি এক কিডনি নিয়ে
স্বামীর সাথে ত্রিশ বছর সংসার করার পর, আমি
মারা গেলে, সে বাকি ত্রিশ বছর পার করার জন্য

ধেই ধেই করে আরেকটা বিয়ে করে নিবে। আমি যে তারজন্য জীবন দিলাম সেটা দেখবে না। সব পুরুষ মানুষ একিই হয়। এদের বুড়ো বয়সেও কুড়ার ডাক দেয়। তাঁর জন্য স্বামীদের বিশ্বাস করতে নেই। আমিও করবো না। সেজন্য অল্পতে আমাকে মরলে চলবে না। আমি মরলে, আমার জায়গায় তার জীবনের ঠিক আরেক জনের জায়গায় হবে। আমি যে তাঁকে খোঁজতে গিয়ে নিজের আয়ু কমালাম সেটা আর সে দেখবে না। বরং সে দেখবে তার নতুন বউ। এবং আমাকে ভুলে দিব্যি সে সুখের সংসার করবে। আর সমাজ দেখানো অযুত দিবে আমাদের ইসলামের শরীয়তে চারটা বিয়ের বিধান আছে বলে, সেজন্য তার বউ নেই বলে সে আরেকটা বিয়ে করছে। আমি জীবিত থাকার অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করেনি এমনটা বলে আলাগা পিরীতিও দেখাতে পারে। এজন্য কিডনির প্ল্যানিং ক্যাসেল। এর চেয়ে ভালো আমি বরং দুই কিডনি নিয়ে জীবিত থেকে স্বামীর উপর নজর রাখি। মরে গেলে তো সবশেষ। মায়া লম্বা চওড়া কথা রিদ হতভম্ব হয়ে গেল। সে কখনো ভাবিনি মায়া এতোটা গভীরে ভাবে। দুজনের পরিচয় এখনো হয়নি

অথচ না দেখেই রিদকে সন্দেহ তালিকা ফেলে দিল
তার বউ। তাছাড়া এই মেয়ের কথায় স্পষ্ট সে স্বামীর
সংসার করতে চায়। রিদ বাজিয়ে দেখবে একটু?

‘ সংসার করতে চাও?

অন্যমনস্ক হওয়া রিদের কথা প্রথমবারের বুঝল না
মায়া...

‘ জ্বি?

‘ সংসার করতে চান স্বামীর সাথে?

মায়া হাসফাস করে দৃষ্টি করলো রিদের থেকে। রিদ
মায়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বুঝল মায়া
রিদকে উত্তরটা দিতে সংকোচ বোধ করছে। সেজন্য
রিদ মায়াকে উভয় দিয়ে বলল...

‘ নির্ভয়ে বলেন। আমি কাউকে বলবো না।

‘ হুম!মায়া ছোট সম্মতিতে রিদের ভিতর কাঁপলো।
সেই কম্পন শক্তপোক্ত হাতেও দেখা গেল। যার তুপে
হাতের মুঠোয় থাকা বলটা বেখেয়ালি ছুটে ফ্লোরে
পরল শব্দ করে। হঠাৎ শব্দে কেঁপে উঠল মায়া।
বলটা ঘুরাতে ঘুরাতে কক্ষ একপাশে গিয়ে ঠেকল।
মায়া সেদিকে এক পলক তাকিয়ে রিদের দিকে
তাকাতে চোখাচোখি হলো রিদের ঘোলাটে অদ্ভুত

দৃষ্টির সাথে। মায়ার শরীর কাটা দিল রিদের অদ্ভুত
দৃষ্টিতে চোখাচোখি হতে। মায়া দৃষ্টি নত করলো। রিদ
সেইভাবে জিগ্যেসা করল...

‘আপনি যে বললেন, আপনার স্বামী পূর্ব বিবাহিত?’

‘উনি মিথ্যা বলেছেন আমায়। উনার কোনো বউ
নেই।’

‘কি করে বুঝলেন?’

‘আমার বিশ্বাস সে বিবাহিত না।’

‘আপনার বিশ্বাস মিথ্যাও তো হতে পারে।’

‘হবে না।’

‘এতোটা কনফিডেন্স?’

‘না আত্মবিশ্বাস!’

‘যদি লোকটা খারাপ হয় তো?’

‘খারাপ হবে ভেবেই গ্রহণ করেছি তাঁকে। রিদ আর
কিছু বলতে পারলো না। তার বুক কাঁপছে। প্রচণ্ড
কাঁপছে। হয়তো না চাইতেও অনেক কিছু জেনে
গেছে তাই। মায়া উপর অনেকক্ষণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে
থাকল একই ভাবে। তারপর হুট করে বলল...

‘তাহলে এক কাজ করেন, আপনার জায়গায়
আপনার স্বামীর একটা কিডনি দিয়ে টিল ডান করি।’

কি বলেন? তাঁকে খোঁজে পেলে, তাঁর একটা কিডনি না-হয় আমি রেখে দিব। এবং সে ত্রিশ বছর পর মারা গেলে তখন না-হয় আপনি আমাকে বিয়ে করে নিলেন কি বলেন?

এতক্ষণ যাবত রিদের সহজ ভাষায় মায়াও নরম হয়ে ছিল কিন্তু হঠাৎ রিদকে আগের ভঙ্গিতে ফেরতে দেখে মায়া হতাশ হয়। সেই সাথে বিরক্তও। আশ্চর্য মায়ার স্বামী মরলে এই লোককে কেন বিয়ে করতে যাবে? এই লোক আসল কোথায় থেকে আবার।‘ আপনাকে কেন বিয়ে করবো?

‘ তো কি করবেন পরকীয়া চালাবেন আমার সাথে?

‘ বাজে কথা কেন বলছেন পরকীয়া কেন করবো?

‘ আপনার স্বামীর প্রতি দরদ দেখে আমার আপনার প্রতি একটু একটু ইন্টারেস্ট জাগছে। আপনাকে বিয়ে করা তো সম্ভব না। তবে পরকীয়া চালাতে সমস্যা নেই। ঘরে আপনার জামাই থাকবে, সেই ঘরে আমারও বউ থাকবে। রাতে জামাইকে সময় দিবেন আর দিনে আমাকে। পরকীয়া সম্পর্ক গুলো তো এমনই হয় নাকি? তারপর আপনার স্বামী যখন মারা

যাবে তখন একেবারে না-হয় আমাকে বিয়ে করে
নিলেন। কি করবেন বিয়ে আমাকে?

‘ অসম্ভব!

মায়ার নাক মুখ ছিটকে বলা কথাটাতে রিদ হাসলো।
মায়াকে উদ্দেশ্য করে ফুরফুরে মেজাজে বলল... ‘ কি
জানি অসম্ভব কিনা? তবে আমার কেন জানি মনে
হচ্ছে আপনার ইজ্জত, আমার ইজ্জত, আমার ইজ্জত
আপনার ইজ্জত টাইপ সম্পর্ক আছে। তাই আমাকে
বেশি ভাই ভাই না ডেকে পরকীয়া স্বামীও ডাকতে
পারেন আমি মাইন্ড করব না।

রিদের অসভ্য কথায় মায়া আর বসে থাকতে পারলো
না। ঠাস করে উঠে কিছু না বলে চলে যেতে নিয়ে
পিছনে ডেকে রিদ ফের বলল...

‘ রাগ দেখালে তো হবে না ম্যাডাম? কাল সকালে
আপনাকে আবারও হাজিরা দিতে হবে এখানে, যদি
স্বামী খোঁজ চান তো? তবে একা আসবেন অবশ্যই।
সকাল ৬ঃ ৩৩। সাদাসিধা কলেজ ড্রেসে সকাল
সকাল রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মায়া। বসন্তের হাল্কা
উষ্ণ কুয়াশার আবির্ভাব কাটিয়ে পূর্ব আকাশের সূর্যের
লাল ছ’টায় আলোয় আলোকিত পরিবেশ। চট্টগ্রাম

মুরাদপুর আবাসিক এলাকা হওয়ায় সকালের পরিবেশটা বেশ শান্ত থাকে এখানকার। কোনো রূপ যান্ত্রিক বা মানুষের কোলাহল তেমন থাকে না সাতসকালে। ব্যস্ততা দেখা যায় একটু বেলা গড়ালে। যান্ত্রিক, পথযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র- ছাত্রীদের যাতায়াত দেখা যায় আটটার মধ্যে। মায়া বাসা থেকে বের হয়েছিল আরও ভোরে। বলতে গেলে ছয়টার দিকে। বাসা থেকে এই পুরো রাস্তা হেঁটে আসতে মায়ার পনেরো মিনিট লাগল। বাকি সতেরো মিনিট ধরে সে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। মায়া হাতের ফাইলটা চেপে আশেপাশে তাকাল সচ্ছ চোখে। রাস্তার দু'পাশে দোকান পাট গুলো অনেক আগেই খুলে বসে আছে দোকানদারা। সকালের বেচা-কেনা চলছে সেখানে। রাস্তায় যান্ত্রিক গাড়ির চলাচলও ভালোই দেখা যাচ্ছে। এমন মধ্যে মায়া পশ্চিম পাশের রাস্তাটা ধরে ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঠিক রিদের বাবার অফিসের বিল্ডিংয়ের নিচে। কাল মায়া এই অফিসটায় রিদের সঙ্গে দেখা করেছিল। আর আজ সেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে মায়া, গোটা সতেরো মিনিট পার হয়ে আঠারো মিনিটে ঠেকল ওর অপেক্ষা প্রহর। রিদ কাল

মায়াকে সকাল সকাল আসতে বলেছিল কিন্তু কখনো বলেছিল সেই সময়টা দেয়নি। সেজন্য মায়া সারারাত ছটফটে রাতের ঘুম হারাম করে, কাক ডাকা ভোরে উঠেই কলেজের জন্য একেবারে রেডি হয়ে চলে এসেছে এখানে। রিদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে আবার সোজা কলেজের চলে যাবে এমনটা মনোস্থির করা। আজ মায়া শেষ পরীক্ষা। প্রযুক্তি পরীক্ষাটা দিলেই এই যাত্রায় শেষ হবে। বিগত দুই দিন ধরে মায়ার পরীক্ষা গুলো খারাপ যাচ্ছে নিখোঁজ স্বামীর চিন্তা। আজ স্বামীর খোঁজটা নিয়েই পরীক্ষাটা ভালো দিবে মায়া। এতো এতো চিন্তার মাঝে মায়া জুইকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখেই বেড়িয়েছে বাসা থেকে। আরিফও ঘুমে ছিল। দুজনের কাউকেই বলে আসেনি মায়া। এখন মায়াকে ওরা সকাল সকাল খোঁজলে কি হবে কি জানি? মায়া খোঁজে না পেলে নিশ্চয়ই টেনশন করবে? কিন্তু মায়া কাউকে বলে আসতে পারেনি। যদি বলে বের হতে চাইতো তাহলে জুই হাজারটা প্রশ্ন করতো মায়াকে। যার একটা উত্তরও আপাতত মায়ার কাছে নেই। আবার জুইয়ের সামনে মিথ্যা বলেও মায়া পার পায়না। জুই চট করে ধরে

ফেলে মায়ার মিথ্যাটা। সেজন্য মায়া ইচ্ছা করেই
জুইকে কিছু না জানিয়ে বেড়িয়েছে বাসা থেকে। তবে
কলেজে গিয়ে না-হয় জুইকে কিছু একটা বলে বুঝিয়ে
বলবে। আপাতত মায়া না-হয় চুপিসারে নিজের
কাজটা শেষ করুক! তারপর না-হয় জুই বকা দিলেও
শুনে নিবে ওহ। কিন্তু তারপরও কাজটা হোক।
তাছাড়া মায়া ওদের বিন্ডিংয়ের পাহারাদার চাচাকে
বলে এসেছে সে শ্রেয়াদের বাসায় যাচ্ছে। সেখান
থেকে সোজা কলেজে চলে যাবে এমনটা আরিফ বা
জুইকে বলতে যদি তাঁরা মায়ার খোঁজে আসে তো?
মায়া মনে খানিকটা ভয় কাজ করলো নিজের
দুঃসাহসিকতা নিয়ে। আশেপাশে জড়তায় মিইয়ে
আবারও তাকাল। রাস্তার পথচারী অনেকই মায়া
দিকে তাকাচ্ছে। হয়তো মায়া এই অসময়ে কলেজে
ড্রেসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকায় জন্য পথযাত্রীদের দৃষ্টির
ভিড়ে সে। মায়া হাসফাস করলো। চোখ ঘুরিয়ে
আশেপাশে পরিচিত কাউকে দেখতে পায় কিনা তাই
খোঁজল। যার কাছ থেকে রিদ বা আসিফের খোঁজ
করবে এমন কাউকে খোঁজল। মায়া মনে হলো সে
বোকামি করে ফেলেছে ভিতরকার অস্থিরতা চেপে

রাখতে না পেরে এতো সকাল সকাল চলে আসাতে।
মায়া ভাবলো সে কি করবে? চলে যাবে নাকি আরও
কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? চলে গেলে তো আর বের
হতে পারবে না, একেবারে কলেজের টাইম ছাড়া।
তখন তো জুই, আরিফ ওরা দুজন মায়ার পাশে
থাকবে। তখন আর রিদ খানের সঙ্গে মায়ার আলাদা
দেখা হবে না। আর না ওর নিখোঁজ স্বামীর তথ্য
নিতে পারবে! মায়া ভাবলো আপাতত যায় হোক না
কেন? সে দাঁড়িয়েই থাকবে। যাবে না কোথাও।
এবার মায়াকে যতো বাজে দেখায় তো দেখাক।
অন্তত আসিফের সঙ্গে দেখা না করে যাবে না ওহ।
মায়ার অযাচিত সময় আরও পাঁচ মিনিট কাটল
দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ছুট করেই একই বিল্ডিং থেকে
তাড়াহুড়ো নামল আসিফ। ফর্মাল গেইপে সে। কানে
ফোন চেপে। হয়তো জরুরি আলাপ সারছে সে। তবে
সিঁড়ি গোড়ায় আসতেই পাহারাদার একজন লোক
বিল্ডিংয়ের গেইট টেনে

ধরতেই আসিফকে বের হতে দেখল মায়া। মূলত
গেইটের শব্দে পিছনে ঘুরেছিল মায়া। যার জন্য
আসিফের দৃষ্টি পরলো এদিকটায়। সকাল সকাল

মায়াকে বিল্ডিংয়ের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আসিফ দ্রুত কল কেটে এগোল সেদিকে। কয়েক কদমের দূরত্ব গুছিয়ে মায়াকে ডেকে বলল...‘ আরে ভারি আপনি এইখানে কি করেছেন? তাও এতো সকালে?

আসিফকে দেখে মায়া চোখ মুখ উজ্জ্বল হলো খুশিতে। কিন্তু আসিফের মুখে ‘ভারি’ ডাক শুনলো এমনটা মনে হলো মায়ার। প্রথমে অন্যমনস্ক হওয়ায় মায়া ‘ভারি’ শব্দটা তেমন লক্ষ্য হয়নি। আবার হয়তো করেছে। কিন্তু আসিফের মতোন একজন লোক মায়াকে ছুটহাট অবুঝের মতোন ভারি ডাকবে এমনটা শুভা পায়না তাঁকে। আসিফ লোকটা ভালো। তাই মায়ার মনে হলো সে অযাচিত ভুল ডাক শুনেছে হয়তো। কিন্তু তারপরও মায়ার নিজের মনের সংশয় কাটাতে আসিফের করা প্রশ্নের উত্তরে সুন্দর হেঁসে শুধালো... ‘আপনাদের কাছেই এসেছিলাম ভাইয়া। কাল রিদ ভাইয়া বলেছিল উনার সাথে সকালে দেখা করতে, সেজন্য আসলাম। আপনি তাড়াহুড়ো কোথায় যাচ্ছে ভাইয়া? কোনো কাজে?

ততক্ষণে আসিফ মায়ার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। ব্যস্ত
গলায় বলল...

‘ জ্বি আপু! আমি আপনাদের কাজেই বাহিরে
যাচ্ছিলাম। ভালোই হলো আপনি চলে এসেছেন। রিদ
ভাইকে আপনি তিন তলায় পাবেন। আপনি সিঁড়ি
ধরে সোজা তিন তলায় চলে যান। এই বিল্ডিংটা
ভাইদেরই। আপনি বরং উপরে যান। ব্যস্ত ভঙ্গিতে
পিছনে ঘুরে আসিফ ততক্ষণে গেইটের পাহারাদারকে
ডেকে উঁচু গলায় মায়াকে সিঁড়ি পথে এগিয়ে দেওয়ার
জন্য আদেশ করল। মায়া দিকে ঘুরে মুখোমুখি হয়ে
আসিফ বলল..

‘ আপনি যান আপু। দারোয়ান চাচা এগিয়ে দিবে।
মায়া একটু আমতাআমতা করে নিজের মনের
অযাচিত প্রশ্নটা করেই ফেলল আসিফকে...

‘ আসলে ভাইয়া! আপনি কি আমায় একটু আগে
ভাবি’ ডেকেছেন?

মায়ার কথার আমতা আমতা করে বোকা হাসল
আসিফ। তখন তাড়াহুড়ো কি বলতে কি বলে
ফেলেছিল লক্ষ করেনি আসিফ। মায়ার এখন প্রশ্ন

করাতে টনক নড়লো। কিন্তু সেটা মুখে প্রকাশ না করে বরং অস্বীকার করল মায়ার কথার...

‘না আপু। আপনি হয়তো ভুল শুনছেন।

আসিফের কথায় মায়া খানিকটা লজ্জা পরল। ওর অযাচিত প্রশ্নটা এইভাবে করা ঠিক হয়নি। সেজন্য সরি বলল আসিফকে....

‘সরি ভাইয়া! আসলে আমার...মায়ার কথা শেষ করতে দিল না আসিফ। এর মাঝেই কথা কেটে অধৈর্য গলা বলল আসিফ...

‘ইট’স ওকে আপু। আমি কিছু মনে করেনি। আপনি উপরে যান।

কথাটা বলে আসিফ আর দাঁড়াল না মায়ার সামনে। পিছন ঘুরে উল্টো পথে চলল তাড়াহুড়ো। বলা যায় না বেফাঁস ভাবে আবারও না ভাবি ডেকে ফেললে মায়াকে। তখন রিদ ভাই ওকে আস্ত রাখবে না। মায়া বেশ কয়েক বার আসিফের পিছন ডাকল কিন্তু সে শুনলো না। বরং দ্রুত পা চালিয়ে বিল্ডিংয়ের অপর পাশের থাকা গ্যারেজ দিকে গেল। আপাতত গাড়ি নিয়ে রিদের বলা কাজ গুলো দ্রুত সারতে হবে নয়তো দেরি হলে রিদ ভাই আরও ক্ষেপে যাবে।

তাছাড়া মায়া ও চলে এসেছে এতক্ষণে। এবার যদি আসিফ কাজ গুলো করতে দেরি করে তাহলে অবশ্যই শনি নাচবে ওর কপালে। মায়া হতাশায় আসিফের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঘুরাল বিল্ডিংয়ের দিকে। পুরো মাথা উঁচু করে দেখল নাক উঁচু বিল্ডিংটা। এই বিল্ডিংটা কয় তলা হবে? মায়া গুণে দেখতে? বোকার মতো মায়া গুনে গুনে সাত তলায় গিয়ে ঠেকল। মায়া বুঝতে পারল পুরো বিল্ডিংটা সাত তলা। রিদ খান থাকেন তিন তলায়। মায়ার কি একা যাওয়া ঠিক হবে কোনো ছেলের বাসায় হুট করে? তাও এতো সাতসকালে? মায়া ভাবল রিদ খান কি আর একা থাকবে এই বাসায়? অবশ্যই তার পরিবারের কেউ না কেউ থাকতে পারে। রিদ খানের পরিবারকে তো মায়াকে চিনে। নতুন আত্মীয় হয় ওদের। মায়াকে এতো সকালে নিজেদের ফ্ল্যাটে দেখলে নিশ্চয়ই অবাক হবেন তাঁরা? মায়াকে প্রশ্ন করলে সে কি উত্তর দিবে তাদের? কি জন্য মায়া এগো সকালে এখানে এসেছে? সত্যিটা তো বলতে পারবে না। মিথ্যাই কিছু একটা বলতে হবে। ইতস্তত মায়া হাসফাস করলো। কি এক বিপদে পরলো মায়া

নিজের নিখোঁজ স্বামীর খোঁজ করতে গিয়ে। জীবন যে কাজ করার ছিল না সেই কাজ গুলো আজকাল করে বেড়াচ্ছে মায়া। বুকের চাপা শ্বাস ছেড়ে মায়া দ্বিধায় নিয়েই বিল্ডিংয়ের ভিতরের দিকে হাঁটল। দারোয়ানের দেখানো সিঁড়ি ধরে সোজা তিন তলায় গিয়ে দাঁড়াল। বেশ হাসফাস করে জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট বেজাল। জড়তার হাতে বেশ সময় নিয়ে পরপর করিংবেল চাপলো। একবার! দুইবার! তিনবার! পরপর বেশ কয়েকবার করিংবেল চাপল একটু রয়েসয়ে। কিন্তু তারপরও কাউকে দরজা খুলতে না দেখে, মায়া এবার দ্বি-মনা করলো এতোবার করিংবেল চাপাতে। মায়ার মনে হলো সকাল বেলা হওয়ায় বাসার সবাই হয়তো এখনো ঘুমে। আর মায়া এই মুহূর্তে তাদের ঘুমের ডিস্টার্ব করছে এতোবার করিংবেল বাজিয়ে। মায়া মনোস্থির করে আর করিংবেল বাজাবে না। সেজন্য সুইচ বোর্ড হতে নিজের হাতটা গুটিয়ে নিতেই খট করে দরজা খুললো কেউ। তবে ওর সামনে দরজা নয় বরং পিছনের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে রাশিভারি গলায় বলল...‘ এদিকে আসো!

মায়া চমকে পিছনে তাকাল। দেখল রিদ দরজা ধরে ঘুমন্ত চেহারায়, এলোমেলো চুলে দাঁড়িয়ে। দেখে বুঝায় যাচ্ছে করিংবেলের চাপে সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছে সে। মায়াকে এই মূহুর্তে দেখে রিদ আবাক হয়েছে কিনা তার চেহারা দেখে মায়া ঠাহর করতে পারল না। তাঁকে স্বাভাবিক মনে হলো মায়ার। তবে মায়া বেশ চমকিত রিদের এলোমেলো চুল আর ঘুম জড়ানো চেহারায়। মায়ার মনে হয় এই প্রথম সে রিদ খানকে দেখল সে গুছালো নয়, পরিপাটিও নয় বরং এলোমেলো এক সুন্দর পুরুষকে দেখল। যে দেখতে শুধু আকর্ষণী নয়। বরং বিপদ জনক মোহিত। মায়া বিবাহিত না হলে, বা স্বামী জন্য মায়ার মনটা না কাঁদলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই রিদ খানের এই রূপে গলে পরতো সে? তবে মায়া মানতে বাধ্য লোকটা আসলেই মাত্রাতিক সুন্দর আর নজরকারা সুদর্শন। রিদ মায়াকে ড্যাভড্যাভ করে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে দরজা ধরেই হাল্কা কপাল কুঁচকায়। মায়ার অপলক দৃষ্টি, ওর মনোভাব বুঝতে দেরি হলো না রিদের। স্বাভাবিক নেয় রিদ দরজা ছেড়ে ভিতরে দিকে যেতে যেতে মায়ার উদ্দেশ্য বলল...

‘ ভিতর থেকে দরজাটা লক করে দাও। রিদ চলে যেতেই মায়ার টনক নড়লো। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলো রিদকে বেহায়া নজরে দেখায়। ছিঃ জীবনে সুন্দর ছেলে দেখেনি মায়া? এইভাবে কারও দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়? লোকটা নিশ্চয়ই মায়াকে খারাপ ভাবছে? এমনই এই লোক মায়াকে খারাপ খারাপ প্রস্তাব দেয়। পরকীয়া করতে চাই। এখন মায়ার বেহায়া দৃষ্টিতে লোকটা নিশ্চয়ই মনে করবে মায়া তার রূপে গলে গিয়ে পরকীয়া সম্পর্কে রাজি হয়েছে? মায়া বেশ অসহায় মনে করলো নিজের ভাবনায়। আজকাল ওর নিজের সাথে কি হচ্ছে সেটাই ঠাহর করতে পারছে না সে। মায়ার মনে হচ্ছে ওহ অদৃশ্য কোথাও আটকে গেছে। কেউ ওর ফিলিংস নিয়ে খেলছে। কিন্তু কে? তা জানে না মায়া। আর এখানেই মায়া অসহায় হয়ে পরে। চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মায়া রিদের পিছন পিছন ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকল। রিদের কথা মতো দরজা লাগিয়ে পিছনে ঘুরতে চোখে পরলো ভিতরকার সাজানো গুছানো সুন্দর একটি ফ্ল্যাট। মায়া আবাক নেত্রে চারপাশে তাকাল। পুরো তিনতলা সমন্বয়ে এই ফ্ল্যাটটি তৈরি।

এপাশ ওপাশ দুপাশ মিলিয়ে একটা ফ্ল্যাট এটা। যার জন্য মায়া তখন দুটো ফ্ল্যাট ভেবে বিপরীত পাশের দরজাটাতে করিংবেল চাপছিল। কিন্তু রিদ অপরদিকে দরজা খুলেছিল। প্রথমত বাহির থেকে কেউই বুঝতে পারবে না এখানে দুটো ফ্ল্যাট নয় বরং একটাতে গড়া। মায়া ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে চোখ ঘুরাল বিলাসিতায় ভরপিন্ড ফ্ল্যাটটি সৌন্দর্যের দিকে। এতো সাজানো গুছানো সুন্দর ফ্ল্যাটটিতে রিদকে ছাড়া আশেপাশে আর কাউকে চোখে পরলো না মায়া। মায়া চোখ যখন ফ্ল্যাটের আবিজাত্য মাপতে ব্যস্ত তখন রিদ মায়ার ধ্যান ভেঙ্গে পুনরায় বলল...‘ এতো সকালে আসলে যে?

মায়া অল্প চমকে রিদের দিকে তাৎপর করে তাকাল জড়তার চোখে। জামাই খোঁজে দিশেহারা হয়ে থাকতে না পেরে সকাল সকাল আপনার কাছে চলে এসেছি তাঁর তথ্য নিতে এটা বলবে মায়া? এটা বললে নিশ্চয়ই রিদ খান মায়াকে পাগল-ছাগল মহিলা ভাববে। আবার জামাই পাগলও বলতে পারে ওকে। তখন বিষয়টা ভালো দেখাবে না বলে মায়া মিথ্যা বলে মিনমিন স্বরে বলল...

‘ কাল আপনি আমায় সকালে আসতে বলেছিলেন।
কিন্তু কয়টা আসবো সেটা বলেন নি। সেজন্য
আন্দাজে এখন চলে আসসাম। আসলে একটু পর
আমার তাড়া আছে তো তাই। আটটায় আমার পরীক্ষা
আছে, সেজন্য এখন না আসলে পরে আর সময়
পেতাম না।

দৃঢ় কণ্ঠে বলল...

‘ কিন্তু আমার জানা মতে তোমার পরীক্ষার খাতা দেয়
নয়টা পয়তাল্লিশে, আর শুরু হয় দশটায়। রাইট?
মিথ্যা বলে ধরা পরে যাওয়ার মায়া এবারও মিনমিন
করলো। তারপর নিজের হয়ে গাই গুই করে ফের
মিথ্যা বলে বলল...‘ আমার আটটায় কলেজে একটা
কাজ আছে। দ্রুত যেতে হবে বলেই এতো সকালে
আসলাম।

রিদ নিজের এলোমেলো চুলে দু’হাতে ব্রাশ করে
পিছনে ঠেলে দিতে দিতে চোখ উঁচিয়ে তাকাল দেয়াল
ঘড়ির দিকে। ৬ঃ ৪২ বাজে! রিদের দৃষ্টি অনুসরণ
করে মায়াও সেদিকে তাকাল। রিদ জানে মায়া মিথ্যা
বলছে। স্বামীর খোঁজে যে সকাল সকাল তার কাছে
চলে এসেছে সেটাও বুঝল। তবে সে ধরা দিল না।

এই মূহুর্তে ধরা দিলেই সমস্যা। এই মহিলা তখন রিদের সুন্দর একটা মূহুর্তে, দারুণ একটা প্ল্যানিংটা নষ্ট করে দিবে। রিদ ঘড়ির থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ফের মায়ার দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো দুজনের। মায়াও তখন সবে দেয়াল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রিদের দিকে তাকিয়েছিল। দুজনের দৃষ্টি মিলাতে মায়া ইতস্ততায় নত মস্তিষ্কের হলো। জড়তার গলায় বলল...

‘ বাসায় আর কেউ নেই?

‘ আপাতত নেই। মায়া চমকে রিদের দিকে তাকাল। সে কি মায়া কি ভুল করে একা একটি ছেলের ফ্ল্যাটে ঢুকে পরেছে? এখন কেউ ওদেরকে একত্রে দেখে নিলে কি হবে? নিশ্চয়ই মায়ার নামে বদনাম উঠবে দুই ছেলে-মেয়ে একা এক বাসায় থাকায়। তাছাড়া রিদ খান কেমন না কেমন চরিত্রের মায়াও ঠিকঠাক জানে না। যদি কোনো মেয়ে ঘটিত বিষয় আজ পযন্ত মায়ার জানাশুনা বা চোখের মধ্যে পরেনি কিছু। তারপর মায়া রিদ খানকে ভালো বলতে পারছে না। তার কারণ অন্যসব মেয়েদের সাথে রিদ খান কেমন তা জানা নেই, তবে মায়ার সাথে এই লোক ভিষণ

খারাপ। মায়াকে উল্টাপাল্টা কথা বলে, পরকীয়া প্রস্তাব দেয়। হুটহাট কাছে চলে আসে, আবার বাজে ইঙ্গিতও দেয়। আবার গা ঘেঁষে বসেও পরে। এমন লোকের চরিত্র কি ভালো হবে? মায়ার জন্য রিস্ক না? মায়া ভাবলো দ্রুত সে রিদ থেকে তথ্য গুলো নিয়ে চলে যাবে। সেজন্য সোজা কথায় বলল...‘ লোকটার খোঁজ পেয়েছেন?

‘ ব্ল্যাক কফি! চিনি ছাড়া। কিচেন ঐদিকে।

মায়ার কথার বিপরীতে রিদ কথাটা বলেই আগুল তুলে ফ্ল্যাটের কিচেনটা দেখাল। মায়া থেকে অনুমতি নয় বরং আদেশ করলো তাঁকে কফি করে দেওয়ার। রিদের কথার মাঝে মায়া তীব্র অধিকার বোধ মনে করলো। কিন্তু কিসের এতো অধিকার রিদের? সম্পর্কে বিয়াইন হয় বলে? হয়তো! তাছাড়া নতুন মেহমান বাসায় আসলে তাকে দিয়ে কেউ কাজ করায়? উল্টো রিদ খানের উচিত মেহমান হিসাবে মায়াকে চা-নাস্তা করে খাওয়ানো। সেই জায়গায় মায়া এই লোকের জন্য কফি করবে? মায়া আবাক হওয়া সুরে জানতে চাইল...

‘ আমি?

‘ প্রায় পনে সাতটা। এতো সকালে নিশ্চয়ই খেয়ে আসোনি? আপাতত দুজনের জন্য নাস্তা বানাও। আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি।

আবাকে মায়ার চোয়াল ঝুল পরলো। একটা পর একটা অর্ডার? সেকি এই লোকে কাজের মহিলা হয় নাকি তার বউ যে এতো অধিকার দেখিয়ে অর্ডার করলো? মায়া হতবুদ্ধি হয়ে আওড়াল...‘ এ্যাঁ?

‘ তৈলাক্ত খাবার পছন্দ না আমার। সাদামাটা কিছু বানাবে। !

নিজের কথা শেষ করেই রিদ ড্রয়িংরুম পার হয়ে নিজের রুমের দিকে গেল। রিদকে চলে যেতে দেখে মায়া তাড়াহুড়ো পিছন ডাকল রিদকে....

‘ আরে এই যে কোথায় যাচ্ছেন আপনি? আমার কথাটা তো শুনুন? ঐ লোকটার খোঁজ পেয়েছেন আপনি?

রিদ মায়ার কথার উত্তর করলো না। বরং চলে যেতে যেতে নিজ বাক্যে বলল...

‘ কিচেনে সব রাখা আছে। চেক ইট!মায়া রিদের চলে যাওয়ার দিকে বিস্ময়ে তাকাল। ভারি অদ্ভুত লোক। সাতসকালে ডেকে কাজের মহিলা বানিয়ে দিল?

একবার মায়াকে পযন্ত করলো না সে আদৌও রান্না-টান্না পারে কিনা? মায়া রিদের চলে যাওয়ার দিকে আরও একবার তাকিয়ে হাতের পরীক্ষার সাদা ফাইলটা সোফা টেবিলের উপর রাখল। রিদের দেখনো কিচেনে ঢুকতে দৃষ্টি বিস্মিত হলো। বেশ বড়সড় আর সুন্দর গোছানো কিচেন। দেয়ালের ওয়াল-কেবিনেটের উপরে জায়গায় জায়গায় ছোট কাগজের টুকরো নাম লেখা কোথায় কোন জিনিস আছে। মায়া ভ্রু উঁচাল। বড়োলোকি কারবার সারবার। এই রিদ খানের আরও কয়টা বাড়ি আছে কে জানে? ঢাকা টু চট্টগ্রাম এই নিয়ে মায়া তিনটা বাড়িতে গেল মায়া। বজ্জাত লোক চট্টগ্রামে এসেও পরিবারের সাথে না থেকে এই খালি বাড়িতে পরে আছে। মায়া শুনেছে রিদ খান নাকি ঢাকার খান বাড়িতেও থাকেন না। আলাদা নিজের বাড়িতে থাকে। এই আলোকে কি এমন দুঃখ থাকতে পারে যে পরিবারের সাথে না থেকে আলাদা বাড়িতে থাকেন। হিংসুটে লোক। আসলে বেশি মানুষ পছন্দ করে না বলেই এমনই সমাজ-ছাড়া ছন্নছাড়া আলাদা থাকেন। এই লোকে বিয়ে করলেও হয়তো এমন বগুরে মেয়ে

দেখে বিয়ে করবেন। যার মাথার তার ছিঁড়া হবে।
সহজ ভাষা উল্টো বুঝবে। আল্লাহ জানা কোন মেয়ের
কপাল ফাটাতে যার রিদ খানের মতোন ঘাড় ত্যাড়া
মানুষ স্বামী হিসাবে জুটবে। মায়া তো এখনই রিদ
খানের বউয়ের জন্য মায়া হচ্ছে। আহারে বেচারী!

সেফ খুজে খুঁজে নুডলসের আয়োজন বের করল।
অল্প ঝালে হাতে হাতে কাজ চালিয়ে নুডলস বানাল।
মায়া জানা রিদ ঝাল খেতে পারে না একবার
শুনেছিল। সেজন্য কম ঝালের আয়োজন করলো।
আপাতত নুডলসের থেকে বেশি কিছু মায়া বানাতে
পারবে না। কারণ অন্যের বাসায় এসে যা খুশি রান্না
করা যায় না। বিষয়টা খারাপ দেখায়। তাছাড়া কিছু
রান্না করতে গেলে বেশ সময়ে প্রয়োজন দরকার
যেটা আপাতত মায়ার হাতে কম। তাছাড়া মায়ার
জলদি জলদি রিদের সঙ্গে কথা বলে বেড়িয়ে পরতে
হবে বলেই। এতো সময় নিয়ে দুটো মানুষ একই
ফ্ল্যাট দরজা লাগিয়ে থাকাটা ভালো দেখায় না। মায়া
রান্না শেষ করে বড়ো বাটিতে নুডলস ঢেলে
ডাইনিংয়ে রাখতে রাখতে রিদের রুমের দিকে উঁকি
মারলো। দরজা এখনো বন্ধ। ছেলে মানুষ এতো কি

আয়োজন করে ফ্রেশ হয় আল্লাহ জানে? মায়া নুডলস
বাটি রেখে ফের কিচেনে গেল। রিদের জন্য
ব্ল্যাককফি বানিয়ে ডাইনিংয়ে আসতে আসতে রিদের
মুখোমুখি হলো। ততক্ষণে রিদ গোসল সেড়ে সাদা
পাঞ্জাবি পরে ডাইনিংয়ের চেয়ার টেনে বসল। একদম
গোছানো আর পরিপাটি রিদ খান। সকালে ঘুম থেকে
উঠা এলোমেলো রিদ খান নেই আর। মায়া রিদের
দিকে তাকাতে তাকাতে হাতের কফিটা রিদের দিকে
এগিয়ে দিল। রিদ কফিটা হাতে নিয়েই মায়ার দিকে
তাকিয়ে চুমুক বসাল। ‘এতো সকালে নুডলস খাব?
নুডলস ছাড়া আর কিছু বানাতে পারো না
রিদের কথায় মায়া চেয়ারের পিছনে দাড়িয়ে মিনমিন
করে বলল...

‘পারি।

‘তাহলে বানাতে না কেন?

‘অন্য কিছু বানাতে সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু আমাকে
তো এখন চলে যেতে হবে। সেজন্য নুডলস ছাড়া
আর কিছু দ্রুত বানাতে পারিনি।

রিদ কিছু বলল না মায়াকে। আপাতত কিছু বলার
ইচ্ছা নেই তাঁর। মায়ার অন্য চিন্তা। কাজ সুন্দর ভাবে

শেষ হলেই হয়। রিদ হাতের কফিটাতে চুমুক বসাতে বসাতে মায়ার উদ্দেশ্য বলল...

‘প্লেটে সার্ভ করো! মায়া চমকে গোল গোল চোখে তাকাল রিদের দিকে। আশ্চর্য মায়া এই লোকে বেড়ে খাওয়াবে কেন? এই লোকের কে হয় মায়া? কিছুই তো না! অথচ এমন অধিকার দেখাচ্ছে যেন মায়ার উপর সবথেকে বেশি অধিকার এই লোকের। আজব সামনে রাখা আছে অথচ মায়াকে বলছে বেড়ে খাওয়াতে। মায়া মনে মনে চাইলো রিদের মুখের উপর মানা করে দিবে। সে বলবে আমি আপনাকে বেড়ে-টেরে খাওয়াতে পারবো না। রেঁধে এনেছি এবার নিজের হাতে খেলে খান নয়তো খাওয়া লাগবে না। অথচ মনের কথা গুলো মায়া মনে বলতে পারলো না রিদের কাছে সাহায্য চেয়েছে বলে। মায়া যদি সামান্য বেড়ে খাওয়াতে মানা করে তাহলে রিদও মায়াকে ওর নিখোঁজ স্বামী তথ্য দিবে না বলে। মায়া বাধ্য হয়ে রিদকে প্লেটের নুডলস তুলে দিয়ে চামচ এগিয়ে দিল। রিদ নুডলসের প্লেটে চামচ দিতে দিতে মায়ার উদ্দেশ্য বলল...’ দ্রুত খাওয়া শেষ করো। মানুষ আসবে।

‘কিসের মানুষ?

রিদের কথায় চমকে মায়া কথাটা বলল। রিদ তখনো মায়ার দিকে তাকাল না। সে ততক্ষণে নুডলস চামচে মুখে তুলে ফেলেছে। রিদের অল্প অল্প কথা মায়াকে মাঝেমধ্যে ভিষণ রাগ দেয়। মায়া উত্তেজনায় রিদকে ফের প্রশ্ন করবে তখনই দরজার করিংবেল বেজে উঠে আচানক। মায়া চমকে ভয়ার্ত মুখে দরজার দিকে তাকিয়ে রিদের দিকে তাকাল। লোকটার কোনো ভাবান্তর নেই। সে চুপচাপ খেয়েই যাচ্ছে। বাসা কে আসল? ওদের দুজনকে একত্রে দেখলে কি হবে সেটার টেনশনে মায়া ভয়ে অস্থির হলো। দরজার দিকে তাকিয়ে মায়া অস্থির চিত্তের বলল...

‘কে জানি এসেছে? আমাদের দুজন দেখে যদি খারাপ ভাবে?

মায়ার কথায় রিদ বেশ বিরক্ত হলেও মায়ার দিকে তাকাল না। বরং খেতে খেতে ভারি গলায় বলল...

‘আসিফ হবে।

‘সত্যি?রিদ আর উত্তর করলো না। সে আপাতত খাবারটা শেষ করতে চাচ্ছে। পরপর করিংবেল বাজাতে মায়া ইতস্তত করে দরজা খোলে দিল।

চোখে পরলো কালকের সেই রাহাত ছেলেটি যে
মায়াকে রাকিবের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। মায়া এই
ছেলেকে সকাল সকাল রিদের ফ্ল্যাটের দরজা সামনে
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মায়া ভয় পেল। যদি মায়াকে
খারাপ মেয়ে ভেবে রাহাত রাকিবকে বলে দেয়
তাহলে রাকিব ভাই নিশ্চয়ই আরিফকেও বলে দিবে।
মায়া ভয়াব্র্ত মুখে রাহাতের হাসিহাসি মুখটার দিকে
তাকিয়ে ভীতু গলায় বলল...

‘ ভাইয়া আপনি?রাহাতের ছটফট উত্তর আসলো
তক্ষুনি। হাতের প্যাকেট গুলো মায়ার দিকে এগিয়ে
দিতে দিতে বলল...

‘ জ্বি ভাবি আমি। আসিফ ভাইয়া আপনাদের জন্য
খাবার পাঠিয়েছেন। নিন।

মায়া ভয়ে ভয়ে খাবারের প্যাকেট গুলো হাতে নিতেই
রাহাত তাড়া দেখিয়ে চলে যেতে যেতে বলল...

‘ আসি ভাবি। কিছু প্রয়োজন হলে ডাকবেন। আমি
নিচেই আছি। আসসালামু আলাইকুম।

গমগমে পায়ে দ্রুত সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল
রাহাত। মায়া সেদিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।
যাক ছেলেটা মায়াকে খারাপ চোখে দেখেনি। ভয়

কাটলো। মায়া দরজা লাগিয়ে ফের ডাইনিংয়ের আসল। হাতের প্যাকেট গুলো টেবিলে উপর রাখতে রাখতে বলল....‘ আসিফ ভাই খাবার পাঠিয়েছেন আপনার জন্য। নিন।

কথা গুলো বলতে বলতে প্যাকেটের ভিতর হতে খাবার বক্স গুলো খুলে রিদের সামনে রাখল।

‘ আমার অলরেডি ডান। তুমি শেষ করো।

‘ সমস্যা নেই আমি ঠিক আছি। খাওয়া লাগবে না। আমি কলেজ গিয়ে কিছু খেয়ে নিব।

‘ ওকে।

রিদ বিরক্তি কণ্ঠে কথাটা বলল। মায়া বেশ লজ্জিত হলো রিদকে এইভাবে বলতে দেখে। আরে মানুষতো দুই একবার এমনিতে সাধে খাওয়ার জন্য। অথচ এই লোক মায়াকে একবারও সাধলো না মায়ার না করাতে? মায়ার তো সত্যি ক্ষিদে পেয়েছে। মায়া লজ্জিত হয়ে যেতে নিতে রিদ পিছন ডেকে বলে...

‘ আমার কথা আছে বসো এখানে।

মায়া ভাবলো ওর স্বামীর বিষয়ে কিছু বলবে সেজন্য চেয়ার টেনে সঙ্গে সঙ্গে বসে পরলো রিদের পাশে। তীব্র আগ্রহ নিয়ে রিদের মুখের দিকে তাকাতেই রিদ

একটা প্লেটে মায়ার জন্য আসিফের আনা খাবার বক্স
গুলো থেকে খাবার তুলে বেড়ে মায়ার সামনে প্লেট
রাখতে রাখতে বলল...‘ নিসেন! আমি ফ্রীতে কিছু
করি না। করা ইচ্ছাও নেই। মানবদরদী কিন্তু আমার
বাবা আমি নয়। সেক্ষেত্রে বিনিময় ছাড়া কোনো কাজ
আমার হাতে উঠে না। তোমার ক্ষেত্রেও তাই। আমার
কাছে সাহায্য চেয়েছ আমি অবশ্যই করবো। কিন্তু
তার বিনিময়ে আমাকে দিতে হবে। সোজা কথা
বলতে গেলে একহাতে নিন, অন্যহাতে দিন। মানে
হাতে হাতে সম্পর্কের বিষয়টা। কিন্তু তুমি আমার
চাহিদা অনুযায়ী পারিশ্রমিক দিতে পারবে না কারণ
তোমার কাছে এতো টাকা নেই। নাই থাকতে পারে।
ছোট মানুষ তুমি। এতো টাকা থাকার কথাও না।
সেজন্য আমি অফার করেছিলাম তোমার দুটো
কিডনির থেকে একটা কিডনি আমাকে নিয়ে দিতে।
আমি তা বিক্রি করে দু’লাখ এমনই পেতাম। কিন্তু
তুমি তাতে রাজি নও কারণ তোমার ধারণা তুমি মরে
গেলে তোমার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে।
আসলে এমনটা আমিও ধারণা বউ মারা গেলে স্বামী
আরেকটা বিয়ে করায় উচিত। আচ্ছা যায় হোক! তুমি

যখন তোমার একটা কিডনি দিতে না ইচ্ছুক নয়
সেজন্য আমি ভাবলাম তোমার না-হয় তোমার স্বামীর
একটা কিডনি টিল ডান করি। আমি তাঁকে খুঁজে
পেলে তাঁর একটা কিডনি আমি রেখে দিব আমার
পাওনাদার দু'লাখ টাকা দায়ে। এতে তুমিও মরবে না,
তোমার সংসারে দ্বিতীয় নারী আসবে না। আমাদেরও
পরকীয়া সম্পর্কটা থাকল। তবে ভয় নেই একটা
কিডনি দিয়েও কিন্তু মানুষ বাঁচে অনেক বছর মরে
না। রিদের মুখে আবারও পরকীয়া প্রস্তাবটা পেয়ে
মায়া নাক মুখ কুঁচকাল। দুনিয়াতে এতো সম্পর্কে
থাকতে মায়া কেন এমন বাজে একটা প্রস্তাব দেয়
মায়া বুঝে না। তারপর মায়া এখন গলা উঁচিয়ে
রিদের সাথে তর্ক করতে চাইল না। যেহেতু রিদ
এখন মায়াকে ডেকে নিশ্চয়ই কিছু বলবে। তাছাড়া
কিডনি মায়ার যাক বা ওর স্বামীর একইতো কথা।
লোকটাকে খোঁজে পেলেই তো হলো। মায়া রিদের
কথা ঘাড় বেঁকে সম্মতি দিলো। মায়া সম্মতি দিতে
দেখে রিদ একটা ব্রু উঁচাল। নারী আসলে সব পারে।
স্বামীর কিডনি তার অগোচরে পযন্ত বিক্রি করে দিতে
পারবে তারপরও নিজের সংসারে পরনারী চায় না।

রিদ মায়াকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে দেখতে পাশ থেকে
টিস্যু তুলে মুখ মুছল। মায়ার উদ্দেশ্য একই ভঙ্গিতে
বলল....‘ আপনি ঘাড় বাঁকালে তো হবে না। টিল ইজ
টিল! প্রসঙ্গটা আমার দু’লাখ টাকার বুঝলেন? টাকার
লেনদেন নিয়ে আমি কাউকে বিশ্বাস করিনা। সেজন্য
একটু পর আসিফ উকিল নিয়ে আসবে। কিছু
কাগজপত্র আপনাকে দিবে সেগুলো সুন্দর করে
সাইন করে দিবেন। কাগজগুলো হলো আমাদের
মধ্যকার টিল হয়েছে সেটার প্রমাণ পত্র বুঝলেন।
কাজ হওয়ার পরে আপনি যেন অস্বীকার করতে না
পারেন সেজন্য কাগজ কলমে স্বাক্ষর আরকি।
আরেকটা কথা উকিলের সাথে মনে হয় একজন
কাজিও আসবে। আ...

রিদের কথার মাঝে অস্থির গলায় ফোঁড়ন কাটল
মায়া....

‘সেকি কাজি কেন?

‘আগে আমাকে বলতে দেন। তারপর আপনি নিজে
মুখ খুলবেন।

‘সরি!’ আপনি বলেছিলেন আপনাদের বিয়ের কোনো
সাক্ষী, বা প্রমাণ-টমান নেই। এমনকি কাবিননামা

নেই। সব আগুন পুরে ছাই। আসলে আগুনে পুরে
ছাই হলে কিন্তু বিয়েটা হয়েছিল সেটা কিন্তু আপনি
নিজের মনে অস্বীকার করতে পারবেন না। যদিও
মুখে অস্বীকার করেন তাহলে সেটা কিন্তু মহাপাপ
হবে। সমাজ সত্যি মিথ্যা যাচাই পরে করবে। কিন্তু
এক স্বামী রেখে অন্য স্বামীঘর করা কিন্তু ইসলামের
নিষেধ। মহাপাপ বলে গণ্য। সেজন্য আমি আপনাকে
মহাপাপ থেকে বাঁচাতে চাই বুঝলেন। শতহোক
আপনি আমার সম্পর্কে আত্মীয় হোন। তারপর আপনি
একজন ছোট মানুষ সেজন্য ভাবলাম আপাতত আমি
না-হয় আপনার গার্ডিয়ান হয়ে কিছু দায়িত্ব কাঁধে
তুলে নিলাম। কি বলেন আমার দায়িত্ব নেওয়াতে
আপনার সমস্যা আছে? আপনার ভালো জন্য
বলছিলাম।

রিদের কথায় মায়া অসম্মতি জানায়। যাঁর অর্থ ওর
কোনো সমস্যা নেই রিদ আপাতত ওর হয়ে দায়িত্ব
কাঁধে তুলে নিলে। রিদের কুটনৈতিক বুদ্ধি জোর
দেখা গেল তক্ষুনি। মায়াকে ফের নিজের কথা জ্বালে
ফাঁসাতে ফাঁসাতে বলল...

‘ তো কাজির ব্যাপারে যেটা বলছিলাম। আসিফকে পাঠানো হয়েছে উকিল আর কাজি সাহেবকে আনতে। উকিল আমার জন্য আর কাজি সাহেব আপনার জন্য ডাকা হচ্ছে। উকিলের বিষয়টা হয়তো এতক্ষণ আপনি বুঝে গেছেন। আমার মধ্যকার টিলের জন্য কাগজপত্র নিয়ে আসবে। আর কাজি সাহেবকে আপনার জন্য ডাকা হয়েছে কারণ একটু পর আপনার বিয়ে হবে। সেটা রেকর্ড করা হবে। তবে বিয়েটা কিন্তু সত্যি না। মিথ্যা মিথ্যা একটা বিয়ের কাহিনী করতে হবে আরকি।’ বিয়ে? বিয়ে কেন?

‘ শুনেছি আপনার স্বামী নাকি অনেক ধূত ক্রিমিনাল মাইটের। খারাপ প্রকৃতির লোক। খালি নিজের স্বার্থ বুঝে। এমন ব্যক্তি কাছে আপনাদের বিয়ের মিথ্যা প্রমাণ যোগাড় করা কিন্তু কোনো ব্যাপার না। চাইলেই টাকা দিয়ে হাজারটা মিথ্যা প্রমাণ যোগাড় করতে পারবে। তবে আমার মনে হয়না সে এমন করবে। আমার মনে হয় সে আপনাদের বিয়েটা সমাজের সামনে অস্বীকার করে আপনাকে সারাজীবন ডিভোর্স না দিয়ে ঝুলিয়ে রাখবে। তখন আপনি কিন্তু স্বামীকে ডিভোর্স না দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবেন না।

আমাদের ধর্ম কিন্তু সেই স্বীকৃতি নেই। যদি সে আপনাকে মেনে নেই তাহলে তো সমস্যা নেই আমাদের এই রেকর্ডের বিয়েটার দরকার হবে না আর। কিন্তু যদি অস্বীকার করে তাহলে অন্তত আজকের বিয়ের রেকর্ডটা কোর্টে শুনিয়ে আপনার পরিবার ডিভোর্সের জন্য এপ্লাই করতে পারবে। তখন আপনার স্বামীর কিছু করার থাকবে না। কাজি যখন বিয়ে পড়াবে তখন সম্পূর্ণটা রেকর্ড করা হবে।

‘কিন্তু বর ছাড়া একা একা কবুল বললে হবে? রেকর্ডে তো ছেলেমেয়ে দুজনের থাকতে হবে। আমি একা একা কবুল বললে ধরা পরে যাবো না?’ ভারি চিন্তা বিষয় তো? এই বিষয়টা আমার মাথায় আসেনি। আপনি একা কবুল বললে তো হবে না তাই না? যেহেতু প্রমাণে জন্য মিথ্যা বিয়েটা হচ্ছে সেহেতু ছেলে-মেয়ে দুজনের গলার আওয়াজ প্রয়োজন পরবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ছেলে পাব কোথায়?

রিদ ভাবুক হওয়ার ভান করলো। মায়া খানিকটা ভেবে বলল...

‘আসিফ ভাইয়াকে না-হয় বলুন আমাট সাথে মিথ্যা মিথ্যা কবুল বলতে।

মায়ার কথায় রিদ খানিকটা নড়েচড়ে বসল। তার সাজানো গুছানো সুন্দর প্ল্যানিংটাতে কিভাবে জল ঢেল দিতে চাইছে এই মহিলা। রিদ অসন্তুষ্ট গলায় বলল...

‘আরে না আসিফকে দিয়ে হবে না। আসিফ থাক! আচ্ছা আমাকে দিয়ে হবে না? আপনার এই উপকারটা বরং আমিই করি। দায়িত্ব যেহেতু নিয়েছি এতটুকু উপকার তো করায় যায়।

‘আচ্ছা লোকটার তথ্য তো আমি জানি না তেমন। এখন বিয়েতে যদি উনার পরিচয় দরকার পরে তাহলে দিবো??

‘আপাতত আমার পরিচয় দিয়ে আপনার মিথ্যা বিয়েটা কমপ্লিট হবে। তারপর আপনার স্বামীর পরিচয় পেলে নতুন করে ভয়েস এডিটিং করে আমার নাম কেটে না-হয় আপনার স্বামী নাম ঠিকনা বসাবো হবে। মায়া ঘাড় বাঁকা করে সম্মতি দিল। এই মুহূর্তে রিদকে মায়ার খারাপ মনে হচ্ছে না, বরং ভালোই মনে হচ্ছে। লোকটা মায়ার কতো বড়ো উপকার করতে চাইছে। মায়া বেশ ফুরফুরে মেজাজ নাস্তাটা শেষ করতেই আসিফ কাজি আর উকিল নিয়ে হাজির হলো। পিছন পিছন রাহাতের সঙ্গে রাফিন, সোহান

নামক আরও দুটো ছেলে আসল রিদ ভাইয়ের
বিয়েতে উপস্থিত থাকবে বলে। আবার দেখা যায়
তাদের দুজনকে মায়ার পক্ষের সাক্ষী হতে। মায়া
রিদের কুটনৈতিক বুদ্ধির খতিয়ান বুঝতে পারলো না।
বরং রিদ মায়াকে ভুলবাল বুঝিয়ে সোফায় গিয়ে বসল
দুজন। তাও দূরত্ব নিয়ে। উকিল সাহেব মায়ার দিকে
বিয়ের রেজিস্ট্রি পেপার এগিয়ে দিতেই মায়া সুন্দর
করে সাইন করে দিল, ওহ মনে করলো কাগজ গুলো
ওদের চুক্তিপত্রের। মায়ার মুখোমুখি কাজি সাহেব
বসা। তিনি মায়ার রেজিস্ট্রি পেপার সাইন করা
পরপরই রিদ-মায়ার কাবিননামা এগিয়ে দিল। মায়া
তাতেও সাইন করলো। কিন্তু বরের জায়গাটা খালি
দেখে রিদের দিকে তাকাল এক পলক। সঙ্গে সঙ্গে
চোখাচোখি হলো দুজনের। রিদ পূর্ব থেকেই মায়ার
দিকে তাকিয়ে ছিল। মূলত মায়ার দিকে উপস্থিত
সবাই তাকিয়ে। মায়া জড়তার জন্য সবার সামনে
রিদকে প্রশ্ন করতে পারলো না যে কাবিননামায়
বরের জায়গাটায় কে সাইন করবে সেটা? মায়া
কাবিননামা সাইন করে কলমটা রাখল। কাজি সাহেব
রিদের দিকে একই কাবিননামা এগিয়ে দিতে চাইলে

রিদ হাতের ইশারা থামতে বলে উনাকে। রিদ পরে সাইন করবে এমনটা হাতের ইশারায় বুঝাতেই কাজি সাহেব আর কথা না বাড়িয়ে বিয়ে পড়ানো শুরু করেন। কাজির সাহেব রিদের নাম, তার বাবার নাম নিয়ে বিয়েটা পুড়ানোর শুরু করলে আসিফ রিদের ফোনের রেকর্ড অন করে টেবিলে সামনে রাখল। পুরো বিয়েটা রেকর্ড করার মধ্যে দিয়েই সম্পূর্ণ হলো। মায়া বুঝলই না কোনো মিথ্যা বিয়ে-টিয়ে নয় বরং সত্যিকার শক্তপোক্ত ভাবে আবারও একবার বিয়ে হলো দুজনের। মায়া মনে করলো রিদ ওকে উপকার করেছে। বিশাল বড় উপকার। কিন্তু মায়া ঘুণাম্বুণে টের পেল না সেই উপকারী মানুষটা আবারও একবার ওর স্বামী হয়ে বসে আছে। দুজনের বিয়ে শেষ হতেই রিদ আসিফকে দিয়ে মায়াকে কলেজ পাঠাল। তারপর সে কাবিননামা সাইন করে সবাইকে বিদায় জানাল। বিয়ের ডকুমেন্ট হিসাবে প্রত্যেকের কাগজ তার কাছে একটা করে কপি রাখল। রিদ তীক্ষ্ণ নজরে সেগুলো পরখ করতে লাগল কফিতে চুমুক দিতে দিতে। তার হাতের এই কফিটা মায়াই বানিয়েছিল যাওয়ার আগে। সে বলেছিল

মায়াকে চলে যাওয়ার আগে রিদকে আরও একটা কফি করে দিতে। মায়া বিনা কথা করেও দিয়েছে। রিদ সূক্ষ্ম নজরে বিয়ে রেজিস্ট্রি পেপার গুলো দেখতে লাগলো বারবার। কাল মায়া কথা গুলো রিদকে ঐভাবে না বললে আজ হয়তো রিদ কখনোই বিয়েটা করতো না। কাল মায়া রিদের চোখে আগুল দিয়ে বুঝিয়ে ছিল তার কাছে কোনো স্বাক্ষর প্রমাণ নেই দুজনার বিয়ের। আসলেই ছিল না। রিদ কোনো ভাবেই বিয়েটা হয়েছিল বলে এমনটা প্রমাণ করতে পারতো। সেজন্য তোরজোড় করে আজকে বিয়েটা করে নিল রিদ। এখন রিদের কাছে প্রমাণ আর প্রমাণ। রিদ সূক্ষ্ম চোখে আরও একবার কাগজ গুলোয় বুলাল। তার বউ বোকা হলেও মাঝেমধ্যে কাজের কথা বলে বেড়ায়। তাঁকে বিয়ের আইডিয়া দেওয়াটা জোস ছিল। কলেজে ঢুকতে ঢুকতে মায়ার নয়টা বেজে গেল। আসিফ রিদের গাড়ি করে মায়াকে এইটুকু পথ দিয়ে গেল। এতক্ষণে কলেজে বেশ ভালোই আনাগোনা হয়েছে স্টুডেন্টের। জুই এখনো কলেজে আসেনি হয়তো একটু পর আসবে। তবে শ্রেয়াকে দেখা গেল কলেজে চত্বরেই। আবাক চোখে

মায়ার দিকে তাকিয়ে ছিল সে। হয়তো বুঝার চেষ্টা করছিল মায়া রিদের গাড়িতে কিভাবে আসল? মায়া প্রথমে বুঝল না শ্রেয়ার দৃষ্টির কারণ কিন্তু তারপরে ঠিকই বুঝল যখন শ্রেয়া মায়াকে এই নিয়ে প্রশ্ন করলো সে কিভাবে রিদের গাড়িতে আসল? মায়া খুব স্বাভাবিক নেয় জানালো সে রিদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল সেজন্য রিদের গাড়িতে করে আসা। তবে মায়া বিস্তারিত ভেঙ্গে না বললে শ্রেয়াও বিস্তারিত জানার আগ্রহ দেখাল না। বরং শ্রেয়া যেটা জানার আগ্রহ দেখাল সেটা হলো...‘ তোর রিদ ভাইকে কেমন লাগে মায়া??

দুই বান্ধবী কলেজ ভবনের দ্বি-তলায় করিডোরে দাঁড়িয়ে। পরীক্ষা দশটায়। জলদি আসায় তাই আপাতত ক্লাসে সামনে দাঁড়িয়ে। শ্রেয়ার কথায় মায়া করিডোরের রেলিঙের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শ্রেয়ার দিকে কপাল কুঁচকে তাকাল। লহাময় গলায় শ্রেয়ার প্রশ্নটা শুধরিয়ে জানতে চাইল....

‘ কেমন লাগে মানে কি? কি বুঝাতে চাইছিস ঠিকঠাক প্রশ্ন কর। তারপর না-হয় উত্তরটা আশা করিস।

মায়া কথায় কিঞ্চিৎ বিরক্তি হলো শ্রেয়া। তারপরও
মায়ার বুঝাতে চেয়ে বলল....

‘ ঠিকঠাক প্রশ্নই তো করলাম। ছেলে হিসাবে রিদ
ভাইকে তোর কেমন লাগে?

শ্রেয়ার প্রশ্নে মায়ার কুঞ্জিত কপালের ভাঁজ শীতল
হয়। বেশ অবজ্ঞা করেই বলল...‘ কেমন আবার
লাগবে? আট-দশটা ঠিকঠাক মানুষের মতোন লাগে।
তবে উনার রাগ, অহংকার, সাথে সাথে লোকটা
একটু বেশি সুন্দর। এতো সুন্দর মানুষের বউ গুলোর
কপাল খারাপ হয় বুঝলি। সুন্দর পুরুষ গুলো বউকে
ভালোবাসতে চাই না। কারণ তাদের নিজের রূপের
অহংকারই শেষ হয়না, সেখানে বউদের রূপ তো
ডাল ভাত বুঝলি? এই সুন্দর পুরুষ গুলার বাহিরে
নজর বেশি থাকে। বিয়ের পর পরকীয়া সম্পর্ক কিন্তু
এদের দিয়েই হয়। যদি সবটা আমার ব্যক্তিগত
মতামত। তবে এই কারণে আমার সুন্দর পুরুষে
এলার্জি! সহ্য হয়না। আমি-তো নিজের জন্য পারফেক্ট
কালো পুরুষই নির্বাচন করবো। যে আমার রূপে
প্রশংসা করতে করতে পঞ্চমুখ থাকবে। সারাজীবন
আমার আঁচল ধরে ঘুরবে আর বলবে ‘বউ আমাকে

একটু ভালোবাসতো। দেখো তোমার ভালোবাসায় আমি কাঙ্গাল হয়ে যাচ্ছি দিনদিন। ভালোবাসায় এতো কৃপণতা করলে চলে বলো? তারপর যেদিন আমি একটু রাগ-টাগ দেখাব, সেদিন সে এসে বলল, ‘বউ ধরো-তো এই পড়া পানিটা খাও! পীরবাবা থেকে এনেছি তোমার জন্য। এই পড়াপানিটা খেলেই তুমি আর রাগ-টাগ করবে না, বরং আমাকে বেশি বেশি ভালোবাসাবে! এটা ভালোবাসা-বাসির পড়াপানি। তুমি বরং খাও খাও!

মায়ার ব্যক্তিগত মতামত আর স্বামীকে নিয়ে অদ্ভুত সব কথা-বার্তায় হতভম্ব হয়ে শ্রেয়া বলে... ‘ ভালোবাসা জন্যও বুঝি কেউ পড়া পানি খাওয়ায়? এটাও সম্ভব বুঝি?

মায়ার দৃঢ় গলার উত্তর আসল তক্ষুনি...

‘ অবশ্যই সম্ভব! সৌলমেট বুঝিস? বিবাহিত জীবনের যারা সৌলমেট পায় তাদের দেখবি এমন ছোটবড় সব পাগলামোই করে বেড়ায় পার্টনাদের জন্য। তাই আমিও আল্লাহ কাছে নিজের জন্য একটা সৌলমেট চায়। সে যেমনই হোক কিন্তু আমার সৌলমেট হোক। আমার বিশ্বাস আমি পাবো। আর সেজন্য সৌলমেট

হিসাবে নিজের জন্য একটা কালো ছেলেকে চায়।
নয়তো দেখা যাবে, রিদ খানের মতোন সুন্দর কোনো
পুরুষ যদি স্বামী হিসাবে কপালে জুটে তখন জামাই
আমার পিছনে পিছনে নয় বরং আমি জামাইর পিছনে
পিছনে পীরবাবার পড়া পানি নিয়ে ঘুরতে হবে তার
ভালোবাসা বাড়ানোর আশায় বুঝলি।

মায়ার চিন্তা ভাবনার ধরণ সবসময় সবার থেকে
অদ্ভুত হয়। যেখানে সবাই নিজের জন্য পারফেক্ট রিদ
খানের মতোন জামাই চায় সেখানে মায়া এমন ভাবে
রিদকে অবজ্ঞা করছে যেন রিদ সুন্দর হয়ে পাপ করে
ফেলেছে। মায়ার মতে রিদের মতোন তুচ্ছ জিনিস
আর কিছুই হতে পারে না। শ্রেয়া আগ্রহ নিয়ে জানতে
চাইল...‘ আচ্ছা ধর! যদি তোর নিখোঁজ জামাই
কোনো ভাবে রিদ ভাইয়ের মতোন সুন্দর কোনো
পুরুষ হয় তাহলে কি করবি?

শ্রেয়ার কথায় মায়া আবারও দৃঢ়তা দেখিয়ে বলল...
‘ উভম হবে না! আমার জামাই রিদ খানের মতোন
এতো সুন্দর হবে না। লোকটাকে আমি সেদিন
রাতের আধারে যদিও এতো দেখিনি, তবে আমি
গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টিসহ দিয়ে বলতে পারি সে এতো

সুন্দর হবে না। আমার জামাই লম্বা-সম্বা বলিষ্ঠবান
কালো কোনো পুরুষ মানুষ হবে দেখিস। একদম
আমার মন মতোন।

মায়া কথায় খানিকটা অসন্তুষ্টি গলা ঝাললো শ্রেয়া।
বিরক্তি নিয়ে বলল...

‘ না দেখে এমন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিচ্ছিস কিভাবে
তুই? যদি সত্যি সত্যি সে রিদের মতোন সুন্দর
কোনো পুরুষ হয় তাহলে কি করবি? জামাই সুন্দর
বলে ছেড়ে দিবি হ্যাঁ?

এবার মায়ার গলার দৃঢ়তা নুইয়ে আসল। কণ্ঠ খাদে
এনে বলল...

‘ এমন ছোটখাটো বিষয়ে জামাই ছাড়লে হবে বল?
শত হলেও বউ হয় আমি তাঁর। দায়িত্ব নিয়ে বেশি
বেশি পীরবাবা পড়া পানি খাওয়াব আমি এই আরকি।
স্বামীর প্রসঙ্গ আসতে মায়া কেমন গলে গিয়ে পলিট
নিল কথায় কথায়। মায়া কথায় একটা অন্ধ লোকও
বলে দিতে পারবে মায়া ওর স্বামীকে কতোটা চায়।
আচ্ছা যদি কখনো এমন হয় যে মায়ার ভালোবাসা
স্বামী, মায়ারই কোনো অপছন্দের মানুষ বের হলো
তখন কি একই ভালোবাসা থাকবে মায়া? যেমনটা

এখন দেখাচ্ছে স্বামী জন্য? শ্রেয়ার মনে বেশ
কৌতূহল জাগল। আচ্ছা মায়া তো রিদ ভাইকে
অপছন্দ করে তাহলে শ্রেয়া কি রিদ ভাইকে দিয়ে
একটা উদাহরণ দিবে মায়াকে? মায়া কি উত্তর দেয়
অন্তত জানতে পারবে শ্রেয়া...

‘ আচ্ছা মায়া এমনই ধর! জাস্ট কথার কথা জিগ্যেস
করছি হ্যাঁ? যদি এমন হয় তোর নিখোঁজ স্বামী কোনো
ভাবে তোর অপছন্দের রিদ খান বের হলো, তাহলে
তুই কি করবি এটা জানার পর?

মায়া ভাবল না এক মুহূর্ত। চট করে উত্তর দিয়ে
বলল...‘ প্রথমত সে হবে না, নো চান্স! তারপরও যদি
মনে করতে বলিস তাহলে যেটা স্বাভাবিক সেটাই
করবো বিচ্ছেদ।

‘ মানে তালাক?

‘ হ্যাঁ।

‘ তুই যে এখন এতো ভালোবাসিস সেটা?

‘ ভুলে যাব।

‘ যদি ভাই ছাড়তে না চায়?

‘ ছাড়িয়ে নিব।

‘ তারপর ভাইয়ের সাথে থাকবি না?

‘ না!

মায়া দৃঢ় গলা কথায় শ্রেয়া বুঝতে পারে মায়ার আসলেই রিদকে পছন্দ না। কোনো ভাবেই না। এজন্য অযৌক্তিক ভাবে রিদ ভাইয়ের উদাহরণটা দেওয়াটা হয়তো শ্রেয়ার ঠিক হয়নি। শ্রেয়া বলল...

‘ তোর এতো অপছন্দ কেন রিদ ভাইকে?

‘ তাঁকে অপছন্দ করার অনেক গুলো কারণ আছে। তারমধ্যে একটা হলো রিদ খান কখনো আমার ব্যক্তিগত ঐ মানুষটা হিসাবে আমার কল্পনাতে আসেনি। শ্রেয়া বেশ হেঁসেই উড়িয়ে দেওয়ার মতোন করে মায়ার পাশ ঘেঁষে করিডোরে রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল...

‘ তোর রিদ ভাইকে পছন্দ না। অথচ আমি তার কার্জিন হয়। আমার চোখের দেখা কতো মেয়ে যে, রিদ ভাইয়ের জন্য মুখিয়ে থাকে। আমি স্কুলে গেলে সিনিয়র আপুরা পযন্ত রিদ ভাইকে চিঠি দিতো আমাকে দিয়ে। আমি কখনো ঐ চিঠি গুলো রিদ ভাইকে দিতাম না থাপ্পড় খাওয়ার ভয়ে। রাস্তায় ডাস্টবিনে ফেলে দিতাম আর আপুদের গিয়ে বলতাম রিদ ভাই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাছাড়া তুই এখন

রিদ ভাইদের নতুন আত্মীয় হয়েছিস। একটু
আশেপাশে চোখ ঘুরালেই অবশ্যই দেখবি কতো মেয়ে
ভাইকে চাই। এমনকি আমার কার্জিন রিদ ভাইয়ের
খালাতো বোন শশী আপুর ক্রেইজ তো তুই এখনো
দেখিসনি। বাপরে দেখলে তুই অবশ্যই শকট হবি।
আমি এখন বললো না। তুই অবশ্য নিজের চোখেই
দেখতে পারবি দ্রুত। তাছাড়া আমি যতটুকু জানি রিদ
ভাই আর শশী আপুর মধ্যে নাকি প্রেম-টেম সম্পর্ক
আছে। পারিবারিক ভাবে বিয়েও ঠিক। হয়তো সামনে
হয়েও যাবে। অথচ তুই বলছিস তোর রিদ ভাইকে
পছন্দ না। তোর জায়গায় আমি হলে তো এমন সুন্দর
বিয়াই উপর ক্রাশ খেয়ে তার প্রেমে উস্টা খেয়ে
পরতাম সেই কখন। কিন্তু তুইতো ইন্টারেস্টই
দেখাচ্ছিস না। রিদের প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কে কথা
শুনেও মায়ার তেমন ভাবান্তর হলো না। বিষয়টা
পাত্তায় দিল না। যেহেতু রিদকে ওর পছন্দ না তাই
রিদের প্রেম- বা বিয়ে নিয়ে ওর মাথা ব্যথা নেই।
মায়া রিদের প্রেমের সম্পর্কটা স্বাভাবিক ভাবেই ধরে
নিয়ে বলল...

‘ বিষয়টা আসলে ইন্টারেস্টের নয়! বিষয়টা ভালোবাসার। রিদ খান আমার জীবনে আসার আগে থেকেই আমি বিবাহিত ছিলাম। এবং ততদিনে নিখোঁজ স্বামীকে মন দিয়ে ও বসে আছি। সেজন্য আমার কখনো ঐ প্রেম প্রেম চোখে রিদ খানকে বা অন্য কোনো ছেলেকে দেখা হয়নি। আট-দশটা সাধারণ মানুষের মতোই রিদ খানকে দেখে এসেছি। যদি আমি বিবাহিত না হতাম তখন হয়তো সুন্দর বিয়াই হিসাবে রিদ খানের রূপে গলে পানি পানি হতাম। কিন্তু আফসোস! আমি অলরেডি একজনের প্রেমে গলে বসে আছি। সেখানে অন্য কেউ ঢোকা নো চান্স বেবি!মায়ার পরীক্ষা শুরু হয় দশটায়। স্বাভাবিক নেয় জুইয়ের হাতে বকাঝকা শুনতে হয়েছিল মায়াকে। কিন্তু শ্রেয়ার সাথে মায়া সকালে বের হয়েছিল এমনটা শ্রেয়া বলায় এই যাত্রায় বেঁচে যায় মায়া। নয়তো আজ জুই মায়ার নামে বিচার তুলতো আরিফের কানে। দিন দিন মায়া কেমন বেপরোয়া আচরণ করছে স্বামী খোঁজে। যেটা মায়ার জন্য মোটেও ঠিক নয়। এইতো এখনো মায়া এক অপত্যাশিত কাজ করে বসল। পরীক্ষা চলাকালীন কি

মনে হওয়াতে তাড়াহুড়ো মায়া খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে গেল সবার আগে আগে। অথচ পরীক্ষা তখনো ঘন্টা খানিকটা সময় বাকি আছে। ক্লাসের সবাই পরীক্ষা দিচ্ছে আর মায়া তাড়াহুড়ো করে স্যারকে খাতা জমা দিয়ে ফাইল নিয়ে বের হয়ে গেল অসুস্থতার দোহাই দিয়ে। অথচ জুই জানালা দিয়ে ঠিক দেখেছে মায়া দৌড়ে কলেজের গেইট দিয়ে হত্তদত্ত হয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছে। জুইয়ের রাগে দাঁতে দাঁত পিষল। কাল কোচিং থেকে আর আজ পরীক্ষা হল থেকে মায়া বেড়িয়ে গেল অসুস্থতা বাহানা দিয়ে। নিশ্চয়ই মায়া কোথাও কিছু ঝামেলা পাকাচ্ছে নয়তো এমন অদ্ভুত আচরণ কেন করবে? জুইয়ের সন্দেহ বাড়ে। পরীক্ষা শেষ করেই যে জুই মায়াকে ধরে বেঁধে সবকিছুর প্রশ্ন করবে। জানতে চাইবে মায়া কেন দু’দিন ধরে এমন অদ্ভুত আচরণ করছে। কেন পরীক্ষা গুলো খারাপ করছে ইচ্ছাকৃত ভাবে। মায়া হত্তদত্ত হয়ে রিকশা চড়ে বসল রিদের ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে। মায়া অস্থির নেয় ছটফট করছে রিকশায় বসে। মায়া এতো বড় কুৎসিত কাজটা কিভাবে করল? নিজের স্বার্থের জন্য স্বামীকে খোঁজতে গিয়ে

তারই একটা কিডনি বিক্রি করার অনুমতি দিয়ে
আসল রিদ খানকে। এটা অন্যায় থেকেও জঘন্য পাপ
হয়েছে মায়ার। কাউকে ভালোবাসলে তার ক্ষতি করা
যায় না। শুধু ভালো রাখার দোয়া করা যায়। মায়া-তো
ওর স্বামীকে ভিষণ ভালোবাসে তাহলে লোকটার
এতো বড় ক্ষতি কিভাবে করলো মায়া? ওর বুক
কাপলো না? মায়া কি আদৌ ওর স্বামীকে
ভালোবেসেছে? যদি ভালোবাসতো তাহলে এমনটা
মায়া কখনো করতে পারতো না ওর স্বামীর
অগোচরে। তীব্র অপরাধ বোধে মায়া রিকশার মধ্যেই
বসে ঝরঝর করে কেঁদে উঠল। যে লোকটাকে ওহ
এখনো দেখেনি পযন্ত সেই লোকটাকে কতো বড়
বিপদে ফেলে দিলো মায়া। সোজা কিডনি বিক্রি করে
দিন তার অগোচরে। মায়া কি আদৌ ভালো বউ? ওর
মতোন জঘন্য বউ কেউ হতে পারে না এই
দুনিয়াতে। মায়া সর্বোচ্চ নিকৃষ্ট বউ হলো ওর স্বামীর।
মায়ার হঠাৎ কান্নায় রিকশা চালাক চমকে পিছনে
তাকাল। গাড়ি গতি কমিয়ে মায়াকে তিনি কিছু
জিগ্যেসা করতে চাইলে মায়া চোখ মুছতে মুছতে

রিকশা ওয়ালার উদ্দেশ্য বলল‘ চাচা একটু দ্রুত
চালাবেন গাড়িটা?

রিকশা চালাক আর প্রশ্ন করলো না মায়াকে বরং
তিনি মায়ার কথায় স্বাভাবিক নেয় থেকে দ্রুত গাড়িটা
টানল মায়ার দেওয়া ঠিকানায়। মায়া রাস্তা পথের
দিকে তাকাল রিদকে আশেপাশে দেখা যায় কিনা তা
দেখতে। মায়াকে আজ সকালে আসিফ কলেজে ড্রপ
করার সময় বলেছিল ওরা আজ ঢাকা ব্রেক করবে।
এবার ফিরতে মাস দুয়েক সময় নিবে। রিদ দেশের
বাহিরে যাওয়ার কথা। এমনত অবস্থায় যদি মায়া
এখন রিদের কাছে পৌঁছানোর আগে রিদ চট্টগ্রাম
ছেড়ে চলে যায় তাহলে মায়ার আর নিষেধ করা হবে
যে, ওর স্বামীর কিডনি দিয়ে কোনো ডিল-টিল করতে
চাই না ওহ। মায়াকে যেন রিদ সকালের উকিলের
দেওয়া ডিলের কাগজ গুলো ফের দেয় এটাও বলবে।
মায়া এখন আর ওর স্বামীকে খোঁজবে না। যেদিন
মায়া দু’লাখ টাকা যোগাড় করতে পারে সেদিন
খোঁজবে নয়তো থাক। মায়া এবার নিজেই খোজে
নিবে ওর স্বামীকে তারপরও রিদের সাথে স্বামীর
কিডনি দিয়ে কোনো রূপ ডিল করবে না। করবে না

মানেন না-ইহঁ। এই যাত্রায় মায়ার ভাগ্য ভালো হওয়ায়
রিকশা থেকে থেমেই রিদের বিন্দিংয়ের নিচে
আসিফকে দেখল গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো
অলঙ্করণে চলে যাবে। আসিফের সঙ্গে ড্রাইভারসহ
আরও দশ-বারোটা মতন ছেলেপেলে দাঁড়িয়ে
থাকতে দেখল মায়। মায়। সেদিকে এগিয়ে যেতেই
রাহাত সালাম দিল। আসিফ মায়াকে এই অসময়ে
দেখেও কিছু বলল না। বরং মায়। কিছু বলার আগেই
আসিফ স্বাভাবিক নেয় জানাল ‘ রিদ নিজের উপরে
আছে। এবং রেডি হচ্ছে!মায়। সিঁড়ি ভেঙ্গে দ্রুত উপরে
উঠলো। দরজা নক করতে দেখলো ভিতর থেকে
দরজাটা খোলা। হয়তো রিদ বেড়িয়ে যাবে বলে
লাগানি। মায়। চাপানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে
দেখল রিদ সোফায় বসে সুজ পরছে। কারও
উপস্থিতি টের পেতেই রিদ বেখেয়ালি ভাবে চোখ
তুললেই দৃষ্টি মিলল মায়ার সাথে। মায়াকে এই
অসময়ে দেখে খানিকটা কপাল কুঁচকাল। তৎক্ষণাৎ
দৃষ্টি ঘুরিয়ে তড়াক করে তাকাল দেয়াল ঘড়ির দিকে।
এক পলক সময়টাও দেখে নিল। মাত্র দুপুর বারোটা
পাঁচ মিনিট। তারমানে মায়ার পরীক্ষা এখনো শেষ

হয়নি, রানিং। তাহলে এই মেয়ে, এই অসময়ে
পরীক্ষা রেখে রিদের বাসায় কি করছে?

রিদ পুনরায় নিজের সুজ পরায় স্থির হলো....

‘ কি চাই?’ আমি সকালে আমাদের মধ্যকার ডিলের
কাগজ পত্রগুলো ফেরত চাই ভাইয়া। আমার স্বামীর
ক্ষতি করে কোনো কিছু করবো না আমি। আপনি
আমাকে সকালের কাগজ গুলো ফিরত দিন প্লিজ।
আপাতত কোনো চুক্তিতে যেতে চাই না আমি। যেদিন
আপনার চাওয়া টাকা যোগাড় করতে পারব সেদিন ঐ
লোকটাকে খুঁজবো নয়তো না। তারপরও আমি
আমার স্বামীর কিডনি দিয়ে কোনো রকম চুক্তিতে
জড়াব না।

মায়া রিদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে দৃঢ়তা
দেখিয়ে কথা গুলো বলল। রিদ সুজ পরতে পরতে
মায়ার কথা গুলোর যথাযথ অর্থ বুঝতে চাইল।
ডিলের নামে করে রিদ যে, সকালে মায়ার থেকে
কায়দা করে কাগজ গুলোতে সাইন নিয়েছিল? তার
সবগুলোই তো ছিল তাদের বিয়ের রেজিস্ট্রি পেপার
আর কিছু বিয়ের সত্যায়িত প্রমাণ পত্র। কোনো
কিছুই তো চুক্তিপত্র ছিল না। এখন এই বোকা

মেয়েকে কে বুঝাবে সেই কথা? এই নারী বুঝাবে?
রিদ কি এখন নিজের কিডনি বিক্রি করবে নাকি
আজব? রিদ মায়ার কথায় তেমন পাত্তা দিল না।
শুনতে না পাওয়ার মতো করে সুজ পরে উঠে
দাঁড়াল। মায়াকে আদেশ করে বলল...‘ ফ্রিজ থেকে
ঠান্ডা পানি নিয়ে আসো।

রিদের হুটহাট আদেশে মায়া বিরক্তি সাথে সাথে
উপচে পরা রাগও হলো। মায়ার সিরিয়াস মোমেন্টে
রিদের হেয়ালি আদেশ ওর গা জ্বলে উঠল রাগে,
তারপরও সেটা চেপে গেল, প্রকাশ করলো না।
কারণ এই মূহুর্তে মায়া রিদের কাছে ধরা। ডিলের
কাগজ গুলো নিতে হলে অবশ্যই মায়ার রিদের
আদেশ গুলো শুনতে হবে। মায়া তাড়াহুড়ো রিদের
দিকে না এগিয়ে উল্টো হাঁটল কিচেনে দিকে। মায়াকে
কিচেনে দিকে যেতে দেখে রিদ পকেটে হাত গুজাল।
ছোটখাটো একটা নীল ডায়মন্ডের বক্স বের হয়ে
আসল তাতে। সকালে দুজনের বিয়ে হয়েছে অথচ
রিদের এখনো মায়াকে তেমন কিছুই দেওয়া হয়নি।
কাবিননামার মূল্য যদিও উশূল করে বিয়েটা করেছিল
রিদ। কিন্তু এতো কিছু আপাতত বউকে বলা যাবে

না। দেখা যাক এই লুকোচুরি খেলাটা আর কতোদিন
এইভাবে চলে। এই হাইডেন্সি খেলার শুরু তার বউ
করেছিল এবার শেষটাও তার বউকেই করতে হবে।
রিদ এই ব্যাপারে কোনো সাহায্য করবে না বউকে।
যেভাবে হারিয়ে গিয়েছিল রিদকে না বলে ঠিক
সেভাবে বউ তাকে খোঁজে বের করতে হবে। ততদিন
রিদ শুধু তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা পালন করবে এই
বিষয়ে। রিদ হাতের বক্সটার দিকে এক পলক
তাকাল। বউকে দেখার জন্য আপাতত দুটো জিনিস
আছে রিদের কাছে। তারমধ্যে একটা হলো তার
হাতের এই বক্সটা। কিন্তু সেটাও এই মূহুর্তে দিলে
গেলে তার বউ বেশ উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করবে তাঁকে।
যার উত্তর এই মূহুর্তে রিদের কাছে নেই। হাতের
মুঠোয় বক্সটা চেপে রিদ সামনে তাকাল। মায়াকে
দেখল রিদের জন্য পানি নিয়ে এগিয়ে আসতে। দুজন
মুখোমুখি হতেই মায়া রিদের দিকে পানির গ্লাসটা
এগিয়ে দিতে দিতে আওড়াল... ‘ নিন’

‘ খাও!

রিদের আদেশ মায়া চমকে উঠে অবুঝ গলায়
শুধালো...

‘আমি? আমি কেন? এটা তো আপনার। আপনি খান। নিন!

‘কুইক!

মায়া একটু আমতা আমতা করল। তারপর রিদের আদেশ অনুযায়ী তরতর করে সবটা গ্লাসের পানি এক চুমুকে শেষ করে হাতে নিল গ্লাসটা। ঠান্ডা পানিটা গলা দিয়ে নামার সময় মায়ার মনে হয়েছিল এই মূহুর্তে, এই পানিটুকু সত্যিই মায়ার বড্ড দরকার ছিল। তৃষ্ণায় কেমন গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। টেনশনে, দুশ্চিন্তা, আর অস্থিরতার জন্য মায়া এতক্ষণ যাবত ঠাहर করতে পারেনি। কিন্তু রিদ কিভাবে টের পেল মায়ার তৃষ্ণা শুকিয়ে যাওয়া গলাটা সম্পর্কে? মায়ার জানা নেই। আর না জানতে চাই। তবে এই মূহুর্তে রিদকে একটা ধন্যবাদ দিতে দরকার বলেই মায়া ছোট করে বলল....

‘ধন্যবাদ!রিদ হাল্কা ঝুঁকে সোফা টেবিলে উপর থেকে ফ্ল্যাটে চাবির রিংটা হতে নিতে নিতে মায়া মুখে ‘ধন্যবাদ শব্দটা শুনল। তাতে হ্যাঁ বা না তেমন কিছুই বলল না সে। কেবল চাবির রিং হতে একটা এক্সট্রা

চাবি খুলে হাতে নিল। আর সেটা মায়ার দিকে
এগিয়ে দিতে দিতে বলল...

‘এটা তোমার। টেইক দিস!

বিষনে মায়া চমকিত চোখে রিদের হাতের দিকে
তাকিয়ে, নিজের হাতের পানির গ্লাসটা টেবিলের
উপর রেখে চাবিটা নিল। বড় সাইজের একটা
চাবিকাঠি সেটা উল্টে পাল্টে দেখে রিদের উদ্দেশ্য
বলল....

‘এটা কিসের চাবি?

‘এই ফ্ল্যাটের!

‘তো এটা আমাকে দিচ্ছেন কেন? এটা দিয়ে আমি
কি করবো?

‘এই চাবির গুরুত্ব ও মূল্যায়ন দু’টোই ভবিষ্যতে
বুঝতে পারবে তুমি। প্রয়োজন পরবে তোমার। রিদের
সিরিয়াল কথাটাও মায়ার নিকট কেমন হেয়ালি
ঠেকল। সে বুঝল না বিষয়টা। ভবিষ্যতে মায়ার
রিদের ফ্ল্যাটের কি এমন প্রয়োজন পরবে আশ্চর্য।
অনিচ্ছায় শর্তেও মায়া নিজের পরীক্ষার ফাইলের
ভিতরে চাবিটা ঢুকিয়ে রাখল। আপাতত এই একটা
চাবি নিয়ে রিদের সঙ্গে কথা বাড়াতে চাই না মায়া।

একটা চাবিই তো। সেটা আর কি এমন জিনিস।
লোহার একটা ছোট পদার্থ ফেলে দিলেই শেষ।
রিদের হাতে মায়ার জন্য আনা দ্বিতীয় উপহারের
বক্সটা সেটা আর দিল না। বরং অতি সতর্পণে
পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। হঠাৎ মনে হওয়ার মতোন
করে তাড়াহুড়ো মায়া বলল... ‘ভাইয়া প্লিজ আমাকে
ডিলের কাগজ গুলো ফিরত দিয়ে দিন। আমি কোনো
ডিলে যেতে চাই না।

মায়া কথায় রিদ বাম হাতে সময়টা দেখে নিয়ে
পকেটে দুহাত গুজাতে গুজাতে বলল...

‘তুমি কিছু বললেই যে আমাকে সেটা শুনতে হবে
এমনটা তো ডিল হয়নি। কাগজ পত্র গুলো অলরেডি
কোর্টে সাবমিট করা হয়ে গেছে। ডিল ক্যানসেল করা
যাবে না। তুমি এখন আসতে পারো। আমি বেরোব।
রিদ মায়াকে কৌশলে এড়াতে চেয়েছিল তাড়িয়ে
দিয়ে। কিন্তু মায়া বের হলো না। স্বামীর জন্য মায়ার
ছটফট, অস্থিরতা রিদের চোখে পড়ার মতোন ছিল।
বউয়ের এতো ভালোবাসা, এতো অস্থিরতা সব-তো
রিদের জন্যই তাইনা? রিদের ভিতরটা হঠাৎ
পৈশাচিক আনন্দে শীতল হলো। অনাক্ষিত ভাবে

কারও দিশেহারা, ছটফটে কারণ হতে পেরে রিদ
ভিতরে অদ্ভুত আনন্দ বোধ করল। খুব কাছ থেকে
মায়ার ছটফট দেখতে পারছে রিদ। আর সেটাই যেন
রিদের পৈশাচিক আনন্দের কারণ হলো। কিন্তু রিদের
পৈশাচিক আনন্দ বেশিক্ষণ ঠিকল না মায়ার পরবর্তী
আচরণে। রিদ ডিল ক্যানসেল করতে অস্বীকার
করাতে দিশেহারা হলো মায়া। ঝরঝর করে কেঁদে
উঠে তৎক্ষণাৎ রিদের পায়ে উপর পরলো। দু'হাতে
রিদের দু'পা চেপে ধরে আকুতি মিনতি করে বলল...
‘ভাইয়া প্লিজ প্লিজ আপনার পায়ে পরছি আমি। প্লিজ
আমাকে কাগজ গুলো ফিরত দিয়ে দেন। লোকটা
এসবের কিছু জানে না। আমি লোকটার ক্ষতি করতে
কোনো ডিল করেনি। আমার দ্বারা উনার কোনো ক্ষতি
হলে সেটা আমি সহ্য করতে পারব না। মরে যাব।
ভাইয়া প্লিজ আপনি লোকটার কোনো ক্ষতি করবে
না। লোকটার কিডনিও নিবেন না। প্লিজ আমাকে
ডিলের কাগজ গুলো ফেরত দিয়ে দিন। প্লিজ প্লিজ।
রিদ হতভম্ব! ভিষণ হতবাক! স্তব্ধতা নেয় হতবুদ্ধি
হয়ে ঠায় জায়গায় দাঁড়িয়ে। মায়া হুট করে রিদের
পায়ে পরে যাবে এমনটা রিদের ঘুনাক্ষরে ধারণাতে

ছিল না। মায়া কান্না, আহাজারিতে রিদের মনটা হুট করেই কেমন নরম আর শীতল হয়ে গেল। বউয়ের ভালোবাসায় ভিতরটা ঠান্ডা অনুভব করলো। রিদ ভাবল সে হয়তো একটু বেশিই করে ফেলেছে বউয়ের অনুভূতি নিয়ে খেলা ঠিক হয়নি। সত্যিটা বলে দেওয়া উচিত ছিল। রিদ কোমল হাতে মায়ার বাহু চেপে দাঁড় করাল। মায়া তখনো রিদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাত জোর করে আকুতি মিনতি করে কাঁদছে ওর স্বামীর কোনো ক্ষতি না করতে। ডিলের কাগজ গুলো মায়াকে ফেরত দিয়ে দিতে। রিদ ঠোঁট গোল করে ভিতরকার অস্থির নিঃশ্বাস ছাড়ল। কপালের একপাশ চুলকে মায়ার ক্রন্দনরত মুখটার দিকে তাকাল। স্বামী হিসাবে রিদ নিজের পরিচয় এই মূহুর্তে দিলে মায়া সেটা কিভাবে গ্রহণ করবে তাও খানিকটা ভাবল। রিদ নিজের সংশয় দূর করে মায়ার হিজাবের উপর দিয়ে মাথায় নিজের ডানহাতটা রাখল। স্বামী হিসাবে অধিকার খাঁটিয়ে এই প্রথম রিদ মায়াকে স্পর্শ করলো। যত্ন নিয়ে একটু মায়ার মাথায় আদুরে হাতটা বুলিয়ে দিল। রিদ আবারও একই অস্থিরতার চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলল...‘ যাকে তুমি

খোঁজছ, তাঁকে খোঁজা বাদ দিয়ে আমাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করলে চলবে না তোমার?

রিদ কথাটা শেষ করতে যতটুকু দেরি হলো ব্যস এতটুকুই কিন্তু মায়ার রিয়াকশন দেখা গেল তৎক্ষণাৎ। মূহুর্তে মাঝে রিদের হাতটা ঝাড়া দিয়ে মাথার উপর থেকে ফেলে দিল তীব্র রাগে। তেতে উঠে বলে মায়া...

‘ আমি আপনার কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। উপদেশ নয়। তৃতীয় পক্ষ হয়ে একদম আমার ব্যক্তিগত জীবনে ঢুকান চেষ্টি করবেন না। আমি কাকে খোঁজব? কাকে খোঁজব না। সেটা আমার ব্যক্তিগত মতামত হবে, আপনার না। আমাকে দুর্বল ভেবে একদম সুযোগ নেওয়া চেষ্টি করবেন না। আমি ঐ টাইপের মেয়ে নয়, যারা আপনার রূপ আর টাকা-পয়সা দেখে আপনার পিছনে ঘুরে বেড়ায়। আর না আমার ভালোবাসা এতো ঠুকনো যে কারও কথায় নিজের স্বামীকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে গ্রহণ করবো। একদম নিজের লিমিটে থাকবেন। আমার আপনাকে পছন্দ না। মায়া রাগ, মায়া দৃঢ়তা রিদকে মুগ্ধ করার কথা ছিল কিন্তু রিদ মুগ্ধ হতে গিয়েও নড়ে উঠল।

রিদ যে মায়াকে বুঝাতে চেয়েছিল সে মায়া স্বামী হয়।
এই কথাটা তো মায়া মানতেই নারাজ। বিশ্বাস করবে
কখন? রিদের মস্তিষ্ক হঠাৎ করে জ্বলে উঠল কিছু
একটা আপত্তি জানিয়ে। মায়া নিজের স্বামীকে যতোটা
পাগল পাগল হয়ে ভালোবাসে ঠিক ততটাই রিদকে
অপছন্দ করে। এতটাই অপছন্দ করে যে রিদ মায়ার
স্বামী হতে পারে এটা এই মেয়ে কল্পনাতেও রাখেনি।
রিদ তো শুধু প্রাথমিক অবস্থায় এই মেয়েকে একটু
করে বুঝাতে চেয়েছিল ‘রিদ মায়ার স্বামী হতেও
পারে। পুরপুরি রিদ সত্যটা বলেনি। অথচ মায়া অল্প
কথা শুনেই রিয়েক্ট করলো। রিদের কথাটা বিশ্বাস
করা তো দূর উল্টো ভুল বুঝে বসল। এইভাবে রিদ
তার বউয়ের সুযোগ নিচ্ছে। আজব সে সুযোগ কেন
নিবে? মেয়েটি তার বউ হয়। যদি রিদের কখনো
মনে হয় তার বউকে দরকার তাহলে সে সোজা বেড
রুমে নিয়ে ফেলবে এই মেয়েকে তারপরও বাউতা
বাজি করে বউকে ছুবে না সুযোগ নেওয়া উদ্দেশ্য।
এমনটা করা রিদের দরকারও নেই। রিদের মনে
তীব্র প্রশ্ন জাগল! আচ্ছা এই মেয়ে যখন জানতে
পারবে রিদ মায়ার স্বামী হয় তখন কি করবে? এতো

এতো ভালোবাসা থাকবে তো এই নারী তার প্রতি?
নাকি রিদ এই নারীর স্বামী হয় বলে সে এতো
ভালোবাসাকে মূহুর্তে ঘৃণায় রূপান্তর করবে? দূরে
সরে যেতে চাইবে রিদ থেকে? অসম্ভব! রিদ এতো
সহজে ছেড়ে দিবে বউকে? তাঁকে এতো আগ্রহ নিয়ে
পাগল বানিয়ে শেষে কিনা ছেড়ে যেতে দিবে এই
নারীকে? অসম্ভব! জানে মেরে ফেলবে না সে এই
নারীকে। তারপর ছাড়বে না। এতক্ষণের ভালো
লাগাটুকু হুট করেই কেমন বিতৃষ্ণা ঠিকল রিদের
নিকট। মায়ার শক্ত অনলের দিকে তাকিয়ে রিদ তেতু
গলায় বলল... ‘নিজের লিমিটেই আছি আমি। এমনটা
যাতে না-হয় তুমি নিজের লিমিট ক্রস করে একটা
অপছন্দের মানুষের সাথে নিজের সারাটা জীবন
শেয়ার করতে হলো।

‘আপনার সাথে আমার একটা চকলেট পযন্ত শেয়ার
করবে। সারাজীবন তো দূর।

‘শুধু চকলেট না, নিজের সবকিছুই আমার সাথে
শেয়ার করবে তুমি তাও সেচ্ছায়। আই প্রমিস!

‘অসম্ভব!

‘ অসম্ভব বলতে কিছু নেই। তোমার বাসরেও আমাকে পাবে। তোমার বাচ্চাদের বাপও আমি হবো। এবার আউট।

‘ আপনার মতোন নোংরা মানসিকতার মানুষ আমি জীবনেও দেখিনি। আমাকে চুক্তিপত্র কাগজ গুলা ফেরত দিন। আমি চলে যাব।

মায়ার উল্টা পাল্টা কথায় রিদের রাগ বাড়ছে। রিদ দাঁতে দাঁত চেপে মায়াকে শুধালো...

‘ এই যাবে তুমি এখানে থেকে? ভালো লাগছে না আমার। কোনো ডিলের কাগজ টাগজ দিব না আমি। যাও! তারপরও যদি স্বামীর প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে দিয়ে কাজ চালাও। ফুল সার্ভিস দিব। তারপরও এখন বের হও। ভিষণ রাগ লাগছে আমার। কন্ট্রোল হারালে খুব হবে তোমার। যাও। রিদের কথায় মায়া রাগান্বিত চোখে জেদ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। রিদের মতোন এতো খারাপ ভাষায় কেউ আমাকে কুপ্রস্তাবে দেয়নি। মায়া রাগটা যে কোথায় হচ্ছে বলা দায়। রিদ মায়াকে যেতে না দেখে তেতে উঠে। রিদ বেশ বুঝতে পারছে মায়া রিদকে ভালোবাসে না। এমনকি ভবিষ্যতে স্বামী হিসাবে

রিদের পরিচয় পেলেও যে মায়ার এই ভালোবাসা থাকবে না। সেটাও রিদ বেশ বুঝতে পারছে। তাহলে এখন এতো আগ্রহ নিয়ে যে এই নারী তাকে পাগল বানাচ্ছে সেটা কে দেখবে? রিদ জাস্ট পাগল হয়ে যাচ্ছে এই নারীর জন্য। এই নারী আর কিছুক্ষণ রিদের সামনে থাকলে নিশ্চিত সে রাগে কন্ট্রোল হারাবে।

‘ কি হলো শুনতে পাওনি? দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও! তোমার এই নাটক দেখানো ভালোবাসার আমি অলরেডি বুঝেছি? আর কাহিনি করতে হবে না। যাও! আর হ্যাঁ স্বামীর দেখা তুমি এহ জীবনে আর পাবে না। মনে করো তোমার স্বামী মৃত। তাঁকে আমি মেরে ফেলেছি এবার আমাকে গ্রহণ কর....রিদের বাকি কথাটা শেষ করার আগেই মায়ার অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণের শিকার হলো রিদ। টেবিলের উপর রাখা সেই পানির গ্লাসটা তুলে মায়া হঠাৎ ছুড়ে মারল রিদের দিকে। রিদের অপরাধ সে মায়ার স্বামীকে মৃত বলেছে। আকস্মিক ঘটনায় রিদ নিজেকে সরানোর সুযোগ পায়নি। সে কেবল নিজেকে বাঁচাতে মুখের উপর আড়াআড়ি হাত বাঁধল রক্ষা করতে। যার দারুণ

মায়ার ছুড়ে দেওয়া ভারি গ্লাসটা রিদের হাতের কঙ্জায়
আর কপালে লাগল। এতে করে রিদের হাত ঘড়ির
কাঁচ ভেঙ্গে মূহূর্তে হাত কেটে রক্ত বেড়িয়ে কঙ্জাতে
চড়াল। কপালটাও গ্লাসের কাঁচে লেগে আংশিক রক্ত
গড়াল। রিদ মুখের উপর হাত বেঁধে ঝুকে রইল
কয়েক সেকেন্ড। মূলত পুরো বিষয়টা রিদের বুঝতে
কয়েক সেকেন্ড লাগল। যখন বুঝতে পারল বিষয়টি
কি হয়েছে তার সাথে, ঠিক তক্ষুনি দপদপ করে তীব্র
রাগে জ্বলে উঠলো রিদের মস্তিষ্ক। তাঁকে কেউ আঘাত
করলে সেটা সহ্য করতে পারে না। সেকেন্ডোলের
বাহিরে চলে যায় তখন সবকিছু। মায়া না চাইতে
সেই কাজটা করে ফেলে, রিদের চেপে রাখা রাগটা
আর বাড়িয়ে দিল নিজের অজান্তে। কয়েক সেকেন্ডের
নিস্তন্ধ পরিবেশটা হুট করে কেমন অশান্ত তান্ডবে
পরিণত হলো। সুন্দর ফকফকা ড্রয়িংরুমে ছড়িয়ে
পরলো অসংখ্য কাচের টুকরো। রিদ রাগের বশে
মূহূর্তে মাঝে সোফা টেবিল মাথার উপর তুলে আচাড়
মারলো স্বজোড়ো। তীব্র শব্দে অসংখ্য কাঁচ ভাঙ্গা
ছড়িয়ে পরলো চারপাশে। মায়ার পায়েও গিয়ে বিঁধল
সেই কাঁচের টুকরো কিছু। এবার রক্ত মায়ার পা

থেকেও বেরুলো। ভয়ে মায়া মৃদু চেঁচিয়ে উঠলো।
রিদের এতো রাগের শিকার হয়নি কখনো। আতঙ্কিত
মায়া কেঁদে উঠে ছিটকে দূরে সরতে চাইলে রিদের
ভয়ে। কিন্তু তার আগেই রিদের শক্ত থাবার পিষ্ট হয়
সে। মূহুর্তে মাঝে রিদের শক্ত হাত চালান হয় মায়ার
গলায়। চোখের পলকে সেই হাত মায়াকে ছিটকে
ফেলল সোফার উপর। ছটফট করা মায়া দু'হাতে
রিদের হাতটা গলা থেকে ছাড়তে চাইলে রিদের
হাতের বাঁধন আরও দৃঢ় হয়। মায়ার উরু পাশে
সোফায় রিদ এক পা তুলে তাতে হাতের ভর দিয়ে
মায়ার উপর ঝুকে পরে রাগে রি রি করে দাঁতে দাঁত
পিষে বলল...‘ নাটক করিস? কাকে তেজ দেখাস
তুই? এতো আগ্রহ দেখিয়ে আমাকে পাগল বানিয়ে
এখন আঘাত করিস? আমাকে চিনিস তুই? কি মনে
হয়? একটু নরম-সরম হয়ে কথা বলেছি দেখে,
এমনই আমি ভালো মানুষ হয়ে গেলাম? আর তুই
সেই সুযোগে আমাকে আঘাত করবি? তোর বাপ-
দাদার চৌদ্দ গুণ্টিকে নখের উপর তুলে মেরে
ফেললেও কারও বাপের ক্ষমতা নাই ঠাহর পাওয়ার।
সোজা গায়েব করে দিব। আজকেই শেষবার! নেক্সট

টাইম এই একই ভুল করবি, তো তোর এই সুন্দর শরীরটা আগে ছিঁড়ে খাব, তারপর তোর পরিবারের কাছে তোকে পার্সেল পাঠাব, তাদের জানাতে যে আমি কতোটা খারাপ। মনে রাখিস। রিদের কালো মার্সিডিজ গাড়িটা খান বাড়ির গেইট ধরে ঢুকতে বাগানে চত্বর থেকে আরাফ খান তাকাল সেদিকে। বাড়ির মালিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিলেন তিনি। অসময়ে রিদের গাড়িটা বাড়ির গেইট ধরে ঢুকতে দেখে তিনি সেদিকে আগায় হাতের লাঠিটা ভর করে। আজকাল রিদের মতিগতি ভালো ঠেকছে না উনার কাছে। যেই ছেলেকে ধরে বেঁধে চট্টগ্রামে আনা যেত না সেই ছেলে আজকাল ঘনঘন পারা পরছে চট্টগ্রামের মাটিতে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। ভিষণ রকমের সন্দেহজনক। তিনি আরও দুইদিন আগে শুনেছিল এই ছেলে চট্টগ্রামে এসেছে। উনারদের সাথে দেখা না করে মুরাদপুর ফ্ল্যাটে পরেছিল দুইদিন। কিন্তু কেন পরেছিল জানা নেই? সেই কারণটা আপাতত তিনি জানেন না। শুনেছে এর মধ্যে বাবা নিহালের সঙ্গে দেখা করেছে রিদ কিন্তু উনাদের কাছে আসেনি। দেখাও করেনি। এমনটাও

তো না যে রিদ চট্টগ্রামে তার বাবা কাজে এসেছে।
তিনি বেশ বুঝতে পারেন রিদ তার মতলবে আজকাল
হুটহাট চট্টগ্রামে চলে আসে। তাছাড়া রিদ যদি তার
বাবার কাজে চট্টগ্রামে আসায় হতো তাহলে মুরাদপুর
না থেকে বাড়িতে আসতো। উনাদের সাথেই
থাকতো। কিন্তু রিদের মুরাদপুর থাকার পিছনে
নিশ্চয়ই সাংঘাতিক ব্যাপার-স্যাপার আছে উনার মনে
হয়। নয়তো এই ঘাড় ঠ্যাড়া রিদ খান এমনই এমনই
কোথাও পরে থাকা মানুষ না। যেখানে এই ছেলে
বাবা-মা বিচ্ছেদ পর নিজের বাড়িতে না থেকে নিজের
আলাদা বাড়িতে উঠেছে সেই ছেলে আর যায় হোক
অন্তত মতলব ছাড়া মুরাদপুরে পরে থাকবে না।
বিচক্ষণ আরাফ খান হাতে লাঠিটা ভর করে সামনে
এগোল। রিদকে দেখাল গাড়ি থেকে নেমে কেমন
গুমোট গম্ভীর মুখে হনহন করে চলে যেতে বাড়ির
ভিতরে পথে। কিন্তু মাঝে পথে পথ আটকে দাঁড়াল
আরাফ খান। যাওয়ার পথে বাঁধা পাওয়ায় বিরক্তি
কপাল গুটাল রিদ। আরাফ খানের দিকে তাকিয়ে
বিরক্তি কণ্ঠে বলল। ‘কি সমস্যা? কি চাই?’

‘ চাই তো অনেক কিছু। কিন্তু তুই তো দিতে অক্ষম।
তুইতো আর আমার বউ না। নাতি হোস। দিবি
কেমনে?

আরাফ খানের রসিকতা কথায় রিদের বিরক্তি বাড়ে।
এমনই মন মেজাজ ভালো নাই। বউয়ের সাথে
রাগারাগি করে এসেছে সে। রিদ বিরক্তি নিয়ে পাশ
কাটাতে চাইল আরাফ খানের কিন্তু আবারও একই
ভাবে পথ আটকে দাঁড়াল তিনি। জহরী দৃষ্টিতে রিদের
পা থেকে মাথা অবধি পরখ করল একবার। রিদের
বামহাতের কজিতে বেশ বড়সড় একটা ব্যান্ডেজ
চোখে পরলো উনার। সাথে কপালেও দেখলো একটা
ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ করা। এই অল্প সময়ে তিনি
ভাবলেন রিদ হয়তো মারামারি করে নিজের মাথা
আর হাত ফাটিয়ে এসেছেন। তাই তিনি তীক্ষ্ণ গলায়
রিদকে প্রশ্ন করে বলল...

‘ তোর এই অবস্থা কেন হুম? কি করে এসেছিস
তুই?

রিদের সোজাসাপ্টা উত্তর...

‘ বিয়ে করে এসেছি। আরাফ খান বলতে দেরি কিন্তু
রিদের তৎক্ষণাৎ উত্তর আসতে দেরি হলো না। চট

করে নিলিঙ গলায় বলে ফেলল কথাটি। রিদ স্পষ্টভাষী। সে কখনো কোনো কথা মিথ্যা বা লুকোচুরি করে না। আর না কাউকে পরোয়া করে। স্থান, কাল, মানুষ বেঁধ করেও সে সর্বদা স্পষ্টভাষায় কথা বলতে পছন্দ করে। বলেও। আরাফ খান জানেন রিদ স্পষ্টভাষী। সর্বদা সত্য কথা বলে। তারপরও তিনি রিদের এই ‘বিয়ের করে এসেছি’ এই কথাটা বিশ্বাস করলেন না। বিশ্বাস না করার পিছনে অবশ্য কারণ আছে। বিগত কয়েক বছর ধরে রিদকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছেন উনারা। কিন্তু সে রাজি নয়। এমনকি রিদ বিয়ে করবে না বলে এই নিয়ে বাসায়ও তুমুল হুলস্থুল পাকিয়ে ছিল। কতো কাহিনি করলো রিদ বিয়ে করবে না বলে। সেজন্য তো বাধ্য হয়ে রিদ থেকে তিন বছরের ছোট সাতাইশ বছরের ফাহাদকে বিয়ে করাল। নয়তো রিদকেই আগে বিয়ে করাতেন উনারা। এখন এতো কাহিনি পর যদি হঠাৎ করে রিদ এসে বলে সে বিয়ে করে এসেছে তাহলে উনারা বিশ্বাস করবে না এটাই স্বাভাবিক। হলোও তাই। আরাফ খান রিদের বিয়ের কথাটা এক রত্তিও বিশ্বাস করেন নি, উল্টো তিনি ভাবলেন রিদ উনার

সাথে হেয়ালি করছে। সেজন্য তিনিও রিদের সাথে হেয়ালিপনা করেই বলে...‘ বিয়ে করে এসেছিস ভালো কথা। কিন্তু তোর এই অবস্থা কেন? বিয়ে করতে কি আর যুদ্ধ করা লাগে নাকি? আঘাত পেয়েছিস কিভাবে?

আবারও রিদের দায়সারা উত্তর আসল...

‘ বউ মেরেছে।

‘ বউ মেরেছে? আরেহ সাব্বাশ! বউয়ের হাতের মার খেয়ে এসেছিস অবশেষে। আমার তো গর্ববোধ হচ্ছে তোর বউয়ের উপর রিদ। বাপরে কি সাংঘাতিক ব্যাপার-স্যাপার রিদ খানকেও কেউ পিঠায়? তোর বউকে তো আমার একটা ধন্যবাদ দেওয়া দরকার রিদ। বাঘিনীর বাচ্চা সে। তোকে মারার মতো দুঃসাহসিক কাজটা সে করে ফেলল।

আরাফ খানের কৌতুক কথায় দাঁতে দাঁত চাপল রিদ। রাগ বাড়ছে সেজন্য চোয়াল শক্ত হচ্ছে জেদে।

‘ সামনে থেকে সরো দাদাভাই। ভালো লাগছে না। রিদ আবারও পাশ কাটাতে চাইলে ফের বাঁধা দিল আরাফ খান। তিনি যেন আজ শপথ করেছে রিদকে

সর্বোচ্চ বিরক্ত করবে। তিনি রিদের পথ আটকে
দাঁড়াতে দাঁড়াতে একই ভাবে খোঁচা মেরে বলল...

‘আমাকে তোর ভালো লাগবে না এটাই স্বাভাবিক।
আমি কি আর তোর বউ লাগি যে আমাকে তোর
ভালো লাগবে? ভালো লাগার মানুষের কাছে তো
মাইর খেয়েই এসেছিস। আর কি চাই বল? এমন বউ
সোহাগা স্বামী কতোজন হতে পারে। তুই তো
সাংঘাতিক কপাল নিয়ে জন্ম নিয়েছিস রিদ। সোজা
স্বামী পেঠা বউ পেয়েছিস। তোর ভাগ্যটা ভালো
বুঝলি। আমাদের বউতো খালি আদর করে। মারে
না।

আরাফ খানের খোঁচা মারা হেয়ালি কথায় রিদ দাঁতে
দাঁত পিষে জোরপূর্বক আরাফ খানকে পাশ কাটিয়ে
হনহন চলে গেল বাড়ির ভিতরে। রিদকে চলে যেতে
দেখে বৃদ্ধ বয়সের ঝুলন্ত চামড়ায় সুন্দর হাসলেন
তিনি। রিদের চলে যাওয়ার দিকে হাসতে হাসতে
ঘুরে সামনে তাকাতে তক্ষুনি চোখে পরলো
আসিফকে। রিদের গাড়ি পাকিং করে এদিকটায়
আসছে। কিন্তু আসিফের ভাবভঙ্গিমা এমন যেন সে
চুরি করে ধরা পরে যাওয়ার নেয় অবস্থা। আরাফ

খান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে আসিফের চোরের মতোন
মতিগতিটা চট করে ধরে ফেললো। আসিফ যে উনার
হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এমন চোরের মতোন
পালায়ন করতে চাইছিল সেটা বুঝতে পেরেই তিনি
আসিফের ভয়টা আরও বাড়িয়ে দিয়ে তক্ষুনি হাক
ছেড়ে ডাকল আসিফকে।‘ এই রিদ ভাইয়ের বলদ
এদিকে আয়।

আসিফ থমথমে মুখে আরাফ খানের দিকে এগিয়ে
আসল। পালাতে গিয়েও আরাফ খানে চোখে ধরা
পরে যাওয়ার আসিফ বোকা হাসল। মাথা চুলকাতে
চুলকাতে আরাফ খানের সামনে দাঁড়াতে তিনি সন্দেহ
ভাজক দৃষ্টিতে আসিফকে পরখ করে বলল...

‘ কি ব্যাপার? কাহিনি কি বলতো? আজকাল ঘনঘন
কি করিস তোরা চটুগ্রামে? কি চলে তোদের?

আসিফ বোকা হেঁসে উত্তর করে বলল...

‘ কিছু চলে না দাদাভাই। এমনই এমনই কাজে
এসেছিলাম আমরা।

‘ কি কাজে আসলি শুনি? তোর রিদ ভাই যে বলে
গেল সে বিয়ে করেছে ঘটনা কি সত্য?

আসিফ একই ভাবে বোকার মতো বলল..

‘ রিদ ভাই বলেছে এমনটা? যদি বলে থাকে তাহলে হবে হয়তো সত্য। আমি কিছু জানি না।

‘ সারাদিন তো থাকিস রিদের সাথে বলদের মতোন। আবার বলছিস জানিস না কিছু। সত্যি করে বলতো তোদের মধ্যে কি চলে হুম? আমার তো তোদের দুজনকে কেমন সন্দেহ সন্দেহ লাগে। কোনো সম্পর্কে-টম্পর্কে জড়িয়ে পরিসনি তো তোরা আবার? ছিটকে দূরে সরে যাওয়ার মতোন পিছু হাটলো আসিফ। নাক মুখ কুঁচকে আহাজারি করার মতোন করে বলল...

‘ আস্তাগফিরুল্লাহ! নাউজুবিল্লাহ! কি বলেন এসব দাদাভাই? রিদ ভাই আমার বস হয়। আমার কাজই রিদ ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকা। নয়তো আমি মেয়েতে ইন্টারেস্ট!

‘ তোদের ইন্টারেস্ট বুঝবো কেমনে হ্যাঁ? কোনো দিনতো দেখলাম না দুই বলদের এক বলদও একটা মেয়ে পটাইতে। খালি বলদের মতোন সাদাদিন একজন আরেক জনের নাম ডাকিস। তুই ঝাপিস রিদ ভাই, রিদ ভাই করে, আর তোর রিদ ভাই মরে

আসিফ আসিফ করে। এখন আমরা তাদের প্রেমিক-প্রেমিকা মনে করতেই পারি।

‘নাউজুবিল্লাহর কথা বার্তা বইলেন না দাদাভাই। রিদ ভাইয়ের ভাবি আছে। ভাই শুনলে আমাকে ঝাড়বেন।

‘রিদ ভাইয়ের ভাবি আছে মানে? রিদ কি ভাবিতে ইন্টারেস্ট নাকি?

আমতা আমতা করে আসিফ বলল...

‘না মানে রিদ ভাইয়ের ভাবির সাথে সম্পর্ক আছে।

আরাফ খান আবাক হওয়ার মতোন করে বলে।

‘কি বলিস এসব? রিদ শেষমেশ কোন ভাবি সাথে সম্পর্কে জড়াল আসিফ? বউটা কার? কার বউয়ের সাথে পরকীয়া করছে রিদ? ভয়ে ভয়ে ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো আসিফের। কথায় কথায় সে অনেক কিছু বলে ফেলেছে আরাফ খানকে। যদি এসব কথা রিদের কানে যায় তো আসিফকে আস্ত রাখবে না। রিদ পছন্দ করে না ওর পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে কাউকে শেয়ার করা। আসিফ আরাফ খানের কথার ফ্যাসাদে পরে কিভাবে কিভাবে যে মুখ ফস্কে কথা গুলো বেড়িয়ে গেছে। এখন আসিফ যদি আর কিছুক্ষণ আরাফ খানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে

তিনি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাকি কথা গুলোও আসিফের পেট থেকে বের করবেন নিশ্চিত। আসিফ নিজেকে বাঁচাতে হঠাৎ করে দৌড় লাগাল বাড়ির ভিতর দিকে। আকস্মিক ঘটনায় হতভম্ব হয়ে যায় আরাফ খান। তিনি যখন বুঝতে পারেন আসিফ উনার থেকে বাঁচতে দৌড় লাগিয়েছে ঠিক তম্বুনি আসিফের যাওয়ার পথে খানিকটা চেচিয়ে উঠলেন তিনি। বললেন....

‘আরে আরে বলদ বলে-তো যাহ। রিদ কার বউয়ের সাথে পরকীয়া করে বেড়াচ্ছে? মেয়েটা কে?’

আসিফ দৌড়ে পালাতে পালাতে খানিকটা চেচিয়ে জানাল...‘মেয়েটা আপনাদের আত্মীয় হই দাদাভাই।

আত্মীয় কথাটা মাথা আসতেই আরাফ খানের মাথায় প্রথমেই ‘শশীর’ নামটা ঢুকলো। মেয়েটার সাথে রিদের সম্পর্কে কথা শুনেছিল উনারা আরও কয়েক বছর আগে। দুজনকে বিয়েও দিতে চেয়েছিল উনারা কিন্তু শশীর বয়স কম হওয়ায় বা শশীর পড়াশোনা শেষ হয়নি বলে বিয়ের আর হয়নি। তারপর কি হলো কি জানি। রিদ বিয়ে করবে না বলে একেবারে বেঁকে বসল। আরাফ খানের মনে হলো রিদ আবারও

হয়তো শশীর সাথে প্রেমে সম্পর্কে মজেছে। যদি তাই হয়। তাহলে এবার দুটোকে ধরে হাতে হাতে বিয়েটা সেরে ফেলবেন উনারা। বহমান নদীর স্রোতের মতোই সময় তার নিজস্ব গতিতে যাচ্ছে। রিদ মায়ার উপর রাগ নিয়ে চট্টগ্রাম শহর ছাড়লো আজ গোটা পয়ত্রিশ দিন হলো। এতে মায়ার অবশ্য ভাবান্তর নেই। সে রিদের জন্য মোটেও চিন্তিত নয়। বরং সে সেদিনের পর নিখোঁজ স্বামীকে নিয়ে বেশ চিন্তিত। রিদ চুক্তিপত্রের কাগজ গুলো মায়াকে ফিরত দেয়নি। উল্টো মায়াকে হুমকি ধামকি দিয়ে শাসিয়ে গেল। এখন মায়ার ভয় হয় যদি রিদ কোনো ভাবে মায়ার নিখোঁজ স্বামীর ক্ষতি-টতি করে বসে তো? মায়ার নিজের স্বামীর জন্য অস্থির, উন্মাদনা হয়ে সেদিন রিদের হাতে মার খেয়ে বসায় এসে প্রথমে নিজের স্বামীকে ফোন দিয়েছিল খোঁজ নিতে। রিদ মায়ার স্বামীর ক্ষতি করার আগেই সাবধান করতে চেয়েছিল লোকটাকে। কিন্তু আফসোস! মায়ার ফোন কলই সেদিন হতে আজ পযন্ত লোকটা রিসিভ করেনি আর না কল ব্যাক করেছে। মায়া জানে না কেন লোকটা মায়ার কল রিসিভ করে না। মায়া মনে করলো সেই

প্রথম রাতে ওহ লোকটার সাথে রাগারাগি করে অনেক কিছু বলে ফেলেছিল বিদায় এখন মায়ার স্বামী অপমানিত হয়ে ওর কল রিসিভ করছে না। আসলে দোষটা মায়াই। মায়ী বাড়াবাড়ি করে অনেক কথা বলে ফেলেছিল সেদিন। প্রথম ফোন আলাপে এতো বাজে ব্যবহার করা ঠিক হয়নি মায়ার। মায়ী কষ্ট বাড়ে। সেই সাথে সঙ্গী হয় কান্না। দিশেহারা মায়ী হঠাৎ করেই কেমন যেন উদাসীন হয়ে পরলো সবকিছু উপর। কিশোরী মনটাকে বুঝাতে না পেরে প্রায় প্রতিদিন নিখোঁজ স্বামীর খোঁজ নিতে কল দেয় রিদকে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক হলে হয়তো রিদ মায়ার কল রিসিভ করতো। স্বাভাবিক ভাবে অপরিচিত থেকেই বউয়ের সাথে ফোন আলাপ চালাত। কিন্তু বিষয়টা রিদের কাছে স্বাভাবিক ঠেকল না। যবে থেকে বুঝতে পারলো মায়ী রিদকে নিয়ে পজিটিভ কিছু চিন্তা করছে না তবে থেকে সে অস্থির হলো। রিদ মায়ার স্বামী হয় এই সত্যিটা যদি মায়ী কখনো জানতেও পারে তাহলে সে রিদকে স্বামী হিসাবে মানতে নারাজ হবে, তার থেকে তালাক চাইবে। এই কথাটা রিদের মাথায় আসতে রিদের শরীর রাগে

টগবগিয়ে উঠে তিরতির করে। এই রাগে, জিদে রিদ
মায়ার কোনো ফোন কল রিসিভ করে না। আর না
কল ব্যাক করে। বরং রিদ ইচ্ছা করেই মায়াকে
ইগনোর করে। রিদ শুরু থেকে মায়ার সাথে সম্পর্কে
ছড়াতে চায়নি। বরং তার অজানা বউ সম্পর্কে প্রথমে
জানার কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে
মায়াকে প্রথম দেখে সে সন্দেহের বশে অজানা
বউয়ের খোঁজ করল। তারপর বউয়ের হদিশ না
পাওয়ায় রিদ এক প্রকার জেদ নিয়েই বউকে খোঁজে
বেড়ায়। খোঁজে খোঁজে যখন রিদ দিশেহারা হয়ে
উঠছিল বউকে না পেয়ে তখন রিদের মনে অজানা
অচেনা বউয়ের প্রতি অস্থির টান আর প্রচুর ইন্টারেস্ট
জন্ম নিলো। তারপর সেই ইন্টারেস্ট থেকেই আজ
এই পযন্ত এসে দাঁড়াল। অবশেষে বউকে খোঁজে
পেল। কোনো এক অজানা অধিকার নিয়েই বউকে
খোঁজে পাওয়ার প্রথম দিনই থাপ্পড় মেরে বসল
রাগে। তারপর রিদ কেমন কেমন করে যেন বউয়ের
প্রতি নজর রাখতে শুরু করলো। বউয়ের চারপাশটা
তাঁর হাতের মুঠোয় রাখল। তবে তখনো রিদ বউকে
নিয়ে শিওর ছিল না তাঁরা ভবিষ্যতে একত্রে হবে

কিনা। বা আদৌও সে এই লুকায়িত সম্পর্কটা সাথে
জড়াতে চায় কিনা। কিন্তু যবে থেকে বুঝতে পারলো
বউ তার জন্য দিশেহারা অস্থির পাগল হয়ে আছে
তারই খোঁজে। তবে থেকে রিদের দৃষ্টি বদলায়। বউ
তাকে না দেখে, না জেনেই ভালোবাসে! সে খারাপ
কোনো মানুষ হতে পারতো, এমনটা জেনেও তার
সাথে সংসার করতে চাওয়া মনোভাবটা রিদকে খুবই
আকৃষ্ট করেছে। এই যে তার বউ তাঁকে খোঁজে
পাওয়ার জন্য দিশেহারা হয়ে আছে এটা রিদকে প্রচুর
মানসিক শান্তি দেয়। ভাবে তার বউ তাঁকে
ভালোবাসে। আর বউয়ের এই ভালোবাসাটা অনুভব
করতে গিয়েই কিভাবে যেন রিদ বউয়ের মায়ায় পা
পিছলে পরে যায় একেবারে নাম মুখ ডুবিয়ে। সেই
মায়া কাটিয়ে উঠার সাধ্য আর রিদের নেয়। রিদ
অনুভব করতে পারে তার বউয়ের প্রতি টানটা দিন
দিন বেড়েই চলেছে। তার মনে হচ্ছে সে খুব শীঘ্রই
এই বউয়ের জন্য পাগল টাগল হয়ে যাবে। এখন
তার এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে তার বউ যায়ই
করুক না কেন, সবই তার ভালো লাগে। মনে হয়
তার সাথে এমন আধা পাগল বউটাকেই মানায়।

জীবনে এন্টারটেইনমেন্ট জন্য হলেও এমন একটা
আধা পাগল বউ থাকা জরুরি। এই যে তার বউ
তাঁকে এতো আগ্রহ নিয়ে দিনে দিনে অবসেশন জেদি
পাগল বানাচ্ছে। আর সে দুর্বল হাটে পরিণত হয়ে
পাগল হচ্ছে। এখন যদি শুনতে হয় তাঁর বউয়ের
ভালোবাসা মূলত তার জন্য নয়। তাহলে কেমনটা
লাগে? কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কি স্বাভাবিক থাকতে
পারবে? অস্বাভাবিক নেয় মাথা গরম হয়ে যাবে না?
রিদের অবস্থাও সেইম। সে পারছে বউকে থাপ্পড়িয়ে
লাল লাল করে দিতে। বেয়াদব বউ একটা কপালে
জুটেছে তার। এই বউয়ের জন সারাক্ষণ রিদের মন
মেজাজ গরম হয়ে থাকে। সে এমনই রাগী রগচটা
মানুষ। অল্পতেই রেগে যাওয়ার ব্যামো আছে। সেখানে
বউটার জন্য মাথাটা তার আরও গরম হয়ে থাকে
আজকাল। মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায় রিদ ফুস করে
নিঃশ্বাস ফেলল। অফিস কক্ষে থাই গ্লাস বেঁধ করে
তাকাল ব্যস্ত শহরে দিকে। বউটার জন্য কেমন মন
পুরছে তার। কিন্তু তারপরও সে নিরুপায়। সে বউকে
নিজ থেকে ধরা দিবে না বলে জিদ ধরে বসে আছে।
আর সেই জেদি এখন মন পুরছে। রিদ হাতে হাতে

ল্যাপটপের শাটার টেনে বন্ধ করলো। কিছুই ভালো লাগছে না বলে রিদ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টেবিলে উপর রাখা অবহেলিত আধুনিক ফোনটা তক্ষুনি ভাইব্রেটস করে উঠলো। রিদ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সেদিকে তাকাল। চোখে ভাসমান হলো ‘বেয়াদব বউ’ নামটি। রিদ কলটি রিসিভ করলো না। বরং অবহেলিত ভাবেই ফোনটা জায়গায় পরে থাকল। সে আপাতত বউয়ের ফোন রিসিভ করবে না বলে জেদ করে আছে। যেভাবে রিদের মনটা পুরছে ঠিক সেভাবে বউকেও তার দহনে পুরাবে বলে স্থির করলো।

রিদ ফোন রিসিভ না করায় মায়া উদাস মনে কান থেকে ফোন নামিয়ে টেবিলে উপর রাখল। হাতাশার ভারি নিশ্বাস ফেলে আবারও কল দিতে চাইলে পাশ থেকে বাঁধা দিল জুই। রাগান্বিত গলায় বলল। ‘তুই এতো আত্মসম্মানবোধ ছাড়া কিভাবে হলি রিতু? একটা মানুষ তোর ফোন রিসিভ করে না তারপরও বেয়ামি করে রোজ রোজ কেন কল দিস তুই? তোর লজ্জা থাকা উচিত।

কলেজ ক্যানটিনে দ্বি-তলায় কোণার টেবিলে গোল হয়ে বসে চার বান্ধবী। মায়া মুখোমুখি জুই বসে

কপাট রাগ দেখিয়ে কথা গুলো বলল মায়াকে। মায়া
জুইয়ে কথার উত্তর দিয়ে দৃঢ় মনে বলল।

‘ লজ্জা, আত্মসম্মানবোধ দুটোই আছে আমার জুই।
কিন্তু তাই বলে সব জায়গায় আত্মসম্মানবোধ দেখাতে
নেই। বিশেষ করে একটা সম্পর্ক সুস্থ রাখতে গেলে
মঝেমঝে নিজের আত্মসম্মানবোধ ও খুঁয়াতে হয়।
সব জায়গায় সবকিছু চলে না। আমার সম্পর্কটাও
ঠিক তাই। ভিষণ নড়বড়ে একটা সম্পর্ক। তাই
আমার অসুস্থ সম্পর্কটাকে আগে সুস্থ করি তার না-
হয় আত্মসম্মান বোধটা দেখানো যাবে। শ্রম না করে
ভালো ফসলের চিন্তা করা যেমন বোকামি, ঠিক
তেমনই একটা সম্পর্কে ভালোবাসা তৈরি না করে
তার উপর অভিমান করে আত্মসম্মানবোধ নিয়ে বসে
থাকলে ওপাশের মানুষটা কখনো আমার কদর বুঝবে
না। আমার কদর বা গুরুত্ব সামনের মানুষটাকে
বুঝাতে গেলে আমাকে অবশ্যই সেই মানুষটাকে
স্পেশাল ফিল করাতে হবে। তবেই না সে আমার
জন্য পাগল হবে। এখন দুনিয়াটায় গিভ এন্ড টেকের
নিয়মে চলছে জুই। একহাতে দাও, তো অন্য হাতে
নাও। তাই আমাকে কিছু পেতে হলে অবশ্যই কিছু

দিতে হবে। আজ আমি তাঁকে পাত্তা দিচ্ছি কাল সে আমাকে গুরুত্ব দিবে। এটাই তো নিয়ম তাই না? মায়ার জ্ঞানী জ্ঞানী কথায় বেশ অসন্তুষ্ট হলো জুই। তারপরও রাগ রাগ নিয়ে বলল জুই।

‘তুই এতো পাত্তা দেওয়ার পরও যদি, ঐ লোকটা থেকে গুরুত্ব না পাস তাহলে কি করবি তুই তখন? মায়া উত্তর আসল একই ভাবে। দৃঢ়তা দেখিয়ে বলল...

‘সে আমাকে গুরুত্ব দেয় জুই। আর দেয় বলেই সে আজ পযন্ত আমার কলটা কখনো কেটে দেয়নি আর না আমার নাম্বারটা দেখে ব্লক লিস্টে ফেলেছে। আমার কি মনে হয় জানিস জুই? লোকটা কোনো কারণে হয়তো আমার উপর রাগ করে আছে। আর সেই রাগ নিয়ে হয়তো আমার সাথে কথা বলতে চাইছে না। হতে পারে আমার প্রথম দিনের ব্যবহারে লোকটা অসন্তুষ্ট। আমার উচিত হয়নি তার সাথে ঐভাবে রেগে কথা বলার।

মায়ার কথায় এবারও জুই অসন্তোষ্ট গলা ঝেড়ে বলল।

‘ তোর কাছে আদৌ তোর জামাইর কোনো দোষ
পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না। তোর জামাই তো
নিষ্পাপ মানুষ।

মায়া ফোন চালাতে চালাতে ছোট করে সম্মতি দিল...
‘ হুম।

জুই নাক মুখ কুঁচকে বলল...

‘ জামাই পাগলী।

জুইয়ের অসন্তোষ্ট গলা কথাটা বলল। মায়া শুনেও না
শুনার মতো বসে রইল ফোনে চোখ দিয়ে। হাতের
টাচে আবারও কল লাগাল রিদকে। কিন্তু এর মাঝেই
ফোড়ন কেটে শ্রেয়া মায়ার কল কেটে দিয়ে হড়বড়
করে বলতে লাগল। ‘ মায়া একটা কাজ করলে কি
হয়? তোর জামাই কেমন লোক, তার চরিত্রের একটা
পরীক্ষা করে দেখ আগে। তুই তো তাঁকে
ভালোবাসিস তাই না? তোর জানা উচিত লোকটা
কেমন চরিত্রে। তাছাড়া লোকটা তোর কল রিসিভ
করে না হয়তো পরিচিত নাম্বার দেখে। তুই একটা
অপরিচিত নাম্বার থেকে লোকটাকে কল দিয়ে দেখ
রিসিভ করে কিনা। বা অপরিচিত মেয়েদের সাথে সে

কেমন স্বভাব রেখে কথা বলে, এই নিয়ে একটা পরীক্ষা তো করাই যায় তাই না?

মায়া সরল চোখে তাকাল শ্রেয়ার দিকে। কথাটা মন্দ বলেনও শ্রেয়া। একটা পরীক্ষা তো মায়া করতেই পারে জামাই চরিত্র পরীক্ষা করতে তাই না। মায়ার নাম্বারটা দিয়ে তো একবার কথা বলেছিল ওরা, সেজন্য হয়তো লোকটা মায়ার নাম্বার চিনতে পেরে এখন রিসিভ করে না। তাই মায়ার শ্রেয়ার কথাটা এই মূহুর্তে বেশ যুক্তি সংগত মনে হলো। কিন্তু কথা হলো কার ফোন দিয়ে কল করবে। এই কথাটা জানাতেই নাদিয়া তক্ষুনি নিজের ব্যাগ থেকে মোটামুটি দামী একটা ফোন বের করে দিল মায়াকে। মায়া সেটা সহজ ভাবেই গ্রহণ করলো। নাদিয়া বেশ ভালো পরিবারের মেয়ে। অনেক টাকা পয়সা আছে নাদিয়ার বাবার। সেক্ষেত্রে নাদিয়ার হাতে একটা দামী ফোন থাকা অস্বাভাবিক কিছু না। মায়ার রিদের মুখস্থ নাম্বারটা হাতে হাতে নাদিয়ার ফোনে টাইপিং করে রিদকে কল লাগাল। মায়া বেশ দৃঢ় ছিল রিদ এই অপরিচিত নাম্বারটা দেখে কলটা রিসিভ করবে না। কিন্তু রিদ মায়ার দৃঢ়তাব্যঞ্জক করে কয়েক সেকেন্ড

মধ্যে কলটা রিসিভ করে ফেললো। এতে মায়া হতাশ হলো। মায়া ভারি হতাশায় ডুবে গিয়ে বলল...‘ হ্যালো বাবু!

‘ কে?

‘ আমি তোমার বাচ্চার মা!

মায়াকে ফের হতাশায় ডুবিয়ে দিয়ে রিদ উৎফুল্লতা দেখিয়ে কথা মিলিয়ে বলল।

‘ হ্যাঁ বাবু বলো!

‘ আই মিস ইউ।

‘ আই মিস ইউ টু বাবু।

মায়া উদাস গলায় বলল...

‘ আমার বাবু কি করে?

‘ তোমার বাবু তার বাবুর আঁম্মুকে বসে বসে মিস করে জান।

‘ তাহলে আজকে বাসায় তাড়াতাড়ি চলে আসো। আমি অপেক্ষা করছি।

‘ হ্যা বাবু আর একটু পরই চলে আসবো। আমার বাবু ডেকেছে আর আমি না এসে পারি বলো? আজকে রাতে খেলা হবে জান। তুমি আর আমি।

মায়া লজ্জা থমথমে খেয়ে বসল। লোকটা এমন
উলোটপালোট কথা বলবে সেটা ধারণাতে ছিল না
মায়ার। মায়া থমথমে খেয়ে চোখ তুলে তাকাল
মুখোমুখি বসা জুই, শ্রেয়া আর নাদিয়া দিকে। সবাই
উৎসুক হয়ে ওদের কথা শুনছে আগ্রহ নিয়ে। ফোনটা
লাউডস্পিকার দেওয়া। মায়া এক পলক জুই, নাদিয়া,
শ্রেয়াকে দেখে নিয়ে থমথমে গলায় বলল...‘ বাবু?

‘ হ্যাঁ বাবু!

মায়া আমতাআমতা করে বলল..

‘ আই লাভ ইউ!

‘ আই লাভ ইউ টু বাবু।

রিদের কথা বলার সময় আসিফ তাড়াহুড়ো করে
টুকেছিল কক্ষে হাতে কিছু ডকুমেন্টস নিয়ে। রিদকে
‘ভাই ‘ ডাকতে রিদ আসিফকে থামিয়ে দিয়ে বলল...

‘ এই ডিস্টার্ব করিস নাতো। দেখিস না আমার বাবুর
আম্মু ফোন করছে। ব্যস্ত আমি। তুই বাহিরে যাহ।

আসিফ হতবুদ্ধি হয়ে ড্যাবড্যাব করে রিদের দিকে
তাকিয়ে থেকে বেড়িয়ে গেল আশ্তে করে। মূলত
আসিফের মাথায় রিদের কথার আগামাথা কিছুই
টুকলো না। এই বাবুর আম্মুটা আবার কে? রিদ কখন

বাবু জন্ম দিল তাও বুঝল না। আসিফ বেড়িয়ে
যেতেই রিদ একই উৎফুল্লতা দেখিয়ে বলল..

‘ হ্যাঁ বাবু বলো! বাচ্চারা কি খেয়ে ঘুমাইছে?

‘ হ্যাঁ!’ তা কি খাওয়ালে? মার্কেটের দুধ তো শেষ।
আমিতো এখনো আনি নাই। তা তুমি কোথেকে দুধ
খাওয়ালে?

রিদের বেগতিক কথায় মায়া হড়বড় করে কলটা
মিউট করল। লজ্জা সিঁটিয়ে জুইয়ের দিকে ফোনটা
এগিয়ে দিতে দিতে বলল।

‘ আমি আর কথা বলবো না। তুই কথা বল জুই।
লোকটা কেমন কেমন করে যেন কথা বলে। আমার
লজ্জা লাগে।

মায়ার কথায় নাক মুখ কুঁচকে জুই বলল...

‘ আমি কেন কথা বলতে যাব? তোর জামাই তুই
কথা বল। তাছাড়া এসব বেফাঁস কথা তুই আগে শুরু
করেছিস। তুই কেন আগে আগে বলতে গেলি তুই
তাঁর বাচ্চার মা হুস। এখন তো সে এসব বলবেই।
বাচ্চাদের খোঁজ নিবে না?

পাশ থেকে শ্রেয়াও জুইয়ের কথায় সম্মতি দিয়ে
বলল।

‘ ঠিক ঠিক জুই ঠিক বলছে! মায়া তুই আগে কথা শেষ কর। কলটা বেশিক্ষণ মিউট করে রাখলে লোকটা বুঝে যাবে আমাদের ফন্দি।

শ্রেকার কথায় মায়া তক্ষুনি কল আনমিউট করে ফের কলটা লাউডস্পিকার রেখে বলল।

‘ জান?

‘ হ্যাঁ জান। কল মিউট করে কোথায় গিয়েছিলে? বাচ্চারা কি কান্নাকাটি করে তোমাকে বেশি জালাচ্ছে? তুমি কি তাদের দুধ খাওয়াচ্ছ?

রিদের এমন ভয়ংকর ঠোঁট কাটা কথায় মায়া ভারী লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে বসল। সাথে এটা ভাবলো মায়ার জামাই রয়েল না। সে ভিন্ন নারীর সাথে এমনই ফ্লাটিং করে বেড়ায়। মায়ার চোখে মুখে লজ্জা চেয়ে কষ্টের ছাপ স্পষ্ট হলো। ভারী হতাশ গলায় বলল.. ‘
আপনার বাচ্চারা দুষ্ট! আপনার মতোই।

‘ না জান। এই ক্রেট তুমি নাও। আমার বাচ্চারা মা মতোই ন’টি হয়েছে।

মায়া যখন রিদের সাথে কথায় পেরে উঠছিল না, তাই অবশেষে হার মেনে বলল...

‘ আপনি আমাকে চিনেন?

‘ কেন চিনব না? তুমি মাত্রই আমার জন্ম নেওয়া বাবুদের আন্মু। তোমাকে না চিনলে হবে বলো?
মায়া হতাশার মুখ ভার করে চুপ করে রইল। মনটা খারাপ। মায়ার স্বামী অপরিচিত নাম্বারেও মেয়েদের সাথে ফ্লাটিং করে বেড়ায় এই কষ্ট মায়া কোথায় রাখবে? মায়ার কলিজাটা ভিষণ পুরছে। সে আর কথায় বলবে না। মায়াকে হুট করে চুপ হয়ে যেতে দেখে রিদ বলল।

‘ কি ম্যাডাম কথা শেষ? স্টক খালি?

‘ হুম।

‘ তো এরকম ফাজলামো কি আমার সাথেই প্রথম নাকি লিস্টে আরও আছে?

‘ আপনি প্রথম।

‘ আর আমিই যেন শেষ হয়। মনে রাখবেন।

মায়া চমকে উঠলো। তারমানে লোকটা ওকে চিনে এতক্ষণ কথা বলছিল? কিন্তু কিভাবে চিনলো? মায়াতো পরিচয় দেয়নি। তাহলে? মায়া অধৈর্যের গলায় তক্ষুনি জানতে চেয়ে বলল।

‘ আপনি আমাকে কিভাবে চিনলেন? আমি তো পরিচয় দেয়নি?

‘ আপনাকে চিনা আমার জন্য কঠিন কিছু নয়
ম্যাডাম। বরং সহজ ভাবেই চিনে কথা বলছি। তবে
ওয়ানিং দিচ্ছি! এই রকম ফাজলামো যেন অন্য
কোনো ছেলে সাথে না হয়, নয়তো থাপড়িয়ে গাল
ফাটিয়ে ফেলব স্টুপিড।

মায়া মিনমিন করে বলল...

‘ আপনি খালি বকা দেয়। গুরুত্ব দেন না।

‘ গুরুত্ব আগে অর্জন করো, তারপর!

‘ কল রিসিভ না করলে অর্জন করবো কিভাবে?

‘ জানি না।

রিদ একই ভাবে উদাস গলায় বলল কথাটা। মায়া
রিদের কথায় কষ্ট পেয়ে বলল।

‘ আমার মন পুরে আপনার জন্য।

মায়া যেন হুট করেই রিদের মনে কথাটা বলে
ফেলল। মন তো তারও পুরে বউয়ের জন্য। রিদ
ভোঁতা মুখে কতক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে স্বভাবগত
ভাবেই ত্যাড়ামি করে বলল...‘ এসব মিথ্যা নাটকের
ভাষা আমি বুঝি না। রাখছি।

রিদ কল কাটতেই মায়া ঠোঁট উল্টায়। লোকটা যে
ত্যাড়া স্বভাবে হবে মায়া এতো দিনে বেশ কয়েকবার

বুঝতে পেরেছে। আজকে আবার প্রমাণ হলো লোকটা আসলেই ত্যাগী মানুষ। এই লোককে সোজা বানাতে বানাতে মায়া না আবার বাঁকা হয়ে যায় আল্লাহ জানে। তক্ষুনি নাদিয়া ব্যস্ত গলায় মায়াকে বলল...

‘ মায়া তোর স্বামীতো অনেক ধুরন্ধর লোক। অপরিচিত নাম্বার থেকেও তোকে কেমন চট করে চিনে ফেলল।

‘ হুম।

কেমন হতাশা ভারি নিশ্বাস ফেলল মায়া। এই জামাইর খোঁজ সে ইহজীবনে আর পাবে কিনা আল্লাহ জানে। তারপর? তারপর দিন গুলো একই ভাবে কাটছে। নিখোঁজ স্বামীকে খোঁজ না পাওয়ার উদাসীনতা যেন মায়ার দিনদিন বাড়ছেই। রিদ মায়ার সাথে ফোনে কথা বলে না। ঐ একদিনের অপরিচিত ভেবে ফোন আলাপ হয়েছিল ব্যস এতটুকুই। তারপর আরও একটা মাস কিভাবে কিভাবে যেন কাটলো। মায়া, জুই আরিফের সঙ্গে বাড়িতে এসেছে বড় বোনের বিয়ে উপলক্ষে। ফাহাদ বাবাকে নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে বাংলাদেশে ফিরেছে গোটা এক সাপ্তাহ হলো। ফাহাদের বাবা এখন পুরপুরি সুস্থ না হলেও

মোটামুটি ঠিকঠাক তিনি। উনার চিকিৎসা এখন বাংলাদেশের ডাক্তারদের আওতায় আছে। ঔষধ চলছে আরকি। মায়ার পরিবারের সবারই গিয়েছিল ফাহাদের বাবকে দেখতে। মুক্তা যায়নি। আরও যায়নি মায়া আর জুই। ওদের না যাওয়ার পিছনে কারণ ছিল অবশ্য। দুই পরিবারের মানুষজন বসে আলাপ আলোচনা করে মুক্তা আর ফাহাদের আনুষ্ঠানিক বিয়ের ডেট ফিক্সড করল সেজন্য। সামনে শুক্রবার বাদ রেখে এর পরের শুক্রবারের বিয়ে। মায়াদের বাড়ির মধ্যে হৈচৈ কাণ্ড। মায়া জুই কতো খুশি বোনের বিয়ে বলে কথা। খুশিতে আত্মহারা হয়ে লম্বা লিস্ট বানিয়েছে বিয়েতে কি কি কেনা কাটা করবে তা নিয়ে। মায়া বাবা খানিকটা চিন্তিত মুখে ছোট মেয়ে মায়ার উল্লাস দেখলেন। তিনি বেশ কয়েকদিন ধরেই একটা বিষয় নিয়ে চিন্তিত। উনার ছোট ভাই জামাল সাহেবের সঙ্গেও এই বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। তিনি বড় ভাই শফিকুল ইসলামের উপর দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছে যাহ ভালো হয় তাই করতে। আপাতত শফিকুল ইসলাম তিনি দ্বিধায় ভুগছেন বলে, উনার বড় ছেলে আরিফকে ডেকে পাঠালেন জরুরি

তলবে। খাবার টেবিলে সবাই বসে। মায়া, জুই
খেয়েদেয়ে আগে আগে চলে গেল রুমে বোনের বিয়ে
কেনাকাটা বাজারজাত তালিকা করতে। সেই ফাঁকে
খাবার টেবিল খালি পেয়ে মনের কথা গুলো
পরিবারের সামনে রাখতে চাইলেন শফিকুল ইসলাম।
প্রথমে তিনি ছেলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়ে
গলা ঝেড়ে বললেন। ‘ আরিফ তোমার সাথে আমার
জরুরি কিছু কথা ছিল।

বাবা কথায় খাওয়া থেকে মুখ উঠাল না আরিফ। বরং
খেতে একই ভাবে বলল।

‘ আমি শুনতে পারছি বাবা। বলো।

শফিকুল ইসলাম এক পলক উপস্থিত সকলের দৃষ্টি
পরখ করে নিল। ছোট ভাই জামাল ব্যতীত কেউ
উনার দিকে আপাতত তেমন মনোযোগ নেই। উনার
স্ত্রী ছেলে মেয়েদের বেড়ে খাওয়াচ্ছে। ছোট ভাইয়ের
বউ আরিফের পাতে তরকারি তুলে দিচ্ছে
এমতাবস্থায় উনার কথা গুলো বলা অনুচিত হবে
কিনা জানা নেই। তারপরও তিনি গম্ভীর গলায় ভারী
আওয়াজে বললেন।

‘ মায়ার জন্য চেয়ারম্যান সাহেবের বড় ছেলের বিয়ে
প্রস্তাব এসেছে। আমি তাতে মত দিয়েছি।

অমনোযোগী চোখ গুলো হঠাৎ করেই চমকে উঠে
শফিকুল ইসলামের দিকে তাকাল একত্রে সবাই।

প্রত্যেকের চেহারা দেখেই বুঝা যাচ্ছে সবাই বেশ
চমকিয়েছে উনার কথায়। উনি একত্রে এতো গুলো
মানুষের দৃষ্টিতে পরে খানিকটা অপ্রস্তুক হলো। এর

মধ্যে আরিফ অসন্তুষ্ট গলা আওড়াল। ‘ মায়া এখনো
এসব কিছুর জন্য ছোট বাবা। মাত্রই আমরা মুক্তার
বিয়েটা দিচ্ছি। এর মধ্যে মায়ার বিয়ের কথা আসলো
কোথায় থেকে? তাছাড়া তুমি এসব বিষয়ে মত দাও
কিভাবে? মায়া সবার ছোট। ওর বড়ো জুইয়ের বিয়ে
নিয়েই আমরা এখনো চিন্তা করিনি। সেখানে মায়ার
বিয়ের কথা কিভাবে চিন্তা করো তুমি?

ছেলের রাগান্বিত মুখটার দিকে তাকিয়ে শফিকুল
ইসলাম ভারী গলায় বলল...

‘ চেয়ারম্যান সাহেবের বড় ছেলেকে তোমার অচেনা
নয় আরিফ। দেখাশোনা, লেখাপড়ায় বেশ দারুণ
ছেলেটা। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট! আচার-ব্যবহারেও বেশ
অমায়িক। ছেলেটা স্টুডেন্ট ভিসা পেয়ে অ্যামেরিকা

যাচ্ছে। ঐখানে পড়াশোনা শেষ করে গ্রীন কার্ড পেয়ে
বাংলাদেশে আসতে আরও পাঁচ বছর লাগবে। সেজন্য
ওরা চাচ্ছিল ছেলেকে বিয়ে করিয়ে রাখতে মায়ার
সঙ্গে, যাতে ঐখানে কাবিননামা দেখিয়ে বউয়ের জন্য
ভিসা পাওয়া যায়।

আরিফ তাতেও তীব্র অমত পোষণ করে বলল...

‘সামান্য একটা ভিসার জন্য তুমি মায়ার বিয়ে এন্ফুনি
দিতে চাও বাবা? মায়া এখনো বেশ ছোট মানুষ,
আঠারো হয়নি। এসব বিয়ের ঝামেলায় ওকে এই
মূহুর্তে টানলে পড়াশোনার ক্ষতি হবে। আগে
পড়াশোনাটা শেষ করুক, ততদিনে না-হয় ছেলেও
পড়াশোনা শেষ করে আমেরিকা থেকে ফিরুক।
তারপর না-হয় বুঝ পরামর্শ করে দুজনের সম্মতিতে
বিয়েটা দেওয়া যাবে বাবা।

আরিফের কথার অনিহা পোষণ করলো জামাল
সাহেব ও শফিকুল ইসলাম। শফিকুল ইসলাম কিছু
বলবে তার আগেই জামাল সাহেব আরিফের উদ্দেশ্য
বলে...‘ এই রকম ভালো সম্বন্ধ হাতে কাছে পেয়ে
ফেরানোটা উচিত হবে না আরিফ। তাছাড়া আমরা
এন্ফুনি মায়াকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছি না।

চেয়ারম্যান সাহেবের বংশ ভালো। ছেলেটাও ভালো।
আমাদের হাতের কাছের ছেলে। কতো নম্র ভদ্র।
তাছাড়া ওরা শুধু চাচ্ছে দুই পরিবারের মধ্যে আকদ
করে রাখতে। মায়া এন্ফুনি সংসার শুরু করবে না,
ছেলে দেশে ফিরার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে তুলে
দেওয়া হবে মায়াকে। আমরা কেউ মায়ার খারাপ
চাইব না আসিফ। বাপ-চাচার কথা একে বারে ফেলে
না দিয়ে তুমি কিছু দিন সময় নাও। চেয়ারম্যান
সাহেবের সাথে কথা বলো। ছেলেটাও পরখ করো।
তোমার যদি কোনো কিছুতে খারাপ মনে হয় তখন
না-হয় আমরা সম্বন্ধটা ফিরিয়ে দিব। কিন্তু কোনো
যাচাই-বাছাই না করে ছুট করে বিয়েটা ফিরিয়ে
দেওয়া ঠিক হবে না। আমি আর ভাই এই বিয়েটা
নিয়ে বেশ কয়েক ধরে যাচাই করেছি খারাপ কিছু
চোখে পেরেনি। তুমি এই বাড়ির বড়ো ছেলে এবার
দায়িত্ব তোমার। তুমি বিয়েটা নিয়ে যাচাই-বাছাই
করো। মুক্তার বিয়েটা পযন্ত অন্তত সময় নাও। মুক্তা
বিয়েটা পর না-হয় আমাদেরকে জানাও তোমার
মতামত কি। তবে আমরা আশা করবো তুমি ভুল

কোনো সিদ্ধান্ত নিবে না। মায়া আমাদেরও মেয়ে হয়।
ওর চিন্তা আমাদেরও আছে।

জামাল সাহেবের কথায় আরিফ হ্যাঁ বা না তেমন
কিছুই বলেনি। শুধু ধীরস্থির ভাবে নিজের খাওয়ায়
মনোযোগ হলো। আরিফকে চুপ করে যেতে দেখে
জামাল সাহেব বুঝলেন আরিফ ওদের কথায় সম্মতি
জানিয়ে। সে এই বিয়েটা নিয়ে ভাববে। উপস্থিত
সবাই খাবার টেবিলে নিশ্চুপ হয়ে খেতে লাগল। কেউ
আর আগ-বাড়িয়ে কোনো কথা বলল না। শফিকুল
ইসলাম খেতে খেতে নিরবতা ভেঙ্গে আবারও গম্ভীর
গলায় বলল। ‘তুমি চটুগ্রামে ফিরে যাচ্ছে কবে?’

‘কাল রাতের ট্রেনে ফিরবো বাবা।’

‘আবার কবে আসবে?’

‘এক সাপ্তাহ পরই ফিরে আসব। হাতে কাজ গুলো
শেষ করেই চলে আসব।’

‘মায়া আর জুই যাবে না তোমার সাথে?’

‘না বাবা। ওদের নিব না। এখন গিয়ে আবার এক
সাপ্তাহ পর ফিরে আসাটা ঝামেলা হয়ে যাবে। ওরা
থাক। বিয়ের শপিং টপিং করুক। আমি খুব জলদি
ফিরে আসব।’

‘ হুম!খাবার টেবিলে খাওয়ার দাওয়ার পাট চুকিয়ে
সবাই যার যার মতো করে চলে গেল। অথচ মায়া
জানলই না ওর অগোচরে ওর বিয়ের তোরজোর
চলছে বড়দের মধ্যে। আরিফ বাপ-চাচার কথা মতো
সে চেয়ারম্যান সাহেবের বড় ছেলে নাদিমের সঙ্গে
দেখা করলো। নাদিমকে আরিফের বেশ ভালোই
লাগল। বেশ আন্তরিকতা ছেলে। তেমন খারাপ কিছু
চোখে পেরেনি। তারপরও আরিফ এই মুহূর্তে তার
মতামত দিতে পারলো না। ভাবল আগে মুক্তার
বিয়েটা শেষ করুক তারপর না-হয় সে এই বিয়েটা
নিয়ে চিন্তা করবে। গ্রীষ্মকালীন তপ্ত রোদে গা জ্বলা
ভাব। অল্পতে গায়ে আগুন লাগার মতোন তাপমাত্রা।
যান্ত্রিক শহরের কর্মজীবী মানুষজন এতটাই ব্যস্ত যে
তপ্ত রোদের প্রখরতা বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি
তাদের ব্যস্ততায়। বরং চাকরিজীবী শুরু করে
রিকশাওয়ালা পযন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
নিজেদের রোজকার কর্মে ব্যস্ত। এমন একটা
কাঠফাটা তপ্ত রোদ মাথায় নিয়েই ঢাকা বসুন্ধরা সিটি
কমপ্লেক্স শপিং মহলে সামনে উপস্থিত হলো আরিফ।
সঙ্গ তার তিন-বোন। মুক্তা, মায়া, জুই। মূলত আজ

মুক্তার বিয়ের শপিং। আর তার জন্য ফাহাদের পরিবার থেকে ডাক পরেছে ওদের। বিয়ের মাত্র আর পাঁচদিন বাকি। অথচ এখনো বিয়ের শপিং করা হয়নি বলে জরুরি তলবে মুক্তাকে নিয়ে ঢাকায় আসতে হয়েছে আরিফকে। প্রথমে ফাহাদ যেতে চেয়েছিল আশুগঞ্জ থেকে মুক্তাকে নিয়ে আসতে কিন্তু আরিফ বড়ভাই হিসাবে ফাহাদকে আসতে মানা করল সে নিয়ে যাবে বলে। আসল কথা বিয়ের কেনাকাটা কনে পক্ষের বাকি। এবার হাতে হাতে তারাও বিয়ের কেনাকাটা করে ফেলতে চাই আজ। আরিফ মলের বাহিরে পার্কিং এরিয়াতে আসতে দেখা পেল খান পরিবারের মানুষদের। ফাহাদের পরিবার হতে শুরু করে হেনা খান, আরাফ খান সকলেই উপস্থিত। তোড়জোড় করে যে সবাই চলে এসেছে শপিংয়ে সেটা বুঝতে বাকি নেই আরিফের। আরিফ হেনা খানদের উদ্দেশ্য এগিয়ে যেতে যেতে এক পলক তাকাল উপস্থিত সকল সদস্যের দিকে। খান বাড়ির মহিলা সদস্যদের মধ্যে সবাই উপস্থিত আছে কেউ বাদ পড়েনি। শুধু ছেলেদের সংখ্যা কম দেখল গুটি কয়েক বডিগার্ড আর পাঁচজনের মতোন পুরুষ

মানুষকে চোখে পরলো শুধু। তাদের মধ্যে আরাফ খান, বর হিসাবে ফাহাদ, বাকি তিনজন তাগড়া ছেলেদেরকেও আরিফ চেনে। চোখের দেখা দেখেছিল কয়েকবার ছেলেগুলোকে। এক দুইবার কথাও হয়েছিল। সোহাগ, সৌরভ আরাফ খানের বড় মেয়ের দুই ছেলে। তাঁরা জমজ আরিফের পাশাপাশি বয়স। বাকি একজন ফাহাদের ছোট ভাই সুমন। এবার অনার্স কমপ্লিট করে মাস্টার্সে পড়ছে। আরিফের দুই বছরের জুনিয়র। এছাড়া আরিফের আর কাউকে চোখে পরলো না। এমনকি রিদ, রিদের বাবা, মা, ভাইকেও না। আরিফ জানে রিদ খানের মতোন মানুষ কক্ষুনো এসব মেয়েলি শপিংয়ে আসবে না। কিন্তু রিদের মা আর ছোট ভাই রাদিফের অনুপস্থিতি কারণটা বুঝল না সে। তাঁরা তো আসতেই পারে নাকি? তাছাড়া আয়ন ভাইকে আশেপাশে কোথাও চোখে পরলো না আরিফের। কিন্তু আয়নের মা-বোনকে ঠিকই দেখা যাচ্ছে হেনা খানের পাশে। আরিফ খান পরিবারের সাথে মিলিত হতেই নম্রতা নিয়ে সকলের সঙ্গে কৌশল বিনিময় করল। মুক্তা পা ছুঁয়ে শশুর বাড়ির গুরুজনদের সালাম করলো এর মাঝেই। অন্তত খুশি

মনে মুক্তাকে গ্রহণ করলো হেনা খান। মায়া জুইকেও বেশ আদুরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। সবার যখন ভালো মন্দ কুশলাদি পর্ব শেষ হলো তখন সবাই একত্রে ঢুকলো মলের ভিতরে। হেনা খান, নিজের মেয়েদের নিয়ে মুক্তার জন্য একেকটা সেকশন থেকে একেকটা জিনিস কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পরলে আরিফ আরার খানকে জানিয়ে মায়া আর জুইকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল নিজেদের কেনাকাটা করতে। পরিবারে মা, বাবা ভাই, বোন, চাচা, চাচি, সঙ্গে আত্মীয়ধর মেয়েদের হলুদের শাড়ি গহনাপত্র সবকিছু আরিফ মায়া আর জুইয়ের পছন্দের কেনাকাটা করছিল ঠিক তক্ষুনি আরিফের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে করতে কোথা থেকে শপিং মলে হাজির হয় চেয়ারম্যান সাহেবের বড় ছেলে নাদিম। আরিফ আগে থেকে জানতো নাদিম আসবে। নাদিম নিজের স্কলারশিপের ভিসার দৌড়াদৌড়ি জন্য টাকা থাকছে নিজেদের ফ্ল্যাটে। সেজন্য আরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই মুহুর্তে চলে আসল শপিংমলে। চলে আসল বলতে নাদিমকে আলাদা ভাবে দাওয়াত করা হয়েছে আরিফদের পরিবার থেকে। মূলত মুক্তার বিয়ের জন্য

মায়ার পরিবার থেকে বিশেষ ভাবে চেয়ারম্যান সাহেবের পরিবারকে দাওয়াত করা হয়েছে। আর সৌজন্য চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির মানুষজনের টুকটাক যাতায়াত বেড়েছে মায়াদের বাড়িতে। মায়াজুই এসবের কিছু জানে না। আর না কেউ তাদের এসব বিষয়ে অবগত করেছে। নাদিমের সঙ্গে আরিফের মলের ভিতরে দেখা হতে নম্রতায় হাত মিলিয়ে সালাম দিতে দিতে নাদিম বলল...‘ ভাইয়া ভালো আছেন?

‘এইতো আলহামদুলিল্লাহ তুমি?

‘ জ্বি ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ আছি। আব্বু পাঠাল আমাকে। বলল আপনারা এখানে এসেছেন, আপনাদের খেয়াল রাখতে। আসতে রাস্তায় কোনো অসুবিধা হয়নি তো ভাইয়া? আক্কেল আন্টি, বাসার সবাই ভালো আছেন?

সৌজন্য বজায়ে আরিফও হাসলো। নাদিম আরিফের চেয়ে বছর দুইয়েকের ছোট হবে। অথচ ব্যবহারের সে বরাবরই মুগ্ধ হয়। তবে আজ এখানে নাদিমকে আসতে অনুমতি দেওয়ার কারণ হলো সে ক্ষুতিয়ে দেখতে চাই নাদিম মায়ার জন্য কতটুকু ভালো হবে।

তাছাড়া বিয়ে ঠিক হওয়া পর পাত্র হিসাবে আজকাল ছেলেমেয়েদের মতোন অশালীন হয়ে পরবে মায়ার সাথে নাকি সত্যি ভদ্রতা বজায় রেখে চলবে সেটার জন্যই আরিফ আজ সারাদিন নাদিমকে নিজেদের সঙ্গে রাখবে বলে ঠিক করলো। তাছাড়া আজকাল লোক দেখানো ভদ্রতা সবাই দেখায়। তবে চোখের দেখা ভদ্রতা যে সবসময় সঠিক হবে এমনটাও না। সে তার আদুরে বোনকে এভাবে কারও হাতে তুলে দিব না যতক্ষণ না পর্যন্ত আরিফের মনের খচখচ দূর হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত। ‘আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে। তবে আমাদের আসতে রাস্তায় তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তুমি এসেছো ভালো হয়েছে। চলো সামনে যায়। ওরা সবাই সামনের দোকানে আছে।

‘জ্বি চলুন।

আরিফ নাদিমের সঙ্গে সামনে হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইল..

‘তোমার পরিবার কেমন আছে নাদিম।

‘জ্বি ভাইয়া,আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে।

‘তোমার স্কলারশিপের কি হয়েছে?

‘ ভিসা প্রসেসিং কাজ শেষ। আশা করছি সামনে মাসের দশ তারিখে ভিতরে ফ্লাইট পরবে।

আরিফ ঘাড় বেঁকে তাকাল নাদিমের দিকে। তীক্ষ্ণ গলা বলল...

‘ আজকে তো ষোলো তারিখ মনে হয়?

‘ জ্বি।

‘ তাহলে তুমি দেশে আর চব্বিশ দিনের মতো আছো?

‘ জ্বি আরও কম হবে। আরিফ আর কথা বাড়াল না। হাঁটতে হাঁটতে ভাসা ভাসা চোখে সামনে তাকিয়ে দেখল দোকানে ভিতর মায়া আর জুই এক রকম দেখতে ড্রেস নিজেদের জন্য পছন্দ করছে। মায়া মুখের মুক্ত হাসিটা চোখে বিঁধল আরিফের। সবার ছোট বোন মায়া। ওকে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছে আরিফের ছিল না। কিন্তু যদি সবকিছু ঠিকঠাক হয়। বা নাদিমের মধ্যে তেমন খারাপ কিছু চোখে না পরে, তাহলে হয়তো মুক্তার বিয়ের পর সাপ্তাহেই মায়ার বিয়ে নিয়ে তোড়জোড় করবে চেয়ারম্যান সাহেব। ইতিমধ্যে আরিফকে রোজ কয়েকবার করে চেয়ারম্যান সাহেব কল দিয়ে

সৌজন্যতা যোগাযোগ করে। খোঁজ খবর নেয়। আরিফ বেশ বুঝতে পারে মায়াকে ছেলের বউ হিসাবে উনাদের অনেক পছন্দ হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি বিয়েটা করিয়ে রাখতে চান। শুধু যে চেয়ারম্যান সাহেবের পরিবারের মায়াকে পছন্দ হয়েছে এমনটা না। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে নাদিমও আসিফকে আশ্বস্ত করে সে মায়াকে ভালো রাখবে। তার নিজেরও মায়াকে পছন্দ হয়েছে বেশ। সারাদিন পার করে রাত আটটা বাজল ফাহাদের বিয়ের শপিংয়ে ইতি টানতে টানতে। তবে মায়াদের শপিং বিকাল দিকেই শেষ হয়েছিল কিন্তু খান পরিবারের জন্য তাঁরা বসে ছিল ততক্ষণ। নাদিম নিজের সঙ্গে আনা গাড়িতে মায়াদের শপিং ব্যাগ গুলো গুছিয়ে রাখল হাতে হাতে। তারপর আরিফকে সঙ্গে নিয়ে মলের ভিতরে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলো মায়াদের দিয়ে। ওরা চারজন খাওয়ার দাওয়া করে নিবে সেটা দৃষ্টিকটুর দেখায় বলে, খান পরিবারের সকলের জন্য খাবার প্যাক করলো নাদিম যারা শপিং রেখে খেতে আসতে নারাজ ছিল তাদের জন্য। বাকি ছেলেরা সবাই ঠিক আসল খেতে। আরাফ খান, ফাহাদ,

সৌরভ, সোহাগ, সুমন, সৈঁজুতি তারা সবাই আরিফের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে বসল। সখ্যতা বজায়ে দুই টেবিল নিয়ে সবাই একত্রে বসে খেল। চমৎকার বিষয় হলো নাদিমের প্রাণচাঞ্চল্যতার কারণ খান বাড়ির সকলেই অতি অল্প সময়ে মিশে গেল তার সাথে। আরাফ খানের তো সেই ভাব হলো নাদিমের সঙ্গে। ছেলেটাকে উনার বেশ মনে ধরেছে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি মানুষ চিন্তে ভুল করে না। ছেলেটা আসলেই দারুণ। ফাহাদ সঙ্গেও জমিয়ে সখ্যতা দেখা গেল নাদিমের। আন্তরিকতা নিয়ে এটা সেটা সবার প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছে সে। যেহেতু মায়া, জুই সৈঁজুতি মেয়ে মানুষ সেজন্য ওদের আলাদা টেবিলে বসানো হলো। নাদিম খাবার ফাঁকে ফাঁকে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন তাকাল। মায়াদের টেবিলে খাওয়ার দাওয়া হচ্ছে কিনা সেটাও খেয়াল করলো। আরিফ সবটা তীক্ষ্ণ নজর পরখ করলো। নাদিম খাওয়ার এক পযারের ওয়েটারকে ডেকে পাঠাল। আস্ত করে কিজানি বলল। কিন্তু তারপরই ওয়াটার তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে চলে গেল। তার একটু পরই ট্রে-তে আলাদা খাবার নিয়ে ফিরলো। অথচ সবার খাওয়া দাওয়া প্রায়

শেষের দিকে, এখন আবার নতুন খাবার কে খাবে?
আরিফের মনে প্রশ্ন জাগতে দেখল ওয়েটার মায়ার
দিকে এগুচ্ছে। আরিফ তীক্ষ্ণ নজরে মায়ার প্লেটের
দিকে তাকাল। তাদের সবার খাওয়াতে দাওয়া প্রায়
শেষ দিকে কিন্তু মায়া তখনো বসে বসে খাচ্ছে।
প্লেটের ভরপুর খাবার দেখে যেকেউ বলবে মায়ার
আরও ঘণ্টা খানিক সময় লাগবে এই খাবার শেষ
করতে। এর মাঝেই ওয়েটার ট্রে-তে করে মায়ার
জন্য আলাদা খাবারটা নিয়ে এগিয়ে গেল। মায়ার
মাংস ভাতের প্লেটটা হাত থেকে টেনে নিতে মায়া
চোখ উঁচিয়ে তাকাল ওয়েটারের দিকে। বিনা শব্দে
মায়া খাবার প্লেট ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে নিল। বেশ
বুঝায় যাচ্ছে সে মাংস ভাত খেতে পারছে না। তবে
নাদিমের পাঠানো আলাদা ট্রে-তে করে বাকি খাবার
গুলো মায়াকে বেশ সাচ্ছন্দ্যে খেতে দেখা গেল।
মায়ার সেই সাচ্ছন্দ্যবোধটুকু নজর কাটলো
আরিফের। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মায়াকে এক পলক দেখে
আরিফ খেতে খেতে তাকাল নাদিমের দিকে। খাবার
পাঠিয়ে ছেলেটা আর মায়ার দিকে তাকায়নি। বরং
এটা সেটা নিয়ে আরাফ খান ও ফাহাদের সঙ্গে

হাস্যজ্জল মুখে কথা বলছে। মায়ার প্রতি নাদিমের
নিশ্চুপ খেয়াল রাখাটা বেশ নজরে লাগল আরিফের।
নাহ নাদিমকে ছেলেটা খারাপ না। খাওয়া দাওয়া পাট
চুকিয়ে গেল সবাই। খাবার বিল দেওয়ার সময়ও
নাদিমকে দেখা গেল। সে আরিফ বা ফাহাদ কাউকে
বিল দিতে দেয়নি বরং নিজ দায়িত্বে সব বিলের
ঝামেলা সে মিটিয়ে নিল। এই আন্তরিকতাটুকু
আরিফের ভালো লাগল। বিয়ে হবে কিনা ঠিক নেই।
অথচ সে তার আন্তরিকতা দেখিয়েই যাচ্ছে। দীর্ঘ
আট ঘন্টা টানা শপিংয়ে পর খান পরিবার সকলের
শপিং শেষ করেই ক্লান্তিতে সবাই গাড়িতে চড়ে
বসল। মায়াও বেশ ক্লান্ত। আরিফ এই রাতে আশুগঞ্জ
ফিরে যেতে চাইলে, হেনা খান বগল থাবা করে
ওদের সবাইকে নিয়ে আসল খান বাড়িতে। নতুন
আত্মীয় বলে কথা। রাতে খাবারের আগে অন্তত তিনি
যেতে দিতে নারাজ। খান বাড়ির সঙ্গে আনা চারটি
গাড়িতে সবাই যার মতো করে উঠে গেল। মুক্তাকে
বসানো হলো ফাহাদের গাড়িতে শাশুড়ী সঙ্গে। মায়া,
জুই, সৈঁজুতি বসলো নাদিমের গাড়ির পিছনে সিটে।
নাদিম ড্রাইভিংয়ে। আরিফ পাশের সিটে বসতে গাড়ি

ছুটলো খান বাড়ির গাড়ির পিছন পিছন। যেহেতু নাদিম আরিফের সঙ্গে এসেছে তাই তারও দাওয়াত পরলো খান বাড়িতে রাতের ডিনারের। ডিনার শেষে সবাই একত্রে আবারও নাদিমের গাড়িতে করে আশুগঞ্জ ফিরে যাবে এমনটাই সিদ্ধান্ত। ক্লাস্তিতে হেঁচকি করে সবাই বসে পরলো খান বাড়ির ড্রয়িংরুমে। ছোট বড় পঁচিশ সদস্যে ভরপুর ড্রয়িংরুম। গাড়ি থেকে নেমে মায়া জুই আর সৈঁজুতি একত্রে খান বাড়ির ভিতরে পথে হাঁটছিল। মায়া বেশ অস্থির। বারবার ভয়ার্ত চোখ জোড়া এদিক সেদিক ছুটে যাচ্ছে রিদের ভয়ে। মায়া সাহস করে তো খান বাড়িতে ঢুকে পরলো এখন পাছে না আবারও রিদের মুখোমুখি হয়ে যায় সেই ভয় পেল। লাস্টবার দুজনের সাক্ষাৎকারটা খুবই ভয়ংকর ছিল। রিদের রাগের স্বীকার হতে হয়েছিল মায়াকে। এখন যদি পুনরায় এসব কিছু আবারও এখানে ঘটে তাহলে মায়ার আর সম্মান থাকবে না। ভয়ে ধুরধুর বুকে মায়া জড়সড় হয়ে হাঁটল জুইয়ের সাথে। ওদের সঙ্গে দিয়ে পিছু পিছু আরিফ আর নাদিমকেও হাঁটতে দেখা গেল। খান বাড়ির ড্রয়িংরুমে পৌঁছাতে মায়া অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে

মুখোমুখি হলো শশীর সঙ্গে। হেনা খানের সঙ্গে
ডাইনিংয়ে দাঁড়িয়ে সবাই জন্য শরবতের গ্রাস ট্রেতে
তুলে রাখছে। ঠোঁটে কোণে মিষ্টি হাসি। আরাফ
খানের সঙ্গে মুক্তাকেও দেখা গেল ডাইনিংয়ের একটা
চেয়ারে বসা। বাকিরা সবাই শরবত পান করেই যার
যার রুমে অবস্থা করছে ফ্রেশ হওয়ার জন্য। হেনা
খান মায়াদের ডাকল ডাইনিংয়ের বসতে। গুটি গুটি
পায়ে সবাই সেদিকে গেল। একে একে চেয়ার টেনে
বসে শরবতের গ্লাস গ্রহণ করলো। মায়া শরবতে
গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বেশ কয়েকবার শশীকে
দেখে নিলো। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার শশীকে দেখা
মায়ার। প্রথমবার যদিও মায়া এতো লক্ষ করেনি
বিয়ের ঝামেলায়। কিন্তু শ্রেরার মুখে শশী নামটা শুনে
মায়া এখন মনোযোগ দিয়ে শশীকে বেশ কয়েকবার
পরখ করলো আড়চোখে। শশী মেয়েটা দেখতে দারুণ।
যেমন লম্বা তেমন সুন্দর, ব্যবহারে ঠিক তেমনই
ভদ্রতা। কাপড়-চোপড়েও বেশ শালীনতা রয়েছে।
অশালীন কিছুই চোখে পরলো না। একটা টু-পিসের
জামা পরে ওড়নাটা কাঁধের দু'পাশে দেওয়া।
কথাবার্তায় বেশ স্মার্ট। কার কি লাগবে নাকি সেটাও

সে নিজ দায়িত্ব দিচ্ছে। মায়া আরও একবার অকারণেই শশীকে দেখলো। মেয়েটিকে বেশ মনে ধরেছে মায়ার। রিদ খানের সঙ্গে মানাবেও ভালো। মায়া শ্রেয়ার মুখে শুনেছিল রিদ খান এই শশী মেয়েটির সঙ্গে পাঁচ বছর ধরে রিলেশনে আছে। সামনে হয়তো বিয়ে করবে। মায়ার মনে হলো এই দুজনের বিয়ে হলে মন্দ হবে না বরং ভালোই হবে। দুজনকে মানাবে ভালো। তবে এতো সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড রেখে কেন যে রিদ খান মায়াকে পরকীয়ার মতোন এতো বাজে প্রস্তাব দেয় আল্লাহ জানে। এই লোকের আসলেই চরিত্রে সমস্যা আছে নয়তো সবসময় মায়ার সাথে কেন ঘেঁষাঘেঁষি করতে চাইবে এই লোক? ডাইনিংয়ে বসে সকলের হাল্কা পাতলা নাস্তা করার মধ্যে কোথা থেকে হুট করে আয়ন এসে ধূপ করে মায়ার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পরলো ক্লান্তিতে। সকলে চমকে উঠে আয়নকে কিছু বলবে তার আগেই আয়ন শশীর হাত থেকে একটা শরবতের গ্লাস নিয়ে এক চুমুকে শেষ করল। ঠাস করে টেবিলের উপর গ্লাসটা রাখতে রাখতে সরকারি চোখ গেল মায়া আর জুইয়ের দিকে। চোখের পলকে

আরিফ, নাদিমকেও দেখে নিল এক পলক। কিন্তু
মায়া মুখোমুখি বসায় আয়ন হাতের গ্লাসটা টেবিলে
রাখতে রাখতে বলল...‘ আরের ছোট বিয়াইন যে। তা
ভালো আছো?

মায়া বেশ উৎফুল্লতায় বলল...

‘ জ্বি ভাইয়া ভালো! আপনি কেমন আছেন?

‘ এইতো ঠিকঠাক! বোনের বিয়ের শপিং করা শেষ?

‘ জ্বি ভাইয়া শেষ।

‘ তাহলে তো বেশ বড়সড় ঝামেলা চুকিয়ে ফেলছ

তোমরা! মেয়েদের শপিং, বাপরে সাংঘাতিক ঝামেলা।

আয়নের কথায় মায়া ঠোঁট প্রসারিত করে হাসল।

আয়নের চোখে লাগার মতো বিঁধল সেই হাসিটা।

তারপরও সে কৌশলে চোখ সরিয়ে তাকাল মায়ার

পাশে বসা জুইয়ের দিকে। মনোযোগ সহকারে ফল

খাচ্ছে সে। আয়ন একে একে আরিফ নাদিমের

সঙ্গেও কুশলাদি বিনিময় করলো। যদিও সে নাদিমকে

চিনে না কিন্তু তারপরও যেহেতু আরিফের সঙ্গে বসা

তারমানে মায়াদের কোনো আত্মীয় হবে ভেবেই

সৌজন্য বজায় রেখে কথা চালাল আয়ন নিজের

মধ্যে। আয়নের কথার ফাঁকে হেনা খান জানতে চেয়ে

বলল...‘ তুই এই সময়ে এই বাড়িতে? তোর না ডিউটি আছে রাতে?

‘ আছে নানু! কিন্তু তিনঘন্টার নিভ নিয়েছি।

‘ তুই কি একা এসেছিস? রাদিফ আসেনি?

‘ না রাফিস দেশে নেই। রিদকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

হেনা খানের আর কিছু বলার আগেই শশী পাশ থেকে উৎফুল্লতা দেখিয়ে জানতে চাইল...

‘ রিদ ভাই এসেছে বুঝি?

আয়ন এক পলক মায়াকে দেখল। বেশ স্বাভাবিক ভাবেই খাচ্ছে। শশী যে রিদের কথা জানতে চাইছে আয়নের কাছে সেটা নিয়ে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না মায়ার মধ্যে। আয়ন বুঝতে পারলো মায়া এখনো রিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের অবগত নয়। আয়ন মায়ার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শশীর লাজুক মুখটার দিকে এক পলক তাকিয়ে উত্তর দিতে দিতে বলল...‘ হ্যাঁ এসেছে তোর রিদ ভাই। গিয়ে দেখ বাহিরে পেয়ে যাবি।

আয়নের কথায় শশী এক গ্লাস শরবত তুলে দ্রুততায় ছুটল বাহিরের দিকে রিদের উদ্দেশ্যে। হেনা খান, আরাক খান শশীর লাজুকলতার মুখটা দেখে হাসলো।

আয়ন এতক্ষণে জুইয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।
আয়ন এসেছে পর থেকে এই নিয়ে বেশ কয়েকবার
জুইকে সে আড়চোখে পরখ করেছে। কিন্তু মেয়েটা
সেই কখন থেকে মনোযোগ দিয়ে নাস্তা খেয়েই
যাচ্ছে। আয়নকে চোখের দেখা পযন্ত দেখছে না।
আশ্চর্য আয়ন যে এসেছে মেয়েটার ভাবান্তর নেই
কেন? এমনটা তো হওয়ার কথা না। আয়ন যে আজ
আসবে এই মেয়ে তো জানতো? আয়নের জন্য
জুইয়ের অপেক্ষা করে বসে থাকার কথা ছিল
তাহলে? আয়ন জুইয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে
বলল...

‘ জুই আমাকে তরমুজ কাটা প্লেটটা দেনতো। জুই
চোখ তুলে সরকারি তাকাল আয়নের দিকে।
লোকটার উপস্থিতি সে দেখেছিল। কিন্তু তেমন পাত্তা
দেওয়ার মতোন কিছু হয়নি বলে নিজের নাস্তা শেষ
করছি। হঠাৎ আয়নের ডাকে সরাসরি তাকানোতে
চোখাচোখি হলো দুজনের। আয়ন তখনো তাকিয়ে।
জুই চোখ ঘুরিয়ে দেখল আয়নের হাতের কাছেই
আরও একটা প্লেটে তরমুজ কাটা আছে। সেটা আয়ন
চাইলেই নিয়ে খেতে পারে। অথচ আয়ন জুইকে

দেওয়ার তরমুজের প্লেটটা চাচ্ছি। সৌজন্য বজায়ে
জুই আশ্তে করে নিজের ফল কাটা প্লেটটা এগিয়ে
দিতে আয়ন সেটা নিজের কাছে টেনে নিলো। কাটা
চামুচ লাগিয়ে মুখে তুলতে তুলতে আবারও জুইকে
বলল...

‘ জুই আমাকে আমার প্লেটটাও দেন।

জুই এইবারও হাতে হাতে আয়নকে আমার প্লেট
এগিয়ে দিল। আয়ন সেটা নিতে আবারও বলল...

‘ পানি গ্লাসটা দেন। জুই এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আয়নের
দিকে তাকিয়ে পানির গ্লাসটা এগিয়ে দিল। লোকটার
সাথে জুইয়ের যতবার দেখা হয় ততবারই জুইকে
দিয়ে সে নিজের কাজ করায়। কিন্তু কেন? সেটা
জানে না জুই। বাড়িতে আসা মেহমানকে দিয়ে যে
কাজ করানো যায় সেটা আয়নকে না দেখলে হয়তো
জুই জানতো না। আয়ন জুইয়ের থেকে পানি গ্লাসটা
নিতে নিতে সবার অগোচরে জুইকে একটা চোখ
মারলো। আয়নের হঠাৎ কান্ড হতবুদ্ধি হয়ে বসে
রইল জুই। এই লোক হঠাৎ জুইকে চোখ মারলো
কেন? জানা নেই জুইয়ের। শুধু শুধু নির্বাক হয়ে বসা
রইল। তবে জুইয়ের মনটা বেশ পুড়ছে রাদিফের

জন্য। ঢাকা আসার আগেই রাদিফের সঙ্গে জুইয়ের কথা হয়েছিল। রাদিফ বলেছিল আজ খান বাড়িতে আসবে জুইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। জুই যেন অপেক্ষা করে বসে থাকে তার জন্য। আর সেই থেকে জুই রাদিফের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে তাহলে এখন রাদিফ দেশের বাহিরের থাকে কিভাবে? কিছুক্ষণ আগেও তো দুজনের কথা হয়েছিল রাদিফ জুইকে বলেছিল সে রাস্তার জ্যামে বসে আছে। তবে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে। এখন জুইকে অপেক্ষা করিয়ে রাদিফ আসল না। উল্টো আয়নের মুখে শুনতে হচ্ছে রাদিফ দেশে নেই। সকলের খাওয়াদাওয়া মধ্যে রিদ মেইন দরজা দিয়ে খান বাড়ির ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করতে করতে বেখেয়ালি চোখ পরলো ডাইনিংয়ে। সেখান থেকে বেশ কথাবার্তা আর হাসাহাসি শব্দ আসছে। রিদ প্রথমে গম্ভীর আর স্বাভাবিক নেয় তাকালেও কয়েক সেকেন্ড মধ্যে ভ্রুর কুঁচকে গেল মায়ার পাশে অপরিচিত ছেলে নাদিমকে বসে থাকতে দেখে। যদিও নাদিম বা মায়ার মধ্যে তেমন কোনো কথাবার্তা হচ্ছিল না। তারপরও মায়ার পাশে নাদিমের বসার বিষয়টি পছন্দ হয়নি তাঁর।

ডাইনিংয়ের স্পেস বড়। মায়া অন্য কোনো একটা খালি চেয়ারে বসলেই হতো। কিন্তু তা না করে অপরিচিত ছেলে পাশাপাশি বসাটা রিদের অপছন্দের কারণ হলো। রিদ সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই ডাইনিং থেকে হেনা খান রিদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ডাকল রিদকে। রিদ সরু চোখে তাকাল হেনা খানের ব্যস্ত পথ চলার দিকে। তারপর চোখ ঘুরাল পুনরায় মায়ার দিকে। হেনা খানের ডাকে উপস্থিত ডাইনিং টেবিলের সকলে ঘাড় ঘুরিয়ে ততক্ষণে রিদের দিকে তাকিয়েছে। মায়াও হেনা খানের ডাকে চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ পিছনে ঘুরে তাকাতেই চোখাচোখি হলো রিদের সাথে। মায়া ভয়াত দৃষ্টি রিদ থেকে নামিয়ে নিতে গিয়ে চোখ পরলো রিদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা শশীর দিকে। তারপর তাকাল শশীর হাতে থাকা খালি শরবতের গ্লাসটার দিকে। রিদ শশীর দেওয়া শরবতটুকু পান করেছে সেটা বুঝতে পেরে, মায়া কি মনে করে আবারও রিদের দিকে তাকালে পুনরায় চোখাচোখি হলো দুজনের। রিদ তখন থেকেই ভ্রুঁ কুঁচকে চেয়ে আছে মায়ার দিকে। আর রিদের চেয়ে থাকার কারও

হলো মায়ার পাশে বসে থাকা নাদিম। নাদিম মায়ার দিকে আম কাটা ফলের প্লেটটা এগিয়ে দিচ্ছে মায়ার অগোচরে খাওয়ার জন্য। কিন্তু মায়ার পিছন মুড়ে রিদের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য হয়তো সেটা লক্ষ্য করেনি। কিন্তু রিদের বাজপাখি নজরে সেটা মূহুর্তে ধরা পরলো। মায়া হঠাৎ করেই কেন জানি আরও একবার পরখ করলো রিদকে তাও মনোযোগ দিয়ে। রিদকে বড্ড ক্লান্ত দেখাল। চোখে মুখে বেশ ক্লান্তির ছাপ। কিন্তু তারপরও মুড়ি রিদ খানের এটিটিউড কমলো না। গায়ের কোর্ট বামহাতের ভাজে ফেলে ডানহাতটা ডান পকেটে গুঁজে মায়ার দিকে চেয়ে আছে বাজপাখির দৃষ্টিতে। যেন চোখ দিয়ে গুলি করবে মায়াকে। মায়া জড়সড় হয়ে দৃষ্টি সরিয়ে আবারও তাকাল রিদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শশীর দিকে। রিদ আর শশীকে পাশাপাশি সুন্দর লাগছে। দুজনের হাইটে হাইটে মিলে যাচ্ছে। যদিও শশী রিদের মতোন অতো লম্বা নয় তারপর বেশ দারুণ লাগল মায়ার চোখে। লম্বা ছেলেদের লম্বা প্রেমিকায় মানায়। আচ্ছা শশীর হাইট কতো হবে? ৫'৬ নাকি ৫'৭? রিদকে দেখে হেনা খানের পাশাপাশি আরিফও

নাস্তার টেবিল ছেড়ে এগিয়ে আসল রিদের সাথে কথা বলার জন্য। এর মধ্যেই শশী রিদকে উদ্দেশ্য করে রিন রিনিয়ে বলল...

‘ তোমাকে কফি করে দিব?’

‘ দে!

‘ রুমে দিয়ে আসব নাকি এখানে...

‘ রুমে দে! শশীর কথার মাঝে রিদ অল্প কথায় উত্তর করলো। শশী হেনা খানকে পাশ কাটিয়ে বিনা বাক্যে হাঁটল কিচেনের দিকে। মায়া শুধু দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ নিশ্চুপ চোখে। রিদ শশীর কথাবার্তা আচার-আচরণে মায়ার মনে হলো দুজনের মধ্যে বেশ গভীর সম্পর্ক। এমনকি দুজন দুজনার সঙ্গেও অনেক ফ্রী। হয়তো রোজকার রুটিনমাসিক শশী এমন করেই রিদের হেয়াল রাখে। অন্তত রিদের স্বাভাবিক আচারের মায়ার তেমনই ঠেকল। রিদের ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকা মায়া মন হঠাৎ করেই যেন মন খারাপ হলো। উদাস মনে রিদ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সামনে ঘুরে বসল। নাদিমের বাড়িয়ে দেওয়া আমের প্লেট থেকে আম তুলে কামড় বসাতে বসাতে ভাবল, আজ মায়ার নিখোঁজ স্বামীকে খোঁজে পেলে হয়তো

মায়াও এমন খেয়াল রাখতো নিজের স্বামীর। সকাল
বিকাল সেও শশীর মতোন করে নিজের ভালোবাসার
মানুষকে কফি আর শরবত করে খাওয়াত। আসলে
মায়ার কপালটায় খারাপ নয়তো স্বামীকে খোঁজে
পেয়েও পাচ্ছে না কেন? কোথায় যে আছে মায়ার
স্বামীটা আল্লাহ জানে।~~রাত তখন দশটার ঘরে।
আরিফ নাদিমকে নিয়ে আরাফ খানের সঙ্গে আড্ডা
জমিয়েছে ড্রয়িংরুমে। মায়া এতক্ষণ সেখানে ছিল
কিন্তু হঠাৎ করে মনে হলো মায়ার স্বামীকে একটা
ফোন করা দরকার সেজন্য হাতের ফোনটা নিয়ে
আস্তে করে উঠে এসে বসল খান বাড়ির বাগানে
থাকা খোলা বাংলোতে। বাগানের ভিতর থাকা জায়গা
জায়গায় কর্ডা লাইটিংয়ে কারণে রাতের অন্ধকার
ভাবটা তেমন বুঝা যায় না। বেশ উজ্জ্বল আলোয়
দিনের মতোই লাগছে পরিবেশটা। চারপাশে বেশ
বডিগার্ডের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মায়া বন্দুক হাতে।
মায়া উদাস মনে খোঁজে খোঁজে স্বামীর নাম্বারে কল
লাগাল। যদিও মায়া জানে লোকটা ওর ফোন রিসিভ
করবে না তারপরও মায়া রোজ করে লোকটাকে কল
দেয়। মান অভিমান কতো দিন করে থাকবে লোকটা

মায়ার উপর? একদিন না একদিন ঠিকই ভেঙ্গে যাবে। মায়ার চেয়ারে বসে ফোনটা টেবিলের উপর রাখল। একগালে হাত রেখে ফোনের উপর ঝুকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে রইল স্ক্রিনের ডায়ালকৃত নাম্বারের দিকে। সেখানে রিদের নাম্বারে রিং হচ্ছে কিন্তু কোনো রেস্পন্স নেই। মায়ার মনোযোগে হঠাৎ বিঘ্ন ঘটে কারও উপস্থিতিতে টের পেয়ে। চোখ তুলে উপরে তাকাতে তাকাতে সেই ব্যক্তিটা ধূপ করে মায়ার মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসে পরলো। আচানক কারও উপস্থিতিতে মায়া চমকে উঠতে চোখে পরলো আয়নকে। বেশ হাসিহাসি মুখে মায়ার ফোনের দিকে তাকিয়ে রিদের নাম্বার দেখে চিনতে পেরেও অপরিচিত মতোন করে বলল...‘ তুমি কাকে ফোন করছো?

মায়া হড়ভর করে কল কেটে নিজের ফোনটা হাতে নিয়ে লুকাতে লুকাতে বলল...

‘ কাউকে না ভাইয়া।

‘ আমি কিন্তু জানি তুমি কাকে কল করছিলে। তবে তুমি চাইলে এই বিষয়ে আমার হেল্প নিতো পারো।

আমি কিন্তু তোমার কলের ওপাশের মানুষটাকে
খোঁজে দিতে পারি। আমি কিন্তু জানি সবকিছু।

মায়া চমকে উঠার মতোন করে অস্থির চিত্তের হড়ভর
করে বলল...

‘ আপনি জানেন? আপনি কিভাবে জানেন? সেদিন
রাতে কি তাহলে আপনি ছিলেন আমার সাথে? ঐ
লোকটা কি তাহলে আপনি?

মায়া এই কথায় আয়নের চোখে মুখে হঠাৎই
আফসোসের গ্লানি দেখা গেল। আয়নের কণ্ঠের তেজ
কমে আসল ধীরেই। চাপা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে
মোলায়েম গলায় শুধালো...

‘ সেদিন রাতে তোমার সাথে না থাকার আফসোস
আমার ইহজীবনে শেষ হবে না মায়া। কিছু আফসোস
কখনো শেষ হয়না। সারাজীবন থেকে যায়। তারমধ্যে
তুমি একটা।

মায়ার আয়নের গভীর কথার অর্থ বুঝল না। মায়ার
মস্তিষ্ক এই মূহুর্তে উত্তেজিত। তাই অস্থির নেয়
আয়নকে শুধালো মায়া। বলল।‘ মানে? ঐ লোকটা
আপনি না?

‘ যদি অপশন থাকতো তাহলে অবশ্যই হতাম।

‘ মানে?

আয়ন দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নিজের কথা ঘুরিয়ে বলল।

‘ মানে কিছু না। তবে তুমি চাইলে আমি তোমাকে হেল্প করতে পারি তোমার কাক্সিত মানুষটাকে খোঁজে পাওয়ার। রিদ-তো তোমাকে হেল্প করলো না। তবে আমি তোমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিব না। ভয় নেই আমি তোমার থেকে কোনো টাকা-পয়সা বা কিডনি চাইব না রিদের মতোন। বিয়াই হিসাবে তো এতটুকু সাহায্য তো করতে পারি তোমার তাই না? এবার বলো কি লাগবে আমার হেল্প?মায়া অস্থির চিত্তে আমতা আমতা করলো। ওর ছোট মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে আয়নের কথায়। মায়ার কেন জানি মনে আয়ন সাথে মায়ার নিখোঁজ স্বামীর কোনো সম্পর্ক আছে, আর নয়তো আয়নই হবে মায়ার সেই নিখোঁজ স্বামী। মায়ার সম্পর্কে এতো কিছু কিভাবে জানা সম্ভব? মায়াতো আয়নকে বা অন্যকাউকে বলেনি, শুধু ওর বান্ধবীদের ছাড়া। শ্রেয়া, নাদিয়া বা জুই কেউ আয়নকে এসব বলতে যাবে না। তাহলে কে বলবে আয়নকে? রিদ খান? অসম্ভব! রিদ খান যে মুডি

মানুষ অবশ্যই মায়ার কথা মনে রেখে আয়নকে এসব বলে বেড়াবে না। তাছাড়া রিদ খান মায়াকে কথা দিয়েছিল সে মায়ার পার্সোনাল কথা গুলো কাউকে বলবে না। রিদ খান রাগি, জেদি, বেপরোয়া আর যায় হোক না কেন সে অন্তত নিজের কথার খেলাপ করার মতোন মানুষ নয় এতটুকু মায়ার বিশ্বাস আছে। তাহলে আয়ন কিভাবে জানতে পারে সেই চিন্তায় মায়ার মাথায় এলো আয়নই হয়তো মায়ার সেই মানুষটা হতে পারে। যাকে মায়ার চায়। এমনটাও তো হতে পারে আয়ন নিজেকে লুকাতে চেয়ে মায়াকে এখন মিথ্যা বুঝাতে চাইছে। আয়ন মায়ার নিখোঁজ স্বামী হতে পারে এই ভাবনা মায়ার মাথায় আসতেই, মায়ার মন ছটফটে উঠলো অস্থির চিত্তের। নিজের ভাবনা সত্যি করতে চেয়ে মায়া সরাসরি তাকাল আয়নের চোখে চোখে। মূহুর্তে দুজনের চোখাচোখি হলো। আয়নের হাসিহাসি মুখটা কেমন নিশ্চুপ হয়ে যাচ্ছে মায়ার অবিশ্বাস্য নজর দেখে। মায়া যে আয়নকে নিজের অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষটা মনে করছে সেটা আয়ন মায়ার দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারলো। তারপরও আয়ন মায়াকে বাঁধা দিল না। বরং নিশ্চুপ

হয়ে বসে রইল। মায়া এই প্রথম সরাসরি আয়নের দিকে তাকিয়ে বেশ করে পরখ করলো আয়নকে। আর পরখ করতেই যেন চমকে উঠলো। আয়ন বেশ লম্বা আর বলিষ্ঠবান একজন পুরুষ ঠিক সেদিন রাতের ঐ অচেনা লোকটার মতোন। মায়ার হঠাৎ তীব্র ভয়ে ওর কলিজা শুকিয়ে গেল মনে হলো। অনাকাঙ্ক্ষিত কাউকে পেয়ে যাওয়ায় কপালে ঘামের বিন্দুকণা দেখা গেল তক্ষুনি। মায়া জিব দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। দু'হাতে চেপে ধরা নিজের ফোনটাকে কচলে অল্প হা করে নিশ্বাস ফেলল ভিতরকার অস্থিরতা বের করতে। আয়নের দৈহিক ঘটন আর শ্যামবর্ণ দেখে এবার মায়ার নিশ্চিত মনে হলো আয়ন হয়তো মায়ার সেই অচেনা লোকটা। যাকে মায়া নিজের স্বামী হিসাবে খোঁজে চলছে। মায়ার তীব্র অস্থিরতায় আছড়ে কম্পিত গলায় বলল...‘ আমি পানি খাব।

আয়ন মূহুর্তে হেঁসে মায়ার দিকে টেবিলের উপর রাখা পানির বোতলটা এগিয়ে দিতে দিতে মায়ার ডানে দাঁড়িয়ে থাকা রিদের দিকে এক পলক তাকাল। রিদ শুধু থেকেই বাংলো ঘরে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। মায়া লক্ষ না করলেও আয়ন করেছিল। সে মায়া আর

আয়নের সব কথোপকথন শুনেছে এতক্ষণ। মায়ার মনোভাবও তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করেছে। আয়ন ইচ্ছা করে রিদকে শুনিয়ে শুনিয়ে মায়ার হেল্প করতে চাইছে। কিন্তু আয়নের মায়াকে নিয়ে আফসোস করা, বা মায়ার আয়নের প্রতি ওরকম দৃষ্টি, আয়নকে নিজের নিখোঁজ স্বামী মনে করা, এসব কিছু রিদকে রাগ দিল। রিদ চোয়াল শক্ত করে হাতের মুঠোয় চেপে থাকা ফোনটাকে পিষল। আয়ন রিদের হাতের দিকে তাকিয়ে রিদের রাগের ঠাहर করলো। তারপরও সেটা দেখেও না দেখার মতোন করে মায়ার সাথে কথা চালিয়ে বলল...

‘ কি বললে নাতো আমার হেল্প লাগবে কিনা? লাগলে বলে ফেলো চট করে, আমি এই মূহুর্তে তোমার খোঁজা ঐ লোকটাকে বের করে দিব।

মায়া ঢকঢক করে ছোট পানির বোতল থেকে অর্ধেকটা পানি খেয়ে টেবিলে উপর বোতলটা রাখতে রাখতে আয়নের কথায় মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে জানাল যে ওর হেল্প লাগবে। আয়ন দারুণ হেঁসে গা এলিয়ে বসল চেয়ারে। মায়া উদ্দেশ্য করে বলল....‘

তা লোকটা দেখতে কেমন ছিল কিছু আইডি দাও তো শুন।

আয়নের কথায় মায়া হাতের মুঠোয় ফোনটাকে কচলাতে কচলাতে মিহি স্বরে বলল...

‘লোকটা অনেক লম্বা আর বলিষ্ঠবার ছিল।

‘লম্বা তো অনেকই হয়। কিন্তু এক্সট্রালি কতটুকু লম্বা ছিল সেটার একটা সঠিক ধারণা দিতে হবে। তুমি লম্বা মানুষ দেখে বলতে পারবে কতটুকু লম্বা ছিল ঐ লোকটা?

মায়া আবারও মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিল। সে মানুষ দেখে বলতে পারবে ঐ লোকটা কতটুকু লম্বা ছিল। মায়া জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে আয়নকে বলতে চাইল ‘আপনার মতোই লম্বা ছিল ঐ লোকটা। কিন্তু মায়ার কিছু বলার আগেই আয়ন ডান তাকিয়ে রিদকে ডাকল খাক ছেড়ে...

‘এই রিদ! এইদিকে আয়-তো ভাই।

আয়নের ডাকে মায়া চমকালো, ভড়কালো, হকচকিয়ে দ্রুত তাকাল পাশে, দেখল রিদ ওর থেকে কয়েক কদম দূরে বাংলোর ঘরের দরজাতে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে মায়ার দিকে। মায়া রিদের ভয়ে দ্রুত লাফিয়ে

উঠতে চাইলে আয়ন বাঁধা দিয়ে বলল ‘ মায়াকে জায়গা ছেড়ে না উঠতে। মায়া ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রইল। কিন্তু রিদ তখনো ঠ্যাটামি করে দাঁড়িয়ে। আয়ন বুঝল রিদ স্বভাবে ত্যাড়ামি করে দাঁড়িয়ে আছে। না জায়গা ছেড়ে নড়বে আর না এগিয়ে আসবে আয়নদের দিকে। তাই বাঁধ্য হয়ে আয়ন উঠে গিয়ে রিদের হাত টেনে মায়ার চেয়ারের পাশে দাঁড় করাতে করাতে বলল...‘ কিরে ভাই? সব জায়গাতে ঠ্যাটামি করস কেন? একটু আধটু অন্যের কথা শুনলেও তো পারিস। দেখছিস না আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা করছি। তুই একটু এখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমাদের হেল্প লাগবে তোর।

রিদকে মায়ার চেয়ারের পাশে দাঁড় করিয়ে আয়ন আবারও গিয়ে বসল নিজের জায়গা। চেয়ার টেনে বসতে বসতে রিদের উদ্দেশ্য আয়ন আবারও বলল...

‘ শুন রিদ! তোরে যে জন্য ডেকেছি। আসলে আমি মায়ার ভণ্ড, প্রতারক, বেঈমান, লুকায়িত স্বামীর ইন ডিটেইলস সম্পর্কে জানতে চাই সেজন্য তোর একটু হেল্প লাগবে। তুই এখানে হাম্বার মতোন দাঁড়িয়ে থাক। মায়া তোর উদাহরণ দেখিয়ে আমাকে জানবে

মায়া ভন্ড প্রতারক, বেঈমান স্বামীটা দেখতে কেমন ছিল।

রিদ রাগে কটমট করে আয়নের দিকে তাকাল। তার এসব ধরনের মন্তব্য কোনো কালেই পছন্দ না। এতে মেজাজ খারাপ হয়। আর সেজন্য আয়ন ইচ্ছা করেই রিদকে রাগাবার জন্য বারবার মায়ার স্বামীকে তুলে খুঁচা মেরে ভন্ড, প্রতারক, বেঈমান বলে গালি দিচ্ছে। আয়ন জানে রিদ-মায়ার বৈবাহিক সম্পর্কে। আর জেনে বুঝে সে মায়াকে হেল্প করার নাম করে রিদকে এই মূহুর্তে রাগ দিচ্ছে। মায়া রিদের ভয়ে জড়সড় হয়ে আয়নকে বলল...‘ উনাকে লাগবে না। আমি এমনই বলতে পারবো।

‘ আরেহ তুমি এমনই বললে তো হবে না। মুখের কথায় আমি ঠিকঠাক কিছু বুঝবো না। তুমি একটা কাজ করো, দ্রুত উঠে রিদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বলতো তোমার নিখোঁজ স্বামী আসলে কতটুকু লম্বা ছিল। আমাদের রিদ-তো অনেক লম্বা। দেখতো ওর মতোন লম্বা ছিল কিনা একটু দেখতো? যাও যাও উঠে গিয়ে দাঁড়াও ওর পাশে।

মায়া ভয়ে আমতা আমতা করল যাবে কিনা সেটা নিয়ে। লাস্টবার রিদ মায়াকে আঘাত করেছিল যেটা মায়া ভুলেনি। কিন্তু আয়নতো আর সেসব জানে না। মায়াকে উঠতে না দেখে আয়ন আবারও তাড়া দিল। মায়া হাতের ফোনটা টেবিলে রেখে ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়া। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে মায়া রিদকে নিজের খুব কাছে অনুভব করলো। মায়ার আর নড়াচড়া করল না। নত মস্তিষ্কের রিদের পায়ের দিকে তাকিয়ে হাত কুচলাল। মায়াকে নড়তে না দেখে আয়ন অসন্তোষ্ট গলায় আবারও বলল..‘ এইভাবে না মায়া। তুমি রিদের মুখোমুখি না বরং পাশাপাশি গিয়ে চেপে দাঁড়া। দুজনকে একত্রে দাঁড়াতে দেখলে তবেই না আমি বুঝব কে কতটুকু লম্বা ছিল।

আয়নের কথায় অস্তিত্ববোধ করে মায়া ঘুরে রিদের পাশাপাশি চেপে দাঁড়াল। মায়ার বাহু রিদের কুইনের সাথে হাল্কা পাতলা স্পর্শ লাগলো মনে হয়। এর মাঝে আয়ন দুজনকে একত্রে দাঁড়াতে দেখে বেশ সিরিয়াস মুড নেওয়ার মতোন করে বলল..

‘ এবার ঠিক আছে। এখন রিদকে দেখে বলো তোমার স্বামী লম্বায় কতটুকু ছিল?

মায়া হাসফাস করে হাত কচলাতে কচলাতে ঘাড়
উঁচিয়ে রিদের দিকে তাকাতে চোখাচোখি হলো রিদের
শান্ত শীতল দৃষ্টির সাথে। মায়ার দিকে কেমন শান্ত
মেজাজে তাকিয়ে রিদ। অদ্ভুত ভাবে মায়াও শিহরিত
হলো রিদের শান্ত দৃষ্টির অতলে। মায়া দুই-তিন
সেকেণ্ডে বেশি পারলো রিদের শীতল দৃষ্টি মাঝে
চেয়ে থাকতে। জড়তার দৃষ্টি নামিয়ে তাকাল রিদের
বলিষ্ঠ শক্ত কাঁধে দিকে। মায়ার মাথা আপাতত
রিদের কাঁধে একটু নিচে। মানে রিদের বুক বরাবর
মায়ার হাইট। মায়া একটু চমকালো। সেদিন রাতের
অচেনা লোকটাও রিদের মতোন ঠিক এতটাই লম্বা
ছিল। মায়া রিদ খানের মতোন করে সেদিন রাতে ঐ
লোকটারওনবুক বরাবরই হয়েছিল, মায়া এখনো স্পষ্ট
মনে আছে। রিদ খান যে এতো লম্বা মায়া আগে
কখনো এতোটা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেনি। কিন্তু
আজ লক্ষ করেই যেন বিস্ময় হচ্ছে। বাপরে রিদ খান
এতো লম্বা। মায়া রিদের কাঁধ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রিদকে দেখিয়ে আয়নকে বলল...‘
উনার মতোন লম্বা ছিল লোকটা।
আয়ন বলল..

‘ তুমি শিওর তো?

‘ হুম।

‘ আর?

রিদকে আবারও দেখিয়ে বলল।

‘ আর উনার মতোই বলিষ্ঠবান ছিল।

‘ তুমি বুঝলে কিভাবে?

‘ সেদিন রাতে লোকটা বেহুশ অবস্থায় আমার কাঁধে ঢলে পরেছিল। আমি উনার ওজন সামলাতে হিমসিম খেয়েছিলাম। লম্বা, চওড়া অনেক ছিল সেজন্য বলতে পারছি।

আয়ন বেশ সিরিয়াস হওয়ার মতোন করে বলল।

‘ আচ্ছা, সেদিন কিভাবে কাঁধে ভর দিয়েছিল দেখাতে পারবে?

‘ হ্যাঁ পারব। আয়নের কথায় তাতে মায়া খেঁ হারাল।

রিদের সাথে শত্রুতার কথা এক মূহুর্তের জন্য ভুলে গিয়ে চট করে রিদের শত্রুপোক্ত বলিষ্ঠ হাত নিজের কাঁধে তুলে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল রিদের সাথে। মায়া যখন সেদিন রাতের কথা মনে করে নিজের পজিশন ঠিক করছিল, তখন রিদ মায়াকে সাহায্য করে নিজের মায়ার কাঁধ জড়িয়ে তাঁর বুকের সাথে

মিশিয়ে ধরলো। আর বেখেয়ালি মায়া চোখ উঁচিয়ে
রিদের মনোভাব ঠাহর করলো না, যদিও করতো
তাহলে ঠিক বুঝতো রিদের গভীর দৃষ্টির মানে। ব্যস্ত
মায়া সেদিন রাতের ঘটনা মনে করে রিদের পিঠ
গুলিয়ে কোমরের শার্ট আঁকড়ে ধরলো। আর অপর
হাতটা রাখল ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরা রিদের হাতের
উপর। তারপর আয়নকে নিজেদের পজিশন দেখাতে
দেখাতে উৎফুল্ল গলায় বলল...

‘আমরা এইভাবে ছিলাম ভাইয়া।

‘আচ্ছা আর?

‘আর! আর!মায়া আর! আর! ভাবতে ভাবতে চট
করে কাঁধে উপর রিদের হাতটা টেনে ধরলো নিজের
উপর রিদকে বুকে পরতে। মায়ার আচানক কান্ডে
রিদ খেঁ হারিয়ে অল্প একটু মায়ার দিকে বুকে পরতে
মায়া আবারও একই ভাবে রিদকে টানলো নিজের
দিকে। এবার মায়া বেশ জড়সড়ে টেনে ধরায় রিদ
নিজের খেঁ হারিয়ে দুহাতে মায়াকে জড়িয়ে ধরে
এলিয়ে পরলো মায়ার গায়ে। তাজ্জব মায়াও রিদকে
টেনে নিজেও বোকা বনে গেল। মূলত মায়াও বুঝতে
পারেনি রিদ মায়াকে এইভাবে জড়িয়ে ধরবে।

আকস্মিক ঘটনায় মায়া রিদের দেহের ভার সহিতে না
পেরে দু'হাতে রিদের পেট জড়িয়ে নিজের ভারসাম্য
বজায় রাখতে গিয়ে ঝুকে পরে বলল...

‘ বাপরে আপনি-তো অনেক ওজন। শরীর এতো
শক্ত কেন? কি খান হ্যাঁ? উঠুন! আমি বাঁকা হয়ে
যাচ্ছি।

দীর্ঘ সময়ের নিরবচ্ছিন্ন করে রিদ প্রথম কথাটায়
বলল মায়াকে ধমক দিয়ে দাঁত পিষে...

‘ সেটআপ ইডিয়েট! রিদ মায়া ছেড়ে দাঁড়াতে মায়া
হড়ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কাঁধে একহাত
রেখে ঘষতে ঘষতে ঘাড় উঁচিয়ে তাকাল রিদের
দিকে। রিদকে বেশ ভারি বরগুনের মানুষ মনে হলো
মায়ার। আর একটুর জন্য মায়ার ঘাড় ভাঙ্গেনি।
আল্লাহ জানে এই লোকের বউ এই লোককে কেমনে
সামলাবে। মায়ার তো এখনই চিন্তা হচ্ছে এই
লোকের বউয়ের জন্য। মায়া আড়চোখে রিদের
কটমট করা দৃষ্টি মারিয়ে তাকাল আয়নের দুষ্ট হাসির
দিকে। আয়ন বেশ দুষ্ট হেঁসে দুজনের দিকে তাকিয়ে।
মায়া বুঝল না সেই হাসির মানে। তাই মায়া আমতা

আমতা করে রিদকে এক আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে
আয়নকে বলল...

‘ একটু আগে উনি(রিদ) যেমন করে আমার গায়ে
ঢলে পরেছিল সেদিন রাতে ঐ লোকটাও তেমন
করেই ঢলে ছিল। এরপর আর কিছু বলতে পারবো
না। লোকটার চেহেরাটা আমার মনে নেই।

মায়ার কথায় আয়ন ঠাস করে চেয়ার ছেড়ে উঠে
দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল...

‘ এসব নিঃশক্তি ঢলে পরা মানুষদের তুমিই সামলাও
মায়া। আমি গেলাম! আমার কাজ শেষ। শুনো ডানে-
বামে না তাকিয়ে সোজা পিছনে তাকালে পেয়ে যাবে
তোমার ভন্ড, প্রতারক মানুষটাকে। বলে আয়ন শিস
বাজাতে বাজাতে বাংলোর ঘরটা ছাড়লো। মায়া
হতবুদ্ধি হয়ে আয়নের ঢলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে
রইল। মূলত মায়াও মাথায় আয়নের কোনো কথায়
দুকলো না। এতক্ষণ মায়াকে জোর দিল মায়ার স্বামী
দেখতে কেমন সেটা বলতে। আর এখন যখন মায়া
দেখানো শেষ করলো ওমনি ঢলে গেল মায়াকে
উল্টাপাল্টা কথা বলে। মায়া কাকে সামলাবে? এখানে
কে নিঃশক্তি ঢলে পরা মানুষ? আর কে-ই বা মায়ার

পিছনে থাকবে? মায়ার স্বামী কি আর মায়া পিছন বসে আছে নাকি যে মায়া পিছনে তাকালেই তাঁকে পেয়ে যাবে। পিছনে তো শুধু রিদ খান দাঁড়িয়ে আছে। যার সারা শরীরে অহংকার আর রাগ, জেদে ভরপুর। মায়া আবারও হতাশার শ্বাস ফেলল। টেবিলে উপর ফোনটা নিতে নিতে ঘাড় বেঁকে তাকাল পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা রিদের দিকে। সে মূলত তখন থেকেই মায়ার দিকে চেয়ে। কি যে এতো দেখে মায়াকে আল্লাহ জানে। এই রাগ, তো এই শান্ত দৃষ্টি। একটু আগে কেমন শান্ত আর শীতল ছিল, আর এখন অকারণে রেগে কটমট করছে মায়ার উপর। এই লোক কেন যে অকারণে মায়ার উপর রেগে যায় তাও মায়া বুঝেনা। এই লোককে মায়া বুঝতে গেলে আরও সমস্যা। মায়ার এই লোকের সাথে কোনো লেনদেন নেই। যার লেনদেন আছে সেই বুঝুক এই ঘাড় ত্যাড়া লোককে। মায়া নিজের ফোন উঠিয়ে চলে গেল খান বাড়ির ভিতরে দিকে। কিন্তু রিদ তখনো রাগে দু’হাত মুষ্টি পিষে মায়ার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে। মূলত মায়া বুঝতেই পারলো না আয়ন মায়ার চোখে আগুল দিয়ে রিদকে দেখাল নিজের স্বামী স্বরূপ। কথায় কথায়

আয়ন যে রিদকে ইঙ্গিত করেছে ঢলে পরা মানুষটা হিসাবে সেটাও বুঝল না। এমন না যে মায়া আয়নের কথা গুরুত্ব দেয়নি। দিয়েছে! কিন্তু মায়া আয়নের কথা অনাগ্রহ করেছে। মূলত মায়ার বিশ্বাস নেই যে, রিদ খানও কোনো ভাবে মায়ার স্বামী হতে পারে এটা নিয়ে। মায়া প্রাণপূর্ণ বিশ্বাস দুনিয়া যেকেউ মায়ার স্বামী হতে পারে কিন্তু রিদ খান কখনো হবে না। কোনো ভাবে না। রাত প্রায় বারোটোর শেষের দিকে! সবার ডিনার আরও কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে। এখন ওরা ফিরে যাবে। কিন্তু মুক্তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো সৈঁজুতির সাথে সৈঁজুতি ঘরেই হবে। মায়া এতক্ষণ ঘুমে ড্রয়িংরুমের বসে ঝিমচ্ছিল। আরিফ ডেকে দেওয়ায় মুক্তার জন্য সে সিঁড়ি ধরে উপর উঠছে। সৈঁজুতির ঘরে যাবে। মুক্তাকে ডাকতে। মায়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলার করিডোর ধরে সামনে এগোতে হঠাৎ পিছন ডাকল কেউ...

‘স্টপ!

মায়া চমকে উঠার মতোন লাফিয়ে পিছন ঘুরলো মূহুর্তে। রিদকে বাড়ির পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আঁতকে উঠল হড়ভর করে। এই অসময়ে

রিদের মুখোমুখি হওয়া মানে বিপদ সংকেত।
আতঙ্কিত মায়া হড়ভর করে দৌড়ে পালাতে চাইলে,
তার আগেই রিদ মায়ার মতিগতি বুঝে শক্ত গলায়
দাঁতে পিষে আবারও বলল...‘ ডোন্ট গো! আই সেড
স্টপ দেয়ার!

রিদের শক্ত গলায় শুনেও মায়া থামলো না। রিদ ভয়ে
দৌড় মারলো তৎক্ষণাৎ। পিছন পিছন রিদ ছুটলো।
চোখের পলকে মায়ার হাত চেপে সামনে ঘুরাল। মায়া
ভয়ে রিদকে ধাক্কা মেরে পুনরায় পালাতে চাইলে রিদ
এক ধাবায় মায়ার বুকের কাছের কাপড়াটা শার্টের
কলারের মতোন চেপে ধরে মায়াকে উঁচিয়ে মুখোমুখি
করে রাগে হিসহিসিয়ে বলল...

‘ ডাকছি কথা কানে যায়না? দাঁড়াস না কেন তুই?
বেয়াদব হয়েছিস?রিদের ভয়ে মায়া এমনই সিঁটিয়ে
ছিল। এখন আরও সিঁটিয়ে গেল। রিদ হুটহাট কেন
রেগে যায় মায়া জানে না। রিদ রেগে গেলে মায়ার
সাথেই বা কেন খারাপ আচরণ করে তাও বুঝে না।
একটু আগে কতো ভালো দেখাল রিদকে। অথচ
এখন হুট করে রেগেমেগে কেন অগ্নিমূর্তি রূপ ধারণ
করলো তাও জানে না মায়া। আসলে মায়া কিছুই

জানতে চাই না। রিদের হুটহাট চেপে ধরা, মায়াকে আঘাত করা, অকারণে ছুঁয়ে দেওয়া, কোনো কিছুই মায়া চায় না। মায়া শুধু নিজেকে নিরাপদ আর আতঙ্ক মুক্ত রাখতে চায় রিদ থেকে। এই মূহুর্তে রিদের রাগের কারণটাও মায়া জানে না। তবে রিদ মায়ার কলার চেপে ধরার কারণে ফ্লোরে পা রাখতে হিমসিম খাচ্ছে মায়া। পায়ে বুড়ো আঙ্গুলে ভার দিয়ে নিজের শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়েও থৈ হারিয়ে ফেলছে। কারণ রিদ মায়া বুকের কাছের কাপড় চেপে মায়াকে উঁচিয়ে ধরে রেখেছে। এখন রিদ ছেড়ে দিলেই মায়া যেকোনো সময় মুখ খুবড়ে পরবে ফ্লোরে। মায়া নিজের শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে রিদের পেটে কাছে টি-শার্টের কিছু অংশ শক্ত করে চেপে ধরে নিজেকে ছাড়াতে চেয়ে।‘ আমাকে ছাড়ুন ভাইয়া। পায়ে ব্যথা পাচ্ছি আমি।

মায়া মুখে ভাইয়া ডাক শুনে রিদ আরও তেতে উঠলো। তার রাগে যেন মায়া ঘি ঢালার মতোন কাজ করলো। তাই রিদ মায়ার কলার চেপে আরও কাছে টানলো। মায়াকে মুখোমুখি ধরে রাগে রি রি করে বলল...

‘ বারবার ভাইয়া ডাকিস কেন? তোর বাপের সম্পত্তির ভাগ দিবি আমায়? যে ভাইয়া ডেকে বেড়াস? নিষেধ করেছিলাম না ভাইয়া ডাকতে? তাহলে কথা শুনিস না কেন? অবাধ্য হুস আমার? কথা না শুনলে ট্রিগার পয়েন্ট রেখে গুলি করে মেরে দিব। বিশ্বাস কর একটুও বুক কাঁপবে না আমার।

রিদের শক্ত ধাঁচে কথায় আতঙ্কিত হলো মায়া। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে ভয়ে চোখে পানি দেখা গেল। এই মুহূর্তে রিদকে দুনিয়ার নিষ্ঠুর আর নিকৃষ্ট দয়া-ময়াহীন মানুষ মনে হতেই মায়া ঠোঁট ভেঙ্গে কেঁদে উঠে বলে...

‘ আপনি এমন করছেন কেন? কি করেছি আমি? সবসময় আমার সাথেই কেন বাজে ব্যবহার করেন? আঘাত করেন? কি চাই আপনার?

রিদ মায়াকে আরও কাছে টেনে চোখে চোখ রেখে রাগে তিরতির করে দাঁত পিষে বলল...‘ নিজেকে এতো সস্তা বানাচ্ছিস কেন? আমার সস্তা জিনিস পছন্দ না।

‘ আমি সস্তাই! আরও সস্তা হবো। আপনার কি?

‘ চুপ! একদম চুপ! মুখেমুখে তর্ক করবি না। আমার পছন্দ না। বেয়াদব হয়েছিস! মেজাজ আমার

এমনিতেই চটে আছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোর নাগরকে জানে মেরে দিব।

রিদের হিংস্রতা রাগে মায়া দমে যায়। রিদের রক্তিম চোখ আর ভয়ানক দৃষ্টিতে মায়া কাবু হয়ে যায়। ভয়াত মুখে মায়া ফুপিয়ে কেঁদে উঠতে রিদ আবারও আগের নেয় দাঁতে দাঁত পিষে বলে...

‘ ছেলে কে?

মায়াকে উত্তর না দিয়ে কাঁদতে দেখে রিদ আরও চটে যায়। আগে নেয় দাঁতে দাঁত পিষে চেষ্টাচাল...

‘ উত্তর দে!

রিদের ধমকে মায়া কেঁপে উঠে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল..

‘ কোন ছেলে?

‘ যার সাথে তোর ভাব চলছিল এতক্ষণ সে কে?

মায়া কাঁদতে কাঁদতে জানাল।

‘ আমাদের এলাকার চেয়ারম্যান চাচার বড় ছেলে নাদিম ভাইয়া উনি।

‘ এখানে কি করছে?

‘ আরিফ ভাইয়া ডেকেছে মনে হয়। আমি জানি না কিছু।

‘ তোর সাথে কি চলে এই ছেলের? এতো কিসের ভাব তোদের?

‘ কিছু চলে না। কোনো ভাব নেই।

‘ নাটক করস? কাহিনি বুঝাস আমাকে? আমি চোখে দেখি না কিছু? তোর আমাকে অন্ধ মনে হয়? তোদের নষ্টামি আর গলায় গলায় ভাব আমার চোখে পরবে না মনে করিস? ওয়ার্নিং দিচ্ছি না রিত! বলে রাখছি, আমার অবাধ্য হবি সোজা ট্রিগার পয়েন্টে রেখে তোর নাগরের বুক ঝাঁঝড়া করে দিব গুলিতে আমি। যে বুক আমার নারীর জন্য ভালোবাসা থাকবে সেই বুক আমি জ্বালিয়ে দিব। বিশ্বাস কর রিত, এসব কিছু করতে মোটেও আমার হাত কাঁপবে না। রিদের উগ্রতা, বেপরোয়া আচরণে মায়া প্রচণ্ড ভয়ভীত হলো। মায়ার জীবনে কখনো কেউ এতোটা বাজে আচরণ করেনি ওর সাথে। আর না এই ভাবে মায়াকে কেউ হুমকিধামকি দিয়েছে। মায়াকে আজ পযন্ত কোনো পুরুষ কারণে অকারণে হোক ছুঁয়ে দেয়নি অথচ রিদ খান অবাধ্য মध्ये মায়াকে ছুঁয়ে দেয় যেখানে সেখানে। এতে মায়ার ভিষণ কষ্ট হয়। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মায়ার মনে হয় সে

নিজের স্বামীকে ঠকাচ্ছে। একটা পুরুষ মানুষ
অকারণে মায়াকে ছুঁয়ে দেওয়া সেটা নিশ্চয় পাপ।
মায়া না চাইতেও সেই পাপের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে
হচ্ছে ওকে তাও শুধু মাত্র রিদের জন্য। মায়া বুঝল
রিদের সাথে শক্তি, সামর্থ্য বা তর্কে জড়িয়ে কখনো
পেরে উঠবে না। রিদ বেপরোয়া মানুষ! আজ পযন্ত
কারও পরোয়ানা করেছে বলে সে দেখেনি, আর না
কারও থেকে শুনেছে এমনটা। এমন বেপরোয়া
মানুষকে মায়ার বুঝাতে হবে কৌশলে। রিদ যা
চাইছে মায়ার থেকে সেটা মায়ার দেওয়া সম্ভব নয়।
মায়া বিবাহিত। সবচেয়ে বড় কথা মায়া নিজের
স্বামীকে ভালোবাসে। তাই রিদকে মায়ার মিথ্যা
বুঝাতে হবে যে মায়া ওর স্বামীর সাথে সুখী আছে।
আর ওদের মাঝে দেখা সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে
এতোদিনে সবকিছু হয়ে গেছে। যদিও রিদ একটু
আগের আয়নের ঐ কথাবার্তা মনে করে জানে মায়া
এখনো ওর স্বামীকে খোঁজে পায়নি। তো কি হয়েছে?
মায়া না-হয় তখনকার ঘটনাটা মিথ্যা বলে চালিয়ে
দিবে রিদকে। রিদ কি আর বুঝতে পারবে নাকি
কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। রিদতো আর

মায়ার স্বামীকে চিনে না, তাহলে বুঝতেও পারবে না
যে মায়া মিথ্যা বলছে সেটা। মায়া নাহয় রিদকে মিথ্যা
বুঝিয়ে বলবে মায়া ওর স্বামীকে খোঁজে পেয়ে গেছে।
ওরা এখন সুখে শান্তিতে ঘর-সংসারও করছে।
মায়াকে যেন রিদ আর ডিস্টার্ব না করে। মায়া
নিজের কান্না আটকে, ফুঁপানো বন্ধ করতে চেয়েও
পারলো না। তীব্র অপমানে, আর রিদের ভয়ে চোখ
থেকে এমনই পানি পরছে। তারপরও মায়া নিজের
কান্না আটকাতে চেয়ে ঠোঁট কামড়াল। কিন্তু সফল
হতে না পেরে পুনরায় একই ভাবে ফুপিয়ে কেঁদে
রিদের উদ্দেশ্য বলল...‘ আপনি আমার সাথে এমন
করবেন না প্লিজ। আমার আপনাকে ভয় লাগে। সহ্য
হয়না আপনাকে। আমার যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে
মিশব আপনার কি? প্লিজ আপনি আমার থেকে দূরে
থাকুন। আপনি জানেন আমি বিবাহিত। তারপরও
কেন বারবার আমাকে ডিস্টার্ব করেন, অকারণে ছুঁয়ে
দেন। এসব আমার পছন্দ না। আপনি আমার কাছ
থেকে যা চাইছেন তা আমি কক্ষুনো দিতে পারব না।
আমি ঐ টাইপের মেয়ে নয়। আর না আপনার বাজে
প্রস্তাবে ইন্টারেস্ট। আমার স্বামী আছে। আমরা দুজন

দুজনকে অনেক ভালোবাসি। আমাদের সম্পর্কটা অনেক গভীর আর ঘনিষ্ঠ একটা নরমাল ম্যারিড কাপলদের মতো। আমরা দেখা করেছি, কথা বলেছি, পাশাপাশি আরও অনেক কিছু করেছি। আমার স্বামী পছন্দ না কেউ উনার বউয়ের আশেপাশে ঘুরুক। আপনি প্লিজ আমার থেকে দূরে থাকুন।

বিস্ফোরণে রিদের মস্তিষ্ক ধপধপ করে উঠলো। জ্বলে উঠা রাগ দপ করে নিভে গিয়ে মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে জানান দিল, সে কখন ঘনিষ্ঠ হলো বউয়ের সাথে? কখন ভালোবাসার লেনদেন করলো তাঁরা? এতো কিছু কবে করলো রিদ? বিস্ফোরণে মায়ার কল্লার চেপে ধরা রিদের হাতটা হাল্কা টিলে হয়ে আসলেও একেবারে ছেড়ে দিল না। বিষণ্ণে রিদ নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কে চোঁচিয়ে উঠল...‘ কিহহ? এতো কিছু কবে হলো?

মায়া মনে করলো রিদ মায়ার মিথ্যা কথা বিশ্বাস করেছে। মায়া নিজের স্বামীর সাথে জড়িয়ে পরেছে এমনটা শুনলে হয়তো রিদ আর মায়ার পিছনে ছুটবে না। আর না মায়াকে ডিস্টার্ব করতে চাইবে। মায়া নিজের কান্না থামাল। রিদকে নিজের থেকে দূরে

করতে চেয়ে আরও কিছু মিথ্যা কথা গুছিয়ে নিল মনে মনে। নাক টেনে নিজের ফুঁপানো আটকে বলল...

‘হয়েছে মাস খানিক হবে। উনিই নিজ থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে। কথা বলেছে। দেখা করেছে। তারপর আরও অনেক কিছু হয়েছে আমাদের। উনি বলেছে আপু আর ফাহাদ ভাইয়ার বিয়েটা শেষ হলেই আমাদের বাসায় বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে আব্বু কাছে। আসলে উনি চিন্তিত যদি আমাদের দুজনের পরিবার আমাদের সম্পর্কের কথা জানার আগেই আমি প্রেগন্যান্ট হয়ে যায় তাহলে বিষয়টা খারাপ দেখা...

মায়ার কথার মাঝেই বিস্ফোরণে রিদ স্তব্ধতায় চেষ্টা করে বলল...‘ প্রেগন্যান্ট? কে প্রেগন্যান্ট?

‘আমি।

‘কিহ?

‘হুম!

রাগে দুঃখে রিদ মায়ার কলার ছেড়ে ধাক্কা মেরে নিজের থেকে সরিয়ে দিতে দিতে মেজাজ দেখিয়ে বলল..

‘ ধরলাম না, ছুঁলাম না, খেললাম না, কিছু করলাম না,
এরমধ্যে বাবা হচ্ছি! সেই! সেই! সেই!

রিদ রাগে একিই শব্দ বারবার উচ্চারণ করছে। মায়া
রিদের আচানক ধাক্কার তাল সামলাতে না পেরে
দেয়ালের সঙ্গে গিয়ে পিঠ ঠেকল। অল্প ব্যথাও
পেয়েছে পিঠে তবে সেটা সহনীয়। মায়া দেয়াল ধরে
দাঁড়াতে দাঁড়াতে রিদের কথা গুলো কানে আসল।
মায়া রিদকে শুধিয়ে বলল...

‘ আপনি না আমার স্বামী বাবা হবে।

রিদ রাগে দুঃখে বলে...‘ একটা ভারি দাও আমার
মাথায়। স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে।

মায়া দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মিনমিন করে বলল...

‘ আমি পারব না।

‘ ছেহ শালার জিন্দিগি! কিছু করার আগে বদনাম
হয়ে গেলাম। মায়া গোল গোল চোখে রিদের দিকে
তাকিয়ে রইল। রিদ যে রাগে তোড়ে এসেছিল ঠিক
সেই ধাঁচে হনহনিয়ে আবারও চলেও গেল। মায়া
রিদের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। রিদ যখন
বিকট শব্দ তুলে দরজাটা ঠাস করে লাগাল তখন
মায়ার সাথে সাথে দেয়াল গুলো যেন কেঁপে উঠেছে

সেই তোপে। মায়া রিদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে
পেরে বুকের উপর একটা হাত রেখে প্রশান্তি নিশ্বাস
ফেলল। যাক অবশেষে ওহ রিদকে মিথ্যা বুঝাতে
পেরে তাহলে। এবার মায়ার পিছনে না আসলেই
হয়। একটা সুন্দর সকালের সূচনা। সকাল ছয়টা কি
সাদে ছয়টার ঘরে। ভোরের মিষ্টি রোদের সঙ্গে
ফুরফুরে বাতাস এসে বইয়ে যাচ্ছে দক্ষিণা জানালা
দিয়ে। কে যেন দক্ষিণা জানালাটা খোলে পর্দা সরিয়ে
দিয়ে গেল। নাকি গভীর রাতের ফোন আলাপের
শেষে জুই জানালাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে, জানে
না মায়া। জানালা দিয়ে ভেসে আসা সকালের মিষ্টি
রোদ যেমন মায়ার আরামের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবে,
ঠিক তেমনই দক্ষিণা হওয়ায় ফুরফুরে বাতাসে শরীরে
আরাম তুলছে। মায়া সকালের আরামদায়ক ঘুমের
রেশ কাটাতে না পেরে চিৎ হওয়া থেকে মূর্ত্তে উপড়
হয়ে শুলো, বালিশে মুখ গুঁজে। এবার রোদের আলো
মায়াকে বিরক্তি করতে পারবে না ভেবেও আরামের
ঘুমটা শান্তিমত দিতে পারছে না সে, বাড়ির ভিতরে
থেকে ভেসে আসা তীব্র হৈচৈ আর কলরবে
আওয়াজে। বাড়ির প্রতিটা মানুষ আজ কেমন

লাউডস্পিকার কথা বলছে মায়ার মনে হলো। থেকে থেকে রান্না ঘর থেকে জুইয়ের মা সাবিনা বেগমের চোঁচামেচি ডাক শুনতে পারছে মায়া। তিনি জুই আর মায়াকে ডাকছেন চোঁচিয়ে হয়তো কোনো কাজে। কিন্তু এতো সকাল সকাল কেন? বাড়িতে এতো মানুষ থাকতে হঠাৎ মায়া আর জুইকে কি কাজে পরলো চাচীর? জানে না মায়া। সাবিনা বেগমের চোঁচামেচি ডাকাডাকি শব্দ মায়ার কান অবধি পৌঁছালেও জুই বিন্দাস ঘুমাচ্ছে তখনো। ওর কোনো সাড়াশব্দ বা নড়াচড়া নেই। হয়তো সারারাত ফোনালাপ শেষে সকালে মটকা মেরে ঘুমাচ্ছে জুই। মায়া জানে না জুই কার সাথে বিগত তিনমাস ধরে এতো কথা বলে। কার সাথে প্রেম করে বেড়ায়? লোকটা কে? তবে মায়ার জানামতে যতটুকু বুঝতে পেরেছে জুই হয়তো খান বাড়ির কারও সাথে প্রেম জমিয়েছে। খুব সম্ভবত রিদ খানের ছোট ভাই রাদিফের সঙ্গে জুইয়ের প্রেম। ফোন নাম্বার অন্তত রাদিফ♥ নামে সেইভ করা। মায়া সেই থেকেই একটু বুঝেছে। বাহির থেকে ভেসে আসা তীব্র ভসভস আওয়াজে মায়া নাক মুখ কুঁচকে বালিশের ভিতরে আরও মুখটা চেপে রাখল।

আরামের ঘুমটা হারাম হয়ে যাওয়ায় বিরক্ত হতে গিয়েও হলো না কিছু একটা ভেবে। বরং চট করে মায়ার মাথায় আসল আজ ওর বড়বোন মুক্তা গায়ের হলুদ। সেজন্য বাসায় মেহমান থেকে শুরু করে ডেকোরেশনে মানুষের ভরপুর। এজন্য সকাল হতেই এতো হৈ হুল্লোড় চেচামেচি শব্দ ভেসে আসছে। মায়া ঘুমের রেশ কাটাতে চেয়ে বালিশ থেকে মুখ তুলে ঘুমন্ত চোখে তাকাল ঘরের দক্ষিণা জানালাটার দিকে। কি সুন্দর মিষ্টি রোদ আর হাওয়া বইছে বাহিরে। মায়া চোখ আওড়িয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বড় আম গাছটার দিকে তাকাল। বাতাসের তোপে ফুরফুর করে নড়ছে গাছে পাতা সেই সাথে ছোট ছোট আম ফলের ঝুল। মায়া আঙুলে করে মাথাটা বালিশের উপর রেখে অসল ভঙ্গিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তাকিয়ে রইল আম গাছের পাতায় বইতে থাকা সেই বাতাসের দিকে। আজকের দিনটা খুব সুন্দর লাগছে মায়ার কাছে। মনের মধ্যে অজানা এক খুশির ঝলক বয়ে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। মায়া মনে হচ্ছে আজ মায়ার সাথে স্পেশাল কিছু ঘটবে। যা এর আগে কখনো ঘটেনি। হয়তো আজকের দিনটা মায়ার

জন্য শুভ কিংবা অশুভে পরিণত হবে। হয় আজকে
মায়ার জীবনে বেস্ট কিছু ঘটবে নয়তো একেবারে
অনেক খারাপ কিছু ঘটবে। যায় ঘটুক না কেন? মায়া
মনে হচ্ছে আজকে দিনটি মায়ার জীবনে বাকি
দিনগুলোর মতোন হবে না। একদম ভিন্ন আর
স্পেশাল কিছু হবে। আল্লাহ জানে এবার কি হয়!
মায়া মনে মনে দোয়া করলো যাতে খারাপ কিছু না
ঘটে মায়ার সাথে। আজকে মায়ার বোনের গায়ের
হলুদের অনুষ্ঠান আর আজ যদি মায়ার জন্য খারাপ
কিছু হয় তাহলে বোনের স্পেশাল দিনটা নষ্ট হয়ে
যাবে। মায়া চাইনা ওর জন্য মুক্তার স্পেশাল দিনটা
নষ্ট হোক। তাই মায়ার নিজের জন্য ভালো কিছু
হওয়ার দোয়া করল মনে মনে। তারপর অলস
ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরে তাকাল পাশের বালিশে শয়ানিত
ঘুমন্ত জুইয়ের দিকে। সে মায়ার দিকে মুখ ফিরে
ঘুমিয়ে আছে। এই মূহুর্তে রুমে বোম মারলেও মনে
হয় জুইয়ের ঘুম ভাঙবে না। সারারাতের অঘুমের ঘুম
দিয়েছে জুই। আবারও সেই একই ভসভস আওয়াজটা
তীব্র ভাবে কানে লাগতে মায়া অলসতা ঝেড়ে
আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। হামি তুলতে তুলতে

জুইয়ের পাশ থেকে ফোনটা হাতে নিলো। কথা বলতে বলতে জুই ফোনের চার্জ শেষ করে ফেলেছে। আর মাত্র দুই % আছে শেষে। মায়া ফোনের চার্জ নিয়ে মাথা ঘামাল না। বরং মায়ার নিখোঁজ স্বামী কল কিংবা মেসেজ করেছে কিনা তাই চেক করতে লাগল। অপর পাশ থেকে কোনো মেসেজ বা ফোনকল না পেয়ে হতাশায় ভুগল মায়া। মন খারাপ করে ফোনটা আবারও একই জায়গায় রাখল। লোকটা মায়াকে কখনো কল দেওনা আবার মায়ার কল রিসিভ করে না সে। এতো কিসের রাগ মায়ার উপর লোকটার সেটাই বুঝে না ওহ। এমন-তো না যে লোকটা মায়াকে অপছন্দ করে। বরং মায়া দুইদিনের ফোনালাপের খুব বুঝতে পেরেছে লোকটাও মায়াকে মনে রেখেছে এবং হয়তো মনে মনে মায়াকে সে পছন্দও করে। কথাবার্তায় তো মায়ার তাই মনে হলো। মায়া নিরাশ ভঙ্গিতে আবারও আড়মোড়া ভেঙে খাট থেকে পা নামিয়ে বসল বিছানার কিনারায়। হামি দিতে দিতে হাটু সমান এলোমেলো চুল গুলো দু'হাতে পেঁচাতে পেঁচাতে খোঁপা করলো। বিছানা পাশ থেকে গায়ের সুতির ওড়নাটা কাঁধে দুপাশে ঝুলিয়ে ঘরে

স্যাভেল গুলো পায়ে পরলো। তারপর ওয়াশরুমের কাজ সেরে হাতের ব্রাশটায় টুথপেস্ট লাগিয়ে অলস ভঙ্গিতে ঘর ছেড়ে, বসার ঘরে ঢুকতে চোখে পরলো এলাহিকান্ড। মায়া দুই ফুপি থেকে শুরু করে তাদের বড় বড় ছেলেরাও মায়ার বাবা-চাচার সাথে হাতে হাতে কাজ করছে। আরিফের সঙ্গে মায়ার ফুপাতো ভাই, রাকিব, সাকিব, তামিম, পলাশ সবাই ডেকোরেশন মালামালের কাজ দেখাচ্ছে দাঁড়িয়ে থেকে লোকদের। শফিকুল ইসলাম বাজারের লিস্ট বানাচ্ছে ছোট ভাই জামাল সাহেবকে নিয়ে। ঘরে-বাইরে সারা বাড়িতে ডেকোরেশনে কাজ করা হচ্ছে। মায়া উঁকি মেরে রান্নাঘরে দিকে তাকাল। দেখল রান্নাঘরে মা-চাচীর সাথে দুই ফুপিও হাতে হাতে কাজ করছে। তখনকার ভসভস আওয়াজটার উৎস খুঁজে পেতেই মায়া দেখল ওর বড় ফুপি সাজেদা বেগম আদা, রসুন ব্লেডার করছে। আর ছোট ফুপি জাহানারা বেগম পেঁয়াজ কাটছে সঙ্গে আরও তিনজন কাজের মহিলা নিয়ে। মায়ার মাকে দেখা গেল নকশি পিঠা বাজতে। ছোট চাচী সেই পিঠা শিরায় ঢুবিয়ে বড় তালায় তুলছে। বাড়ির সবাইকে কাজ করতে দেখে মায়া হাতের

ব্রাশটা মুখে ঢুকিয়ে ব্রাশ করতে করতে রান্না ঘরের
দিকে যেতেই মায়ার ছোট চাচী সাবিনা বেগম মায়াকে
দেখেই বলল...‘ তুই উঠেছিস? সেই কখন থেকে
ডাকছি তোদের। জুই কই?

মায়া ব্রাশ করতে করতে মিথ্যা বলে বলল...

‘ জুই সারারাত পড়েছে চাচী তাই এখন ঘুমাচ্ছে।
দশটার আগে উঠবে না। সামনে আমাদের ফাস্ট
সেমিস্টার পরীক্ষা এজন্য পড়াশোনার চাপ বেশি।
ওকে এখন ডেকো না।

মায়ার কথায় সাবিনা বেগম বিশ্বাস করলো। মাঝ
থেকে মায়া বড় ফুপি জাহানারা বেগম ব্লেভার
মেশিনটা বন্ধ করে মায়ার উদ্দেশ্য বলল...

‘ আচ্ছা জুই ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক। ওকে ডাকার দরকার
নেই। তুই বরং তাড়াতাড়ি গোসলটা সেরে একটা
নতুন জামা পরে নে। অল্প সেজেও নিস চেয়ারম্যান
বাড়ির লোকজন আসবে একটু পর। ওদেরকেও
বিয়েতে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তুই একটু সুন্দর
মতো সেজেগুজে থাকিস কেমন।

ফুপির কথায় মায়ার হাত থামে দাঁত মাজা থেকে।
কপাল কুঁচকে তীক্ষ্ণ গলায় জাহানারা বেগমকে শুধিয়ে
বলে...

‘ কেন ফুপি? চেয়ারম্যান বাড়ির মানুষ আসলে আমি
সাজব কেন?

মায়ার কথায় জাহানারা বেগম কিছু বলার আগেই
মায়ার মা রেহেনা বেগম ধমক দিল মায়াকে বলল।

‘ বেয়াদব হয়েছিস। মুখেমুখে প্রশ্ন করিস। তোকে যা
বলেছে তাই কর। এতো কথা কিসের হ্যাঁ? বিয়ে
বাড়িতে যুবতী মেয়েদের এমনই সেজেগুজে থাকতে
হয় নয়তো মানুষ মন্দ বলে। যা এবার! গিয়ে গোসল
করে ভালো একটা জামা পরে নে।

‘ আচ্ছা। মায়া মন খারাপে গাল ফুলিয়ে যেদিকে থেকে
এসেছিল সেইদিকে পুনরায় হাঁটে। মায়ার সুন্দর
দিনটা মাটি হয়ে গেল সকাল সকাল মায়ের ঝাড়ি
খেয়ে, আল্লাহ জানে সারাদিন কিভাবে যায় মায়ার।
মায়ের কথা মতো মায়া গোসল সেড়ে গাঢ় সবুজ
রঙের একটা থ্রি-পিস পরে নিল। সাজুগুজু করতে
চেয়েও করলো না। কারণ মায়া এখন সাজবে আবার
সন্ধ্যায় হলুদের অনুষ্ঠানের জন্য আবারও সাজতে হবে

বলে এখন আর সাজলো না। মায়াকে সাজতে না
দেখে রেহেনা বেগম ধমক দিতে গিয়ে আবার দিল
না। মায়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে
গেলেন তিনি। মায়া এমনই অনেক সুন্দর। সাজুগুজু
ছাড়াই মায়াকে চোখে লাগার মতোন সুন্দর লাগছে
বলে তিনি আর কথা বাড়াল না। বরং চুপ থাকলো।
মায়া নাস্তা খেয়ে সারাবাড়ি ঘুরঘুর করতে লাগল
আরিফের পিছন পিছন। জুই ঠিক দশ-টার দিকে ঘুম
থেকে উঠলো। খেয়ে-দেয়ে মুক্তাকে নিয়ে বসল।
ততক্ষণে বিয়ে বাড়িতে মেহমানদের সংখ্যা আরও
বাড়ল। মায়ার নানু বাড়ি চট্টগ্রাম থেকে মানুষজন
উপস্থিত হলো কিছুক্ষণ আগে। উনার রাতে ট্রে-তে
সকালে এসে পৌঁছাল আশুগঞ্জ। হৈচৈ করে পুরো
বিয়ে বাড়ি মেহমানে ভরপুর হলো। মায়ার চাচাতো,
খালাতো, ফুফাতো এবং নিজের স্কুলের বান্ধবী সকল
মেয়েদের জন্য আরিফ একই রঙ্গের শাড়ি কিনে
এনেছে হলুদের অনুষ্ঠানে পড়ার জন্য। আর ছেলেদের
জন্য একই রঙ্গা পাঞ্জাবি। মুক্তার বিয়ের স্টেজ করা
হয়েছে মায়াদের বাড়ির বড় উঠানে। ভারি ফুলের
ডেকোরেশনে উজ্জ্বল পরিবেশ। দেখতে চমৎকার

সুন্দর দেখাচ্ছে সবকিছু। মায়া সারাবাড়িতে ঘুরঘুর করে বিয়ে বাড়ির ডেকোরেশন দেখল। চেয়ারম্যান বাড়ি থেকে মানুষজন এসেছিল প্রায় এগারোটা দিকে। তাও নাদিমকে নিয়ে দশ বারোজনের মতো! তাঁরা এসে মাযাদের বাড়িতে দুই ঘন্টার মতোন থেকে আবারও চলে গেল। মায়াকে দেখে কিছু অর্থ আর একটা শাড়ি উপহার দিয়ে গেল বোনের গায়ে হলুদে পরতে। উপহার গুলো নেওয়ার সময় মায়া শুধু বোকার মতো তাকিয়ে ছিল নিজের মায়ের দিকে। রেহেনা বেগম মায়াকে চোখ রাঙ্গিয়ে উপহার গুলো নিতে ইশারা করলে মায়া হাত বাড়িয়ে শাড়ি আর অর্থ গুলো হাতে তুলল। বোকার মতো শুধু চেয়ে রইল চেয়ারম্যান বাড়ির মানুষজনের কর্মকাণ্ডের দিকে। যে যা বলছিল মায়া শুধু করেই যাচ্ছিল পুতুল বনে। চেয়ারম্যান বাড়ির মানুষজনের আন্তরিকতার পঞ্চমুখ মায়ার আত্মীয়স্বজন। তার থেকে বেশি প্রশংসা করলো নাদিমের। ছেলেটি দেখতে বেশ সুন্দর, স্মার্ট আর লাম্বাটে গঠনের। নাদিমকে দেখে মায়ার আত্মীয় স্বজনদের বেশ ভালো লেগেছে সবার। মায়ার সাথে নাদিমকে মানাবে ভালো এই প্রশংসাও

করলো। সারাদিন ভর হৈচৈ আর ব্যস্ততায় কাটলো
সবার সময়। পার্লার থেকে মেয়েরা আসলে বিকাল
থেকে সাজুগুজু ধুম পরলো মায়ার কাজিনদের মধ্যে।
কারণ সন্ধ্যা নাগাদ কনে পক্ষ থেকে এক গাড়ি
মেয়েছেলে মিলে যাবে ফাহাদের বাড়ি হলুদের ডালা
নিয়ে। সেজন্য যাঁরা বরের বাড়ি যাবে সেই সকল
ছেলেমেয়েরা আগে আগে সেজেগুজে নিচ্ছে। কারণ
মায়াদের বাড়ির মানুষজন যাওয়ার পর ওদের সাথে
আবার বরের বাড়ির মানুষজন আসবে মুক্তাকে হলুদ
লাগাতে। আশুগঞ্জ টু ঢাকা যাতায়াতের সময় লাগবে
করে সিদ্ধান্ত নিলো বউয়ের বাড়ি থেকে মায়ারা আগে
যাবে ফাহাদের বাড়ি। তারপর মায়াদের সঙ্গে বরের
বাড়ির মানুষজন আসবে গাড়ি নিয়ে। হৈচৈ করে
বাড়ির সকল মেয়েরা এক রঙ্গা শাড়ীর আর অর্নামেন্ট
গায়ে জড়ালেও মায়া আর জুই পরলো একদম ভিন্ন।
দুবোন একই রকম দেখতে বাসন্তী কালার মসলিন
জামদানী জড়াল গায়ে। শাড়ী দুটো বেশ দামী।
আরিফ সেদিন ঢাকা থেকে কিনে দিয়েছে বোনদের।
জুই শাড়ি সাথে অর্নামেন্ট পরেও খুলে রাখল। মায়ার
মতো করে সেও সিম্পল সাজল একই ভাবে। মায়া

নিজের বাসন্তী রঙ্গা শাড়ি সাথে একই রকম দেখতে
গাঁদাফুলের মালা দুটো দু'হাতে পরলো। মুখে হাল্কা
পাতলা মেকআপ করে, ঠোঁটে টকটকে সিধুর লাল
লিপস্টিক দিয়ে চোখে মোটা করে কাজল টানল।
মায়া বরাবরই মাথায় হিজাব পরে বেড়ায়। স্কুল,
কলেজ এমনকি কোথাও গেলেও হিজাব পরে চলাচল
করে। খান বাড়িতে যতবার গিয়েছে ঠিক ততবারই
মায়া ড্রেসের সাথে হিজাব পরে গিয়েছে। তবে আজ
হাতে বাসন্তী রঙ্গের হিজাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
পড়বে কি পড়বে না সেই নিয়ে দ্বিধা কাজ করলো।
তারপর এই নিয়ে জুইকে জিগ্যেসা করতেই জুই
নিষেধ করল, আজ হিজাব না পড়তে। মায়া কেমন
দ্বি-মনা করে হাতের হিজাবটা রেখে দিল। তবে
চুলগুলো খোলা রাখল না। সুন্দর খোঁপা করে তাতে
গাঁদাফুলের একটা মাথা পেঁচাল। কঁপাল থেকে গালের
উপর দুই গাজি কাটা চুল ফেলে, কানে ছোট ঝুমকা
পরে সাজটা কমপ্লিট করে জুই দিকে তাকাতে, জুই
কানে ঝুমকা পড়তে পড়তে মায়াকে দেখে হাত থেমে
গেল মূহুর্তে। মায়ার দিকে চোখ বড় বড় করে

তাকিয়ে থেকে আচানক হেঁসে বলে উঠলো...‘ বাপরে
আগুন! মাশাল্লাহ!

জুইয়ের কথায় মায়া ঠোঁট প্রসারিত করে হাসলো।
জুই কানের দুল পড়তে পড়তে মায়ার শাড়ির কচি
ঠিক করে দিল। দু’বোন একিই রকম সেজেগুজে রুম
থেকে বের হতেই সবাই মাশাল্লাহ বলে বলে মুখরিত
করলো। মায়ার ছোট ফুপি দুই ভাজতির নজর
কাটলো থুপথুপিয়ে। মায়া-জুইকে সাবধানে যেতে
বলে আরিফকে ডেকে পাঠাল মেয়েদের নিয়ে যেতে।
মায়ার সকল কাজিনরা ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে
পনেরোজনের মতোন হলো। একগাড়ীতে সকল
মানুষ আঁটবে না বলে ঠিক করলো আরও একটি
গাড়ি নিয়ে যাবে। নাদিম সবেমাত্র গাড়ি নিয়ে
মায়াদের বাড়িতে ঢুকেছিল। তাঁকে বিশেষ ভাবে
দাওয়াত করা হয়েছে হলুদের অনুষ্ঠানে থাকতে। গাড়ী
থেকে নেমেই নাদিম আরিফের সঙ্গে কুশলাদি
বিনিময় করে জানতে পারলো তাঁকে যেতে হবে
ফাহাদের বাড়িতে। নাদিম না করলো না। বরং
সম্মতি দিল। নাদিমের গাড়িতে ওঠার জন্য আরিফ
মায়া, জুই, সঙ্গে মায়ার একজন বান্ধবী সুমিকেও

ডাকল। বড় ভাইয়ের ডাকে বাধ্য মেয়ের মতো
তিনজনই নেমে আসল প্রথম গাড়ির থেকে। মায়াকে
নামতে দেখে বিষন্নয়ে শুক্ন হয়ে দাঁড়ি রইল নাদিম।
অদ্ভুত ঘোর লাগা দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইল মায়ার
দিকে। মায়া নত মস্তিষ্কের হেঁটে গিয়ে বসল নাদিমের
গাড়িতে। একটা বারের জন্য উপরে দিকে তাকাল
না। কিন্তু জুই বেশ কয়েক বার কপাল কুঁচকে
নাদিমের ঘোর লাগা দৃষ্টি পরখ করলো মায়ার প্রতি।
জুই বিয়ের এতো হেঁচের মধ্যেও কিছু একটা আচ
করেছে নাদিমের পরিবারকে নিয়ে। কিন্তু সে এখনো
শিওর না বিষয়টা আদৌও সত্যি কিনা। জুই গাড়িতে
বসতে বসতে আবারও তাকাল নাদিমের দিকে। সে
এখনো থমকে গিয়ে তাকিয়ে মায়ার দিকে। আর মায়া
নিজের কাজে ব্যস্ত। ওর প্রতি কার কি দৃষ্টি সেটাও
দেখতে চাইল না। মায়া গাড়ির পিছনে চেপে বসল
জুইকে জায়গা দিয়ে, আর জুই মায়ার পাশে বসতে
বসতে সুমিকে জায়গা দিল নিজের পাশে বসাল।
নাদিম আসিফের ডাকে হুঁশে ফিরে ঘাড় চুলকে ঠোঁট
কামড়িয়ে হাসলো। আরিফ পাশের সিটে বসতে
নাদিম ঘুরে গিয়ে ডাইভিং সিটে বসল। গাড়ির

স্টিয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে মিরর দিয়ে আরও একবার
মায়াকে দেখে নিল। সন্ধ্যা সাতটা। অবস্থানটা
ফাহাদদের নিজস্ব বাড়িতে। এবার বিয়ের আয়োজন
খান বাড়িতে নয় বরং ফাহাদদের নিজস্ব বাড়িতে করা
হচ্ছে। মুক্তা ফাহাদের বিয়েটা যেহেতু আগেই
হয়েছিল সেক্ষেত্রে পুনরায় বিয়ে হবে না শুধু নিয়ম
মেনে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ের আয়োজন হবে। আর
এই বিয়ের অনুষ্ঠানটা খান বাড়িতে নয় বরং ফাহাদের
নিজস্ব বাড়িতে হচ্ছে। সময়টা সন্ধ্যা ছয়টা পার হয়ে
সাতটার ঘরে পৌঁছাল। ফাহাদদের বাড়িতে মায়ারা
পৌঁছিয়েছে আরও ঘন্টা খানিক আগে। এর মাঝে
মায়াদের মেহমানদারি প্রায় শেষ। ফাহাদের বাড়িতে
এসে মায়া সকলের দেখা পেল এমনকি রিদের
কাজিন হিসাবে শ্রেয়াকেও ফাহাদের বিয়েতে উপস্থিত
পেল। বিশাল আয়োজনে মুখরিত ফাহাদদের শেখ
বাড়ি। পুরো তিনতলা ভবনটি ফেইরী লাইট থেকে
শুরু করে ভারি ডেকোরেশনে সাজানো হয়েছে
সামনের গেইট পযন্ত। তিনতলা ভবনটি সম্পূর্ণ
ফাহাদের বাবার। এই বাড়িতে মায়া আজ প্রথম
আসল। আগের মুক্তা-ফাহাদের আকদ সময় খান

বাড়িতে হয়েছিল। তাই মায়ার কখনো ফাহাদের নিজস্ব বাড়িতে আসা হয়নি। বিয়ে বাড়িতে মায়া অসংখ্য মেহমানদের আনাগোনা দেখতে পেল। শুধু বাদ রইল রিদ খান আর আসিফ। রিদ খান নেই তারমানে আসিফও আসবে না। মায়া বুঝে না রিদ খান এতো সমাজ ছাড়া কেন? নিজের ফুপাতো ভাইয়ের বিয়েতে অ্যাটেন্ড হবে তাতে এতো তালবাহানা করে কেন? এই লোককে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে, যেতে চাইনা কেন সে? পারিবারিক অনুষ্ঠানও কেউ মিস করে বুঝি? কি জানি! ফাহাদের হলুদের স্টেজ করা হয়েছে বাড়ির ছাঁদে। মায়া ছাদের এক কোণে স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে রইল হাতে হলুদের তত্ত্বের ডালা নিয়ে। ফাহাদকে সবাইকে নিচ থেকে নিয়ে আসবে ঢোল বাজিয়ে। তাই আপাতত ছাঁদে তেমন কেউ নেই। সবাই নিচে। হাতে গোনা দশবারো জনের মতো হবে ছাঁদের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে। মায়া হাতের ডালাটা নিয়ে আশেপাশে তাকাল। সন্ধ্যার ফুরফুরে ঠান্ডা হাওয়া গায়ে অদ্ভুত ভালো-লাগা সৃষ্টি করছে। আজ সারাদিন ঠান্ডা হওয়া বইছে। মায়া আবারও মনে হচ্ছে আজ

ভালো কিছু নয়তো ভালো কিছু হবে ওর সাথে। মায়া ভারি নিশ্বাস ফেলে অনুসন্ধান চোখে জুইয়ের খুঁজ করল। ডালা হাতে আশেপাশে বেখেয়ালি চোখ বুলাল। তখন দেখা গেল ফর্মাল গেটআপে রিদকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে। হয়তো এখনো মায়াকে লক্ষ্য করেনি। কিন্তু মায়ার চোখে ঠিকই পরলো গুরুগম্ভীর আর মেজাজী রিদকে। রিদ ধূপধাপ পা ফেলে বিরক্তিতে চোখ মুখ কুঁচকে কানে ফোন চেপে কথা বলতে বলতে উপরে উঠছে। মায়া খুব আশ্চর্য করে ওর বেখেয়ালি দৃষ্টি রিদ থেকে সরিয়ে নিতে গিয়েও আবারও তাকাল কি মনে করে। পুরো কালো গেটআপে এসেছে রিদ। দু'হাতের শার্ট কুইন পযন্ত টেনে গুটানো। গায়ে কোটটা হাতের মুঠোয় ঝুলিয়ে। মায়া ভাবলো, এই লোক কি সোজা অফিস থেকে এসেছে এখানে? লোকটা কি ক্লান্ত? দেখেতো তাই মনে হচ্ছে মায়ার? মায়া কৌতুহল দমাতে ধীরেই রিদ থেকে নিজের দৃষ্টি ঘুরাতে মূহুর্তে কানে আসল কিছু পরার শব্দ। মায়া চমকে উঠল। মূহুর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে দেখতে পেল রিদের ফোনটি ততক্ষণে মাটিতে পরে আছে। আর রিদ থমকে যাওয়ার মতোন

স্তব্ধ হয়ে ওর দিকেই চেয়ে আছে। মায়া খতমত
খেয়ে গেল রিদের থমকে যাওয়ার সৃষ্টিতে চোখ পরে।
জড়তার আর অস্বস্তি বোধে হাসফাস করে দৃষ্টি
ঘুরাল। মায়ার এতো অস্বস্তিত বোধেও রিদ নিজের
দৃষ্টি সরাল না। মূলত এই নিয়ে রিদের মাঝে
পরিবর্তন ঘটল না। সেই একই ভাবে মায়ার দিকে
থমকে যাওয়া ভঙ্গিতে তাকিয়ে। মায়া আঁড়চোখে
রিদের দিকে তাকাল। সাথে সাথে চোখ মিলল রিদের
দৃষ্টিতে। মায়ার অস্বস্তি বাড়লো। হাসফাস করে ডালা
হাতে রিদের দিকে পিঠ বেঁকে দাঁড়াল। মায়া বুঝতে
পারছে রিদ এখনো অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওর
দিকে। মায়া হাতের ডালাটা স্টেজের সামনে আঁসে
করে রেখে রিদের চোখের সামনে থেকে পালাতে
চাইল। মিনমিন করে আঁসে ধীরে ছাঁদে অপর কোণায়
যেতে চাইল। কারণ সিঁড়ি বেয়ে নামার কোনো উপায়
নেই, রিদ সিঁড়ি ঘরে দরজার দাঁড়িয়ে। আসিফ রিদের
পিছন পিছন উঠে আসল ছাঁদে। রিদকে থমকে যাওয়া
ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে আসল
সেদিকে। রিদের ফোন নিচে পরে থাকতে দেখে দ্রুত
পদে সেটা হাতে তুলে দেখল ঠিক আছে কিনা। যখন

ঠিকঠাক দেখতে পেল তখন সুস্থির হলো। তবে বেশ
সন্দেহ হলো রিদের থমকানো মনোভাব দেখে।
রিদের ফোনটা এগিয়ে দিতে দিতে আস্ত করে ডেকে
বলল আসিফ...

‘ ভাই আপনার ফোন।

আসিফ ডাক রিদের কান অবধি পৌঁছাল কিনা
সন্দেহ। আসিফ পুনরায় রিদের মনোযোগ পেতে
ডাকল।

‘ ভাই?

‘হু?রিদ বেখেয়ালি, অমনোযোগী লালভ দৃষ্টি ঘুরাল
আসিফের দিকে। এক সেকেন্ড ভিতর পুনরায় সেই
নেশাক্ত দৃষ্টি ঘুরাল মায়ার উপর। আসিফ চট করে
বুঝে গেল রিদের থমকে যাওয়া মনোভাব। রিদের
দৃষ্টি অনুসরণ করে মায়ার দিকে এক পলক তাকিয়ে
আস্তে করে পিছন সরে গেল রিদের ফোন নিয়ে।
রিদকে আর বিরক্ত না করল না আসিফ। আসিফ
চলে যেতেই রিদ মোহাচ্ছন্ন ঘোরে মায়ার দিকে
এগোতে চাইল। কয়েক কদম এগোতে হেঁচকি করে
ফাহাদকে নিয়ে সবাই উপস্থিত হলো ছাঁদে। দেখতে
দেখতে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে পুরো ছাঁদে নাচ-

গানের ছেলেমেয়েদের হৈচৈ পরে গেল। মায়া এগিয়ে
গিয়ে সেই ভিড়ে দাঁড়াল জুই, শ্রেয়া, সৈঁজুতি পাশে।
রিদ তখনো সেই ভিড়ে মায়ার দিকে তাকিয়ে। তাঁর
আজ এতো হৈচৈ রাগ লাগছে না। বরং বউয়ের
নেশায় আসক্ত হয়ে এই মূহুর্তে সবকিছুতে মাতাল
মনে হচ্ছে। মায়া ভিড়ের ভিতর থেকেও চুরি করে
উঁকি মেরে তাকাল রিদের দিকে। সাথে সাথে
আবারও চোখাচোখি হয়ে গেল রিদের সাথে। মায়া
চমকে উঠে তন্মুনি ঘাড় ঘুরাল। বিরবির করে বলতে
লাগল, আর জীবনেও মায়া তাকাবে না সে রিদ
খানের দিকে। কেমন বেহারার মতোন তাকিয়ে
লোকটা। মায়ার অস্তিত্ব লাগাটাও বুঝতে চাইছে না
আজব! ফাহাদকে স্টেজে বসিয়ে সৈঁজুতি ওর
কাজিনদের নিয়ে টেবিলে কাটা ফল গুছিয়ে রাখছে।
মায়া স্টেজের এককোণায় দাঁড়াল জুইয়ের পিছনে।
মায়া তাকাবে না, তাকাবে না, করেও জুইয়ের পিছন
থেকে হাল্কা উঁকি মেরে আবারও তাকাল ছাঁদের অপর
পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রিদের দিকে। তন্মুনি চোখে
পরলো অতি সুন্দরী শশীকে। যে কলমা রঙ্গা
ফিনফিনে পাতলা মসলিন জামদানী শাড়িটি পড়ে

রিদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। শশীর সোনালি চুল গুলো ছেড়ে পিঠে ছড়িয়ে। তবে গায়ের ব্রাউজটা মাজিত আর শালীনভাবেই পরেছে। কুইন পযন্ত ব্লাউজের হাতা দু'টো। পাতলা শাড়িতে ফর্সা পেট দেখা গেলেও পিঠ ডাকা চুলে। একটা আধুনিক স্মার্ট মেয়েরা যেমন ভাবে শাড়ি পড়ে ঠিক তেমন ভাবেই পড়েছে শশী। দেখতে শশীকে শালীন আর মাজিতই লাগছে। তবে এই মূহুর্তে মায়ার দৃষ্টি শশী সৌন্দর্য্যতা থেকে হাতের উপর বেশি। রিদকে একটা খালি গ্লাসে লেবুর শরবতের পানি তুলে দিচ্ছে সে। রিদ ক্লান্তিতা দূর করতে শশীর হাতের সেই গ্লাস তুলে নিয়ে চট করে পানিটুকু পান করে পুনরায় শশীর হাতে খালি গ্লাসটা তুলে দিল। শশী খালি গ্লাসটা হাতে নিলো ঠিক কিন্তু সেই সাথে রিদের হাত থেকে ওর কোটটাও নিজের কাছে টেনে নিলো। মায়া উদাস চোখে সেই সব দেখল। বিগত দুই দিনে মায়া শশীকে দেখে যতটুকু বুঝল মেয়েটি বেশ যত্নশীল রিদের প্রতি। হবেই না কেন? ভালোবাসার মানুষের যত্ন সবাই করতে চাই। মায়ার স্বামীকে খোঁজে পেলে মায়াও এমনভাবে বেশ যত্ন করবে। যত্ন করতে করতে দরকার পরলে স্বামী

চোখে মুখে ঢুকে পরবে তারপরও লোকটার অযত্ন
করবে না কখনো। মায়ার কতো সাধনার স্বামী হবে
লোকটা। অযত্ন করা প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু কথা হলো
লোকটাকে মায়া কখন খোঁজে পাবে আল্লাহ জানে।
মায়ার হাতে থাকা ফোনটার দিকে এক পলক
তাকিয়ে আশেপাশে নজর ঘুরাল। উচ্চস্বরে গান-
বাজনা সাথে সাথে মানুষজনের ভিড় বেশি। তাই এই
মূহুর্তে মায়া ঐ লোকটাকে কল করবে না বরং একটু
পর কল দিবে ভিড় কমে আসলে। আসিফ তাড়াহুড়ো
নেয় রিদের দিকে এগিয়ে আসল। আঙুল করে রিদকে
কিছু একটা বলতে রিদের গম্ভীর মুখটা চট করে
রাগের আভাস পেল মায়া। এক মূহুর্ত দেরি না করে
রিদ তৎক্ষণাৎ হাঁটল সিঁড়ি দিকে। আসিফ খানিকটা
দ্রুত পদ মিলাল রিদের পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে।
মায়া রিদের চলে যাওয়ার দিকে এক পলক তাকিয়ে
দেখল। তারপর খুব স্বাভাবিক নেয় স্টেজে বসা
ফাহাদের দিকে তাকাল। আয়ন ফাহাদদের গেইটের
সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রিদের পিছু পিছু আসিফকে
ছুটতে দেখে আয়ন সেদিকে এগিয়ে এসে আসিফকে

থাক ছেড়ে ডেকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো।‘
আফিস? এই অসময়ে আবার কোথায় যাচ্ছে তোমরা?
আয়নকে দেখে আসিফ তাড়াহুড়োয় সেদিকে এগিয়ে
আসল। আসিফের হাতে থাকা রিদের ফোনটা
আয়নের হাতে তুলে দিতে দিতে ব্যস্ত গলায় বলল।

‘ ভাই নিন! একটু রিদ ভাইয়ের ফোনটা রাখেন
আপনার কাছে। আমরা এখন একটা জায়গা যাচ্ছি
জরুরি ভাবে। রাদিফ ভাই নাকি কার সাথে ঝামেলায়
জড়িয়েছে। আমরা সেদিকেই যাচ্ছি।

আসিফের কথায় আয়ন অস্থির চিত্তের বলল...

‘ সেকি? রাদিফ দেশে আসতে না আসতেই ঝামেলায়
জড়িয়ে পরলো কার সাথে? ওহ তো ভালো ছেলে।
ওহ আবার কার সাথে ঝামেলায় জড়াল? কি হয়েছে?
চলো আমি যাব তোমাদের সাথে।

আসিফ বাঁধা দিয়ে বলল...

‘ না ভাই আপনি এখানেই থাকেন। যদি এদিকে
কোনো ঝামেলা হয় তাহলে সামলে নিয়েন। তাছাড়া
রিদ ভাই যাচ্ছেন, সবটা এখন এমনই ঠিক হয়ে
যাবে। ভয় পেয়েন না।

‘ ভয়তো রাদিফকে নিয়ে নয় রিদকে নিয়ে পাচ্ছি আসিফ। ওহ যা মাথা গরম মানুষ। ঝামেলা কমবে না আরও বাড়াবে।’ ভয় পেয়েন না ভাই। রিদ ভাই ঠিক সামলে নিবে।

‘ আচ্ছা! বেশি সমস্যা হলে আমাকে ফোন করে জানিও।

‘ আচ্ছা ভাই।

আসিফ তাড়াহুড়ো চলে যেতে চাইল আবারও পিছন ডাকল আয়ন বলল...

‘ আরে ফোন তো আমাকে দিয়ে যাচ্ছে আসিফ। কল দিবে কিভাবে?

আসিফ রিদের পিছন দৌড়াতে দৌড়াতে খাক ছেড়ে বলল...

‘ ঐটা রিদ ভাইয়ের ফোন। এখন আপনার কাছে রাখেন ভাই। কোনো সমস্যা হলে, আমি আমার ফোন থেকে আপনাকে কল দিব। আয়ন নিজের সাথে রিদের ফোন নিয়ে চলল ছাঁদে উদ্দেশ্য। অনেক সময় ধরে সে বাহিরে। জুই বারবার মেসেজ করছে তাঁকে দেখা করার জন্য। আয়ন ছাঁদে চলল জুইয়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু হলরুমে দিকে এগোতে দেখা হলো

ভয়ার্ত হেনা খানের সঙ্গে। তিনি মূলত আয়নের
খোঁজে ছিল এতক্ষণ যাবত। আরাফ খানের হঠাৎ
বুকে ব্যথা শুরু হলো। কিসব হাবিজাবি খেয়েছে নাকি
ঔষধ অনিয়মে এমন হয়েছে সঠিক জানে নেই হেনা
খান। আরাফ খান যখন হুট করে বুকের ব্যথায়
বসাঘরে সোফায় বসে বুক চেপে কাতরাচ্ছিল তখন
সবাই ধরাধরি করে উনাকে নিয়ে শুয়াল রুমে। হেনা
খান এতক্ষণ পর আয়নকে বসারঘরে ঢুকতে দেখে
তিনি দ্রুত এগিয়ে আসল। আয়নকে আরাফ খানের
কথা জানাতে সেও তৎক্ষণাৎ ছুটলো সেদিকে।
উত্তেজিত আয়ন সেদিকে দ্রুত দৌড়াতে গিয়ে পাশে
থাকা সঁজুতি কাছে বেখেয়ালি ভাবে নিজের আর
রিদের ফোনটা দিয়ে গেল। যেহেতু আয়ন একজন
পেশায় হার্ট সার্জেন। তাই আরাফ খান আয়নেরই
একজন রোগী। সেজন্য ডাক্তার হিসাবে আয়নের
জানা আরাফ খানে বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে। স্টেজের
সাজানো জন্য মিষ্টি আর সন্দেশের ঢালা হাতে নিয়ে
কোনো রকমের ছাঁদে উঠলো সঁজুতি। একহাতে মিষ্টি
বড় ঢালা তো অপর হাতে আয়ন, রিদ, আর নিজের
ফোন তিনটি চেপে ধরা। শাড়ি পড়ে একহাতে এতো

বড় মিষ্টির ঢালা সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিল সৈঁজুতি।
একহাতে তিনটা ফোন থাকায়, দু'হাতে মিষ্টির
ঢালাটাও সামলে ধরতে পারছিল না সে। মায়া
স্টেজের সামনে থেকে সৈঁজুতি অবস্থান পরখ করে
দ্রুত এগিয়ে আসল সৈঁজুতিকে সাহায্য করতে।
দেখায় যাচ্ছিল সৈঁজুতি অতো গুলো জিনিস একত্রে
সামলাতে পারছে না। মা এগিয়ে আসতে আসতে
সৈঁজুতিকে বিনয়ে বলল..

‘আপু হেল্প করবো তোমার?’

সৈঁজুতি মায়াকে দেখে আশ্বস্ত হলো। নিজের ফোনটা
রেখে রিদ আর আয়নের ফোন দুটো মায়ার দিকে
এগিয়ে দিতে দিতে বলল...

‘তুমি এসেছো ভালো হয়েছে। এই দু'টো ফোন
তোমার কাছে রাখো। আমি যখন চাইবো তখন দিয়ো
কেমন?’

‘আচ্ছা আপু। মায়া ঘাড় কাত করে সম্মতি জানি
ফোন দুটো হাতে নিলো। দুটো ফোন দেখতে একই
রকম। আইফোন ফিফটিন প্রো-মেক্স। সাদা রঙ্গা
ফোন দুটো দেখতে একদম নতুন। দেখে বুঝার
উপায় নেই কার ফোন কোনটা। মায়া জানতেও চাইল

না ফোন গুলো কার কার। বরং নিজের কমদামি ফোনটার সাথে দামি দুটো ফোন নিয়ে ঘুরলো এক ঘন্টার মতো। সময় তখন সাতটা থেকে আটটার ঘরে। মায়া স্টেজের সামনে পাতা চেয়ার গুলোতে অলস ভঙ্গিতে বসে। এতক্ষণ মায়ার সাথে নাদিমও বসে ছিল তবে দুজনের মধ্যে কারও কথা হয়নি। নাদিম এমনই মায়ার পাশে বসে ছিল বলে মায়াও অস্তিত্ব বোধ করেনি। কিন্তু একটু আগেই আরিফের ডাকে চেয়ার ছেড়ে উঠে যায় নাদিম। চারপাশে হাল্কা মিউজিকে গান ছাড়া। ফাহাদকে মায়াদের কাজিন গুলো একে একে হলুদ লাগাচ্ছে। শালী হিসাবে মায়া আর জুই সবার প্রথমে হলুদ লাগিয়ে ছিল বলে এখন মায়া অলস ভঙ্গিতে এখানে বসে। কোলের উপর সঁজুতির দেওয়া দুটো ফোন অবহেলায় পরে আছে। মায়া কি মনে করে নিজের স্বামীকে কল দিতে মন চাইল। ব্যস্ততার জন্য মায়া আজ সারাদিন নিজের স্বামীর খোঁজ দিতে পারেনি। এমনকি একটা মেসেজ পযন্ত করেনি। মায়া জুইকে ডেকে ওদের দুজনের ব্যবহৃত ফোনটা চেয়ে নিলো। মেসেজ অপশনে গিয়ে

রিদের মুখস্থ করা নাম্বারটা তুলে ফটাফট মেসেজ
লেখল'এক, দুই, তিন আজ ভালোবাসার দিন!

চার, পাঁচ, ছয় আজ যদি বাসর হয়?

সাত, আট, নয় আমি হবো জয়, তুমি হবে পরাজয়!

স্বামীকে ডিস্টার্ব করতে মায়া মনগড়া ছন্দ লেখে
পাঠাতেই টুং করে মায়ার কোলের উপর রিদের
ফোনটা বেজে উঠল। মায়া নিজের ফোন থেকে চোখ
উঠিয়ে বেখেয়ালি ভাবে তাকাল কোলের উপর পরে
থাকা দু'টো ফোনের দিকে। ফোন দুটোট স্ক্রীন
একত্রে থাকায় মায়া দেখতে পেল না ফোনের
মেসেজটি কিসের। মায়া ভাবল হয়তো ফোনের
মালিকের কোনো মেসেজ-টেসেজ হবে। মায়া গুরুত্ব
না দিয়ে পুনরায় একই ভাবে স্বামীকে মানে রিদকে
মেসেজ করে লেখল...

‘ শুনুন স্বামী সাহেব! আজকে আপনি আমার ফোন
রিসিভ না করলে আমি কিন্তু একটা প্রেম করবো।
ছেলেও কিন্তু আমি ঠিক করে রেখেছি। অনেক
হ্যান্ডসাম আর অনেক সুন্দর সে।

মায়া মেসেজ সেন্ট করতে করতে আবারও সেই
একই ভাবে কোলের উপর ফোনটি টুং করে

মেসেজের শব্দ করে উঠল। এবারও মায়া শুনলো
কিন্তু তেমন গায়ে মাখলো না। বরং আবারও স্বামীকে
হুমকি দিতে দিতে মেসেজ লেখল...‘ সত্যি বলছি
ছেলে কিন্তু অনেক সুন্দর। আমি কিন্তু প্রেমে পরে
যাব, আপনি কল রিসিভ না করলে। আপনি আমার
কলটা রিসিভ করলে প্রেমটা বাতিলও হতে পারে।

মায়া আবারও মেসেজ পাঠাল। আবারও সেই একই
ভাবে কোলের উপরে রিদের ফোনটা টুং করে
মেসেজের শব্দ করে উঠল। প্রতিবারে মায়ার
মেসেজের সাথে সাথে ওর কোলের উপর ফোনটা
শব্দ করে উঠছে সেটা মায়া খেয়াল করেনি তেমন।
মূলত মায়ার ধারণাতে নেই যে, মায়ার স্বামীর ফোন
ওর কোলে থাকতে পারে সেটা নিয়ে। তবে আজ
বোধহয় ভাগ্য মায়া সাথে ছিল। অদেখা, অদৃশ্য সকল
সুতো ছিড়ে আজ ভাগ্য মায়ার হাতে চলল। নয়তো
রিদের ফোন, প্রথমে আসিফ তারপর আয়ন, এরপর
আয়ন থেকে সৈঁজুতি, আর এখন সৈঁজুতি থেকে
সোজা মায়ার হাতে চলে আসল। এই সবটাই হলো
মায়ার ভাগ্যের জোরে। আজ প্রকৃতিও চাইছে মায়া
ওর স্বামীর বিরহ থেকে নিস্তার পাক। অনেক তো

হলো লুকোচুরি এবার না-হয় মুখোমুখি হোক মায়া
নিজের স্বামীর। মায়া যখন নিজের স্বামীকে হুমকি
ধামকি দিয়ে মেসেজ পাঠাল কিন্তু ওপাশ থেকে
কোনো রিপ্লাই আসল না। তক্ষুনি মায়া উপরের ঠোঁট
দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরে কিছু একটা ভাবল।
তারপর চট করে নিখোঁজ স্বামীকে কল মিলাতেই
মায়ার কোলের উপর রিদের ফোনটা অবহেলায় বেজে
উঠল তক্ষুনি। মায়া নিজের কানে ফোন চেপে ধরা
অবস্থায় বেখেয়ালি ভাবে কোলের উপর বাজতে থাকা
ফোনটার দিকে এক পলক তাকিয়ে আশেপাশে
অনুসন্ধান চোখে সঁজুতিকে খোঁজল ফোন গুলো দিয়ে
দিতে। কিন্তু ছাঁদের আশেপাশে কোথায় সঁজুতিকে
দেখতে না পেয়ে মায়া আর ঘাঁটাল না কোলের উপর
বাজতে থাকা ফোনটাকে নিয়ে। ভাবলো হয়তো কল
বাজতে বাজতে একটা সময় এমনই থেমে যাবে।
হলো তাই! কোলের ফোনটা রিং হতে হতে একটা
সময় বন্ধ হয়ে গেল। সেই সাথে সাথে মায়াও নিজের
কান থেকে ফোনটা নামিয়ে হাতে নিলো। মনে মনে
ভাবল! মায়ার স্বামী হয়তো মায়ার হুমকি গুলোকে
সিরিয়াস নেয়নি। তাই মায়াও আজ সর্বোচ্চ বিরক্ত

করবে এই লোককে। কিভাবে মায়ার কল আজ
রিসিভ না করে থাকে সেটাও আজ দেখবে মায়া।
মায়া অনেকটা রাগ নিয়েই দ্বিতীয়বারের মতোন কল
করতেই সেই একই ভাবে কোলের উপর থাকা দুটো
ফোনের একটা ফোন আবারও বেজে উঠল। মায়া
এবার বেশ বিরক্ত হলো। তবে মায়া কোলের ফোনটা
হাতে নিয়ে দেখল না কে কল দিয়েছে। পারমিশন
ছাড়া অন্যের ফোন ধরা খারাপ বলে মায়া বিষয়টি
এরিয়ে গেল। আবারও সেই একই কাজ হলো,
কোলের ফোনটা রিং বাজতে বাজাতে বন্ধ হতেই
মায়াও কান থেকে নিজের ফোনটা নামাল। মায়া
এবার আরও বিরক্ত হলো। আশ্চর্য!মায়া যখন ফোন
দেয় তখনই কেন এই বজ্জাত ফোনটাকে বাজতে
হবে? মায়ার কল করার আগে বা পরে যেকোনো
সময় বজ্জাত ফোনটা বাজলেও পারে আজব। মায়া
বিরক্তি আর রাগ নিয়ে তৃতীয়বারের মতোন স্বামীকে
উদ্দেশ্য কল লাগাতে, আবারও সেই একই ভাবে
মায়ার কোলের উপর রিদের ফোনটা বেজে উঠতে
মায়া এবার, বেশ বিরক্তি নিয়েই রিদের ফোনটা হাতে
নিলো। ভাবল কলটা কেটে দিবে। বারবার কানে

কাছে অযথা ফোনের রিংটোনের শব্দটা ভালো লাগছে না মায়ার। যেহেতু আশেপাশে ফোনের মালিক নেই, তাই কলটা রিসিভ করার মতোন মানুষও নেই। অনবরত রিং বাজতে থাকা ফোনটা মায়া হাতে নিলো কলটা কেটে দিবে বলে। কিন্তু কাঁটতে গিয়ে বেখেয়ালি চোখ পরলো ফোনের স্ক্রিনের উপর নামটার দিকে ‘বেয়াদব বউ’ নামে নাম্বারটা সেইভ দেখে মায়া বুঝল ফোনের মালিকের বউ হয়তো তাঁর খোঁজে কল করেছে। কিন্তু ফোনের মালিক তো এই মুহূর্তে আশেপাশে নেই। তাই মায়া কলটা কাঁটার আগে আবারও অনুসন্ধানের চোখ ঘুরিয়ে সেন্সুটিকে আশেপাশে খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ মায়ার কপাল কুঁচকে এলো কিছু একটা মনে হতেই। এক মিনিট! ফোনের স্ক্রিনে ‘বেয়াদব বউ’ নামের নিচে মায়া নাম্বারটা কার দেখল? ওটা মায়ার ফোন নাম্বার ছিল না? মায়া চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ ফোনের স্ক্রিনে দিকে তাকাল। গুটি গুটি সংখ্যা নিজের নাম্বারটা মিলাতে পেরে হাত কেঁপে উঠে মুহূর্তে ফোনটা পরে গেল কোলে। আর মায়ার ফোনটাও ততক্ষণে কান থেকে নিচে পরে আছে। মায়া অতি উত্তেজনায় অস্থির হয়ে তরতর

করে কাঁপতে লাগল। বহু প্রত্যাশিত পর আজ মায়া নিজের স্বামীকে এভাবে হুট করে পেয়ে যাবে সেটা স্বপ্নেও ভাবেনি ওহ। মায়ার ফোনটা ফ্লোরে পরে থাকায় অবস্থায় বাজতে বাজতে একটা সময় বন্ধ হয়ে যেতেই কোলের উপর রিদের ফোনটাও রিং অফ হয়ে ফ্রিনে লাইট জ্বলে উঠলো। মায়া কম্পিত হাতে ছলছল চোখে ফ্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখল, এতক্ষণ ধরে মায়ার সবগুলো মেসেজ ফোনের উপর ভাসছে ‘বেয়াদব বউ’ নামে। মায়া কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনের ফ্রিনের লক খুলতে চাইল ফোনটি কার সেটা দেখার জন্য। কিন্তু ফোনে পাসওয়ার্ড দেওয়ায় খুলতে পারলো না। শুধু নিজের মেসেজ গুলো উপর দিয়ে দেখতে পেল মায়া। এতক্ষণ মায়া যা উল্টো পাল্টা মেসেজ করেছিল সবগুলো এখানে দৃশ্যমান। হুট করে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু পেয়ে যাওয়ায় মায়া মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল। আজ এই কান্না মায়ার কষ্টের নয় বরং অতি আনন্দের। দুটো বছর, অনেকটা দিন পর মায়া আজ নিজের স্বামীর মুখোমুখি চলেছে। এই খুশি, এই অস্থিরতা মায়া কোথায় রাখবে? মায়া নিজের কান্না আটকে স্বামীর ফোনটা বুকে আঁকড়ে

মাথা বুকে বসল। এই সময়ে কান্নাকাটি করে মায়া সময় নষ্ট করবে না। আর কোনো কিছুর বিনিময়ে মায়া নিজের স্বামীকে হারাতে দিবে না। ফোনটা যখন মায়ার কোলে এসেছে তারমানে মায়ার স্বামী খান বাড়ির ছেলের মধ্য কেউ হবে? কিন্তু কে? আচ্ছা এমনটা নয়তো যে লোকটা মায়াকে পূর্ব থেকে চিনে, ইচ্ছাকৃত ভাবে মায়ার কাছে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। মায়ার সামনে আসতে চাইছে না। কিন্তু কেন? কেন এতো লুকোচুরি? মায়া এই লোকটাকে এবার এতো সহজে যেতে দিবে না। এই লুকোচুরি খেলাটায় আজ মায়া যেকোনো হোক শেষ করবে। লোকটার মুখোমুখি হয়ে মায়া দাঁড়াবেই। চোখের পানি মুছে মায়া দ্রুত নিচ থেকে ওর ফোনটা তুলে উঠে দাঁড়াল। রিদের ফোনটার পাশাপাশি কোল থেকে আয়নের ফোনটাও হাতে নিয়ে দেখলো দুটো একই রকম দেখতে, একই মডেলের ফোন। মায়া পার্থক্য করতে পারছে না কোনটা কার ফোন হতে পারে। মায়া নিজের স্বামীর ফোনটা বুকে চেপে অপর হাতে দ্বিতীয় ফোনটা আনলক করতে চাইল। দেখতে চাইল ফোনটা আসলে কার। কিন্তু মায়াকে নিরাশ করে

দ্বিতীয় ফোনটাও একই ভাবে পাসওয়ার্ড দেওয়া।
মায়া দ্রুত মোবাইল দু'টোর ওয়ালপেপার চেক
করলো কারও ছবি দেওয়া আছে কিনা, যেটা দেখে
মায়া মানুষ চিহ্নিত করতে পারবে। কিন্তু মায়াকে
আবারও নিরাশ করে দু'টো ফোনের একটাতেও
ওয়ালপেপারে কোনো ব্যক্তি ছবি দেওয়া নেই। মায়া
অতি উত্তেজনায় ছটফটিয়ে উঠল। কিভাবে লোকটাকে
চিহ্নিত করবে সেই চিন্তায় একই জায়গায় বারবার
অস্থির নেয় পায়চারি করল। চট করে মায়ার মাথায়
আসল, ফোন দু'টো সঁজুতি দিয়েছি মায়াকে!
তারমানে সঁজুতি বলতে পারবে এই ফোন গুলোর
মালিক কারা? মায়া তড়াক করে অস্থির নেয়
আশেপাশে চোখ ঘুরিয়ে সঁজুতিকে খুঁজলো। দেখতে
পেল মায়ার ঠিক পিছনে ছাঁদের একপাশে দাঁড়িয়ে
সঁজুতি স্টেজে বসা ফাহাদের ছবি তুলছে। মায়া
ছটফটিয়ে দ্রুত হাঁটল সেদিকে। সঁজুতির পাশাপাশি
দাঁড়াতে দাঁড়াতে অস্থির নেয় হাতের ফোন গুলো
সঁজুতিকে দেখাতে দেখাতে উত্তেজনায় প্রশ্ন করে
বলল... 'আপু এই ফোন গুলো কার?

সেঁজুতি ফাহাদের ছবি তুলায় এতোটায় মনোযোগী যে
মায়া অস্থির মুখটা চোখ আওড়িয়ে দেখল না ওহ।
বরং সামনে তাকিয়ে মায়ার উত্তর দিয়ে বলল...

‘ আয়ন ভাইয়া হবে।

আয়ন! আয়ন! মায়া বেশ কয়েকবার নিজের মনে
মনে আয়নের নামটা আওড়াল। মায়ার আগেই সন্দেহ
হয়েছিল আয়নকে। এখন সেঁজুতির মুখে আয়নের
নামটা শুনতে আরও দৃঢ় বিশ্বাস হলো, যে আয়ন
সাথে মায়ার স্বামীর কোনো সম্পর্কিত থাকতে পারে।
তবে মায়ার মনে একটা খচখচ সৃষ্টি হলো। সেই
প্রথম দিন যখন মায়া নিজের স্বামীর সাথে ফোনে
কথা বলেছিল তখন লোকটা নিজের নাম ‘ আব্রাহাম
‘কেন বলেছিল? তাহলে আব্রাহাম কে? নাকি আয়নের
অপর নাম আব্রাহাম? সেঁজুতি নিশ্চয়ই বলতে পারবে
আব্রাহাম লোকটা আয়ন কিনা? মায়া দু’হাতে দুটো
ফোন আঁকড়ে, ডানহাতে থাকা রিদের ফোনটা
সেঁজুতির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে কৌশলে জানতে
চেয়ে বলল মায়া...‘ আপু এটা মনেহয় আব্রাহাম
ভাইয়া ফোন হবে। তুমি দেখো তো।

সেঁজুতি দু'হাতে নিজের ফোনটা উঁচু করে ধরে
স্টেজে বসা ফাহাদের ছবি তুলতে তুলতে বলল...

‘ ওহ হবে হয়তো! আমি জানি না। মনে হয় আয়ন
ভাইয়ার কাছে আব্রাহাম ভাইয়া ফোনটা রেখে গেছে।
তুমি ফোন দুটো রাখো মায়া। ভাইয়ারা আসলে নিয়ে
যাবে। তবে তুমি ভুলেও আব্রাহাম ভাইয়ার কোনো
কল আসলে রিসিভ করো না। ভাইয়া যে রাগী মানুষ,
তুমি উনার কল রিসিভ করেছো শুনলে রেগে যাবে।
মায়া থমকে দাঁড়াল। সর্বাঙ্গে জোরে কম্পন সৃষ্টি হলো
মূহূর্তে। হাত-পা দুর্বলতায় ভেঙ্গে আসার জোগাড়
হলো। মায়া মনে মনে আব্রাহাম! আব্রাহাম! নামটা
বেশ কয়েকবার আওড়াল। সাথে এ ও ভাবল
আব্রাহাম আর আয়ন দুটো আলাদা মানুষ। আয়ন
ভাইয়া আব্রাহাম নামের লোকটা নয়। সে ভিন্ন কেউ।
উত্তেজিত মায়া আরও উত্তেজিত হলো। সেঁজুতির
মুখে স্বাভাবিক নেয় আব্রাহাম ভাইয়া নামটা সম্মোদন
করার ধরনের বুঝল সেঁজুতি আপনজনদের মধ্যে
কেউ মায়ার স্বামী। সেঁজুতি চিনে আব্রাহাম নামের
মানুষটাকে। সেঁজুতির ভাই হয়। তাহলে সেদিন
লোকটা মায়াকে নিজের নাম মিথ্যা বলেনি। সত্যিই

বলেছিল। কিন্তু কে এই আব্রাহাম নামের লোকটা?
মায়ার জানতে হবে। মায়া কলিজা কাঁপছে ভিতরকার
অস্থিরতার ছটফটে। গলা শুকিয়ে কাটকাট। ভয়ানক
পানি তৃষ্ণা পেল মায়ার। মায়া মনে হচ্ছে নিঃশক্তিতে
তরতর করে কেঁপে যেকোনো সময় জ্ঞান হারিয়ে
পরবে। দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। মায়ার
কাঁপা কাঁপা হাতটা গুটিয়ে নিলো রিদের ফোনটা
আবারও মুঠোয় চাপলো। এই ফোন মায়া ততক্ষণ
ছাড়বে না যতক্ষণ না পযন্ত মায়া আব্রাহাম মানুষটাকে
চিহ্নিত করতে পারছে। আজ যেকোনো মূল্যে হোক
মায়া লোকটাকে খোঁজে বের করবেই। মায়া হা করে
বড় একটা নিশ্বাস ফেলে সৈঁজুতির দিকে তাকাল।
ওর গলা কাঁপছে সৈঁজুতিকে আব্রাহাম নামের
মানুষটাকে নিয়ে প্রশ্ন করতে। তারপর মায়া মনে
সাহস যুগিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে প্রশ্ন করল...‘ আব্রাহাম
তোমার কোন ভাইয়া আপু?

সৈঁজুতি একই ভাবে সামনে ছবি তুলতে তুলতে
খানিকটা হতবাক গলায় শুধালো...

‘ তুমি এতোদিনে আব্রাহাম ভাইকে চিনো না? কি
বলো এসব? ভাইয়া এতো পপুলার একজন মানুষ।

আর তাঁকে চিনে না তারই সুন্দরী বিয়াইন? ভেরি
বেড।

অধৈর্য গলায় মায়া আওড়াল...

‘আপু বলো না প্লিজ! আব্রাহাম তোমার কোন ভাইয়া
নাম?

সেঁজুতি একই ভাবে বলল...

‘তুমি রিদ খানকে চিনো না? রিদ ভাইয়ের পুরো
নামই হলো ‘আব্রাহাম রিদ খান।

‘কিহহহ?মায়া হঠাৎ চোঁচানোতে চমকানো ভঙ্গিতে
লাফিয়ে উঠে পিছন ঘুরলো সেঁজুতি। মায়ার হঠাৎ
চিৎকারে একটু জন্য হাত থেকে ফোনটা পরেনি ওর।
রিদের সামান্য নামটা শুনাতে মায়া এই ভাবে কেন
রিয়েক্ট করলো সেটা বুঝল না সেঁজুতি। এই নিয়ে
মায়াকে সেঁজুতির প্রশ্ন করার আগেই স্টেজ থেকে
ফাহাদ ডাকল ওকে সেদিকে যেতে। সেঁজুতি মায়াকে
এক পলক দেখে সেদিকে হাঁটল। আর মায়া ঠাস
করে চেয়ারে উপর বসে পরে মুখ ঢেকে আবারও
ফুপিয়ে কেঁদে উঠল দুঃখে, কষ্টে। একদিকে স্বামীকে
খোঁজ পাওয়ার খুশি হবে নাকি রিদ খান মায়ার স্বামী
হয় সেটা নিয়ে দুঃখ পাবে। কান্না করতে করতে মায়া

মস্তিষ্ক গেঁথে গেল একে রিদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া
সকল ঘটনা গুলো। মূলত মায়া এখন বুঝতে পারছে
রিদ কেন এতোদিন মায়ার সাথে ঘেঁষাঘেঁষি করতে
চাইতো। কেন মায়াকে অকারণে ছুঁয়ে দিত। কেন
মায়াকে পরকীয়ার মতোন বাজে প্রস্তাব দিতো।
নিজের বউ বলেই হয়তো মায়াকে নির্বিধায় পরকীয়ার
প্রস্তাব করতো। আর মায়া না বুঝেই রিয়েক্ট করতো।
লোকটা শুধু থেকে জানতো মায়া রিদের বউ। আর
এজন্য বউ ভেবেই মায়ার সাথে ওমন ব্যবহার
করতো। আর মায়া না বুঝেই কতো খারাপ ব্যবহার
করে ফেলেছে। মুখে মুখে কতো তর্ক করে মায়া।
কতো বেয়াদবি করেছে রিদের সাথে। এজন্য রিদ
মায়া নাম্বারটাও বেয়াদব বউ' দিয়ে সেইভ করে
রেখেছে। মায়া আসলেই একটা বেয়াদব বউ নয়তো
কেউ স্বামীর সাথে ওমন ব্যবহার করে? রিদ নিশ্চয়ই
মায়াকে এখন অভদ্র, বেয়াদব, মেয়ে বলেই জানে
আর এজন্য হয়তো মায়ার কল গুলোও রিসিভ করে
না। রিদ খানকে সবাই কতো সম্মান দেয়। অথচ
মায়া রিদের মুখে মুখে তর্ক করতে মুখিয়ে থাকে
সবসময়। মায়া কতোটা বেয়াদবি করলে ওমন

বেয়াদব বউ' নাম দিয়ে ওর নাম্বারটা সেইভ করে
রাখে? মায়ার জানা নেই সেটা। মায়া দীর্ঘ সময়ের ঘটে
যাওয়া রিদের সঙ্গে একেকটা ঘটনার হিসাব মেলাতে
ব্যস্ত। সবশেষে যা বুঝল রিদ মায়ার টানে মায়ার
কাছে যেত এতোদিন, মায়াকে সময় দিতে চাইতো,
কিন্তু মায়াই কখনো রিদকে চিনতে পারতো না।
চোখে সামনে স্বামীকে রেখে অন্যথায় খুঁজে বেড়াত।
অকারণে রিদ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতো।
এখন মায়া কি করবে? কিভাবে হবে রিদের
মুখোমুখি? মায়াতো এখন মরে যেতে ইচ্ছা করছে।
সত্যিটা জানার পর মায়া রিদের মুখোমুখি হওয়াটায়
অসম্ভব হয়ে পরলো। মায়ার কি এখন রিদকে ছেড়ে
দিবে? মায়ার এখন কি করা উচিত সেটা বুঝল না।
শুধু মুখ ডেকে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। সন্ধ্যারাত
আটটা ত্রিশের ঘরে। সারাদিন প্রহরের তপ্ত রোদে
শরীর জ্বালা পুড়া করলেও এই ভর সন্ধ্যার আকাশে
জ্বলজ্বল করা তাঁরা নিচে স্নিগ্ধ ধরনী ঠান্ডা হওয়া
বইছে। ভ্যাপসা গরমের তমাট ভাবটা আর নেই।
শীতল পরিবেশে! শীতল হওয়ায়। মন-শরীর জুড়ানো
জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এই শীতল পরিবেশও রিদের

মতোন মেজাজ মানুষের মন ঠান্ডা হওয়া হয়তো সম্ভব না। রক্ষ হাতে সেই কখন থেকে স্টিয়ারিং চেপে ড্রাইভ করছে সে। চোয়াল শক্ত ক্ষিপ্ত মেজাজ! ডানহাতে জ্বলজ্বল করছে তাজা রক্তের কাটা দাগটা। এই কাটা জায়গার রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কিনা, বুঝতে পারছে না পাশে সিটে বসা রাদিফ। সে অপরাধী নেয় ভাইয়ের পাশে চুপচাপ বসে উসখুস করছে। পিছনের সিটে যথারীতি আসিফ বসা। আসিফের অবস্থা রাদিফের মতোন অপরাধী না হলেও সে সাংঘাতিক ভয়ে আছে রিদের ড্রাইভিং করা নিয়ে। রিদ রাগে মেজাজ হারিয়ে আবার এক্সিডেন্ট করে না বসে। আসিফ আল্লাহ! আল্লাহ! করে নিজের জানটা হাতে নিয়ে বসে আছে। কি একটা অবস্থা তাঁর। পারছে না হাউমাউ করে কাঁদতে রিদের ভয়ে। আবার রিদকেও কিছু বলতে পারছে না। তাহলে রাদিফের উপর হওয়া সবটা রাগ সোজা আসিফের উপর দিয়ে চলে যাবে। সেজন্য আসিফ এক প্রকার বাঁধ্য হয়েই চুপ রইল। তবে রাদিফ অপরাধী মুখ করে চুপিচুপি বারবার রিদের আহত হাত গুলো দিকে তাকাচ্ছে। রিদ দক্ষ হাতে ড্রাইভিংয়ে হাত চালানোর জন্য তার

বাহুর মাংসপেশি ফুলে কালো শাটে উপর দিয়ে
ঠিকরে ছিঁড়ে বের চাচ্ছে বডি। কুইনে গুটানো শাটের
হাত গুলোও এলোমেলো। কালো শাটের উপর রক্তের
ছিঁটা ছিঁটা গুলো কালো দাগ হয়ে আছে। তখনকার
অফিসের পরিপাটি রিদ খান আর নেই। এখন বেশ
উগ্র আর ভিলেন টাইপের মনে হচ্ছে তাঁকে। যাঁকে
এক দেখায় মানুষ বলবে সে মারামারিতে ওস্তাদ।
রাদিফ শুকনো গলায় ঢুক গিলল। ভয়ার্ত চোখ
আওড়াল রিদের বামহাতের দামি রোলেক্স ঘড়িটার
দিকে। কাঁচ ভেঙ্গে তেঁতলে গেছে ঘড়িটার। আর সেই
কাঁচ ভাঙ্গা রিদের হাতের শিরায় ঢুকে কাটা ছিঁড়ার
মতোন দাগ হয়েছে। রাদিফের বেশ মায়া হলো বড়
ভাইয়ের জন্য। আজ ওর জন্য রিদ আবারও
মারামারিতে জড়াল। মা শুনলে নিশ্চয়ই রাদিফকে
বকবে? কিন্তু রাদিফ বা কি করবে? ওহ কি জানতো
নাকি হঠাৎ এমন হামলা হবে ওর উপর? কি ভয়ানক
একটা পরিস্থিতিতে ফেঁসে গিয়েছিল সে। যদি সময়
মতো রিদ ভাই না আসতো তাহলে হয়তো আজ
রাদিফের মৃত্যু হতো আর নয়তো শত্রুরা ওকে
ভয়ংকর ভাবে আহত করে রাস্তায় ফেলে যেত।

এমনইতে রিদের আসার আগে লোক গুলোর সাথে
ধস্তাধস্তি করে পালাতে চেয়ে বেশ আঘাত পেয়েছে
সে। গুন্ডা লোক গুলোও সংখ্যা বেশ ছিল। প্রায় বিশ-
পঁচিশের মতোন হবে। এতো গুলো লোকের সাথে সে
আর ডাইভার একা পেরে উঠবে না বলেই পালাতে
গিয়ে তারাও আহত হলো। রাদিফের তো গায়ে হলুদ
পাঞ্জাবিটা জায়গা জায়গায় ছিঁড়ে রক্তের দাগ লেগে
আছে। সাথে রাদিফের কপালে, গালে, গলা, হাতে,
বুকে, পেটে প্রায় অনেক জায়গায় কাটা ছিঁড়ার দাগ
হয়েছে। রাদিফ অপরাধী নেয় ভারি নিশ্বাস ফেলল।
আজকের ঝামেলাটা মূলত তাদের বাবা নিহাল খানের
রাজনৈতিক শত্রুতা ধরে করা হয়েছিল রাদিফের
উপর। বংশ পরম্পরায় রাদিফদের পরিবারের
সকলেই রাজনৈতিকের সাথে জড়িত। বলতে গেলে
বাপ, দাদা, বড়ো বাবা সকলেই রাজনৈতিক করতো।
এই সূত্রে রিদও এসবে জড়িত। রাদিফ জড়িত আছে
তবে খুব কম। বাবা নিহাল খানের ইলেকশনের
কাজে ছাড়া তাঁকে আর দেখা যায় না এসবে। মূলত
তারা একটা রাজনৈতিক পরিবারের বংশধর। আর
সেজন্য তাদের গোপন শত্রুর সংখ্যাও বেশি। রাদিফ

মূলত এসব রাজনৈতিক বৈশি একটা জড়ায় না। কিন্তু সরাসরি রিদের ক্ষতি করতে পারছে না বলেই রাদিফকে দুর্বল পয়েন্ট বানিয়ে মারতে চেয়েছিল। সময় মতো রিদ চলে আসায় এই যাত্রায় প্রাণে বাঁচল সে। রাদিফ বেশি ভাগ সময়ই দেশের বাহিরে থাকে পড়াশোনার জন্য, পেশায় সেও একজন ডাক্তার। এবার ডাক্তারী ইন্টার্নশীপ করছে। রাফিদ দেশে যখন আসে তখন বাবা, মা আর ভাইয়ের বাসায় দৌড়াদৌড়ি করে দিন কাটায়। আসলে তাদের বাবা-মার সম্পর্কের অবনতির জন্য রিদ-রাদিফ দুই ভাই বাবা-মার সঙ্গে একত্রে থাকতে পারে না। তাদের সুন্দর পরিবারটা একত্রে হয়েও আজ বিচ্ছিন্ন। রাদিফ হতাশার ভারি শ্বাস ফেলে রিদকে উদ্দেশ্য করে অপরাধী গলায় শুধালো...

‘ ভাই তোমার কাটা হাতে এখনো রক্ত পরছে। ব্যান্ডেজ করা দরকার। তুমি গাড়িটা আসিফকে চালাতে দাও। আমি তোমার হাতের ব্যান্ডেজটা করে দেয়।

রাদিফের কথা থামতে থামতে বেশ জোরে ব্রেক কষলো রিদ। হঠাৎ ব্রেক কষায় পিছন থেকে আসিফ

আর সামনে থেকে রাদিফ দুজনেই সামনে ঝুঁকে গেল
মূহুর্তে। তাড়াহুড়োয় দুজনে ঠিক হয়ে বসার আগেই
রিদ শক্ত চোয়ালে স্টিয়ারিং চেপে বলল...‘ বের হ!

তাড়াহুড়োয় রাদিফ, আসিফ দুজনেই সোজা হয়ে
বসল। আসিফ তো ভয়ে একদলা থুতুও বুকে ছিটিয়ে
নিল। জানটা তার হাতে চলে এসেছিল হঠাৎ রিদের
ব্রেক কষায়। মনে হয়েছিল এই বুঝি ইনা-লিল্লাহ
পড়বে নিজের। ভাগ্যের ফেরে আজ সে বেঁচে গেল।
কিন্তু আর কিছুক্ষণ রিদ ভাই এভাবে হঠাৎ হঠাৎ ব্রেক
কষে গাড়ি চালালে, গাড়ি এক্সিডেন্ট হওয়ার আগে,
কখন কি হবে? সেই ভেবে টেনশনে টেনশনে সে হার্ট
অ্যাটাক করে মারা যাবে। আসিফের আকাশ কুসুম
চিন্তার ধ্যান কাটলো রাদিফের অধৈর্য্য গলায়। রিদকে
শুধিয়ে রাদিফ বলল...

‘ মানে? কি হয়েছে ভাই? বের হবো কেন?

স্টিয়ারিং শক্ত হাতে চেপে দাঁত কিরমির করে রিদ
একই গলায় বলল...

‘ আই সেইড বোথ আর আউট নাই!

রিদের রাগ বুঝে আসিফ আর কোনো কিছু চিন্তা না
করেই পিছনে দরজা খোলে লাফিয়ে বের হয়ে যায়।

কিন্তু রাদিফ তারপরও রিদের সঙ্গে থাকতে চেয়ে
বলল...

‘ ভাই আমি একটু থাকি-না তোমার সাথে।

‘ নো -নেভার, আউটা!অজ্ঞাত রিদের ধমক খেয়ে
রাদিফ গাড়ি থেকে নেমে দেখল ওরা ফাহাদদের
বাড়ির গেইটের সামনে। মাথার উপর ফেইরি
লাইটের ছাঁদ। বিয়ে বাড়ির হৈচৈ গান বাজনা কানে
আসছে তাদের। আসিফ, রাদিফ একে অপরের মুখ
চাওয়াচাওয়ি করে রিদকে এক পলক দেখে এগোল
বাড়ির ভিতরের দিকে। রিদ তখনো জেদ ধরে
গাড়িতে বসে অপেক্ষা করলো নিজের রাগ কমার।
গরম মেজাজ নিয়ে বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলে
আরও মেজাজ খারাপ হবে তাঁর, এতো মানুষের ভিড়
দেখে। রিদ এই মূহুর্তে ভুলেও এসব বিয়ের
ঝামেলায় আসতো না। বউটা আজ যদি এই বিয়ে
বাড়িতে না থাকতো তাহলে সেও আর ফিরে আসত
না। কিন্তু বেহায়া মনটাকে সে এসব বুঝাতে পারছে
না। বউটার জন্য এই বাড়িতে মনটা পড়ে আছে বলে
সে বাধ্য হয়ে মনের পিছু পিছু এখানে এসেছে।
নয়তো সে কক্ষনো এতো বেহায়া হতো না। তার

বেহায়া মন আর তার বেয়াদব বউ দু'টোই, তার কথা শুনে না। খালি অবাধ্যের মতোন একটা আরেকটাকে খোঁজে। রিদ পরপর ভারি শ্বাস টেনে নিজের রাগ কমাতে চেয়েও ব্যর্থ হলো। কিছুক্ষণ দম ধরে বসেও রইল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। উল্টো অকারণে আরও মেজাজ খারাপ হলো তাঁর। রিদের এই বালের মেজাজটা চট করে খারাপ হয়ে যায়। একবার মাথা গরম হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ শান্তও হতে পারে না সে। সময় লাগে। রিদ সিটে বসে গাড়ির ড্রয়ার খুলে একটুকরো সাদা রুমাল নিয়ে ডানহাতে কাটা জায়গায় পেঁচাল। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কিনা জানা নেই। তবে মূহূর্তে সাদা রুমালে লাল রক্ত দাগ হয়ে গেল। রিদ ক্ষিপ্ত মেজাজে বামহাতের ভাঙ্গা ঘড়িটা খুলে ছুড়ে ফেলল গাড়ির সিটে। ততক্ষণে রাদিফ, আসিফ বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করা শেষ। কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। রিদ গাড়িটা ঘুরিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকাল তবে পার্কিং এরিয়াতে নিয়ে গেল না। বরং বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করার রাস্তায় গাড়িটা দাঁড় করাল ফেইরি লাইটেট ছাঁদের নিচে। এদিকটা একটু আবছায়া অন্ধকার আছে। মানুষের আনাগোনা

কম। সেজন্য গাড়িটা এখানে দাঁড় করাল রিদ।
বউয়ের সাথে দেখা করে সে আবার চলে যাবে তাই।
রিদ দক্ষ হাতে গাড়ির দরজা ঠেলে বের হলো।
মেজাজি ভঙ্গিতে ঠাস করে গাড়ির দরজা বন্ধ করে
সামনে এগোল। দৃষ্টি তার তখনো বামহাতের শিরার
কাটা ছিঁড়া জায়গার উপর। রিদ গাড়ি থেকে নেমে
দুই কি তিন কদম সামনে এগোল। চার কদম
ফেলবে এরই মধ্যে কেউ ঝড়ের গতিতে পা ফেরে
রিদের কোলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরলো। আকস্মিক
ঘটনায় এতে রিদ তাল হারাল। তার ঐ দুই তিন
কদম সামনে বাড়ানো পা গুলো মূহুর্তে পিছু হেঁটে
ধারাম করে গাড়ির বন্ধ দরজাতে ভারি খেল পিঠ।
এতোটা জোরেসোরে খেল যে রিদের পিঠের ধাক্কায়
পুরো গাড়িসহ নড়ে উঠলো তক্ষুনি। রিদ চোখ খিঁচে
বন্ধ করলো। তাঁর পিঠে ব্যথা পেল। কিন্তু মায়া
তখনো পা ফেরে রিদের কোলে বসে রইল গলায় মুখ
ডুবিয়ে। রাগান্বিত রিদ এক মূহুর্তের জন্য নিজের রাগ
ভুলে গেল। বিস্ফোরণের হতবিহ্বল হয়ে বুঝার চেষ্টা
করলো আসলে কি হয়েছে তার সাথে? কে তার
কোলে? রিদের রুমাল বাঁধা হাতটা অটোমেটিকলি

চলে গেল মায়ার কোমরে। বেশ তন্দা খাওয়ার মতোন ঘোরে মাঝে রইল রিদ। তারপর বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার এটা বুঝতে যে, আসলে কি হয়েছে তার সাথে। সবটা বুঝতে পেরেই রিদের রাগ পুনরায় তিলমিলিয়ে উঠলো। ক্ষিপ্ত মেজাজ আরও ক্ষিপ্ত হলো। কোথা থেকে কোন উটকো ঝামেলা এসে তার কোলে চড়েছে। এতো বড় সাহস? রিদের ক্ষিপ্ত হাত তক্ষুনি চালান হলো মায়ার হাতে। শক্ত হাতে মায়াকে কোল থেকে সরাতে চাইলে মায়া মূহূর্তে রিদের সেই হাতটা ঝাড়া দিয়ে ফেলতে ফেলতে ‘উহু’ শব্দ করলো নাকচ করে। রিদের হাত থামে। থমকে যাওয়া ভঙ্গিতে তার বুক কেঁপে ওঠে বউয়ের উপস্থিত বুঝে। শক্ত হাতটা মূহূর্তে নরম হয়ে আসল। তিলমিলিয়ে উঠা রাগটা পানি পানি হলো। ঘোর থেকে বেড়িয়ে এবার বেকুব বনে গেল। তার বউ যে এই অসময়ে তার বুকে হামলে করে চড়বে সেটা রিদের ঘুণাক্ষরেও ধারণাতে ছিল না। রিদের পিঠ শিরশির করছে ব্যথায়। গাড়ির বন্ধ দরজার সঙ্গে ভারি খেয়েছে ভালোই জোরে। সেই পিঠ ব্যথা নিয়েই মায়াকে দু’হাতে জড়িয়ে নিল। এই প্রথম রিদের মায়াকে জড়িয়ে ধরা তাও এতোটা কাছ

থেকে। মায়ার ক্ষেত্রেও হয়তো তাই। দুজন দুজনকে
এই প্রথম আলিঙ্গন করলো। রিদের বেয়াদব মন তো
বউয়ের পাশ্চাত্য পরে বুকের ভিতর লাফিয়ে বেড়াচ্ছে
নেচে-কুঁদে। খুশিতে কখন না জানি লাফ দিয়ে বুক
থেকে বেড়িয়ে যায়। রিদ মায়ার কোমর চেপে চেপে
একটু উপরে তুলল। কোল থেকে মায়ার পা পিছলে
যাচ্ছি বলে রিদ দু'হাতে মায়াকে জড়িয়ে ধরে মায়ার
ভর নিজের বলিষ্ঠ হাতে নিল। মায়া তখনো দু'হাতে
রিদের গলা জড়িয়ে সেখানে মুখ ডুবিয়ে বসে।
সাড়াশব্দ দুজনের কারও নেই। অনুভবে দুজনই
নিশ্চুপ। রিদের একটা হাত মায়ার কোমরে তো
অন্যটা সোজা চলে গেল মায়ার খোঁপা করা চুলের
মুষ্টিতে। রিদ মায়ার খোঁপা করা চুল মুষ্টিবদ্ধ করে
পিছন টানল। মায়াকে নিজের মুখোমুখি করতে মায়া
চুলের ব্যথায় নাক মুখ কুঁচকে চোখ বন্ধ করে রইল।
তারপরও 'উফ' শব্দ করলো না। রিদ মায়ার মুখের
উপর ঝুঁকেই তাঁর অশান্ত চোখ আওড়িয়ে তাকাল
মায়ার বন্ধ দু'চোখের কম্পিত পাতার দিকে। তারপর
চোখ ঘুরাল মায়া গালের পড়া দুই গাছি চুলে দিকে,
তারপর নাক, এরপর মায়ার টকটকে লাল কম্পিত

ঠোঁটের দিকে। সেই অশান্ত দৃষ্টি পরপর ঘুরে চলল
মায়ার খুঁতি বেয়ে খালি গলার দিকে। এরপর আরও
একটু নিচে। মায়ার গায়ের বাসন্তী রঙ্গা শাড়িটা সাথে
যেন মায়ার গায়ের রঙটাও মিলে গিয়ে জ্বলজ্বল করে
উঠলো রিদের চোখে। রিদ অনুভূতি শূন্য চোখে
আবারও মায়ার গলা থেকে দৃষ্টি ঘুরাল মায়ার
টকটকে লাল ঠোঁটের দিকে তারপর কম্পিত চোখের
পাতার দিকে। রিদের শ্বাস যেমন মায়ার মুখে আছড়ে
পড়ছে ঠিক তেমনই মায়ার শ্বাসও রিদ নিজের উপর
অনুভব করলো। রিদের হঠাৎ ভিষণ রকমের
নেগেটিভ ফিল হলো। বাড়াবাড়ি করে বউকে নিজের
সাথে পিষে ফেলতে মন চাইল। হয়তো সে সিডিউস
হচ্ছে। রিদ উত্তেজনায় কামুন হয়ে ঠাস করে মায়াকে
ঘুরিয়ে গাড়ির সাথে পিঠ ঠেকাল। মায়ার পিঠ গাড়ির
বন্ধ দরজার সাথে ঠেকে যেতেই রিদ মায়ার মুখোমুখি
হয়ে ঝুঁকে পড়ল। মায়ার খোঁপা থাকা রিদের হাতটা
এবার আরও শক্ত হলো। মায়ার খোঁপা দেওয়া
গাঁদাফুল মালা রিদ শক্ত হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে
ফেলতে রাগে দাঁত পিষে বলে...‘ হিজাব কই তোর?

মায়া ব্যথা পেল। তারপরও মুখে উফ শব্দ বের হলো না। বরং সেভাবেই পরে রইল রিদের গলা জড়িয়ে গাড়িতে পিঠ ঠেকে। রিদের গাঁদা ফুলের মালাটা ছিঁড়তে গিয়ে মায়ার চুলসহ খোঁপা খোলে যায়। অল্প কিছু চুলও সেই মালার টানে ছিঁড়ে রিদের হাতে আসে। মায়া খুবই আশ্তে করে কম্পিত গলায় কোনো রকমের বলল।

‘আপু হলুদে জন্য পড়া হয়নি।

‘আপুর হলুদের জন্য তোকে কে লাইসেন্স দিয়েছে আমার অবাধ্য হওয়ার? তোকে বলেছিলাম না আমার সস্তা জিনিস পছন্দ না। হিজাব পরিস নি কেন?

মায়া কথা বলল না। বরং চোখ বন্ধ করেই সেভাবে পরে রইল রিদের সাথে মিশে। রিদ মায়ার শরীরের কম্পন টের পেল। মায়ার চোখে মুখের দিকে তাকিয়ে আবারও একই শব্দ গলায় বলল..

‘কোলে চড়েছিস কেন? আমি যদি কিছু করে দেয়। তাহলে কাঁদবি?

মায়া তীব্র লজ্জায় মূহূর্তের রিদের হাতের মধ্যে দিয়ে গলায় জড়িয়ে ধরে মুখ ডুবা। রিদ মায়ার লজ্জার

আঁচ করতে পেয়েই বলল...‘ আমি নেগেটিভ ফিল করছি রিত।

বলতে বলতে রিদ দু’হাতে মায়াকে জড়িয়ে ধরে ঘনিষ্ঠ হতে চাইল। হয়েও গিয়েছিল। কিন্তু এরমধ্যে আরাফ খান কোথা থেকে বাগড়া দিয়ে খাক ছেড়ে রিদ’ রিদ’ বলে ডাকতে ডাকতে এদিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আরাফ খানের ডাকে হুশ ফিরে মায়ার। অস্থির নেয় তাড়াহুড়ো করে রিদের কোল থেকে নেমে পালাতে চাইলে রিদ মায়ার বাহু টেনে ক্ষিপ্ত মেজাজে শুধালো...

‘ কোথাও যাবা না। আমার মন ভরেনি। কাছে আসো।

আবারও একই ভাবে আরাফ খানের খাঁক ছাড়া ডাকে মায়ার ভয়ে উত্তেজিত হয়ে ছটফটিয়ে রিদের হাত থেকে নিজের বাহু ছাড়াতে চেয়ে অস্থির হয়ে বলল...

‘ প্লিজ ছাড়ুন! দাদাভাই এদিকেই আসছে।

‘ আসুক।

‘ প্লিজ!

‘ না।আরাফ খানকে নিকটে আসতে দেখে মায়া ভয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে রিদকে ধাক্কা দিয়ে নিজেকে

ছাড়িয়ে অন্যপথে দৌড়াল। রিদের তখনকার মায়ার খোঁপা ফুল ছিঁড়ে দেওয়ায় মায়ার হাঁটু সামান্য চুল গুলো দৌড়ের তালে দোল খেল। রিদ ক্ষিপ্ত মেজাজে পিছন থেকে মায়ার দৌড়ে চলে যাওয়া দেখল। বউটা তার ঝড়ের গতিতে এসে রিদকে এলোমেলো করে দিয়ে আবার হওয়ার বেগে পালিয়ে গেল। রিদের ক্ষিপ্ত মেজাজ আর ক্ষিপ্ত হলো যখন আরাফ খান ডাকতে ডাকতে রিদের নিকটে এসে দাঁড়াল। আরাফ খান কিছু বলবে তার আগেই রিদ রাগে কটমট করে বলল...

‘ তোমার টাইমিং সেন্স বড্ড খারাপ দাদাভাই। আই জাস্ট হেইট দ্যাট।

আরাফ খান রিদের খোঁজে এগিয়ে এসেছিল রাদিফের সম্পর্কে জিগ্যেসা করতে। রাদিফের উপরের কারা হামলা করেছিল সেটা জানতে। আসিফ বলেছিল, রিদ গেইটের সামনে গাড়িতে বসা। সেজন্য তিনি এগিয়ে এসেছিল এদিকটায়। রিদকেও খোঁজে পেল। কিন্তু রিদ উনার টাইমিং সেন্স নিয়ে কথা বলার মানেটা তিনি বুঝল না। সেজন্য তিনি অবুঝ গলায় রিদকে

শুধিয়ে জানতে চাইল...‘ আমার টাইমিং সেন্স খারাপ
মানে? কি করছি আমি?

রিদ দাঁত পিষে বলল...

‘ অনেক কিছু করেছে। আমার পারসোনাল মোমেন্টে
বাগড়া দিয়েছ। ইউ ডিস্ট্রাব মি দাদাভাই।

রিদের কথায় কেমন বেকুব বনে গেল আরাফ খান।
তার পরমূহুর্তে নাক মুখ কুঁচকাল। উনি রিদের
পারসোনাল মোমেন্টে কিভাবে ঢুকল? রিদ এমন ভাবে
বলছে যেন রিদ তার বউয়ের সাথে ছিল আর তিনি
এসে তাদের রোমান্সের মধ্যে ঢুকে পড়ছেন। আরাফ
খান অনেকটা ব্যঙ্গ করে রিদকে খোঁচা মেরে বলল...

‘ তোর আবার পারসোনাল মোমেন্ট! এমন ভাবে
বলছিস যেন বউয়ের সাথে ছিলি এতক্ষণ।

‘ হ্যাঁ।

রিদের সোজাসাপ্টা কথায় তিনি আবারও বিশ্বাস
করলো না রিদকে। বরং ব্রু উচু করে বলল...

‘ কি হ্যাঁ? আমারে মুরগী বানাস?’ না।

‘ তাহলে তোর বউ কোথেকে আসবে?

রিদ পাল্টা প্রশ্ন করে বলল...

‘ তোমার বউ কোথেকে আসল?

‘ আমি তো বিয়ে করেছি।

‘ তাহলে আমিও করেছি।

রিদের কথায় যেন আরাফ খান বেশ মজা পেল। মুখে কাঁচা পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে রিদকে খোঁচা মেরে গর্ব করে বলল....

‘ তোর কি মনে হয়? তুই আমাকে এতো সহজে মুরগী বানাতে পারবি? পারবি না তো। আমার চুল কিন্তু এমনই এমনই পাকে নাই বুঝলি। বেশ কটুত্তি করতে করতে পাকিয়েছি।

আরাফ খানের গর্বিত গলার কথায় রিদ কপাল কুঁচকে উনার মুখের দিকে তাকিয়ে, দু’হাত পকেটে গুজে স্টংলি দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল...‘ তোমার বুদ্ধির লেভেল সত্যি অসাধারণ দাদাভাই। প্রশংসা না করলেই নয়। সেজন্য তোমাকে আমার কষ্ট করে আর মুরগী বানাতে হবে না। তুমি নিজেই মুরগ হয়ে বসে আছো।

রিদের খোঁচা মারা কথায় থমথমে খেয়ে গেল তিনি। আরাফ খান প্রতিবার রিদকে বিরক্ত করতে মজা পায় বলেই তিনি সবসময় রিদের পথ আঁটকে দাঁড়ায়। রিদও বিরক্ত হয়। এজন্য উনার আনন্দ হওয়াটা বেশ

থাকে। কিন্তু আজ তিনি রিদকে বিরক্ত করতে গিয়ে
যেন নিজেই হেনস্ত হচ্ছে। উনি রিদের কাছে জানতে
চেয়ে বলল...

‘ তাহলে তোর বউটা কে শুনি?

‘ এই বিয়ে বাড়িতে সবচেয়ে সুন্দর নারীটি আমার
বউ। এবার সরো।

রিদের কথায় তৎক্ষণাৎ আরাফ খান আহাজারি করে
বলতে লাগলো...

‘ সর্বনাশ! রিদ তুই কি আমার বউয়ের উপরে নজর
দিয়েছিস?

রিদ আরাফ খানের কথায় বিরক্তি গলা ঝেড়ে বলল...

‘ তোমার ওমন বুড়ী বউয়ের প্রতি নট ইন্ট্রেস্ট
দাদাভাই। তোমার থেকে সুন্দর বউ আমার আছে।
এবার সরো। বউয়ের কাছে যাব।

রিদ আরাফ খানকে পাশ কাটাতে চাইলে তিনি
আবারও তাড়াহুড়োয় হাতে লাঠিটা উঁচিয়ে রিদকে
বাঁধা দিতে দিতে বলল।‘ আরে শুননা। যাস কই।
কথা তো শুনে যাবি নাকি?

‘ পারব না। সরো!

‘ আরে শুননা। এমন করিস কেন?

‘ দাদাভাই আমি বিরক্ত হচ্ছি।

‘ আরে বাহ সাব্বাশ। কাজের কাজ করছিস একটা।
তুই আরও বিরক্ত হ। আমি দেখি। তুই বিরক্ত হস
বলেই তো আমি আসি তোর কাছে। নয়তো কি
আসতাম বল?

রিদ রাগে এবার সত্যি সত্যি আরাফ খানকে পাশ
কাটিয়ে চলে গেল। আরাফ খান হাসতে হাসতে
রিদের চলে যাওয়া দেখল আর ভাবল। কিছুক্ষণ
আগেও তিনি বুক ব্যথার কতো নাটক করলো।
আয়নকে নিজের কাছে আটকে রাখল। হেনা খানকে
ব্যস্ত রাখল। মূলত তিনি সবার প্রথমেই জানতে
পেরেছিল রাদিফ ঝামেলায় পরেছে। বিষয়টা হেনা
খানে কানে যাওয়ার আগে আগে তিনি এই নাটক
করলো যাতে হেনা খান উনাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।
উনিই আসিফকে দিয়ে রিদকে খবর পাঠিয়েছিল
রাদিফের উপর হামলা হওয়ার বিষয়ে। রিদ নিজের
ভাইকে বাঁচিয়ে নিবে সেটা উনি জানত। হয়েছিলও
তাই। তবে উনার বউ আর মেয়েদের চিন্তা-চিন্তিতে
যেন বিয়ে বাড়ি আনন্দ নষ্ট না হয় সেজন্য তিনি
কৌশলে বুক ব্যথার নাটকটা করল। কিন্তু রিদকে

বিরক্ত করতে উনার বরাবরই আনন্দ লাগে, মজা পায়। বাড়িতে উনার কথায় রিদ ছাড়া আর কেউ বিরক্ত হয়না বলেই তিনি বারবার রিদের কাছে আসেন। কিন্তু তিনি এবার বেশ কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করছে রিদ কেমন বউ বউ করছে কথায় কথায়। আসলেই রিদের বউ আছে নাকি রিদ মিথ্যা বলে বেড়াচ্ছে বিষয়টা বুঝতে পারছে না তিনি। রিদ মিথ্যা বলে না সেটা তিনি জানেন। কিন্তু রিদের মতোন ঠ্যাডা মানুষ গোপনে বিয়ে করেছে সেটাও বিশ্বাস হচ্ছে না উনার। উনি কি শশীকে একবার জিগ্যেসা করে দেখবে দুজন আসলেই বিয়ে করে নিয়েছে কিনা?আজ বাতাসের তোরে শুধু প্রেমময় গন্ধটায় ভাসল। দৃষ্টিতে দৃষ্টির মিলন। রিদ ধূপধাপ পায়ে ছাঁদে উঠতে উঠতে নিরব চোখ ঘুরিয়ে মায়ার সন্ধান করলো। এতো ভিড়ের মানুষের মাঝে মায়াকে আশেপাশে কোথাও দেখতে না পেয়ে কপাল কুঁচকাল। সে ফ্রেশ হয়ে এসেছে মাত্র। তবে গায়ের পোষাকটা পাল্টায় নি। বউটা চলে গেলে সেও চলে যাবে নিজ বাসায়। এখানে থাকবে না। রিদ কপাল কুঁচকে ছাঁদের এক কোণায় সফট ড্রিঙ্কের এরিয়াতে

গিয়ে দাঁড়াল। ওয়াটার থেকে লেমন জুসের গ্লাসটা হাতে নিয়ে আবারও চারদিকে অনুসন্ধানের চোখ ঘুরাল গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে। রিদের অপেক্ষার প্রহর কাটিয়ে মায়াকে দেখা গেল বেশ কয়েক মিনিট পরেই। ছাঁদে সিঁড়ি বেয়ে শ্রেয়ার সাথে উপরে উঠেছে। রিদের খোলে দেওয়া তখনকার চুল গুলোতে মায়া আবারও খোঁপা করে সেখানে লাল টকটকে গোলাপ গজিয়েছে। দু'হাতে গাঁদাফুলের মালাটাও ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে। রিদ বুঝল বউ তার আবারও পরিপাটি হয়ে এসেছে। রিদের নিভে যাওয়া খিদেটা আবারও জাগল বউকে কাছে পাওয়ার। হাতের লেমন জুসের গ্লাসটায় চুমুক দিতে দিতে মায়ার দিকে কেবল শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল। মায়া শ্রেয়ার পিছন পিছন স্টেজে দিকে হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় বেঁকে রিদের দিকে তাকাতেই মূহুর্তে চোখাচোখি হলো দু'জনের। লজ্জায় মায়া নুইয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ নত মস্তিষ্কের হয়ে চোখ মুখ খিঁচে বন্ধ করে নিল রিদের সাথে চোখাচোখি হয়ে যাওয়াতে। উফ কি লজ্জা! লজ্জায় আড়ষ্ট হওয়া মায়া নিজের শাড়ির আঁচলে আগুল পেঁচাতে পেঁচাতে শ্রেয়ার পিছনে হেঁটে আবারও ঘাড়

বেঁকে তাকাল রিদের দিকে। পুনরায় রিদের শান্ত চোখে চোখ মিলতে মায়া আবারও সেই একই কাজ করলো। এবার মায়া সরাসরি তাকাল না বারবার রিদের সাথে চোখাচোখি হয়ে যাওয়াতে। বরং মায়ার আঁড়চোখে রিদকে দেখে হাঁটতে লাগলে হঠাৎই আকস্মিক ধাক্কা খায় শ্রেয়ার পিঠের সাথে। মায়া নাক শ্রেয়ার মাথায় ঠুকে যেতেই হকচকিয়ে নাকে হাত ঘঁষে মায়া। এতক্ষণ মায়া অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটায় হঠাৎ শ্রেয়ার দাঁড়িয়ে যাওয়াটা লক্ষ করেনি ওহ। রিদের সামনে এমন কান্ড ঘটায় মায়া লজ্জায় পড়ল। একহাতে নাক ঘঁষতে ঘঁষতে শ্রেয়ার দিকে তাকাতে শ্রেয়াও পিছন ফিরে মায়াকে কপাট গলায় বলল... ‘কিরে বইন? দিনে দুপুরে প্রতিবন্ধীদের মতো ধাক্কা খাচ্ছিস কেন? কোনো সমস্যা?’

মায়া মাথা নাড়িয়ে না বুঝাল। ওর কোনো সমস্যা নেই। অবুঝ শ্রেয়া বুঝল না মায়া মতিগতি। বরং স্বাভাবিক নেয় মায়ার বাহু টেনে কাঁধ জড়িয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল...

‘পিছনে হাঁটছিস কেন? চল আমার সাথে।’

মায়াকে নিয়ে শ্রেয়া স্টেজের একপাশে কোণায় দাঁড়াল। সামনে স্টেজে একদল ছেলে-মেয়ে গ্রুপ ডান্স করছে। শ্রেয়া হাতের তালি দিতে দিতে হৈচৈ করে সেই ডান্স এনজয় করছে। মায়াও হাতে মিলাচ্ছে। তবে সে উৎফুল্লর নয়। বরং ভিষণ অমনোযোগী। সকল মনোযোগ এই মূহুর্তে ছাঁদের অপর কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা রিদের দিকে। রিদের অবস্থাও সেইম। হাতের গ্লাসটায় চুমুক দিচ্ছে আর মায়ার দিকে সেই তখন থেকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মায়া যতবার রিদের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে ততবারই দৃষ্টিতে দৃষ্টির মিল ঘটছে আর মায়া লজ্জা পাচ্ছে। রিদ খুবই মনোযোগ দিয়ে মায়ার সেই লজ্জা মিশ্রিত মুখটা পরখ করছে। আয়ন সবে এসেছিল ছাঁদে জুইয়ের খুঁজে। এতক্ষণ রাদিফ, আসিফের ব্যান্ডেজ করেছিল। সকল ঝামেলা মিটিয়ে মাত্র অবসর হলো। জুইয়ের সাথে তার দেখা করার কথা ছিল সেই সন্ধ্যার দিকে, অথচ এখন রাত নয়টা বাজতে চলল এখনো সে দেখা করতে পারেনি। এর মাঝে আয়ন ছাঁদে উঠার সময় নিচে আরিফকে দেখেছিল ডাইভারকে বলতে তাদের যাওয়ার গাড়ি

গুলো বের করতে। হয়তো এখন চলেও যাবে তাঁরা।
যাওয়ার আগে জুইয়ের সাথে একটু দেখা করা
দরকার আয়নের। আয়ন কপালের একপাশ ঢুলকে
জুইয়ের খোঁজ করতে গিয়ে দেখলো সৈঁজুতির পাশে
জুই দাঁড়িয়ে ডান্স এনজয় করছে। আয়ন সেদিকে
এগোতে গিয়েও এগোল না। আশেপাশের মানুষের
ভিড় বেশি। এই মূহুর্তে জুইকে ডেকে দেখা করাটা
ভালো দেখাবে না বলে আয়ন মত বদলাল। ফিরে
আসতে চেয়ে চোখ পড়লো মায়ার দিকে। আয়ন হাল্কা
কপাল কুঁচকাল। মায়ার মতিগতি বুঝার জন্য তীক্ষ্ণ
দৃষ্টিতে পরখ করলো মায়াকে। দেখা গেল মায়া
অকারণে বারবার লজ্জায় সিঁটিয়ে যাচ্ছে আবারও
মিটমিট করে হেঁসে কোণায় তাকাচ্ছে। আয়ন মায়ার
লজ্জা আর মিটমিট হাসির সুর ধরে চট করে বুঝে
গেল আজ প্রকৃতিতে প্রেমের লক্ষণ। কিন্তু মায়ার
এতো প্রেম আর ভাবসাব কার সাথে? রিদ কি জানে
তার বউ প্রেমে পড়েছে অন্য কারও? যদি জানে
তাহলে তাড়ব তো আজ একটা এখানে হয়েই যাবে
নিশ্চিত। আয়ন মায়ার দৃষ্টি অনুসরণ করলো। কে
জানের মায়া দয়া ছেড়ে রিদ খানের বউয়ের দিকে

নজর দিলো সেটা দেখতে চাইল। তারপর চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে মায়ার দৃষ্টি অনুযায়ী ছাঁদে কোণায় তাকাতেই দেখল রিদ দাঁড়িয়ে লেমন জুসের গ্লাসটা নিয়ে। আয়ন মূহুর্তে হেঁসে ফেলল। আগুন দুইদিক থেকেই লেগেছে তাহলে। সে এবার একটু কেরোসিন ডেলে আগুনটা নাহয় আরও বাড়িয়ে দিল। আয়ন স্টেজের দিকে না গিয়ে উল্টো পথে রিদের কাছে গেল। রিদের পাশাপাশি দাঁড়াতে দাঁড়াতে হেয়ালি করে বলল...

‘কিরে ভাই? যেভাবে তাকিয়ে আছিস মনে হচ্ছে বউকে চোখ দিয়ে প্রেগন্যান্ট করে ফেলবি। কু-নজর দিস কেন? চোখ সরা।

রিদ অনেকটা বিরক্তি নিয়ে আয়নের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবারও চোখ ঘুরাল মায়ার উপর। আয়ন রিদের দৃষ্টি অনুসরণ করে মায়াকে দেখল সেও। তারপর পুনরায় রিদের দিকে তাকাল। কিছু একটা ভাবতে আয়নের মনে একটা প্রশ্ন জাগল। মায়া কি রিদের ব্যাপারে সব জেনে গেছে? কিন্তু কিভাবে? রিদ কি সব বলে দিয়েছে? ভাবনাটা আয়নের মাথায় আসতে চট করে রিদকে প্রশ্ন করে

জানতে চেয়ে বলল আয়ন....‘ মায়া কি তোদের
সম্পর্কের কথা জেনে গেছে রিদ?
রিদ মায়ার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে অন্যমনা গলায়
বলল...

‘ বুঝতে পারছি না তো। তবে মতিগতি তো তাই
বলছে।

‘ কিছু বলেনি মায়া?

‘ না।

‘ তুই জানতে চেয়েছিলি?

‘ না।

‘ তাহলে?

‘ কিছু না।

‘ মায়া কি কিছু না জেনেই তোর সাথে প্রেম করছে?

রিদ তৎক্ষণাৎ আয়নকে উত্তর না দিয়ে চট করে
তাকাল আয়নের মুখের দিকে। ওরা প্রেম করছে
মানে? রিদ কোতুহল নিয়ে জানতে চেয়ে আয়নকে
বলল।

‘ আমরা প্রেম করছি?

রিদের কথায় আয়ন স্বতঃস্ফূর্তীর সাথে বলল।

‘হ্যাঁ তোদের দুজনের মতিগতি তো তাই বলছে। এই মুহূর্তে তোদের দুজনকে যেকোনো দেখলে বলে দিবে তোদের মধ্যে গভীর প্রেম-ট্রেনের সম্পর্ক চলছে।

রিদ সামনে ঘুরে মায়ার দিকে তাকিয়ে গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলল...‘ হুম।

আয়ন রিদের দিকে একটা ভ্রুর উঁচিয়ে তাকিয়ে বলল..

‘হুম কি? তোরা কি সত্যিই রিলেশনে আছিস রিদ?

‘আমি বলতে পারছি না। সব ম্যাডামে জানেন। ম্যাডামকে গিয়ে জিগ্যেসা কর সে আমার সাথে রিলেশনে আছে কিনা।

রিদের ঘুরপ্যাঁচের কথায় আয়ন বুঝতে পারলো রিদ এখনো নিজের সম্পর্কে মায়াকে কিছু বলেনি। কিন্তু মায়ার রিদের প্রতি হঠাৎ এই আকর্ষণটা কিসের যদি না চিনে রিদকে? নাকি মায়া জানে রিদের সম্পর্কে? শুধু রিদই বুঝতে পারছে না মায়া রিদকে চিনতে পেরেছে কিনা? আচ্ছা রিদ যদি জানে মায়া তাঁর স্বামীকে চিনতে পেরেছে তাহলে রিদ কি করবে? ঐদিকে শশীকে নিয়েও রিদের পরিবারের বিয়ের কথা হচ্ছে। আয়ন সেটা নিচ থেকে শুনে এসেছে।

ফাহাদের বিয়েটা হয়ে গেলেই রিদ আর শশীর
বিয়েতে হাত দিবেন হেনা খান। তাহলে মায়ার কি
হবে? আয়নের মনে একটা প্রশ্ন জাগলে সে
কৌতূহলে রিদকে প্রশ্ন করে বলে...‘ যদি জানিস মায়া
তাকে চিনতে পেরেছে তাহলে কি করবি?

‘ সংসার করব।

‘ মানে তুই সংসার করবি?

‘ হ্যাঁ।

‘ যদি মায়া না মানে। তোর সাথে সম্পর্ক ভাঙতে চাই
তাহলে? যেতে দিবি?রাতের শেষ প্রহরে ঘড়ির কাটা।
ভোর চারটার দিকে। ধুরনীতে আযান পড়তে আরও
অল্প সময় বাকি। মাত্র মুক্তার গায়ের হলুদের অনুষ্ঠান
শেষ করে মেয়েরা যাঁর যাঁর রুমে গিয়ে শুলো
গেঁদাগেঁদি করে। আজ বিয়ে বলে কথা, তাই বাড়ির
বড়দের চোখে ঘুম নেই। আরিফসহ তাঁর বাবা-চাচারা
সবাই বিয়ের বাড়ির খাবার দিকটা সামলাচ্ছে। গরু
জবাই থেকে শুরু করে বাবুটির কাজের পরিষদ
করছে একেক জন। বাড়িতে বড়োরা ছাড়া বাকি
সবাই ঘুমিয়ে যাচ্ছে একটু আরামের জন্য। রুম অল্প
সংখ্যক হওয়ায় মানুষের সংখ্যা বেশি। প্রত্যেকটা

রুমেই মেহমানরা গেঁদাগেদি করে শুয়ে। মায়া আর জুইয়ের রুমে ওদের দুজন ছাড়া আরও পাঁচ সদস্য উপস্থিত। বাকি পাঁচজন মায়া আর জুইয়ের স্কুলফ্রেন্ড। সাত সদস্যের মেয়েরা এলোমেলো ভাবে রুমের খাটে আর নিচে জায়গা করে শুলো। মায়ার জায়গা হলো নিচে। জুই ক্লান্তিতে আজ আর ফোনের খোঁজ করলো না। বরং অনেকটা অভিমান নিয়েই ফোনে কথা না বলে শুয়ে পড়েছে খাটের এক পাশে। আজ জুইয়ের ফোনে কথা না বলার কারণটায় হলো, রাদিফ বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত থেকেও জুইয়ের সঙ্গে দেখা করেনি। সেজন্য জুই অভিমানে অভিযোগ তুলে ফোনালাপ না করেই ঘুমিয়ে পড়েছে। মায়া মাত্রই গোসল সেড়ে ওয়াশরুম থেকে বের হলো। ডিম লাইটের আলোয় দেখলো বান্ধবীদের রুমে এলোমেলো ভাবে ঘুমিয়ে থাকতে। মায়া মাথায় তোয়ালে পেঁচিয়ে পা টিপে টিপে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গেল। রুমের নিচে শয়ার জায়গা করায় মায়া অন্ধকারে হাঁটতে একটু অসুবিধা হলোও বটে। মায়ার সাথে নিচে সুমি আর মাইশা শুয়ে। বাকি চারজন আড়াআড়ি ভাবে জুইয়ের সাথে খাটে গেঁদাগেদি করে

ঘুমিয়ে। মায়া ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে গায়ের
ওড়নাটার সাথে ফোনটাও হাতে নিল চার্জার থেকে
খোলে। মাথার পেঁচিয়ে রাখা তোয়ালেটা খুলতে
খুলতে আবছায়া অন্ধকারে হাঁটল রুমের বারান্দার
দিকে। তোয়ালেটা বারান্দায় একপাশে মেলে দিয়েই
ভেজা চুল পিঠে ছড়িয়ে ফোন নিয়ে বসল বে'তে
মুরাই। ফোনের ডায়াল নাম্বারে ফটাফট রিদের মুখস্থ
নাম্বারটা টাইপিং করে কল মিলিয়ে কানে ধরলো।
ভোর চারটার দিকে রিদ মায়ার কল রিসিভ করবে
কিনা তা না জেনেই কল দিল মায়া। তবে মায়ার
বিশ্বাস আজ মায়ার কলটা রিসিভ হবে। আজ রিদ
মায়ার প্রতি অভিমান করে মায়াকে দূরে সরিয়ে
রাখবে না। মায়া জানে এতো রাতে হয়তো রিদ
ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু মায়ার ভিতরকার অস্থির ছটফটে
সে ঘুমাতে পারছে না বলেই রিদকে কল দিয়ে বসল।
যবে থেকে মায়া বুঝতে পেরেছে রিদ মায়ার নিখোঁজ
স্বামী হয় তখন থেকে মায়া ব্যাকুল হয়ে আছে রিদের
সাথে একটু কথা বলবে বলে। এমন না মায়া রিদকে
বলে দিবে যে সে রিদকে চিনতে পেরেছে স্বামী
স্বরূপ। মায়া এমন কিছুই করবে না। রিদকে ভুলেও

জানতে দিবে না যে মায়া সবটা জেনে গেছে। বরং মায়া সেই আগের মতোই অজানা, অচেনা একজন হয়ে থাকবে আর রিদকে জ্বালাবে। এই লোক মায়াকে কম হেনস্ত করেনি। সবটা জেনেও চুপচাপ অজানা হয়ে বসেছিল। মায়াকে সাহায্য করার নাম করে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। এবার মায়াও রিদকে হেনস্ত করবে। তবে অন্যভাবে। রিদ মায়াকে শারীরিক ভাবে কষ্ট দিতো আর মায়া রিদকে মানসিক কষ্ট দিবে। এই লোকের কলিজা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই না করলে মায়া নামও মায়া না। এই লোকের জন্য মায়া কি কি না করলো। শেষ পর্যন্ত সে স্বামী খোঁজ করতে গিয়ে এই লোকের পায়ে পড়লো। অথচ মায়ার স্বামী সে নিজেই ছিল। মায়ার অস্তির ছটফট দেখে পৈঁচাশিক আনন্দ নিয়েছে। এবার মায়াও ছেড়ে দিবে না। সহজে ধরা দিবে না এই লোককে। মায়া কিছুই জানে না, অজানা হওয়ার ভান ধরে এই লোকে কলিজা ছিঁড়ে খাবে। পরকীয়া প্রস্তাব দেয় না মায়াকে? ঠিক আছে মায়াও এই লোককে বুঝাবে যে, পরকীয়া কাকে বলে। মায়া বে'তে মুরাই পা ঝুলিয়ে বসল। দু' পা দোলাতে দোলাতে পরপর রিদকে কল

দিল। প্রথমবার কলটা রিসিভ না হলেও দ্বিতীয়বার ঠিকই হলো। মায়া কিছু বলার আগে ওপাশ থেকে মিষ্টিস্বরের একটা মেয়ের সালাম ভেসে আসল। মায়া বুকটা মূহূর্তে ধুক করে উঠলো। রিদের ফোনে মেয়েলি কণ্ঠ শুনে থমকে বসল। অজানা ভয়ে বুক ভারি হলো। উৎফুল্লতা দোলানো পা দুটোও থেমে গেল। কান খাঁড়া হলো, দৃষ্টি কুঁচকে আসল। মায়ার নিশ্চুপতা বুঝে ফোনের ওপাশ থেকে আবারও মিষ্টি কণ্ঠের স্বর ভেসে আসল....‘ হ্যালো কে বলছেন? আমাকে শুনতে পারছেন?

মায়ার কুঁচকানো ভ্রুর সোজা হলো। এতো রাতে রিদের ফোন কার কাছে হতে পারে? ভেবে তীক্ষ্ণ গলায় পাল্টা প্রশ্ন করে বলল...

‘আপনি কে?

‘আমি শশী। আপনি কে মিস?

শশীর পরিচয় পেয়ে মায়া বুক ভারি হলো। অজানা কষ্টে কণ্ঠে কথা আঁটকে আসল। ঠোঁট কাঁপলো কান্নায়। শশীর সাথে রিদের সম্পর্কের কথা মায়া আগেও অনেক বার শুনেছিল। কিন্তু তখন মায়া তেমন একটা পাত্তা দেয়নি এই বিষয়ে। কারণ মায়া

তখন জানত না রিদ খান মায়া নিখোঁজ স্বামী হয় সেটা। মায়ার আজ খান বাড়িতে যাওয়া অবধি চাইতো রিদের সাথে শশীর বিয়ে হোক কিন্তু এখন সেই একই চিন্তা করতে গেলে মায়া মাথায় আকাশ ভেঙে পরার নেয় মনে হয়। মায়া এখন আর তেমন কিছুই চাই না। মায়া নিজের স্বামীকে না দেখে এতোই ভালোবেসে ছিল যে সামনে রিদ খান হোক, আর যেই হোক না কেন? মায়া সাদরে নিজের স্বামী হিসাবে সেই মানুষটাকে গ্রহণ করতো। কিন্তু তাই বলে মায়ার কোনো দুশ্চরিত্রের মানুষকে স্বামী হিসাবে মানবে কখনোই।

এখন ভোর চারটার দিকে। এতো রাতে রিদের ফোন শশীর কাছে মানে শশীও রিদের সাথে আছে। দুজন একত্রে কি করছে? আচ্ছা দুজন কি একই রুমে? দুজনের সম্পর্ক এতোটা ডিপ হয়ে গেছে?

মায়া কি দুজনের মাঝে চলে আসল? মায়ার ধ্যান আবারও ভাঙলো শশীর মিষ্টি স্বরের কথায়। শশী সেই আগের নেয় মায়ার উদ্দেশ্যে বলল...‘ হ্যালো মিস শুনছেন পারছেন আমাকে?

‘ জ্বি আপু।

‘ কাকে চাই আপনার?

‘ উনি কোথায়?

শশী সন্দীহা গলায় জিগ্যেসা করে...

‘ উনি কে?

‘ ফোনটা যার সে কোথায়?

‘ জ্বি সে রুমে। কিন্তু আপনি কে?

‘ উনার ফোন আপনার কাছে আপু?

‘ হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?

‘ ফোনে নামটা সেইভ আছে আপু। সেখান থেকে দেখে নিন।

‘ ফোনে ‘বেয়াদব বউ’ নামে নাম্বারটা সেইভ। কিন্তু রিদ খানের তো বিয়ে হয়নি। আমি তার ফিয়সে। তাহলে আপনি কে?

‘ আপনি ফিয়সে?

‘ হ্যাঁ। কিন্তু আপ...টুটু করে মায়ার কলটা কেটে গেল। শশীর বাকি কথা গুলো শুন্যর আগেই মায়া কলটা কেটে দিয়েছে। শশী সত্যি বলছে মায়া জানে। রিদ শশীর বিয়ে নিয়ে মায়া অনেকবার খান বাড়িতে কথা বলতে শুনেছে। তখন মায়ার এতো গায়ে লাগেনি বিষয়টা কিন্তু এখন বুক কাঁপছে এই একই

কথাটা শুনতে। হাহাকার করে জ্বলছে মায়ার মন। মায়ার হঠাৎ করেই যেন কিছুই ভালো লাগছে না। অসহ্য, তেঁতোয় ভরে উঠল মন। হাতের ফোনটা ঠাস করে ফেলল পাশের চেয়ারটায়। মাথা ঝুঁকে দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে ফুপিয়ে উঠল। আর তাতে মায়ার ভেজা চুল পিঠ গুলিয়ে পরলো ফ্লোরে। চুলের সিক্ত পানিতে ফ্লোর স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা হলেও মায়া সেদিকে লক্ষ্য করলো না। নিজেকে শুধু তৃতীয় পক্ষ মনে হলো। দুটো মানুষের সম্পর্কে সে তৃতীয় ব্যক্তির ভূমিকা পালন করছে এমন। যার কোনো মূল নেই। একটা সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তি শুধু আগাছার নেয় হয়। যাকে মানুষ তুচ্ছ মনে করে দিন শেষে উগ্রে ফেলে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের মতোন। মায়া নিজেকে শুধু তাই মনে হলো রিদ আর শশীর সম্পর্কে। হবে নাই কেন? এই ভোরে শশীর হাতে রিদের ফোনটা থাকা মানে দুজন এই রাত্র পযন্ত একত্রে আছে। মায়া কি কোনো ভুল পথে পা বাড়াল? রিদ খান কি দুই নৌকায় পা দেওয়া মানুষ? বউও রাখবে, আবার গার্লফ্রেন্ড চালাবে। মায়া-তো সেচ্ছায় রিদ খানের মতোন মানুষের সাথে জড়াতে চাইনি। কিন্তু মায়ার

ভাগ্য মায়াকে বাজে ভাবে জড়িয়ে ফেলেছে এই সম্পর্কে। মায়া এখন কি করবে? রিদ খান যদি শশীকে বিয়ে করতে চাই তাহলে মায়ার কোনো ক্ষমতা নেই সেটা ঠেকানোর। তাছাড়া দেখা গেলে রিদ খানের সঙ্গে শশীর মতান পারফেক্ট কাউকেই মানায়। শশী পড়াশোনায় ওয়েল এডুকটেড। দেখতেও মায়ার থেকে উঁচু লম্বা আর সুন্দর। রিদের হাইটের সাথে যায়। সবচেয়ে বড় কথা মায়া মধ্যবিত্ত পরিবারের এক সাধারণ মেয়ে। শশীর মতান অসাধারণ টাকাপয়সা ওয়ালা পরিবারের কেউ নয় সে। রিদ খানের বংশ, স্ট্যাটাস সাথে শশীর মতান কাউকে মানায়। মায়াকে নয়। মায়া শুধু শুধু ওমন মরীচিকা পিছনে ছুটে নিজের আত্মসম্মান হ্রাসাচ্ছে। মায়াকে কখনো রিদ খানের বড়লোকী পরিবার মেনে নিবে না। তারা শশীকেই রিদের বউ হিসাবে খান বাড়িতে চাই। মায়া শশীর সম্পর্কে শুধু তৃতীয় ব্যক্তি ভূমিকা পালন করছে। এর বেশি কিছু নয়। যতোই রিদ খান মায়ার প্রতি আগ্রহ দেখাক না কেন? শশীর সাথে যে রিদের একটা সম্পর্কে আছে সেটা তো মিথ্যা নয়। এই সম্পর্কে কথা সবাই জানে। এমনকি

রিদ নিজেও কখনো অস্বীকার করেনি শশীর সাথে
এই সম্পর্কটা নিয়ে। এমনটা-তো হতে পারে রিদ
মায়াকে বউ হিসাবে চিনার পর মায়ার প্রতি ইন্টারেস্ট
ফিল করায় শশীর সাথে চিট করছে। সে আসলে দুই
নারীতে আসক্ত। এখন মায়ার উচিত না রিদ খান
থেকে নিজেকে দূরে রাখা? অবশ্য উচিত! যে লোক
বউ রেখে এতো রাতে গার্লফ্রেন্ডের সাথে রাতকাটায়
সে লোক আর যায় হোক না কেন সে মায়ার স্বামী
হতে পারে না। মায়া জীবনে সে সবাইকে ক্ষমা করবে
কিন্তু এমন কোনো লোককে গ্রহণ করবে না যে
শরীরের তাড়নায় অন্য নারীকে ছুঁয়ে দেয়। দরকার
হলে মায়া নিজের জান দিবে তারপরও নাম দিবে না।
সে এই রিদ খানকে কক্ষুনো গ্রহণ করবে না যদি
শশীর সাথে রিদের রাত কাটানোর বিষয়টা সত্যি
হয়। বিয়ে বাড়িতে এতো এতো হৈচৈয়ের মধ্যেও মায়া
চুপচাপ। বিয়েতে মায়ার মধ্যে খুবই বেশি উৎফুল্লতা
না দেখা গেলেও একদমই নিরবতা দেখা যায়নি।
সবার মতো করেই বোনের বিয়েতে সাজগোজ করল।
সুন্দর দেখতে একটা পাকিস্তানি জামা পরলো সাদার
মধ্যে। জুইও সেইম তাই পড়লো। মায়া মাথায় হিজাব

করতে গিয়েও করলো না রিদের কথা মনে করে।
রিদের তো শশীর সাথে সম্পর্ক আছে তাহলে মায়া
কেন রিদের কথা মেনে হিজাব পরবে? পড়বে বা।
মায়া অনেকটা জেদ ধরেই হিজাব পড়লো না। বরং
বিয়ের গেইটে বরে সাথে রিদকে দেখতে না পেয়ে
আরও হতাশ হলো। মায়া প্রথম থেকেই জানতো রিদ
বিয়ে বাড়ির ঝামেলার মধ্যে সে আসবে না। হলো
তাই। কিন্তু তারপরও মায়া অবুঝ মন রিদের
অনুপস্থিতিতে আরও বিষিয়ে গেল। গাল ফুলিয়ে পার
করলো সম্পূর্ণ বিয়েটা। দেখা গেল বর যাত্রীতে
ফাহাদের সঙ্গে সকলেই উপস্থিত ছিল। এমনকি
আয়ন, রাদিফ এই দুজনও ছিল। তাহলে সবার সাথে
রিদ আসলে কি এমন হতো? এই রিদের জন্য
আসিফও কোথায় যেতে পারে না। নিজেও যায় না
আবার আসিফকেও যেতে দেয় না। মন খারাপে মায়া
বউ বিদায়ের সময় বর যাত্রীর সঙ্গে যেতে বেঁকে
বসল, যাবে না বলে। মায়া যাবে না বলে জুইও মানা
করল যেতে। এদিকে মায়ার মা জুইকে মুক্তা সঙ্গে
যেতে আদেশ করলেও মায়াকে যেতে কড়াকড়ি ভাবে
নিষেধ করল। সামনে মায়ার বিয়ে এই অবস্থায়

মায়াকে কোথাও যেতে দেওয়া দৃষ্টিকটু দেখায় বলে তিনি যেতে নিষেধ করলো। কিন্তু জুই মায়াকে ছাড়া একা কোথাও যেতে নারাজ বলে বাধ্য হয়ে মায়াকে যেতে দিলেন তিনি। নাদিম অবশ্যই মায়ার যাওয়া নিয়ে তেমন আপত্তি জানায়নি বরং সে নিজ থেকেই মায়া যাওয়া নিয়ে আরিফ অনুরোধ করে জানায়, মায়া ছোট মানুষ। বড় বোনের বিয়ের আনন্দ যেন মাটি না হয় সেজন্য মায়াকে বর যাত্রীর সঙ্গে যেতে দিতে। নাদিমের পরিবার মায়ার বোনের শশুর বাড়িতে যাওয়া নিয়ে কোনো আপত্তি নেই এটাও শিওর করে। মায়ার মন খারাপের উদাসীনতা আকাশসম হলো যখন দেখল মায়ার পাশের সিটে শশী বসেছে। মায়াকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে কি সুন্দর হাসি হাসি ভাবে ভদ্রতা দেখিয়ে মায়ার সঙ্গে কথা বলছে শশী। মায়া যতোই শশীর সাথে কথা বলছে ততই যেন হতাশ হচ্ছে। মায়া মনে হচ্ছে শশীর থেকে পারফেক্ট মেয়ে আর হতেই পারে না। কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট ভদ্র। এই যে মায়া এতো মন খারাপ করে বসে আছে সেটা কিভাবে যেন শশী বুঝতে পেরেই মায়াকে হাসানোর চেষ্টা করছে। অথচ মায়া

শশীকে কিভাবে বলবে যে, সে আসলে শশীর জন্যই
মন খারাপ করে বসে আছে। মায়ার নিজেকে খুব
ছোট মনে হলো। কষ্ট বুক ভারি করে তাকাল
কোলের উপর শশীর ফর্সা হাতটার দিকে। কি সুন্দর
ঝলঝল করছে। মায়া শশীর হাতের সাথে নিজের
হাতের তুলনা করলো। মায়া হাতটা হালুদে ফর্সা বলে
মায়ার মন কেমন অসন্তোষ্ট হলো। শশীর মতো
সাদা ফর্সা হলেই তো মায়া শশীর বরাবর হতে
পারতো। মন খারাপে সারাটা রাস্তা মায়া ঘুমের ভান
ধরে শশীকে এড়াতে জুইয়ের কাঁধে মাথা ফেলে
ছিল। কিন্তু শশীর মায়ার কষ্টটা দ্বিগুণ বাড়িয়ে
জুইয়ের কাঁধ থেকে মায়ার মাথাটা নিজের কাঁধে
নিলো যাতে জুইয়ের কষ্ট না হয়। শশীর এতো ভালো
আচরণে মায়া সত্যি সত্যি কেঁদে বসল। ঘুমের মধ্যে
ফুঁপানো শব্দে শশী তাড়ানুড়ায় মায়ার কাঁধ চেপে
মুখে তুলে জিগ্যেসা করতে লাগল মায়ার কি হয়েছে?
কেন কান্না করছে সে? মায়াকে নিয়ে শশীর এতো
অস্থিরতা দেখে মায়ার কান্নার বেগ আরও বাড়লো।
মায়া কিভাবে বুঝাবে শশীকে যে, ওকে দেখেই তো
মায়ার কান্না পাচ্ছে। রাত নয়টা পেরিয়ে দশটার ঘরে।

ফাহাদদের তিন তলা বাড়িটি মেহমানে টাঁসা। বাড়ির বড়রা নিজ তলায় মেহমানদের খাবারের তদারকিতে ব্যস্ত। মুক্তাকে বসানো হয়েছে ফাহাদের পাশের ঘরটায়। মায়া জুই এতক্ষণ মুক্তার সাথেই বসে ছিল। কিন্তু মুক্তাকে এখন ফ্রেশ করাতে এসেছে ফাহাদের কাজিন ভাবিরা। সেজন্য মায়া আর জুই, সৈঁজুতি সঙ্গে দোতলায় ড্রয়িংরুমে সোফায় গিয়ে বসল। মায়ার মন খারাপে জুইয়ের পাশে চেপে বসে। ফাহাদের বাসায় এসেও মায়ার অবুঝ মন রিদের খোঁজ করেছিল। কিন্তু আয়নের কাছে জানতে পারলো রিদ বিয়ে বাড়িতে আসেনি। তাঁর এসব পছন্দ না। মায়া যে ফাহাদদের বাড়িতে আসল তারপরও তাঁকে একটা বার দেখতে আসল না রিদ। আসলে মায়া ঠিকই ভাবে রিদ খান মায়াকে পছন্দই করে না। মায়ার মন খারাপের মধ্যেই সৈঁজুতি টুথ অর ডেয়ার খেলার আয়োজন করে বসল। সোফার টেবিলে উপর বোতল রেখে তাতে সবাই গোল হয়ে বসল। মায়া অবশ্য খেলতে চাইল না। কিন্তু সৈঁজুতি মুখের উপর না করতে পারিনি বলে সেও চুপচাপ বসল। খেলায় মায়া, জুই, সৈঁজুতি, শ্রেয়া, আর সৈঁজুতির কয়েকজন

কাজিন বোনদের মধ্যে চলল। একত্রে খেলা যখন
জমে উঠল তখন মায়াও নিজের মন খারাপের দুঃখ
ভুলে গিয়ে আনন্দে মেতে উঠলো। উৎফুল্লতা নিয়ে
বোতল ঘুরিয়ে একেকজনকে টুথ অর ডেয়ার দিলো।
শেষ বার যখন জুই বোতল ঘোরাল তখনই দোতলার
ঘরের দরজা দিয়ে ড্রয়িংরুমে হাজির হলো রিদ,
রাদিফ, আয়ন। মেয়েদের খেলার হৈচৈয়ের মাঝে
সবাই প্রথমে ছেলে তিনজনকে তেমন লক্ষ্য না
করলেও শেষে যখন বোতল ঘুরে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে
থাকা রিদের মুখোমুখি পড়লো, তক্ষুনি মায়ার দৃষ্টি
গেল রিদের দিকে। মুখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি
হলো দু'জনের। রিদ মায়ার উৎফুল্লর মুখটার দিকে
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাকিয়ে। মায়া রিদের তীক্ষ্ণ নজরে হঠাৎই
গাল ফুলাল। সঁজুতি যখন বোতলটা তুলে আবারও
রাউন্ড দিতে নিবে তক্ষুনি বাঁধা দিল মায়া। সঁজুতি
মায়াকে বাঁধা দিতে দেখে আপত্তি জানিয়ে বলল...‘
আরে বোতলটা তো কারও দিকে ঘুরে পড়েনি মায়া।
বোতলের মুখ তো দরজা দিকে ঘুরে আছে। তাহলে
কাকে ধরবে তুমি?

মায়া বোতলটা দিক অনুসরণ করে দরজার সামনে
রিদের দিকে এক পলক আঁড়চোখে তাকিয়ে
সেঁজুতিকে আগুল দিয়ে রিদকে দেখিয়ে বলল...

‘ এখন তোমার ভাইয়ের টার্ন আপু। বোতল যার
দিকে ঘুরেছে এখন সে উত্তর দিবে আপু।

মায়া কথায় সবাই ঘাড় ঘুরে দরজা দিকে তাকাল।
দরজা সম্মুখে আয়ন, রাদিফের মধ্যস্থে রিদকে
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবাই চমকে উঠলো। সেঁজুতি
ভয়ে মায়াকে আবারও বাঁধা দিয়ে বলল...

‘ আরে এসব কি বলছো তুমি? রিদ ভাই কি
আমাদের সাথে খেলছে নাকি যে বোতল ঘুরলেই
হলো। তুমি ছাড়া এসব! আমি আবার নতুন করে
বোতল ঘুমাচ্ছি।

মায়া জেদি গলায় সেঁজুতি শুধিয়ে বলল...

‘ উনি উত্তর দিবে আপু!

সেঁজুতি কিছু বলার আগে শ্রেয়া মায়া হাত চেপে বাঁধা
দিয়ে বলতে চাইল...

‘ মায়া তুই রিদ ভাইকে এসবের মধ্যে টানিস না
বইন। রিদ ভাই যে রাগী মানুষ। তাকে...

শ্রেরার কথার ঢাঝেই ঢায়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে
থাকা রিদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে বলল...

‘ কাল রাতে কোথায় ছিলেন আপনি? ঢায়া প্রশ্ন করার
ধরণে, প্রশ্ন কম রিদ থেকে কৈফিয়ত চাওয়া বেশি
মনে হলো সবার। উপস্থিত সবাই কেমন বিস্ময়ে
ঢায়ার সাহসীকতার দিকে তাকিয়ে। শ্রেরা তো ভেবেই
নিয়েছে রিদ মস্ত বড়ো ঢকটা ধমক দিবে ঢায়াকে।
অথচ ঢায়ার ঢমন অদ্ভুত প্রশ্নটা করার কয়েক
সেকেণ্ড পরও পরিবেশ নিরব। রিদ কিছুই বলল না
ঢায়াকে। ঢায়া তখনো অস্থির নেয় উত্তরের আশায়
রিদের মুখের দিকে তাকিয়ে। রিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
খানিকটা নরম হয়ে আসলে ছয় সেকেণ্ডে ঢাথায়
নিরবতা ভেঙ্গে রিদ সবাইকে আবাক করে দিয়ে
ঢায়ার অদ্ভুত প্রশ্ন উত্তর দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল...

‘ রাতে আমি বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম।

‘ কোন বাড়ি?

‘ নিজ বাড়িতে!

‘ সাথে কে ছিল?

‘ আসিফ।

‘ ঢকা ঘুমিয়েছেন?

‘ হ্যাঁ।

‘ সত্যি?

‘ হুম!আহা কি প্রেম? আয়ন রিদের পাশে দাঁড়িয়ে হেঁসে বিরবির করে কথাটা বলল। চতুর রিদ চট করে আয়নের কথাটা শুনেই ভ্রু কুঁচকে তাকাল আয়নের দিকে। আয়ন রিদের দৃষ্টি বুঝে ফের গা জ্বালা ভাবে হাসল। রিদ বিরক্তি নিয়ে দৃষ্টি ঘুরাল মায়ার দিকে। মায়া কৈফিয়ত চাচ্ছে আর রিদ কৈফিয়ত দেওয়ার মতোন করে ভদ্রভাবে উত্তর দিচ্ছে দেখে হতভম্ব হয়ে একেক জন হা হয়ে গেল। একবার মায়ার দিকে তো অন্যবার রিদের দিকে তাকাচ্ছে। রিদের জীবনে সে কাউকে কৈফিয়ত দিয়ে কথা বলেছে কিনা সন্দেহ। অথচ মায়া কৈফিয়ত নেওয়ার মতো করে একটা পর একটা প্রশ্ন করেই যাচ্ছে আর রিদ তাল মিলিয়ে উত্তরও দিচ্ছে। এর মাঝে মায়া আবারও কৈফিয়ত চাওয়া মতো করে মিনমিন গলায় বলে...

‘ কাল রাতে ফোন কই ছিল আপনার?

‘ আসিফের কাছে।

‘ মিথ্যা।

মায়া আর কিছু বলবে পাশ থেকে আয়ন ফোঁড়ন কেটে মায়াকে শুধিয়ে বলল...‘ রিদের ফোনটা রাতে আমার কাছে ছিল। আসিফ দিয়েছিল। আমি শশীকে দিয়েছিলাম রাখতে।

রিদকে ঘিরে মায়ার সকল ভুল গুলো মূহূর্তে ঝরঝর করে ভাঙ্গা কাঁচে নেয় ভেঙ্গে গেল। মায়া সারাদিনের মন খারাপ গুলো মূহূর্তে শেষ হয়ে গেল। উজ্জ্বল আলোয় নেয় চকচক করে উঠলো মায়ার মুখশ্রী। ভুল ভেঙ্গে যাওয়ার মূহূর্তে লাজুকতায় চট করে হেঁসে ফেলল মায়া। রিদ দেখল মায়া মূহূর্তে পরিবর্তন হওয়া মুখটা। কিছু একটা আচণ্ড করে ফেললো সে। মায়া লাজুকতায় সিঁটিয়ে ফের রিদকে কিছু বলবে পাশ থেকে শ্রেয়া বিস্ময়ে টেবিলের নিচ থেকে মায়ার হাত চেপে বাঁধা দিয়ে বলল...

‘ বইন এবার থাম! আর আগাস না। রিদ ভাইরে তুই টুথ অর ডেয়ার নিতে পযন্ত দিলি না। তার আগেই গোয়েন্দা মতোন প্রশ্ন শুরু করে দিলি। আরে ভাই, টুথ নিলেও তো মানুষরে একটা বেশি প্রশ্ন করা যায় না আর তুই তো আসামির মতোন জেরা শুরু কইরা

দিছোস ভাইয়ের সাথে। বইন তুই একটু থাম, নয়তো আমার ভাই রাইগা যাইবো।

মায়া সত্যি সত্যি থেমে যায় আশেপাশের সবার হতবাক দৃষ্টি দেখে। সবাই যে এতক্ষণ রিদ-মায়াকে লক্ষ্য করছিল সেটা বুঝতে পেরেই মায়া আরও লজ্জা সিঁটিয়ে গেল। মায়া ধ্যান ভাঙতে হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিজের কাছে টানতে টানতে মিনমিন করে বলল...

‘এবার আমি দেয়।

মায়ার বোতল রাউন্ডের মধ্যে হঠাৎ শশী আসল ট্রে-তে করে তিনটা গ্লাসে করে পানি নিয়ে। আয়ন, রাদিফের মতো করে রিদকেও দেখল সেই গ্লাসের পানি তুলে পান করতে। মূহুর্তে মায়ার মন খারাপ হয়ে যায় মুখে অন্ধকার ছেয়ে। রিদ খালি গ্লাসটা ট্রে-তে রাখতে রাখতে মায়ার অন্ধকার মুখটা পরখ করে নিল। রাত প্রায় বারোটা ছুঁই ছুঁই। ক্লান্তিতে সবাই সকাল সকাল শুয়ে পরেছে। মাযাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে মুক্তাদের পাশের রুমের সের্জুতি সাথে। বিগত কয়েকদিনের বিয়ের ঝামেলায় সবাই আজ একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পরলো। তবে ঘুমিয়েছে কিনা জানে

নেই। মায়া জুইয়ের পাশ থেকে উঠে বসল। ওড়নাটা
গায়ে চাদরের মতোন জড়িয়ে মাথায় কাপড় টানল।
উদ্দেশ্য তিনতলায় উঁকি মারবে। মায়া শুনেছে রিদ
তিন তলায় থাকছে। মায়া সঁজুতিকে দেখল শুয়ে
শুয়ে ফোন চালাতে। মায়া মনে মনে একটা বুদ্ধি বের
করে সঁজুতিকে বলল। মায়া উপরে যাবে শ্রেয়ার
কাছে। শ্রেয়া মায়াকে মেসেজ করেছে তিনতলায়
যেতে। দুজন মিলে একটু ছাদে হাঁটাহাঁটি করেই
আবার চলে আসবে মায়া। সঁজুতি আর নিষেধ
করলো না। মায়াকে যেতে দিয়ে ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে
পড়লো। মায়া দোতলা ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে
আশেপাশে তাকাল। মানুষের কলরব শুনা যাচ্ছে,
তবে কম। হয়তো সবাই শুয়ে পরেছে এজন্য কম
শব্দ পাচ্ছে মানুষের। মায়া আশেপাশের ফ্ল্যাটের দিকে
তাকাল। সবগুলো ফ্ল্যাটের দরজা চাপানো ভিতর
থেকে। ধাক্কা দিলেই খোলে যাবে। এমনতর অবস্থায়
মায়া ভয় করলো তিন তলায় যেতে। আবার শ্রেয়া তিন
তলায় আছে ভেবে মনে সাহস জুগিয়ে আঙু ধীরে
হেঁটে গেল উপরে। ঠিক একই ভাবে তিনতলার
ফ্ল্যাটের দরজা গুলোও ভিতর থেকে চাপানোর ছিল

বলে মায়া আঙুঠে করে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকল।
আশেপাশে তাকিয়ে দেখল ড্রয়িংরুমে তেমন কেউ
নেই সবাই যার যার মতো করে রুমে গুয়ে। মায়া
জানে শ্ৰেয়া কোন গুয়ে। সঁজুতি সাথে যখন মায়া
উপরে এসেছিল তখন দেখেছিল শ্ৰেয়া কোন রুমে
গুয়েছে। এমনকি এটাও জানে রিদের কোন রুমটায়
থাকছে। মায়া ভাবল শ্ৰেয়া রুমে যাওয়ার আগে
রিদের রুমের সামনে একবার উঁকি মারবে।
লোকটাকে যদি দেখা যায় সেই আশায়। ভাবনা
অনুযায়ী মায়া শ্ৰেয়ার রুমে যাওয়ার আগে রিদের
রুমের দরজার সামনে গেল। দরজাটা ভিতর থেকে
চাপানো দেখে ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে
চাইল ভিতরে কে। বেশ করে উঁকিঝুঁকি মেরেও যখন
মায়া সুবিধা করতে পারলো না, তখন মায়া দরজার
ফাঁকে একচোখ রেখে উঁকি মারতেই পিছন থেকে
কেউ মায়ার মাথা ঠুকা মারতে মারতে বলল...

‘হ্যালো ম্যাডাম। আমাকে খোঁজছেন?’

রিদ কঠে চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ ধর-ফরিয়ে পিছন
ঘুরতেই রিদের প্রশস্ত বুকের সাথে মায়ার মুখ ঠেকে
গেল। অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে ভারিটা খেয়েই মায়া

পিছিয়ে যেতে চাইল পিঠ ঠেকাল দেয়ালে। রিদ মায়ার পিঠের সঙ্গে লেগে দাঁড়ানোতে কান্ধিত এই ধাক্কাটা লাগে। রিদ জানতো এমনটা হবে। সে জেনে বুঝে মায়ার সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়েছিল। মায়া হঠাৎ রিদের উপস্থিতি পেতেই ভয়ে বুকে থুপথুপিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মিনমিনিয়ে মিথ্যা বলে বলল....

‘আমিতো শ্রেয়াকে খোঁজছিলাম। মনে করেছিলাম এই রুমে শ্রেয়া আছে।

‘তো পেয়েছেন শ্রেয়াকে?

‘না।’ শ্রেয়ার বদলে আমাকে দিয়ে চলবে? চাইলে আমার সাথে ঘুমাতে পারেন। আমার বেড কিন্তু পুরাই খালি।

রিদের কথায় মায়া উত্তর করলো না। শুধু লজ্জা সিঁটিয়ে নত মস্তিষ্কের হয়ে দাঁড়াল। গায়ের ওড়নাটা হাতে পেঁচিয়ে লজ্জায় হাসফাস করলো। রিদ মায়ার লজ্জা দেখে যা বুঝার বুঝে নিয়ে নিজের দু’হাত দেয়ালে ঠেকিয়ে মধ্যস্থে মায়াকে রেখে মায়ার মুখোমুখি ঝুঁকে পরে বলল....

‘ম্যাডাম কি জেনে বুঝে আমার কাছে আসেন? নাকি পাগলামো করতে করতে চলে আসেন? বুঝিয়েন কিন্তু

ম্যাডাম! আমি ছেড়ে দেওয়ার মানুষ না। রিদের কথায়
মায়া উত্তর করলো না। শুধু লজ্জা সিঁটিয়ে নত
মস্তিষ্কের হয়ে দাঁড়াল। গায়ের ওড়নাটা হাতে পেঁচিয়ে
লজ্জায় হাসফাস করলো। রিদ মায়ার লজ্জা দেখে যা
বুঝার বুঝে নিয়ে নিজের দু'হাত দেয়ালে ঠেকিয়ে
মধ্যস্থে মায়াকে রেখে মায়ার মুখোমুখি ঝুঁকে পরে
বলল....

‘ ম্যাডাম কি জেনে বুঝে আমার কাছে আসেন? নাকি
পাগলামো করতে করতে চলে আসেন? বুঝিয়েন কিন্তু
ম্যাডাম! আমি ছেড়ে দেওয়ার মানুষ না।

মায়া লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে নুইয়ে গেল। গলা শুকিয়ে
এলো তৃষ্ণার্তে। তারপরও রিদকে বুঝতে দিতে চাইল
না যে মায়া রিদের জন্যই এসেছিল এখানে। বরং
রিদকে মিথ্যা বলতে চেয়ে রিনরিনিয়ে গলায় বলল
মায়া...‘ আমি তো শ্রমের জন্য এসেছিলাম। ওহ নেই।
আমি এখন যায়।

আগের নেয় রিদ একই সুরে বলল...

‘ যাবেন কেন ম্যাডাম? আরেকটু থাকেন। ভালোই
তো লাগছে। শ্রম নেই তো কি হয়েছে? আমি তো
আছি। সুন্দরী বিয়াইনের সঙ্গ দিবো।

বলেই রিদ এমন ভাবে মায়ার গলা বেয়ে নিচে
তাকাল, যেন মায়ার ওড়না বেঁধ করে রিদ সবকিছু
দেখে নিচ্ছে। অথচ মায়ার গায়ে বড়ো ওড়নাটা কাঁধ
জড়িয়ে দুপাশে টানা। মায়া রিদের দৃষ্টিতে অস্বস্তিতে
পড়ে হাত কচলিয়ে মিনমিন গলায় বলল..

‘আপনার দৃষ্টি বাজে।

রিদের তৎক্ষণাৎ উত্তর আসলো....

‘আমার দৃষ্টি বাজে বলেই তো আপনাকে নষ্ট চোখে
দেখি ম্যাডাম। নয়তো ভালো হলে তো দূরেই
থাকতাম। কাছে আসতাম না।

মায়া মিনমিন করে বলল...

‘আমি তো বিবাহিত।‘ আমার বিবাহিত মেয়েই
পছন্দ। সেজন্য তো আপনাকে পরকীর প্রস্তাবটা
দিলাম। ম্যাডাম কি রাজি?

মায়া মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি দিতে দিতে আগের নেয়
মিনমিন করে বলল...

‘না! আমার আপনার মতোন সিঙ্গেল ছেলেদের পছন্দ
না।

‘সিঙ্গেল কোথায় ম্যাডাম? আপনি আমার পরকীর
প্রস্তাবটা এক্সেপ্ট করলেই আমি সিঙ্গেল হয়ে যাব।

তারপর দুজন মিলে সোজা ৰুমে। আমার বেডটাও
খালি। সারারাত আপনাকে শিখাব-পড়াব কিভাবে
পরকীয়া করতে হয়। এর মাঝে দুজনের শারিরীক
এক্সারসাইজও হয়ে যাবে। পরকীয়া মানে বুঝেন তো
ম্যাডাম? কি করতে হয় জানেন তো?রিদের বেফাঁস
ইঙ্গিত মূলক কথায় মূহুর্তে মায়ার নাক মুখ খিঁচে
নিলো অতি লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে। মাথা নুইয়ে দু'হাতে
মুঠোয় ওড়নার আঁচলটাও পিষল। কেমন একটা
অস্থিরতায় মায়া আছড়ে পড়ছে। ভিতরটা ভয়ে
ধুকপুক করছে। রিদের কথার ইঙ্গিত বুঝার মতোন
বয়স মায়ার হয়েছে। সে এসব বুঝে। এতোদিন
রিদের পরিচয় জানতো না বলেই মায়া রিদের মুখে
মুখে উত্তর করতে পারছে। কিন্তু এখন মায়া রিদের
পরিচয় সম্পর্কে অবগত হয়েই মুখ চালাতে পারছে
না। বরং মায়া ইহজীবনে রিদের সাথে কখনো তর্ক
করবে না বলে প্রতীক্ষাও করেছে। কারণ রিদ
মায়াকে এমনই বেয়াদব বলে জানে। নিজের ফোনেও
মায়ার নাম্বারটা সেইভাবেই সেইভ করা। মায়াকে
কতোটা বেয়াদব বউ ভাবলে রিদ এই ভাবে মায়ার
নাম্বাটা সেইভ করে তা জানা নাই মায়ার। মায়া

এতোদিন না জেনে-বুঝেই রিদের সঙ্গে তর্ক করেছিল। কিন্তু এখন জামাইর পরিচয় পেয়ে মুখ চালিয়ে তর্ক করে আর বেয়াদব হবে না। বরং মায়া বাধ্য বউ হয়ে থাকবে ওর নেতা সাহেবের। মায়া আর মুখ চালাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিলেও নিজের ভিতরকার অস্থির ছটফটে উত্তেজনা হয়ে যাচ্ছে বারবার। আর কিছুক্ষণ এইভাবে রিদের সামনে থাকতে নিশ্চিত মায়ার চতুর জামাই বুঝে যাবে মায়ার মতিগতি। মায়া রিদকে বুঝতে দিতে চাই না নিজের ভিতরকার অবস্থার কথা। বরং এই মূহুর্তে রিদ থেকে পালাতে চাইল। ‘আমি নিচে যাব।

রিদ মায়ার অস্থিরতা দেখেই বলল...

‘ম্যাডাম কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন? অল্পতে ভয় পেলে চলবে বলুন? আমার এখনো কতো কিছু করা বাকি। আর আপনার কতো কিছু সহ্য বাকি। আমি তো আপনার জান খাওয়ার ধাক্কায় আছি, আর আপনি জান নিয়ে পালাতে চাচ্ছে।

কথা গুলো বলতে বলতে রিদ মায়ার সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। স্পর্শের দুজনের শরীর ছুঁয়ে যেতেই মায়া সর্বাঙ্গ নাড়িয়ে কেঁপে উঠল রিদের

শরীরে স্পর্শে। মূহুর্তে মায়া রিদের ভয়ে দেয়ালের
সঙ্গে সেঁটে গেল কম্পিত দেহময়ে। রিদ অনুভব
করতে পারলো মায়ার কম্পিত শরীরের আঁচ। নিস্তব্ধ
দ্রয়িংরুমে যেন বাক্সার তুললো দুজনের উষ্ণ নিশ্বাসে
শব্দ। সেই উষ্ণতা আরও বাড়িয়ে দিল রিদ। হাত
বাড়িয়ে দেয়ালের সুইচ চেপে আলোড়িত দ্রয়িংরুমটি
মূহুর্তে ঘোর অন্ধকার করে তুলিয়ে দিল। মায়া চমকে
উঠল। অজানা ভয়ে ফের বুক ধড়ফড় করলো। রিদ
মায়ার ভয় বাড়িয়ে দিয়ে মায়ার খুঁতি ধরে লজ্জায়
নুইয়ে যাওয়া মুখটা ধরে উপরের তুলল। ভয়াত মায়া
আরও ভয়াত হলো। শরীর শক্ত করে চোখ খিঁচে বন্ধ
করে নিলো। রিদ আবছায়া আলোয় মায়ার সুন্দর
মুখটা দেখল। মুখমুখি হওয়ার দারুণ রিদের উষ্ণ
নিশ্বাসের বাতাস মায়ার মুখে অনুভব করতেই মায়ার
তরতর করে কাঁপল। রিদের ঘোর লাগা চোখে মায়ার
কম্পিত চোখ জোড়া দেখল। হাত বাড়িয়ে মায়ার
মসৃণ গালে স্পর্শ করল। অপর হাতটা নেমে আসল
মায়া কোমরে। রিদ চোখ আওড়িয়ে মায়ার মায়াময়
মুখ আবারও একবার দেখল। তার অবাধ্য মন আরও
অবাধ্য হলো। রিদের মনে হচ্ছে তার অবাধ্য মন,

অবাধ্য বউটাকে কাছে পাওয়ার খুশিতে আত্মহারা
হয়ে তার বুক থেকে লাফিয়ে না বেড়িয়ে যায়।
তাহলে তার সম্মান আর কিছুই থাকবে না। এই
বেয়াদব বউটা চট করে বুঝে যাবে রিদের কথা তার
অবাধ্য মনটাও শুনে না। আসলে তার মন কথা শুনে
তাঁর বউয়ের। তখন রিদের দুর্বলতা বুঝে যাবে। যেটা
রিদ চাচ্ছে না তার ব্যক্তিত্বের বাহিরে গিয়ে এই নারী
তার দুর্বলতা বুঝুক। তাছাড়া রিদের মনের সাথে তাঁর
চোখ দুটোও চরম বেহায়া। সারাক্ষণ অস্থির হয়ে
কিভাবে বউকে খোঁজে বেড়ায়। এতো অবাধ্যের মাঝে
রিদ যে কিভাবে বাধ্য থাকবে সেটাই বুঝে পায় না।
মাঝে মাঝে তো রিদের নিজের জন্যই মায়া হয়। সে
কিভাবে এতো অবাধ্যদের মাঝে পড়ে গেল। তাঁর মন
কথা শুনে না, চোখ কথা শুনে না, হাত কথা শুনে
বউকে ছুঁতে চাই, তার শরীরটাও কেমন বউ বউ।
সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, তার অবাধ্য বউটাই তার
কথা শুনে না। রিদের ঘোর লাগা মন ঠিকরে উঠলো
মায়ার তিরতির করা কম্পিত ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে।
ঘোর লাগার মতোন আসক্ত হয়ে হাতের উল্টো পিঠ
ছুঁয়াল মায়ার গালে। গালে পড়া মায়ার চুল গুলো

হাতের উল্টো পিঠে সরিয়ে দিতে দিতে রিদ শব্দ করে চুমু খেল মায়ার গালে। জীবনের প্রথম চুমু রিদ থেকে পেতেই মায়ার কম্পিত শরীরের কম্পন আরও বাড়ল। শরীর শক্ত করে নিশ্বাস নিতে ভুলে গেল ভয়ে আর উত্তেজনায়। রিদ মায়ার অপর গালেও ঠিক আগের নেয় শব্দ করে চুমু খেল। মুখ উঠিয়ে মায়ার কম্পিত চোখের দিকে তাকিয়ে বলল... ‘শরীর ছাড়ো। রিদের কথা মায়ার অবধি পৌঁছাল কিনা বুঝা দায়। ভয়ে মায়া শরীর নরম করার বদলে আরও খিঁচে শক্ত করে পড়ে রইল রিদের বক্ষে। নিশ্বাস তখনো আঁটকে রেখেছে কাঁপতে কাঁপতে। রিদ মায়ার কপালে শব্দ করে ঠোঁট ছুঁয়ে নেমে আসল দু-চোখের পাতায়। তিরতির করা দু-চোখের পাতায়ও একভাবে ঠোঁট ছুঁয়ে নাকে নামতেই রিদ সেখানে শক্ত করে কামড় বসিয়ে দিয়ে মোহিত গলায় বসল...

‘নিশ্বাস ছাড়ো। মায়া নিশ্বাস ছাড়ার বদলে বরং আরও আঁটকে রাখল। মায়ার বেগতিক কম্পন বলছে এই মুহূর্তে রিদকে কতোটা ভয় পাচ্ছে ওহ। তারপরও রিদ ছাড়ল না মায়াকে। বরং কামড়ে দেওয়া জায়গায় শব্দ করে ছোট চুমু খেয়ে নেমে

আসল মায়ার লাল ওষ্ঠে। বিয়েতে দেওয়া মায়ার লাল
টকটকে লিপস্টিক এখনো লেগে আছে ঠোঁটে। রিদ
সেদিকে তাকিয়ে আরও আসক্ত হলো। শক্ত হাতে
মায়ার গাল চেপে ঠোঁট উঁচাল। একত্রে মায়ার ঠোঁট
জোড়া মুখে নেওয়ার চার কি পাঁচ সেকেন্ড মাথায়
মায়া বেহুশ হয়ে ঢলে পড়তে নিলেই রিদ এলোমেলো
ভাবে তৎক্ষণাৎ মায়ার দুবাহু চেপে আঁকড়ে ধরলো।
মায়ার দীর্ঘ সময় ধরে নিশ্বাস আঁটকে রাখায় ফলে
এখন জ্ঞান হারাল। রিদ মায়ার দুবাহু টেনে বুকে
চেপে ধরতে ধরতে চট করে রিদের মেজাজ বিগড়ে
গেল। অপরের হাতে নিজের ভেজা ঠোঁট জোড়া
মুছতে মুছতে রাগে তিরতির করে দাঁতে দাঁত পিষল।
জীবনের প্রথম চুমুটা সে করতে পারলো না বলেই
তার মেজাজ গরম হচ্ছে। রিদ বলেছিল নিশ্বাস
ছাড়তে। বেয়াদব মহিলা ছাড়েনি। তার কথা শুনেনি।
সেজন্য জ্ঞান হারাল। বাল! নিশ্বাস আঁটকে কে চুমু
খায়? বেহুশ তো হবে। তিরতির মেজাজে রিদ চট
করে মায়াকে কোলে তুলে হাঁটল বাহিরের দিকে। সে
আর এখানে এক মূহুর্তে জন্যও থাকবে না। অন্যের
বাড়িতে সে থাকতে পারে না। তাঁর ঘুম আসে না।

বউয়ের জন্য এই বাড়িতে এসেছিল, এখন বউ নিয়ে
সে চলে যাবে। এই বেয়াদব নারীকে সে তার কাছে
নিয়েই যে গতি করার করবে। কিন্তু তারপরও এখানে
রেখে যাবে না। রিদের বের হওয়ার পথে আয়ন
রাদিফ নিচে ড্রয়িংরুমে সোফায় বসে ছিল। দুজনই
রিদের অপেক্ষায় ছিল। রাদিফ রিদের বাসায় যাবে।
আর আয়ন রিদের সঙ্গে বেড়িয়ে যাবে নিজের
হসপিটালের উদ্দেশ্যে। আয়ন মূলত ফাহাদের বিয়েতে
আসার আরও একটি কারণ ছিল জুই। কিন্তু এখানে
আসার পর থেকে জুই কেমন আয়নকে এরিয়ে
চলছে। অপরিচিত মতোন ব্যবহার করছে। যেটা
মোটোও আয়নের ভালো লাগেনি। সবচেয়ে খারাপ
যেটি লেগেছিল সেটি হলো, জুই আয়ন থেকে
রাদিফকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছিল। রাদিফের কথায় জুই
লজ্জাও পাচ্ছিল। অথচ যে লজ্জাটুকু জুই আয়নের
কথায় পাওয়ার ছিল সেটা রাদিফের কথায় কেন
পাচ্ছে সেটাই বুঝতে পারছি না আয়ন। এমনটা তো
হওয়ার কথায় নয়। জুই নিজেই আয়নের সঙ্গে
যোগাযোগ করেছে এতোদিন। আয়নকে গুরুত্ব
দিয়েছে। প্রতিনিয়ত আয়নের খোঁজ নিয়েছে।

আয়নের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে বলেই আয়ন জুইয়ের সাথে একটা সম্পর্কে জড়িয়েছে। আয়ন বা জুই দুজনের কেউ কাউকে বলেনি যে, তাঁরা একে অপরকে ভালোবাসে। বা বিয়ে করতে চায়। অনুভূতির আদান প্রদান হয়নি দুজনের কারওই। তারপরও দুজনই বুঝে তাঁরা একে অপরের মায়ায় জড়িয়ে পরেছে। আয়ন থেকে জুই বেশি আয়নের মায়ায় জড়িয়েছে সেটা রোজ জুইয়ের মুখেই শুনা যায়। একদিন আয়ন ব্যস্ততার জন্য ফোন করতে না পারলে জুই কাঁদে। মন খারাপ করে। রোজ নিয়ম করে জুই আয়নের ফোনের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে। মূলত জুইয়ের এতো আগ্রহ দেখে আয়ন বাধ্য হয় জুইয়ের মায়ায় জড়াতে। দুজনের রাতের ফোনালাপ ব্যাঘাত ঘটে বলে আয়ন জুইয়ের জন্য নাইট ডিউটি ছেড়ে দিয়ে দিনে শিফট হয়েছে। দুজন রাতভর ফোনালাপ করতে পারে সেজন্য সে নাইট ডিউটি আর করে না। তারপরও মাঝেমধ্যে রাতের একবার করে হলেও হসপিটালের যায়, তার কারণ নিজেদের হসপিটাল বলে সে দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে থাকে না। এই যেমন আজ আয়ন একবার যাবে

নিজেদের হসপিটালের তদারকি করতে। কিন্তু ফাহাদের বাসায় আসার আগেও জুইয়ের সঙ্গে আয়নের ফোনে কথা হয়েছিল। জুই বলেছিল আয়নকে তাড়াতাড়ি আসতে, সে নাকি অপেক্ষা করছে আয়নের পথ চেয়ে। অথচ আয়নের এই বাসায় এসেছে বিগত তিন ঘন্টার উপর হলো। এই নিয়ে জুই একবারও আয়নের সঙ্গে আগবাড়িয়ে কথা বললো না। বরং আয়নকে এরিয়ে রাদিফকে গুরুত্ব দিল। রাদিফের সঙ্গেও জুই বেশ কথা বলনি। তবে যতটুকু কথা বলেছিল, জুইয়ের আচরণে মনে হয়েছিল আয়নের জন্য জুই রাদিফের সঙ্গে বেশি কথা বলেনি নয়তো আরও কথা বলতো। মূলত আয়ন বুঝতে পারছে না জুই এমন অপরিচিত মতোন আচরণ কেন করছে আয়নের সঙ্গে। তাঁকে ফোনে ভালোবাসার লোভ দেখিয়ে সরাসরি সাক্ষাৎতে কেন পিছু হাঁটে? আয়ন তখনকার ঘটনাকে এরিয়ে রাদিফের সঙ্গে ফাহাদদের নিচ তলায় ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে ছিল। টুকটাক কথাও হচ্ছিল রাদিফের সঙ্গে। এরিমধ্য আয়নের আগে রাদিফের চোখে পড়ল রিদকে বেরিয়ে যেতে বেহুশরত মায়াকে কোলে

নিয়ে। চমকে উঠার মতোন সোফা ছেড়ে লাফিয়ে
দাঁড়াল রাদিফ। রিদের কোলে মায়াকে দেখে মৃদু
চোঁচিয়ে আগুল তাক করে সেদিকে দেখিয়ে তৎক্ষণাৎ
আয়নকে বলল। ‘রিদ ভাইয়ের কোলে ওটা ফাহাদ
ভাইয়ের ছোট শালী না ব্রো?

আয়ন রিদকে চলে যেতে দেখে দুষ্ট হেঁসে সেও উঠে
দাঁড়াল। রাদিফের কাঁধে চাপড় মারতে মারতে বলল...
‘ইয়েস ব্রো।

আয়নের সম্মতিতে রাদিফের মাথায় যেন আকাশ
ভেঙ্গে পড়ার মতোন চমকে উঠলো। রিদ আর প্রেম?
সর্বনাশ! এতো কিছু কখনো হলো? রাদিফের রিদ
ভাই প্রেম করছে? আর সে জানে না সেটা আল্লাহ।
এতো কিছু হয়ে যাচ্ছে রাদিফ এখনো টেরও পেল
না? রাদিফ অবিশ্বাস্য গলায় আয়নকে শুধিয়ে বলল...

‘রিদ ভাই প্রেম করছে?

‘নাহ! সংসার করছে।

অবিশ্বাস্য গলায় ফের মৃদু চোঁচাল রাদিফ...

‘কিহ? রিদ ভাই বিয়ে করেছে? কবে? কখন? তুমি
কি আমাকে মিথ্যা বলছো আয়ন ভাই?

‘তোকে মিথ্যা বলে আমার লাভ?

আয়নের কথা বিশ্বাস করতে রাদিফের কষ্ট হলো।
তারপরও শিওর হওয়ার জন্য আগের নেয় অবিশ্বাস্য
গলায় বলল..

‘ রিদ ভাই কি ফাহাদ ভাইয়ের ছোট শালীকে বিয়ে
করেছে? আমাদের বিয়াইনকে?

‘ তোর বিয়াইন কিভাবে হয় বলদ? তোর তো ভাবি
হবে। বড়ো ভাইয়ের বউকে বিয়াইন ডাকিস। ভাবি
ডাক। আয়নের কথায় অবিশ্বাসে রাদিফের মাথা ঘুরে
যাবার মতোন। রিদকে আজ এতো বছর ধরে বিয়ে
করাতে পারছে না। অথচ এখন শুনছে সেই রিদ ভাই
নাকি বিয়ে করে, সংসারও করছে। তাদের মা যদি
শুনে রিদ লুকিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে নিশ্চয়ই এর
জন্য রেগে যাবে। রাদিফের মাও তো রাগী মানুষ।
তাদের বাবাও রাগি তবে সবসময় রাগটা প্রকাশ করে
না। কেমন গম্ভীর মুখে শান্ত থাকেন তিনি। কিন্তু
তাদের এডভোকেট মা তো রিদের বিয়ের কথাটা
শুনলেই রেগে যাবে। তাছাড়া শশীর কি হবে? সে-তো
রিদের বর্তমান ফিয়সে। রাদিফ অস্থির চিত্তে পুনরায়
বলল...

‘ শশীর কি হবে আয়ন ভাই? রিদ ভাই তো আর শশীকে বিয়ে করতে চাইবে না? আমি বিয়ে করে ফেলি শশীকে?

সিরিয়াস কথার মাঝে রাদিফের খেয়ালি কথায় বিরক্ত বোধ করলো আয়ন। রাদিফের মাথায় ঠুকা মারতে মারতে বলল...‘ তোর না গার্লফ্রেন্ড আছে ধান্কাবাজ? রাদিফ মাথা ঘষে সিরিয়াস গলায় বলল....

‘ দরকার হলে দুটো বিয়ে করবো আয়ন ভাই। গার্লফ্রেন্ডকে রাখব, শশীকেও রাখব।

‘ শশী শুনলে তোকে ঝাডু পেঠা করবে বেয়াদব।

‘ তাহলে আমি আম্মুকে বলে দিব রিদ ভাই প্রেম করছে। তাহলেই আম্মু আমাকে বিয়ে করায় দিবে। এমনিতে রিদ ভাইয়ের জন্য আম্মু আমাকে বিয়ে করাচ্ছিল না। এখন তো রাস্তা পরিষ্কার। কিন্তু এর আগে রিদ ভাইকে ধরতে হবে। ভাইতো আমাকে রেখেই চলে যাচ্ছে। রাতে আমি ঘুমাব কোথায়?

কথা গুলো বলতে বলতে রাদিফ দৌড়ে লাগাল দরজার দিকে। পিছন থেকে আয়ন খানিকটা চেষ্টা করে রাদিফের উদ্দেশ্য বলল...

‘ আজকের জন্য রিদকে ভুলে যাহ রাদিফ। তোর
ভাই এখন বউ পেয়েছে। তাকে সঙ্গে নিবে না সে।
আজ তাকে এখানেই ঘুমাতে হবে। আয়ন হাসতে
হাসতে রাদিফের দৌড়ে চলে যাওয়া দেখল। রাদিফ
তাড়াহুড়ো দৌড়ে গিয়েও রিদের লাগাল পেল না।
বরং দৌড়ে গিয়ে দেখল রিদের গাড়ি ততক্ষণে গেইট
দিয়ে বেড়িয়ে গেছে। পিছন থেকে রাদিফ যে এতো
করে ডাকল তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে কিন্তু রিদ
তো শুনলোই না। বরং গাড়ি স্পিডে টেনে রিদ চলে
গেল। রাদিফ মন খারাপ করে পুনরায় হাঁটল
ফাহাদদের বাড়ির পথে। আজকে সে আর রিদের
বাসায় যেতে পারবে না কাল সকাল ছাড়া। সময়টা
একটার ঘরে। চাঁদ বিহীন আকাশটা অন্ধকারে
তলিয়ে। তবে যান্ত্রিক শহর ঢাকা, রাত যাহ দিনও
তাই। মানুষের চলাচলে কোনো কমতি নেই।
রাস্তাঘাট বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল। মানুষজনের
সমাগমের ভরপুর। আয়ন এই রাতে হাসপিটালের
উদ্দেশ্যে বের হচ্ছিল। পাকিং এরিয়া থেকে গাড়িটা
রাস্তায় নামিয়েও কি মনে করে থেমে যায়। মনটা
আজ একটু বেশি খারাপ আয়নের। তার কারণটা

অবশ্য জুঁই। আয়নের প্রতি জুইয়ের অপরিচিত
আচরণ আয়নের মন ভাঙ্গনের কারণ। সে জুইকে
ভালো না বাসলেও জুইয়ের মায়া জড়িয়ে পড়েছে
বেশ করে। জুইয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে
রোজকার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে জুই। এখন জুইকে
ছাড়া তার চলা মুসকিল। বলতে গেলে অচল। আয়ন
দম ধরে কিছুক্ষণ গাড়িতে বসে রইল। পর পর বুক
ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে পাশের সিট থেকে নিজের ফোনটা
হাতে তুলল। ডায়াল নাম্বারের জুইয়ের নাম্বারটা
খোঁজে কল দিয়ে কানে ধরল। এই মূহুর্তে জুইয়ের
সাথে কথা বলা প্রয়োজন আয়নের। আয়ন একটা
জিনিস লক্ষ করেছে জুই আয়নকে ফোনে যতোটা
আপন মনে করে কথা বলে, দুজনের সরাসরি দেখা
হলে ততটাই অপরিচিত মতোন আচরণ করে জুই।
সেটা কেন করে এই কথাটা জুইকে একান্ত জিজ্ঞেসা
করতে চাই বলে আয়ন হসপিটালের যায়নি। বরং মন
ছটফটের ভাবটা কমাতে চেয়ে জুইয়ের সাথে একান্ত
কথা বলা প্রয়োজন বলে আয়ন জুইকে কল দিল।
পরপর রিং হতেই ওপাশ থেকে ঘুম ঘুম কণ্ঠে ফোন
রিসিভ করলো জুই। ‘আসসালামু আলাইকুম।

জুইয়ের ঘুম জড়ানো কণ্ঠের সালাম পেয়েই আয়নের
বুক শীতল হলো। মনে মনে সালামের উত্তর দিয়ে
আয়ন গম্ভীর কণ্ঠে বলল....

‘ নিচে আসুন জুই। আমি অপেক্ষা করছি।

আয়নের গম্ভীর কণ্ঠে ধড়ফড়িয়ে শূয়া থেকে উঠে
বসল জুই। কান থেকে ফোন উঠিয়ে নাম্বারটা এক
পলক দেখে নিতেই ভালো লাগা চেয়ে গেলো মনে,
ফ্রিনে রাদিফের নামটা দেখে। কিঞ্চিৎ লজ্জা পাওয়ার
মতোন পাশে ঘুমিয়ে থাকা সঁজুতির দিকে তাকাল।
মায়াকে নিজেদের পাশে না দেখে ভাবল, মায়া হয়তো
শ্রয়ার কাছে গেছে। তখন মায়া বেড়িয়ে যাওয়ার
সময় সঁজুতির সাথে কথা গুলো ঘুমের মধ্যেই
জুইয়ের কানে এসেছিল বলে মায়াকে নিয়ে জুই
অতো টেনশন করল না। তবে আয়নকে রাদিফ ভেবে
পুনরায় ফোনটা কানে তুলল। লজ্জা পাওয়ার মতোন
করে ফিসফিস বলল...‘ এতো রাতে আসব?

‘ হুম।

‘ যদি বাড়ির কেউ আমাদের দেখে ফেলে তাহলে...
জুইয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই আয়ন বলল...

‘ কেউ দেখবে না জুই। আমি আছি, আপনি আসুন।

‘ কোথায় আসব?

‘ গেইট সামনে আসুন। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি।

আয়ন কল কেটে দিতেই জুই বিছানার পাশ থেকে ওড়না নিয়ে গায়ে জড়াল। কাঁধের দুপাশে ওড়নাটা জড়িয়ে সঁজুতি দিকে তাকাল। সঁজুতির ঘুমের গভীরতা পরখ করে পা টিপে টিপে চোরের মতোন করে বের ঘর থেকে। চারপাশে নিস্তর্রতা দেখে জুই খানিকটা স্থস্থির হলো। তারপরও আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সাবধানে পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে গেল নিচে। বিয়ে বাড়ি হলেও চারপাশে বাড়ির জনকে কোথাও দেখল না জুই। তবে নিচের কক্ষগুলো হতে মানুষের কথা ভেসে আসছে। জুই বুঝল বাড়ির মানুষ ক্লান্ত বিদায় যার যার রুমে রেস্ট নিচ্ছে। তবে এখনো ঘুমাই নি। বাড়ির বড়োরা জাগ্রত আছে ভেবেই জুইয়ের বুক টিপ টিপ করল ভয়ে। যদি কোনো কারণে এতো রাতে জুই রাদিফের সঙ্গে একত্রে ধরা পড়ে যায় তাহলে বিশ্রী একটা কান্ড ঘটে যাবে এই বাড়িতে। বোনের নতুন সংসারেরও জুইয়ের জন্য ঝামেলাও হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা জুইয়ের বাপ-চাচার কানে এসব গেলে ওর গলা চেপে

বিয়ে দিয়ে দিবে। নিজের অবস্থানের কথা চিন্তা
করেই জুইয়ের বুক কাঁপল ভয়ে। সেই ভয়ের আভাস
জুইয়ের চোখে মুখেও ফুটে উঠল। ওড়নার এক
টুকরো আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে
সতর্কের দৃষ্টিতে চারপাশে তাকিয়ে বেড়িয়ে গেল
বাহিরে। অদূরে ফেইরী লাইটের ছাঁদে নিচে কাউকে
জড়সড় হয়ে হাঁটতে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল আয়ন।
গাড়ি সাথে এতক্ষণ পিঠ ঠেকিয়ে জুইয়ের জন্য
অপেক্ষা করছিল সে। জুইয়ের গায়ে সাদা জামাটা
যেন জুইয়ের গায়ের রঙ্গের সাথে মিলে গেল। আয়ন
এক দৃষ্টিতে জুইয়ের হেঁটে আসা পায়ের দিকে
তাকিয়ে রইল। বাসার সেডেল পরিহিত জুইয়ের পা
জোড়া ঝলমল করছে একজোড়া রুপার নুপুর।
সেখান থেকে হাল্কা শব্দ ভেসে আসছে কানে।
সেলোয়ারটা একটু উপরে পড়ায় ফর্সা পা গুলো
দৃশ্যমান আয়নের চোখে। দূর থেকে আয়নকে দেখে
চিনতে না পারলেও মুখোমুখি এসে রাদিফের জায়গায়
আয়নকে দেখে মূহুর্তে ভয়ার্ত হলো জুই। ইতস্ততায়
অল্প একটু থেমে আবারও জড়তার পা ফেলে সামনে
এগোতে এগোতে আশেপাশে তাকিয়ে রাদিফকে

খোঁজল। জুই মনে করলো রাদিফের সঙ্গে আয়ন এসেছে। হয়তো আশেপাশে কোথাও রাদিফও আছে। কিন্তু তারপরও জুই আয়নকে ভয় পেল। বয়সে আয়ন ফাহাদের চেয়েও বড়ো। এতো বড়ো মানুষের সামনে রাদিফের সঙ্গে কথা বলাটা দৃষ্টি কঠোর দেখাতে পারে বলে জুই জড়াতায় হাসফাস করলো। রাদিফ কেন আয়নকে সঙ্গে রাখল সেটাও বুঝল না। জড়তার জুই কাছাকাছি আসতেই দেখেই আয়ন জুইয়ের দিকে তাকিয়ে ওকে নিয়ে জুইয়ের জড়তাটুকু দেখলো। জুই সবসময়ই এমন করে আয়নের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে। জড়তায় সিঁটিয়ে যায়। আয়নের সঙ্গে অপরিচিত মতোন আচরণ করে। তখন আয়নের মনে হয় জুই আয়নের সাথে সম্পর্কের কথাটা হয়তো ভুলে যায় নয়তো ফোনে এতো আগ্রহ দেখিয়ে সরাসরি কেন ইগনোর করবে। বেশ দূরত্ব রেখে জুইকে সামন-সামনি দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে আয়ন ডেকে বলল...‘ কাছে আসুন জুই।

চমকে উঠার মতোন জুই আয়নের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলা বলল।

‘ জ্বি আমি?

‘ জ্বি।

জুই হাসফাস করে ভয়ে ভয়ে আশেপাশে তাকিয়ে
আবারও রাদিফকে খোঁজল। আয়ন জুইয়ের খোঁজা
খুঁজির ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই তীক্ষ্ণ গলায় বলল...

‘ জুই আপনি কি কাউকে খোঁজছেন?

জুই ভয়ে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে ছোট করে
বলল...

‘ জ্বি।

আয়নের সন্দেহ বাড়ল। মূহুর্তে গম্ভীর হলো। ভারি
গলায় বলল...

‘ কাকে?

আয়নের হঠাৎ ভারি গলায় ভয় বাড়ল জুইয়ের।
গায়ের ওড়ানাটা আঙ্গুলে পেঁচাতে পেঁচাতে ইতস্ততায়
বলল...

‘ উনি কোথায় ভাইয়া?

‘ উনি কে জুই? কাকে খোঁজছেন আপনি?

হাসফাস করে আবার আশেপাশে তাকাল জুই। রাস্তা
এপাশ ওপাশ কাউকে দেখতে না পেয়ে জড়তায়
মিইয়ে বলল...

‘ আসলে...

জুইয়ের ভয় আর জড়তা বলছে সে এই মূহুর্তে
আয়নকে এখানে আশা করেনি। অথচ আয়ন নিজে
ফোন করে জুইকে নিচে আসতে বলেছিল। সেটা জুই
মেনেই নিচে আয়নের সঙ্গে দেখা করতে আসল।
তাহলে এখন ভয় পাচ্ছে কেন আয়নকে? আয়ন তীক্ষ্ণ
গলায় বলল...

‘ আসলে কি জুই? আপনি কি রাদিফকে খোঁজছেন?
আয়নকে পুলিশের মতোন জেরা করতে দেখে এবার
সত্যি সত্যি ভয়ে আড়ষ্ট হলো জুই। গলা শুকিয়ে
আসতেই জুই মাথা নাড়িয়ে আয়নের কথায় সম্মতি
দিয়ে বলল..‘ হুম।

‘ কেন?

‘ আপনার ভাই আমাকে বলেছিল এখানে আসতে।
জুইয়ের কথায় অবিশ্বাস্য নজরে জুইয়ের দিকে
তাকাল আয়ন। আয়নের হঠাৎ দৃষ্টি বদলে জুই
অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আয়ন জুইয়ের দিকে তাকিয়ে
অবিশ্বাস্য গলায় শুধালো...

‘ আপনার রাদিফের সঙ্গেও কথা হয় জুই?

আয়নের অবিশ্বাস্যের কথাটা জুইয়ের কেমন যেন
লাগল। রাদিফের সঙ্গেও কথা হয় মানে কি? জুই তো

প্রথম থেকেই রাদিফের সঙ্গে ছাড়া অন্য কারও সাথে কথা বলে না তাহলে এই লোক জুইকে এমন করে বলছে কেন? তাছাড়া জুইয়ের কথায় এই লোক এতো চমকাচ্ছে বা কেন? জুইয়ের জানা মনে রাদিফ আর জুইয়ের সম্পর্কে কথাটা আয়নের জানার কথা। যেহেতু রাদিফ আয়নের সামনেই জুইকে এতো রাতে দেখা করতে বলছে তারমানে আয়নের জানা কথার ওদের সম্পর্কের কথাটা। জুই আয়নের কথাটা না বুঝেই মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে বলল...

‘জি হয়।’

জুইয়ের সম্মতিতে আয়নের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার নেয় শকট হলো। অবিশ্বাস্য নজরে জুইয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল... ‘আপনি কতো জনের সঙ্গে কথা বলুন জুই?’

আয়নের কথাটা পছন্দ হলো না জুইয়ের। খানিকটা অসন্তুষ্টি গলায় বলল...

‘আমি বাজে মেয়ে নয় ভাইয়া। প্লিজ আমাকে ওভাবে ভাববেন না।’

‘আপনাকে কিভাবে ভাববো জুই বুঝান আমাকে? আমি নাহয় সেভাবেই চিন্তা করি আপনাকে নিয়ে।’

আপনি আমার বিশ্বাস ভেঙ্গে দিচ্ছেন জুই। রাদিফের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?

আয়নের হঠাৎ রেগে গিয়ে পরপর প্রশ্ন করার ধরণটা পছন্দ হয়নি জুইয়ের। আশেপাশে রাদিফকে কোথাও দেখতে না পেয়ে জুই চলে যেতে চেয়ে খানিকটা অসন্তুষ্ট গলায় বলল...

‘আমি গেলাম ভাইয়া। আপনার ভাই আসলে বলবেন আমি চলে গেছি।

কথাটা বলেই জুই পিছন মুড়তে নিলে তক্ষুনি কানে আসল আয়নের শক্ত গলার ধমক...

‘আপনি কোথাও যাবেন না জুই। আমার কথা শেষ হয়নি। আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিবেন না জুই তাহলে বিপদে কিন্তু আপনিই পড়বেন। আয়নের হঠাৎ রেগে যাওয়ার কারণটা বুঝল না জুই। এই মূহুর্তে আয়নের সামনে দাঁড়িয়ে ঝামেলা বাড়াতে চাচ্ছে না বলেই আয়নকে অপেক্ষা করে জুই আবারও চলে যেতে নিতে তৎক্ষণাৎ আয়ন তেড়ে এসে জুইয়ের বাহু চেপে নিজের কাছে টানল। নিজের রাগ কন্ট্রোল করতে চেয়ে চোয়াল শক্ত করে আয়ন বলল...

‘ আমাকে ঠকাবেন না জুই আমি কিন্তু সহ্য করবো না এসব।

আয়নের হঠাৎ বাহু টেনে ধরায় জুই তাল সামলাতে না পেরে আয়নের বুকে এলিয়ে পড়লো খে হারিয়ে। আয়নের হঠাৎ কাণ্ডে ভয় পেল জুই। সেই সাথে প্রচণ্ড রাগে শরীরও কাঁপছে। ছিটকে আসার মতোন জুই আয়নকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরাতে চাইলে ব্যর্থ হয় সে। আয়নের শক্তপোক্ত বলিষ্ঠ হাতের থেকে জুই নিজের বাহু ছাড়াতে ছটফট করে শক্ত গলায় বলল...

‘ ছাড়ুন ভাইয়া লাগছে আমার। এসব কোনো ধরনের অভদ্রতা? একটা মেয়েকে কেন এভাবে হেনস্তা করছেন? ছাড়ুন বলছি।’ ভদ্রলোকের ভদ্রতা ছুটে গেলে তাঁরা সাংঘাতিক রকমের অভদ্র হয়ে পড়ে জুই। আপনি আমাকে অভদ্র হতে বাধ্য করছেন। আপনি কেন রাদিফের সঙ্গে কথা বলেন?

‘ ছাড়ুন ভাইয়া লাগছে আমার।

‘ আমারও লাগছে জুই। খুব লাগছে। আপনার থেকে হাজার গুণ বেশি লাগছে আমার। পার্থক্য শুধু আপনার ব্যথাটা দৃশ্যমান আর আমারটা অদৃশ্য। আপনি আমাকে বুঝান জুই কেন রাদিফের সঙ্গে কথা

বলেন। কি সম্পর্ক আপনার ওর সাথে? রাদিফের যে গার্লফ্রেন্ড আছে সেটা জেনেও কথা বলেন আপনি?
জুই নিজের বাহু ছাড়াতে চেয়ে জেদি গলায় বলল..

‘উনার গার্লফ্রেন্ড আমিই। এবার ছাড়ুন।

সুন্ধতা নেয় আয়ন শকট হয়ে জুইয়ের মুখের দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মন ভাঙ্গনে আয়নের হাতটা কেঁপে উঠতে জুই নিজের বাহু ছাড়িয়ে নিল আয়নের হাত থেকে। আয়ন সুন্ধ হয়ে জুইকে শুধিয়ে বলল...

‘আপনারা রিলেশনের আছেন কবে থেকে জুই? কতো বছর ধরে?

‘বছর নয় তিন মাস ধরে কথা হয় আমার উনার সাথে। জুইয়ের কথায় আয়ন আরও চমকে উঠলো। একটার পর একটা ব্রজপাত যেন আজ আয়নের মাথায় পড়ছে। তিনমাস ধরে যদি জুই রাদিফের সঙ্গে কথা বলে তাহলে আয়নের সঙ্গে জুইয়ের এতোদিন ধরে কি চলে? আয়নও তো জুইয়ের সঙ্গে তিনমাস ধরে কথা বলছে। জুই কি তাহলে প্লে-গার্লের মতোন রাদিফ আয়নের সঙ্গে কথা বলল এতোদিন। আয়ন কি খুব ঠকে গেল জুইয়ের থেকে? ভালোবাসা এতো

ছলনা করলো জুই আয়নের সাথে? কই কখনো তো আয়নের মনে হয়নি জুই আয়নকে ছাড়া অন্য কারও সাথে কথা বলছে। মাঝেমধ্যে জুইয়ের ফোন এক দুইবার ওয়েটিং পেলে আয়ন বুঝতো হয়তো রিদের সঙ্গে মায়া কথা বলছে। কিন্তু এখন শুনছে অন্য কথা, জুই নাকি এতোদিন রাদিফের সঙ্গে কথা বলতো। যদি জুই তাদের দুজনের সঙ্গে কথা বলে থাকে তাহলে এই মূহুর্তে আয়নকে কেন শুধু একা অস্বীকার করছে। রাদিফই সব আয়ন কিছু না? আয়নের সাথে কথা বলার এতো মিষ্টি মিষ্টি মূহুর্ত গুলো সব ভুলে গেল? কিছু মনে নেই? জুই তো আয়নের সাথেও কথা বলতো তাহলে?‘ আমার সাথে আপনার কি ছিল জুই? আমাকে কেন আগ্রহ দেখিয়ে মায়া বাড়িয়ে এভাবে ঠকালেন?

জুই খানিকটা বিরক্ত হলো আয়নের কথায়। আয়নকে ব্যক্তিত্ববান পুরুষ মনে করেছিল জুই। কিন্তু এই মূহুর্তে আয়নের পাগলামোতে জুইয়ের আয়নকে অসভ্য ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারছে না। তাছাড়া এখানে আসার পর থেকে আয়ন জুইয়ের উপরের একটার পর একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে

যাচ্ছে। জুই কখন আয়নের সঙ্গে কথা বলেছিল? শুরু থেকে জুই শুধু রাদিফের সঙ্গে কথা বলতো। তাহলে এই লোক আসল কোথায় থেকে? রাগান্বিত গলায় জুই বলল...

‘আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিবেন না ভাইয়া। আমি আপনাকে ঠকালাম কখন? আপনার সঙ্গে আমার কখনো কিছু ছিল না।

জুইয়ের পুনরায় আয়নকে অস্বীকার করাতে এবার আয়ন ভয়ংকর রেগে গেল। তৎক্ষণাৎ পুনরায় জুইয়ের বাহু টেনে গাড়ির সাথে চাপাল। মানুষ বলে না শান্তিশিষ্ট মানুষ গুলা রেগে গেলে ভয়ংকর হয় আয়নের ক্ষেত্রেও তাই হলো। পরপর জুইয়ের অস্বীকারে আয়ন মেজাজ হারাল। ভয়ংকর রেগে হুংকারে বলল...‘এতো মিথ্যা কিভাবে বলেন জুই? আমাকে সামনে রেখে কিভাবে অস্বীকার করে যান। রাদিফ এতো প্রিয় আপনার? কি জানেন রাদিফের সম্পর্কে? রাদিফের বিয়ে পযন্ত ঠিক ওর গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে। রিদের বিয়েটা হলেই রাদিফের বউ ঘরে তুলবে বড়োরা। রাদিফের তিন বছরের রিলেশনে আপনি ঢুকেছেন তিনমাসের ছলনা হয়ে।

আয়নের কোনো কথা জুই বিশ্বাস করলো না। তার কারণ ওদের ফোন আলাপে রাদিফ বলেছিল জুই ছাড়া রাদিফ দ্বিতীয় কোনো নারী সঙ্গে কথা বা রিলেশনে নেই। এখন জুই রাদিফের কথা বিশ্বাস না করে এই অসভ্য লোকটার কথা কেন বিশ্বাস করবে? জুই ছটফট করে আয়নকে নিজের থেকে দূরে সরাতে চেয়ে বলল...

‘আপনি মিথ্যা বলছেন। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করিনা। আপনি একটা মিথ্যাবাদী লোক। উনি আমাকে বলেছেন আমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো নারীর সঙ্গে উনি কথা বলে না।’ নারী বড়ই ছলনাময়ী জুই। আপনাকে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস হতো না। আমার সত্যিটা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না অথচ রাদিফের হাজারটা মিথ্যা আপনার বিশ্বাস হয়। আমাকে বিশ্বাস না করলে কল দিন আপনার প্রেমিককে। চেক করে দেখুন রাদিফ এখনো হয়তো ওর হবু বউয়ের সাথে কথা বলছে ফোনে।

‘মোটেও না। উনি এক্ষন আমাকে কল করে নিচে ডাকল দেখা করতে। আপনি মিথ্যা বলছেন।

আয়ন দাঁতে দাঁত চেপে নিজের রাগ কন্ট্রোল করে
বলল...

‘আমাকে আর রাগাবেন না জুই। এমনিতেই আমার
মাথা ধপধপ করছে আপনার বেঈমানীতে। আপনাকে
এখানে আমি ডেকেছি। রাদিফ উপরে নিজের রুমে
আছে। ফোন করুন ওকে। ওয়েট আপনার হয়ে
আমিই করছি।

বলেই আয়ন জুইকে ছেড়ে দিয়ে নিজের ফোনটা
পকেটে থেকে বের করে রাদিফকে কল লাগাল
স্পিকারের রেখে। সত্যি সত্যি রাদিফের কলটা
ওয়েটিং দেখালো। জুই আয়নের ফোনের স্ক্রিনের
দিকে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে রইল অপরিচিত নাম্বার
দেখে। জুই ভাবলো হয়তো এটা রাদিফের তৃতীয়
নাম্বার হবে। আর নয়তো জুইয়ের কাছে রাদিফের
আরও দুটো নাম্বার আছে যে গুলো দিয়ে ওরা কথা
বলে। যদিও নাম্বার গুলো জুইয়ের মুখস্থ করা আছে।
আয়ন রাদিফের ওয়েটিং নাম্বারটা দেখল জুইকে।
জুইয়ের বুকটা হঠাৎই ধুক করে উঠলো অজানা
ভয়ে। মনে মনে আল্লাহ কাছে অসংখ্য দোয়া করল
যেন আয়নের কথা গুলো মিথ্যা হয়। রাদিফ যেন

জুইকে ছাড়া অন্য কোনো নারীতে জড়িত না থাকে।
এর মধ্যে রাদিফ আয়নের কলটা রিসিভ করে
উচ্ছ্বসিত গলা বলল...‘ হ্যাঁ আয়ন ভাই বলো।

রাগাশ্বিত আয়ন কথা পেঁচাল না রাদিফের সঙ্গে।
এমনই আয়নের রাগে শরীর কাঁপছে। সে জানে
রাদিফ কার সাথে কথা বলছিল। তারপর জুইকে
শুনানোর জন্য আয়ন রাদিফকে প্রশ্ন করার মতোন
করে বলল...

‘ এতরাতে তোর ফোন ওয়েটিং কেন? কার সাথে
কথা বলছিস?

‘ রাহার সাথে ভাই। কেন কি হয়েছে? কিছু বলবে?

‘ রাহার সাথে তোর কয় বছরের রিলেশনশিপ জানি
রাদিফ?

‘ তিন বছরের ভাই। তুমি তো জানোই তাহলে আবার
প্রশ্ন করছো কেন?

আয়ন এবার কথা না ঘুরিয়ে সরাসরি রাদিফকে
জুইয়ের ব্যাপারে জানতে চেয়ে বলল...

‘ তাহলে জুইয়ের সাথে কি চলে তোর? ওর সঙ্গে
কেন কথা বলিস? কয়টা লাগে তোর? বেয়াদব
হয়েছিস?

‘ কি বলছো ভাই? আমি আবার কার সাথে কথা বলব? জুই কে আবার? আমি রাহাকে ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলি না।

রাদিফের কথায় আয়ন অতি রাগে দাঁত পিষল। একদিকে জুই আয়নকে অস্বীকার করছে আর অন্যদিকে রাদিফ জুইকে অস্বীকার করছে। দুটোই মিথ্যাবাদী। আয়ন দাঁতে দাঁত চেপে বলল...

‘ রাদিফ মিথ্যা বলবি না। তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হবে। রাহার সাথে থাকা অবস্থায় জুইয়ের সাথে কেন রিলেশনে গেলি তুই? সবকিছু তোদের কাছে ফান মনে হয়? মানুষের ফিলিংসের কোনো মূল্য নেই তোদের কাছে?

শেষে কথা গুলো আয়ন জুইকেও খোঁচা মেরে বলল। আয়নের কথায় হতবুদ্ধি হলো রাদিফ। প্রথমত জুই কে? তাঁকেই চিনতে পারছে না রাদিফ। অথচ আয়ন ভাই রেগে যাচ্ছে ওর উপর। রাহা ছাড়া রাদিফ সত্যি অন্য কোনো মেয়ের সাথে কথা বলে না তাহলে এই জুই নামের কার কথা বলছে আয়ন? রাফিদ উত্তেজিত গলায় আয়নকে বুঝাতে চেয়ে বলল... ‘ আমি সত্যি বলছি আয়ন ভাই। বিশ্বাস করো আমার

জুই নামের কারও সাথে কোনো রিলেশন নাই।
তাছাড়া জুই কে আমি তো সেটাই চিনতে পারছি না।
তুমি বলো ভাই জুই কে? আগে আমাকে জুইকে
চিনাও তারপর বলছি আসলে কিছু হয়েছে কিনা।
রাগে আয়ন আর কিছু বলতে যাবে তার আগেই পাশ
থেকে জুই রাগান্বিত ভঙ্গিতে কল কেটে দেয়।
আয়নের শক্ত হয়ে উঠা মুখটার দিকে তাকিয়ে জুই
কটাক্ষ করে বলে...

‘এতো মিথ্যা কতো সাজাবেন আপনি? নিজের কথা
সত্যি করার জন্য আপনি কাকে ফোন দিয়েছেন? ওটা
রাদিফের কণ্ঠ ছিল না। আমি উনার সাথে তিনমাস
ধরে কথা বলছি, আমি চিনি উনার ফোনের কণ্ঠ
কেমন।

আয়ন রাগে জুইকে কিছু বলবে তার আগেই জুই
আয়নকে থামিয়ে দিয়ে বলল...

‘আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। আমি
আপনাকে প্রমাণ দিচ্ছি। একটু অপেক্ষা করুন।
কথাটা বলেই জুই নিজের ফোনে রাদিফ নামে সেইভ
করা নাম্বারে কল মিলাতেই মূহূর্তে আয়নের হাতের

ফোনটা বেজে উঠলো। আয়ন রাগে সেই কল কাটতে কাটতে বলল...

‘আপনি আমাকে কেন ফোন দিচ্ছেন?’

কল কেটে যেতেই জুই ফোনটা কান থেকে নামিয়ে বিরক্তি নিয়ে আয়নকে শুধিয়ে পুনরায় একই নাম্বারে কল দিতে দিতে বলল... ‘আপনাকে কেন ফোন দিতে যাব আমি? আজব! আমি আপনার ভাইকে কল দিচ্ছি। উনার নাম্বার এটা।

আবারও আয়নের ফোনে রিং হতেই আয়ন হাত বাড়িয়ে নিজের ফোনটা জুইয়ের মুখের সামনে ধরে বলল...

‘এই দেখুন আপনি কাকে ফোন দিচ্ছেন জুই। নিজের প্রেমিকের নাম্বারটাও মুখস্থ রাখতে পারেন না। আমার সাথে গুলিতে ফেলছে কেন?’

জুই আয়নকে শক্ত গলায় কিছু বলতে গিয়েও চমকে উঠে আয়নের ফোনে নিজের নাম্বারটা, জুই নামে সেইভ দেখে। চমকে উঠার মতোন জুই কাঁপা কাঁপা হাতে আয়নের ফোনটা নিজের হাতে নিয়ে পাশাপাশি দুটো ফোন ধরতে দেখল রাদিফের নামের কলটি সরাসরি আয়নের ফোনে যাচ্ছে। মূহুর্তে জুইয়ের মাথা

টনটন করে উঠলো ব্যথায়। সমস্ত কাঁয়া কেঁপে উঠল
অবিশ্বাস্যে। টলমল হাতে নিজের ফোনের কলটি
কেটে দিতেই আয়নের ফোনের কলটিও কেটে গেল
মূহুর্তে। অবিশ্বাস্যের মতোন জুই পুনরায় একই ভাবে
কল মিলাল রাদিফের নাম্বারে আবারও সেই কলের
রিং বাজল আয়নের ফোনে। জুইয়ের মতো করে
আয়ন দেখল জুইয়ের ফোনে আয়নের নাম্বারটা
রাদিফ♥ নামে সেইভ করা। ভিতরকার অস্থিরতায়
মূহুর্তে কপালের কানিশ বেয়ে ঘাম ঝড়ল জুইয়ের।
অবিশ্বাস্য গলায় আয়নকে শুধিয়ে বলল জুই...‘
রাদিফের ফোন আপনার কাছে কেন?

আয়ন নিজের ফোন জুইয়ের থেকে কেড়ে নিতে
নিতে বলল...

‘ আমার মতোন করে আমার ফোনটাকেও মিথ্যা
বানিয়ে দিবেন জুই?এটা আমার ফোন। রাদিফের
নয়।

‘ নাম্বারটা কার?

‘ ওটাও আমার।

‘ কিন্তু আমি যে তিনমাস ধরে এই নাম্বারে কথা
বলছিলাম তাহলে ওটা কে ছিল?

‘ ওটাও আমি ছিলাম। নাম্বার যেহেতু আমার কথাও আমিই বলেছিলাম। কিন্তু আপনি তো এতক্ষণ যাবত আমার সাথে কথা বলার বিষয়টি অস্বীকার করে যাচ্ছেন। সেজন্য রাদিফও আপনাকে অস্বীকার করল। মন ভাঙ্গনে জুই আয়নকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে বলে আবারও জুই আয়নকে শুধাতে চেয়ে বলল...

‘ আপনি মিথ্যা বলছেন। এটা আপনার নাম্বার কিভাবে হয়? এটাতো আপনার ভাই রাদিফের নাম্বার হওয়ার কথা।

‘ এখন কি আমার মতো করে আমার নাম্বারটাও অস্বীকার করতে চাচ্ছেন জুই?

‘ তারমানে আপনি আমাকে এখানে ডেকেছেন?

‘ হ্যাঁ।‘ আমি এতোদিন ধরে আপনার সাথে কথা বলছিলাম?

‘ আমিতো সেটাই বলছি কিন্তু আপনি আমাকে অস্বীকার করছেন জুই।

জুইয়ের শরীর হঠাৎ দুর্বল হওয়ার মতোন নেতিয়ে পড়ল। কোনো রকম গাড়ি ধরে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। আয়নের উদ্দেশ্য দুর্বল গলায় বলল...

‘ আমি আপনার সাথে ফোনে কথা বলতে চাই।
আপনি আমার কলটা একটু রিসিভ করুন।

আয়ন বিরক্ত চোখে জুইকে দেখল। এর মধ্যে জুই
কল দিল আয়নকে। আয়ন জুইয়ের ফোনটা রিসিভ
করে কানে তুলতে তুলতে বলল...

‘ বলুন জুই।

দুজন মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলাতে আয়নের
কণ্ঠ সরাসরি জুইয়ের কানে ভারি খাচ্ছিল বলে জুই
আয়নকে দূরে যেতে চেয়ে বলল।

‘ আপনি একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলুন।

আয়ন সত্যি সত্যি দূরত্ব বাড়িয়ে দাঁড়াল। মূলত
আয়নের মাথায় আসছে না জুই এমন কেন করছে?
এতোদিন পরে এখন আবার নতুন করে কিসের কণ্ঠ
শুনবে জুই আয়নের?‘ আপনি নতুন করে আবার কি
শুনতে চান জুই?

আয়নের কণ্ঠে আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মতোন জুই শুরু
হলো। বুক কাঁপল। চোখে পাতাও ভিজে উঠলো
মূহূর্তে। জুই ঠোঁট কামড়িয়ে কান্না আটকে বলল...

‘ তারমানে আমি রাদিফ মনে করে এতোদিন
আপনার সাথে কথা বলে এসেছি ডাক্তার সাহেব?

আপনি ছিলেন রাদিফের নামের পিছনে ব্যক্তিটা? এটা আমাকে আগে কেন বলেন নি আপনি? আপনি আমার ফিলিংস নিয়ে খেলেছেন ডাক্তার সাহেব। আমি নয়, আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন। আমার আপনাকে ঘৃণা করা উচিত।

জুইয়ের কথায় হতবুদ্ধি হয়ে জুইয়ের দিকে ঘুরে তাকাল আয়ন। এবার তার মাথাও বাজ পড়লো মনে হয়। একে একে দুজনের সকল ভুল ভেঙ্গে গেল। কিন্তু নতুন ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হলো আবার। আয়ন জুইয়ের কথায় বুঝতে পারলো জুই এতোদিন আয়নকে রাদিফ মনে করে কথা বলে এসেছিল। অথচ ফোনের পিছনে যে রাদিফ নয় আয়ন ছিল সেটা আয়ন কখনো জুইকে বলেনি আর না জুই কখনো আয়নকে তার পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন করেছে। যদি জুই সত্যিটা জানতে চেয়ে আয়নকে প্রশ্ন করতো তাহলে অবশ্যই আয়ন সত্যিটাই বলতো জুইকে। এতো ভুল বুঝাবুঝি কিভাবে মিটাবে দুজন?রাতের চটা পেরিয়ে পৃথিবীতে ভোর নামলো। উজ্জ্বল আলোয় স্নিগ্ধ পরিবেশ। বসন্ত পেরিয়ে গরমের আবির্ভাব হয়েছে সেই মাসখানেক আগেই। এই ধরণীতে কাঠখড়

গরমের আভাস। শরীর জ্বালার মতোন উত্তাপ সূর্যের আলো। তবে সকালের পরিবেশটা নরমই হয়। শীতল আর ঠান্ডাময় হয়। এমন একটা সকালে ঘুম ভাঙলো মায়া। সকাল তখন ৫ঃ০৭ ঘরে। খুব সকালে মায়ার ঘুম ভাঙ্গার অভ্যাস থাকলেও আজ একটু তাড়াতাড়ি ঘুম গেল ওর। ঘুমের মধ্যে অল্পসল্প নড়তে চাইতে নিজেকে বন্দী মনে হলো কোথাও। নড়তে চেয়ে নড়তে পারলো না সে। মায়া কোথায় আছে সেটা বুঝতে না পেরে আবারও নড়েচড়ে উঠতে চাইলে মায়ার মুখ ঠেকল কারও গলদেশে। মায়া নিজের নাক ঘষল সেখানটাই। নাকে খোঁচা খোঁচা সুইয়ের মতো কিছু বিঁধতে শরীর শিরশির করলো মিষ্টি ব্যথায়। নাক মুখ কুঁচকে ঘুমের মধ্যে মায়া নিজের একটা হাত নাকের ব্যথিত জায়গায় ঘষতে চাইলে বুঝল সে হাতও উপরের তুলতে পারছে না। মোট কথা শরীর নড়াতে পারছে না। মায়া অনুভব করলো ওর শরীর শক্ত কিছুর সাথে সাপের মতোন পেঁচিয়ে আছে। মায়া ঘুমের রেশ কাটাতে না পেরে চোখ বন্ধ অবস্থায় হাতড়ে দেখতে চাইল মায়া কোথায় আছে। হাতড়ানো অবস্থায় মায়া বুঝতে পারলো সে কাত হয়ে শুয়ে

আছে। ওর ডানহাতটা নিচে আর বামহাতটা উপরের।
বন্দী মায়ার বামহাতটা রাখল কিছু একটার উপরে।
যেটা মায়ার শরীরকে পেচিয়ে শুয়ে আছে সেটার
কোনো এক জায়গায় হবে মায়ার হাতটা। ঘুমের মধ্যে
মায়া হাতড়ে হাতড়ে বুঝতে পারলো সে বেশ শক্ত
আর উষ্ণ আরামের মধ্যে কিছু একটা সাথে শুয়ে
আছে। মায়া আবার হাতড়াল। হাতড়াতে হাতড়াতে
মায়ার হাতটা কারও কোমর থেকে পিঠে গিয়ে
থামল। মায়া বুঝতে পারলো সে কারও শরীর
হাতরাচ্ছে। কিন্তু কার? মায়া কি কোনো পুরুষের
সাথে শুয়ে আছে? সর্বনাশ! মায়া চমকে উঠার মতোন
তড়াক করে চোখ মেলে তাকাল। চোখে অন্ধকার
ছাড়া তেমন কিছুই দেখতে পেল না। কারও গায়ের
কড়া পারফিউমের ঘ্রাণে মায়া বুঝতে পারলো সে
রিদের দুই বাহুতে আটকে। মায়া স্বস্তির নিঃশ্বাস
ফেলল যাক অন্য কোনো পুরুষের সাথে তো আর
শুয়ে নেই মায়া। মায়া স্বস্তির হতে গিয়ে হতে পারলো
না মায়াকে এভাবে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে দেখে
রিদকে। মায়া এই রুমে কখন আসল সেটাও জানে
না। মায়ার যতটুকু মনে আছে লাস্ট টাইম মায়া

রিদের সঙ্গেই ছিল ঐকম একটা আপত্তিকর
পরিস্থিতিতে। তারপর আর কিছুই মনে নেই। খুব
সম্ভব মায়া জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল? তারপর? তাহলে
কি এই লোক মায়াকে নিজের রুমে নিয়ে এসেছে?
সর্বনাশ বাড়ির লোক দেখেছে সেটা? মায়াকে রাতে
শ্রয়ার রুমে না দেখে অবশ্য এতক্ষণ খোজাখুজি হয়ে
গেছে বাড়িতে? মুক্তা জুই নিশ্চয়ই ওর জন্য চিন্তা
করছে। সবচেয়ে বড়ো কথা মায়ার নিখোঁজ হওয়ার
কথাটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওর বাড়িতেও চলে গেছে?
মায়া নিজের ভাবনায় ভয়ভীতি হলো। রিদ থেকে ছাড়া
পেতে চেয়ে বুঝল ওরা দুজনই কাত হয়ে শুইয়ে
আছে। রিদ দু'হাতে মায়ার পিঠ জড়িয়ে বুকে বেঁধে
রেখেছে মায়াকে যার জন্য মায়ার মুখ রিদের
গলদেশে ঠেকিয়ে। আর এতক্ষণ মায়া রিদের কোমর
থেকে পিঠ পযন্ত হাতড়াচ্ছি নিজের অবস্থান বুঝতে।
মায়া রিদের শক্তহাতে বেরে পড়ে লজ্জায় সিঁটিয়ে
গেল। সেই সাথে শরীর টনটন করে উঠলো ব্যথায়।
মায়ার পা দু'টোও সেই কখন থেকে অবশ্য হয়ে আছে
ভারি কিছুর জন্য। মায়া পা নড়াতে চেয়ে আবারও
চমকে উঠলো। কারণ রিদ মায়ার উরু বরাবর তার

এক পা তুলে দিয়ে মায়াকে কোলবালিশের মতোন
দু'হাতে ঝাপটে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে। এবার ভিষণ
লজ্জা পেল মায়া। বুকটা টিপটিপ করলো অস্থিরতায়।
ওহ কি সারারাত এইভাবে ঘুমিয়ে ছিল লোকটার
সাথে? ইশ কি লজ্জা! এতো লজ্জায় মায়া নিশ্চয়ই ওর
স্বামীকে আর মুখ দেখাতে পারবে না। মায়া লজ্জায়
আড়ষ্ট হয়ে রিদ থেকে ছাড়া পেতে চেয়ে আশ্তে করে
রিদের হাত গুলো নিজের উপর থেকে সরাল।
তারপর রিদের ঘুমের সুযোগ নিয়ে খুবই আশ্তে ধীরে
নিজের উরু থেকে রিদের ভারি পা সরিয়ে চুপিচুপি
খাট থেকে নামল। গায়ের ওড়ানাটার খোঁজ করতে
দেখল সেটা অবহেলায় ফ্লোরে পরে। মায়া কি ওড়না
ছাড়া লোকটার সাথে ঘুমি ছিল? ইশ! মায়া আবারও
লজ্জায় আছড়ে পরে দ্রুত ফ্লোর থেকে নিজের ওড়ানা
গায়ে জড়াতে জড়াতে ঘাড় বেঁকে তাকাল রিদের
দিকে। রিদ এখনো মায়ার দিকেই কাত হয়ে ঘুমিয়ে
আছে। যেভাবে মায়াকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল
সেভাবেই আছে। শুধু রিদের বুকে মায়া নেই। মায়া
চোরের মতোন কর্ণার টেবিল হতে নিজের ফোনটা
উঠিয়ে বিনা শব্দের খালি পা টিপে রুমে থেকে বের

হতে বুক চেপে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আজ বড়ো বাঁচা বেঁচে গেছে মায়া। রিদের ঘুম থেকে উঠার আগেই মায়া পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। মায়া বুকে হাত রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার মধ্যে নাকে বাজল কড়া পারফিউমের ঘ্রাণ। এই ঘ্রাণটা মায়া চিনে রিদের শরীরে ঘ্রাণ। যতবার রিদ মায়ার সামনে এসেছিল ঠিক ততবারই মায়া এই সুগন্ধিটা পেছিল। মায়া নিজের কাঁধে নাক বাজিয়ে শ্বাস টানতেই বুঝতে পারলো রিদের শরীরের ঘ্রাণ মায়ার শরীরে মৌ মৌ করছে। মায়া চমকে উঠলো। বারবার নাক বাজিয়ে নিজের শরীর শুকলো। বাপরে মায়ার পুরো শরীরে শুধু রিদ রিদ গন্ধ ছড়াচ্ছে। এই মূহুর্তে মায়া যদি কারণও সামনে যায় তাহলে নিশ্চিত ওহ ধরা পড়ে যাবে। সবাই বুঝে যাবে মায়া যে রিদের সাথে রাতে ছিল। কি সাংঘাতিক ব্যাপার। লোকটার শরীরে ঘ্রাণটা কেমন মায়াকে টানছে। মায়া ভীতু চোখে আশেপাশে তাকাল। চারপাশটা কেমন অচেনা অপরিচিত ঠেকল। এটা ফাহাদদের বাড়ি নয় সেটা চট করে বুঝে গেল মায়া। তাহলে মায়াকে এই লোক কোথায় নিয়ে এসেছে এটা কার বাড়ি? মায়ার জানে মতো এটা খান

বাড়িও নয়। কারণ মায়া খান বাড়িতেও গিয়েছিল দুইবার। ওর চেনা আছে খান বাড়ি। তাহলে এটা কোথায়? কে থাকে এখানে? নিজের চিন্তা ভাবনার মাঝে মায়া ভয় পেল না। বরং নির্ভয়ে থাকল রিদ পাশে আছে বলে। তবে কৌতূহল হয়ে চারপাশটা দেখতে দেখতে সামনে এগোল। করিডোরে সামনে মায়া দেখতে পেল একটা লম্বা সিঁড়ি নিচের ড্রয়িংরুম অবধি গিয়েছে। নিচে গেল না বরং সেই সিঁড়ির মাথায় বসল। কার না কার বাড়ি। মায়া যদি কৌতূহল নিয়ে নিচ অবধি যায় তাহলে নিশ্চয়ই কারও না কারও সামনে পরে যাবে সে, তখন হবে আরেক বিপদ। অপরিচিত দেখে যদি মায়াকে জিগ্যেসা করে সে কে? কার সাথে এই বাড়িতে এসেছে? রাতে কোথায় ছিল? তখন মায়া কি বলবে? মায়ার কাছে তো এসবের উত্তর নেই। আবার মায়া রিদের ভয়ে রুমেও যেতে পারছে না বলে ওহ এখানেই বসে থাকবে বলে ঠিক করলো। হাতের ফোনটার লক খুলতেই মায়ার মাথায় দুট্টু বুদ্ধি আটলো। মায়ার জামাই তো আর জানে না মায়া যে ওদের সম্পর্কে অবগত তাহলে এই বিষয়ে লোকটাকে

একটু হেনস্ত করলে কেমন হবে? অবশ্যই দারুণ হবে। মায়াকে এই লোক কম নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাইনি। সামনে থেকেও মায়ার কাছে নিজের পরিচয় না দিয়ে শুধু ওকে হেনস্ত করেছে। এবার মায়ার পালা। মায়াও এই লোকটাকে এবার আচ্ছা মতোন জব্দ করবে বলে ঠিক করলো। হাতের ফোনটায় রিদকে কল দিতেই রিদ সেই কল রিসিভ করলো বেশ কিছুক্ষণ পরে। মায়ার রিদকে কল রিসিভ করতে দেখে চট করে কান্না করার মতোন নাক টেনে বলল...‘ হ্যালো।

রিদ ঘুম জড়ানো কণ্ঠে উত্তর করলো...

‘ হুম।

রিদের মাতাল কণ্ঠে মায়ার বুকটা ধুক করে উঠলো। বাপরে এই লোকের সবকিছুই মারাত্মক। মায়া এতো ঘায়েল হতে হতে না জানি আবার হাটে সমস্যা হয়ে যায় ওর। রিদের কণ্ঠে মায়া এক মূহুর্তে জন্য নিজের অভিনয়ের কথা ভুলে গেলেও পরমূহুর্তে ঠিকই মনে পড়লো সে এখন অভিনেত্রী। রিদকে জব্দ করতে চেয়ে আবারও নাক টেনে কাঁদার মতোন করে বলল...

‘হ্যালো! শুনছেন? আমি না আপনাকে ঠকায়ছি। আমার বড়ো আপুর ভাসুর রিদ খান আমার সাথে রাতে ঘুমাইছে। এখন আমি আর আপনার বউ না। মায়া কথায় চট করে রিদের ঘুমের রেশ কেটে গেল। ফোনটা কানে নিয়েই মাথা উঁচিয়ে তাকাল নিজের পাশে। সে একাই বিছানায় শুয়ে। মায়াকে নিজের পাশে বিছানায় দেখতে না পেয়ে বুঝল বেয়াদব বউটা তাঁকে ঘুমের মধ্যে রেখেই পালিয়েছে। হয়তো আশেপাশে কোথাও থেকে রিদকে কল করে তাঁর নামেই বিচার দিচ্ছে। রিদও দমে যাওয়ার পাবলিক না। বোকা বউটাতো আর জানে না তার স্বামীকে দমানো দায়। রিদ কাত হওয়া থেকে সেই ভাবে উপুড় হয়ে বালিশে মাথা রাখতে রাখতে বলল...‘সমস্যা নাই বউ! রিদ খান আমার বউয়ের সাথে ঘুমাইছে আমিও ওর বউয়ের সাথে ঘুমাব, তাহলেই হিসাব বরাবর হবে। আমার বউয়ের সাথে ঘুমানোর শোধ, আমি ওর বউয়ের সাথে ঘুমিয়ে তুলবো। রিদের কথায় মায়া চট করে কল কেটে থমথমে খেয়ে বসল। রিদকে জব্দ করতে চেয়ে যেন ওহ নিজেই জব্দ হয়ে গেল যেন। এই ধিক্ত লোককে মায়া

আদৌ জীবনে জন্ম করতে পারবে বলে মনে হয়না।
মায়া একটা কথা বললে এই লোক মায়াকেই কেমন
ওর নিজের কথায় ফাঁসিয়ে দেয়। এই যেমন এখন
দিল। রিদ খান আর ফোনের ওপাশের ব্যক্তিটার
বউতো মায়া নিজেই। দু'টো মানুষই তো এক।
ফোনের লোকটা যদি রিদ খানের বউয়ের সাথে
ঘুমিয়ে শোধ তুলতে চাই? তাহলে সে মায়ার সাথেই
আবার ঘুমাবে। ঘুরেফিরে মায়াকে মায়ার কথায় ফাঁসি
দিল। মায়া নিজেকে নিয়ে বড্ড আফসোস করলো।
সে একটু চালাক হতে পারলে হয়তো কোনো না
কোনো ভাবে নিজের স্বামীকেও কথার জ্বালে ফাঁসাতে
পরতো। মায়ার যা বুদ্ধি সেতো ইহজীবনে এই
লোকের সাথে কথায় পেরে উঠবে না। আর না এই
লোককে কখনো জন্ম করতে পারবে। আহা মায়ার
আরও একটা নতুন আফসোস যোগ হলো নিজের
স্বামী চতুর বলে। সকাল পাঁচটা পেরিয়ে পনে ছয়টা
ঘরে। কাক ডাকা ভোরে পাখির কিচিরমিচির শব্দ
ভেসে আসছে অদূরে লিচু গাছটা থেকে। মায়া বাড়ির
সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে সেদিকে বিষন্নয়ে তাকিয়ে।
ছোট লিচু গাছের ডালশাখা নুইয়ে পড়ছে কাঁচা পাকা

অসংখ্য লিচুর ভারে। লিচু গুলো দেখতে লোভনীয়
মনে হলেও মায়া সেদিকে এগিয়ে গেল পেরে খেতে।
কার না কার বাড়ি কে জানে! রাতের অন্ধকারে
মায়াকে ওর স্বামী কার বাড়িতে নিয়ে এসেছে মায়া
এখনো জানে না। বাড়ির মালিক বা আশেপাশে অন্য
কাউকেও দেখেনি এখনো। সেজন্য মায়া তখন সিঁড়ি
থেকে থেমে নিচের ড্রয়িংরুমটা পার হয়ে বাহিরে
এসে দাঁড়িয়েছে। তবে মায়া বুঝতে পারছে এটা
ফাহাদের বাড়ি নয়। কারণ মায়ার বোনের শশুর বাড়ি
ওর চেনা। কিন্তু এই অপরিচিত বাড়িটি মায়া চিনে না
বলেই বের হয়েছে দেখতে এই সুন্দর ডুপ্লেক্স
বাড়িটা। ছোটখাটো দোতলা ডুপ্লেক্স বাড়িটির সামনে
একটা সুন্দর বাগানও আছে। তবে সেই বাগানে
ফুলের চারা নেই। আছে শুধু অসংখ্য ফলের গাছ।
বেশ কিছু ফলের গাছ মায়া চিনতে পারলেও অনেক
গাছই সে চিনতে পারলো না। নামবিহীন বিদেশি
ফলের চারা হবে বলে মায়ার মনে হলে। মায়া মাথার
ঘোমটা আরও একটু টেনে নুইয়ে পড়া লিচু গাছের
নিচে দাঁড়াল। ওর গায়ে এখনো কালকের পড়া সেই
সাদা পাকিস্তানী জামাটি জড়ানো। ফর্সা পায়ে রিদের

বড়ো বড়ো সেন্ডেল জোড়া মায়ার পাকে বেশ ছোট
দেখাল। হয়তো তখন রিদের রুম থেকে পালাতে
গিয়ে তাড়াহুড়ো মায়া নিজের জুতা খোঁজে পাইনি।
চোখের সামনে তখন যা পেয়েছিল তাই পরে রিদের
রুম থেকে পালিয়ে ছিল সে। মায়া ঘুরঘুর করে
বাগানটা দেখতে লাগল। অসংখ্য ফল গাছের ভিতরে
এক মূহুর্তে জন্য ভুলে গেল রিদের কথা। হাত
বাড়িয়ে ফলসহ চারাগাছ গুলো ছুঁয়ে দেখার মধ্যে
আসিফের গলা পেয়ে মায়া চমকে উঠার মতোন
পিছন ফিরলো। তক্ষুনি চোখে পড়লো আসিফকে
বাসার কাপড়ে দাঁড়িয়ে একজন মহিলার সঙ্গে কথা
বলছে। মায়া অদূরে বাগান থেকে দাঁড়িয়ে দুজনকে
দেখে বুঝতে পারলো মহিলাটি হয়তো এই বাড়ির
সার্ভেন্ট হবে। আর আসিফ তাকে তাঁর কাজ বুঝিয়ে
দিচ্ছে। মায়া হঠাৎই মনে হলো রিদের কথা। লোকটা
হয়তো এখনো ঘুমিয়ে আছে। সেজন্য মায়ার খোঁজ
জানে না। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে মায়ার খোঁজ করলে
মায়া এই লোকের সামনে দাঁড়াবে কি করে? মায়াতো
লজ্জায় মরে যাবে। কাল রাতের ঐসব ঘটনার পর
মায়া আর সাহস নেই লোকটার সামনে দাঁড়ানো।

ভাগ্যিস মায়া কাল রাতে বেহুশ হয়েছিল। নয়তো সে হার্ট অ্যাটাক করতো। এই লোক মায়ার উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল। মায়ার তো এখন এই লোকের সামনে যাওয়াই রীতিমতো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার থেকে সবচেয়ে বড়ো কথা হলো মায়ার স্বামী ওর মতিগতি বুঝতে পেরে গেছে। হয়তো জেনে গেছে মায়া যে তাদের দুজনের স্বামী-স্ত্রীর হওয়া সম্পর্কটা নিয়ে অবগত। তার জন্য তো লোক আজকাল মায়ার সাথে কেমন আপোষে মিশে যেতে চাই। মায়ার মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার মাঝেই সে একজোড়া সাদা পা গাসের উপর দেখলো। মায়ার বেখেয়ালি দৃষ্টি মাটি থেকে তুলে সামনে থাকাতেই চমকে উঠলো রিদের উপস্থিতি দেখে। খতমত খেয়ে তাড়াহুড়ো পালিয়ে যেতে চাইলে রিদ তৎক্ষণাৎ মায়ার বাহু টেনে আটকায়। মায়া রাতের কথা ভেবে লজ্জায় মাথা নুইয়ে রাখলে রিদ মায়ার বাহু টেনে কাছে আনে। মায়ার খুঁতি ধরে মুখটা উপরে তুলতে দুজনের চোখাচোখি হলো। মায়া লজ্জায় মুখ ঘুরে নিতে চাইলে রিদ মায়ার মুখটা আটকে রেখে বলে...

‘ কি ম্যাডাম? কি সমস্যা? পালাতে চাচ্ছেন কেন?মায়া উত্তর করলো না। বরং জোর করে মুখটা নামিয়ে নিল রিদের হাত থেকে। এইভাবে মায়ার ভিষণ লজ্জা লাগছে। লজ্জায় সিঁটিয়ে মায়া হাসফাস করে দৃষ্টি লুকাতে চাইল এদিক সেদিক তাকিয়ে। রিদ মায়ার লজ্জা মিশ্রিত মুখটা দেখে দুষ্ট হেসে মায়ার নাক টানলে, মায়া উফফ! শব্দ করে। রিদ মায়ার নাক ছেড়ে কপালে ঠুকা মারতে মারতে বলল...

‘ বারবার কাছে আসছেন। ধরা দিচ্ছেন। তর্ক করছেন না। কাহিনী কি? আমার প্রেমে-ট্রেমে পড়লেন নাকি ম্যাডাম?

রিদের দুষ্ট মুখভঙ্গিমা এই প্রথম দেখল মায়া। লোকটা মজা করে মিটমিট হাসতে পারে সেটা জানা ছিল না মায়ার। মায়া বিষন্নয়ে রিদের মুখের দিকে তাকাল। রিদের ঠোঁটের কোণের অল্প হাসিটা দেখতে দেখতে মূহুর্তে গায়েব হয়ে গেল। রিদ মুখটা স্বাভাবিক করে নিতে মায়া মুখ ভার করে বলল....

‘ প্রেমে পড়ার জন্য আপনার ফিয়সে শশী আপু আছে না? আমি কেন প্রেমে পড়তে যাব! আমি প্রেমে পড়ব না।

রিদের স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার মুখটা আবারও উজ্জ্বল হলো। ঠোঁট বাকিয়ে হেসে দ্বিতীয়বারের মতোন মায়ার নাক টেনে বলল। ‘জ্বলে?’

মায়া গাল ফুলিয়ে রিদের দিকে তাকাল। কষ্ট পেয়ে রিদকে পিছন ফেলে পিঠ মুড়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল।

‘না।’

রিদ মায়ার অবুঝ কান্ড দেখে ঠোঁট কামড়িয়ে হাসলো। বউ তার জ্বলছে সেটা সে জানে। রিদ জেনে শুনেই নিজের বউকে জ্বালাচ্ছে। মূলত তার ভালো লাগছে এটা করতে। রিদ মায়ার বাহু টেনে নিজের দিকে ফেরাল। মায়ার গাল টেনে বলল...

‘পুড়া পুড়া গন্ধ পাচ্ছি ম্যাডাম। কার কলিজা যেন পুড়ছে তাই না?’

মায়া একহাতে নাক ঘষতে ঘষতে রিদের দুই দৃষ্টির দিকে তাকাল। রিদ যে ইচ্ছা করে মায়াকে হেনস্ত করছে সেটা বুঝে মায়া কথা ঘুরাতে চাইল। আশেপাশে দৃষ্টি ঘুরিয়ে মিহি স্বরে বলল...

‘এই বাড়িটা কার?’

‘তোমার।’

রিদের সোজাসাপ্টা উত্তরে বিস্মিত হলো মায়া।

রিদকে শুধিয়ে বলল...

‘ আমার?

‘ হুমরিদের উত্তরে মায়া মনে করলো রিদ মায়ার সাথে মজা করছে। মায়া পুনরায় একই ভঙ্গিতে বলল...

‘ প্লিজ বলুন না বাড়িটা কার? আর এই লিচু গাছটা। এটা কার?

রিদ মায়ার আঙ্গুলের অনুসারে ঝুলন্ত লিচু গাছটার দিকে তাকাল। সে উপর থেকে দেখেছিল মায়াকে এই লিচু গাছের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে। রিদ মায়া হাত ধরে লিচু গাছের সামনে দাঁড়াল। ঝুলে থাকা লিচুর থেকে একটা লিচু নিয়ে সেটা খোসা ছাড়াল। বিজ ছাড়িয়ে সাদা অংশটুকু মায়ার মুখে তুলে দিতে দিতে বলল...

‘ এই বাড়ি, এই-ঘর, আর এখানকার সবই তোমার। আমি তো ভাড়াটিয়া তোমার।

‘ আপনি ভাড়াটিয়া আমার?

মায়া অবাক গলায় শুধাল রিদকে। রিদ একইভাবে দ্বিতীয় লিচুটা গাছ থেকে পেরে খোসা ছাড়িয়ে মায়ার মুখে তুলে দিতে দিতে সম্মতি দিয়ে বলল...

‘ হুম। মায়া মূহুর্তে খুশি হয়ে গেল। কারণ সে রিদের ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে তাই। রিদ যে এই বাড়ির মালিক সেটা বুঝতে বাকি নেই মায়ার ? মায়ার স্বামী এই বাড়ির মালিক হলে মায়াতো তার বউ তাহলে সে মালকিন হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এজন্য হয়তো রিদ মায়াকে এই বাড়ির মালিক বলে সম্মোধন করছে। মায়া লজ্জা মিশ্রিত মুখে খুশি হয়ে গেল। রিদ মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আরও একটা লিচু মায়ার মুখে তুলে দিল। দুজনের কেউ কাউকে এই পযন্ত ভালোবাসি বলেনি। আর না কেউ কাউকে জানিয়েছে তাঁরা একে অপরের স্বামী- স্ত্রী হওয়া সম্পর্কে অবগত। ভালোবাসা মুখে প্রকাশ করেনি কেউ অথচ এই দুজনকে একত্রে দেখলে যেকেউ বলে দিতে পারবে তাদের দুজনের মধ্যে কতোটা গভীর প্রেম চলছে। রিদের নিশ্চুপ ভালোবাসা আর মায়ার অস্থির মনোভাব দুজনকে একে অপরের ডুবিয়ে রাখে সারাক্ষণ। মায়ার মুখে যখন রিদ শেষ লিচুটা তুলে

দেয় তখন মায়া মুখ ফিরিয়ে নেয় আর খাবে না বলে। রিদ তারপরও মায়ার মুখে শেষ লিচুটা দেওয়ার সময় হতভম্ব হয়ে গেইট দিয়ে ডুকতে দেখা গেল রাদিফকে। রাদিফকে দেখেই মায়া ভয় পেল। রাদিফ যদি মায়াকে এখানে দেখে উল্টা পাল্টা কিছু মনে করে বড়দের সবাইকে সবটা জানিয়ে দেয় তাহলে বিপদে পরবে ওরা দুজন। মায়া সেই ভয়ে রিদকে না বলে হঠাৎ দৌড়ে পালিয়ে গেল বাড়ির ভিতরের দিকে। মায়ার হঠাৎ কাণ্ডে রিদ খানিকটা চমকাল। মায়ার দৌড়ে যাওয়া দিকে তাকিয়ে খানিকটা উঁচু গলায় খাক ছেড়ে মায়ার উদ্দেশ্যে ডেকে বলল...

‘রাতের ব্যাপারটা ভুলিনি কিন্তু রিত। আমার অসমাপ্ত কাজটা সমাপ্ত চাই। ডাইনিং টেবিলের রাদিফের মুখোমুখি মায়া জড়তায় বসে। পাশেই রিদ টানটান হয়ে নাস্তা প্লেট উঠিয়ে বসল। তাতে নাস্তা তুলে খাবে সে তাই। সামনে নানান রকমের খাবার। সার্ভেন্ট পাশেই দাঁড়িয়ে। অথচ কেউ প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছে না। এমন থমথমে পরিবেশে মায়া উঠতেও পারছে না জড়তায়। রিদ একা থাকলে একটা কথা ছিল। কিন্তু

রাদিফ মুখোমুখি বসে থাকার কারণে মায়া ভদ্রতা দেখিয়ে এই মূহুর্তে উঠে যেতে পারছে না। যদি বেয়াদবি হয় সেজন্য। অথচ রাদিফের মনোভাব এমন যেন এই মূহুর্তে মায়া ছাড়া টেবিলের আশেপাশে আর কেউ নেই। সেই তখন থেকে রাদিফ ড্যাবড্যাব করে মায়াকে দেখেই যাচ্ছে। এতে করে মায়া ভিষণ নার্ভাস হচ্ছে। অস্বস্তিতে আছড়ে পড়ছে। এইভাবে কেউ মুখের উপর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে অস্বাভাবিক লাগে না বিষয়টা ? রিদ, মায়া আর রাদিফ দুজনের মনোভাব দেখল। রাদিফকে আপাতত কিছু বলে লাভ নেই। সে বড় ভাইয়ের বউকে গবেষণা করতে বসছে এই মূহুর্তে। যতক্ষণ না পর্যন্ত রাদিফের গবেষণা শেষ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মায়ার দিকে এই ভাবেই তাকিয়ে থাকবে। রিদ রাদিফকে অপেক্ষা করে মায়া বলল তাদের প্লেটে খাবার তুলে দিতে। মায়া আমতাআমতা করে আরও সিঁটিয়ে বসল চেয়ারে। রাদিফের দৃষ্টি আর মতিগতি কোনোটায় পরিবর্তন হলো না। মায়াকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে না দেখে এবার রিদ বিরক্ত হলো। ধমক দিতেই মায়া হাসফাস করে উঠে দাঁড়াল। অস্বস্তিতে পরে থমথত খেয়ে

রিদের ঠিক করে রাখা প্লেটটা উল্টিয়ে দিল। মায়ার এমন কাজে রিদ কপাল কুঁচকাল। তীক্ষ্ণ গলায় বলল...‘ কফি দাও!

রিদ মায়াকে কফির জন্য আদেশ করে মায়ার উল্টে দেওয়া প্লেটটা নিজেই আবার ঠিক করে রাখল। মায়া রিদকে কফি দিতে চেয়ে চায়ের কেটলিতে ধরলে রাদিফ বলল...

‘ ভাবি আমার প্লেটটাও উল্টিয়ে দাও ভাইয়ের মতো করে। সোজা প্লেটে নাস্তা করতে মজা পায় না। স্বাদ আসে না। উল্টো প্লেটে নাস্তা করলে নিশ্চয়ই মজা পাবো তাই না।

রাদিফের মুখে ভাবি ডাকটা শুনে মায়ার মনে অস্থিরতার ঝড় তুললো। অস্থির ভঙ্গিতে মায়া রিদের দিকে তাকাতে দেখল রিদ মায়ার দিকে পূর্ব থেকে তাকিয়েই আছে। দুই ভাই এমন করে মায়াকে কি দেখছে আল্লাহ জানে। কিন্তু মায়া সাংঘাতিক অস্বস্তিতে ভুগছে এই মূহুর্তে। তাছাড়া রাদিফ যে সরাসরি মায়াকে ভাবি ভাবি ডাকছে তাতে রিদ বাঁধাও দিচ্ছে না বরং চুপ থেকে নিরভ সম্মতি জানাচ্ছে। রিদের নিশ্চুপ সম্মতি আর রাদিফের

সরাসরি ভারি ডাকায় মায়া ভিতর থেকে অস্থির হয়ে
উঠলো। সবকিছু গুলিয়ে ফেলে এলোমেলো কাজ
করতে লাগল। খালি চায়ের কাপটা রিদের দিকে
এগিয়ে দিতে দিতে বলল...‘ আপনার রুটি।

রিদ মায়ার হাতের খালি চায়ের কাপটার দিকে
তাকিয়ে সেটা নিজের হাতে নিয়ে বিষণ্ণে বলল।

‘ এটা রুটি?

মায়া রিদের হাতের দিকে তাকিয়ে অস্থির ভঙ্গিতে
লজ্জিত হলো। কি করবে ভেবে না পেয়ে তাড়াহুড়ো
রিদের হাত থেকে খালি কাপটা ছিনিয়ে নিতেই
সামনে থেকে রাদিফ সিরিয়াস গলায় বলল...

‘ ভারি আমাকেও ভাইয়ের মতোন এমন রুটি দিন।
লজ্জা, ভয়, অস্থিরতা একত্রে ঘিরে ধরলো মায়াকে।
রাদিফ যেন সেসব আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে বারবার
ভারি ডেকে আবদার করে। মায়া অনিচ্ছাকৃত ভুল
গুলো আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। রাদিফ পুনরায় রুটি
চাইলে মায়া হাতের কাছে একটা আপেল রাদিফের
দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ভয়ে আমতাআমতা করে
বলল...

‘ আপনার চা।

রাদিফ মায়ার হাত থেকে আপেলটা নিয়ে গোল গোল
চোখে সেটা কয়েক পলক দেখে টুপ করে সেটাতে
কামড় বসাতে বসাতে বলল...‘ আহা ভাবির হাতের
চা হলো অমৃত। চা তো নয় যেন আপেলের স্বাদ
পাচ্ছি খেতে।

মায়া রিদের দিকে একটা কলা এগিয়ে দিতে দিতে
একই ভঙ্গিতে বলল...

‘ আপনার কফি।

রিদ মায়ার হাত থেকে কলাটা নেওয়ার আগেই
রাদিফ সেটা ছু মেরে ছিনিয়ে নিতে বলল...

‘ ভাবি ভাইয়ের তোমার কফি খাওয়ার দাঁত নাই।
আমার দাঁত আছে চৌত্রিশটা এই যে দেখো। এজন্য
আমি তোমার কলা ফেভারের কফিটা খাই কেমন?
সকাল ৯ঃ৪৫ মিনিট। তপ্ত রোদে উজ্জ্বল ধরনী। এই
সাতসকালে রিদের কাজে থাকার কথা। অথচ সে
কাজ ফেলে এই সাতসকালে ড্রাইভিং সিটে বসে।
পাশেই রাদিফ চকচক মুখে বসে। মায়া দুই ভাইয়ের
মাঝে পিছনের সিটে কাচুমাচু করে বসে। আপাতত
সে হলো একজন আসামির নেয়। ওকে রিদ যেতাই
নিয়ে যাচ্ছে মায়াও সেথায় সেথায় যাচ্ছে। এই

সকালের নাস্তা টেবিলে কতো কিছুই না হলো। মায়া
লজ্জা আর অস্থিরতায় ভুলবাল কাজ পযন্ত করলো।
অথচ এখন মায়ার ফাহাদদের বাসায় মুক্তা আর
জুইয়ের সাথে থাকার কথা। কাল রাত থেকে মায়া ঐ
বাড়ি থেকে নিখোঁজ, নিশ্চয়ই সবাই টেনশন করছে
মায়ার জন্য। কিন্তু রিদ মায়াকে না ঐ বাড়িতে নিয়ে
যাচ্ছে, আর না ঐ বাড়ি সম্পর্কে কিছু বলছে। মায়া
টেনশনে নিজের বোনের শশুর বাড়িতে যাবে বলে
এই নিয়ে বেশ কয়েকবার আরজি জানিয়ে ছিল
রিদকে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। রিদ
মায়ার কথা কানে তো তুললোই না উল্টো মায়াকে
বগলথাবা করে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে এই সকাল
বেলা। মায়া রিদকে কিছু বলতে পারছে না বলে চোখ
ফেটে কান্না আসছে ওর টেনশনে। মন চাচ্ছে হাউমাউ
করে কাঁদতে। কিন্তু মায়া তাও করতে পারছে না
রাদিফের জন্য। সকাল থেকে অলরেডি মায়া অদ্ভুত
সব কাজ কাণ্ড করে ফেলেছে। এখন নতুন করে আর
কিছু ঘটাতে চাই না। নয়তো দেখা গেল রাদিফ
মায়ার হাউমাউ চিংকারের কান্না দেখে বলে বসল
‘ভাবি কষ্ট আমার কষ্ট। আমিও তোমার মতোন কান্না

করতে চাই। তখন বিষয়টা আরও লজ্জাজনক হয়ে যাবে মায়ার জন্য। এমনিতে রাদিফ সকাল থেকে শুধু মায়াকে দেখে যাচ্ছে। রাদিফের ড্যাবড্যাব করে তাকানোতে মনে হচ্ছে মায়া কোনো মানুষ হতেই পারে না। মায়া হলো দুনিয়ার অষ্টম কোনো আশ্চর্য পদার্থ। যেটা রাদিফ খান জীবনের প্রথম দেখে ভিষণ বিস্মিত হয়ে আছে। তার থেকে সবচেয়ে ইতস্তত ব্যাপার হলো মায়া কালরাত থেকে একই ড্রেস পড়ে আছে। গায়ের জামাটাও এখন নোংরা নোংরা লাগছে মায়া কাছে। অথচ এই দুই ভাই কেমন টিপটাপ সেজেগুজে আছে। যেন নতুন জামাই সেজে মায়াকে নিয়ে কোথাও একটা যাচ্ছে তাঁরা। আল্লাহ জানে মায়াকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তারা। এদিকে মায়ার বাড়ির জন্য টেনশন হচ্ছে। মায়াকে ফাহাদদের বাড়িতে না পেয়ে নিশ্চয়ই ঐ বাড়িতে হাঙ্গামা লেগে গেছে। রিদের সাথে মায়ার অবাধে চলাফেরাটা যদি কারও কানে যায় তাহলে বিশ্রী একটা কান্ড ঘটে যাবে বোনের শশুর বাড়িতে। মায়ার মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারা মধ্যেই রাদিফ সামনের সিট থেকে পিছন ঘুরে মায়াকে দেখলো টেনশন করতে। দুই রাদিফ মায়ার

ভয় আরও বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল...‘ ভাবি তুমি আমাদের আম্মুকে চিনো? দেখছো কখনো সরাসরি? রাদিফের কথায় মায়া ভয়ে কাচুমাচু মুখটা তুলে তাকাল রাদিফের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি হলো দুজনের। মায়া ভয়ে মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানাল রাদিফকে। যে সে কখনো সরাসরি দেখেনি। মায়ার কথায় বেশ সিরিয়াস হলো রাদিফ। যেন সে মায়ার এই উত্তরটা পাওয়ার আশায় ছিল। মায়া রাদিফের হঠাৎ পরবর্তীত মনোভাব দেখেই বুঝলো যে রাদিফ মায়াকে এই মূহুর্তে বেশ সিরিয়াস কিছু বলতে চাই। রিদ সামনের ড্রাইভিং সিটে থেকে স্টিয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে রাদিফকে এক পলক দেখে তাকাল মিররে দিকে। সেদিকে মায়ার ভয়ার্ত মুখটা দেখা গেল। রাদিফ তক্ষুনি সিরিয়াস গলায় বলল...‘ ভাবি শুনো আমাদের আম্মু কিন্তু অনেক রাগি মানুষ বুঝলে। রিদ ভাইয়ের থেকেও রাগি। এতোটা রাগী যে আমাদের আম্মু যখন রেগেমেগে আগুন হয়ে যায় তখন আম্মুর কপাল দিয়ে দুটো আগুন শিং বের হয়। তুমি সাবধান থেকো ভাবি! আমাদের আম্মু নতুন মানুষ দেখলেই শিং দিয়ে গুতো মারে। তবে তুমি তো

তার বড়ো ছেলের বউ সেই সুবাদে তোমাকে ছাড়
দিলেও দিতে পারে আই ডোন্ট নো। আসলে আমার
তোমাকে নিয়ে অনেক চিন্তা হচ্ছে বুঝলে। এই অল্প
সময়ের মধ্যে আমার তোমাকে অনেক মনে ধরেছে,
তোমাকে বড়ো ভাবির চোখে দেখি। এখন তুমি যদি
আম্মুর শিংয়ের গুতো খেয়ে হসপিটালের পড়ে থাকো
তাহলে আমি ভিষণ দুঃখ পাবো। এজন্য আমি
তোমাকে সাবধান করতে চাইছিলাম ভাবি, তুমি
আম্মুকে রাগ দিয়ে কোনো কাজ করো না কেমন।
আম্মু সাথে দেখা হলেই তুমি সোজা আম্মুর পা ধরে
শুয়ে পরবে। আসলে আমাদের আম্মুর লম্বা লম্বা
সালাম পছন্দ তো তাই। ছোট ছোট সালাম করলেই
আম্মু কেমন রেগে যায়। আমি আর রিদ ভাই তো
আম্মুকে সবসময় লম্বা লম্বা সালাম করেই আসছি।
তুমি এখন নতুন মানুষ তাই তুমিও আমাদের মতোন
লম্বা লম্বা সালাম করবে কেমন?রাদিফের কথায় ভয়ে
মায়ার চোখ মুখ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এতক্ষণ মায়া
জানতো রিদ ওকে কোথাও একটা নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু
এখন রাদিফের কথায় সিউর হলো আসলে রিদ
মায়াকে ওদের মা সাথে দেখা করাতে নিয়ে যাচ্ছে।

মায়া ভয়, জড়তা, আতঙ্কে, গাড়ির এসির মধ্যেও ঘামতে লাগলো। রিদ আয়না দিয়ে মায়াকে দেখলো খুব অসহায় মুখে বসে থাকতে। হয়তো যেকোনো সময় অতিরিক্ত ভয়ে কেঁদেও ফেলবে। রিদ স্টিয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে রাদিফকে ধমক দিতে চাইলো মায়াকে উল্টা-পাল্টা না বুঝাতে। কিন্তু রিদের ধমকের আগেই রাদিফ মায়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতোন করে বলল...

‘আহা, ভয় পেওনা ভাবি। আমি আছি তো তোমার সাথে। তোমার ভয়, আমার কষ্ট। আমি তোমাকে এম্ফুনি একটা সুবুদ্ধি দিচ্ছি, শাশুড়ী পটানোর রেসিপি। আমার কথা শুনলে তোমার সব ভয় সুমন্ত্রার সু হয়ে যাবে দেখো।

‘সেটআপ ইডিয়ট। ভয় পাচ্ছে ওহ।

রিদের হঠাৎ ধমকে মায়া ভয়ার্ত মুখে চমকে উঠলো। রাদিফ মায়াকে ভয় পেতে দেখে বিরক্ত চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে রিদের দিকে তাকিয়ে বলল...‘ দিলে তো ভাবিকে ভয় পাইয়ে ভাই। এমনই ভাবি আম্মুকে নিয়ে টেনশনে আছে। কই তুমি ভাবিকে একটু সাহস দিবে তা না করে উল্টো ধমকে দিচ্ছে। ভাবি যদি এখন ভয়ে কাঁদে তাহলে দোষটা কার হবে বলো?

তুমি জানো না আম্মু কাউকে কাঁদতে দেখলে রেগে যায়। ভাবিতো তোমার জন্য এখন আম্মুর শিংয়ের গুতো খাবে ভাই।

রাদিফের কথায় রিদ বিরক্তি চোখে তাকাল। মিরর দিয়ে মায়াকে আবারও এক পলক দেখে ডাইভিংয়ে মনোযোগ হলো। রাদিফ রিদকে চুপ করে যেতে দেখে পুনরায় মায়ার দিকে ফিরলো। মায়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার নাম করে আরও উল্টা পাল্টা বুঝাতে লাগলো। রিদ গাড়ি চালাতে চালাতে গম্ভীর মুখে দুজনকেই দেখল। স্বভাবে রাদিফ রিদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রিদ যতোটা গম্ভীর স্বভাবের রাদিফ ততটাই প্রাণচাঞ্চল্য আর উৎফুল্লর ছেলে। স্বভাবে দুই ভাই ভিন্ন হলেও কেউ কাউকে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়না। রিদ কখনো রাদিফের স্বভাবের জন্য ওকে কোনো কিছুতে বাধ্য করেনি। বরং ছাড় দিয়ে চলে এসেছে এতদিন, আগামীতেও এমনটা করবে। রাদিফের বকবক আর মায়ার ভয়ের মধ্যে রিদের গাড়িটা থামে বারো তলা ভবনের সামনে। দারোয়ান রিদের গাড়িটা দেখেই সালাম দিয়ে গেইট টেনে ধরতেই রিদ গাড়িটা ঢুকলো ভিতরে। মায়া তখনো

ভয়ে কাচুমাচুম করে বসে। রিদ গাড়িটা পাকিং করে
সিট বেল খোলে নামতে নামতে ততক্ষণে রাদিফ
গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে মায়ার পাশের দরজা
খোলে দেয় মায়াকে নামতে। অপরিচিত পরিবেশে
মায়া বেশ ভয়ানক মুখে গাড়ি থেকে নামলো।
আশেপাশে তাকাতে দেখলো বিশাল বড়ো বড়ো
দালানকোঠা মাথা উপর দাঁড়িয়ে থাকতে। ঢাকা
শহরের অলিগলি সম্পর্কে মায়ার তেমন ধারণা না
থাকায় বুঝতে পারলো না সে এই মূহুর্তে কোথায়
আছে। রিদ ওকে কোথায় নিয়ে এসেছে। তবে আগ
বাড়িয়ে রিদ বা রাদিফকে যে জিগ্যেসা করবে সেই
সাহসটা পযন্ত পাচ্ছে না ওহ। ভয়ে মায়ার কলিজা
শুকিয়ে একটুখানি হয়ে আছে। রিদ মায়াকে গাড়ি
থেকে নামতে দেখে নিজের হাতের কোটটা মায়ার
দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল...‘ আমরা এখন
গুলশান একে আছি। এই বিল্ডিংয়ের সিক্স ফ্লোরে
আমার মা থাকেন। তোমাকে উনার সাথে দেখা
করাতে নিয়ে আসলাম চলো।

রিদের গায়ের কালো কোটটা মায়া নিজের হাতে
নিলো ভয়ে কাচুমাচুম করতে করতে। রিদ মায়া ভয়

বুঝেও না বুঝার মতোন করে সামনে হাটলো। রাদিফ
মায়ার পাশে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ফিসফিস গলায় বলল...
'ভাবি সাবধানে থেকো আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে
তোমাকে নিয়ে।

মায়া এবার সত্যি সত্যি ভয়ে কলিজা কাঁপছে। রাদিফ
সেই কখন থেকে নিজের মায়ের নামে উল্টা পাল্টা
মায়াকে বুঝাতে বুঝাতে আনলো। ভয়ে যখন মায়ার
পা চললো না তক্ষুনি রাদিফ মায়াকে তাড়া দিয়ে
বলল.. 'আরে ভাবি চলো চলো। আমাদের দেরি হলে
আবার আম্মু রেগে যেতে পারেন। চলো চলো
তাড়াতাড়ি চলো।

তাড়া দেখিয়েই রাদিফ সাইটে দাঁড়াল মায়াকে সামনে
যেতে বলে। মায়া ভয়ার্ত মুখে রাদিফকে এক পলক
দেখে শুকনো ঢুক গিলে রিদের কোটটা নিজের
হাতের ভাজে নিয়ে ধীর পায়ে হাটল রিদকে অনুসরণ
করে। নিচ তলায় লিফ্টের সামনে আসতে রিদকে
লিফ্টে ঢুকতে দেখে মায়াও সেদিকে এগোল। মায়া
পিছন পিছন রাদিফও লিফ্টে ঢুকতেই রিদ টপ বাটন
চেপে সিক্স ফ্লোরে চাপলো। ভয়ার্ত মায়া যখন
কাচুমাচুম করে কাঁপছিল তক্ষুনি রিদ পাশ থেকে

মায়ার একটা হাত চেপে নিজের পাশে দাঁড় করাল।
মায়ার ছোট হাতটি তার শক্তপোক্ত পুরুষালি হাতের
ভাজে নিতেই মায়া চোখ তুলে তাকাল রিদের দিকে।
রিদ যেন মায়াকে গম্ভীরে সাহস দিল ভয় না পেতে।
কিন্তু মায়ার তাকানোতেও রিদ তাকাল না মায়ার
দিকে। বরং রিদ অপর হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে স্টংলি
দাঁড়িয়ে রইল লিফ্টে। সিক্স ফ্লোরে আসতেই মায়ার
হাতটা সেইভাবেই চেপে ধরে এগিয়ে গেল নিদিষ্ট
ফ্ল্যাটের দিকে। রিদের কলিংবেল চাপার আগেই
রাদিফ ফটাফট অধৈর্যের হাতে কলিংবেল বাজাল।
মিনিটে মাথা দরজা খোলে দাঁড়াল বাইশ-তেইশ
বছরের যৌবতী কাজের মেয়ে তনি। কালো গঠনের
মেয়েটা দেখতে চমৎকার। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রিদ
আর রাদিফের সঙ্গে মায়াকে দেখেই তৎক্ষণাৎ গলা
ফাটিয়ে চিৎকার করে ছুটলো ফ্ল্যাটের ভিতরের
দিকে....' ম্যাডাম গো বড়ো ভাইজান ভাবিরে লইয়া
আইছে দেইখা যান।

তনির চিৎকারে রাদিফ মজা পেলেও রিদ চরম বিরক্ত
হলো। সেইভাবেই মায়ার ভয়ার্ত মুখটার দিকে এক
পলক তাকিয়ে ঢুকলো ভিতরে। রাদিফ রিদ মায়ার

আগেই দরজা ঠেলে ড্রয়িংরুমে সোফায় গা এগিয়ে
চিৎ করে শুয়ে পড়লো ক্লান্তিতে। মায়া ভয়ে কাচুমাচুম
করে রিদের পাশে দাঁড়িয়ে সুন্দর ফ্ল্যাটের বিলাসিতা
দেখতে লাগলো আড়েআড়ে। ফ্ল্যাটের চারপাশের
পরিবেশটা বেশ সুন্দর আর পরিপাটি গুছানো টাইপ।
যেকেউ দেখলে বলবে এখানে রুচিশীল মানুষের
বসবাস আছে। তবে মায়া বুঝতে পারছে না হুট
করেই কেন রিদ মায়াকে ধরে বেঁধে নিজের মা সাথে
দেখা করাতে নিয়ে আসলো। মায়া রিদের স্বামী হওয়া
সত্যিটা জানতে পেরেছে আজ মাত্র দুইদিন হলো এর
মধ্যে রিদ নিজের পরিবারকে জানিয়ে দিল মায়ার
সম্পর্কে? আচ্ছা এই লোক কি মায়ার সবকিছু জানার
অপেক্ষাতে ছিল এতদিন? কখন মায়া নিজের স্বামীকে
চিনতে পারবে আর কখন সে নিজের পরিবারকে
জানাবে মায়ার সম্পর্কে এমন কিছু? মায়ার তো এখন
তাই মনে হচ্ছে। মায়া নিজের স্বামীকে চিনলো না
দুদিন হলো এর মাঝেই রিদ নিজের অধিকার
খাটাচ্ছে মায়ার উপর। এমনকি রিদ দায়িত্ব নিয়ে
প্রথমে নিজের মায়ের সাথে মায়াকে বউ হিসাবে
পরিচয় পযন্ত করিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা মায়া কি দুনিয়ার

সবচেয়ে ভাগ্যবতী নারী না?অবশ্যই সে ভাগ্যবতী নারী। মায়া না চাইতেও সবকিছু পেয়ে যাচ্ছে। লোকটা কখনো মায়াকে মুখে বলেনি সে মায়াকে পছন্দ করে বা ভালোবাসে। অথচ তার কাজ কর্মে মনে হয় মানুষটার ভালোবাসার দুনিয়ার বলতে শুধু মায়া একাই আছে। মায়ার আজ নিজেকে সত্যি ভাগ্যবতী মনে হচ্ছে। মায়ার মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার মাঝেই কারও পায়ের শব্দ পেতেই মায়ার ধ্যান ভাঙ্গে। চোখ তুলে উপরে তাকাতে চোখে পড়লো চমৎকার সুন্দরী এক নারীকে। যার রূপ লাবণ্য চোখে লাগার মতোন সুন্দর। মায়া কিছুক্ষণের জন্য নিজের ভয় ভুলে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইলো সেই মধ্য বয়স্কর সুন্দরী নারীর দিকে। সাদা ধবধবে গায়ে কালো মসলিন শাড়ি জড়িয়ে। চোখ দুটো রিদের মতোই তীক্ষ্ণ আর গাঢ় বাদামি। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো মহিলাটির হাইট আর ওয়েট দেখে। মায়া মনে হলো ওর শাশুড়ী হাইট রাদিফের প্রায় সমান সমান হবে। কম হলেও লম্বায়ে মহিলাটি ৫'৭ কি ৮ হবেই। তাছাড়া এই যৌবতী মহিলাকে দেখলে প্রথম দেখায় কেউ বলতে পারবে না এই মহিলার

দুটো দামড়া দামড়া ছেলে আছে। বাপরে কি ভয়ংকর
ব্যাপার বাপরে। মায়াকে হা হয়ে রিদের মা মিসেস
সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে
আসলো সুফিয়া বেগম। গুছানো শাড়ির সাথে বামহাত
ঘড়ি পড়া উনার। ডানহাতে চিকন একটা ডায়মন্ডের
চুড়ি। বামহাতের ঘড়িতে সময় দেখতে দেখতে
সুফিয়া বেগম তীক্ষ্ণ গলায় বলল...‘ তোদের আসার
কথা নয়টায়। এখন বাজে দশটা। একঘন্টা লেট
হওয়ার কারণ?

শক্ত গলায়, শক্ত পারসোনালিটি দেখে মায়ার মনো
হলো সে যেন রিদের কার্বন কপি দেখছে শাশুড়ীকে।
বাপরে! কথা আর দৃষ্টি দুটোই কি তেজ তাদের। রিদ
কিছু বলবে তার আগেই সোফায় শুয়ে থাকা রাদিফ
উঠে বসতে বসতে বলল...

‘ ভাবির হাতের ইউনিক নাস্তা খেতে খেতেই
আমাদের একঘন্টা দেরি হয়ে গেল মা। কি মজার
মজার নাস্তা ছিল সেই গুলো আহা। আপেল ফ্লেভারের
চা। কলা ফ্লেভারের কফি। কাপ ফ্লেভারের রুটি।
আরও কতো কি ছিল।

রাদিফের কথায় সুফিয়া বেগম দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাকাল
রিদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট মায়ার দিকে।
রাদিফের মুখে ভাবি ডাক শুনে উনার মনে হলো
ছেলের বউয়ের কথা। সুফিয়া বেগম বেশ তীক্ষ্ণ
দৃষ্টিতে মায়ার পা থেকে মাথা অবধি পরখ করলো
একবার। দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা বজায় রেখে সেই দৃষ্টি
ঘুরিয়ে তাকাল আবার রিদের দিকে। আগের নেয়
গস্তীর গলায় বলল...‘ খেয়ে এসেছিস কেন? না
করেছিলাম না? বলেছিলাম না সকালের নাস্তা এখানে
এসে করবি। আমি যে সকাল থেকে না খেয়ে
অপেক্ষা করবো সেটা মনে ছিল না?

সুফিয়া বেগমের গস্তীর গলার কথায় মায়া কেঁপে ওঠে
রিদের দিকে আরও চেপে গেল। রিদের গা ঘেঁষে
দাঁড়িয়ে পিছনে লুকাতে চাইলে রিদ মায়ার হাতটা
শক্ত করে ধরে রেখে বলল...

‘ টেবিলে নাস্তা দিতে বলো মা। আমরা তেমন কিছু
খেয়ে আসিনি। শুধু একটু কফি খেয়ে এসেছিলাম।
রিদের বলা শেষ করতে না করতেই তিনি দৌড়ে
কিচেনে গেল টেবিলে নাস্তা দিতে। সুফিয়া বেগমের
কিছু বলার অপেক্ষা করলো না। কারণ সুফিয়া বেগম

অনেক শক্ত ধাঁচের মানুষ। কথা কম বলে কাজ বেশি
চাই উনার। অথবা ভারতি কিছুই পছন্দ না উনার।
সুফিয়া বেগম রিদ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সম্পূর্ণ রূপে
তাকাল ভয়াত মায়ার দিকে। সে আপাতত রিদের গা
ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বারবার আঁড়চোখে সুফিয়া বেগমকে
দেখার চেষ্টা করছে। সুফিয়া বেগম মায়ার মনোভাব
বুঝতে পেরেই গম্ভীর গলায় ডাকল মায়াকে নিজের
কাছে...‘ এই মেয়ে এদিকে আসো।

সুফিয়া বেগমের গম্ভীর ডাকে মায়া সারা শরীর
শিহরিত হলো ভয়ে। আতঙ্কের নেয় খামচে ধরলো
রিদের কোমরের পাশে শার্টের কিছু অংশ। রিদ দৃষ্টি
নত করে মায়ার দিকে তাকাল। মায়াকে ভিষণ
অসহায় আর ভয়াত দেখাল। অতিরিক্ত নার্ভাসনেসে
মায়াকে ঘামতে দেখে মনে হলো যেকোনো সময়
কেঁদে ফেলবে মায়া ভয়ে। রিদ ছোট করে বলল...‘
যাও।

মায়া নড়লো না। বরং রিদের পিছনে দাঁড়িয়ে
নিজেকে আড়াল করলো। সুফিয়া বেগম হঠাৎ মায়ার
ভয় পাওয়ার কারণটা বুঝতে না পেরে অনেক ধমক
সুরে ডাকল মায়াকে নিজের কাছে....

‘ এই মেয়ে শুনতে পারছো না ডাকছি তোমায়?
এদিকে আসো। কাম।

সুফিয়া বেগমের ধমকের মায়া কেঁপে উঠে সত্যি সত্যি
কেঁদে ফেললো। রিদের শার্ট আঁকড়ে ধরে ফুপিয়ে
কেঁদে উঠতেই সুফিয়া বেগম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল
রিদের দিকে। বলল...

‘ কি হয়েছে? কাঁদছে কেন ওহ?

রিদ রাদিফের দিকে বিরক্তি চোখে তাকাল। মায়াকে
কাঁদতে দেখে রাদিফ দুট্টু হাসছে নিজের কাজে সফল
হতে পেরে। রিদ সেদিকে তাকিয়ে মিসেস সুফিয়া
বেগমকে বলল....

‘ তোমার ছেলেকে জিজ্ঞেসা করো মা। রাদিফ ওকে
উল্টাপাল্টা বুঝিয়েছে তোমার নামে। সেজন্য তোমাকে
ভয় পাচ্ছে ওহ। রিদের কথায় শক্ত চোখে তাকাল
সুফিয়া বেগম রাদিফের দিকে। রাদিফকে চোখ
রাঙ্গিয়ে এগিয়ে আসলো রিদের দিকে। রিদের পিছন
থেকে মায়ার হাত টেনে নিয়ে বসাল সোফার উপর।
টি-টেবিলে উপর থেকে পানির গ্লাসটা নিয়ে মায়ার
দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল...

‘পানিটা খাও। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
নাও।

মায়া ভয়ে ভয়ে পানিটা নিলো। ফুপাতে ফুপাতে গ্লাসে
চুমুক দিতেই রিদ এসে রাদিফের পাশে বসলো। মায়া
গ্লাসের পানিটুকু শেষ করতেই সুফিয়া বেগম হাত
বাড়িয়ে মায়ার থেকে গ্লাসটা নিয়ে পুনরায় জায়গায়
রাখতে রাখতে বলল...

‘আমার ছেলেকে কি দেখে পছন্দ করলে তুমি? ঐ
চেহারাটা ছাড়া আর কিছুই তো নেই ওর পছন্দ করার
মতোন। তাহলে তুমি কি দেখে বিয়ে করলে ওকে?
আমার ছেলের সুন্দর চেহারার প্রেমে পড়লে নাকি?
সুফিয়া বেগমের সরাসরি সোজাসাপ্টা কথায় মায়া ভয়
আরও বাড়লো। মা ছেলের দুটোই এক। কথার তেজ
আর আরচণের মানুষকে ঘায়েল করতে সক্ষম। মায়া
কোনো রকমের মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি দিতে দিতে
বলল...‘ না।

‘চেহারার প্রেমে পড়োনি বলছো?

‘হুমম।

‘তাহলে কিসের জন্য বিয়ে করলে আমার ছেলেকে?
ওহ তো সুবিধার মানুষ নয়। সুফিয়া বেগমের

সোজাসাপ্টা কথায় মায়া ভয় আরও বাড়লো। মা ছেলের দুটোই এক। কথার তেজ আর আরচণের মানুষকে ঘায়েল করতে সক্ষম। মায়া কোনো রকমের মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি দিতে দিতে বলল...

‘না।

‘চেহারার প্রেমে পড়োনি বলছো?

‘হুমম।

‘তাহলে কিসের জন্য বিয়ে করলে আমার ছেলেকে?

ওহ তো সুবিধার মানুষ নয়। সুফিয়া বেগমের গম্ভীর কণ্ঠ আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মায়ার গলায় শুকিয়ে এলো।

তৃষ্ণার্ত গলায় আর ভয়ার্ত চোখে মুখে তুলে তাকাল সুফিয়া বেগমের দিকে। শক্ত শাশুড়ী কঠিন প্রশ্নের উত্তর, মায়াকে কি দিতে হবে এই মূহুর্তে জানা নেই।

মহিলাটি এমনই ভিষণ লম্বা। মায়া সোফায় বসে মুখ তুলে উপরে তাকাতে তাকাতে ওর ঘাড় বেঁকে যাচ্ছে।

চতুর সুফিয়া বেগম মায়ার নিরব অসুবিধাটা বুঝে চট করে বসে গেল মায়ার সামনে। মায়া চমকালো,

ভড়কাল, ভয়ে আরও সিটিয়ে গেল সোফায়। সুফিয়া বেগম মায়ার পাশাপাশি সোফায় না বসে বরং মায়ার মুখোমুখি টি-টেবিলের উপর বসল তাও কিছুক্ষণ

আগে মায়ার দিকে বাড়িয়ে দেওয়া পানির গ্লাসটা সরিয়ে। সুফিয়া বেগমের হঠাৎ বসার ধরনে মায়ার কলিজা ধড়াস করে উঠলো আতঙ্কে। শুধু কথায় নয় মা-ছেলে বসাবসিতে যেন একই রকম ধাঁচ রাখে। ভয়ার্ত মায়া খালি মস্তিষ্কে ভাবতে বসলো মা- ছেলের মধ্যে কে কাকে কপি করে আসলো? রিদ খান নিজের মাকে কপি করে নাকি মা নিজের ছেলেকে কপি করে বেড়ায় কোনটা? দুটো মানুষের কথা তেজ, আচরণ কিভাবে একই হয়। মায়াতো এতোদিন শুধু নিজের স্বামীকে সামলানো নিয়ে টেনশন করতো। কিন্তু এখন তো দেখছে কাহিনি উল্টো। শুধু ছেলেকে নয় শাশুড়ীকেও টেনশনের পাল্লায় তুলতে হবে। বাপরে! মায়া এমন আধা পাগল মানুষ দুটোকে কিভাবে সামলাবে ওহ? পান থেকে চুন খসতেই স্বামী নাকের ডগায় দম নিয়ে আসে মায়ার। এখন আবার কঠিন শাশুড়ী পাল্লায় পরলো ওহ। শেষ..! মায়ার জীবন ফ্রীতে শেষ হয়ে গেল। এই মা-ছেলে মিলে মায়াকে কথার বানে পিষে পিষে মেরে ফেলবে রোজ। মায়া ওহ কঠিন শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে অসহায়ত্ব বোধ করলো। বুক ফাটা আতর্নাদের কান্নাটা গলায়

আটকে ভয়াৰ্ত মুখে তাকাল কিছু দূৰে বসে থাকা
ৰাদিফেৰ পাশে ৰিদেৰ দিকে। দুষ্ট ৰাদিফ দুষ্ট হেঁসেই
মায়াৰ দিকে তাকিয়ে, কিন্তু কঠিন ৰিদ খান যেন বাজ
পাখিৰ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মায়াৰ দিকে। যেন মায়া
একটা উল্টা পাল্টা উত্তৰ দিলেই চোখ দিয়ে গুলি
কৰে মারবে যেকোনো সময়। মায়া এমন ভয়ংকৰ
পৰিস্থিতিতে ফেঁসে যাবে ভাবেনি। পাশে ছেলৈৰ
শুঁকুনেৰ দৃষ্টি আৰ সামনে মায়েৰ আতঙ্ক। উফফ!
এখন যদি মায়া শাশুড়ীকে ভয় পেয়ে বা সম্মান
দেখিয়ে মিথ্যা বলে যে, উনাৰ ছেলৈৰ প্ৰেমে পড়েনি
তাহলে নিশ্চয়ই মাযাকে ওৰ স্বামী মাখাৰ উপৰ তুলে
আছাড় মারবে। আবার যদি সত্যি বলে, স্বামীৰ প্ৰেমে
পড়েছে, তাহলে ওৰ শাশুড়ী যদি মনে কৰে মায়া
উনাৰ ছেলেকে বড়োলোক দেখে ফাঁসাতে চাইছে
তাহলে সেটা মায়াৰ আত্মসম্মানে লাগবে প্ৰচুৰ? মায়া
এখন কি কৰবে? এই মুহূৰ্তে কি বলা উচিত ওৰ?
মায়া যখন দ্বিধাহীনতায় ভোগলো তখনই মায়াৰ ধ্যান
ভাঙ্গে আবারও সুফিয়া বেগমেৰ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথায়।
তিনি মায়াৰ উদ্দেশ্যে আবারও বললেন...‘ কিছু
জিজ্ঞেস কৰছি আমি। উত্তৰ দাও!

সুফিয়া বেগমের গম্ভীর কণ্ঠে মায়া ভয়াৰ্ত মুখে
মিনমিন করে বলল...

‘আমি কিছু জানি না। আমাদের এমনই এমনই বিয়ে
হয়ে গেছে।

মায়ার উত্তরটা পছন্দ হলো না চতুর সুফিয়া বেগমের।
পেশায় উনি একজন এডভোকেট! দীর্ঘদিনের
পেশাদারীতে উনি মানুষকে পাল্লায় তুলে পরখ করার
অভিজ্ঞতা আছে উনার। ছেলের বউ হিসাবে অল্প
বয়সী মেয়েটাকে উনার দারমাপা হয়ে গেছে
এতক্ষণে। কিন্তু তারপরও ছেলের পছন্দ বলে
মেয়েটিকে উনার প্রশ্নের মুখাপেক্ষীত হতে হবে।
উনার জানা দরকার মেয়েটি আসলে উনার ছেলের
জন্য কতোটুকু পারফেক্ট। উনার ছেলে এই মেয়ের
জন্য পাগল সেটা উনি এতদিন শুনে এসেছে। কিন্তু
উনার মতে এই মেয়েকেও অবশ্যই সমান পাগল
হতে হবে উনার ছেলের জন্য। নয়তো যেকোনো
পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে এই মেয়ে পিছিয়ে যেতে
পারে। অল্প বয়সী মেয়েরা এমনই হয়। পরিস্থিতির
মোকাবেলা করতে না পারলে পিছিয়ে যাওয়ার
সম্ভবনা থাকে। এতে কষ্ট উনার ছেলে পাবে।

তীক্ষ্ণতায় সুফিয়া বেগম মায়া কথার উত্তর সাপেক্ষে বলল...‘ এমনই এমনই আবার বিয়ে হয় কিভাবে? আমার ছেলেকে কতোটুকু চিনো তুমি? ওর ক্রিমিনাল মাইন্ডের প্রখরতার সম্পর্কে তোমার এক রত্তিও জানা নেই। এখন তুমি যদি আমাকে বলো আমার ছেলের সাথে তোমার বিয়েটা এমনই এমনই হয়ে গেছে তাহলে সেটা আমি কিভাবে বিশ্বাস করব বলো? ছেলে জন্ম দিয়েছি আমি। আমার জানা আছে আমার পেটের সন্তান কেমন? আমি যতটুকু জানি আমার ছেলের জীবনে কোনো কিছু এমনই হয় না। যেমন ধরো! গায়ের পোষাকটা যদি প্রোপার সিলেক্ট করে সে পড়ে, তাহলে জীবন সঙ্গীকে কি কোনো চিন্তা ভাবনা ছাড়ায় এমনই এমনই এন্ট্রি দিয়ে দিবে ওর জীবনে? শুনো মেয়ে আমার ছেলের জীবনের কোনো কিছু এমনই হয়না। তুমিও যে ওর জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত কেউ নয় সেটাও নিশ্চিত থাকো। তোমাকে ওর জীবনের জড়ানো পিছনে নিশ্চয়ই আমার ছেলের সলিড কোনো কারণ পাবে। সেটা হয়তো তুমি জানো না। কিন্তু আমি আমার ছেলেকে চিনি। এখন তুমি তোমার কথা শুনাও। আমার যতটুকু মনে হচ্ছে

আমার ছেলের সাথে তোমার বিয়েটা সম্পূর্ণ তোমার
জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল, আমার ছেলের জন্য নয়।
এখন তুমি যদি চাও তাহলে আমার ছেলে সাথে
সেপারেশন করতে পারো। আমি তোমাদের
ডিভোর্সের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আই এম অ্যা
লয়ার। বুঝতে পারছো আমি একজন উকিল মানুষ।
আমার মাত্র এক ঘন্টা লাগবে তোমাদের ডিভোর্সের
বিষয়টা হ্যান্ডেল করতে। সো আমার ছেলেকে ভয় না
পেয়ে নির্ভয়ে বলো কি চাই তোমার? আমি সাপোর্ট
করবো তোমাকে। কি সেপারেশন চাই তোমার?
সুফিয়া বেগমের সোজাসাপ্টা কথায় মায়ার মাথা
ঘুরিয়ে উঠলো। মায়া মুখে তৎক্ষণাৎ ঘুরে গেল রিদের
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি হলো
দুজনের। রিদ পূর্বের নেয় দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে মায়ার
দিকে তাকিয়ে। মনে হলো সেও যেন মায়ের মতো
করে মায়ার উত্তর গুলো চাই। ডরে ভয়ে মায়ার
সিঁটিয়ে বসল। তক্ষুনি আবারও শুনা গেল সুফিয়া
বেগমের গম্ভীর কণ্ঠ...

‘ওর দিকে না তাকিয়ে আমাকে দেখো। লুক এট মি!
কি চাই তোমার বলো।

সুফিয়া বেগমের কথায় দুষ্টু রাদিফও হেঁসে তাল
মিলিয়ে বলল...

‘ আরে ভাবি ভাইকে ভয় পেওনা। আমরা সবাই
তোমার দলে বুঝলে। তুমি নির্ভয়ে বলো তোমার কি
চাই? আমার উকিল মা কিন্তু একঘন্টার ভিতরে চট
করে তোমাদের সেপারেশনের ব্যাপারটা রফাদফা
করে দিতে পারবে। তারপর আমি নাহয় তোমাকে
তোমার দুলাভাইয়ের বাসায় ড্রপ করে দিয়ে আসব।
রিদ ভাই তোমাকে কিছু বলার সুযোগই পাবে না।
তুমি বলো তোমার কি চাই?

মায়া কোলের উপরে রিদের কোটটাকে দু’হাতে
দুমড়ে মুচড়ে কলিজা চেপে ধরা মতো করে সিঁটিয়ে
বসল। মায়া মনে হলো সে কঠিন কোনো পরীক্ষা
দিতে বসেছে এই মূহুর্তে। যে প্রশ্নপত্রের একটা
উত্তরও জানা নেই মায়ার। ভয়াত মায়া এসির মধ্যেও
কপালের ঘাম কানিশ বেয়ে পড়ছে। দু’হাতে মুঠোয়
রিদের কোটটা মুচড়ে ধরে কম্পিত গলায় বললো...‘
আমার কিছুই চাই না।

‘ কি চাই না ঠিক করো বলো। আমার ছেলেকে চাই
না বলছো?

সুফিয়া বেগমের কথায় তাল হারিয়ে মায়া তাড়াহুড়ো
বলল....

‘ না না!

‘ না মানে চাই না?

‘ না চাই। আমার এই বিয়েটা চাই। আপনার
ছেলেকেও চাই। মা হিসাবে আপনাকেও চাই। ভাই
হিসাবে রাদিফ ভাইকেও চাই। দাদা-দাদি, সবাইকে
চাই আমার এক পরিবারের।

মায়ার কথা শুনে রিদের কঠিন দৃষ্টি নরম হলো। যেন
এতক্ষণ দম ধরে বসে ছিল মায়া কখন উল্টা পাল্টা
উত্তর দিবে আর সে চট করে মায়াকে মাথার উপর
তুলে আছাড় মারবে। রিদ গা এলিয়ে সোফায়
বসতেই সুফিয়া বেগমে রিদের নমনীয়তা তীক্ষ্ণ
দৃষ্টিতে পরখ করে মায়ার নত মস্তিষ্কের দিকে
তাকিয়ে বললো...

‘ আর একবার ভাবো। চাইলে সময় নিতে পারো।
রিদকে ভয় পেলে আমাকে আলাদা ভাবে বলতে
পারো। আমার ছেলের সাথে থাকতে হবে এমন
কোনো জোড়াজুড়ি নেই। চয়েস ইজ ইউর। থাকতে
না চাইলে...

সুফিয়া বেগমের কথা মাঝে মাঝে মিহির গলা শুধালো...‘ আমার সময় লাগবে না ম্যাম। আমি উনার সাথে সেচ্ছায় থাকতে চাই।

মায়ার নিজেকে কেমন নিমজ্জিত মেয়ে মনে হলো। নিজের স্বামী, সংসার সে কেমন একা একাই ঠিকঠাক করে ফেলছে পরিবার ছাড়া। নিশ্চয়ই মায়াকে ওর শাশুড়ী লোভী মেয়ে ভাবছে। কিন্তু মায়াও বা কি করবে? মায়ার তো সত্যি ডিভোর্স চাই না। আমার সত্যি ওর স্বামীকে ভিষণ পছন্দ। মায়া তো এই লোকটার সম্পর্কে না জেনে না চিনেই ভালোবেসে ছিল এতোদিন। তাহলে এখন কিভাবে বলবে মায়ার ওর স্বামীকে চাই না? আদৌ এটা বলা মায়ার পক্ষে সম্ভব? অবশ্যই না। মায়ার কথায় সুফিয়া বেগম যেন বেশ সুষ্ঠি হলো। দৃষ্টিতে প্রখরতা বজায় রেখে আবারও গম্ভীর রিদের মুখটা দেখলো এক পলক। রিদ নিজের জীবন সঙ্গী বাচাই করতে ভুল করেনি। উনার কানে আগেই এসেছিল রিদ কোথাও একটা জমে আছে। নারী জাতীয় ব্যাপার হবে সেটা বুঝেও উনি এতোদিন চুপ ছিল। কারণ উনি জানেন উনার ছেলে যা করে সেটা অবশ্যই ভেবে চিন্তেই করবে। মা

হিসাবে শুধু উনি অপেক্ষাতে ছিল কবে রিদ নিজের
পছন্দের মানুষটিকে উনার সামনে হাজির করবে।
রাদিফ কাল রাতে রিদের বিয়ের বিষয়টা উনাকে
জানাতেও তিনি আরও আগে থেকে জানতো রিদ
ফাহাদের ছোট শালীকে বিয়ে করে নিয়েছে সেটা।
আসিফ নিজেই জানিয়েছিল উনাকে। হয়তো রিদ
বলেছিল উনাকে জানিয়ে রাখতে। সেজন্য তিনি
এতক্ষণ ছেলের বউকে বাজিয়ে দেখছিল কতোটুকু
লয়েল বা সামলাতে পারবে উনার ঘাড়ত্যাড়া
ছেলেকে। মেয়েটার ধৈর্য্য ভালো। উনার রগচটা
ছেলের জন্য পারফেক্ট। সুফিয়া বেগম উঠে দাঁড়াতে
দাঁড়াতে হাতের ঘড়িটায় সময় দেখে মায়ার দিকে
তাকিয়ে বললো...‘ ওয়েলকাম মাই হোম অ্যান্ড
আওয়ার লাইফ। এসেছো সেচ্ছায়। তাই নো মেটার!
কোন পরিস্থিতিতে তুমি আছো বা ইন ফিউচারে কোন
পরিস্থিতিতে পড়তে পারো। যেকোনো পরিস্থিতির
জন্য ইউ ক্যান ফাইট বাট কখনো কোনো পরিস্থিতির
জন্য আমার ছেলেকে ছেড়ে যাওয়ার অজুহাত দেওয়া
যাবে না মনে রেখো। আর তোমাদের বিয়েটা যেহেতু
হয়ে গেছে তাই আমার ছেলের সাথে তুমি ঢাকায়

শিফ্ট হয়ে যাও। তোমার পরিবারের সাথে আমি কথা বলবো এই নিয়ে। তোমার বয়স কম বা সংসার সামলানোর জন্য তুমি সুইটেবল নয় এসব অজুহাত দেওয়া যাবে না। বাকি রইল তোমার পড়াশোনা ব্যাপারটা। তাহলে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ঢাকায় পড়াশোনা মান ভালো। তাছাড়া আমাদের পরিবারের সবাই হাইলি এডুকটেড। তোমার পড়াশোনায় আমাদের সাপোর্ট শত% পাবে। বলতে পারো তোমার হাতে ধরে আমরা তোমাকে শিক্ষিত বানাব। এখন বলো আছে কোনো অসম্মতি?

সুফিয়া বেগমের কথায় মায়া কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা না করেই নত মস্তিষ্কে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিল। যার অর্থ ওর কোনো অসম্মতি নেই কোনো কিছুতে। সুফিয়া বেগম মায়া সম্মতি পেয়ে আবারও বলল... ‘ভেরি গুড! এখন চলো খাবে। খাবার ঠান্ডা হচ্ছে। রাদিফ তোর ভাবিকে নিয়ে টেবিলে যা আমার রিদের সাথে কথা আছে। গো।

‘জ্বি মা!

মায়ের আদেশে রাদিফ বাধ্য ছেলের মতোন উঠে দাঁড়াল। শাশুড়ী আদেশ পেয়ে মায়াও জড়তার পায়ে

উঠে দাঁড়াল। রাদিফের পিছন পিছন ডাইনিং পযন্ত
এগোতে এগোতে ভাবলো। সে ছাতার মাথা খাবে
এমন চাপ সৃষ্টিকারী পরিবেশে বসে। ক্ষুধায় মায়ার
পেট চুচু করলেও শাশুড়ী নামক আতঙ্কে ওর পেট
থেকে গলা পযন্ত শুকিয়ে কাট। মায়ার মনে হচ্ছে সে
এই মূহুর্তে পানি পযন্ত খেতে পারবে না শাশুড়ীর
সামনে বসে। সবকিছু কেমন উল্টি করে বেড়িয়ে
আসবে। মায়ার মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা মাঝেই ডাইনিংয়ের
সামনে দাঁড়াতে রাদিফ হেঁসে একটা চেয়ার টেনে দিল
মায়াকে বসতে। মায়া অস্বস্তির দৃষ্টিতে রাদিফকে
দেখে বসতে গেল তৎক্ষণাৎ বাঁধা দিল রাদিফ। মায়ার
হাত থেকে রিদের কোটটা নিতে নিতে পুনরায়
মায়াকে চেয়ারে বসতে আশ্বস্ত করলো। মায়া চেয়ারে
বসতে রাদিফ পুনরায় ড্রয়িংরুমে দিকে গেল রিদের
কোটটা রাখতে। সেই সুযোগে তিনি মায়াকে একা
পেয়ে মুখ খুলল। সে এতক্ষণ যাবত সুফিয়া বেগমের
কান্ডখানা নিরব দর্শকে মতো দেখেছে। শুধু অপেক্ষা
ছিল ওহ কবে মায়াকে একা পেয়ে মনে কথা গুলো
বলবে। তাই রাদিফ যেতেই সুযোগ পেয়ে তিনি
বলল...‘ ভাবি গো আইজকা আফনে বড়ো বাঁচা

বাঁচ্ছেন। বাপরে! আমার তো আফনার লাইগা ডরে
কইলজাডা ঠকঠক করতছিল। মনে করছিলাম
আফনে বড়ো ম্যাডামের প্রশ্নের ভুলবাল উত্তর
দিবাইন আর বড়ো ম্যাডামের হাতের বিশাল ঝাড়ি
খাইবান। আইজকা যদি আফনে বড়ো ম্যাডামের
প্রশ্নের একডাও ভুলবাল উত্তর দিতাইন, বা কইতেন,
আফনে রিদ স্যাররে ডিফোর্স দিতে চাইন তাইলে
দেখতাইন, হগ্নলতের সুন্দর সুন্দর চেহারার রহস্য।
বড়ো ম্যাডাম মেলা চালাক মানুষ ভাবি। বড়ো ম্যাডাম
আফনারে হের কথার জ্বালে ফাঁসাইয়া আফনার পেট
থেইক্কা কথা বাড় করতছিল। আফনে রিদ ভাইরে
কতোটুকু ভালোবাসুইন হেইডা জানতে। এইসব
ডিফোর্স টিফোর্স কিছু পাইতেন না আফনে। বড়ো
ম্যাডাম কইছে আফনে রিদ ভাইয়ের পছন্দের মানুষ।
আফনে এই জীবনেও ছাড় পাইবেন না রিদ ভাইয়ের
থেইক্কা লেইখা লন। রিদ ভাই যে রগচটা আর
বদমেজাজী ব্যাডা মানুষ, সোজা মুখে তো কথাই
কইনা কেউ লগে, আফনে ছোডো মানুষ হইয়া
কেমনে ফাঁসলেন রিদ ভাইয়ের লগে? রিদ ভাই কি
আফনারেও ডর দেখাইয়া রাখে ভাবি?তনি কথায়

মায়া মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানাল। যার অর্থ এমন কিছুই না। তনি মায়ার অসম্মতিতে সন্তুষ্ট হলো কিনা জানা নেই। তবে অনেকটা আফসোস সুরেই বলল....

‘ ভাবি শুনেন! আফনারে একটা কথা কই। আপনার শশুর বাড়ির মানুষ সবাই রাজনীতির মানুষ বুঝছেন। হেরারে আফনে টক্কর দিইয়া কহনো পার পাইবেন না। এর থেইক্কা আফনার জন্য ভালো হইবো আফনি যদি রিদ ভাইয়ের কথা শুইয়া লক্ষী বউয়ের মতোন চলেন হের। কারণ সংসার আফনে কিন্তু রিদ ভাইয়ের লগেই করবেন ভাবি। আফনার শশুর, শাশুড়ী, দাদা-দাদি, সবাই আলাদা আলাদা বাড়িতে থাহে। রাদিফ ভাই থাহে বিদেশ। হেতের কথা বাদ দিন। আফনার শশুর- শাশুড়ী মধ্যে কঠিন কেঁচাল আছে বুঝলেন ভাবি! জামাই -বউ মনে হয় আজ পনেরোটা বছর ধইরা এক লগে থাহে না। কেউ কারও মুখও দেখাদেখি করে না। পারিবারিক অনুষ্ঠানে দুজনের একজনেও আফনে উপস্থিত পাইতেন না। দুইজনের এতো মনকষাকষি তারপরও একজন অন্যজনরে ডিফোর্স দেয় না। মূল কথা অইল আপনার শশুর- শাশুড়ী জন্য আপনার শশুর বাড়ির

সবাই বিহীন আর আলাদা আলাদা বাড়িতে থাকে। আমি এইখানে কাম করি নয় বছর ধইরা কিন্তু আইজ পযন্ত জানতে পারলাম না কি নিইয়া ঝামেলা বড়ো ম্যাডামের উনার জামাইর লগে। এই বিষয়ে কেউর অনুমতি নাই কোনো প্রশ্ন করার। আফনে রিদ ভাইয়ের বউ হয়তো রিদ ভাই আফনারে কিছু না কিছু কইতে পারে ভবিষ্যতে। তবে আমার কথা মানেন ভাবি, জীবনের আর যাই করেন কোনো বেলা রিদ ভাইরে কষ্ট দিইয়েন না কিন্তু। তাইলে আফনে বা আফনার পরিবারের কেউ আস্তা থাকবো না ভাবি। রিদ ভাই হইলো বড়ো ম্যাডামের জান। রিদ ভাই যদি কোনো কিছু লইয়া কষ্ট পাই তাইলে বড়ো ম্যাডাম হের শশুর বাড়ির মানুষেরে ছাড় দেয় না আমি দেখছি। এজন্য আফনারে এতো ঝোরা-প্রশ্ন করতাইল বাজাইয়া দেখার লাইগা। আফনার উত্তরে সবাই সন্তুষ্ট, এইলাইগা পরিবেশ এহনো ঠান্ডা দেখতাহেন। নয়তো একডা ভুলবাল উত্তর করতেন তাইলে দেখতেন এই মূহুর্তে আফনার উপর দিইয়া ঝড়-তুফান টনেটো সব চইলা যাইতো। আমিতো পারি না এই চাকরিডা ছাইড়া ছইলা যাইতাম। কিন্তু এতো ভালো টাহার

চাকরি আমি এই ঢাকা শহরে আর পামু না দেইখা
এই লাইগা চাকরিডা আমি ছাড়তে পারি না।
সারাদিনে শুধু বড়ো ম্যাডামের লাইগা দুই বেলা রান্না
করতে হইয়। সকালের নাস্তা আর রাতের খাওন।
দুপুরে ম্যাডাম কোটের ভিতরেই বইয়া খায়। সারাদিন
আমি অবসরে বইসা বইসা টিভি দেখি আর মাস
শেষে মোটা অংকের টাকা গুনি। নয়তো বড়ো
ম্যাডামের মতো কঠিন রাগী মহিলা বাড়িতে কে কাম
করতো? আমি তনি তো মইরা গেলেও করতাম না।
বাপরে আফনার শাশুড়ী চাহন দেখলে আমার
কইলজা কাপে। বুঝি না আফনার শশুর এই
মহিলারে কি দেইখা বিইয়াডা করছিল। নিশ্চয়ই বড়ো
ম্যাডামের রূপ দেইয়া আফনার শশুর পাগল হইছে
নয়তো এমন কঠিন মানুষরে আবার কেউ বিইয়া
করে নাই? আমিতো জীবনেও করতাম না।তনি দীর্ঘ
কথায় মায়া গালে হাত রেখে তনি কথা মনোযোগ
সহকারে শুনলো। তনি সব কথায় মায়ার মাথায়
দুকেছে। কিন্তু মায়া বুঝলো না তনি মায়ার কাছে ওর
শশুর বাড়ির নামে বদনাম করছে নাকি সুনাম। মায়া
তনির আফসোসরত মুখটার দিকে তাকিয়ে বলল...

‘আপনি কি সবার নামে সুনাম করছেন নাকি বদনাম? যদি একটু বলতেন আপু?

মায়ার কথায় তিনি আরও হতাশ হলো। হাতের প্লেট গুলো চেয়ারের সামনে সাজাতে সাজাতে ফের আফসোস করে বলল...‘আমিতো বদনামই করতে চাইছিলাম ভাবি। কিন্তু এদের ব্যক্তিত্ব খালি আমারে কনফিউজড করে। না আমি ভালা কইয়া এদের চালাইতে পারি আর না মন্দ বইলা দোষ দেখাইতে পারি। কেমন শক্ত কঠিন মানুষ এরা। এদের দোষ বের করতে গেলেও নিজেই কেমন কইরা যানি সুনাম বের কইরা ফেলি। এদের মায়াই ফাঁসলে জীবন রফাদফা ভাবি। একদম শেষ! জীবনে হাইসা দুইডা কথা কইতো না এরা। আর না নরম ব্যবহার করবো কহনো। হেরপরও এরা মানুষরে কেমনে কইরা জানি নিজেদের মায়ার জ্বালে আটকায় রাহে ভাবি, আল্লাহ জানে। আমারে দেহেন ভাবি! হেই প্রথম থেইক্কা এই চাকরি করুম না, চইলা যামু, চইলা যামু কইরা কইরা আইজ নয়টা বছর পার করলাম। এহন আমি নিজেই বড়ো ম্যাডামরে ফালাইয়া দুইদিনের লাইগা গ্রামের বাড়িতে যাইতে মন চাইনা। আমি চইলা গেলে যদি

ম্যাডামের অসুবিধা হয় হেই লাইগা। অথচ বড়ো ম্যাডাম আমারে আজও আপন কইরা লইতে পারলো না। কেমন রোবট মতোন চলাফেরা করে। আমার লগেও ঠিক কইরা কথা কইনা। মায়া তনি সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসলো। তনি মুখে নিজের শশুর বাড়ির সম্পর্কে বদনাম শুনেও কেমন জানি শান্তি লাগছে মায়ার। মায়া ঘাড় বেঁকে তাকাল পিছনে। দেখা গেল মা ছেলে তিনজনই কিছু নিয়ে মনোযোগ সহকারে আলোচনা করছে। রাদিফকেও বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো এই প্রথম। মায়ার মনে হলো এই মানুষ গুলো ভিতর বাহিরে শক্ত কঠিন ব্যক্তিত্ব ধরে রাখলেও এদের সবার মাঝে ভালোবাসার মানুষকে আগলে রাখার দারুণ একটা মন আছে। এই যেমন মায়া নিজের স্বামীর পরিচয় জানার পরপরই রিদ কেমন নিজ দায়িত্বে পরিবারের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে আসলো মায়াকে। মানুষ ভালোবাসলেও পরিবারের সামনে ভালোবাসার মানুষকে হাজির করতে চাই না। কিছু দিন অন্তত গোপনে রাখতে চাই। অথচ মায়ার ক্ষেত্রে হয়েছে ভিন্ন মায়ার কিছু জানার আগেই রিদ নিজের

পরিবারকে মায়ার পরিচয় সম্পর্কে জানিয়ে রেখেছে।
এতে দুজনের পবিত্র সম্পর্কটার সম্মান রেখেছে রিদ।
তারপর দেখা গেল মায়ার কঠিন শাশুড়ীও ছেলের
পছন্দের বাহিরে টু শব্দ পর্যন্ত করেনি। ছেলে নিজের
পছন্দের বউকে হাজির করলো, আর মা হয়ে তিনি
এতেই সম্মতি দিয়ে মায়াকে বুঝালো উনার ছেলেকে
কখনো ছেড়ে না যেতে। অথচ উনারা এতো অর্থ
সম্পদশালী, ক্ষমতা সম্পূর্ণ মানুষ, তাঁরা চাইলে মায়ার
মতোন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েকে হাতের তুরিতে
টিস্যুর মতোন ফেলে দিয়ে, রিদের জন্য যোগ্যতা
সম্পূর্ণ কাউকে জীবন সঙ্গী হিসাবে বাঁচাই করতে
পারে। রিদ একজন প্রতিষ্ঠিত, সফল ও হাইলি
এডুকেটেড ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মানুষ। যেকোনো নারীই
রিদ খানের বউ হতে চাইবে। সেখানে মায়ার মতোন
অদক্ষ, অযোগ্যতা আর মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ
একটা মেয়েকে বেঁছে নেওয়াটায় বুঝায় এদের কঠিন
ব্যক্তিত্বের বাহিরেও তাদের সবার সুন্দর একটা
ভালোবাসার মন আছে। মানুষ বলে কঠিন ব্যক্তিত্বের
মানুষ গুলা নাকি প্রিয়জনকে আগলে রাখার ব্যাপারটা
দারুণ থাকে। আজ মায়া চোখের সামনে দেখতে

পারলো এতো গুলা মানুষকে। সকাল ১১ঃ১৭। রিদ
ডাইভিংয়ে মায়া পাশের সিটে গা এলিয়ে বসে।
রিদের দৃষ্টি আর মনোযোগ ডাইভিংয়ে থাকলেও মায়া
মনোযোগ রিদকে দেখার উপর। রিদ বেশ কয়েক
বার ভ্রর কুঁচকে মায়াকে দেখেছে এভাবে তাকিয়ে
থাকা নিয়ে। কিন্তু মায়ার কোনো ভাবান্তর ঘটেনি।
মায়া সিটে কাত হয়ে রিদের দিকে ঘুরে বসে। রিদ
ডাইভিংয়ের মধ্যে মায়ার মনোযোগ ভাঙতে মায়ার
দিকে ভ্রর কুঁচকে তাকিয়ে বলল...

‘ কি সমস্যা? কি দেখো?

মায়া সেইভাবেই বসে থেকে উত্তর করে বলল...

‘ আপনাকে দেখি। জানেন আমি কখনো ভাবিনি
আপনাকে এতো নরম ব্যক্তিত্বে দেখব কখনো।

রিদ মায়ার তাকিয়ে থাকার মানে বুঝতে পেরে সে
চুপ রইল। মায়া রিদকে কিছু বলতে না দেখে সাহস
পেয়ে আবারও বলল...

‘ আপনাকে একটা কথা বলার ছিল। বলি?

রিদ স্টিয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে সম্মতি দিল...‘ হুম।

মায়া সিট ছেড়ে সোজা হয়ে বসল। সিরিয়াস হওয়ার
ভঙ্গিতে মিনমিন করে বলল...

‘ আমাদের কলেজে থেকে রাজ্জামাটি যাওয়ার ট্যুরের
প্লানিং করছে সবাই। আমিও সবার সাথে যেতে
চাচ্ছিলাম। আমাকে...

রিদ মায়ার কথায় মাঝে ওর দিকে না তাকিয়েই
ড্রাইভিং করতে করতে বলল...

‘ নো ট্যুর! নো প্ল্যানিং! কোথাও যাওয়া যাবে না
তোমার। সব ক্যান্সেল।

মায়া হতাশার গলায় বলল...

‘ এমন করছেন কেন? সবাই তো যাচ্ছে আমি একা
না। এই ট্যুরে আরিফ ভাইয়াও যাবে আমাদের সাথে।
এখন আমি না গেলে ভাইয়া নিশ্চয়ই জিগ্যেসা করবে
কেন যেতে চাচ্ছি না।

‘ পাকামো করবে না রিত। আমার এসব পছন্দ না।
আরিফের সাথে আমি কথা বলে নিব।

রিদর মুখে আরিফের নামটা শুনতেই মায়া আতঙ্কিত
গলায় তাড়াহুড়ো করে বলে উঠলো...

‘ আরে না না! আরিফ ভাইয়ার সাথে কথা বলতে
হবে না আপনার। সামান্য একটা ট্যুরে জন্য আরিফ
ভাইকে এখনই আমাদের সম্পর্কে বলার দরকার
নেই। আমি কোথাও যাব না। প্রমিস!মায়া তাড়াহুড়ো

ব্যাপারটায় রিদের সন্দেহ হলো। মায়া যে নিজের পরিবারকে ওদের সম্পর্কে জানাতে চাচ্ছে না সেটা ভালোই বুঝলো রিদ। রিদ ডাইভিং করতে করতে মায়ার দিকে ভ্রর কুঁচকে তাকিয়ে বলল....

‘ তুমি কি কোনো ভাবে এই সম্পর্কটা তোমার পরিবারের কাছে হাইড করতে চাচ্ছে রিত?’

রিদের কথায় মায়া ভয়ে মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালেও মনে মনে সে জানে সত্যিটা এটাই। মায়া সত্যি রিদকে নিজের পরিবারের সামনে এখন উপস্থিত করতে চাচ্ছে না। তাহলে সবাই মায়াকে দোষ দিবে যে মায়া নিজের বোনের ভাসুরকে ফাঁসিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে। এজন্য মায়া চাচ্ছে আরও কয়েকটা দিন যাক তারপর না-হয় আশ্তে ধীরে নিজের পরিবারকে জানানো যাবে রিদকে নিয়ে। মায়া রিদকে মিথ্যা বলে বলল...

‘ হাইড করবো কেন? আসলে বড়ো আপু বিয়েটা মাত্র শেষ হলো। আর কয়েকটা দিন যাক তারপর না-হয় আমাদের ব্যাপারটা জানলো। মায়ার কথা গুলো রিদের যুক্তিসঙ্গত মনে না হলেও সে আপাতত চুপ রইল। তাড়াহুড়ো করে মায়াকে চাপে ফেলতে চাই না

রিদ। বরং বউকে কিছুদিন সময় দেওয়া উত্তম
ভেবেই সে চুপ রইল। কিন্তু মায়া রিদকে নিয়ে কি
ভাবছে সেটা মায়ারও জানে না। সুফিয়া বেগমের
প্রতি কথার সম্মতি তখন শুধু মায়া চাপে পরে দিয়ে
এসেছিল ওহ। মন থেকে কিছুই দেয়নি। বরং মায়া
রিদের সাথে বিয়েটা পরিবারকে জানানো নিয়ে এই
মূহুর্তে ভিষণ ভয়ে আছে। কিভাবে কি করবে? বা
মায়ার পরিবার আদৌও ওদের সম্পর্কটা মানবে কিনা
তাও জানে না মায়া। মূলত মায়া ভয় থেকেই রিদের
সাথে সম্পর্কটা লুকাতে চাইছে। তীক্ষ্ণ সুফিয়া
বেগমের তখনকার কথাটায় সত্যি হলো। অল্প বয়সী
মেয়েরা বুঝে কম। তারা পরিস্থিতির মোকাবেলা
করতে জানে না। বরং ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়।
মায়ার ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে। রিদকে যতোটা
সাহসীকতার সাথে ভালোবেসে ছিল ঠিক ততটাই
দূর্বল মন মানসিকতা পরিচয় দিচ্ছে পরিবারের
সামনে রিদকে তুলে ধরতে। মায়ার এই দূর্বল মন
মানসিকতা জন্য ভবিষ্যতে কতোটা প্রভাব ফেলবে
রিদ-মায়ার সম্পর্কে তাও ধারণা নেই মায়ার। তবে
খুবই ভয়ংকর কিছুর মুখামুখি হতে হবে মায়া দূর্বল

মানসিকতার জন্য। বসার ঘরে বিশাল বৈঠক। পাত্র
পাত্রী দেখাদেখির পাঠ চুকিয়ে উপস্থিত মেহমাদের
খাওয়া দাওয়া পূর্ব ইতিমধ্যে শেষ করে আলোচনা
বসলো দুই পরিবার। উপস্থিত সদস্যদের গমগমে
পরিবেশে মায়া অবস্থা দেখার মতো। লম্বা ঘোমটায়
লাল শাড়ী পরিহিত মায়া থমথমে আর হৃদয় ভাঙ্গুনে
সিটিয়ে বসে। ঘোমটার আড়ালে থেমে থেমে নাক
টানার শব্দ আসছে হয়তো কান্না আটকে রাখার
চেষ্টায় নাক টানছে। তবে কিছুক্ষণ পরপর হাতের
টিস্যুটা চোখে লাগাতেও দেখা যাচ্ছে। মায়াকে ঘিরে
বসার ঘরে চেয়ারম্যান পরিবারের সবাই রয়েছে।
চেয়ারম্যান সাহেবের দুই ভাই, দুইবোন, উনাদের
ছেলে-মেয়ে, ছেলের বউ, তাদের বাচ্চাকাচ্চা, আবার
চেয়ারম্যান সাহেবের নিজের তিন মেয়ে, তাদের
জামাতা, নাতিনাতনি, সবমিলিয়ে প্রায় বিশের উর্ধ্ব
সদস্য উপস্থিত মায়াকে পাত্রী হিসাবে দেখতে। মুক্তা
ফাহাদের বিয়েটা শেষ হয়েছে আজ প্রায় পাঁচদিন
হলো। ফি-যাত্রীতে মুক্তা ফাহাদকে নিয়ে নিজ বাড়িতে
এসে চলে গেল আজ দুদিন হলো। সে এখন নিজের
শশুর বাড়িতেই আছে ফাহাদের সাথে। আজ মায়াকে

দেখতে আসার ব্যাপারটাও হুট করেই ছিল। মায়ার পরিবার যদিও এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। তবে উনারা জানতো মুক্তার বিয়ের পরপরই মায়ার বিয়ের আলোচনা চলবে চেয়ারম্যান সাহেবের ছেলের সাথে। পূর্ব কথা অনুযায়ী মুক্তা বিয়ের সাপ্তাহ খানিক পরই মায়ার বিয়েটা পারিবারিক ভাবে হবার কথা ছিল। সবকিছু ঠিকঠাকও ছিল। কিন্তু হুট করে নাদিমের স্কলারশিপের কাগজপত্রে কমপ্লিকেশন দেখা দেওয়ায় সে ঢাকা থেকে বাড়িতে আসছে না টেনশনে। বরং দৌড়াদৌড়ি করে কাগজ পত্রের ঝামেলা মিটিয়ে নিচ্ছে। সেজন্য নাদিম মায়াকে দেখতে আজ ওর পরিবারের সাথে উপস্থিত হতে পারেনি। বরং এম্বাসিতে বসে ভিডিও কলে জয়েন হয়েছে নিজের এনগেজমেন্টের রিং বদলে। এই আলোচনায় যতদিন পযন্ত নাদিমের ভিসার প্রসেসিংয়ে ঝামেলা শেষ না হচ্ছে ততদিন পযন্ত আপাতত মায়া- নাদিমের বিয়েটা পিছিয়ে যাবে। নাদিমের কাগজের ঝামেলাটা মিটিয়ে গেলেই পারিবারিক ভাবে দুজনের বিয়েটা দেওয়া হবে। তবে আজ দুই পরিবারের সম্মতিতে নাদিমের সাথে মায়ার পারিবারিক ভাবে আংটি বদল হয়ে

থাকবে। আলোচনা অনুযায়ী তাই হলো। মায়ার বিয়েটা সৌভাগ্য ক্রমে পিছিয়ে গেলেও নাদিমের বাবা চেয়ারম্যান সাহেব তিনি নিজের হাতে মায়াকে গোল্ডের মধ্যে চকচকে একটা ডায়মন্ড রিং পরিয়ে দিলেন। মায়া হাতে রিং পড়ানোর সময় মায়া কান্না আটকাতে না পেয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল কষ্টে। এতে চেয়ারম্যান সাহেবসহ উপস্থিত সবাই মনে করলো মায়া ছোট মানুষ বলে ইমোশনে ভয়ে কান্না করছে। চেয়ারম্যান সাহেব অল্প হেঁসে মায়াকে আশ্বস্ত করে একটা ভরসার হাত মায়ার মাথায় বুলিয়ে দেয় কান্না না করতে। নাদিমের সপরিবারেও মায়াকে সাদরে গ্রহণ করে ভরসা দেয় কান্না না করতে। সবার এতো এতো আন্তরিকতায় মায়া আরও ফুপিয়ে উঠে অপরাধবোধে। মায়া এই বিয়েটার সম্পর্কে কিছুই জানতো না। হুট করে আজ সকালের জানতে পারলো মায়ার বিয়ে তাও চেয়ারম্যানের ছোট ছেলে নাদিমের সঙ্গে। এটা নাকি আগে ঠিক করা ছিল নাকি। কই মায়াতো এই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জানতো না। কিন্তু যখন মায়া এই সম্পর্কে জানতে পারে তখন ঘোর আপত্তি জানিয়ে ছিল এই বিয়েটা করবে না বলে কিন্তু

কেউ মায়ার কথা বিশেষ একটা গুরুত্ব বা পাত্তা দেয়নি। কারণ বিয়েটা পূর্ব থেকে ঠিক করা ছিল বলে। তাছাড়া মায়ার কথা গুরুত্ব দেওয়ার মতোন কেউ মায়াকে তেমন সিরিয়াস নেয়ও নি। মোট কথা মায়া পরিস্থিতির এমন একটা ফ্যাসাদে পরেছে যে এই মুহূর্তে নিজের পরিবার বা রিদকে বলতে পারছে না একে অপরের সম্পর্কের কথা। মায়া বিবাহিত সেটা কখনোই মায়া নিজের পরিবারকে বলতে পারবে না। তার কারণ মায়া বড়ো বোন। মুক্তা বিয়েটা মাত্র হলো ঐ বাড়ির ছেলের সাথে। এখন যদি মায়া নিজের বিয়ের বিষয়টা জানাজানি করে তাহলে মুক্তার শশুর বাড়িতে মায়াকে নিয়ে অশান্তি হতে পারে। এমনিই সেদিন মায়াকে রিদ ফাহাদের বাসায় ড্রপ করার সময় সেটা ঐ বাড়ির কেউ সেটা ভালো চোখে দেখেনি। এই বিষয়টা মায়া বেশ বুঝতে পেরেছিল ফাহাদের মা মনোভাবে। যদিও আসিফ সবাইকে আগেই বলে রেখেছিল রিদের মা সুফিয়া বেগম মায়াকে দেখতে চেয়েছিল সেজন্য আসিফ মায়াকে পরদিন সকালে সবার ঘুম থেকে উঠার আগে নিয়ে গিয়েছিল সুফিয়া বেগমের সাথে দেখা করাতে। কিন্তু

তারপরও ঐ পরিবারের অনেকেই মায়ার উপর অসন্তুষ্ট ছিল মায়াকে রিদের সঙ্গে গাড়ি করে ফিরতে দেখে। জোর মুখে অনেক প্রশ্নও তুলেছিল রিদের মা সুফিয়া বেগমের মতোন শক্ত মানুষ কেন মায়াকে দেখতে চাইবে? এর কি কারণ হতে পারে? সবার মতে সুফিয়া বেগম তো ফাহাদের শালীকে চিনার কথা না। যেখানে তিনি ফাহাদের বউকেই চিনেন না সেখানে আসিফকে বলে মায়াকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি ছিল সবার দৃষ্টিকুটুরের কারণ। হেনা খান অবশ্য মায়াকে কৌতূহল নিয়ে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই এই নিয়ে প্রশ্ন করছিল, সুফিয়া বেগম মায়াকে ডেকে নিয়ে কি বলেছিল সেটা জানতে চেয়েছিলেন? মায়া তখন উত্তরে তেমন কিছুই বলেনি। শুধু বলেছিল মায়াকে সকালে নাস্তাতে দাওয়াত দিয়েছিল তিনি ব্যস এতটুকুই। মায়া সহজ সরল উত্তরটা যদিও তেমন কেউ বিশ্বাস করেনি তারপরও সবাই সুফিয়া বেগমের হঠাৎ তলবে মায়াকে সন্দেহের তালিকায় রেখেছিল। ঐ বাড়ি থেকে মায়ারা ফিরে এসেছে আজ গোটা ছয়দিন হলো। এখন যদি মায়া কোনো ভাবে রিদের সাথে মায়ার বিয়ের কথাটা কোনো ভাবে প্রকাশ করে

তাহলে এই মূহুর্তে তান্ডবের ঝড় বয়ে যাবে মায়ার উপর দিয়ে। আবার এই বিয়েটা নিয়ে যদি মায়া এখন রিদকেও কিছু বলতে যায় তাহলেও একই তান্ডবের ঝড় দ্বিগুণ হবে মায়ার উপর। মায়া পরিবার কিছু দয়া মায়া দেখালেও রিদ নিশ্চয়ই মায়াকে আস্ত রাখবে না কেন সে সেজেগুজে অন্যের নামের রিং পড়লো তার বউ হয়ে। মায়া অনেক রিকুয়েষ্ট করে রিদ থেকে সময় চেয়েছিল নিজের জন্য। এখন সেই রিদের অগোচরে মায়া অন্যের পাত্রী হয়ে আংটি পযন্ত পরে নিয়েছে, এটা শুনলে অবশ্যই মায়াকে আস্ত রাখার কথা না? এই লোক এমনই যে ভয়ংকর। তারপর মায়া এনগেজমেন্টের কথাটা শুনলে কি হবে সেই ভয়েও মায়া জড়সড়। ভয় আর ভিষণ অপরাধ বোধে ঠোঁট কামড়িয়ে কান্না আটকাতে চেয়ে আস্তে আস্তে ফুপাতে লাগলো মায়া। নাদিমের বড় বোন শেহনাজ নিজের হাতের ফোনটা মায়ার হাতে ধরিয়ে দিল। ভিডিও কলে নাদিমকে দেখা যাচ্ছে ক্লান্তিতে বসে। গলার ট্রাইটা ঢিলে করে ফোনের দিকে তাকিয়ে। নাদিম দেখতে সুন্দর পুরুষ বটে, পাত্র হিসাবে চমৎকার। খারাপ নয়। তবে মায়ার দিকটা

ভিন্ন। সে বিবাহিত! আর এই বিষয়টি ভয়ে মায়া কাউকে বলতে পারছে না আর না সহ্য করতে পারছে। পরিস্থিতির দায়ে পরে মায়া ভিষণ আতঙ্কিত। কোলের উপর মায়ার কম্পনরত দু'হাতে ভাঁজে নাদিমের ফোনটি চেপে। অতি কষ্টে চেপে মায়া ফোনের স্ক্রিনে দিকে তাকাচ্ছে না পযন্ত, শুধু মাথা নিচু করে ধীরে ফুপাচ্ছে। নাদিম মায়া কান্না মিশ্রিত মুখটা দেখে সুন্দর হাসলো। তার এই ক্লান্তির মুখের হাসিটা বলে দিচ্ছে তার প্রাপ্তির সুখ কতোটা। নাদিম হাতের ফাইলটা পাশের চেয়ারে রেখে মায়া মুখটার দিকে তাকিয়ে বামহাতে নিজের চুল গুলো পিছন টেলে দিতে দিতে বলল...‘ টেক এ ব্রেথ রিতু। আমার মনে হয় তোমার একটু পানি খাওয়া উচিত।

মায়া নাদিমের কথা অনাগ্রহ করে সেইভাবেই মাথা নিচু করে বসে রইল। চোখে জল কিন্তু মুখে কোনো শব্দ নেই। নাদিম মায়ার কান্নায় মনোযোগ হতে হতে আবেগ ঢেলে সাজানো কথায় বলল...

‘ তোমার কান্নাটা ব্যাখ্যা করছে রিতু আমার প্রাপ্তি সুখ কতোটা। আমার অনেক বছরের নিশ্চুপ অপেক্ষার ফল তুমি। তোমাকে এতো সহজে পেয়ে যাব ভাবিনি।

দুঃখের শেষ কান্নাটা করে নাও রিতু। এরপর থেকে
তোমার সুখের দায়িত্ব আমার প্রিয়। নাদিমের
ভালোবাসা আবেগময় কথায় মায়ার অপরাধ বোধ
আরও বাড়িয়ে দিল। সহ্য করতে না তক্ষুনি ফুপিয়ে
কেঁদে উঠলো। নাদিমকে ভিডিও কলে দেখা গেল
সেই এক দৃষ্টিতে মায়ার কান্না মিশ্রিত মুখটার দিকে
তাকিয়ে থাকতে। সবার খাওয়া দাওয়া কথাবার্তা
শেষে চেয়ারম্যান পরিবার বিদায় নিতেই মায়া ছুটে
নিজ ঘরে। রাগে তেজে মাথার ঘোমটা ফেলে হাতের
ছুড়ি গুলো এলোপাতাড়ি ফেলল কক্ষে ছড়িয়ে
ছিটিয়ে। বামহাতের উল্টো পিঠে তেজে ঠোঁটের
লিপস্টিক ঘষেমেজে লেপ্টে দিল চারপাশে। গোছানো
চুল গুলো টেনে এলোমেলো করতে করতে ধুপ করে
বসে পরলো ফ্লোরে। বাঁধ ভাঙ্গা কান্নায় ভেঙে পরে
ফুপিয়ে চিৎকার করে উঠলো বিছানার চাদর মুখে
চেপে। দু'পা ভেঙ্গে কাতর হয়ে ফ্লোরে বসে বিছানায়
মুখ গুঁজে হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠলো বুক
ফাটা আত্ননাদে। মায়ার কান্না দেয়াল বেঁধ করে
বাহিরে গেলেও নিচ তলায় পৌঁছাল না আপনজনদের
কানে। আপাতত মায়ার পরিবারের সবাই ছোট

মেয়ের বিয়ে ঠিক হবার খুশিতে নিচ তলায় বৈঠক ঘরে বসে। যার জন্য হৃদয় ভঙ্গুর মায়ার আত্নানাদের চিৎকার কারও কান বেঁধ করতে পারছে না। এমনকি জুইয়েরও না। সবার ধারণা মায়া ছোট মানুষ হওয়াতে এই বিয়েটাকে সে স্বাভাবিক নেয় মেনে নিতে পারছে না তবে দুইদিন গেলে এমনই ঠিক হয়ে যাবে। মায়াও বিয়েটা হাসিখুশি মেনে নিবে। এমনটা জুইয়েরও ধারণা ছিল। সেজন্য উদাস জুই মায়ার মনের খবর রাখে না প্রায় বেশ কয়েকদিন হলো। যেখানে জুইয়ের নিজের মন মানসিকতায় ঠিক নেই সেখানে অন্যের মনের খবর কিভাবে রাখবে সে? সেদিন রাতে আয়নের সাথে ঝামেলা হওয়ার পর থেকেই জুই আর আয়নের সাথে যোগাযোগ করে না। যদিও আয়ন ফোন দেয় তাহলে জুই সেটা রিসিভ করে না। মেসেজ পাঠালে না পড়েই ডিলিট করে দেয়। মূল কথা জুই কোনো ভাবে আয়নের সাথে যোগাযোগ রাখতে চাচ্ছে না। আয়নকে জুইয়ের বেঈমান প্রতারক মনে হয়। তাছাড়া জুইয়ের ভালো লাগা আয়নের প্রতি নয় রাদিফের প্রতি ছিল। যেখানে মানুষটায় ভুল, সেখানে জুই কেন আয়নের সঙ্গে কথা

বলে ভুল বুঝাবুঝি ভাঙবে? কিসের জন্য?আয়নের
সাথে তো জুই যোজন-বিয়োজ কোনো কিছুই চাই না
তাহলে? মন ভাঙ্গুনে উদাস জুই নিজের পরিবারের
হেঁচৈ দেখলো মায়ার বিয়েটা নিয়ে। তারপর কয়েক
সেকেন্ড সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটল সিঁড়িঘরে
দিকে। উদ্দেশ্য দোতলায় নিজেদের ঘরে যাবে। সিঁড়ি
বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে উদাস জুইয়ের চোখ একবার
নিজের গায়ের নতুন জামাটার দিকে পরলো। মা
-চাচার কর্তা আদেশে জুইকেও আজ নতুন জামা পরে
সেজেগুজে মেহমানদের সামনে থাকতে হয়েছিল।
মায়ার হঠাৎ এনগেজমেন্টের বিষয়টা সকালে দিকে
শুনে জুইও কম অবাক হয়নি। আকাশ ভেঙ্গে পড়ার
মতোন জুইও শকট হয়েছিল। কিন্তু মেহমান বাড়িতে
আসবে বলে কাজে চাপে আর মানুষের হেঁচৈ জুই
মায়ার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি। মায়ার তো
বিবাহিত। যদিও স্বামীর সন্ধান এখনো পাইনি মায়া।
কিন্তু তারপরও মায়া বিবাহিত। বিবাহিত মেয়ের
তালাক না হওয়া পর্যন্ত আরেকটা বিয়ে করা জায়েজ
না।এই অবস্থায় অবশ্য ওদের পরিবারের বড়দের
সঙ্গে কথা বলা উচিত। কিন্তু তার আগে জুই মায়ার

সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। জুই মায়াকে বুঝাবে
অজানা স্বামীর পিছনে পরে না থেকে এই বিয়েটাকে
মেনে নিতে। নাদিম ভালো ছেলে। দেখতে শুনতেও
কতো সুন্দর। মায়ার সাথে মানাবে ভালো। জুইয়ের
মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা ভাবনার মাঝেই ফ্ল্যাটের দরজা
খোলে ভিতরে প্রবেশ করতেই কারও তীব্র চিৎকারের
ফুঁপানি শুনতে পেয়ে মূহুর্তে চমকে উঠে জুই।
বুদ্ধিমতি জুই তীব্র ফুঁপানির শব্দে বুঝে গেল মায়ার
হৃদয় ভাঙ্গুনের শব্দটা। তৎক্ষণাৎ ভিতর থেকে
ফ্ল্যাটের দরজা আঁটকে দিল যাতে বাড়ির অন্যরা কেউ
আসতে না পারে বা তাদের কানে মায়ার কান্নার শব্দ
না পৌঁছায়। দরজা আঁটকে দৌড়ে গেল নিজেদের
রুমে দিকে। দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করতেই
আঁতকে উঠল মায়াকে বিধস্ত অবস্থায় দেখে।
এলোমেলো শাড়ি, চুলে ফ্লোরে বসে বিছানায় চাদর
খামচে ধরে মুখে চেপে কাঁদছে। জুই মায়া অবস্থা
দেখে মায়ার দিকে ছুটে যেতে যেতে ব্যস্ত গলায়
ডাকল....‘ মায়া! এই মায়া! কি হয়েছে তোর?
কাঁদছিস কেন?

জুইয়ের কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ মুখ তুলে তাকাল মায়া। জুই
মায়ার সামনে হাঁটু গেড়ে বসার আগেই ঝাপিয়ে
পড়লো মায়া। আকস্মিক ঘটনায় জুই তাল সামলাতে
না পেরে মায়াকে নিয়ে পরে গেল ফ্লোরে। জুইয়ের
পিঠ ঠেকল খাটের কোণায়। কিন্তু তারপরও জুই
একহাতে মায়ার পিঠ আঁকড়ে অন্য হাত ফ্লোরে রাখল
নিজের শরীরে ব্যালেন্স বজায় রাখতে। মায়া জুইকে
দু’হাতে ঝাপটে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ চিৎকার করতে
করতে বলল...

‘ জুই! জুই! আমি ভুল করেছি! আমি উনার সাথে
বেঈমানী করতে চাইনি। তারপরও করে ফেললাম।
উনি আমাকে কক্ষুনো ক্ষমা করবে না জুই। আমি কি
করবো জুই? আমি কি করবো?’

মায়ার হাউমাউ চিৎকারে ভয় পেয়ে যায় জুই। মায়া
চিৎকারের শব্দ নিশ্চয়ই নিচে বসার ঘর অবধি চলে
যেতে পারে। ভয়াত জুই তৎক্ষণাৎ মায়াকে নিজের
বুক থেকে উঠিয়ে মায়ার মুখটা একহাতে আঁকড়ে
ধরে তাড়াহুড়োয় আশ্বস্ত দিতে দিতে বলল...‘

শিশিশিশ! এইভাবে চিৎকার করিস না মায়া। বাড়িতে
অনেক লোকজন আছে। কেউ শুনলে আস্ত রাখবে না

আমাদের। কান্না থামা বোন। কি হয়েছে বল
আমাকে। এইভাবে কাঁদছিস কেন তুই? কার সাথে
বেঈমানী করেছিস? কি হয়েছে?

জুইয়ের কথায় সত্যি সত্যি মায়ার কান্নার আওয়াজ
কিছুটা কমে আসলো। তবে কান্নার বেগ কমেনি।
বরং একই ভাবে হিচকি তুলে কাঁদতে কাঁদতে মায়া
বলল...

‘ জুই! জুই! আমি সত্যি বুঝিনি পরিস্থিতি এমন হয়ে
যাবে। হুট করে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে।
আমিতো উনার কাছে সময় চেয়েছিলাম সবকিছুর
জন্য। এখন আমি কি করবো জুই? কিভাবে সবটা
সামলাবো? উনি আমাকে বিশ্বাস করবে না জুই।
বলবে আমি প্রতারণা করেছি।

মায়ার কোনো কথার অর্থ বোধগম্য হলো না জুইয়ের।
মূলত জুই বুঝতেই পারছে মায়া কার জন্য কিসের
সময় চেয়েছিল? জুই বলল..‘ কার কথা বলছিস তুই?
কিসের প্রতারণা হবে?

‘ আমি উনার কথা বলছি!

‘ উনি কে আবার?

মায়া বউ হয়ে রিদের নামটা সরাসরি নিতে চাইছে না বলে জুইকে বুঝানোর জন্য ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলল...

‘আপুর ভাসুর।

‘কোন আপুর ভাসুরের কথা বলছিস তুই?

‘মুক্তা আপুর!

মায়ার কথায় কপাল কুঁচকে আসে জুইয়ের। ওর জানা মতে ফাহাদের নিজের কোনো বড় ভাই নেই। সে নিজেই বাড়ির বড় ছেলে। তাহলে মায়া ফাহাদের কোনো ভাইয়ের কথা বলছে? জুই পুনরায় জানতে চেয়ে একই ভাবে বলল...

‘তুই কার কথা বলছিস একটু খোলে বলবি মায়া? হৃদয় ভাসুর মায়া এটা মাথায় নেই যে সে নিখোঁজ স্বামী রিদকে খোঁজে পাওয়ার বিষয়টা এখনো পযন্ত জুইকে বলা হয়নি। তাই স্বাভাবিক নেয় জুই এখনো পযন্ত জানে না মায়ার নিখোঁজ স্বামীকে খোঁজে পাওয়ার বিষয়টি। সেজন্য জুইয়ের পরপর প্রশ্ন গুলো খুবই ধারাবাহিক ভাবেই আসছিল। যেহেতু সে অক্ষত মায়ার নিখোঁজ স্বামীকে খোঁজে পাওয়া নিয়ে তাই মায়ার উনি সম্পর্কে প্রশ্ন গুলোও স্বাভাবিক নেয় ছিল জুইয়ের পক্ষ থেকে। কিন্তু মায়ার জুইয়ের পরপর

প্রশ্ন গুলো অহেতুক মনে হওয়ায় অনেকটা বিরক্ত
হয়েই জুইকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে দিতে বলল...
'তুই যাতো জুই। আমার কষ্ট আর বাড়াস না।
ভালো লাগছে না।

মায়া জুইকে দূরে ঠেলে দিতে চাইলেও জুই মায়ার
হাত ধরে থামিয়ে কাছে টেনে একই ভাবে মায়াকে
জড়িয়ে ধরে বুঝিয়ে বলতে চেয়ে বলল...'এমন
করছিস কেন জান? তুই তো আমার কলিজা। তুই
আমাকে বুঝিয়ে না বললে আমি বুঝবো কিভাবে তুই
কার কথা বলছিস? বল?

জুইয়ের কথায় মাথায় নরম হলো। কাঁদতে কাঁদতে
বললো...

'আপুর ভাসুর রিদ খানের কথা বলছি আমি।

মায়ার কথা শেষ হতে হতে তৎক্ষণাৎ পরবর্তী প্রশ্ন
আসলো জুইয়ের হতে স্বাভাবিক নেয়...

'আপুর ভাসুর রিদ খানের সাথে তোর কি সম্পর্ক
বইন? তুই উনার কথা কেন বলছিস? কি করেছে
উনি? আবারও বাজে ব্যবহার করেছে তোর সাথে?
এজন্য কাঁদছিস?

জুইয়ের পরপর প্রশ্নে মায়ার মনে পড়লো মায়া ওর নিখোঁজ স্বামীকে খোঁজে পাওয়ার বিষয়টা এখনো জুইকে জানানো হয়নি। একদিকে মায়া মন ভালো নেই। কতো ঝড়-ঝাপটা যাচ্ছে ওর উপর দিয়ে। এই পরিস্থিতিতে মায়ার মোটেও ইচ্ছা করছে না জুইকে সবকিছু খোলে বলতে। কিন্তু এই মূহুর্তে জুইকে কিছু না বললে মায়া সমাধান পাবে না। সেজন্য মায়া রিদকে খোঁজে পাওয়ার বিষয়টি সংক্ষিপ্তে জানিয়ে বলল...

‘ আমার যার সাথে বিয়ে হয়েছিল সে রিদ খান ছিল জুই। মানে আমার নিখোঁজ স্বামী ঐলোকটা রিদ খান ছিল।

মায়ার কথায় আকাশ সমান শকট হলো জুই। অতি শকটে বোবা বনে জুই মায়ার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। জুইয়ের মস্তিষ্ক মায়ার কথাটা টনক নড়তে জুই শংসিত গলায় মায়াকে শুধিয়ে আবারও জানতে চেয়ে বলল। ‘ মানে কে তোর স্বামী?

‘ রিদ খান!

আতঙ্কিত জুই হতভম্ব হয়ে তাড়াহুড়োয় মায়াকে
পুনরায় শুধিয়ে জানতে চাইল...

‘ রিদ খান? মানে খান বাড়ির বড়ো ছেলে রিদ খান?
ফাহাদ জিজুর কাজিন বড়ভাই রিদ খানের কথা
বলছিস তুই?

জুইয়ের হতভম্ব মুখটার দিকে তাকিয়ে মায়া মাথা
কাত করে সম্মতি দিল। যার অর্থ হ্যাঁ এই রিদ
খানই।

মায়ার সম্মতি পেতেই জুই তন্দা খেয়ে বসল।

‘ এই লোকের সাথে তোর বিয়ে হয়েছিল জান?

মায়া আবারও ঘাড় কাত করে সম্মতি দেয় জুইকে।

জুই একই ভঙ্গিতে আবারও বলল...

‘ জান তুই জানলি কিভাবে রিদ খান তোর নিখোঁজ
স্বামী হয়। রিদ খান নিজে বলেছে তোকে?

মায়া মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানাতে জানতে বলল...‘

উনি বলেনি। আমি নিজে নিজে জেনেছি আপুর
গায়ের হলুদের রাতে। যেদিন আমরা ফাহাদ ভাইয়ার
বাড়িতে গিয়েছিলাম হলুদ নিয়ে সেদিন আমি বুঝতে
পারি রিদ খানই ঐ লোকটা ছিল।

সংক্ষিপ্তে মায়া জুইকে অল্প সল্প বিস্তারিত বলে ফেলল
রিদকে খোঁজে পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে। সব শুনে জুই
তদা খেয়ে বসে রইল। এবার মায়ার মতো জুইয়েরও
মনে হচ্ছে রিদ পূর্ব থেকেই মায়ার সম্পর্কে জানতো।
আর সবকিছু জেনেশুনেই সে মায়াকে এতোদিন নাকে
দড়ি দিয়ে তার চারপাশে ঘুরাত। কিন্তু এখন বড়
কথা হলো, মায়া নিজের স্বামীকে চিনার চেয়ে বড়ো
বিপদ হলো রিদ খান মায়ার স্বামী হয় সেটা। সেদিন
মায়া সুফিয়া বেগমের ডাকে উনার বাসায় গিয়েছিল
সেই বিষয়টা ফাহাদের বাসার কেউ পছন্দ করেনি।
এমনকি এটা নিয়ে মায়ার অগোচরে কথাও হয়েছিল
বেশ। বড়বোন হিসাবে মুক্তাকেও এই নিয়ে টুকটাক
বেশ কিছু কথা শুনতে হয়েছিল ঐ বাড়ির আত্মীয়দের
থেকে। এখন যদি সবাই জানাজানি হয় মায়া-রিদের
সম্পর্কে কথা তাহলে সবচেয়ে বেশি ইফেক্ট পড়বে
মুক্তা- ফাহাদের সম্পর্কের উপর। মায়ার জন্য মুক্তার
বিয়েটা ভাঙতে বসে তাহলে? জুই সেসব কথা
ভেবেই আতঙ্কে মায়াকে প্রশ্ন করে বলল...‘ এজন্য
সেদিন রিদ খানের মা তোকে ডেকে পাঠিয়েছিল দেখা
করতে? উনি জানেন তাদের সম্পর্কের কথা?

মায়া ঘাড় কাত করে সম্মতি দিতে দিতে নাক টেনে
বলল...

‘ হুমম!

‘ উনি মেনে নিয়েছেন তোকে?

‘ হুম!

‘ এতো সহজে মেনে নিলো? ঝামেলা করেনি?

‘ না!

মায়া কথায় জুই টেনশনে চিন্তিত গলায় বলল...‘ মায়া
আমার অনেক টেনশন হচ্ছে সবকিছু নিয়ে। তোর
সামান্য রিদ ভাইয়ের আম্মুর সাথে দেখা করাটা নিয়ে
ঐ বাড়ির সবাই কেমন বাঁকা চোখে তোকে দেখলো।
তারপর মুক্তা আপুকেও আকারে-ইঙ্গিতে অনেক কথা
শুনতে হয়েছিল তোকে নিয়ে। তোকে খোলামেলা
একা কোথাও না ছাড়তে। যুগ ভালো না হেনতেন।
এখন যদি জানাজানি হয় তোর সাথে রিদ ভাইয়ের
বৈবাহিক সম্পর্ক আছে তাহলে কেউ সেটা ভালো
ভাবে মানবে না মায়া। এমনকি তোর বিয়ের জন্য
সবচেয়ে বেশি সাফার মুক্তা আপুকেই করতে হবে।
আমি দেখেছি মায়া ঐ বাড়ির মানুষজন সুবিধার নয়।
তাছাড়া আমি যতটুকু জানি রিদ খানের সাথে

ঐবাড়ির মেয়ে শশী আপুর বিয়ে ঠিক করে রেখেছে সবাই। এই অবস্থায় তোকে কেউ গ্রহণ করতে চাইবে না মায়া। তার চেয়ে বড়ো ব্যাপার হলো তোর বিয়ে ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে গেছে। তুই অলরেডি এঙ্গেস্ট। এখন যদি তোর আর রিদ খানের সম্পর্কের কথা পরিবারের জানাস তাহলে কিয়ামত নেমে আসবে মায়া। আমার বাবা, তোর বাবা মিলে কিয়ামতের আলামত দেখাই দিবে সবাইকে। এতে মুক্তা আপু শশুর বাড়ি, চেয়ারম্যানের পরিবার, আমাদের পরিবার, এই তিনটা পরিবারের মধ্যে সবসম্পর্ক একেবারে শেষ হয়ে যেতে পারে মায়া। এমন একটা পরিস্থিতিতে তুই দাঁড়িয়ে আছিস যদিও যাবি সেইদিকে তুই মরবি। আমি তো কোনো পথ খোলা দেখছি না মায়া। কি করবি তুই? জুইয়ের সাথে বার্তাচালনে মায়ার কান্না অনেকটা কমে এসেছিল। কিন্তু জুইয়ের লাস্ট কথা গুলোই মায়ার হিচকি তুলা কান্নাটা আবারও দ্বিগুণ হয়। জুই সত্যি বলছে মায়ার আসলেই কিছু করার নেই। সত্যিটা এই মুহূর্তে নিজের পরিবারকে জানালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। মাত্র মুক্তার বিয়েটা হয়েছে ঐ পরিবারের

সাথে। মায়া চাই না ওর জন্য কোনো ঝামেলা হোক।
আবার রিদকেও সত্যিটা বলতে পারবে না। রিদকে
সত্যিটা বলা মানে দুই পরিবারের ওদের বৈবাহিক
সম্পর্কটা এমনই জেনে যাওয়া। মায়ার ছোট মস্তিষ্ক
বুদ্ধি খেলিয়ে বুঝতে পারলো না আসলে এমন
পরিস্থিতিতে ওর কি করা উচিত। জুই মায়াকে
পুনরায় ডুকরে কেঁদে উঠতে দেখে মায়ার দু'হাত
চেপে আশ্বস্ত দিয়ে বলল...‘ রিদ ভাই তোকে বউ
হিসাবে গ্রহণ করেছে মায়া?

মায়া কাঁদতে কাঁদতে সম্মতি দিতেই জুই পুনরায়
বলল...

‘ কি বলে গ্রহণ করেছে? তোকে নিয়ে সংসার করতে
চাই এমন কিছু বলেছেন উনি?

মায়া কাঁদতে কাঁদতে নাতে মাথা নাড়িয়ে বলল...

‘ এমনটা বলেনি। তবে আমি বুঝি উনি আমাকে
পছন্দ করে।

মায়ার কথায় জুই অসন্তুষ্ট গলা ঝেড়ে বলল...

‘ বেশি বুঝিস তুই। অল্প বয়সে পেঁকে গেছিস। পুরুষ
মানুষ মুখে বলে ওয়াদা করেও একটা সময়ে সেই
ওয়াদা রক্ষা করে না ফেলাপ হয়ে যায়। আর রিদ

খান তোকে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে কিছু বলেনি
অথচ তুই দুই লাইন বেশি বুঝে বসে আছিস। উনি
তোকে পছন্দ করলে অবশ্যই মুখে বলতো মায়া।

জুইয়ের কথায় মায়া রিদের হয়ে সাফাই দিতে দিতে
বলল....‘ উনিতো উনার মার সাথে আমাকে বউয়ের
পরিচয় দিয়ে দেখা করিয়ে দিয়েছে জুই। উনার মা
চাচ্ছিল আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা আমার পরিবারের
জানাতে কিন্তু আমিই উনাদের থেকে সময় চেয়ে,
অন্য ছেলের সাথে এঙ্গেস্ট হয়ে গেছি। তাহলে
বেঙ্গমানীটা তো আমিই করছি জুই তাইনা?

মায়ার কথায় জুই আপাতত আর কিছুই ভাবতে
পারলো না। পরিস্থিতি এখন অনেক গরম। এই
অবস্থায় কিছুতেই মায়ার বিয়ের সম্পর্কে পরিবারের
জানানো যাবে না। বরং আর কয়েকদিন গেলে
পরিস্থিতি বুঝে না-হয় এই বিষয় নিয়ে আরিফের
সাথে কথা বলবে ওরা দুজন। আপাতত ওরা দুজন
এখান থেকে ভালোই ভালোই চটগ্রাম পৌছাতে
পারলেও হলো। তখন না-হয় বুঝে শুনে সবাইকে
জানানো যাবে এই বিষয়ে। মায়াও না-হয় তখন
রিদকে এসব বিষয়ে বলবে, আপাতত এখন কিছু না

বলে। জুইয়ের যুক্তিটা মায়ারও পছন্দ হলো। মায়া ভাবলো পরিবারের মাঝে থেকে যদি এখন কিছু বলে তাহলে সবাই মায়াকে ঘরবন্দি করে ফেলতে পারে। তখন মায়া চাইলেও রিদের সাথে আর যোগাযোগ করতে পারবে না। তারচেয়ে বরং মায়া সুযোগের সন্ধানে থেকে সবকিছু আপাতত গোপন করে গেলে শেষটা ভালোই হবে। আর মায়ার এমন চিন্তাটায় ছিল মায়ার পক্ষের বিপরিত। পরিস্থিতি যেমনই হোক সেটা মানিয়ে বা লড়াই করে হলেও সামনে বাড়তে হয়। যেকোনো পরিস্থিতিতে চুপ থাকা মানে তুমি ভীতু। আর মায়ার এই চুপ থাকাটা যেটা অল্পতে শেষ হতে পারতো সেটা আরও বড়ো হওয়ার সুযোগ করে দিল নিজের অজান্তেই। মায়া নিজেই নিজের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আর দুষ্কর করে তুললো। অদেখা ভবিষ্যত কার কি হবে কারও জানা নেই। তবে বর্তমানের কর্মফল মানুষকে ভবিষ্যতেই দিতে হয়। আর এটাই প্রকৃতিক নিয়ম। মানুষ সেই নিয়মের বর্তীময়ী। এতো কিছুর মাঝে মায়া আরও একটা নতুন ভুল করলো রিদের সাথে হুট করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে। মায়া মূলত নিজের অপরাধ

বোধ থেকে এমনটা করেছে। মায়া ধারণা সে একেবারে চটুগ্রামে গিয়েই রিদের সাথে নাহয় যোগাযোগ করবে। আজকাল মায়ার অতিরিক্ত ধারণাই মায়ার বিপদের কারণ হয়েছে। সকাল ৪ঃ০০! কলেজের জন্য রেডি হয়েও মায়া রুমে ভিতরে তন্ন তন্ন করে কিছু একটা খোঁজে চলছে। একবার কাঠের আলমিরা খোলে সেটা ভিতর উলট পালট করছে তো আবার খাটের নিচে উঁকি মেরে দেখছে মায়ার হারিয়ে যাওয়া জিনিসটা কোথায়। ক্লান্ত মায়ার অবিরাম নিজের জিনিসটা খোঁজায় ব্যস্ত। মায়ার বিচলিত ভাব দেখেই বুঝা যাচ্ছে হারিয়ে যাওয়া জিনিস কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওর জন্য। জুই টিফিন বক্স রেডি করে রুমে ঢুকতে দেখলো মায়াকে পুরো রুম এলোমেলো করে খাটের নিচে উঁকি মেরে কিছু একটা খুজতে। জুই বিরক্ত হয়ে দেয়াল ঘড়িটা দেখল। অলরেডি আটটা বাজে দশ মিনিট হয়ে গেছে। নয়টা থেকে ওদের কলেজের ক্লাস। অথচ মায়া কলেজ ড্রেস পড়ে যতটুকু রেডি হয়েছিল ওর খোজাখুজিতে এখন সেটাও নষ্ট করে ফেলেছে। মাথায় এখনো হিজাব করেনি। লম্বা চুলের বেনিটা এলো হয়ে পিঠ বেয়ে

ফ্লোরে পরে আছে মায়া খাটের নিচে উঁকি দেওয়ার ফলে। শরীরে ক্রসিং বেল্ট দুটো খসে আছে। জুইয়ের মেজাজ খারাপ হলো। এমনই আজ ওরা দুজন লেট। তারপর আবার মায়ার এমন তালবাহানা ওদের আরও লেট করবে। জুই এগিয়ে এসে মায়ার চুলের বেনি টেনে মায়াকে খাটের নিচে উঁকি মারা থেকে বের করলো। চুলে টান পড়ায় মায়ার একটা হাত অটু নিজের ঘাড়ের চুল আঁকড়ে ধরে আহাজারি করে খাটের তলায় থেকে বের হতে হতে বলল...‘ জুই চুল ছাড়! ব্যথা পাচ্ছি আমি।

‘ খাটের নিচে কি করছিস তুই? কি খুঁজিস? মায়া উঠে বসতে বসতে বিরক্তি নিয়ে বলল...

‘ একটা চাবি খুঁজি। তুই দেখেছিস কোথাও কোনো চাবি-টাবি?

জুই মায়ার চুল ছেড়ে পড়ার টেবিলে দিকে এগোল। মায়ার ব্যাগে প্রয়োজনীয় বই খাতা নিতে নিতে বলল...

‘ হুম দেখেছি! কিন্তু তোর কিসের চাবি দরকার সেটা বল?

জুইয়ের কথায় মায়া এক লাফে উঠে দাঁড়াল। গায়ের সাদা কলেজ ড্রেসটা ঝাড়তে ঝাড়তে জুইয়ের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে খুশি মনে বলল...

‘ একটা ফ্ল্যাটের চাবি দরকার আমার। বলনা কোথায় দেখেছিস? ’

‘ চুড়ির বক্সের ভিতরে চেক দেখ। ঐটা কিনা। ’
জুইয়ের কথায় মায়া এক দৌড়ে ড্রেসিংটেবিল উপর থেকে চুড়ি বক্সটা খোলে নিজের নিখোঁজ চাবিটার খোঁজ করলো। অল্প সময়ে পেয়েও গেল। রিদের ফ্ল্যাটের চাবি এটা। সেদিন রিদ দিয়েছিল মায়াকে। এই চাবিটা দেওয়ার সময় রিদ মায়াকে বলেছিল ‘ এই চাবিটার গুরুত্ব বা দেওয়ার কারণ মায়া একদিন বুঝবে। সত্যি মায়া আজ বুঝতে পারছে রিদ কেন সেদিন মায়াকে নিজের বাসার এই চাবিটা দিয়েছিল। মায়া সেদিন এই চাবিটা অবহেলা অযত্ন করে ফেলে দিয়েছিল গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু জুই সেটা যত্ন করে সামলিয়ে রাখাতে আজ মায়া অল্পতে ওর মূল্যবান জিনিসটা খোঁজে পেয়ে গেল। চাবিটা হাতে নিয়ে মায়াকে খুশিতে চকচক করতে দেখে জুই সেদিকে

তাকিয়ে মায়ার ব্যাগের চেইনটা লাগাতে লাগাতে বলল...‘ কিসের চাবি এটা?

‘ উনার ফ্ল্যাটের চাবি। আমাকে গিফট করেছিল অনেক আগে। আমি তখন এরমানে বুঝিনি এজন্য ফেলে দিয়েছিলাম।

‘ তাহলে আজ খোঁজ করছিস কেন?

‘ আমাকে দেওয়া প্রথম উপহার উনার যত্ন করে রাখব না আমি আজব।

মায়ার খুশি মুখটার দিকে তাকিয়ে জুই বলল...

‘ মায়া তোর মনে হয় এখন রিদ ভাইয়ের সাথে কথা বলা উচিত। আমরা তো চট্টগ্রামে এসেছি আজ এক সাপ্তাহ হলো।

জুইয়ের কথায় মায়ার মন খারাপ হলো তীব্র অপরাধ বোধে। কিভাবে রিদকে সত্যি বলবে জানা নেই মায়ার। তারউপর আজ থেকে পনেরো দিন ধরে রিদের সাথে মায়ার কথা হয়না। সেই সুফিয়া বেগমের বাসা থেকে আসার পথে দুজনের কথা হয়েছিল এরপর আর হয়নি। মূলত মায়াই যোগাযোগ করেনি রিদের ভয়ে আর অপরাধ বোধে। রিদ যে কল করবে সেই উপায় নেই। মায়া ওদের হাতের

ফোনটার সিম খোলে রেখেছে যাতে রিদ কল দিতে
না পারে। বাসায় আপাতত ওরা আরিফের ফোন
থেকে কথা বলে। জুইয়ের ও ফোনের প্রয়োজন হয়না
আজকাল। কারণ ওর ও কথা হয় না আয়নের সাথে।
জুইয়ের কথায় মায়ার ভয়টা আরও বাড়লো। হাতের
চাবিটা মুঠোয় চেপে নিতে নিতে মিনমিন গলায়
বলল...‘ পরশু তো আমাদের কলেজ ট্যুর আছে।
সেখান থেকে ফিরে না-হয় কথা বলবো উনার সাথে।
মায়ার কথা জুই আপোষে সম্মতি দিতে দিতে বলল...

‘ তোর ইচ্ছা। এবার চল আমাদের দেরি হচ্ছে।

জুই মায়ার ব্যাগটা ছেড়ে নিজের ব্যাগটা কাঁধে তুলে
নিতে মায়া মাথায় সাদা হিজাব বেঁধে নিলো। জুই
টিফিনবক্স হাতে নিতে মায়াও নিজের কাঁধে ব্যাগ
ঝুলিয়ে জুইয়ের পিছনে এগোতে এগোতে বলল...

‘ তুই তো পরে আর কিছুই বললি না জুই।

‘ কোন বিষয়ে?

‘ আয়ন ভাইয়া ব্যাপারে।

‘ বলার মতো কিছু থাকলে অবশ্যই বলতাম।

‘ কিন্তু আমি তো জানি তুই আয়ন ভাইকে পছন্দ
করতি।

জুই নিজের ফ্ল্যাটের দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে
মায়ার কথার উত্তরে বলল...

‘ আয়ন ভাইয়া কখনোই আমার পছন্দের লিস্টে ছিল
না মায়া। রাদিফ ভাইকে মনে করে আয়ন ভাইয়ার
সাথে এতোদিন কথা হতো। এটা জাস্ট একটা ভুল
বুঝাবুঝি ছিল। এখন দুজনের ভুল বুঝাবুঝি ভেঙ্গে
গেছে তাই কেউ কারও সাথে কথা বলার প্রশ্নই উঠে
না।

জুইয়ের কথায় মায়া অসন্তুষ্ট হয়ে বলল...‘ ভুল
বুঝাবুঝি শুধু তোর তরফ থেকে ছিল জুই। আয়ন
ভাইয়া শুরু থেকে জানতো ফোনের ওপাশের মেয়েটা
তুই ছিলি। তোকে জেনেশুনেই কথা বলে গেছেন
তিনি। এখানে উনার অপরাধ নেই। তুই অন্তত
একবার উনার সাথে কথা বলে দেখতে পারিস কি
বলে উনি। আর নয়তো উনার করা মেসেজ গুলো
অন্তত একবার পড়ে ডিলিট করিস তাহলে বুঝতে
পারবি দোষটা কার।

‘ আমি আদালত নয় যে ন্যায় অন্যায় দেখতে যাব।
যেটা চলে গেছে সেটা চলে গেছে। আমি এখন কারও

দোষগুণ দেখতে চাইনা। তুই চল!’ কিন্তু জুই আয়ন
ভাইতো তোকে।

জুই অনেকটা ধমক স্বরেই মায়াকে থামিয়ে দিতে
দিতে বলল...

‘ মায়া আমাদের দেরি হচ্ছে। চল।ভোর ৫ঃ০৫।
একটা সুন্দর স্নিগ্ধ সকালের সূচনা হলো ধরুনী
জোরে। পশ্চিম আকাশে লাল সূর্যের চটার আবির্ভাব
এখনো ঘটেনি। তবে উজ্জ্বল আকাশে, উজ্জ্বল পৃথিবী।
প্রকৃতি জোরে শীতল হাওয়ার উত্তাপ। এমন একটা
সুন্দর সকালে সকলে যাচ্ছে কলেজ ট্যুরে
রাঙ্গামাটিতে। এই ট্যুর যাত্রীতে মায়াও আছে। প্রথম
সারি, দ্বিতীয় সারি মিলিয়ে মোট চারটা বাসের ট্যুর
যাত্রা এটি। মাযাদের সিট পরেছে চতুর্থ বাসে। সকল
শিক্ষার্থী ছেলে-মেয়েদের আলাদা আলাদা বাসে বসার
ব্যবস্থা করা হলেও সিনিয়র ছেলে-মেয়েরা প্রায় সকল
বাসেই উপস্থিত আছে ভলেন্টিয়াররা হিসাবে। শিক্ষক-
শিক্ষিকাদের পাশাপাশি এই ট্যুরে একদল সিনিয়র
ছেলে-মেয়েদেরকেও নেওয়া হচ্ছে জুনিয়র
স্টুডেন্টদের সুষ্ঠু শিক্ষা সফর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।
কঠোর নিষেধাজ্ঞা আর নজরদারিতে এই ট্যুরের যাত্রা

শুরু হলেও বাসের ছেলে-মেয়েরা ডিজে গানে তালে
হৈ হুল্লোড় আর আনন্দে মেতে উঠলো একটা সময়
পর। কিন্তু মায়া সবার দলে নেই। সে মূলত মন
খারাপে নিশ্চুপ বসে আছে। কি জন্য মায়ার মন
খারাপ জানা নেই। শুধু উদাস আর অস্থির মনে
ভিতর জ্বলছে ওর। উদাস মায়া জানালা ধরে বাহিরের
দিকে তাকিয়ে। দৃষ্টি ঐ দূর সীমান্তে পাহাড়ের
চৌড়ায়। সকালের মিষ্টি ফুরফুরে বাতাসের তেজে
মায়ার মুখ ছুঁয়ে মাথার হিজাব উড়ছে সাঁ সাঁ শব্দে।
জুই মায়ার পাশেই বসে। শ্রেয়া, নাদিয়া বসেছে
পিছনের দুই সিট পরে। কিন্তু বাকি সবার মতো
শ্রেয়া, নাদিয়াও ডিজে গানে তালে খে হারিয়ে
নিজেদের সিট ছেড়ে সামনে মেয়েদের সাথে তাল
মিলিয়ে মেতে আছে নাচ গানে। জুই সেটা ভিডিও
করছে আর হাসছে। মোট কথা সবাই এনজয় মুডেই
আছে। কিন্তু মায়া এসব নাচ গানে নেই। মায়ার স্বামী
এসব পছন্দ করে না বলে মায়া ভদ্রতা বজায় রাখল।
সিট ছেড়ে উঠলো না পযন্ত। এমনই মায়া রিদকে না
বলে চুরি করে এই ট্যুরে যাচ্ছে। সেজন্য মায়ার
ভিতরটা হাসফাস করছে অপরাধ বোধে। রিদ মায়ার

ট্যুরে যাওয়ার বিষয়টা জানলে কি হবে মায়া জানে না। হয়তো রিদের অবাধ্য হওয়ায় সে মায়ার উপর রেগে যেতে পারে। কিন্তু কতটুকু রাগ করতে পারে তার ধারণা মায়ার আপাতত নেই। সেজন্য মায়া মন খারাপে সেই তখন থেকেই বাসে চুপ করে বসে। মায়ার মনে হচ্ছে এই ট্যুরে সে রিদের অবাধ্য হয়ে না গেলেও পারতো। মায়া উচিত হয়নি রিদের কথা অমান্য করে এই ট্যুরে যাওয়ার। মায়াদের একই বাসে আরিফকে দেখা যায় রাকিবের সাথে পিছনের সিটে ভলেন্টিয়ার হয়ে বসে আছে সিনিয়র হিসাবে। মাঝে মধ্যে এদিকটায় তাকিয়ে নিজের বোনদের খেয়ালও রাখছে সে। সবার হৈচৈ মাঝে জুই হঠাৎ মায়ার হাত টেনে নিজের দিকে ফেরাল। অতি গানের শব্দের একহাতে কান চেপে মায়ার দিকে ঝুকে চিল্লিয়ে বলল...

‘ কি হয়েছে তোর? সকাল থেকে দেখছি কেমন জানি ভয়ে সিটিয়ে আছিস। কোনো সমস্যা?’

জুইয়ের কথায় মায়া মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি দিতে দিতে একই গলায় চিল্লিয়ে বলল...

‘ জুই আমার কেমন জানি অস্থির আর ভয় করছে। মনে হচ্ছে এই ট্যুরে উনার অনুমতি ছাড়া আমার আসাটা ঠিক হয়নি। মায়ার মন খারাপের কারণ রিদ সেটা বুঝতে পেরে জুই খানিকটা অসন্তুষ্ট গলায় একই ভাবে বলল...

‘ তাহলে আসলি কেন স্বামীর কথা অমান্য করে? তোকে কে বলেছিল আসতে? নিজেই তো লাফিয়ে লাফিয়ে আসলি। এখন আবার ঢং করিস। এতোই যদি জামাই ভক্ত হতি তাহলে তাঁকে অমান্য করে লুকিয়ে এই ট্যুরে যেতি না বেয়াদব।

জুইয়ের কথায় মায়ার গলার স্বর খানিকটা কমে আসল অপরাধ বোধে...

‘ তোরা সবাই যাচ্ছিস বলে আমি নিজের মনকে বুঝাতে পারিনি। এজন্য উনাকে না বলেই চুপিচুপি তোদের সাথে যাচ্ছি। কিন্তু এখন কেমন জানি অস্থির আর ভয় করছে ভিতর ভিতর। মনে হচ্ছে আমি ভুল করেছি। সত্যি আমি ভুল করেছি জুই? কি করবো বলনা তুই?

মায়া অপরাধ বোধের বিষয়টা বুঝে জুই মায়াকে আশ্বস্ত দিয়ে বলল...‘ এখন আর কিছু করার নেই। যা

হওয়ার হয়ে গেছে। অলরেডি বাস ছেড়ে দিয়েছে।
তাই এই সফরটা এনজয় কর। একটা দিনেরই
ব্যাপার মাত্র। রাতে বাসায় ফিরে ভাইয়ার সাথে
যোগাযোগ করে নিস। তাহলে দেখবি সব ঠিক হয়ে
গেছে। এখন আর মন খারাপ করিস না কেমন।

মায়া হাসফাস করতে করতে বলল...

‘ জুই আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমি এই ট্যুর
শেষ করে হয়তো আর ফিরতে পারব না।

মায়ার কথায় জুই তেমন গুরুত্ব দিল না। বরং বিরক্ত
হয়ে মায়ার কপালে গুঁতো দিয়ে শাসন করে বলল...

‘ বাজে চিন্তা না করে ট্যুর এনজয় কর বলদ। আরিফ
ভাইয়া আছে আমাদের সাথে। কিছু হবে না কারও।

জুইয়ের কথায় মায়া খানিকটা আশ্বস্ত হলো। আরিফ
যে ওদের সাথে ট্যুরে যাচ্ছে সেটা মায়া ভুলে বসেছিল
এতক্ষণে। কিন্তু জুইয়ের কথায় সেটা পুনরায় মনে
পরতেই মায়ার মনের ভয়, সংশয়, অস্থিরতা খানিকটা
কমে গেল। সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল
আরিফের খোঁজে। দেখলো আরিফ রাকিবের সাথে
বসে খুবই আন্তে ধীরে কথা বলছে কিছু নিয়ে। মায়ার
পিছনে তাকাতে আরিফও হঠাৎ এইদিকটায় তাকাল।

বোনকে উঠে দাঁড়াতে দেখে আরিফ নিজের সিট ছেড়ে এগিয়ে আসতেই রাকিবও আরিফের পিছন পিছন এইদিকটায় এগিয়ে আসল। চলন্ত বাসে আরিফ মায়াদের সিটের কাছাকাছি আসতেই জিগ্যেসা করলো, ওদের কিছু প্রয়োজন কিনা? জুই মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানাতেই মায়া আরিফের দিকে তাকিয়ে হাসফাস করে বলল...‘ ভাই আমার ভয় করছে।

‘ কিসের ভয় বোকা? ভাই আছি না।

‘ তারপরও ভাই আমার কেমন জানি অস্থির অস্থির লাগছে।

মায়ার কথায় আরিফ এগিয়ে এসে জুইয়ের উপর দিয়ে মায়ার কপালে একটা হাত ছুঁয়ে দেখল মায়ার কোনো অসুস্থতা আছে কিনা। মায়ার শরীরে তাপমাত্রা ঠিক দেখে আরিফ মায়াকে আশ্বস্ত করতে করতে বলল...

‘ কখনো লং বাস জার্নি করিসনি তো তাই হয়তো এমন অস্থির অস্থির লাগছে। আর কিছুক্ষণ পর দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে। তোরও ভালো লাগবে। আচ্ছা তোদের ব্যাগে দেখ খাবার রাখা আছে, ঐগুলো

খেয়ে নে। আর কিছু দরকার পড়লে ভাইকে ডাকিস
কেমন। ভাই পিছনেই আছি।

মায়া ঘাড় কাত করে সম্মতি দিতেই আরিফ, রাকিব
দুজনই জায়গা ছেড়ে নিজেদের সিটে গিয়ে বসল।
মন খারাপের কারণে মায়া ব্যাগে খোলে খাবার
পেতেই নিজের মন খারাপের কারণও ভুলে বসল।
পুরো ট্যুর যাত্রায় হৈচৈ আর আনন্দে কাটালো সবার
সাথে। শিক্ষক, সিনিয়রদের কঠোর নজরদারি আর
গাইডলাইনে পুরো ট্যুর যাত্রায় কোনো স্টুডেন্টের
কারণও কোনো সমস্যা হলো না বিন্দুমাত্র। মূলত
শিক্ষার সফর ট্যুরটি ছিল রাজ্যমাটি ঝুলন্ত ব্রিজ,
রাজবন বিহার, আর শুভলং ঝর্ণা পরিদর্শনে। দর্শনীয়
তিনটি স্থান পরিদর্শনের ট্যুর যাত্রা শেষ করে সন্ধ্যা
৭ঃ০০ নাগাদ পুনরায় চারটি বাস ছাড়ে গন্তব্যের
উদ্দেশ্যে। ছাত্র-ছাত্রীরা সারাদিনের ঘুরাঘুরি আর
ক্লান্তিতে সিটে ঝিমিয়ে বসে রইল। মায়া জুই সিটে
হেলিয়ে ঘুমিয়ে। শ্রেয়া, নাদিয়ার অবস্থাও সেইম।
বাসের মধ্যে যে-সকল ছাত্র- ছাত্রীরা জেগে আছে,
তাঁরা মূলত ফোনে ব্যস্ত হয়ে আছে তাদের
সারাদিনের তুলা ছবিগুলো দেখায়। রাত তখন ৪ঃ৪৫

ঘরে। বাস চারটে পুনরায় থামে একটা পাহাড়ি খাবার হোটেলের সামনে। রাতের খাবারটা সবাই এখানেই সারতে চাই। কারণ রাজ্যমাটি পাহাড়িয়ান এলাকায় এরথেকে সামনে গেলে হয়তো ভালো মানের খাবার হোটেল পাওয়া যাবে না বলেই দলবল বেঁধে সকল স্টুডেন্টদের নিয়ে শিক্ষকরা এই রেস্টোরাঁয় নামলো খেতে। খুবই সতর্ক আর গাইডলাইনের সাথে স্টুডেন্টের রেস্টোরাঁয় ভিতরে বসাল। দেড়শো স্টুডেন্টদের খাওয়া-দাওয়া আর ফ্রেশ হতে হতে প্রায় দেড় ঘন্টার উপর সময় লাগলো। রাত তখন ৪ঃ৪৫ থেকে প্রায় ১০ঃ২০ ঘড়ির কাঁটায় গিয়ে ঠেকেছে। এই খাওয়া দাওয়া পুরো সময়টাতে মায়া, জুই, নাদিয়া, শ্রেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। এরমাঝে চারজনে ওয়াশরুমের কাজ সেড়ে পুনরায় আরিফের নির্দেশ অনুযায়ী বাসে গিয়েও বসেও পড়লো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস গুলো ছেড়ে দিবে। ইতিমধ্যে সকল স্টুডেন্টের বাসে উঠা শেষ। ক্লান্ত মায়া পুনরায় জ্বালানা দিয়ে তাকিয়ে বাকি স্টুডেন্টদের দলবেঁধে গাড়ি উঠতে দেখার মধ্যে বেখেয়ালি হঠাৎ চোখ যায় রেস্টোরাঁ অদূরে কিছু ঝাপসা দৃশ্যের দিকে। কৌতূহল

মায়া মাথা বের করে সেইদিকে উঁকি মেরে তাকাতেই আরও ঝাপসা কিছু দৃশ্য দেখলো সে। অতো দূর থেকে মায়া সেই দৃশ্য গুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারলো না। তবে এতোটা বুঝতে পারলো সেখানে কিছু একটা হচ্ছে। মায়া সেইদিকে তাকিয়ে থেকে পাশের বসা জুইকে ডাকল উঁচু গলায়, মায়ার দেখা অদূরের সেই ঝাপসা দৃশ্যটা কি সেটা দেখানোর জন্য জুইকে ডেকে মায়া বলল..

‘ জুই! জুই! দেখতো রেস্তোরার পিছনে কি? ঐখানে কি কিছু হচ্ছে নাকি? আচ্ছা ঐখানে আমাদের ক্লাসমেট রাফা না ওটা? কিন্তু ওহ ঐখানে কি করছে দেখতো? অমনোযোগী জুই ফোন চালানোতে ব্যস্ত ছিল বলে, মূলত ওহ মায়ার কথায় তেমন মনোযোগ দিতে পারলো না। ওদের সারাদিনের তুলা ছবি গুলো দেখছিল জুই। তাই মায়ার কথায় অমনোযোগী ভাবে হালকা উঁকি দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে অদেখার মতোন করে পুনরায় জায়গায় বসে ফোন চালাতে চালাতে বলল...

‘কই কিছুই তো নেই। যদিও কিছু থাকে তাহলে
তোর এতো কিছু দেখা লাগবে কেন? চুপচাপ বসে
থাক।

জুইয়ের কথায় মায়া তেমন পাত্তা না দিয়ে পুনরায়
সেইদিকে তাকিয়ে রইল। মায়ার মন খসখস করছে
রেস্তোরার পিছনে ঘোর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।
পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় রেস্তোরাঁটাও পাহাড়ের
সীমান্তে অবস্থিত। মায়া রেস্তোরাঁর পিছনে পাহাড়ি
জঙ্গলের দিকটায় তাকিয়ে রইল। আবছায়া অন্ধকারে
মায়ার মনে হচ্ছে সেখানে কিছু একটা হচ্ছে। কারা
যেন রাফার সাথে জোরাজোরি করছে। মায়া অতো
দূরে থেকে বেশ একটা বুঝতে পারছে না কিন্তু এতো
দূর থেকে দেখে মায়ার কেন জানি তাই মনে হলো।
যদিও মায়া সিউর না। কিন্তু তারপরও মায়া চোখের
সামনের দৃশ্য গুলো হেলাফেলা করতে পারলো না।
বরং মায়া পুনরায় জুইকে ডেকে সেই দৃশ্য দেখাতে
চেয়ে একই ভাবে বাহিরের দিকে তাকিয়ে বলল...‘
জুই একটু ভালো করে দেখেনা প্লিজ। রাফাকে মনে
হয় কারা যেন তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমি
অন্ধকারে ঠিকঠাক বুঝে উঠে উঠতে পারছি না।

আমার মনের ভুলও হতে পারে তাই তুই একটু দেখে
বলনা আমি যা দেখছি তুই কি তাই দেখছিস নাকি?
জুই!

মায়া পরপর কথায় উত্তর না আসার মায়া বিরক্ত
নিরে পাশ ফিরে তাকাতে দেখলো জুই পাশের সিটে
নেই। শ্রেয়া, নাদিয়ার সঙ্গে পিছনের সিটে বসে ফোনে
কিছু একটা দেখছে তিনজন মিলে। অস্থির মায়া
জুইকে না পেয়ে পুনরায় গাড়ির জ্বানালা দিয়ে বাহিরে
তাকাল, দেখলো এবার আর রাফা নামক মেয়েটাকে
আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মায়ার মন
খসখসে গাড়ির সিট থেকে উঠে দাঁড়াল। উদ্দেশ্য
একবার হোটেলের পিছনে গিয়ে রাফা মেয়েটার খোঁজ
করে আসবে বাহিরে আছে কিনা সে, যদি রাফাকে না
পায় তাহলে ভাববে মেয়েটা অবশ্যই কোনো না
কোনো বিপদে আছে। তখন মায়া নাইল কলেজের
স্যারদের বিষয়টা জানাতে পারবে। কিন্তু মায়া আগে
নিশ্চিত না হয়ে ছুট করে যদি রাফা মেয়েটা বিপদে
আছে এমন কথা রটায় তাহলে দেখা গেল পরে রাফা
মেয়েটাকে সুস্থসবল দেখে মায়া লজ্জা পরে যাবে
সবার সামনে বিভ্রান্তকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার দায়ে।

মায়া কোলের ব্যাগটা সিটের উপর রাখতে রাখতে কয়েক সিট পিছনে জুইকে উদ্দেশ্য করে পুনরায় ডেকে বলল....‘ জুই আমি একটু নিচে যাচ্ছি আরিফ ভাইয়ার কাছে। এম্ফুনি চলে আসব।

মায়া কথায় জুই,শ্রেয়া, নাদিয়া তিনজনই এইদিকে তাকাল। মায়ার মুখে আরিফের নামটা শুনে জুই বিষয়টা তেমন গুরুত্ব দিল না বরং অল্প আপত্তি জানিয়ে বলল...

‘ ভাইতো আসবেই! তুই এখন নিচে নেমে কি করবি? গাড়ি তো এম্ফুনি ছেড়ে দিবে।

‘ গাড়ি ছাড়ার আগেই চলে আসব! একটু কাজ আছে নিচে।

‘ আচ্ছা যাহ। তাড়াতাড়ি আসিস।

‘ আচ্ছা!মায়া ব্যাগ-ট্যাগ ফেলে খালি হাতে বাস থেকে নামল। আরিফ, রাকিব টিচার্সদের সাথে সামনের বাস গুলোতে স্টুডেন্টদের উঠানো কাজে ব্যস্ত। মায়া বসেছিল লাস্ট বাসটিতে। ওদের বাসে সবার কাজ শেষ বলে এই দিকে তেমন কারও হেয়াল নেই। মায়া বাস থেকে নেমে একবার ভাবল আরিফের কাছে যাবে। আরিফকে জানাবে মায়া ঐদিকে হোটেলের

পিছনে রাফাকে দেখেছিল ওর সাথে কারা যেন ছিল।
পর মূহুর্তে মায়া ভাবলো ওর মনের ভুলও হতে পারে
সেজন্য মায়া আগে সেইদিকটায় একবার উঁকি মেরে
দেখতে চাইল আসলে সেইদিকে কেউ আছে কিনা।
ভাবনা অনুযায়ী মায়া সত্যি সত্যি বাসের উল্টো পথে
হাঁটল। অল্পসল্প চিপা রাস্তা ধরে হোটেলের পিছনে
এসে তেমন কাউকে দেখল না। বেশ অন্ধকার
হওয়ায় আশেপাশে তাকাতেই মায়ার গা চমচম করে
উঠলো ভয়ে। হোটেলের পিছনের দিকটায় বেশ উঁচু
পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। পাহাড়ি গাছ-গাছালিতে
ঘেরা জঙ্গলের মতোন হয়ে আছে। মায়ার গা শিরশির
করে উঠলো ভয়ে। অন্ধকারে আশেপাশের কাউকে
দেখতে না পেয়ে মায়া ফিরতে গিয়েই কারও
গোঙানির শব্দে কানে আসল। চমকে উঠার মতোন
দ্রুত আশেপাশে তাকাল। তেমন কাউকে দেখতে না
পেয়ে মায়া গোঙানির শব্দ অনুসরণ করতে চাইল।
থেমে থেমে অল্প শব্দ কানে আসতেই মায়া সেই শব্দ
উৎস অনুসরণ করে একপা দুপা সামনে এগোতে
এগোতে হোটেল থেকে বেশ খানিকটা দূরে পাহাড়ি
চৌড়ায় উঠতে উঠতে দেখলো বেশ কিছু ছেলে

একত্রে একটা মেয়ের হাত-পা, মুখ বেঁধে মেয়েটিকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে তাড়াহুড়ো করে। আতকে উঠার মতোন মায়া থমকে গেল অন্ধকারের মধ্যে ওদের কলেজের সাদা ড্রেস পরিহিত মেয়েটিকে দেখে। তারমানে মায়া তখন গাড়িতে বসে ঠিক দেখেছিল। এই মেয়েটিই রাফা ছিল। আর এই ছেলে গুলো তখন রাফাকেই জোর-জবরদস্তি করে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। অনেক দূর হওয়ায় মায়া তখন সেটা বুঝতে পারেনি। এজন্যই মায়া জুইকে এতোবার বলেছিস এইদিকটায় তাকাতে। বেখেয়ালি জুই তখন যদি মায়ার কথা গুলো একবার মনোযোগ দিয়ে শুনতো বা দেখতে চাইতো মায়া আসলে কি দেখাতে চাইছে ওকে তাহলে আজ রাফা মেয়েটা বিপদে পড়তো না। তার আগেই মায়া সবাইকে জানিয়ে রাফা মেয়েটাকে এইছেলে গুলোর হাত থেকে বাচিয়ে নিতো। আতঙ্কিত মায়া কি করবে চট করে বুঝতে পারলো না। এখন যদি মায়া দৌড়াদৌড়ি করে পুনরায় বাসের কাছে ফিরে যায় সবাইকে এটা জানাতে ওদের কলেজের রাফা নামের একজন শিক্ষার্থী বিপদে পরেছে কারা যেন মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে সেটা

বলতে, তাহলে সবাইকে নিয়ে মায়া ফিরে আসতে আসতে রাফা মেয়েটাকে হারিয়ে ফেলবে ওহ। আবার এই মূহুর্তে মায়া একা রাফার পিছনে গিয়েও কোনো লাভ নেই, ওর দ্বারা এতো গুলা ছেলের থেকে মেয়েটাকে একা বাঁচানো সম্ভব না। অস্থির মায়া কি করবে বুঝতে না পেরে ঐ পাহাড়ি নেশাখোর ছেলে গুলোর পিছনে হাঁটল। অন্তত কোথায় নিয়ে যায় রাফাকে সেই লোকেশন দেখে নাহয় মায়া পুনরায় ফিরে এসে সবাইকে জানাবে সেটা। ভাবনা অনুযায়ী মায়া তাই করলো। হোটেল থেকে বেশ অনেকটা দূরে নিয়ে যায় রাফাকে ছেলে গুলো। পাহাড়ের শিষ্য চৌড়ায় এনে রাখল মেয়েটিকে হাত পা, মুখ বাঁধা অবস্থায়। তার কিছুটা সামনেই আগুন জ্বালিয়ে হৈচৈয়ে নেশা করা বৃন্দ হলো একেকজন। এই সবকিছুর মাঝে মায়া ছেলে গুলোর পিছন ছুটতে ছুটতে অন্ধকারের মাঝে নিজেদের হোটেলের রাস্তা ভুলে বসল। এই অচেনা অজানা পাহাড়ি এলাকায় মায়া নতুন। কোন দিকে মূল রাস্তা আর কোন দিকে বিপদ সংকেত তাও জানা নেই মায়ার। আতঙ্কিত মায়া রাফার খোঁজে নিজের জীবনও বিপদের ফেলল।

পাহাড়ের চৌড়ায় উঠতে উঠতে অসংখ্য বার উঁচু নিচু
গর্তে হুঁচট খেয়ে পরায় গায়ের সাদা ড্রেস লাল
মাটিতে ময়লা ময়লা করে ফেলেছে ততক্ষণে,
তারপরও হাল ছাড়েনি। নিশুপের ছেলে গুলোর
পিছনে ছুটতে ছুটতে নিদিষ্ট গন্তব্য পযন্ত পৌঁছাল।
পাহাড়ি গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে দেখল প্রায়
আট থেকে দশজনের মতো পাহাড়িয়ান নেশাখোর
ছেলেপেলে হবে। আর এদের বসবাস মূলত পাহাড়ের
চৌড়ায় হয়ে থাকে। মায়া আশেপাশের গা ছমছম
করা পরিবেশটা দেখল। পাহাড়ী গাছের ডালপালা
কেটে বসার মতোন একটা টুল বেঁধে রেখেছে। এর
পাশেই একটা বাঁশের চৌকি দেখা গেল। আর মাঝের
খালি জায়গাটাতে ছেলেগুলো গোল করে বসে
মধ্যস্থতায় আগুন জ্বালিয়ে হাতের তালুতে কিছু একটা
ঘঁষে ঘঁষে বার বার সেটা মুখে দিয়ে নেশা করছে
তাঁরা। মূলত বোকা মায়ার ধারণা নেই পাহাড়িয়ান
নেশাখোর ছেলেগুলোর ভয়ংকরতা সম্পর্কে। যদি
থাকতো তাহলে কখনোই নিজের জীবন বিপদে ফেলে
একা মেয়ে হয়ে অন্য মেয়েকে বাঁচাতে আসতো না
এই মধ্যরাতে। বরং দ্রুত নিজের কলেজের

কর্তৃপক্ষদের জানাতো বিষয়টি। মায়ার বোকামিতে সে
নিজেই ফেঁসে গেল। আর এই বিষয়টা সম্পর্কে ওর
নিজেরও জ্ঞান ছিল না। মূলত পাহাড়িয়ান নেশাখোর
ছেলেদের কোন জাত বংশ হয়না। তাঁরা বেনামি
পাহাড়ি জঙ্গি বলে মানুষের কাছে পরিচিত। এদের
দিয়ে অন্ধকার জগতের সকল কাজ করায় দুনিয়ার
ক্ষমতামূলক মানুষরা। চুরি, ছিনতায়, ডাকাতি, ধর্ষণ,
অপহরণ, নারী পাচার, অস্ত্র পাচার, কিডন্যাপিং, জঙ্গি
আর দুনিয়ার সকল অরাজগতা কাজ করানো হয়
এসব পাহাড়িয়ান নেশাখোর ছেলেপেলেদের দিয়ে।
এমন ভয়ংকর জঙ্গিদের হাতে কোনো ছেলে মানুষ
পড়লেই তার জীবন নিয়ে ফিরতে পারে না সেখানে
মায়া একা মেয়ে হয়ে এসেছে আরেকজন মেয়েকে
বাঁচাতে। নিরস্ত্র মায়ার হাতে একটা ফোন পযন্ত নেই
যে কারও কাছে সাহায্য চাইবে। খালি হাতে বান্ধবীকে
বাঁচাতে এসে সে নিজের জীবনও রিস্কে টানল।
কিছুসময় পার হতেই পরিস্থিতি অল্প শিথিল হলো।
ছেলেগুলোকে নেশায় মেতে থাকতে দেখে মায়া
গাছের আড়াল হতে অল্প উঁকি মেরে দেখল রাফাকে।
মায়ার থেকে কিছুটা দূরে রাফাকে ছেলেগুলোর ওর

হাত,পা মুখ বাঁধা অবস্থায় ফেলে রেখেছে মাটিতে।
হয়তো নেশা করার পরপরই ঝাপিয়ে পরার চিন্তা
ভাবনা। মায়া আর কিছুই ভাবলো না, নিজের
ক্লাসমেটকে বাঁচাতে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে বসল
রাফার পিছনে। রাফা তখন নিজের হাতে পায়ের
বাঁধন ছাড়ানোর চেষ্টায় আতনাদের চিৎকার করার
মতোন গোঙ্গাচ্ছিল ছাড়া পাওয়ার জন্য। মাটিতে পরে
ছটফট করার সময় হঠাৎ পায়ের কাছে যখন কারও
উপস্থিত বুঝতে পারল তখন আতঙ্কিত রাফা প্রাণ
বাঁচাতে প্রহার করে বসল মায়াকে। নিজের দুপা
একত্রে বাঁধা অবস্থায় লাথি মারল মায়াকে। আঘাত
পেয়ে ছিটকে পরার মতোন উল্টে পরলো মায়া। রাফা
মনে করেছিল নেশাখোর ছেলে গুলোর মধ্যে কেউ
একজন হবে ওকে ছুঁয়ার চেষ্টা করছে। সেজন্য
গোঙ্গানি অবস্থায় মাথা তুলে পায়ের কাছটায়
তাকাতেই দেখল মায়াকে পুনরায় দৌড়ে গাছের
পিছনে লুকাতে। মায়াকে দেখেই আতঙ্কিত রাফা
সুস্থির হলো। শেষ ভরসার আশ্রয় খোঁজে মায়াকে
উদ্দেশ্য করে গাছের পিছনে তাকিয়ে আরও জোরে
জোরে গোঙ্গাতে লাগল ওকে বাঁচাতে। অথচ মায়া

রাফাকে বাঁচাতে এসেও ওহ কেন পুনরায় পালিয়ে
গেল সেটা বুঝতে রাফার আরও কয়েক সেকেন্ড
সময় লাগল যখন দেখল একটা নেশাখোর ছেলে
এইদিকটায় এগিয়ে আসছে রাফার উদ্দেশ্যে। মূলত
রাফার তখন মায়াকে দেখে হঠাৎ চিৎকারের শব্দে
এই ছেলেটিকে পাঠিয়েছে দেখতে বাকি ছেলে গুলো।
পাহাড়ি এলাকায় বনপ্রাণী বেশি থাকে। এরা একা
মানুষ পেলে আক্রমণ করে বসে। সেজন্য রাফার
চিৎকারে দেখতে আসল কোনো বনপ্রাণী আক্রমণ
করেছে কিনা। কিন্তু আশেপাশে তেমন কিছু দেখতে
না পেয়ে রাফার সামনে ছেলেটি বসতে বসতে ওর
গাল আকড়ে ধরে ঝরঝরে চটুগ্রামের ভাষায় নেশাভ্র
গলায় বলল...‘ শালী হুদাই না চিল্লায়া শরীরে শক্তি
ধরে রাখ। দশটা পুরুষ মানুষের সারারাত মনোরঞ্জন
করতে তোর অনেক শক্তির প্রয়োজন হবে। নেশা
করবি? তাহলে তোরও আমাদের মতোন বহুত শক্তি
হইব শরীরে। তখন আমাদের মজা দিতে পারবি,
তুইও মজা লইতে পারবি। দাঁড়া আনতেছি তোর জন্য
নেশা।

কথা গুলো বলেই আবারও ছেলেখোর ছেলেটা
হেলতে দুলতে হাঁটল বাকি ছেলেদের উদ্দেশ্যে।
হয়তো নেশা নিয়ে ফিরবে আবার। ছেলেটিকে চলে
যেতে দেখে মায়া পুনরায় গাছের পিছন হতে বের
হলো। এবার মায়াকে দেখে রাফা তেমন একটা হেঁচ
করলো না। বরং চুপ রইলো। তাড়াহুড়োর মায়া দ্রুত
হাতে রাফার পিঠে ওর হাতের বাঁধন খোলে দিতেই
রাফা উঠে বসল। মায়া ওর পায়ের বাঁধন খুলতে
খুলতে রাফা নিজে ওর হাতে বাঁধন খোলে আতঙ্কিত
গলায় খানিকটা উঁচু স্বরে মায়াকে শুধালো...

‘তুই এখানে কিভাবে এসেছিস মায়া?’

রাফার উঁচু গলায় আতঙ্কিত হলো মায়া। তাড়াহুড়োয়
তৎক্ষণাৎ রাফার মুখ চেপে মায়া সতর্ক করতে
করতে ফিসফিস গলায় বলতে চাইল..

‘আস্তু কথা বল রাফা! নয়তো ধরা পড়ে যাব
আমরা।’

মায়ার সতর্কতায়ও তেমন কাজ হলো না। রাফার
বোকামিতে ততক্ষণে চলে যাওয়া ছেলেটিও পিছন
ঘুরে তাকাল মেয়েলি কণ্ঠ শুনে। দেখল ওদের ধরে
আনা মেয়েটিকে অন্য নতুন আরেকটা মেয়ে মুখ

চেপে ধরে আছে ছাড়া পাওয়া অবস্থায়। নতুন মেয়ে
মায়াকে দেখেই নেশাখোর ছেলেটি চিল্লিয়ে উঠে
বাকিদের উদ্দেশ্যে, পুনরায় চটুগ্রামের ভাষায় ডেকে
বলল...‘ কিরে কই তোরা? দেখ এইখানে আরও
একটা নতুন মাইয়া আইছে। আমাদের পুরাতন
মাইয়াডারে তো ছাড়াই নিইয়া যাইতেছে। তোরা কই
তাড়াতাড়ি আয়। ধর শালীদের।

বগল থাবার মতোন রাফার এক চেপে আতঙ্কিত মায়া
তৎক্ষণাৎ দৌড়াল পাহাড়ি এলোমেলো রাস্তা ধরে।
কোথায় যাচ্ছে? কোন রাস্তা ধরে দৌড়ালে হোটেল
পৌঁছাতে পারবে তার কিছু জানা নেই মায়ার। শুধু
জানে এই ছেলেগুলোর হাত থেকে নিজেকে এবং
রাফাকে বাঁচাতে হবে। হয়তো রাফার তখন ঐভাবে
চিল্লিয়ে কথা গুলো না বললে দুজন নিশ্চুপে পালিয়ে
আসতে সক্ষম হতো। কিন্তু ভয়াবহ রাফার বোকামিতে
ওর সাথে সাথে মায়াও ফেঁসে গেল জঙ্গিদের হাতে।
আতঙ্কিত দুজন প্রাণের ভয়ে যেইদিকে দু’চোখ যাচ্ছে
সেই দিকেই দৌড়াচ্ছে। অথচ অচেনা পথে
দৌড়ানোতে দুইজন আবারও নতুন করে বিপদের
সম্মুখীন হবে কিনা জানা নেই কারও। পিছনের

পাহাড়িয়ান জঙ্গি গুলোর খাক ছেড়ে চিল্লানোর শব্দ
শুনা যাচ্ছে অনবরত। আতঙ্কিত দুই বান্ধবী পিছনে না
তাকিয়ে বুঝতে পারছে ছেলেগুলো ওদের উদ্দেশ্যেই
ঝড়ের বেগে দৌড়ে আসছে। প্রাণপূর্ণ দৌড় আর হুঁচট
খেতে খেতে পাহাড়ের চৌড়ায় থেকে দেখল সারিবদ্ধ
ভাবে মায়াদের কলেজের বাস চারটে চলে যাচ্ছে
পাহাড়ের বুক ঘেঁষে রাস্তা দিয়ে। বাসের উজ্জ্বল
আলোয় মায়াদের মোটেও চিনতে ভুল হলো না
নিজেদের কলেজ বাসগুলোকে। আতঙ্কিত মায়া আরও
আতঙ্কিত হলো নিজের আপনজনদের ওদের রেখে
চলে যেতে দেখে। মায়াদের বাসগুলো ওদের খোঁজ
না করেই চলে যেতে দেখে পাহাড়ের চৌড়ায় থেকেই
মায়া রাফার হাত চেপে সেদিকে দৌড়াতে দৌড়াতে
চিল্লাতে চাইল বাস গুলোকে থামাতে। কিন্তু পরমূহর্তে
সর্তকতায় আর চিল্লাল না। পিছনের পরে থাকা ছেলে
গুলো যদি ওদের খোজ পেয়ে যায় সেজন্য। দিনের
আলোয়ই পাহাড়ি উঁচু নিচু রাস্তায় চলা মুসকিল। হুঁচট
খেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে তলদেশে পড়ার সম্ভবনা
বেশ। এমতবস্থায় রাতের এগারো-টায় চাঁদ বিহীন
অন্ধকারে পাহাড়ের রাস্তায় দৌড়ানোটা আরও

ভয়ংকর। জানাশুনা ট্রেনিং প্রাপ্ত ট্রেনারও এমন রাতে পাহাড়ের বুকে নামে না পাহাড়ি জঙ্গি বিষাক্ত জীব বস্তু বা বিষধর সাপের তাড়নায়। সেখানে দুটো মেয়ে হয়ে ওদের চারদিক থেকে বিপদ আর বিপদ জড়িয়ে। ভয় পেয়ে থেমে গেলে নেশাখোর ছেলোদের হাতে ইজ্জত খইয়ে মরতে হবে। আর নয়তো প্রাণের তাগিদে দৌড়াতে চাইলে যেকোনো সময় পাহাড়ি হিংস্র প্রাণী বা বিষাক্ত সাপের কবলে পরে মরতে হবে। মোট কথা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে মায়া প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে রাফার হাত চেপে দৌড়াচ্ছে চলে যাওয়া বাস গুলোকে ধরতে। বেখেয়ালি দৌড়ানোতে একটা সময় অন্ধকারের ছোট গর্তে হুঁচট খেয়ে দুজনই উল্টে পরলো পাহাড়ের উঁচু থেকে নিচে। আর এই উল্টে পরা দুজনের বেশ কাজে দিল। পাহাড়ের উপর থেকে সোজা রাস্তায় এসে পরলো। মায়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে পরলো রাফা। হাতে পায়, শরীরের জায়গা জায়গা ব্যথা পেল দুজনই এতো উঁচু থেকে পরায়। আতঙ্কিত মায়া ব্যথায় গোঙ্গিয়ে উঠে বসতে বসতে নিজেদের বাসের খোঁজ করলো। দেখল মাযাদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে বাস চারটে চলে

যাচ্ছে। বসে থেকেই মায়া চাঁচাল বাস গুলোর উদ্দেশ্যে। মায়ার দেখাদেখি রাফাও সেইম কাজ করলো। কিন্তু বাস গুলোকে থামতে না দেখে মায়া নিজের শরীরে ব্যথা ভুলে পুনরায় রাফার হাত চেপে টেনে তুলে দৌড়াল বাসের পিছন পিছন। এমনই দীর্ঘ সময় ধরে পাহাড়ের উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে দৌড়াচ্ছে দুজন। এখন আবার চলন্ত বাসের পিছন পিছন দৌড়াতে হচ্ছে ওদের জন্য থামতে। কিন্তু চলন্ত বাস গুলোতে মাযাদের ডাক পৌঁছাল না। আর না মিউজিকের জন্য কেউ শুনতে পেল বুক ফাটা দুই কন্যার আত্ননাদের চিৎকার।

‘ বাস থামাও কেউ। আমাদের নিয়ে যাও। আরিফ ভাই! আরিফ ভাই! আমরা বিপদের পড়েছি আমাদের বাঁচাও। জুই! জুই! এই জুইইইইই!মায়া, রাফার পরপর চিৎকারের শব্দে দুপাশের পাহাড়ের প্রতিধ্বনি হয়ে পুনরায় সেটা ফিরত আসছে তারপরও চলন্ত বাসের কেউ শুনলো না ওদের আত্ননাদের চিৎকার। দৌড়াতে দৌড়াতে বাস গুলো চোখের সামনে থেকে বহুদূর চলে যেতে দেখে থামে দুজন। দীর্ঘ সময় ধরে বাসে পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে নিশ্বাস ফুলে আসে

দুজনের হাঁপাতে হাঁপাতে। গলা শুকিয়ে দুজনের কাশি
উঠলো অনবরত। কাশতে কাশতে নিশ্বাসের অভাবে
দুজনই মাঝ রাস্তায় বমিও করে বসলো। ক্লান্তিতে
হাঁটু গেড়ে রাস্তায় বসতেই ওদের কানে আসলো
ছেলেগুলোর হুংকারের শব্দ। ভয়াত মুখে দুজনই
তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে তাকাতেই দেখল বাকি
ছেলেগুলোর একজন ওদের ঠিক কাছাকাছি চলে
এসেছে। মাযারা এতক্ষণ বাসের পিছনে দৌড়ানোর
ফলে পিছনে পরে থাকা গুল্ডা গুলোর কথা প্রায় ভুলে
বসেছিল দুজন। কিন্তু এখন আতঙ্কিত দুই বান্ধবী
পিছন ফিরে তাকাতেই দেখল মোটা লাঠি হাতে
একজন ছেলে দৌড়ে আসছে মাযাদের দিকে। বাকি
ছেলে গুলো হৈচৈ করে পাহাড়ের চৌড়া থেকে নিচে
নামছে চিল্লাতে চিল্লাতে। আতঙ্কিত দুই বান্ধবী
তৎক্ষণাৎ প্রাণের ভয়ে উঠে দাঁড়াল। পুনরায় রাফার
হাত চেপে মায়া একই ভাবে দৌড়াতে গেলে পিছনে
দৌড়ে আসা ছেলেটা হাতের মোটা লাঠিটা ছুড়ে
মারলো মাযার উদ্দেশ্যে। দক্ষ হাতের টিলে মায়া
পায়ে আঘাত পেতেই মুখ খুবড়ে পরলো পিচ ঢালা
রাস্তায়। এক ভাবে রাফাও পরলো মাযার সঙ্গে। সেই

সুযোগে এগিয়ে আসা ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে আটকাল
মায়াদের। মায়ার উপর ক্ষোভ থেকেই প্রথম প্রহার
করলো মায়াকে ছেলেটি। মায়ার হিজাবের উপর দিয়ে
মায়ার চুলের মুঠি চেপে ধরে বিশ্রী ভাষায় গালি দিতে
দিতে বলল...

‘ শালী অনেক দৌড় করিয়েছিস। আজকে দেখব
তোর শরীরে কতো তেজ।

একহাতে মায়ার চুলের মুঠি চেপে অন্যহাতে
রাফাকেও আটকাল। নিজের বাকি সঙ্গীদের ডেকে
চটুগ্রামের ভাষায় চিল্লিয়ে বলল ছেলেটি...‘ এই তোরা
কই? এদিকে আয়! শালীদের ধরেছি তাড়াতাড়ি আয়।
আমা.... আহ!!

বাকি কথা গুলো শেষ করার আগেই ভাঙ্গা রাস্তার
ভাঙ্গা ইট তুলে এলোমেলো ভাবে নেশাখোর ছেলেটির
চোখ আর কপাল মিলিয়ে আঘাত করলো মায়া।
আঘাতের তাড়নায় চিৎকার করে তৎক্ষণাৎ মায়ার চুল
ছেড়ে নিজের চোখে হাত দিতেই উঠে দাঁড়াল মায়া।
রাস্তায় পরে থাকা রাফা হাত টেনে তুলে পুনরায়
পাহাড়ি রাস্তা ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে আতঙ্কিত মায়া
রাফার উদ্দেশ্যে বলল...

‘ আমাদের বাঁচানোর মতো আর কেউ নেই রাফা।
নিজের প্রাণের লড়াই এবার আমাদেরই করতে হবে।
আমাদের আপনজন গুলো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে
রাফা। এখন আল্লাহ ভরসা। তিনি আমাদের সহায়
হবেন ইনশাআল্লাহ। শুধু পা থামাস না তাহলেই
হবে।

দীর্ঘ সময় দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে উঠেছে
দুজনই। শ্বাস ফুলে যাচ্ছে শরীর ছেড়ে দিচ্ছে আঘাতে
আঘাতে। মায়া অনুভব করলো ওর ডানপায়ে ভিষণ
ব্যথা আর ভিজা অনুভব করছে। হয়তো তখনকার
ছেলেটি মায়াকে লাঠি ছুড়ে মারায় ওর পা কেটে রক্ত
ঝড়ছে। কিন্তু তারপরও নিজের দৌড় কমাল না।
মায়ার সঙ্গ ধরে রাফাও দৌড়াতে দৌড়াতে কান্না
মিশ্রিত গলায় বলল...

‘ আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মায়া, যেকোনো সময়
জ্ঞান হারাব মনে হয়। আজ আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত।
ওরা আমাদের ধরতে পারলে জানে মেরে ফেলবে।
শরীরের ব্যথা, আঘাতে, ভয়ে চোখ দিয়ে পানি মায়াও
পরছে। কিন্তু তারপরও হাল না ছেড়ে দৌড়াতে
দৌড়াতে রাফাকে সাহস দিয়ে বলল... ‘ আল্লাহ ভরসা

রাফা। হাল ছাড়িস না। আল্লাহ আমাদের রক্ষা
করবেন ইনশাআল্লাহ। তারপরও আজ যদি মরতে
হয় তাহলে ইজ্জত সম্মানে মরবো। কিন্তু তারপরও
এসব নোংরা জঙ্গিদের হাতে ইজ্জত খুয়াব না। আয়।
সারি সারি পাহাড়ের বুক ঘেঁষে তৈরি করা
যানবাহনের রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে মাথা উঁচিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে একেকটি পাহাড়। আবার সেই
পাহাড়ের গায়ে হেলিয়ে উঠে আছে যেন অন্য একটি
পাহাড়। ছোট-বড় উঁচু নিচু অসংখ্য পাহাড়ের মেলা
দেখা যায় দিনের আলোয় এইদিকটায়। কিন্তু রাতের
আলোয় সেই পাহাড় গুলো ভয়ংকর কালো ছায়া ছাড়া
তেমন কিছুই দেখা বা বুঝা যায় না। এমন অন্ধকার
রাতে দুই পাহাড়ের বুক ঘেঁষে মায়া রাফার হাত চেপে
দৌড়াচ্ছে উদ্দেশ্য বিহীন গন্তব্যে। আশেপাশে বাড়িঘর,
মানুষজনের চিহ্ন পযন্ত নেই যে কারও কাছে সাহায্য
চাইবে। আছে শুধু নিস্তব্ধ পাহাড়ের হাহাকার আর
ঝাঁঝি পোকের শব্দ, অসংখ্য বনশেয়ালের খাক ছাড়া
ভংকারের ডাকও শুনা যাচ্ছে। এই অচেনা জায়গার
নাম, ঠিকানা, লোকেশন কিছু জানা নেই মায়ার।
এমন কি ওরা কোথায় আছে তাও জানে না। মায়া

দৌড়াতে দৌড়াতে পিছন ফিরে দেখল ছেলে গুলোর
অবস্থা কোথায়? আহত ছেলেটাকে ঘিরে বেশ
কয়েকজন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। বাকি ছেলে
গুলো এইদিকটাই এগিয়ে আসছে মায়াদের ধরতে।
এইখান থেকেও মায়া ওদের চিৎকারের শব্দ শুনতে
পাচ্ছে। সেজন্য মায়া বুদ্ধি খাঁটিয়ে আর সোজা রাস্তা
ধরে দৌড়াল না। কারণ সোজা রাস্তা ধরে দৌড়ানো
মানেই একটা সময় ছেলেগুলো হাতে সহজেই ধরা
পড়ে যাওয়া হবে। পিচ ঢালা রাস্তায় মায়াদের সরাসরি
দেখতে পারবে সেজন্য ওদের ধরাও সহজ হবে।
কিন্তু পাহাড়ী রাস্তা ধরে দৌড়ালে ওদের খোঁজ
পাওয়াই মুশকিল হবে। মায়াদের দেখতে না পারলে
খোঁজ মুশকিল হবে বলেই মায়া সোজা রাস্তা থেকে
পাহাড়ি রাস্তা ধরল রাফাকে নিয়ে। অচেনা অজানা
পাহাড়ের বুকে উঠতে লাগল অন্ধকারের মাঝে।
কোথায় যাচ্ছে জানা নেই কিন্তু এই রাতে পাহাড়ের
মাঝেই কোথাও একটা আশ্রয় নিতে হবে ওদের।
নয়তো বেশিক্ষণ দৌড়া ওদের দ্বারা আর সম্ভব হবে
না। অলরেডি দুজনের শরীর ছেড়ে দিচ্ছে আঘাতে
আঘাতে। মায়ার আঘাত প্রাপ্ত পায়ে আরও আঘাত

পাচ্ছে পাহাড়ের উঁচু নিচু গর্তে আর গাছের ডাল
পালায় হুঁচট খেতে খেতে। দৌড়াতে দৌড়াতে
পাহাড়ের মধ্যস্থতায় ছোট গোহায় সন্ধান পেতেই মায়া
সেটাতে ঢুকে পরলো রাফাকে নিয়ে। চেপে চেপে দুই
বান্ধবী একত্রে বসতেই মায়া দ্রুত ছোট ছোট
গাছপালা টেনে গোহার মুখ ডেকে দিল। ভয়,
অস্থিরতা, আতঙ্কে দুজনই সিঁটিয়ে বসল। দীর্ঘ সময়ের
দৌড়াদৌড়িতে শ্বাস ফুলে বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছে
দুজনই। এর মাঝে ছেলেগুলো দৌড়াদৌড়ি আর খাক
ছেড়ে হুংকারের শব্দ শুনা গেল গুহার সামনেই।
আতঙ্কে রাফা কেঁদে উঠতেই মায়া দ্রুত ওর মুখ
চেপে ধরল ভয়ে। অন্ধকার মাঝেই রাফার মুখ চেপে
মায়া ওকে আটকাল শব্দ করা থেকে। একবার যদি
কোনো কারণে ছেলেগুলো হাতে ধরা পরে তাহলে
এবার আর প্রাণের রক্ষা হবে না। আতঙ্কিত মায়া
ততক্ষণ পর্যন্ত রাফার মুখ চেপে রইল যতক্ষণ পযন্ত
ছেলেগুলো ওদের গুহা হতে দূর না যাচ্ছে। এর
মাঝেই দেখতে পেল ছেলেগুলো হাতে ফোনে আলোয়
ওদের সন্ধান করতে। রাগান্বিত ছেলেগুলো মাযাদের
খোঁজতে খোঁজতে গুহার সামনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে

গালি দিয়ে বলল...‘ শালী দুইটা জীবনের দৌড়
করাচ্ছে আজ। একবার শুধু পাইয়ানেই দুইডারে
কুবাইয়া মারুম শালীগো। নতুন মাইয়াডা আছে না
যেটা আমাদের তুইলা আনা মাইয়াডারে ছাড়াইয়া
লইয়া গেল? ঐ মাইয়াডা বেশ চতুর। এই শালীই
আমাদের এতো দৌড় করাচ্ছে। একবার খালি এই
শালী ধরতে পারলে সবার আগে কুবাইয়া মারুম
এইডারে। তারপর শালীর কাঁচা মাংস সিদ্ধ ছাড়াই
কাঁচা খামু। এই শালী আমার শরীরে জিদ উঠায়
দিসে। এইডা না ধরা পযন্ত শান্তি নাই। এই সবাই
একত্রে দৌড়ানোর দরকার নাই। সবাই আলাদা
আলাদা হইয়া দৌড়া। মাইডা দুইডা আশেপাশেই
হইব। এই পাহাড়ের বেশিক্ষণ দৌড়াইতে পারব না।
এর থেকে সামনে গেলেই ডাকাতে হাতে পরবো।
এর আগেই আমাদের মাইয়া দুইডারে ধরতে হইব।
ছেলেটির কথা হৈচৈয়ের বাকি ছেলেগুলো সম্মতি
দিয়ে সবাই আলাদা আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পরলো
মায়াদের খোঁজতে। গুহার সামনে কারও উপস্থিতি
ঠাহর না পেয়েই রাফার মুখ ছাড়ল মায়া। বুকে হাত
বেঁধে মায়া সুস্থির নিশ্বাস নেওয়ার মধ্যেই রাফা ভয়াত

গলায় মায়াকে উদ্দেশ্য করে বলল...‘ মায়া ওরা সবাই তো তোর উপর ভিষণ রেগে আছে আমাকে ছাড়িয়ে এসেছিস বলে। আমার জন্য তুই তোর নিজের জীবনও বিপদে ফেলে দিলি। আজকে তুই না থাকলে এতক্ষণে হয়তো আমার সবশেষ হয়ে যেতো ছেলেগুলোর হাতে। তোর ঋণ আমি কোনোদিন শেষ করতে পারবো না। তুই আমার জন্য ফেরেশতা হয়ে এসেছিস।

‘ আর তুই আমার জন্য রিনা খান হয়ে এসেছিস এই ফাটা বাঁশ গলা নিয়ে। বারবার সতর্ক করছি উচু গলায় কথা না বলতে তারপরও ফাটা বাঁশের মতোন চিল্লিয়ে কথা বলছিস। তোর এই বাঁশ গলার জন্য আজ এই অবস্থা আমাদের। নয়তো সেই কখন তোকে নিয়ে চুপিসারে পালিয়ে যেতাম। গলার এতো জোর থাকলে তখন রাস্তায় পরে চিল্লালি না কেন? অন্তত তোর গলার জোরে আমাদের বাস থেমে যেতো। আমরাও নিরাপদে থাকতাম।

পুনরায় রাফার উঁচু গলায় মায়া খানিকটা রাগ নিয়ে উক্ত কথা গুলো ফিসফিসিয়ে শুধাল রাফাকে। মায়ার কথায় রাফা চুপ করে গেল। সত্যি তখন রাফা

মায়াকে দেখে বোকামি করে না চিল্লালে হয়তো এখন
ওদের এতো দৌড়াদৌড়ি করতে হতো না। নিশ্চুপে
পালিয়ে আসতে পারতো। রাফা নিজের ভুল বুঝতে
পেরে মায়ার সঙ্গে আরও চেপে বসল। মায়া উদ্দেশ্য
করে নরম গলায় ফিসফিসিয়ে বলল...‘ তুই অনেক
সাহসী মায়া। তোকে দেখে এতো সাহসী মনে হয়না।
মনে হয় তুই ভিষণ বোকা আর সহজ সরল মেয়ে
হবি। আচ্ছা তোর ভয় করছে না? ছেলেগুলোর হাতে
ধরা পরলে কি হবে আমাদের সেটা ভেবে?

রাফার কথায় মায়া মাটির দেয়ালে হেলিয়ে বসল।
ডানপায়ে ভিষণ ব্যথা করছে ওর। অন্ধকারে মায়া
নিজের ডানপাটা ছুঁতেই চোখ খিঁচে গেল ব্যথায়।
বুঝতে পারলো পা কেটে জখম হয়ে গেছে পুরোটা
পা। মায়া দু’হাতে ডানপাটাকে কাছে টানতে টানতে
রাফার কথার উত্তরের বলল...‘ ভয় পেলে কি হবে?
আমাদের কে বাঁচাতে আসবে এখানে? আশেপাশে
দেখছিস কাউকে তুই ? তাহলে ভয় পেয়ে নিজেকে
গুন্ডাদের হাতে তুলে দিব কেন বল আমাকে?
অন্ধকারে মায়ার পায়ের আঘাতটা ঠাहर করতে
পারলো রাফা। সেজন্য একই ভাবে বলল...

‘ আমি তা বলিনি। আসলে আমি বলতে চাচ্ছিলাম এমন একটা পরিস্থিতির মাঝে তুই এতো সাহস কোথায় থেকে পাচ্ছিস? আমার তো ভয়ে জান বের হয়ে যাচ্ছে।

‘ আমি জানি না রাফা এতো সাহস কোথায় থেকে পাচ্ছি। তবে আজ আমার মনের জোর এমনই আসছে বলেই নিজেকে ভিষণ সাহসী মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে আজ লড়াই করে হলেও নিজেকে বাঁচাতে হবে কারণ আমি অন্য কারও আমানত। আমাকে না পেলে সে পাগল হয়ে যাবে। আমার তাঁর জন্য হলেও নিজেকে হেফাজতে রাখতে হবে রাফা। মায়ার কথার মানে বুঝতে পারলো না রাফা। সেজন্য রাফা মায়াকে কিছু প্রশ্ন করবে তার আগেই মায়া বলল...‘ তোর কাছে কোনো ফোন-টোন হবে রাফা? থাকলে বের কর। কারও সাথে যোগাযোগ করা দরকার। নয়তো এখান থেকে আমরা বের হতে পারব না।

মায়ার কথায় টনক নড়লো রাফার। ওহ দুটো ফোন সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এই ট্যুরে। একটা টাচ ফোন অন্যটা বাটন ফোন ছিল। টাচ ফোনটাতে সারাদিনের

ছবি তুলায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে ওর বান্ধবী নদীর কাছে সেটা জমা রেখেছিল। সেই জন্য এখন ওর কাছে সেই টাচ ফোনটা এখন নেই। বাকি বাটন ফোনটা ওর ব্যাগেই ছিল। আর সেই ব্যাগটা ওর কাঁধ জড়িয়ে কোমরে ছিল। কিন্তু নেশাখোর ছেলেগুলো ওকে তুলে আনায় সময় হয়তো ব্যাগটা কোথাও না কোথাও পরে গিয়েছে। এতক্ষণ পযন্ত ওর গায়ে থাকবে না সেটা। রাফা নিজের গা চেক না করেই মায়াকে বলল...‘ আমার কাছে কোনো ফোন নেই মায়া। একটা ফোন বাসে ফেলে এসেছি অন্যটা ব্যাগে ছিল। ছেলেগুলো আমাকে তুলে আনার সময় হয়তো ব্যাগটা কোথাও পরে গিয়েছে।

রাফার কথায় মায়ার তৎক্ষণাৎ উত্তর আসল। মায়া বলল...

‘ তোর কোমরে যে ব্যাগটা ঝুলছে ঐটাতে ফোন-টোন নেই?

‘ আমার কোমরে ব্যাগ মানে?

কথা গুলো বলতে বলতে রাফা নিজের শরীরে হাত বুলিয়ে দেখল সত্যি সত্যি ওর কাঁধে ব্যাগটা এখনো রয়েছে। দীর্ঘ সময়ের আতঙ্কের দৌড়াদৌড়িতে রাফার

মনে হয়েছিল ওর ব্যাগটা নাও থাকতে পারে। তবে
এই মূহুর্তে ব্যাগটা পেয়েই রাফা খুশিতে আত্মহারা
হয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যাগটা হাতে নিতে নিতে মায়ার
উদ্দেশ্য বলল...

‘ হ্যাঁ হ্যাঁ এই ব্যাগটাতে আছে একটা ফোন। দাঁড়া!
দাঁড়া দিচ্ছি। ছোট ব্যাগটা থেকে একটা বাটন ফোন
বের করে সেটাতে আলো জ্বালিয়ে মায়ার হাতে দিল
রাফা। ফোনটা পেয়ে মায়া খুশিতে আত্মহারা হয়ে
রাফাকে জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ দিল। এই অসময়ের
এই ছোট ফোনটা আজ জীবন বাঁচাবে ওদের।
পরিবারের মানুষ জনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে
পারবে বলেই মায়া ভিষণ খুশি হলো। রাফা থেকে
ফোনটা হাতে নিতেই মায়া আগে নিজের পায়ে
ফোনের আলো ফেলে দেখল ওর পায়ের কি অবস্থা।
অল্প আলোয় মায়ার পায়ের দিকে তাকাতেই রাফা
আতঙ্কে চোঁচিয়ে উঠার মতোন মায়ার পা দু’হাতে
ধরতে চেয়ে ফিসফিসিয়ে বলল... ‘ হায় হায় মায়া
তোর পা তো পুরো শেষ। রক্তাক্ত হয়ে আছে। এই
পায়ে এতক্ষণ দৌড়িয়েছিস?

মায়া রাফার হাত থেকে নিজের পা ছাড়িয়ে হাতের
ফোনটা রাফার হাতে দিল ওর পায়ে আলো দিতে।
পায়ের ব্যথায় মায়ার মাথা পযন্ত টনটন করছে
ব্যথায়। লাল রক্তে রক্তাক্ত হয়ে আছে মায়ার পুরো
ডান পা। এমনকি মায়ার পরিহিত সাদা সেলোয়ারের
নিচটা রক্তের ছিটায় লাল লাল হয়ে আছে। মায়া পা
বাড়িয়ে ডানপায়ের সেলোয়ারটা একটু টেনে উপরে
তুলল। পায়ের রক্ত পরা বন্ধ করতে নিজের গায়ের
সাদা ক্রসিং বেল্ট টেনে খোলে শক্ত করে বাঁধল
নিজের পায়ে। তারপর রাফার হাত থেকে ফোনটা
নিতে নিতে সেটাতে নাম্বার টাইপিং করে কল মিলাল
আরিফকে। কিন্তু নেটওয়ার্ক সমস্যা হওয়ায় মায়ার
সেই কল কেটে যাচ্ছে বারবার। মায়া বুঝতে পারলো
গুহায় ভিতরে নেটওয়ার্ক সমস্যা জনিত কল করা
যাচ্ছে না। তাই মায়া এগিয়ে বসল গুহার সামনে।
অল্প উঁকি মেরে মাথা বের করে গাছপালার আড়াল
হতে দেখল বাহিরে কেউ আছে কিনা। আশেপাশে
তেমন কাউকে দেখা না গেলেও ছেলেগুলোর খাক
ছেড়ে ডাকাডাকির শব্দ কানে আসছে মায়ার।
আতঙ্কিত মায়া খুবই সতর্কতার সহিত গায়ের

হিজাবটা দিয়ে ফোনের আলো আটকে কল মিলাল আরিফকে। আরিফের ফোনে চার্জ না থাকায় বন্ধ পেতেই মায়া ভিষণ অসহায় বোধ করলো। বিপদের সময় ভাইকে না পেয়ে সাহসী মায়া নিঃশব্দে ঝরঝরে করে কেঁদে উঠলো। মায়ার এতো বিপদের সময় যদি আরিফকে না পায় তাহলে মায়ার মৃত্যু নিশ্চিত। কারণ একমাত্র আরিফই মায়ার আশেপাশে আছে। আর আরিফ পারবে বাস গুলো পুনরায় ফিরত এনে মায়াদের বাঁচাতে। অসহায় মায়া আর সাহস ধরে রাখতে না পেরে যখন নাক টেনে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল তক্ষুনি রাফা এগিয়ে এসে মায়াকে সাহস দিয়ে বলল...‘ তোর ভাইয়ের নাম্বারে কল না গেলে অন্য কাউকে কল দে-না মায়া। স্যারদের কারও নাম্বার মুখস্থ পারিসতুই? পারলে দ্রুত কল দে। বেশিক্ষণ এখানে বসে থাকতে পারব না আমরা। এখান থেকে উঠতে হবে আমাদের নয়তো ছেলেগুলোর হাতে ধরা পরে যাব যেকোনো সময়।

রাফার কথায় মায়া ওকে জানাল কোনো স্যারদের নাম্বার ওর মুখস্থ নেই। এমনকি নিজের ফোনটাতেও কল দিতে পারছে না জুইয়ের কাছে। কারণ মায়া

নিজেই সেই ফোনের সিম খোলে রেখেছিল যাতে রিদ
কল দিতে না পারে। এই অবস্থায় মায়া নিজের
পরিবারের কারও কাছেও কল দিতে পারবে না,
তাহলে সমস্যা আরও বাড়বে। স্যারদের কারও
নাম্বারও মায়া মুখস্থ জানে না। মায়া শুধু আরিফ, জুই
আর বাড়ির কয়েকটা ফোন নাম্বার মুখস্থ জানে। আর
ওর স্বামীর নাম্বারটাও মুখস্থ জানে। এক মিনিট মায়া
ওর স্বামী থেকে তো এই মূহুর্তে সাহায্য চাইতে পারে
ওকে বাঁচাতে? মায়ার বিশ্বাস আরিফের থেকেও দ্রুত
ওর স্বামী ওকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। আজ যদি
এখানে মায়ার শেষ যাত্রা হয় তাহলে ওর শেষ কথা
হবে স্বামী সাথে। মায়ার ওর স্বামীর কাছ থেকেও তো
ক্ষমা চাওয়া উচিত। মায়া তাঁকে অমান্য করে আজ
বিপদের মুখে পরেছে। নিজেকে আর কতক্ষণ বাচাতে
পারবে জানা নেই মায়ার। তবে এতোটা বুঝতে
পেরেছে মায়ার মৃত্যু আজ নিশ্চিত। হয়তো আর নাও
ফিরা হতে পারে আপনজনদের মাঝে। চারপাশে জঙ্গি
আর পাহাড়ি ডাকাতির উৎপাত। যেকোনো সময়
মায়ারা ধরা পরে যাবে। এর আগে মাযাদের এখান
থেকে বের হতে হবে। আর এখান থেকে বের

হওয়ার আগে মায়া শেষবারের মতো নিজের স্বামী
সাথে একটু কথা বলতে চাই। ঠোঁট চেপে কান্না
আটকিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে রিদের নাম্বারে কল
লাগাল মায়া। অল্প সময় নিয়ে রিদের ফোনে রিং
হতেই মায়া মুখে হাত চেপে ঝরঝর করে কেঁদে
উঠলো। রাত তখন ১১ঃ৫০ ঘরে। রিদ কফি হাতে
ফাইল চেক করছিল কাপে চুমুক দিতে দিতে। সে
মূলত রাত একটা ফ্লাইটে যাবে দুবাই ব্যবসায়ী
কাজে। সেজন্য একদম পরিপাটি রেডি হয়ে হাতে
কাজগুলো সারছিল। রিদের উপস্থিতি তার রুমেই
ছিল। বিগত দিনে মায়ার খোঁজ খবর রিদের কাছে
ছিল। রিদ জানতো তার বউ বাড়ি থেকে চট্টগ্রাম
গিয়েছে আজ দশদিন হলো। রিদের সাথে মায়ার
যোগাযোগ না থাকলেও সেখানকার ছেলেপেলে গুলো
রিদকে তার বউয়ের খবরাখবর দিয়ে থাকতো। কিন্তু
বিগত তিনদিন ধরে রিদের কাছে মায়ার খবর তেমন
একটা ছিল না তার কারণ রিদ আজ সন্ধ্যায় ইন্ডিয়া
থেকে বাংলাদেশ এসেছিল। এখন আবার দুবাই
যাবে। সে মূলত ইন্ডিয়া থেকেই দুবাই চলে যেত কিন্তু
তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইল রি-চেকের জন্য বাংলাদেশ

থেকে দুবাইয়ে টিকেট করতে হয়। সেই সন্ধ্যার পর থেকে রিদ ফ্রেশ হয়ে নিজের ফাইল গুলোই রি-চেক করছিল। এরমাঝে আননোন নাম্বার থেকে কল আসায় রিদ ফাইল থেকে এক পলক দৃষ্টি উঠিয়ে ফোনে চোখ বুলিয়ে পুনরায় নিজের কাছে মনোযোগ হলো। অপরিচিত নাম্বার তার কখনো রিসিভ করা হয়না। তাই মায়ার কলটিও স্বাভাবিক নেয় রিসিভ করার হলো না। কিন্তু পরপর একই ভাবে একই নাম্বার থেকে অনবরত কল আসার রিদ বিরক্ত হয়ে হাতের ফাইল আর কফিটা রেখে দিল টেবিলে, বিরক্ত হয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে রিসিভ করে কানে তুলতেই মায়ার ফুপানোর শব্দে রিদের মস্তিষ্ক টনক নড়ে উঠলো। সে বুঝতে পারলো এই অসময়ে তার বউ কল করেছে। বৈদ্যুতিক শকট লাগার মতোন রিদের শরীরে রক্ত টগবগিয়ে উঠলো মায়ার ভয়ার্ত কান্নায়।। রিদ অস্থির গলায় মায়াকে শুধালো...‘ জান! জান কি হয়েছে কান্না করছো কেন? কোনো সমস্যা?

রিদের আদুরে গলায় ঝরঝরে কেঁদে উঠলো আতঙ্কিত মায়া। এতক্ষণ সাহসী নারী হয়ে থাকলেও রিদের আদুরে গলায় ভিষন দুর্বল হয়ে উঠল মায়া। নারী

তার শখের পুরুষের কাছে এমনই দুর্বল হয়। প্রমাণ
মায়া নিজেই..

‘ আমাকে বাঁচান নেতা সাহেব! আমি মনে হয় আর
আপনার কাছে ফিরতে পারব না। আমি আপনার
কথা শুনেছি, অবাধ্য হয়েছি, সেজন্য ভাগ্যও আজ
আমাকে আপনার কাছে ফিরতে দিচ্ছে না। আপনার
সাথে আমার আর এক জনমের বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা
অপূর্ণ রয়ে গেল। আমি মরে যাব নেতা সাহেব। ওরা
আমাদের বাঁচতে দিবে না।

মায়ার হিচকি তোলা কান্নার দারুণ খুবই ফিসফিসে
কানে বাটন ফোনটি চেপে রিদকে উক্ত কথা গুলো
বলল মায়া। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকারে নিস্তব্ধতায়
মায়া অল্প স্বরে কথা গুলোও যেন প্রতিধ্বনি হচ্ছে
বারবার। আতঙ্কিত মায়া ফোনের আলোটাও গায়ের
হিজাবটা দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে ভয়ে যাতে
আলোটা বাহিরে না যায়। রিদ মায়ার আতঙ্কিত স্বর
আর ভাঙ্গা গলার কথায় বুঝতে পারলো পরিস্থিতি
ঠিক নেই। তার বউ ভালো নেই। রাত তখন প্রায়
সাড়ে এগারোটা ঘরে। রিদের উপস্থিতি ঢাকা আর
মায়া চটুগ্রামে। মায়ার কি হয়েছে সেটাও জানে না

সে। রিদ কিছু বলবে তার আগেই মায়া আবারও
একই ভঙ্গিতে ফুপিয়ে উঠে কান্নায়। রিদ থৈ হারায়।
মন মেজাজ দুটোই হারিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। মায়া
শুনতে পায় ফোনের অপাশের রিদের স্ব-চিৎকার।
সেই সাথে ভাংচুরের তান্ডব। মায়া আতঙ্কিত হতেই
রিদের চিৎকার ভেসে আসে ফোনের অপাশ থেকে...‘
রিত! এই রিত? কই আছিস তুই? লোকেশন বল?
মায়া ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে হিচকি তুলে কাঁদতে
কাঁদতে মুখে কাপড় চেপে বলতে চাইলল...

‘ আমি জানি না কোথায় আছি! আশেপাশে কিছু চিনি
না। ওরা আমাদের খোঁজছে! ওরা! ওরা পাহাড়ি জঙ্গি!
আমাদের মেরে ফেলতে চাই প্লিজ আপনি আমাদের
বাঁচান! আমি মরতে চাই না। আমার আপনার সাথে
এখনো সংসার করা হয়নি! আপনার জন্য বউ সাজা
হয়নি। আপনাকে নিয়ে এক জনমের স্বপ্ন বুনা বাকি।
আমাদের বাঁচান নেতা সাহেব প্লিজ। আমি আপনাকে
ছেড়ে মরতে চাই না। প্লিজ আমাদের সাহায্য করুন!
মায়া ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে হিচকি তুলে কাঁদতে
কাঁদতে মুখে কাপড় চাপল। ফিসফিসিয়ে বলতে
চাইলল...

‘আমি জানি না কোথায় আছি! আশেপাশে কিছু চিনি না। ওরা আমাদের খোঁজছে! ওরা! ওরা পাহাড়ি জঙ্গি! আমাদের মেরে ফেলতে চাই প্লিজ আপনি আমাদের বাঁচান! আমি মরতে চাই না। আমার আপনার সাথে এখনো সংসার করা হয়নি! আপনার জন্য বউ সাজা হয়নি। আপনাকে নিয়ে এক জনমের স্বপ্ন বুনা বাকি। আমাদের বাঁচান প্লিজ নেতা সাহেব। আমি আপনাকে ছেড়ে মরতে চাই না। প্লিজ আমাদের সাহায্য করুন! মায়ার কান্নায় রিদের মন অস্থির হলো। ছটফটে ব্যাকুল হলো মস্তিষ্ক। হুট করেই যেন রিদ বুঝতে পারলো তার বউকে ছাড়া সে একেবারেই অচল। এই মেয়ের কিছু হবে ভেবেই যেন তাঁর নিশ্বাস আঁটকে আসছে। আল্লাহ না করুক তার বউয়ের কিছু হলে? এর এ-র বেশি ভাবতে পারলো না রিদ। নিশ্বাস আঁটকে আসার মতোন থমকে দাঁড়ালো। বলিষ্ঠ হাত জোড়ায় কম্পন অনুভব করলো মুহূর্তে। রিদ নিজের সেই কম্পিত হাতের দিকে তাকাল। ডানহাতটা রক্তে ছুপছুপ। হয়তো তখন টেবিলের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলার মধ্যে ধারালো কিছুতে লেগে কেটে গেছে। তাজা রক্তে ব্যথা তার অনুভব হলো না, বরং ভিষণ

ভাবে বুক কাঁপলো, কলিজা নড়ছে বউয়ের বিপদের কথা শুনে। রিদের এতোদিন মনে হতো বউকে শুধু সে পছন্দ করে, রিদ চাইলে ঠিকঠাক সংসার করার মতোন, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার পুরো দুনিয়া ঘুরে এই মেয়ের আগে-পিছু। এই মেয়ের শূন্যতা সে নিতে পারবে না। রিদের স্বাধ্যের বাহিরে বউকে হারিয়ে বাঁচা। অস্থির, উত্তেজিত রিদের কণ্ঠে স্বর কমে আসল অসহায়ত্বে, এই প্রথম মনে হলো রিদ অসহায়। ভিষণ ভাবে অসহায় এই নারীর সামনে। তার ক্ষমতা, টাকা পয়সা কিছু কাজে দিচ্ছে না। সে পারছে বউকে সেইফ করতে। অস্থির রিদ ব্যাকুলতা চেপে ধীর গলায় মায়াকে শুধাল...‘ জান! জান! রিলাক্স! এইতো আমি আছি। কিছু হবে না তোমার। শুধু একবার ঠান্ডা মাথায় বলো তুমি কোথায় আছো? আশপাশটা চেনার চেষ্টা করো জান।

রিদের নরম স্বরের পিছনে তীব্র অস্থিরতার ঠাহর করতে পারলো না ফোনের ওপাশের থাকা মায়া। বরং একই ভাবে ফুঁপানো গলায় মায়া বলল...

‘ আমি জানি নাতো কোথায় আছি। আশেপাশে কিছু চিনতে পারছি না অন্ধকারে। আমাদের কলেজ বাস

আমাদের রেখে চলে গেলো অনেক আগেই। বিগত দু-ঘন্টা ধরে আমি আর আমার এক ফ্রেন্ড এই পাহাড়ের মাঝে দৌড়াচ্ছি জঙ্গি ছেলেদের হাত থেকে বাঁচতে। এখন আর দৌড়ানোর শক্তি নেই নেতা সাহেব। আমরা দুজনই আহত। পাহাড়ের একটা গুহায় লুকিয়ে আছি। আর কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারব জানি না। আশেপাশে জঙ্গি ছেলেগুলো আমাদের খুঁজছে। ধরতে পারলে সবশেষ। ইজ্জত আর আপনাকে দুটো হারাব নেতা সাহেব। প্লিজ আমাদের সেইভ করুন প্লিজ। প্লিজ!মায়ার আকুতি কথায় রিদের মেজাজ খারাপে রক্ত টগবগিয়ে উঠলো রাগে রি রি করে। সে পারছে মায়াকে চিবিয়ে খেতে। তাঁর না করার শর্তেও মায়ার ট্যুরে যাওয়ার বিষয়টা রিদের মেজাজ খিচাল। হাতের কাছে থাকা কফির মগটা স্বজোড়ে ফ্লোরে ছুড়ে মারতে মারতে চিচাল রিদ।

‘কই গিয়েছিলি তুই আমাকে না বলে? রিত! রিত! তুই আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছিস। যদি তোর কিছু হয় আমি সবশেষ করে দিব রিত। আমা...রিদের বাকি কথা গুলো শেষ করার আগেই টুট টুট শব্দ

করে মায়া কলটি কেটে যেতেই রিদের পাগলামো আরও বাড়ল। রিদ বুঝতে পারছে তার বউ খারাপ কোনো জঙ্গির হাতে পরেছে। রিদ মন মস্তিষ্ক অচলে কম্পিত হাতে দ্রুত কল মেলাল মায়াকে। অথচ রাফার ফোনের ব্যালেন্স শেষ হতেই কল কেটে গেল। মায়া হ্যালো হ্যালো বলে পুনরায় সময় ব্যয় না করে রিদকে কল করতে গিয়ে বুঝতে পারলো ফোনে ব্যালেন্স না থাকার বিষয়টি। বিপদজনক অবস্থায় মায়াকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তার আগেই উচ্চস্বরে মুঠোফোনটি ভেজে উঠলো অন্ধকার নিস্তব্ধতা কাটিয়ে। ফোন সাইলেন্ট না থাকায় সেই শব্দ আশেপাশে ছড়িয়ে পড়তেই মায়া তাড়াহুড়ো করে কলটি রিসিভ করে কানে তুলতেই শুনা গেল আশেপাশের জঙ্গি ছেলেগুলোর মাঝে হৈচৈ। মায়ার ফোনের শব্দে তাদের কানে ততক্ষণে পৌঁছে গেল। এবং সেই শব্দ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছেলেগুলো একত্রে হয়ে খোঁজ করলো মায়াদের। ভাগ্য খারাপ হওয়ায় মায়া রিদের কল রিসিভ করে হ্যালো বলার আগেই গুহার বাহিরের উপস্থিত পেল সেই ছেলেগুলোর। আতঙ্কিত মায়া রিদের ফোনটি রিসিভ

করেও চুপ করে রইলো ভয়ে। জড়সড় অবস্থায় গুহার ভিতরে সিটিয়ে বসতেই ফোনের ওপাশে রিদের অস্থির অনবরত ডাকাডাকি শুনতে পেল। মায়া রিদের ফোন দু'হাতে মুঠোয় চেপে চুপ করে যেতেই গুহার বাহিরে জঙ্গি ছেলেগুলোর হৈচৈয়ের কথা শুনা গেল। ঝরঝরে চটুগ্রামের ভাষায় বলতে শুনা গেল একে অপরকে... 'এই খোঁজ! খোঁজ! ফোনের আওয়াজটা এদিকটায় থেইক্কা আইছে। মাইয়া দুইডা মনে হয় আশেপাশেই কোনোখানে লুকাইয়া আছে। তাড়াতাড়ি খোঁজ। শালী দুইডারে পাইলে জীবনের কষ্ট দিইয়া মারুম।

মারুম নামে ছেলেটির কথায় তৎক্ষণাৎ শ্রায় জানাল তিতাস নামের হ্যাঙলা পাতলা ছেলেটি। মায়ার উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে লাগল...

‘হু ভাই! নতুন মাইয়াডারে একটু বেশি কষ্ট দিতে হইব। হেতি আমাগো শাফিনের অবস্থা খারাপ কইরা দিছে। হের মাথাডা ফাটাইয়া ভাগ ভাগ করে দিছে। এই মাইয়া বহুত চালাক। আমাগো এতো দৌড়ের উপরে রাখছে এই মাইয়াডাই।

‘ এই শালীরে আগে ধরমু সবাই মিলে। কষ্ট করে
কই সব আজকে রাতেই বুঝবো। এই শালী
আশেপাশেই কোনোখানে লুকাইয়া আছে। তোরা
তাড়াতাড়ি খোঁজ

আবার পালাইবার আগে। ছেলেগুলো চিল্লাচিল্লি কথা
ফোনের ওপাশের রিদের কানেও পৌঁছাল। এই প্রথম
আতঙ্কে রিদের বুক কাঁপল থরথর করে। মনে হলো
রিদের দুনিয়ার ঘুরছে, থমকে যাওয়ার মতোন রিদের
দুনিয়াটা শেষ হয়ে যাবে মূহুর্তে। রিদ তার কিছুই
করতে পারবে না। তার বউ বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে
আর রিদ ঢাকায় নিজের বাড়িতে। ঢাকা থেকে
চট্টগ্রাম পৌছাতে রিদের যতোটা সময় লাগবে
ততক্ষণে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। তাঁর বউকেও
চিরতরে হারিয়ে ফেলবে। হারানো ভয়ে রিদের সমস্ত
কায়া নাড়িয়ে কেঁপে উঠলো শরীর। দুর্বলতায়
শরীরের শক্তি খুইয়ে পরতেই পাশের টেবিলটা শক্ত
করে আঁকড়ে ধরল। ফোনটা কানে চেপে কম্পিত
স্বরে রিদ বলল...‘ আমার জন্য নিজেকে কিছুক্ষণ
সেইফ রাখতে পারবে বউ? ওয়াদা করছি বেশিক্ষণ
অপেক্ষা করাব না তোমাকে। তোমার জামাই

সুপারম্যান হয়ে হলেও পৌঁছাবে তোমার কাছে। শুধু একটুখানি রক্ষা করবে নিজের জান?

রিদের দুর্বলতার ভাষা মায়ার কান্নার কারণ হলো। অসাবধানতার বশে ফের ফুপিয়ে কেঁদে উঠতেই বাহিরের ছেলেগুলো ঠাহর করতে পারলো মায়াদের উপস্থিতির ঠিকানা। হেঁচ ছেলেগুলো গুহার সম্মুখে আসতেই মায়া রিদের কথা উত্তর করার আগেই আতঙ্কে ফোন হাতে নিয়েই অপর হাতে রাফা হাতটা চেপে গুহার ভিতরের পথে হামাগুড়ি দিয়ে প্রাণপূর্ণ দৌড়াল বাহিরের রাস্তায়। ততক্ষণে ছেলেগুলো বন্ধ গুহার মুখ খুলল মায়ার ঢেকে দেওয়া গাছপালা টেনে সরিয়ে। হামাগুড়ি দিয়ে বসে সবার ফোনের আলো গুহার ভিতরের ফেলতেই দেখল মায়া রাফাকে নিয়ে গুহার ভিতরের পথে চলে যেতে। হেঁচয়ের চিৎকারের মারুফ ছেলেটি আগে চেষ্টা। সবার উদ্দেশ্যে বলল...

‘ এইতো শালী দুইডারে পাইছি। এইবার যাইব কই? ধরা তো পড়বোই। এই তিতাস তুই পলাশরে নিইয়া গুহার ভিতরে ঢোক। আর আমি, রাসেল, সুজন, রতন, মানিক এই গুহার শেষ মাথায় গিইয়া দাঁড়াই।

শালী দুইডা বাইর হইলেই কেজ্জা ফতে। এই চল চল
সবাই। মাইয়া দুইডা বাইর হইবার আগেই ধরতে
হইব। মারুফ ছেলেটির কথায় তৎক্ষণাৎ তিতাস আর
পলাশ নামক ছেলেটি গুহায় ঢুকল মায়াদের পিছন
পিছন। বাকি ছেলেগুলোও অন্ধকার রাস্তা দৌড়াল
গুহার শেষ রাস্তার দিকে। যেটা দিয়ে মায়াদের বের
হওয়ার কথা। চারদিক থেকে বিপদে ঘিরা মায়া
তখনো প্রাণপূর্ণ চেষ্টা করছি দ্রুত বের হতে। এই
গুহার যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ বিপদ। আতঙ্কিত
মায়া, রাফা অনুভব করলো ওদের পিছন পিছন জঙ্গি
ছেলেগুলোও প্রবেশ করেছে গুহায়। বাঁচতে হলে
ওদের এই মূহুর্তে কি করতে হবে জানা নেই। তবে
মায়া যেকোনো বিনিময়ে নিজের ইজ্জত খইয়ে মরতে
চাই না। মরার হলে সে এমনই মরবে। মুঠোফোনে
রিদের কলটি অনেক আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে
যথেষ্ট নেটওয়ার্কের সংযোগ না থাকায়। রিদ মায়াকে
বারবার কল দিবে সেটা মায়া জানে। কিন্তু মায়ার
কিছুই করার নেই। এই মূহুর্তে মায়া প্রাণ বাঁচানো
দায়ে দৌড়াচ্ছে না বরং ইজ্জত খুয়ানো ভয়ে
পালাচ্ছে। ভাগ্যক্রমে গুহার শেষ মাথায় আসতেই

মায়া দেখলো এই গুহার দুটো সরো পথ দু'দিকে চলে
গেল। প্রথম অবস্থায় মায়া বুঝল না ডানদিকে যাবে
নাকি বামদিকের রাস্তায় যাওয়া উচিত। সময় নষ্ট না
করে অনবরত আল্লাহ নাম নিতে নিতে ঘুরে গেল
বামের রাস্তায়। ভাগ্য সহায় হওয়ায় সেইফলি গুহার
থেকে বের হতেই দেখল ওদের থেকে অনেক দূরে
গুহার অপর মুখে সবাই উৎপেতে দাঁড়িয়ে মায়া-
রাফাকে ধরতে। আতঙ্কিত রাফা কিছু বলবে তার
আগেই হঠাৎ পায়ে টান অনুভব করতেই দাঁড়িয়ে
থাকা রাফা উল্টে পরলো মাটিতে। রাফার চিৎকারে
দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলো মায়াদের দেখতে পেয়ে
হৈচৈয়ে এইদিকটায় দৌড়ালে, মায়া দ্রুত রাফাকে
টেনে ধরতে চেয়ে বুঝতে পারলো গুহার ভিতরে
থাকা তিতাস ছেলেটি রাফার পা আঁকড়ে ধরে আছে
যেতে না দিয়ে। তাড়াহুড়োর মায়া কি করবে বুঝতে
না পেরে হাতে কাছে যা পেল তাই ছুড়ে মারলো
গুহার ভিতর। পাহাড়ি লাল বালু মুঠো ভরতি নিয়ে
অনবরত ছুড়ে মারায় মূহুর্তে চেঁচাল তিতাস আর
পলাশ নামক ছেলে দুটো। মায়ার হঠাৎ বালুর
আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না তারা। নিজেদের চোখ

বাঁচাতে রাফার পা ছেড়ে দিতেই মায়া রাফাকে টেনে
তুলে ফের দৌড়াল পাহাড়ের উঁচু পথে। বেখেয়ালি
মায়া রাফাকে বাঁচাতে গিয়ে তাড়াহুড়ো হাতের ফোনটা
সেখানে ফেলে আসল। কিছুটা পথ দৌড়াতে দৌড়াতে
কানে আসল ফোনের রিংটোনের শব্দ। আতঙ্কিত মায়া
পিছন ঘুরে দেখল গুহার সামনে অল্প আলোয় ফোনটি
বাজছে। হয়তো রিদের কল এসেছে। কিন্তু ফিরে
গিয়ে ফোনটা তুলে আনার সুযোগ মায়ার আর ছিল
না। ততক্ষণে মায়ার পিছনে জঙ্গি ছেলেগুলোও
ছুটছিল। অসহায় মায়া হু হু শব্দ কেঁদে উঠলো। এমন
অসহায় পরিস্থিতিতে মায়ার শুধু রিদের কথায় মনে
পরছে। মনে হচ্ছে এই যাত্রায় মায়া বেঁচে যাক।
জীবন একটা সুযোগ দিক মায়াকে ওর স্বামীর কাছে
ফিরে যাবার। মায়া কতো স্বপ্ন জীবনকে নিয়ে। আজ
যেন সব শেষে পথে লাগছে এই অন্ধকার পাহাড়ের
পথে দৌড়িয়ে। উদ্দেশ্য বিহীন মায়াদের দৌড় শেষ
হলো উঁচু পাহাড়ের শেষ প্রান্তে এসে। এখান থেকে
এগোনার পথ শেষ। সামনে মরণের গহীন খনন।
পিছনে জঙ্গির আতঙ্ক। ওদের ফিরে যাবার পথ বন্ধ।
এখান থেকে ঘুরে দৌড়াতে চাইলে ততক্ষণে ধরা

পরে যাবে জঙ্গি হাতে। মায়া রাফা দুজন হা করে বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছে একে অপরের দিকে। দুজনের চোখেই আতঙ্ক, ভয় আর অশ্রু। এরপর কি হবে দুজনই জানে। এখান থেকে লাফ দিলে মৃত্যু নিশ্চিত। আবার দাঁড়িয়ে থাকলেও জঙ্গি হাতে ইজ্জত খইয়ে অসম্মানজনক মরতে হবে এটাও নিশ্চিত। দুইদিক থেকেই ওদের মৃত্যু নিশ্চিত। পার্থক্য শুধু পাহাড় থেকে লাফ দিলে সম্মানের সহিত মরবে আর প্রাণের ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে জঙ্গিদের হাতে অসম্মানের সহিত ইজ্জত খইয়ে মরবে। দুর্বল শরীরের দুজনের আঁকড়ে ধরা হাত গুলো অনবরত কাঁপছে। পিছন ছেলেগুলোর হেঁচৈয়ের চিৎকার মায়া রাফা দুজনই ভয়ে, আতঙ্কে পিছনে তাকাল। ছেলেগুলো অনেকটা কাছে চলে এসেছে। যা করার মায়াদের এম্ফুনিই করতে হবে। মায়া যখন পাহাড় থেকে লাফ দিবার মনোস্থির করছিল তম্ফুনি আতঙ্কিত রাফা কাঁদতে কাঁদতে আকুতি স্বরে বাঁচার আহাজারি করে বলল...‘ আমি পারব না মায়া। আমাকে দ্বারা হবে না এখান থেকে লাফ দেওয়া। আমি মরতে চাইনা মায়া। আমি বাঁচতে চাই। আমার ভয় করছে।

রাফার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরার মতোন মায়া
তাকাল রাফার দিকে। একই কান্না মিশ্রিত কম্পিত
স্বরে বলল...

‘এর থেকে উত্তম আর সহজ মৃত্যু আমাদের আর
হতে পারবে না রাফা। পিছনে দশটা ছেলে আছে
তাদের হাতে ধরা পরা মানে বুঝিস? তাদের ভোগের
কারণ হবো আমরা। তারপর তীব্র যন্ত্রা দিয়ে মারবে।
এর থেকে ভালো মরতে যখন হবেই তখন ইজ্জত
বাঁচিয়ে আগেই মরে যায়।

‘আমি পারব না মায়া। প্লিজ আমাকে বাঁচা, আমি
মরতে চাই না। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।
তোর তো অনেক সাহাস। চল আবার দৌড়ায়
তারপরও লাফ দিতে চাই না। আমি বাঁচতে চাই।
রাফার বাঁচার তীব্র আকুতিতে মায়ার কান্না বাড়লো।
মরতে কে বা চাই? মায়া চাই মরতে? নিশ্চিত মৃত্যু
মুখে দাঁড়িয়ে রাফার যেমন বাঁচার আকুতি জানাচ্ছে
এরথেকে বেশি মায়ার আকুতি কোনো ভাবে ওরা
বেঁচে যাক। কিন্তু এরপর কিছুই করার নেই ওদের।
রিদের কথা মায়া স্মরণে আসতেই ঝরঝর করে
চোখে পানি ছেড়ে দিয়ে দুর্বল গলায় বলল মায়া...

‘ তোর থেকে বহুগুণ বেশি আমার বাচার ইচ্ছে
রাফা। আমি বিবাহিত। একটু আগে যার সাথে ফোনে
কথা হয়েছিল সে আমার স্বামী। আমার বিপদের কথা
শুনে তার পাগলামি ঠাহর আমি এখান থেকেই
পেয়েছি। কাল সকালে আমরা জীবিত থাকি বা মৃত্যু,
আমার মৃত্যু দেহটা হলেও তার কাছে পৌঁছাবে। সে
আমাকে ঠিক খোঁজে বের করবে। শুধু আফসোস
থাকবে তার সাথে আমার ভালোবাসার লেনদেনটা
হলো না। কিছু ইচ্ছে মানুষের অসম্পূর্ণ থেকেই
থাকে। আমার তোর দুজনেরই থাকবে আজ মরে
গেলে। আমার তার সাথে তোর থেকে বেশি বাঁচা
ইচ্ছেটা ছিল রাফা। কিন্তু বেঁচে ফিরার পরিস্থিতি
আমাদের হাতে আর নেই। বর্তমানে হয় পাহাড়
থেকে লাফ দিয়ে জান দিতে হবে, আর নয়তো
ছেলেগুলোর হাতে নিজেদের মান হারাতে হবে।
অপশন দুটো। কতগুলো পাহাড়ি জঙ্গি কুকুরের
ভোগবিলাসের কারণ হওয়ার চেয়ে, এখান থেকে
লাফ দিয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। মরতে যখন
হবেই তখন ইজ্জত নিয়েই মরবো, চল। মায়া রাফার
হাত টেনে ধরতেই রাফা ভয়ে আরও কাঁদতে লাগল।

উপস্থিত মৃত্যু সামনে দেখে কেই বা মরতে চাই।
বয়সে দুজনই ছোট। সতেরো বছরের কিশোরী।
তাদের দুনিয়াটায় হচ্ছে রঙ্গিন। বাস্তবতা সম্পর্কে
ধারণা নেই। উডুচন্ডি মনে রঙ্গিন স্বপ্ন চোখে সবকিছুই
ভালো লাগে। এই বয়সে মেয়েরা রঙ্গিন দুনিয়ার
বাঁচার আকাঙ্ক্ষার বহুবছরের দেখে। সেখানে হুট
করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার বুকফাটা আত্নাদের
কারণ। মায়া বুঝানো রাফার কাজে দিল না। সে
মূলত মরতে চাই না বাঁচতে চাই। কিন্তু কিভাবে
বাঁচবে জানা নেই। মায়া একহাত সে নিজের দু'হাতে
চেপে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের শেষ পিঠে। বাঁচা মরার
টানাটানিতে ততক্ষণে ছেলেগুলো মায়াদের ছুঁই ছুঁই।
দশবারো কদম দৌড়ালেই হাতের লাগালে। কিন্তু এই
অবস্থায় মায়া রাফাকে নিয়ে লাফ দিতে পারছে না।
কারণ রাফা নিজে যেমন লাফ দিচ্ছে না তেমনই
মায়াকেই দিতে দিচ্ছে না। শক্ত হাতে মায়াকে চেপে
আছে। জোড়াজুড়িতে মায়া ভিষণ আতঙ্কিত হলো।
সামনে ছেলেগুলো হাতে একবার ধরা পরলে
সবশেষ। কিন্তু রাফাকে কে বুঝাবে এসব? মায়া
আবারও ঘুরে পাহাড়ের তলদেশের অন্ধকার গহীনতা

তাকাল। পর মূহুর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেগুলোর অবস্থান
নিজেদের কাছে ঠাहर করতে পেরেই মায়া রাফার
দিকে তাকাল। এই মূহুর্তে মায়ার ইচ্ছা করছে
রাফাকে দুগালে কতক্ষণ চড়াতে। মায়াকে আটকিয়ে
মরার থেকে বাঁচতে পারবে এই মেয়ে? নাকি
নিজেদের জন্য আরও বিপদ বাড়াচ্ছে। আতঙ্কিত মায়া
কি করবে বুঝতে না পেরে হঠাৎ করেই রাফার হাত
কামড়িয়ে ধরলো নিরুপায় হয়ে। ভয়ার্ত রাফা ব্যথা
চিৎকার করে উঠতেই সেই সুযোগে মায়া রাফাকে
নিয়ে তৎক্ষণাৎ লাফ দিল পাহাড়ের চূড়ায় হতে।
মায়াদের লাফের সাথে সাথে আতঙ্কিত মুখে চৈতাল
বাকি ছেলেগুলো। দৌড়ে মায়াদের অবস্থানের দাঁড়িয়ে
হাফাতে হাফাতে তাকাল পাহাড়ের অন্ধকার
তলদেশে। ভয়ার্ত মুখে তাঁরা একে অপরের মুখ
চাওয়াচাওয়িও করলো। মূলত তাদের ধারণাতে ছিল
না মেয়ে দু'টো হুট করে পাহাড় থেকে ঝাপ মারবে।
এই পাহাড়ি এলাকায় জায়গা জায়গা চেনা তাদের
তারা হলফ করে বলতে পারবে মেয়ে দুটো এই খানে
ঝাপ দিয়ে নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। এদের
মাঝে ছেলেগুলোর সরদার মারুফ লোকটা রেগেমেগে

গালি ছুড়ল মায়েদের উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ সময়
দৌড়ানোতে হাফাতে হাফাতে বলল....‘ শালী বাচ্চারা
মরার আর সময় পাইলো না। এতো উঁচু থেকে পরে
নিশ্চয়ই এতক্ষণে দেহ ছিঁড়ে ভাগ ভাগ হয়ে গেছে
পাহাড়ী গাছের ঢালে। ফ্রীতে বনশেয়ালের খাবার
হইল। তারপরও আমাদের ধরা দিল না। কু****
জাত

মোটা করে রতন ছেলেটা একই ভাবে হাফাতে
হাফাতে বলল....

‘ ভাই যদি মাইয়া দুইডা না মরে এখান থেইক্কা
পড়য়া?

‘ হু মরবো নাতো কি করবো? এলাকায় সবচেয়ে
বিপদসংকেত এরিয়া হইল এইদিকটা। দিনের বেলায়
মানুষের এই এরিয়াতে ঢোকা নিষেধ। আর রাতের
বেলা মাইয়া দুইডা এতো উপর থেকে ঝাপ দিইয়া
মরবো নাতো বাঁচবো তোর মনে হয়? এরপরও যদি
না মরে তাইলে নিচে ঝাওবনে আমাদের থেকেও
হিংস্র ডাকাত দল বাস করে। কমে হলেও তারা
তিনশো বেশি হইব। আমরা দশজন মাইয়া দুইডা
ভোগ করতাম। এহন তিনশো ডাকাতদল ভোগ

করবো। শালার আমাদের ভাগ্যটায় খারাপ শিকার
করলাম আমরা মজস লইবো অন্য কেউ ধুর। চল!
বিগত তিনঘন্টা ধরে পাহাড়িয়ান রাস্তার অলিগলি ধরে
পাগলের মতোন মায়াদের খোঁজ করে যাচ্ছে আরিফ,
রাকিবের সঙ্গে কলেজে মায়াদের সিনিয়র কিছু
ছেলেপেলে। তখন মায়া রাফার নিখোঁজ হওয়ার প্রায়
ত্রিশ মিনিট পর জানতে পারলো মায়া গাড়িতে নেই।
জুই শ্রেয়া পাশ থেকে উঠে নিজেদের সিটে গিয়ে
বসতেই দেখল মায়া নেই পাশে। মায়ার কথা মাথায়
আসতেই জুই তাড়াহুড়ো উঠে দাঁড়িয়ে পুরো বাসে
চোখ বুলিয়ে কোথাও মায়াকে দেখতে না পেয়ে
চেচামেচি করে জানাল মায়া বাসে উঠেনি। আরিফ
তখন ক্লান্তিতে বাসের পিছনের সিটে বসে ঝিমচ্ছিল,
জুইয়ের চিৎকারে হঠাৎ মস্তিষ্ক তড়াক করে জেগে
উঠে মায়ার মিসিংয়ের ব্যাপারটা শুনে। অবিশ্বাসের
মতো তৎক্ষণাৎ এগোল। মায়ার খোঁজ করে যখন
পুরো বাসে হেঁচে পরে গেল তখন বুঝতে পারলো
মায়া সত্যিই মিসিং। আরিফের পুরো দুনিয়া ঘুরে
উঠার মতোন চক্র কাটলো। এতোকরে বোনদের
চোখে চোখে রেখেও শেষ পযন্ত বোনকে হারিয়ে

ফেলল কিভাবে? আরিফ আতঙ্কিত ভঙ্গিতে চিল্লাচিল্লি করে দ্রুত বাস থামিয়ে বাকি বাসগুলোতেও মায়ার খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারে রাফা নামের আরও একটা মেয়েও মিসিং আছে বাস থেকে। রাফার বান্ধবী চৈতী জানায় সেটা। চৈতী মনে করেছিল রাফা অন্যবাসে আছে ওর বেস্ট ফ্রেন্ড সোহানীর সাথে কিন্তু মায়ার নিখোঁজের সাথে সাথে বুঝল রাফাও গায়েব। পরপর চারটে বাসই থামে পাহাড়ি রাস্তার মাঝে। হৈচৈয়ে সকল স্যার সিনিয়ররা গাড়ি থেকে নেমে পরলো টেনশনে। এতো রাতে মেয়ে দুটো কোথায় যাবে? উনারাই বা কোথায় ফেলে এসেছে মেয়ে দুটোকে। এতো কঠোর নজরদারি পরও এতো বড়ো দুর্ঘটনার জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষের কৈফিয়তদারী করতে হবে এরজন্য। মেয়ে দুটো সহিসালামত না পেলে থানা-পুলিশ ঝামেলা বাড়বে, কলেজের বদলায়। টেনশনে একেকজন টিচার্স ঘেমে জবজব হলো। আতঙ্কিত দেখাল একেকজনের ফেইস। সবাই ধারণা করলো লাস্ট যখন তারা খাবার হোটেলে বাস থামিয়েছিল তখন হয়তো মেয়ে দুটো সেখানে রয়ে গেছে। ধারণা অনুযায়ী তাই হলো জুই জানাল মায়া

ওকে বাহিরে যাবা কথা বলে বাস থেকে নেমে ছিল তখন। তাড়াহুড়ো আরিফ বাকি টিচার্সসহ তখনকার হোটেলের মেনেজারকে কল দিয়ে জানতে চাইল তাদের হোটেলে কলেজ শিক্ষার্থী দুটো মেয়ে পাওয়া গেছে কিনা? বা আশেপাশে খোঁজ নিতে। অল্প সময়ে হোটেলের মেনেজার জানায় সেখানে আপাতত কলেজ শিক্ষার্থীদের মতোন কেউ নেই। যদি এমন কেউ তাঁরা পাই তাহলে অবশ্যই জানাবে আরিফদের। অতিরিক্ত টেনশন থেকে আরিফের মাথা চক্কর দিয়ে উঠতেই পাশ থেকে রাকিব, আর আরিফের বন্ধু দিহান ঝাপটে ধরলো আরিফকে। ধরাধরি করে আরিফকে রাস্তায় বসাতে চাইলে আরিফ অস্থির গলায় কলেজ সহকারী অধ্যাপককে বলল....‘ আমাকে একটা টিমের ব্যবস্থা করে দিন স্যার। আমি আমার বোনকে খোঁজবো। আপনি বাকি শিক্ষার্থীদের নিয়ে আপাতত চলে যান। দরকার হলে সকালে আবার আসবেন। ততক্ষণে আমরা এইদিকে আর্মি ক্যাম্পে যোগাযোগ করছি। তাঁরা আমাদের সাহায্য করবে মিসিং কেইসে।

আরিফের কথায় সেচ্ছায় একদল ছেলে আলাদা হয়ে এগিয়ে আসল আরিফের সাহায্যের জন্য। দশ-পনেরো জনের একটা টিম হয়ে পুনরায় হোটেলের দিকে যেতে চাইলে গাড়ির সংকীর্ণতার জন্য আটকে গেল। রাত তখন ১০ঃ৫৫ ঘরে। এতো রাতে পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি খোঁজে পাওয়া মুশকিল। সেজন্য পুনরায় বাসগুলো আবারও আরিফদের নিয়ে হোটеле রাস্তায় গেল। সর্বোচ্চ গতিতে গাড়ি পৌঁছালও সেখানে। সকল স্টুডেন্টর গাড়িতে লক করে তাড়াহুড়ো নামল আরিফসহ বাকি টিচার্সরা। সকলেই আশেপাশে খোজ নিয়ে দেখল সত্যি মায়াদের উপস্থিতি সেখানে কোথায় নেই।

চৌদ্দ সদস্যের টিম মেম্বারদের জন্য হোটেল থেকে টচলাইট সংগ্রহ করে সবপ্রথম আরিফ যেতে চাইল আর্মি ক্যাম্পে। সেখান থেকে আর্মিদের সাহায্যে পাহাড়ের বুকে চড়বে মায়াদের খোঁজতে। এতোকিছু মাঝে মায়ার টেনশনে টেনশনে আরিফ জুইয়ের কথা ভুলে বসল। সে বের হয়ে যেতে গিয়েও থেমে গেল দ্বিতীয় বোনের কথা ভেবে। তাড়াহুড়ো আরিফ চলে যেতে গিয়েও ফিরে আসল জুইয়ের কথা ভেবে।

আরিফ চলে গেলে এতো রাতে একা জুইকে কার কাছে দিয়ে যাবে? মায়া নেই, আরিফ নেই, জুই এতো রাতে কার কাছে থাকবে? বাসগুলো পুনরায় মুরাদপুরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত দুটোর উপর হবে। এতো রাতে একা মেয়ে হয়ে জুইয়ের পক্ষে সম্ভব হবে না বাসায় গিয়ে একা উঠার। আবার আরিফের সঙ্গেও এতো রাতে পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। ওরা জানে না সামনে কি হবে? কোন বিপদ থেকে কোন বিপদে পরে তাঁরা। উত্তেজিত আরিফ এগিয়ে এসে জুইয়ের দায়িত্ব দিয়ে গেল অন্য একজন টিচার্সের কাছে। হাতজোড় করে রুকিয়া ম্যাডামকে বলে গেল তাঁর বোনকে দেখে রাখতে। অন্তত আজরাতটা জুইকে উনার বাসায় রাখতে কাল সকালে আরিফ গিয়ে নিয়ে আসবে। জুইকে সেইফলি রেখে যেতেই আরিফ সকলকে নিয়ে চলল আর্মি ক্যাম্পে। পাহাড়ের বুকে চড়তে হলে অবশ্যই তাদের ট্রেনিং প্রাপ্ত একজন ট্রেনার লাগবে। যে তাদের পাহাড়ি পথের নিদর্শনা দিবে। আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। সেটাও সংগ্রহ করলো হোটেল থেকে একজনকে। আর সেই ট্রেনারের সাহায্যে প্রথম গেল

আর্মি ক্যাম্পে। মিনতি করার মতোন তাদের কাছে সাহায্য চাইলে তাঁরা জানাল সকালে আগে তারা কিছুই করতে পারবে না। এতো রাতে তাদের দ্বারা কিছু সম্ভব না। আইনি সাহায্য চাইলে আরিফদের অন্তত সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অসহায় আরিফ মায়ার টেনশনে সময় ব্যয় না করে আর্মি ক্যাম্প থেকে বের হয়ে একায় চলল বোনকে খুঁজতে। সঙ্গে তাদের পনেরো সদস্যের টিমটিও ছিল। বয়স্ক ট্রেনারকে নিয়ে পাহাড়ি পথের অলিগলি চলতে গিয়ে বেশ কয়েকজনে আঘাতও পেল। তাদের মধ্যে আরিফও ছিল একজন। আশাহত আরিফ বুঝতে পারলো এই রাতে কোনো আইনি সহায়তা পাবে না তাঁরা। সাধারণ মানুষের সাহায্য কেউ করতে চাই না। মায়াকে হারিয়ে প্রায় ঘন্টা তিনেক মতো চড়তে লাগল এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে চুড়ায়। রাত তখন একটার ঘরে। আরিফের টিম মেম্বার যখন মায়াদের খোজাখুজিতে ব্যস্ত তখনই দেখা গেল পাহাড়ি রাস্তার বুকে ছিঁড়ে উজ্জ্বল আলোয় কতোগুলো ট্রাকে উপস্থিতি। হৈচৈ আর চিৎকারের ভয়ংকর প্রতিধ্বনি হচ্ছে আশপাশটা। পাহাড়ের উপর থেকে সবাই

রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখল বেশ কয়েকটা ট্রাক একত্রে এইদিকটায় আসছে। সবগুলো ট্রাকে মাল- বা অন্য কিছু নেই। বরং ট্রাক ভরতি অসংখ্য ছেলেদের উপস্থিত। প্রত্যেকের হাতে টচ, হকিস্টিক আর দা নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করছে ক্ষেপ্ত ভঙ্গিতে। কাউকে কুপিয়ে মারা তেজ। এতো কিছু মাঝে আরিফ বা ওদের টিম বুঝলো না চোখে পলকে এতোগুলো ট্রাকে, এতো মানুষ কোথায় থেকে আসল? কেনই বা আসল? এই পাহাড়ি বুকে তাদের কি কাজ? দেখতে দেখতে মূহূর্তে মাঝে সবগুলো ট্রাক রাস্তায় পরপর দাঁড় করাতেই ট্রাক সবাই হৈ-হুল্লোড় চিৎকার চেচামেচি করে লাফে নামতে লাগলো ক্ষিপ্ত ছেলেগুলো। সবার হাতে হাতে দা, হকিস্টিক আর উজ্জ্বল আলোর টচ বিদ্যমান। চোখের পলকে রকেটের গতির মতো দেখতে দেখতে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো পাহাড়ের বুকে। হুট করে এতোগুলো মানুষের উপস্থিত দেখে আরিফ আশ্বস্ত হয়ে তাদের কাছে সাহায্যের জন্য এগোতে চাইল। নিজেদের গতিপথ বদলিয়ে গেল নিচে। পাহাড়ের তলদেশে নামতে নামতে দেখলো দলবেঁধে আরও অনেকটি

ট্রাক উপস্থিত হচ্ছে সেখানে। সবগুলো ট্রাকেই মানুষের একই রকমের হেঁচো আর চিল্লাচিল্লি কলরব শুনা যাচ্ছে। রাকিব বোকার মতোন দাঁড়িয়ে থেকে সবগুলো ট্রাক গুনতে চাইল। ওর ধারণা মতে না হলেও বিশটা ট্রাকে উর্ধে হবে লাইন বেঁধে চলছে একটার পর একটা। একটা ট্রাকে কম করে পঞ্চাশজন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আছে তাহলে বিশটা ট্রাকে একহাজার জন মানুষ হবে। এতো মানুষ, এতো রাতে কোথায় থেকে আসল? তাঁরা এতো ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে পাহাড়ের বুকে কি খোঁজছে? রাকিবের মতো কি ওদের কেউ মিসিং নাকি? নির্জন এলাকায় হুট করে অসংখ্য মানুষের আভাস পেয়ে বুক ভরা আশা নিয়ে তাড়াহুড়ো সেদিকে দৌড়ে গেল আরিফ, রাকিবসহ তাদের দল। ইকসিটিক হাতে ছেলেগুলোর কাছাকাছি যেতেই ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে প্রায় একদল ছেলে আক্রমণ করে বসল আরিফদের। উত্তেজিত পরিস্থিতিতে হুট করেই কেউ কারও চেহারা দেখা সময় পায়নি। কিন্তু চোখে পলকে একদফা মার আরিফদের উপর দিয়ে চলে যেতেই হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের রাহাত সবাইকে ঠেলে থামিয়ে

দিতে দিতে চিৎকার করে বলল...‘ এই দাঁড়া দাঁড়া
আর মারিস না। এটা আমাদের আরিফ ভাই। উনিও
হয়তো ভাবিকে খোঁজতে এসেছে আমাদের মতো।
থাম! থাম! তোরা থাম।

হাতে ঠেলে সবাইকে থামাতে থামতে লাঠির আঘাত
বেশ আহত হলো সবাই। টচ লাইটের আলো
আরিফদের উপর পরতেই বুঝলো তাঁরা সবাই অতি
পরিচিত মানুষ। আরিফ নিজের এলাকার পরিচিত
রাহাত ও তাদের সঙ্গীদের দেখে উত্তেজনায় ঝাপটে
জড়িয়ে ধরলো খুশিতে। এই বিপদের সময় এই বুঝি
মায়াকে খুজতে সবাই সাহায্য করবে ওর। আরিফ
কিছু বলার আগেই রাহাত আরিফকে আশ্বস্ত করে
বলল...‘ চিন্তা করবেন না ভাই। ভাবির কিছু হবে না
আমরা সবাই আছি। পুরো পাহাড় ছেঁকে হলেও
ভাবিকে খোঁজে বের করবো। শুনলাম ভাবির সাথে
নাকি আরও একটা মেয়ে মিসিং আছে?

রাহাত কাকে ভাবি ডাকছে তখনও বুঝল না আরিফ।
আরিফের ধারণা মায়ার সাথে যে মেয়েটা আছে তাকে
হয়তো রাহাত ভাবি ডাকছে। সেজন্য আরিফ রাহাত
শুধিয়ে ছাড়তে ছাড়তে বলল...

‘ তোমাদের ভাবির সাথে আমার বোন মায়া মিসিং।
প্লিজ তোমরা আমাদের সাহায্য...
আরিফকে বলতে না দিয়ে রাহাত পুনরায় বলল...
‘ আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা ভাবির জন্যই
এসেছি আরিফ ভাই। টাকা থেকে ভাইও আসছে।
ভাবিকে আমরা অবশ্যই খোঁজে পাব ইনশাআল্লাহ।
আরিফ কিছু বলার আগেই দেখল সেখানে একে
একে উপস্থিত হলো, আর্মি, রেব, ফোর্সের দলবেঁধে
গাড়ি লাল-নীল সিগ্যাল জ্বালিয়ে। কে বা কারা আর্মি,
রেব বাহিনীকে খবর দিল আরিফ জানে না। তবে এর
পিছনে অবশ্যই ক্ষমতাধর কারও হাত আছে। নয়তো
যেখানে আরিফ একঘন্টার মতোন সময় ব্যয় করেও
একটা আর্মির সদস্যকে রাজি করাতে পারলো না
ওদের সাথে আসার জন্য। সেখানে বন্দুক হাতে
যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে দলে দলে আর্মি, আর কালো
পোষাক দারি রেব বাহিনী চলে আসল মায়াদের
খোঁজতে? আরিফ, রাকিব শুধু বোকার মতোন দাঁড়িয়ে
রইল। মূলত তাঁরা বুঝতে পারছে সবাই মায়াদের
খোঁজে এসেছে। কিন্তু কে এতো বিশাল ক্ষমতাধর
আয়োজন করলো দুটো মানুষকে খুঁজতে? আরিফের

নিজের ভিতরের কৌতূহল চেপে সবাই সাথে
পাহাড়ের চূড়ায় চলল মায়াদের খোঁজে। অল্প সময়ের
ব্যবধানে অন্ধকার পাহাড়ি এলাকা হয়ে উঠলো দিনের
আলোয় নেয় উজ্জ্বল। পাহাড়ি গাছ-গাছালিতে থেকে
মানুষের কলরবের শব্দ বেশি। একত্রে হাজার হাজার
মানুষের আগমনে বন পশুগুলোরও ভয়র্ত চিৎকার
শুনা গেল চারদিকে। চোখের পলকে পাহাড়ের বুকে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া আর্মি, রেব, আর রিদের পাঠানো
হাজার হাজার ছেলেপেলে। দূর থেকে যে -কেউ
দেখলে বলে দিতে পারবে পাহাড়ের বুকে কোনো
কিছুর অভিযান চলছে জড়োসড়ো। চারদিকে শুধু
আলোর মেলা। সেখানে অল্প সময়ের ব্যবধানে
অন্ধকার আকাশে দেখা গেল উজ্জ্বল আলোর
কতোগুলো হেলিকপ্টার। এতে কে বা কারা আছে
আরিফরা বাদে সবাই জানে। রাত তখন ১ঃ২৮ ঘরে।
তুমুল শব্দ করে হেলিকপ্টারের পাখার রাউন্ড রাউন্ড
ঘুরে নামলো পাহাড়ী উন্মুক্ত রাস্তায়। পাখার তীব্র
বাতাসে উপস্থিত মানুষ হতে পাহাড়ের ছোট বড় গাছ-
গাছালীর ডাল-পাতা নুইয়ে নুইয়ে পড়ছে একে
অপরের গায়ে। আশেপাশে মানুষজনের দাঁড়িয়ে থাকা

অসম্ভব হয়ে উঠতে সবাই দূরে গিয়ে দাঁড়াল
হেলিকপ্টার থেকে। তীব্র গমগমে শব্দে পরপর নয়টি
হেলিকপ্টার নামলো একই পাহাড়ি রাস্তায়। প্রথম
হেলিকপ্টার থেকে রিদের সাথে আসিফকে লাফিয়ে
নামতে দেখা গেলেও বাকি আটটা থেকে বন্দুক হাতে
বডিগার্ডদের লাফিয়ে বের হতে দেখল সবাই। রিদকে
দেখেই আরিফ বুঝতে পারলো এসব ক্ষমতার উৎস
কোথায় থেকে এসেছে। হয়তো রাফা নামের
মেয়েটির সাথে রিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে
ভেবেই আরিফ রিদকে নিয়ে এতো মাথা ঘামাল না।
তার এই মূহুর্তে বোনকে দরকার। সেজন্য আরিফ
রিদকে দেখে এগিয়ে গেল সামনে। উদ্দেশ্য রিদকে
জানাবে তার বোন মায়াও মিসিং রাফার সাথে।
উত্তেজিত রিদ হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে নামতেই
আর্মি, রেব ফোর্সের দুজন কমান্ডার এগিয়ে আসল
রিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। অস্থির, উত্তেজিত রিদের
মেজাজ বুঝা দায়। হিংস্রতা রাগে চোখের পাটা ফুলে
আছে লাল লাল হয়ে। ঘায়েল বাঘের নেয় হিংস্রত্বে
গর্জন ছাড়বে যেকোনো সময়। দৃষ্টিতে সেকি তেজ
কিন্তু মুখে ভাষা নিশ্চুপ। কালো শার্টের হাতাগুলো

টেনে গুটাতে গুটাতে সামনে এগোতেই পিছন থেকে আসিফ একটা বন্দুক এগিয়ে দিতেই সেটা দক্ষ হাতে তুলল রিদ। ডানহাতে বন্দুক চেপে বামহাতে ট্রিগার পয়েন্ট টানতেই পথ আটকে দাঁড়াল দুজন কমান্ডার। রিদকে আশ্বস্ত করতে চাইল তারা মেয়ে দুটোকে অতি শীঘ্রয় খোঁজে পাবে। কিন্তু ক্ষিপ্ত রিদ তাদের ভালো কথায় পোষাল না তার। মেজাজ হারিয়ে দাঁত পিষে বলল...

‘আশেপাশে, যেখানে যাকে পাবেন সবাইকে বন্দী করুক। ছোট, বড়ো, ছেলে-বুড়ো, চোর, ডাকাত, জঙ্গি, সন্ত্রাস যাকে পাবেন, আমার সবাইকে বন্দী চাই। এই রাতে পাহাড়ের বুক থাকা একটা মানুষও যাতে পালাতে না পারে সেটা সিউর করুন। আমার সবাইকে মানে সবাইকে বন্দী চাই গড ইট?’ হয়ে যাবে মিস্টার খান। আপনি...

‘রিদ ভাই!

কমান্ডারের কথা শেষ করার আগেই সেখানে উপস্থিত হলো আরিফ। উত্তেজনায় কমান্ডারের কথা মাঝেই কথা বলে ফেলল রিদকে ডেকে। রিদের খিঁচে থাকা মেজাজ তড়াগ করে তপ্ত আগুনের নেয় জ্বলে উঠলো

আরিফের উপস্থিতি দেখে। মেজাজ হারিয়ে মূহুর্তে মাঝে হিংস্র বাঘের নেয় থাবা বসাল আরিফের শার্টের কলারে। চোখের পলকে কারও কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই পরপর শক্ত হাতে ঘুসি পরলো আরিফের নাকে মুখে। উপস্থিত সবাই থমথমে খেয়ে গেল রিদের হঠাৎ কাণ্ডে। আসিফ দ্রুত সবাইকে ঠেঙ্গিয়ে রিদকে ঝাপটে ধরলো আরিফকে আঘাত করা থেকে। একা আসিফ রিদকে সামলাতে মুশকিল হতে দেখে পরপর সঙ্গে সঙ্গে আরও দুজন কমান্ডার এগিয়ে এসে রিদকে ঝাপটে জড়িয়ে ধরলো আরিফ থেকে ছাড়াতে। টানাটানি করে আরিফ হতে রিদকে ছাড়িয়ে নিতেই ভয়ংকর মেজাজে চেষ্টা রিদ। আরিফকে উদ্দেশ্য করে ফের ত্যাগে যেতে চেয়ে গর্জে উঠে বলল...‘ হারামির বাচ্চা তুই থাকতে আমার বউ হারাল কিভাবে? বোনকে যদি দেখে রাখতে না পারিস তাহলে দায়িত্ব নিতে গেলি কেন? তোকে কে বলেছে আমার বউকে টুয়ে নিয়ে আসতি? আমার পারমিশন নিয়েছিলি?

আহত অবস্থায় পুনরায় রিদের আঘাত পেয়ে নুইয়ে পরলো আরিফ। রিদ কেন আরিফকে হঠাৎ আক্রমণ

করলো বুঝল না সে। রিদের সাথে আরিফদের
আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে সেই সুবাদে রিদ আরিফকে
আঘাত করার কথা নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো
আরিফ রিদ খানের বউকে চিনে না পযন্ত। তাহলে
সেখানে আরিফ অন্য কারও বউকে ট্যুরে নিয়ে
আসবে কিভাবে? আরিফ শুধু তার বোনদের দায়িত্বে
ছিল। আর এরজন্য সে কারও থেকে পারমিশন নিবে
না অবশ্যই। নুইয়ে পরা আরিফ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে
বামহাতে ঠোঁটের আঘাতের রক্তটা পরিষ্কার করতে
করতে তাকাল রিদের হিংস্র চেহারার দিকে। রিদের
বন্দুকের ট্রিগার দিয়ে আঘাত করায় বেশ কেটেছে
আরিফের ঠোঁট। আরিফ ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে
রিদকে বুঝাতে চেয়ে বলল...

‘আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে ভাই। আমি আপনার
ওয়াইফকে চিনি না। আমি শুধু আমার বোনের মিসিং
কেইসটা আপনাকে জানাতে এসেছিলাম। আমার
ছোট বোন মায়াকে তো আপনি চিনেন। ওহ আপনার
বউয়ের সাথে মিসিং। আমাদের ধারণা ওরা হয়তো
এই পাহাড়ি এলাকায় কোথাও আঁটকে আছে।

আরিফের ভদ্র কথায় রিদের মেজাজ যেন খারাপ হতেই থাকল। তার বউ হারিয়ে গেছে আর এখনো আরিফ বলে ভদ্রতা দেখাচ্ছে। সে যদি তার বউকে সহিসালামত না পাই তাহলে সবার আগে এই ছেলেই মারবে সে ট্রিগার পয়েন্ট রেখে। রিদ গর্জে উঠে ফের আরিফের দিকে তেড়ে যেতে চাইলে একই ভাবে বাঁধা দেয় আসিফ আর বাকি দুজন কমান্ডার। রিদ তেতে উঠে দাঁত পিষে চোঁচিয়ে বলল...‘ তোর বলে ধারণা আছে ভদ্রলোকের বাচ্চা। তুই জানিস তোর বোন কই আছে? সে পাহাড়ি জঙ্গি ছেলেদের হাতে পরেছে। এতক্ষণে কি হয়েছে তাদের সাথে সেই ধারণা আছে তোর? করতে পারবি?

রিদের কথায় আরিফ অবিশ্বাস্য গলায় শুধালো....

‘ কিহ? আপনাকে এসব কে বলেছে?

‘ তোর বোনের ফোন এসেছি সে জানিয়ে সবটা। আরিফ দোয়া কর তোর বোনের যাতে কিছু না হয়। যদি কিছু হয় তাহলে তোকে আমি ছাড়বো না। রাত প্রায় শেষে দিকে। সময় তখন ৪ঃ২১ মিনিট। পুরো পাহাড়ি এলাকায় এতো অভিযান চালিয়েও মায়াদের খোঁজের সন্ধান পেল না কেউ। এমনকি মায়াদের

তাড়ানো তখনকার সেই দশজন জঙ্গি ছেলেগুলোও ততক্ষণে আঁটকে পরেছে আর্মিদের হাতে। কিন্তু জানের ভয়ে তাঁরা কেউ মুখ খুলছে না পযন্ত। আর না এটা বলছে মায়াদের তাঁরা হোটেল থেকে তুলে এনেছিল। রিদের কথা মতো পাহাড়ের বুকে যাকে পেয়েছে সবাইকে বন্দী করেছে আর্মি, আর রেব ফোর্স। এমনকি মায়াদের তখন পাহাড় থেকে লাফিয়ে পরা বিপদজনক এরিয়াতেও রেব বাহিনীর অভিযান চালিয়ে তিনশো ডাকাত দলকে আঁটুক করেছে মায়াদের খোঁজে। বিগত চার-পাঁচ ঘন্টার অভিযান চালিয়েও দুটো মেয়ের খোঁজ কেউ দিতে পারলো না। আর না জঙ্গি ছেলেগুলো জানে ভয়ে মুখ খুলে জানাচ্ছে মায়াদের পাহাড় থেকে লাফিয়ে পরার বিষয়টি। আটকে রাখা সবার সাথে তাঁরাও কিছু জানে না বলে অজানা সাজল। জঙ্গি ছেলেগুলোর ধারণা এতো উপর থেকে মেয়েগুলো ঝাপ দিয়ে অবশ্যই মরে গেছে এতক্ষণে। সেখানে মৃত্যু মেয়ে দুটো এসে বলবে না তাদের পিছনে কারা লেগেছিল তখন। জঙ্গি ছেলেগুলো যদি এই মূহুর্তে চুপ থাকে তাহলে অবশ্যই প্রাণে বেঁচে যাবে সবার। আর নয় পরিস্থিতি যে গরম

দেখছে একবার ধরা পরলে প্রাণ থাকবে না কারও।
ভয়াৰ্ত মুখে সকলে বারবার একে অপরের মুখ
চাওয়াচাওয়ি করলো। বুঝতে পারলো মেয়ে দুটো
কোনো সাধারণ কেউ ছিল না। ওরা ভুল জায়গায়
হাত দিয়েছিল। চারদিকে না পাওয়ার ব্যর্থতা সুর
শুনতে শুনতে নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ হয়ে গেল রিদ। মন
মস্তিষ্ক টনটন করছে তপ্ত দহনে। বউকে না পাওয়ার
ব্যর্থতা তাঁকে ঘায়েল করেছে ক্ষণে ক্ষণে। এতো ফোর্স
লাগিয়েও বউকে খোঁজে না পাওয়ার কারণটা ব্যাখ্যা
করে তার বউ সহিসালামতে আর নেই। দূর্বল শরীরে
রিদ মাথা ঘুরিয়ে খেঁ হারিয়ে পরতে নিলেই পিছনের
ছেলেগুলো হেঁচকি করে ধরলো রিদকে পরা থেকে।
ততক্ষণে রিদ জ্ঞান হারাল। সবাই ধরাধরি করে
ক্যাম্পে দিকে নিয়ে যেতেই সেখানে সারি সারি ভাবে
দেখা গেল আরও কিছু গাড়ি ও পুলিশ ফোর্সের
উপস্থিতি। ছেলের খবর শুনে মন্ত্রী নিহাল খানও শেষ
রাতের দিকে উপস্থিত হয় সেখানে। সিকিউরিটি
আরও বাড়িয়ে দিয়ে রিদের খোঁজ করলো। রিদকে
তারুতে দূর্বল অবস্থায় বেহুশ হয়ে পরে থাকতে দেখে
আতঙ্কে বসল রিদের পাশে। উনার এতো বলিষ্ঠবান

ছেলেকে কখনো দেখেনি দুর্বল হয়ে জ্ঞান হারাতে।
আজ প্রথম দেখল উনার ছেলে জ্ঞান হারিয়েছে।
বাবার মনটা যেন হু হু করে উঠলো রিদের টেনশনে।
ডাক্তার ব্যবস্থা ছিল তাবুতে। পাহাড়ি এলাকায়
অভিযান চালাতে গিয়ে যদি কেউ আহত হয় তাহলে
তার সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করে
রেখেছিল আসিফ। নিহাল খান রিদের পাশে বসতেই
আরিফ সবটা জানাল তাঁকে, কেন তাঁরা এখানে
এসেছে। মায়াকে নিয়ে সবকিছু না বললেও এতোটা
জানায় রিদের সাথে মায়ার একটা হালাল সম্পর্ক
আছে। চতুর দাস্তিক নিহাল খানকে আর কিছু ভেঙ্গে
বলতে হয়নি আসিফের। চট করে বুঝে গেল ছেলের
দুর্বল হয়ে জ্ঞান হারানোর কারণটা। নারীর টানে
বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠবান পুরুষকেও মূহুর্তে দুর্বল হতে
দেখেছে তিনি। উনার ছেলেতো কিছুই না। রিদকে
ঘুমের ইনজেকশন দিতেই নিহাল খান নিজে দায়িত্ব
নিল সবকিছুর। বাকি রাতটা তিনি বিরতিহীন ভাবে
দাঁড়িয়ে মায়াদের খোঁজের অনুসন্ধান করলো। কিন্তু
ফলাফল তখনো শূন্য। রিদের জ্ঞান ফিরে প্রায় তিন
ঘন্টা পর। সকাল তখন সাতটার ঘরে। খালি মস্তিষ্কের

তারাক করে উঠলো কয়েক সেকেন্ড পরপরই। শিট!
শিট! শিট! বলে চেষ্টায়ে পাগল পাগল হয়ে বের হলো
তাঁর থেকে। আশেপাশে পরিবেশটা সেই রাতের
মতোন গমগমে আর উত্তেজিত দেখে বুঝল তাঁর
বউকে এখনো খুঁজে পাইনি। নিহাল খান তাঁর
বাহিরেই দাঁড়িয়ে ছিল। রিদকে জেগে উঠতে দেখে
তিনি এগিয়ে আসল। রিদের চঞ্চল দৃষ্টি আর অস্থির
বাচনভঙ্গি দেখে তিনি নিজ থেকেই রিদকে জানাল
মেয়ে দুটোর নিখোঁজ থাকার বিষয়টি। নিস্তব্ধ রিদ
হুম, হা কোনো শব্দ করলো না। শুধু নিশ্চুপ চোখে
বাবার থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল পাহাড়ের দূর
পথে। দৃষ্টি শান্ত। মন চঞ্চল। নিশ্চুপ রিদের অস্থির
মনের অবস্থার ঠাহর ততক্ষণে করতে পারলো নিহাল
খান। এগিয়ে এসে ছেলেকে ঝাপটে জড়িয়ে ধরতেই
রিদ ভাঙ্গা গলায় একটু করে বলল... ‘আই লাভ হার
বাবা। এন্ড আই ওয়েন্ট হার। প্লিজ বাবা যেকোনো
মূল্যে মেয়েটিকে এনে দাও আমায়। আমার বুক
কাঁপছে, ভিষণ কলিজা পুড়ছে, মনে হচ্ছে নিশ্বাস
আঁটকে মারা যাব ওকে ছাড়া। প্লিজ বাবা আমার
আবদারটা রাখো। এনে দাও আমার বউকে। নয়তো

আমি পাগল হয়ে যাব বাবা। নিশ্বাস আঁটকে মরে
যাব। প্লিজ বাবা সেইভ হার। প্লিজ।‘ আই লাভ হার
বাবা। এন্ড আই ওয়েন্ট হার। প্লিজ বাবা যেকোনো
মূল্যে মেয়েটিকে এনে দাও আমায়। আমার বুক
কাঁপছে, ভিষণ কলিজা পুরছে, মনে হচ্ছে নিশ্বাস
আঁটকে মরা যাব ওকে ছাড়া। প্লিজ বাবা আমার
আবদারটা রাখো। এনে দাও আমার বউকে। নয়তো
আমি পাগল হয়ে যাব বাবা। নিশ্বাস আঁটকে মরে
যাব। প্লিজ বাবা সেইভ হার। প্লিজ।

নিরুপায় নিহাল খান রিদের পিঠে আশ্বস্তের হাত
বুলিয়ে দিতে দিতে বলল...‘ আমরা খুব শীঘ্রই মেয়ে
দুটোকে পেয়ে যাব বাবা। ইউ আর মাই ব্রেব বয়।
ধৈর্য রাখো।

রিদের ঝিমিয়ে পড়া মস্তিষ্ক তড়াক করে জ্বলে উঠলো
নিহাল খানের কথায়। মেয়ে দুটোকে খুব শীঘ্রই পেয়ে
যাব মানে তার বউ এখনো নিখোঁজ। মাত্র দুর্বলতা
প্রকাশ করা রিদ হয়ে উঠলো কঠিন। গুরুগম্ভীর মুখে
বাবাকে ছেড়ে আশপাশটা তাকাল তীক্ষ্ণ নজরে।
আশেপাশে হাজার হাজার মানুষের গমগমে ভিড়।
অথচ তার বউ এখনো নিখোঁজ। গোটা রাত গড়িয়ে

সকাল হলো অথচ দুটো নিখোঁজ মেয়ের সন্ধ্যা এতো
এতো মানুষ মিলেও রিদকে দিতে পারলো না।
শক্তপোক্ত রিদ ঘায়েল বাঘের নেয় হিংস্রত্বে প্রকাশের
আগে শান্ত থাকল। কখন গর্জে উঠবে বা কখন
হিংস্রত্বে থাবা বসাবে কার উপর কেউ জানে না।
নিহাল খান ছেলের গম্ভীর ঘায়েল মুখটা দেখল।
রিদকে কি বলে সাত্বনা দিবে সেই ভাষা উনারও
জানা নেই। হাজার হাজার মানুষের বাইরে, আর্মি, রেব
ফোর্স লাগানোর পরও যখন মেয়ে দুটোর সন্ধ্যা
পাওয়া যাচ্ছে না তখন আশা করা যায় মেয়ে দুটো
হয়তো আর বেঁচে নেয়। পাহাড়ি জঙ্গির হাতে পরে
তাদের মাটি চাপা হয়েছে এতক্ষণে। আর এই কথাটি
উপস্থিত সবার ধারণা করছে। এমনকি তিনি আর্মি
কমান্ডার সাথে মেয়ে দুটোর ব্যাপারে কথা বলতে,
কমান্ডার উনাকে এমনটায় জানায়। কিন্তু এই কথাটা
তিনি বাবা হয়ে রিদকে কিভাবে জানাবে? ছেলের
দূর্বলতা এই প্রথম কোনো কিছু নিয়ে দেখেছেন
তিনি। বুঝ হবার পর এই প্রথম উনার ছেলে, উনার
কাছে কোনো কিছু নিয়ে আবদার করলো, তাও
নিজের বউকে সেইফ করতে। অথচ চারপাশে

ভুলুভুল অভিযান সে নিজেই চালিয়ে রেখেছে। বাবা হয়ে উনার কিছু করার সুযোগ পযন্ত পাচ্ছেন না তিনি। ছেলের দুর্বলতার সামনে তিনি কিভাবে বাবা হয়ে ছেলেকে নিরাশ করে বলবে মেয়ে দুটো হয়তো আর বেঁচে নেই। মন্ত্রী হয়েও তিনি অসহায় বোধ করলো পরিস্থিতির কাছে। ছেলের পছন্দের মানুষকে খোঁজে না পেয়ে কিভাবে সামলাবে রিদকে সেই চিন্তা উনাকেও ত্রাস করলো। উনার বউটা এমনই যে রগচটে। যদি রিদের কিছু হয় তাহলে এই দ্বায়বার নিশ্চয়ই উনার উপর ঢালবে রিদের মা। দীর্ঘ ভারি নিশ্বাস গোপন করে তিনি এগিয়ে আসল রিদকে কিছু বলবে কিন্তু তার আগেই রিদ নিজের ক্রিমিনাল মাইন্ড চালাল। নিহাল খানকে উদ্দেশ্য করে ব্রেইন চালাতে চালাতে বলল...‘ কমান্ডারদের দিগুণ ফোর্স বাড়াতে বলো বাবা। রেব বাহিনীর সাথে ট্রেকিং কুকুর পাহাড়ের বুকে নামাতে বলো জায়গায় জায়গায়। সন্দেহজনক যা পাবে সেটাই যেন সংগ্রহ করে। দরকার পরলে আমি নিজের ভিজিট করবো সেই সব জায়গা। দ্রুত ফোর্স বাড়াতে বলো। কুইক!

রিদের ট্রেকিং কুকুরের বিষয়টা নিহাল খানের দারুণ লাগল। এই কুকুর গুলো পাহাড়ের বুকে নামালে অবশ্যই মেয়ে দুটোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে দ্রুত। কিন্তু এতো এতো আর্মি, রেব ফোর্সের সাথে রিদের হাজার হাজার ছেলেপেলে থাকতে আরও মানুষের কি দরকার? নিহাল খান আমতাআমতা করে রিদকে আপত্তি জানাতে চেয়ে বলতে চাইল...‘
কমান্ডারদের বলে দিচ্ছি ট্রেকিং কুকুরের বিষয়টা।
কিন্তু এতো মানুষ থাকতে আরও ফোর্সের কি প্রয়ো....

নিহাল খানের কথা শেষ করার আগেই কোমরে দু’হাত রেখে পাহাড়ের শেষ সীমানায় তাকাল রিদ। দৃষ্টিতে সেকি তেজ। কোনো কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলার মতোন ভয়ংকর তপ্ত চোখে। সকালের পরিবেশটা বেশ সুন্দর। কিন্তু চারপাশের মানুষের হৈ-হুল্লোড় চিৎকারে পরিবেশটা আর সুন্দর দেখাচ্ছে না। যেন মনে হচ্ছে কোলাহলের কোনো রণক্ষেত্র এটি। যেখানে সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে দাঁড়িয়ে। রিদ পাহাড়ের চূড়ায় তাকিয়ে নিহাল খানের কথা কেটে শক্ত গলা বলল...‘ প্রয়োজন আছে বাবা। খুব

প্রয়োজন আছে। শুধু আমি বা রেব ফোর্স নয় এই এলাকার পাহাড়য়ান লোক লাগাও আমার বউকে খোঁজতে। আমার এতো এতো ক্ষমতা আজ কোনো কাজে দিচ্ছে না বাবা। আমি আমার বউকে এখনো খোঁজে পাচ্ছি না। আমার জায়গাটা তোমাকে ব্যাখ্যা দিতে পারব না। তুমি শুধু ফোর্স বাড়াও বাবা।

নিহাল খান আর আপত্তি করলো না। রিদের কথা মতো কাজ করলো। পিছন থেকে রিদের কাঁধ চেপে এগোল কমান্ডারদের দিকে। সেখানে কথা বলে ফোর্স বাড়াবে। সেই সাথে ট্রেকিং কুকুর পাহাড়ের বুকে নামাতে বলবে। নিহাল খান যেতেই আসিফ দৌড়ে এইদিকটায় এগিয়ে আসল রিদের দিকে। রিদকে জেগে উঠতে দেখে মূলত ওর কথা বলতে আসা। আসিফের দৌড়ে আসার মধ্যেই আকাশের বুকে দেখা গেল আরও একটি হেলিকপ্টারের চক্রর। দৌড়ে আসা আসিফ মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকাল। এই হেলিকপ্টার নিশ্চয়ই খান পরিবারের সদস্যদের থাকার কথা। আসিফকে রাতে আয়ন কল দিয়েছিল মায়ার খোঁজ নিতে। হয়তো আয়ন হতে পারে এই হেলিকপ্টারে। আসিফ আকাশের দিকে তাকাতে

তাকাতে দৌড়ে গতি কমিয়ে দিল। হেলিকপ্টারের পাখা ধীর কমে এসে আসিফকে পার হয়ে রিদের মাথা উপর দিয়ে গিয়ে নামল বাকি হেলিকপ্টারের সঙ্গে। রিদ চোখ উঁচিয়ে তাকাল না পযন্ত উড়ন্ত হেলিকপ্টারের দিকে। কে বা কারা এসেছে তার দেখার দরকার পযন্ত পরলো না। রিদ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই পাহাড়ের চূড়ায়। আসিফ দৌড়ে রিদের কাছাকাছি আসতেই ডাকাল রিদকে...‘ ভাই!

‘ আকাশের বুকে হেলিকপ্টার গুলো উড়া আসিফ। সবগুলো নিষিদ্ধ জায়গায় হেলিকপ্টারের খোজ লাগা কুইক! আমি নিজে যাব সেইসব নিষিদ্ধ জায়গা গুলোতে। চল।

রিদ শুধুই তার ব্রেইন চালাচ্ছে এই মূহুর্তে। কিভাবে বউকে খোঁজে পাওয়া যাবে এই প্রদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বাকি সবাই শুধু রিদের কথা অনুযায়ী কাজ করছে। যেকোনো পরিস্থিতি রিদের তীক্ষ্ণ মাইন্ড দ্রুত চলে সেটা পূর্ব থেকেই অবগত আসিফ। তাই নতুন করে আবাক হলো না রিদের চালচলনে। আসিফ রিদের কথা শুনলো। এবং কিছু বলতে চাওয়ার আগেই রিদ নিজের কথা শেষ করতে করতে হাঁটে

হেলিকপ্টার গুলোর দিকে। আসিফ বুঝল রিদকে এই মুহূর্তে কিছু বলার চেয়ে চুপচাপ সে কাজ করাটায় শ্রেয়। নয়তো যে আগুনে রিদের ভিতর জ্বলছে সেই আগুনে সর্বপ্রথম আসিফকেই পুড়াবে রিদ। আসিফ তৎক্ষণাৎ রিদের পিছন থেকে দৌড়ে সামনে এগোল ক্যাপ্টেনদের বলতে হেলিকপ্টার গুলো আকাশের উড়াতে। আসিফ ক্যাপ্টেনদের তাদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার মধ্যেই দেখল মাত্র আগত হেলিকপ্টার থেকে আয়ন আর রাদিফ দুজনই অস্থির, উত্তেজিত অবস্থায় নামতে। দুজনের হাঁটার গতিপথ ছিল রিদ। কিন্তু অশান্ত, অস্থির রিদ চোখ আওড়িয়ে তাদের দুজনকে দেখলো কি দেখলো না। কোমরের ইন করার শাটে ভাজ খুলতে খুলতে গিয়ে বসল হেলিকপ্টারের ভিতর। আয়ন-রাদিফ রিদকে হেলিকপ্টারের ভিতর বসতে দেখে নিজের হাঁটার গতি বাড়িয়ে দৌড়াতে চাইল, কিন্তু ততক্ষণে দুজন বডিগার্ড দুইদিক থেকে উড়ন্ত যন্ত্রটির দরজা আটকে দিতে দিতেই ক্যাপ্টেন হেলিকপ্টারটি উড়াল আকাশে। আয়ন বা রাদিফ কারও সুযোগ হয়নি রিদের সঙ্গে যাওয়ার। আসিফ

অপর হেলিকপ্টার উঠতে উঠতে চাঁচাল রাদিফ আর
আয়নের উদ্দেশ্যে, তাড়াহুড়োয় বলল...

‘ আয়ন ভাই, আপনি আর রাদিফ ভাই দুজন দুটো
হেলিকপ্টার উঠে পড়ুন। আমরা পাহাড়ি নিষিদ্ধ
জায়গা গুলোতে যাব ভাইয়ের পিছন পিছন। আপনারা
দুজন দুটো আলাদা আলাদা হেলিকপ্টারে, আলাদা
দিশায় যান, ক্যাপ্টেনদের লোকেশন বলা আছে। সঙ্গে
একজন করে বডিগার্ড নিয়ে যান। আসিফ কথা মতো
আয়ন রাদিফ দুজনই দৌড়াল দুই পথে। রিদের
পিছন পিছন তাঁরাও একটি করে হেলিকপ্টার উড়িয়ে
গেল ভিন্ন ভিন্ন দিশায়। আসিফ চলে যেতে গিয়েও
একটু থামল। বাকি হেলিকপ্টারের ক্যাপ্টেন গুলোকে
আবারও একবার করে লোকেশন বুঝিয়ে দিয়ে সে
পুনরায় তার বরাদ্দকৃত হেলিকপ্টারে চড়তে চড়তে
দেখল অস্থির উত্তেজিত আরিফ দৌড়ে এইদিকটাই
আসছে। হয়তো আসিফকে কিছু বলতে চাই। আসিফ
কি মনে করে পুনরায় নেমে গেল। কিছুদূর এগিয়ে
এসে আরিফকে আশ্বস্ত করে বলল ওদের সাথে
যেতে। মাযাদের খোঁজে পাহাড়ের বুকে হেলিকপ্টার
নিয়ে চড়তে। আসিফের কথায় উত্তেজিত আরিফ

তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। মূহূর্তের মাঝে দশটি হেলিকপ্টারের পাখা উড়িয়ে চলল পাহাড়ের বুকে। অল্প দূরত্বে পাহাড়ের বুক ঘেঁষে হেলিকপ্টার থেকে খোঁজ চলল মায়াদের। এতো এতো মানুষ শুধু অবাক চোখে তাকিয়ে রইল রিদের খানের ক্ষমতার দিকে। তাদের দেখা কখনো এমন হয়নি কারও জন্য কেউ এতো অস্থির, পাগল পাগল হয়ে এতো মানুষ জড়ো করে ফেলতে মূহূর্তের মাঝে। হাজার হাজার মানুষকে বিরতিহীন ভাবে লাগাতার এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ের বুক দৌড় করাচ্ছে শুধু দুটো মেয়ের জন্য। সেই সাথে এতো গুলো মানুষের খাওয়া, দাওয়া পানির, ডাক্তারের ব্যবস্থা পযন্ত করে রিদ খানের পক্ষে থেকে। তারপরও মেয়ে দুটো রিদ খানের চাই মানে চাই-ই। এখনো তো উপস্থিত মানুষের মধ্যে একটা তীব্র কৌতূহল জেগে উঠেছে কে সেই নারী যার খোঁজে রিদ খান আকাশ পাতাল এক করে দিচ্ছে অনুসন্ধান। রিদ খানের শখের নারীকে সবাই এক পলক হলেও দেখতে চাই। কিন্তু আপসোস! সেটা আদৌও সম্ভব হবে কিনা কে জানে? সবার ধারণা মেয়ে দুটো হয়তো জীবিত নেই। কারণ জীবিত

মানুষের সন্ধান এতক্ষণে পেয়ে যেত তাঁরা। কিন্তু মৃত
মানুষের সন্ধান পাওয়া এই পাহাড়ের বুকে অনেকটায়
দায়। কারণ মৃত মানুষ বন্যপশুর শিকার হয়। যদি
মেয়েদুটো মৃত হয় তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাহাড়ি
বন্যপশুর আহার হয়ে গেছে। সেখানে একরাত কেন?
একযুগ খোঁজলেও মেয়ে দুটোর সন্ধান পাওয়া যাবে
না। দেখতে দেখতে আর্মি, রেব ফোর্স আর দ্বিগুণ
বাড়াল হলো। সারি সারি গাড়ির ভিড় পরলো রাস্তায়।
দুপাশে পাহাড়ি রাস্তায়, দুই কিলোমিটার পযন্ত শুধু
গাড়ির ভিড়ই পরলো। আগত রেব বাহিনীর সাথে
স্পেশালিষ্ট ট্রেকিং কুকুরের নামাল হলো পাহাড়ের
বুকে। আর সেটা কাজেও দিল। কুকুর গুলোর ঘ্রাণ
শক্তি তীব্র হয়। কোনো জিনিসের ঘ্রাণে চিহ্নিত
করতে পারে মানুষের অবস্থান। রেব বাহিনী হাতে
হাতে সেই কুকুর গুলো নিয়ে জায়গায় জায়গায়
চড়িয়ে পরতেই মায়াদের চিহ্নর খোঁজ বের হতে শুরু
করলো। প্রথমে রাস্তা রক্তের দাগ পেল। রাতে আধারে
জঙ্গি ছেলেগুলোর হাতে মায়া পা কেটে উল্টে পড়ার
সেই রক্তের দাগ গুলো কুকুর দিয়ে সনাক্তকরণ
করতেই সেখানে রেব বাহিনী দাগ টেনে সিস

করলো। পাহাড়ে উঠতে উঠতে আরও কয়েক
জায়গায় অল্প অল্প রক্তের দাগ পেল বিভিন্ন জায়গায়।
তদন্ত অনুযায়ী রেব ফোর্স ধারণা করছে মেয়ে গুলো
রাতের আধারে হয়তো এই পথেই দৌড়ে পালিয়ে
ছিল। এই সনাক্ত করা জায়গাগুলো রিদের কাছে
পৌঁছাতে বার্তা পাঠানো হলো রিদের ক্যাপ্টেনের
কাছে। সাতটা থেকে নয়টা পর্যন্ত প্রায় দু'ঘন্টা যাবত
শুধু পাহাড়ের নিষিদ্ধ জায়গা গুলোতে হেলিকপ্টারে
চড়ে বেড়িয়েও মায়াদের অনুসন্ধানের খোঁজ পেল না
রিদ বা অন্য কেউ। তারপরও ক্লান্তিতে কেউ থেমে
নেই। বিরতিহীন ভাবে একজায়গায় বারবার রাউন্ড
দিয়ে খোঁজে বেড়াচ্ছে মায়াদের। অশান্ত রিদ দাঁত
কিরমির করে বসে। তখনই ক্যাপ্টেন খবর দিল
মায়াদের কিছু চিহ্নের সনাক্তকরণের বিষয়টি। অল্প
আশার আলো দেখতে পেতেই রিদ তৎক্ষণাৎ উড়ন্ত
যন্ত্রটি নামাতে বলল নিচে। দক্ষ ক্যাপ্টেন তাই
করলো। পাহাড়ের শেষ চূড়ায় পাখার রাউন্ড রাউন্ড
ঘুরিয়ে নামল নিচে। উড়ন্ত যন্ত্রটি নামতে দেরি কিন্তু
রিদের লাফিয়ে বের হতে দেরি হলো না। রিদকে
বের হতে দেখেই কালো পোষাক দ্বারি কিছু রেব

ফোর্স এগিয়ে আসল। তাদের মধ্যে একজন কমান্ডারও ছিল। তিনি হাতে একটা ট্যাবে রিদকে তখনকার সনাত্তকরণের জায়গায় গুলো ছবিতে দেখাতে দেখাতে হাঁটল সামনে। রিদ ট্যাব হাতে চলল নিচে। যেদিকে ট্রেকিং কুকুর গুলো দিশা দিচ্ছিল। পাহাড়ের উঁচু হতে নিচে নামার মাঝ পথে আবারও হেঁচৈ করলো কুকুর গুলো। গ্যাউ গ্যাউ শব্দে পা দিয়ে আশেপাশের বালুমাটি সরাতে লাগল কোনো কিছুই আভাস পেয়ে। রিদ থামে। সে থামে নয় তাঁকে থামতে হয় কুকুর গুলোর হেঁচৈ দেখে। সেই সাথে থামলো পুরো বের ফোর্স। কুকুর গুলোর দেখানো জায়গায় অনুসন্ধান করে আশেপাশে খোঁজতে লাগল কি আছে সেখানে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে কুকুর গুলো নিজেই পাহাড়ি লাল বালুর মাটি খুঁড়ে বের করলো ছোট একটি যান্ত্রিক ফোন। একজন বের সদস্য গ্লাভস হাতে সেই ফোন তুলে কমান্ডারের হাতে দিতেই তিনি সেটা রিদের হাতে দিল। অস্থির, অশান্ত রিদ কম্পিত হাতে সেই ফোনটি হাতে তুলল। নিশ্চুপ ভঙ্গিতে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই ফোনের

দিকে। তখনই পাশ থেকে কমান্ডার রিদের উদ্দেশ্য বলল...

‘এটা হচ্ছে আপনার পাঠানোকৃত নাম্বারের ফোনটি। যেটা আমরা রাতে লোকেশন ট্রেক করেছিলাম সেটি। ধারণা করা যায় এটি মেয়ে দুটো মধ্যে একজনের ফোন হবে। ওদের হয়তো সন্ত্রাসী গুলো এই রাস্তা দিয়েই ধরে কোথাও নিয়ে গেছে মিস্টার খান। অশান্ত রিদের মন, মস্তিষ্ক দুটোই দপদপ করছে আগুনের লাভার নেয়। এই মূহুর্তে সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে ফেলতে পারলেও তার মন শান্ত হবে না। রিদ এই মূহুর্তে ভয়ংকর ভাবে ঘায়েল হচ্ছে একের পর এক বউয়ের নিখোঁজ হওয়ার চিহ্ন পেয়ে। রিদ অনুভব করতে পারছে তার বউয়ের তীব্র আকুতি, আর ছটফটের লড়াই। নিশ্চয়ই তার বউ শেষ পযন্ত অনেক লড়াই করেছিল বেঁচে ফেরার। সেজন্য তো জায়গায় জায়গায় নিজের লড়াইয়ের চিহ্ন রেখে গেল। রিদ শক্ত হাতে মুঠোয় পিষল ফোনটিকে। চোয়াল শক্ত করে আশেপাশে তাকাল অশান্ত দৃষ্টিতে। বালুর মাটির উপর কয়েকজন মানুষ ধস্তাধস্তি করলে যেমন গর্তে উঁচু নিচু হয়ে থাকে বর্তমান তেমন অবস্থায় হয়ে

আছে গুহার সামনে। হিংস্রত্ব রিদের চোখের পাটা ক্রমশ আবারও লাল হতে লাগল। অথচ তার বাচন ভঙ্গি ততই শান্ত দেখাল। রিদের শান্ত ভঙ্গি দেখে বুঝার উপায় নেই সে এই মূহুর্তে কতোটা হিংস্রত্বের ঘায়েল শিকারী হয়ে আছে শিকারের অপেক্ষায়। আশেপাশে সিল মেরে জায়গাটা সিস করে দিল কমান্ডার। তিনি প্রথম অবস্থায় রিদের মনোভাব ধরতে না পেরে পুনরায় বলল...‘ মিস্টার খান এটা হচ্ছে একটা গুহা। ফোনটা যেহেতু এখানে পেয়েছি তাই আশা করা যায় মেয়ে দুটো হয়তো রাতে এই গুহার ভিতরেই ছিল। আমরা লোক পাঠাচ্ছি এর ভিতরে।

রিদ গুহার সামনে হাঁটু মুড়ে বসল ভিতরে দিকে তাকিয়ে। কি জানি সে কি দেখল গুহার ভিতরে? তার পরপরই শুনা গেল রিদের শান্ত কণ্ঠ....

‘ এটা গুহা নয়। সুরঙ্গ পথ! এই সুরঙ্গের দ্বিতীয় রাস্তাটা খুঁজুন কমান্ডার। আশেপাশে কোথাও থাকতে পারে।

রিদের কথায় কমান্ডার একই ভাবে রিদের সাথে বসে। গুহার ভিতরে উঁকি মারতে মারতে বলল...

‘ এটা কোনো সুরঙ্গ নয় মিস্টার খান। দেখতে সুরঙ্গ মতো মনে হলেও আসলে এটা একটা গুহা। আমি আমার পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এসব পাহাড়ি গুহায় সস্ত্রাসীরা আশ্রয় নেওয়ার জন্য খনন করে। এসব গুহার দ্বিতীয় কোনো পথ থাকে না। তীব্র মেজাজে হাতের মুঠোয় মায়ার ফোনটি পিষে তৎক্ষণাৎ জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রিদ। এই মূহুর্তে কমান্ডার রিদের পাশে বসে থাকা মানেই পরিস্থিতি বিগড়ে যাওয়া। এমনই রিদের মেজাজ হিংস্রত্বে হায়নারের হয়ে আছে। কখন থাবা বসাবে ঠিক নেই। মন মস্তিষ্ক জ্বলছে তপ্ত আগুনে। সেজন্য রিদ নতুন করে আর আগুন জ্বালাতে চাই না। কমান্ডার রেখেই রিদ এগিয়ে গেল সামনে। উপস্থিত বাকি রেব বাহিনীরও ট্রেকিং কুকুর নিয়ে দৌড়াল রিদের আগে আগে। পাহাড়ের উঁচু স্থান হতে অনেকটায় নিচে নামল সুরঙ্গ পথের খোঁজে। একটা সময় রিদের কথা মতো পেয়েও গেল। সুরঙ্গ মুখের খোঁজ পেতে কুকুর গুলো আবারও হেঁচিয়ে গ্যাউ গ্যাউ শব্দ করে চেষ্টাভেই, থামল সবাই। পুনরায় সনাক্ত হলো মায়াদের ফেলে যাওয়া কিছু জিনিস। গুহার ভিতরে

রেব ফোর্সের প্রবেশ ঘটতেই সেখানে থেকে উদ্ধার হলো রাফার ফেলে যাওয়া ছোট ব্যাগটি আর মায়ার রক্তাক্ত সাদা হিজাবটি। দুটো জিনিস সংগ্রহ করে রিদের হাতে তুলে দিতে রিদ প্রথমে ব্যাগটা হাতে নিল। অস্থির, অশান্ত মনে সেটি নাকে বাজাতে অপরিচিত ঘ্রাণ আসল ব্যাগ থেকে। রিদ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলো ব্যাগটা তার বউয়ের নয়। পুনরায় ব্যাগটি ফেরত দিতে দিতে মায়ার হিজাবটি তুলে নিল হাতে। আগের নেয় হিজাবটি আর নাকে বাজাতে হয়নি রিদের, তার আগেই পরিচিত সুবাস বাজল নাকে। রিদ থমকে যাওয়ার মতোন হিজাবটি দিকে তাকিয়ে রইল গুটি কয়েক সেকেন্ড। পরিচিত সুভাসটা বলছে এই হিজাবটি তার বউয়ের। হিজাবের রক্তের ছিটা দাগ আর পাহাড়ী লাল মাটি ময়লা বর্ণনা করছে তার বউ রাতে এখানেই ছিল। না জানি কতোটা আতঙ্কে আর কতোটা অসহায়ত্বে আহত অবস্থায় এখানে আশ্রয় নিয়ে ছিল সে। আচ্ছা ফোনে যে রিদকে গুহার কথা বলেছিল সেটি কি এই গুহার কথায় বলেছিল তার বউ? নাহ! রিদ আর ভাবতে পারলো না। ছটফট, অস্থির মনে বলিষ্ঠ হাতে

হিজাবটি পিষে হাঁটু ভেঙ্গে বসল সুরঙ্গ মুখে সম্মুখে।
অন্ধকার সুরঙ্গে ভিতরে দিনের আলোয় এতোটা
অন্ধকার দেখালে তাহলে রাতে হয়তো আরও
ভয়ংকর অন্ধকার দেখায়। তার বউ নিশ্চয়ই ভয়
পেয়ে আহাজারি করেছিল অল্প আলোর জন্য? রিদের
পাশাপাশি তখনকার কমান্ডারটিও বসল হাতে
ফোনের আলো জ্বালিয়ে। সুরঙ্গের ভিতরে আলো
ফেলতে দেখল ছোটখাটো গুহার মতোন বেশ বড়ো
সুরঙ্গ পথ ভিতরের দিকে চলে গেছে। কমান্ডার সেটি
দেখে রিদের দিকে তাকাল আঁড়চোখে। তখন রিদকে
জোড় গলায় বলেছিল এসব পাহাড়ী গুহার দ্বিতীয়
রাস্তা থাকে না। অথচ উনার পনেরো বছরের
অভিজ্ঞতা ভুল করে রিদ খানের ধারণা ঠিক হলো।
দেখা মাত্র কিভাবে বলে দিতে পারলো এটা গুহার
নয় সুরঙ্গ পথ ছিল? তিনি তো জানেন এসব গর্তের
মতোন দেখতে গুহার পাহাড় কেটে বানানো হয় শুধু
পাহাড়ি জঙ্গিদের আশ্রয় নেওয়ার জন্য। যেমনটা
মানুষ ঘর বানায় তেমন পাহাড় কেটে জঙ্গিরা গুহা
বানায় তাদের নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু রিদ খানের
ধারণা উনার অভিজ্ঞতা থেকে এতোটা প্রহর কিভাবে

হয় এসব বিষয়ে? এতো সহজভাষায় কিভাবে সবকিছু আগে আগে বলে দেওয়া সম্ভব? কমান্ডারের চিন্তা ভাবনার মাঝেই রিদ সুরঙ্গে ভিতরের হাত ঢুকিয়ে একটা মচমচে শুকনো পাতা হাতে নিলো। রিদকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাতাটি দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনিও তাকাল সেদিকে। দেখল শুকানো পাতাটি রক্তের কালসিটে দাগে দুমড়ে মুচড়ে আছে। পাতাটি দেখে বুঝা যাচ্ছে কেউ একজন হয়তো এই পাতার সাহায্য নিজের রক্তাক্ত স্থান পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছিল। রিদ পাতাটি হাতে নিয়েই আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে থাকা আরও কিছু পাতা দিকে তাকাল। বেশ কিছু পাতাই একই ভাবে রক্তের দাগে দুমড়ে মুচড়ে পরে আছে। রিদ বুঝতে পারলো মায়া বা রাফার মধ্যে কেউ একজনের রক্ত পরিষ্কার করতে চেয়েছিল এই পাতার সাহায্যে। শ্বাস আটকে আসার মতোন কষ্টে রিদ বুক ফুলিয়ে শ্বাস টানল কয়েক বারবার। শেষবার সুরঙ্গের ভিতর তাকিয়ে পুনরায় সে উঠে দাঁড়াল। যে পথে এসেছিল সেই পথে হাঁটল পাহাড়ের চূড়ায়। রিদকে পাহাড়ের উঁচুতে উঠতে দেখে কমান্ডার উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে

তাড়াহুড়ো করে বলল...‘ মিস্টার খান কোথায় যাচ্ছেন আপনি? আমরা তো যাব নিচে? আপনি উপরে দিকে যাচ্ছে কেন?

শক্ত রিদ উত্তর করলো না কমান্ডারের কথায়। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরে গেছে তার গন্তব্য এখন কোথায়? বউ তার এই সুরঙ্গ পথ ধরেই পাহাড়ের উপরে উঠেছিল রাতে। কিন্তু এরপর কোথায় গিয়েছে সেটাই রিদকে জানতে হবে। রাফাকে নিয়ে মায়ার দৌড়ে যাওয়া একই পথে হাটল রিদ। হাটতে হাটতে সেই একই পথে উঠে দাঁড়াল পাহাড়ের শেষ পিঠে। রিদ আশেপাশে তাকাল। নিজের ক্রিমিনাল মাইন্ড আর বিচক্ষণতা কাজে লাগিয়ে মায়াদের রাতের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে চাইল নিজে নিজে। বাজপাখির দৃষ্টি আর প্রহর ব্রেইন চালিয়ে আশেপাশে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বর্ণনা করলো। পাহাড়ের শেষ পিঠে চূড়ায় দাঁড়িয়ে এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ। সামনে গহীন গভীর খাদ। আর পিছনে ছিল জঙ্গি ছেলেগুলো। এখান থেকে ঘুরে পুনরায় দৌড়ানোর সুযোগ পাবে না তার বউ, কারণ এতে অনেক সময় লাগবে ততক্ষণে ছেলেগুলোর হাতে ধরা

পরা সম্ভবনা বেশি। যদি তার বউ ধরা পরতো তাহলে এতক্ষণ তার মৃত দেহটা হলেও রিদ পেয়ে যেত। কারণ পাহাড়ের বুকে থাকা, চোর, ডাকাত, জঙ্গি, সন্ত্রাসী, একটা মানুষকেও রিদ ছাড় দেয়নি বন্দী করার থেকে। এরমানে তার বউকে রাতে কিডন্যাপ করা জঙ্গি ছেলেগুলোও রিদের হাতে বন্দী এই মূল্যে। হয়তো তার বউয়ের সন্ধান পেলে ছেলেগুলোকেও সনাক্ত করা যাবে। তাই রিদের বিচক্ষণতা বলছে তার বউ রাতে জঙ্গিদের হাতে পরেনি। হয়তো প্রাণ বাঁচাতে কিছু একটা করেছে? কিন্তু কি? পিছনে জঙ্গি ছেলেগুলো থাকলে মানুষ ইজ্জত বাঁচাতে অসহায় অবস্থায় কি করতে পারে? পাহাড় থেকে লাফ দিতে পারে? রিদের হিসাব বরাবর মিলে যেতেই রিদের বুক আতঙ্কে কাঁপল। কম্পিত বুক তাকাল নিচে। দিনের আলোয় উপর থেকে নিচে তাকালে মানুষের শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতোন ভয়ংকর গহীনতা দেখা যায়। রিদ মায়ার লাফিয়ে পড়া একই স্থানে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল। একহাতে মায়ার হিজাব চেপে তো অন্য হাতে মুঠোফোনটি ধরা। অনর দৃষ্টিতে পাহাড়ের উঁচু হতে

তলদেশে তাকিয়ে। রিদের আশেপাশে অসংখ্য মানুষের ভিড়। সবাই মায়াকে খোঁজে বেড়াচ্ছে। অথচ রিদের বুক কাঁপছে এটা মানতে তার বউ হয়তো রাতে এইদিকটায় এসেছিল। জেনে-বুঝে নয়তো অসাবধানতায় এই পাহাড়ের চূড়ায় হতে নিচে পরে গিয়েছে। রিদ শূন্য চোখে নিচে একদমে তাকিয়ে রইল। রিদের হেলিকপ্টার ছাড়া বাকি নয়টি হেলিকপ্টার দেখা গেল এই পাহাড়ের তলদেশেই উড়ে বেড়াচ্ছে মায়াদের খোঁজে। রিদ নিজেও এতক্ষণ এই নিষিদ্ধ জায়গা গুলোতে মায়ার খোঁজ করেছিল। কিন্তু কোথায় পায়নি। রিদ বুঝতে পারছে না যদি মেয়ে দু'টোর এইদিকটায় লাফিয়ে থাকে তাহলে এতক্ষণ পযন্ত তাদের একটার চিহ্ন পযন্ত কেউ পাচ্ছে না কেন? রাত থেকে এই পযন্ত সবাই খোঁজে খোঁজে ক্লান্ত। এখন সময় দশটার ঘরে। তাঁর বউ যাবে তো যাবে কোথায়? মাটি খুঁড়ে হলেও পাহাড়ের তলদেশ থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার কথা অথচ বিগত বারো ঘন্টা ধরে খোজাখুজি পরও কোনো হুদিস পাচ্ছে না কেউ। চারপাশে চাপা গুঞ্জন চলছে মায়া জীবিত নেই। অথচ রিদের মন মস্তিষ্ক মানতে নারাজ

তার বউ জীবিত নেই। রিদ বুঝতে পারছে সে অনেকটা দেরি করে ফেলেছে তার বউয়ের কাছে পৌঁছাতে। কিন্তু না জানি কতোটা দেরি করে ফেলেছে সেই ভয়ে আকাশের দিকে তাকাল রিদ। বেশ সময় নিয়ে শূন্য আকাশে তাকিয়ে রইল অনুভূতিহীন ভাবে। তার কঠিন ব্যক্তিত্ব নড়ে উঠছে বউয়ের দহনে। চোখের সামনে দুনিয়াটা ঘুরছে হারানো ব্যথায়। রিদ তপ্ত দহনে ব্যথা সয্য করতে না পেরে হঠাৎ বুকফাটা আত্ননাদে চিৎকার করে উঠলো গলা ফাটিয়ে। রিদের চিৎকারে আশপাশটা ভয়াবহ হয়ে উঠলো থমথমে। আকাশের দিকে তাকিয়ে রিদের চিৎকারের ধ্বনি বলতে শুনা গেল....‘ রিততততত! আই হেট ইউ! আই জাস্ট হেট ইউ। তোর মতোন অবাধ্য নারীর প্রয়োজন এই রিদ খানের পরে না। শুনেছিস তুই? তোকে ছাড়াও আমি ভালো থাকব। খুব ভালো থাকব।

রিদের হঠাৎ চিৎকারে আশেপাশে সবাই থমথমে খেয়ে আবাক চোখে তাকাল রিদের দিকে। একটা মানুষ কতোটা ভিতর থেকে ভেঙ্গে পরলে এভাবে চোঁচাতে পারে পাহাড়ের বুকে। রিদের প্রতিটা

আর্তচিৎকার ধ্বনি যেন পাহাড়ে বুকে প্রতিধ্বনি হয়ে
ফিরত আসছে বারেবার। উপস্থিত শতশত মানুষ
নিজেন্দের খোঁজা খুঁজি ছেড়ে শুধু রিদের দিকে
তাকিয়ে। রিদের না বলা কথা গুলো যেন সবাই
পড়তে পারছে। বউ হারিয়ে পাগলপারা রিদের
বুকফাটা আর্তনাদ সবাই দেখতে পারছে। কিন্তু
আফসোস তাদের কারও ক্ষমতা নেই রিদের বউকে
সুস্থসবল অবস্থায় ফিরত দিতে। কারণ তাদের সবার
ধারণা মেয়েটি হয়তো রাতে জঙ্গিদের হাতে পরে
পাহাড়ের বুকে কোথাও মাটি চাপা হয়ে গেছে যার
জন্য এখনো তারা মেয়েটির সন্ধান খোঁজে পাচ্ছে না।
ক্লান্ত রিদ আকাশের বুকে তাকিয়ে রইল তখনো।
কয়েক সেকেন্ড সময়ের ব্যবধানে ক্রমশ চোখের
পাতা বন্ধ করতে করতে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় রিদ
বিরবির করে আওড়াল।

‘আমি ভালো নেই জান। তোকে ছাড়া নিশ্বাস আঁটকে
আসার মতোন কষ্ট আমি পাচ্ছি। প্লিজ জান কাম
ব্যাক। আই কান্ড লিভ উইথ আউট ইউ। আই কান্ড।
প্লিজ কাম ব্যাক। প্লিজ!তীব্র খচখচ আর গা
চুলকানিতে গাঢ় ঘুমটা হাল্কা হতে শুরু করলো

মাযার। ঘুমের মধ্যে শরীর জ্বালাপোড়ার অনুভূতি
হতেই কপাল কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করলো তাতে।
গাঢ় ঘুমের রেশ কাটাতে না পেরে পাশে ফিরে শুতে
চাইলে বুঝল কোথায় যেন একটা ঢুকে পরছে ধীরে
ধীরে। শরীরে অদ্ভুত কিছু উপস্থিত পেল ঘুমের
মাঝেই। যেটা শরীরের জায়গা জায়গায় চুলকানির
রেশ বৃদ্ধি করছে। বিশেষ করে নাকে, মুখে, কাঁধে
চুলকানির রেশ অনেকটা ঠাহর করতেই গাঢ় ঘুমটা
ধীরেই হাল্কা হতে লাগল মাযার। বিরক্তি প্রকাশ করে
ঘুম ঘুম চোখ টেনে খুলতে গিয়ে পলক ঝাপটে মূহুর্তে
চোখ খিঁচে বন্ধ করে নিল চোখে কিছু লাগাতে। অলস
ভঙ্গিতে আবারও মায়া একই ভাবে চোখ খুলতে গিয়ে
নিজের অবস্থান পেল অন্ধকার কিছুর ভিতর। কোথায়
আছে সেটার ধারণা তৎক্ষণাৎ করতে পারলো না
ওহ। মাযার ঘুমন্ত মস্তিষ্ক জাগ্রত হতে বেশ কয়েক
সেকেন্ড সময় ব্যয় হলো নিজের অবস্থান নিয়ে।
তখনো থম মেরে শুয়ে রইল নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কে।
অন্ধকার জগতে শুয়ে থেকে অসল ভঙ্গিতে তাকিয়ে
রইল অল্প আলোয় উঁকি দেওয়া সেই সূর্যের রশ্মির
দিকে। বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর মায়া যখন

অলস ভঙ্গিতে উঠে বসতে চাইল নিজের শরীরে তীব্র
চুঙ্কানি অনুভব হতে, কিন্তু উঠে বসতে গিয়ে যখন
নিচের দিকে ডেবে যাচ্ছিল শরীর তখনই মায়ার
মস্তিষ্ক ভয়ে তড়াক করে জেগে উঠল আশপাশটা
নিয়ে। ভয়ার্ত মায়া নড়াচড়া বন্ধ করে সতর্ক হলো।
ঘুমের রেশ কাটিয়ে খোলা চোখে আশপাশটা
তাকাতেই বুঝল মায়ার কোনো মচমচে পাতার স্তূপে
ডুকে আছে। সাতসকালে মায়া গায়ে পাতার বিষয়টা
বুঝল না। রাতের কথা ও তেমন মনে করছে পারছে
না। শুধু ভয়ার্ত ভঙ্গিতে নিজের শরীর থেকে পাতার
স্তূপ সরাতে সরাতে কানে ভাজল মানুষের তীব্র
কোলাহল আর মাথার উপর কিসের যেন গমগমে
শব্দ। মায়া তৎক্ষণাৎ ধরতে পারলো না এতো শব্দের
গুলো কিসের। ভয়ার্ত মায়া শুধু আতঙ্কিত হলো
নিজেকে নিয়ে, মায়ার মনে হলো সে রাতে নিজের
বিছানায় শুয়ে ছিল কিন্তু সকালে উঠে নিজেকে কোন
এক পাতা ঘিরা বিছানায় পাওয়াটা চারটে খানিক
কথা নয়। মায়ার ধারণা ওকে কোনো এক দুষ্ট,
বজ্রাত জ্বীনের দল উঠিয়ে নিয়ে এসেছে নিজের
আস্তানায়। সেজন্য মায়া এই জঙ্গলে পরে। আচ্ছা

মায়া সাথে যে জুই রাতে ঘুমিয়ে ছিল ওকে ও কি ধরে এনেছে দুট্টু জ্বিনের দল? নাকি মায়াকে একাই আনলো? আতঙ্কিত মায়া নিজের গায়ের পাতা স্তূপ যত সরাতে চাইল ততই নিচে গহীনে প্রবেশ করতে লাগল। মায়ার শত চেষ্টাতে আরও ডেবেই যাচ্ছিল নিচে দিকে, যারফলে মায়ার পুরো শরীর হারিয়ে গেল শুকনো পাতার নিচে, শুধু অল্প মাথা বের করে থাকল খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে। মায়া ছটফটের মধ্যে দেখল মাথা উপর আকাশে বেশ কিছু হেলিকপ্টারের উপস্থিতি। আতঙ্কিত মায়া আরও আতঙ্কিত হলো নিজেদের অবস্থান অপরিচিত কোনো এক জঙ্গলে দেখে। মায়া আশপাশটা আতঙ্কিত চোখে ঘুরে তাকাতে তাকাতে রাতের ঘটনা গুলো মনে করতেই অস্থির, উত্তেজিত মনে আশেপাশে রাফাকে খোঁজল। রাতে দুজন একই সাথে পাহাড় থেকে লাফ দিয়েছিল। মায়া যদি বেঁচে থাকে তাহলে রাফাও মায়ার আশপাশে কোথাও থাকার কথা। ডুবন্ত পানিতে ডুবে মানুষ যেমন অল্প মুখ বের করে মাথা ভাসিয়ে রাখে, ঠিক তেমনই মায়া নিজের অল্প মাথা ভাসিয়ে আশেপাশে হাতড়িয়ে রাফাকে খোঁজল অস্থির গলায়

ডেকে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে মচমচে পাতার ভিতর রাফার অবস্থান পেয়েও গেল মায়া। রাফার হাতে হাতে আঁকড়ে পাতার উপর সাঁতার কাটার মতোন টানতে লাগল উপরে তুলতে চেয়ে। কিন্তু মায়া রাফার হাত যত টানছে ততই যেন পাতার ভিতর ডুবে যাচ্ছে ঠায় না পেয়ে। মায়া বুঝল এইভাবে ওরা এই খাদ থেকে উঠতে পারবে না বরং আরও গহীনে ডুবে গেলে উঠা মুশকিল হবে দুজনের। মায়া রাফার হাত আঁকড়ে স্থির হতে হতে রাফাকে ডাকল উঁচু গলায়। অল্প সময়ের ব্যবধানে রাফার হুশও ফিরল মায়ার মতোন করে। এতো উপর থেকে পরে দুই বান্ধবী বেঁচে আছে সেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে রাফা পাতার উপর দিয়েই মায়াকে ঝাপটে জড়িয়ে ধরলে মায়া তৎক্ষণাৎ চেচিয়ে উঠলো আতঙ্কে....‘ এই, এই খবিশ মাইয়া ছাড় আমারে। পাহাড় থেইক্কা পইড়া না মরলেও এহন নিশ্চিত মরবো তোর কারণে। ভালোবাসা পরে দেখাস আগে নিজের জান বাঁচাই লই। ছাড়।

মায়ার আতঙ্কিত কথায় রাফা তৎক্ষণাৎ মায়াকে ছেড়ে দিতেই বুঝল সত্যি সত্যি ওরা যতো নড়াচড়া করছে

ততই যেন পাতার ভিতর ডুবে যাচ্ছে। মায়া রাফা দুজনই আশেপাশে তাকাল উপরে উঠতে চেয়ে। কিন্তু উপরে উঠার মতোন কোথাও কোনো রাস্তা খুঁজে না পেয়ে বুঝল ওরা হয়তো বিশাল কোনো খাদে পরেছিল রাতে। সেই খাদ কতটা গভীর জানা নেই। তবে পানিবিহীন শুকনো খাদে পাহাড়ি গাছের পাতা পরে জমে জমে সমতল ভূমির মতোন হয়ে আছে। হুট করে দেখে বুঝার উপায় নেয় এটা কোনো ভয়ংকর খাদ হবে। অথচ ভাগ্য করে এই খাদই আজ মায়াদের জীবন বাঁচাল। আবার এই খাদ থেকে দ্রুত উঠার রাস্তা খোঁজে না পেলে তাহলে এই খাদই আজ মায়াদের মরণের কারণ হবে। দুই বান্ধবী জীবন বাঁচাতে চেয়ে নড়াচড়া করলো। ভাসমান পাতার উপর স্থির থাকার চেষ্টা করতেই রাফা আতঙ্কিত মুখে মায়াকে বলে উঠল...‘ মায়া আমরা এখান থেকে বের হবো কিভাবে? চারপাশে এতো পাতা দেখে মনে হচ্ছে আমরা বড়সড় কোনো পাতার খাদে পরেছি। এখন উঠবো কিভাবে?

রাফার মতোন মায়া নিজেও আতঙ্কিত নিজেদের অবস্থান নিয়ে। এই খাদ থেকে বেঁচে উঠবে কিভাবে

জানা নেই। কিন্তু এরমধ্যে রাফার কথায় মায়া বিরক্ত হয়ে বলল...

‘কিভাবে উঠবো আবার? এই যে দেখ তোর মাথার উপর আমার জামাইর হেলিকপ্টার ঘুরে! দেখেছিস? এই হেলিকপ্টারে চড়ে আমি একা উপর উঠবো আর তোকে পাতার ভিতর কবর দিয়ে যাব। রাতে চিল্লাচিল্লি করছিলি না? মায়া আমি মরতে চাই না। বাঁচতে চাই। তো এখন বেঁচে থাক এই পাতার সাথে। আমাকে বলছিস কেন?’

মায়া হেলিকপ্টারের কথাটা এমনই বলেছিল রাফাকে রেগে। মায়ার ঘুনাক্ষরেও ধারণা ছিল না সত্যি সত্যি রিদ হেলিকপ্টার নিয়ে ওর সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে পাহাড়ের বুকে। বা মায়ার মাথার উপর ঘুরতে থাকা হেলিকপ্টার গুলো সত্যিই ওর জামাইর হবে। মায়ার হেলিয়ে কথা গুলোই সত্যি হয়ে দাঁড়াল। মায়াদের মাথার উপর ঘুরতে থাকা এক ক্যাপ্টেনের চোখে পড়লো খাদের অতলে থাকা মায়ার আর রাফার অল্প মুখটা। নড়াচড়া আর সন্দেহ বশে তৎক্ষণাৎ হেলিকপ্টার ঘুরে গেল মায়াদের আশেপাশে। রাফা তখন মায়ার কথায় বোকা হয়ে মায়ার দিকে এগিয়ে

এসে শরীর ঘেষতে চেয়ে বলল....‘ মায়া শুননা।
আমার কাছে একটা বুদ্ধি আছে এই খাদ থেকে বের
হওয়ার।

রাগান্বিত মায়া আরও রেগে গেল রাফার শরীর ঘেঁষা
দেখে। এমনই শরীর নিয়ে ঠায় পাচ্ছে না পাতার
উপর কোথাও। তারউপর আবার শরীর প্রচুর
জ্বালাপোড়া আর চুলকাচ্ছে তীব্র ভাবে, এমনত
অবস্থায় রাফার শরীর ঘেঁষা মানে শরীরে জ্বালাপোড়া
আরও বাড়িয়ে দেওয়া। মায়া পুনরায় রাফার উপর
ক্ষিপে গিয়ে বলল...

‘ এই সর মাইয়া! একদম ঘেঁষাঘেঁষি করবি না।
এমনই পাহাড়ী পাতার জ্বালায় শরীর চুলকাচ্ছে, এখন
আবার তোর ঘেঁষাঘেঁষিতে শরীরে আগুন লাগছে
রাফা। তুই সর! দূরে যাহ।

মায়ার কথায় রাফা নিজের শরীরে তৎক্ষণাৎ
জ্বালাপোড়া আর তীব্র চুল্কানি অনুভব করতেই মায়ার
কথায় তাল মিলিয়ে বলে উঠলো...

‘ আরে তাই তো। আমার শরীরও চুলকাচ্ছে কেন
মায়া?এমন একটা পরিস্থিতিতে রাফার এমন কথাটা
বড্ড বেমানান লাগল মায়ার কাছে। ওরা পাহাড়ি

পাতার খাদে ডুবে আছে রাত থেকে। এসব পাতার ভিতরে অবশ্যই বিষাক্ত পোকামাকড় থেকে শুরু করে বিষাক্ত সাপের বসবাসও রয়েছে। আল্লাহ সহায় বলে এখনো পযন্ত এসব পাতার ভিতর থেকে কোনো বিষধর সাপ উঠে আসেনি আর ওদের কামড়ায়নি। কিন্তু তাই বলে আর কতক্ষণ বাঁচবে ওরা এইভাবে? আল্লাহ না করুক পাহাড়ি কোনো বিষধর সাপের তাড়নায় পরলো দুজনের জান যাবে দুই সুবলে। আর এখন দুজনের গা চুঙ্কাচ্ছে হয়তো এসব পাতার ভিতরে থাকা বিষাক্ত পোকামাকড় উঠেছে ওদের গায়ে সেজন্য শরীর জ্বালাপোড়া আর তীব্র চুঙ্কানী হচ্ছে। মায়া রাফার কথার ত্যাড়া উত্তর দিতে দিতে বলল...

‘ তোর শরীরে আমি রাতে চুলকানির পাউডার ঢেলেছিলাম মনে নেই? সেজন্য তোর শরীর এখন জ্বালাপোড়া করছে বুঝিছিস। তুই আম..মায়ার কথা শেষ করার আগেই দেখল চোখে সামনে অল্প দূরত্বে একটা হেলিকপ্টারকে তীব্র গমগমে শব্দ তুলে নামতে। সেখানে থেকে ক্যাপ্টেন আর দুজন বডিগার্ড দৌড়ে আসলো মায়াদের উদ্দেশ্যে। সত্যি সত্যি

মাযাদের খোঁজ পেয়ে তৎক্ষণাৎ খবর পাঠাল একজন
বডিগার্ড রিদের কাছে। রিদ তখন আকাশের বুকেই
উড়ে বেড়াচ্ছিল মাযাদের খোঁজে। খবর পেতেই
রিদের হেলিকপ্টারটিও ঘুরে গেল মাযাদের উদ্দেশ্যে।
ততক্ষণে এগিয়ে আসা ক্যাপ্টেন আর দুজন বডিগার্ড
সাহায্য করলো মাযাদেরকে উপরে তুলতে। দড়ি
ফেলে দুজনকে টেনে তুলতেই মায়া রাফা মাটির
উপর শুয়ে পরলো শরীরে তীব্র ব্যথা আঁচড়ে পরে।
কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে দুজনই উঠে বসল আহত
দূর্বল শরীরে। নিজেদের শরীরের দিকে তাকাতে
দুজনই ভূত দেখার মতোন আতঙ্কে উঠে একে
অপরের দিকে তাকিয়ে আবারও নিজেদের শরীরের
দিকে তাকাল ঘুরে। পুরো শরীরে জায়গা জায়গা
কাটাছেঁড়ার দাগ। রাতে পাহাড়ের উঁচুনিচু পথে
দৌড়াতে গিয়ে শরীরের জায়গা জায়গা কেটেছে
পাহাড়ি ছোট-বড়ো গাছে লেগে। অসংখ্য বারতো
দুজন পাহাড়ের পথে দৌড়াতে গিয়েও পরেছিল
রাতে। মায়া নিজের শরীর দেখে আহাজারি করে
উঠলো। গায়ের সাদা কলেজ ড্রেসটাও শেষ। পাহাড়ি
লাল মাটিতে লাল লাল হয়ে আছে, সেই সাথে বেশ

কয়েক জায়গা গাছের ঢালে টান গেলে ছিঁড়েও গেছে।
মায়ার হিজাব কই পরেছে কে জানে? গায়ের ক্রসিং
বেল্টটাও পায়ের ক্ষতে বাঁধা। মায়ার নতুন কলেজ
ড্রেস ছিল এটা। মাত্রই কয়েকদিন আগে বানিয়েছিল।
আজ রাফার জন্য ড্রেসটা শেষ। মায়া দুর্বল শরীরে
উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নিজের গায়ের ড্রেসটার দিকে
তাকিয়ে রাফার উদ্দেশ্য মেজাজ দেখিয়ে বলল...‘ তুই
আমারে সাবান কিনা দিবি রাফা। দেখ তোর জন্য
আমার নতুন ড্রেসটার ইজ্জত শেষ। তুই শুধু সাবান
না তুই আমার ড্রেস ধুইয়া দিবি, তারপর ছেঁড়া
জায়গা গুলো সেলাই পযন্ত কইরা দিবি নয়তো তোর
খবর আছে। দেখিস!

রাফা মায়ার গায়ের ড্রেসটার দিকে তাকাল। সত্যি
সত্যি ড্রেসটা ছিঁড়ে গেছে। রাফা মায়াকে শুধিয়ে কিছু
বলতে চাইবে তার আগেই ক্যাপ্টেন হাতের দুটো
পানির বোতল মায়া রাফার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে
বলল...

‘ আপনারা ঠিক আছেন মিস? নিন একটু পানি পান
করুন দুজন।

মায়া রাফা দুজনই নিজেদের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সামনে তাকাতে দেখল ক্যাপ্টেন পানি বোতল হাতে মায়াদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ার হাতে ড্রেসটা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বডিগার্ড গুলো মায়ার কেমন চেনা চেনা লাগল। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে অপরিচিতই লাগল। মায়া আমতাআমতা করে পানিটা হাতে নিলো। কে বা কারা হবে মানুষ গুলো কে জানে? মায়াতো তাদের চিনে না। এখন এই মানুষ গুলো যদি সাহায্যের নাম করে পুনরায় মায়াদের ক্ষতি করতে চাই তাহলে আর লড়াই করার মতোন এনার্জি মায়াদের শরীরের অবশিষ্ট নেই। মায়া সতর্কতা অবলম্বন করে পানির বোতলটা হাতে নিয়ে ভয়ার্ত মুখে আমতাআমতা করে জানতে চেয়ে বলল...‘ আপনারা কারা?

ক্যাপ্টেন অতি ভদ্রতা বজায় রেখে আন্তরিকতার সঙ্গে মায়ার কথায় উত্তর দিতে দিতে বলতে চাইল...

‘ আমরা রিদ খানে লোক ম্যাডাম। আপনাদের খোঁজে পুরো পাহাড়ের অভিযান চলছে। রিদ খান আপনা...

ক্যাপ্টেনের বাকি কথা শেষ হওয়ার আগেই মায়াদের মাথা উপর দেখা গেল পরপর দু’টো হেলিকপ্টারের

উপস্থিতি। মায়া রিদের নামটা শুনতেই মূহুর্তে মনে
পরলো রাতে কল করেছিল রিদকে মায়া। নিশ্চয়ই
মায়াকে খুঁজতে ওর স্বামী আসবে এটাই স্বাভাবিক।
ইশ মায়া নিজের আতঙ্কে কিভাবে ভুলে গেল নিজের
স্বামী কথা। রাতে যে আবেগ ঢেলে স্বামীকে ফোন
করেছিল এখন ততোটা মারাত্মক ভাবে ওকে খোঁজছে
হয়তো। ইশ মায়াতো রাতে মরলোই না উল্টো
নিজের জন্য বিপদ বাড়াল স্বামীকে কলটা করে। ওর
স্বামী যে মানুষ, মায়াকে সামনে পেলে আস্ত রাখবে না
এইবার। এই লোক তো জীবনেও কোনো কিছু ভুলে
না। কড়ায় কড়ায় হিসাব করবে মায়া থেকে
সবকিছুর। মায়ার না বলে ট্যুরে আসাটা তো মারাত্মক
পাপ ছিল। ইশ মায়া শেষ। জীবনটা তচনচ হয়ে যাবে
যদি একবার পাষণ্ড জামাইর হাতে ধরা পরে তো।
জঙ্গি ছেলের হাতে থেকে বাঁচল, পাহাড়ের এতো
উঁচু থেকে লাফ দিয়েও মায়া মরল না। কিন্তু জামাইর
হাতে ধরা পরার ভয়ে আর আতঙ্কে মায়া এইবার
মারা যাবে নিশ্চিত। আল্লাহ জানে ফ্রীতে কয়টা থাপ্পড়
পরে গালে? মায়া যতগুলো অপরাধ করেছে এতে শুধু
থাপ্পড়ে নয় আরও ভয়ংকর কিছু ওর কপালে আছে।

কতোদিন মায়া রিদকে ইগনোর করলো, যোগাযোগ বন্ধ রাখল। মিথ্যা বলে এস্‌জেস্ট হলো অন্য কারও সাথে। তারপর আবার না করা শর্তেও অবাধ্য হয়ে ট্যুরে এসে নিজের বিপদ বাড়াল। আল্লাহ এতো অপরাধ মায়া কখন করলো? আতঙ্কে মায়ার মাথা ঘুরে চক্কর কাটার মতোন চোখে ঝলমল করলো নিজের অপরাধের হিসাবটা গুলো। আচ্ছা মায়া নিজের স্বামীর হাত থেকে বাঁচতে বেহুশ হওয়ার নাটক করলে কেমন হবে? দরকার হলে আগামী সাতদিন মায়া বেহুশ হয়ে পরে থাকবে হসপিটালের তারপরও চোখ খুলবে না।যেদিন বুঝবে পরিবেশ ঠান্ডা হয়েছে সেদিন না-হয় মায়া চোখ খুলে দুনিয়াটা দেখবে ততদিন না-হয় ওহ বেহুশই থাকল। আতঙ্কিত মায়া কি করবে তখনো বুঝতে না পেরে তৎক্ষণাৎ মাথার উপর তাকাল। অল্প দূরত্বে উড়তে থাকা হেলিকপ্টার গুলোকে মাটিতে নামতে দেখে মায়া কলিজা লাফিয়ে উঠলো ভয়ে। রিদ পারে না হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে পরতে মায়াকে সুস্থ সবল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। অস্থির, উত্তেজিত রিদ হেলিকপ্টার নামার আগেই সেখানে থেকে

লাফিয়ে পরলো। রিদকে হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখে আতঙ্কিত মায়া তৎক্ষণাৎ রাফার হাত চেপে ধরল পালানোর উদ্দেশ্যে। রিদকে মাযাদের উদ্দেশ্যে দৌড়াতে দেখে মায়া আতঙ্কিত মুখে চৈঁচিয়ে উঠে বলল...‘ রাফারে আমি শেষ। এতক্ষণ না মরলেও এবার নিশ্চিত মরবো। দ্রুত পালা রাফা।

বলতে বলতে মায়া রাফার হাত চেপে উল্টো পথে দৌড়াল রিদের হাত থেকে বাঁচতে। উপস্থিত দুজন বডিগার্ডসহ ক্যাপ্টেন তিনজনই বোকার মতোন থমথমে খেয়ে গেল মায়াকে রিদের ভয়ে দৌড়াতে দেখে। যে রিদ খান রাত থেকে পাগলের মতোন অবিরাম বউকে খোঁজে বেড়াচ্ছে সেই বউ রিদ খানকে ভয় পাচ্ছে কেন সেটা বুঝল না ক্যাপ্টেন।

মায়াকে রিদের ভয়ে পালাতে দেখে রিদ মেজাজ হারিয়ে চৈঁচাল তৎক্ষণাৎ। মায়ার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল....

‘ রিততত দাঁড়া! আমি ধরতে পারলে তোর খবর আছে। রিদের প্রতিটা চিৎকারে মায়ার কলিজা পযন্ত নড়ছে ভয়ে আতঙ্কে। রিদ যতো চৈঁচাচ্ছেন মায়া ততই দৌড়াচ্ছে ভয়ে। মায়া সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাফা

আর দৌড়ে পারলো না। কারণ শরীর ভেঙ্গে আসছে
আঘাতে আঘাতে ব্যথায়। এতোকিছু ঘটে যাওয়ার পর
পুনরায় নতুন করে দৌড়ানোর মতোন শক্তি দুজনে
শরীরেই নেই। মায়া নিজেও এই অবস্থায় দৌড়ানোর
সাহস পেত না। কিন্তু রিদের ভয়ে শরীরে ব্যথা ভুলে
শুধু আতঙ্কে দৌড়াতে লাগল। রাফাকে থেমে যেতে
দেখে মায়া পুনরায় রাফার হাত চেপে দৌড়াতে
চাইলে রাফা দুর্বলতায় হাফাতে হাফাতে নাহুচ করে
বলল...

‘ আমরা দৌড়াচ্ছি কেন মায়া? কার ভয়ে? এখানে
সবাই তো আমাদের উপকার করতে এসেছে। রিদ
খানকে তো আমরা চিনি। তাহলে আমরা আবার
দৌড়াচ্ছি কেন?’

আতঙ্কিত মায়া রাফার পিছনে রিদের দৌড়ে আসা
দেখে রাফার কথা শেষ করার আগে আগেই বলল...‘
তোর না দৌড়ালেও চলবে। তোকে কেউ কিছু করবে
না। কিন্তু আমাকে ধরতে পারলে আস্ত রাখবে না।
গেলাম আমি।

বলতে বলতে মায়া পুনরায় দৌড়াল রাফাকে ফেলে।
ততক্ষণে রিদ মায়ার অনেকটাই কাছে। একজন

তাগড়া বলিষ্ঠবান মানুষের দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে
অবশ্যই একজন কিশোরী মেয়ে পারবে না কখনো।
হলোও তাই। চোখের পলকে কয়েক সেকেন্ড
ব্যবধানে মায়ার পা শূন্য উঠে গেল। মায়ার ছোট দেহ
বন্দী হলো রিদের বাহুতে। পিছন থেকে মায়াকে
আঁকড়ে শূন্যে তুলতেই রিদ নিজের ব্যালেন্স হারিয়ে
ঘুরে গেল মায়াকে নিয়ে। খেই হারিয়ে পড়তে নিলেই
মায়াকে নিয়ে মাটিতে বসে গেল রও ঝাপটে ধরে।
আতঙ্কিত মায়া আরও আতঙ্কিত হলো রিদের ভয়ে।
নিজের পিঠ রিদের বুকে ঠেকে যেতেই ভয়ার্ত মায়া
আতঙ্কিত গলায় চেষ্টিয়ে রিদের কাছে ক্ষমা চাইল
অনবরত...‘ আমাকে মাফ করে দিন প্লিজ। আমি আর
জীবনেও আপনার অবাধ্য হবো না। এটাই শেষ বার।
প্লিজ প্লিজ মাফ চাই। আল্লাহ গো।

রিদের ভয়ে রীতিমতো মায়া থরথর করে কাঁপছিল
অস্থির উত্তেজনায়। কিন্তু আতঙ্কিত মায়ার পিছনে
ঝাপটে জড়িয়ে থাকা রিদের মনোভাব ছিল ভিন্ন।
বউকে হারিয়ে কতোটা টানাপোড়ার দহনে কেটে
রিদের বিগত সময় গুলো সেটা শুধু রিদই জানে।
মায়া যদি জানতো তাহলে এই মূহুর্তে রিদকে ভয় নয়

বরং অন্য কিছু করতো। ঝাপটে জড়িয়ে রিদের
অশান্ত বুক শান্ত করতো। কিন্তু মায়া রিদের শত
পাগলামো সম্পর্কে অবগত ছিল না। যার জন্য রিদকে
এই মূহুর্তে ভয় পাওয়া ছাড়া অন্য কিছুই মায়ার
মাথায় ছিল না। ঘায়েল রিদ মায়াকে জড়িয়ে ধরতেই
চুপ করে গেল। রিদের ভয়ংকর নিশ্চুপতা বর্ণনা
করছে তার রুহ ফিরে পেয়েছে মায়াকে পেয়ে।
গোটা রাত থেকে এই পযন্ত রিদ হারানো তীব্র দহনে
পুড়ছিল এতক্ষণ। মায়াকে সামনে পেয়ে রিদের
আঁটকে আসার শ্বাসটা যেন ধীরে চলছে থেমে থেমে।
রিদ মায়াকে পিছন থেকে ঝাপটে জড়িয়ে সেই
অবস্থায় হাঁটু গেড়ে বসে থাকল মাটিতে। নিজের
বলিষ্ঠ দেহে মায়াকে বন্দী করতে করতে মুখ ডুবা
মায়ার কাঁধে। মায়া শরীর তখনো টকটক করে
কাপছিল রিদের ভয়ে। আতঙ্কিত মায়া আরও অনুভব
করলো একই ভঙ্গিতে রিদের শক্তিপোক্ত দেহটাও
কাপছিল মায়াকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায়। মায়া বুঝল
না রিদের অস্থির, উত্তেজনা, আর ভয়ংকর শরীর
কম্পনের বিষয়টা। বুঝার কথাও না। মায়া দেখেনি
রিদের শত পাগলানো গুলো মায়াকে হারিয়ে। মায়ার

শুধু মনে হচ্ছে মায়া ভিষণ অন্যায় করেছে আর
এরজন্য রিদ ওকে ভয়ংকর শাস্তি দিতে পারে। মায়া
রিদের শাস্তি থেকে বাঁচতে পুনরায় একই আতঙ্কিত,
অস্থির গলায় রিদকে মিথ্যা বলে বলল...

‘আমাকে মারবেন না কেমন? আমি কিন্তু ইচ্ছা করে
কিছু করিনি। আমি ট্যুরেও আসতে চাইনি। আমার
আবু বলেছিল জুই সাথে আসতে। সেজন্য এসেছি।
সত্যি বলছি। নিশ্চুপ রিদ তখনো একই ভাবে মায়ার
কাঁধে কপাল ঠেকিয়ে মায়াকে ঝাপটে জড়িয়ে বসে
রইল। রিদের নিশ্চুপতা আর ধীরে ধীরে নিশ্বাসের
গতি বলছে সে কতোটা ক্লান্ত। মায়া রিদের মুখটা
দেখতে পারলো না, তবে মায়ার মনে হলো রিদ
হয়তো ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পরেছে মায়ার কাঁধে। আচ্ছা
এতো অল্প সেকেন্ড মাঝে কেউ ঘুমাতে পারে নাকি?
মায়া জানে রিদ ঘুমাইনি কিন্তু কিসের জন্য এতো
ক্লান্তিতে আছেন উনি? মানুষটা কি কোনো কিছু নিয়ে
খুব চিন্তিত ছিল এতক্ষণ? মায়াকে নিয়ে টেনশনে
ছিল তাহলে? হ্যাঁ মায়াকে নিয়ে টেনশনে থাকতেই
পারে। মায়াতো নিখোঁজ ছিল এতোটা সময়। মায়াকে
নিয়ে চিন্তিত থাকলে তাহলে নিশ্চয়ই ওর স্বামী ওকে

আর শাস্তি দিবে না কোনো কিছু নিয়ে। মায়া এমনই
বেঁচে যাবে। এই অস্থির পরিস্থিতিতে মায়া শুধু রিদের
হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর কথায় ঘুরলো। অথচ
মায়াকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে যে কারও আটকে
থাকা শ্বাসটা চলছে ক্রমই সেটা বুঝল না সে। মায়া
এবার নিজেও চুপ করে গেল রিদের ভয়ে। সময়
নিয়ে রিদ সুস্থির হতে হতে নিজের হাতে বন্ধন শক্ত
করলো মায়ার শরীরে উপর....‘ আমাকে মানুষ মনে
হয়না তোর?

রিদের হাত মায়ার শরীরে শক্ত হয়ে আসতেই মায়া
ভয়ে অস্থির গলায় আওড়াল....

‘ এ্যাঁ মনে হয়! মনে হয়! আমাকে মাফ করে দিন।
আমি আর জীবনেও কিছু করবো না আপনার কথা
বাইরে। প্লিজ মাফ করে দিন। প্লিজ! প্লিজ!

মায়ার মাফ চাওয়ার মধ্যেই রিদ ঠাস করে মায়াকে
নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে মায়াকে
কোলে তুলে নিলো মূহুর্তে। আতঙ্কিত মায়া রিদের
গলা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে ধরতে পারলো না। দুহাতে
তীব্র শরীর চুলকাতে চুলকাতে রিদের দিকে ভয়ার্ত

মুখে তাকিয়ে বলল...‘ আমাকে কিন্তু ফেলবেন না
কেমন। আমার শরীরের এমনই অনেক ব্যথা।
চোয়াল শক্ত করে রিদ মায়াকে নিয়ে হেলিকপ্টারে
চড়ল। মায়ার সাথে একটা শব্দ পযন্ত ব্যয় করলো
না। আর না মায়াকে কোল ছাড়া করলো। অপরাধী
মায়া মুখে চুপ থাকলেও শরীরের ভঙ্গিতে ছিল ভিন্ন।
বারবার গলা, হাতে, কাধে, পিঠে পেটে পায়ে
চুলকাচ্ছিল রিদের কোলে বসে। মায়াকে খোঁজে
পাওয়ার বিষয়টা মূহূর্তের মাঝে ছড়িয়ে পরলো সবার
মাঝে। সবার খোঁজা খুঁজি বন্ধ হলো। রিদ মিনিট
পাঁচেক মতো সময় ব্যয় হলো তাবুতে ফিরতে।
যেহেতু পূর্ব থেকে ডাক্তারের ব্যবস্থা ছিল সেজন্য
মায়াকে নিয়ে তেমন সমস্যা হলো না রিদের। রাউন্ড
রাউন্ড পাখা ঘুরে তাবুর বাহিরে হেলিকপ্টার নামতে
রিদ মায়াকে কোলে নিয়ে নামল সেখান থেকে।
নিহাল খান সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। রিদের কোলে
কোনো মেয়েকে দেখে তিনি বুঝল এটি হয়তো
রিদের হারিয়ে যাওয়া বউ হবে। তিনি এর আগেও
একবার মায়াকে দেখেছিল নিজেদের বাড়িতে
আরিফের সঙ্গে। কিন্তু তখন এতো গুরুত্ব দিয়ে

দেখেনি সেজন্য মেয়েটির ফেইস উনার মনে ছিল না।
নিহাল খান এগিয়ে এসে রিদকে ডাকলে রিদ তাবুর
দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল...‘ নট নাউ বাবা।

মায়া রিদের কোলে গা চুপ্পাতে চুপ্পাতে রিদের বাবার
দিকে তাকাল সে। রিদের বাবাকে চিনতে মায়ার
একটুও দেরি হয়নি। কিন্তু উনাকে এই পাহাড়ি
এলাকায় দেখে মায়া আবাকই হলো। উনি কেন
এখানে এসেছেন? কিসের জন্য? মায়ার খোঁজে
বড়োজোর মায়ার স্বামী আসতে পারে কিন্তু শশুর
মশাই কেন আসবে? মায়া ভাবনা চিন্তা মাঝেই রিদ
ডাক্তারের ক্যাম্পে এগোল। দুজন ডাক্তার এগিয়ে
আসতেই রিদ তাদের উদ্দেশ্য শক্ত গলায় বলল...

‘আপনারা বাহিরে অপেক্ষা করুন। প্রয়োজনে
ডাকবো আমি।

একজন ডাক্তার আপত্তি জানাতে চাইল মায়াকে শরীর
চুলকাতে দেখে রিদকে বলতে চাইল...‘ উনার বডি
ক্লিন ওয়াশ করতে হবে মিস্টার খান। বিষাক্ত কোনো
ভাইরাস শরীরে...

ডাক্তারে কথা শেষ করার আগেই রিদ মেজাজ
হারিয়ে দাঁত পিষে বলল...

‘ জ্ঞান দিতে বলছি? অন্য কাউকে জয়েন করেন যান!
এটা আপনার পেশেন্ট নয়।

ডাক্তার চুপ করে যেতেই রিদ মায়াকে নিয়ে তাবুতে
ডুকল। অনেক ছুঁড়ে ফেলার মতোন মায়াকে ফেলল
কোল থেকে। তাবুর ভেতরে ডাক্তারী জিনিসপত্র
রাখার টেবিলটি ধরে নিজেকে পরা থেকে বাঁচাল
মায়া। একই ভঙ্গিতে গা চুন্ধাতে চুন্ধাতে রিদের দিকে
ভয়ার্ত মুখে তাকাতে দেখল, রিদ তাবুর ভিতরে বড়ো
বড়ো পানি কন্টেইনার খোলে তাতে অ্যান্টাসিটিক
ঢালছে একের পর এক। মায়া তাঁবুর এককোণায়
দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত মুখে রিদের কর্মকাণ্ড দেখতে লাগল।
রিদের তেজি কর্মকাণ্ড বলছে সে কতোটা রাগকন্ট্রোল
করতে চাচ্ছে চোয়াল শক্ত করে। মিনিট দুইয়েক
সময় ব্যয় করে রিদ সবগুলো পানির কন্টেইনারে
অ্যান্টাসিটিক মিশাল। বলিষ্ঠ হাতে সেই কন্টেইনার
উঠিয়ে চোখের পলকে ঢালল মায়ার মাথায়। ডেটলের
পানি মায়ার কাটা ছেঁড়ার শরীর বেয়ে পড়তেই
তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো মায়ার
গা। শরীরে তীব্র জ্বালাপোড়া আর মরিচের মতোন
দহন অনুভব করতেই মায়া গলা কাটা মুরগীর নেয়

ছটফটিয়ে চিৎকার করে উঠলো লাফাতে লাফাতে।
পাষাণ্ড রিদ একে পর এক পানির কন্টেইনার ঢেলে
শেষ করতে লাগল মায়ার উপর। লাফালাফিতে মায়া
সরে যেতে চাইলে রিদ শক্ত হাত মায়াকে চেপে
ততই পানি দিতে লাগল মায়ার উপর। এতে করে
রিদ নিজেও ভিজে গেল মায়ার সাথে। ব্যথায়
আর্তনাদের মায়া ছটফটিয়ে চিৎকার করে রিদকে
থামাতে চেয়ে বলল....‘ প্লিজ আর না। আর না।
আমার শরীর ভিষণ জ্বলছে। কি যেন আরও বেশি
বেশি কামড়াচ্ছে শরীরে।

বলেই মায়া কাঁধে পিঠে বেশি বেশি করে হাত
চালাতে লাগল অস্থির ভঙ্গিতে। রিদ চোয়াল শক্ত করে
দাঁতে দাঁত পিষে মায়ার মাথায় শেষ পানিটুকু ঠেলে
হাতে কন্টেইনারটি দূরে উল্টে ফেলে তৎক্ষণাৎ
মায়াকে চেপে ধরলো টেবিলে সঙ্গে। মায়া টেবিলের
উপর ঝুঁকে পড়তেই রিদ পিছনে থেকে মায়ার জামার
চেইন কাঁধ থেকে টেনে মূহুর্তে মাঝে কোমরে নামিয়ে
নিল। রিদের হঠাৎ কাণ্ডে মায়া প্রস্তুত ছিল না।
লজ্জায় আতঙ্কে মায়া নিজের জামার আঁকড়ে ধরে
ঘুরে যেতে চেয়ে আঁতকে উঠে বলল...

‘ এই কি করছেন আপনি? ছাড়ুন আমাকে ।

রিদ মায়ার কাঁধের জামাটা টেনে ওর বাহু ছাড়িয়ে
কুইন অবধি নামাতে নামাতে রাগে দাঁত দাঁত পিষে
ধমক উঠলো রিদ...‘ চুপ!

মায়া চুপ করতে পারলো না। লজ্জা শরমে সিঁটিয়ে
নিজের বাহুর নিচে পরে থাকা জামাটা টেনে উঠাতে
চাইলে রিদ একই ভাবে মায়ার সামনে থেকে
টেবিলের উপর থাকা ডাক্তারি সেজার্স উঠাল হাতে।
দক্ষ হাতে মায়ার কাঁধে কি করতে লাগল মায়ার জানা
না। কিন্তু রিদ মায়ার কাঁধে হাত দেওয়ার কয়েক
সেকেন্ড পরই মায়ার কাঁধের সেই জায়গাটা হাল্কা
অনুভব করলো। কি যেন একটা সরিয়ে দিল রিদ
সেখান থেকে। মায়া বুঝতে পারলো রিদ হয়তো
মায়ার শরীর থেকে কিছু ফেলতে সাহায্য করছে
মায়াকে। রিদ মায়া কাঁধ থেকে পিঠে নেমে গেল।
খোলা পিঠে সেজার্স সাহায্যে রিদ কি ফেলছিল মায়ার
শরীরে থেকে মায়া সেটা তখনো বুঝলো না। তবে
মায়া কেমন একটা অনুভব করছিল পিঠে। মায়া
নিজের ছটফট আর চিৎকার থেমে গেল রিদকে
ডাক্তারি করতে দেখে। লোকটা কি ডাক্তারী জানে

নাকি? এতো দক্ষ হাত কিভাবে চালাচ্ছে মায়ার
পিঠে? তখন ডাক্তার গুলাকেও এলাউ করলো না
মায়াকে দেখতে। নিজে নিজেই ডাক্তারী করছে।
মায়ার কৌতূহল জাগল রিদ মায়ার পিঠে কি এমন
করছে সেটা জানতে। অধৈর্য্য মায়া কান্না থামাতে
চেয়ে নাক টেনে কৌতূহলী হয়ে বলল...‘ কি আছে
আমার পিঠে? কি করছেন আপনি?

মায়া পিঠে পাহাড়ি জোঁকের বাসা বেঁবেছে রক্তে
আভাস পেয়ে। সেজন্য এতক্ষণ যাবত শরীর
চুলকাচ্ছিল মায়া। শরীরে জ্বালাপোড়া অনুভব সেখান
থেকেই হচ্ছিল। রক্তচোষা জোঁক গুলো বেশ বড়সড়
হতে পারেনি। এরমানে বেশি সময় হয়নি জোঁকের
পাল্লায় পরতে মায়াকে। মায়ার শরীরের আরও জায়গা
জায়গায় এসব রক্তচোষা জোঁক থাকতে পারে সেটা
রিদের ধারণা। যে জায়গা থেকে মায়াকে উদ্ধার করা
হয়েছে সেখানে এসব পাহাড়ি জোঁকে বসবাস হবে
সেটাই স্বাভাবিক। রিদ মায়াকে একই ভাবে ধমক
দিল চুপ করাতে চেয়ে...‘ চুপ থাকতে বলছি না?
রিদের ধমকে মায়া গাল ফুলিয়ে বলল...

‘ আপনি সবসময় আমাকে ধমকে রাখেন।

মায়ায় কথায় রিদ একই ভাবে দাঁত পিষে বলল...

‘ শাসনে থাকিস তারপরও পোষ মানিস না। ছেড়ে দিলে কি করবি? উড়ে যাবি?

রিদের ত্যাড়া কথায় মায়া দুঃখ প্রকাশ করে বলল...

‘ আপনি আমাকে ভালোবাসেন না। একটুও পছন্দ করেন না। মানুষের বউ হারালে কতকিছু করে, কষ্ট পায়, কান্নাকাটি করে। আর আপনি আমার জন্য কষ্টও পাননি, কান্নাকাটি ও করেননি। উল্টো আমি সুস্থ ফিরে আসাতে মেজাজ দেখাচ্ছেন।’ তুই আমার জনম জনমের শত্রু হুস সেজন্য তোকে মেজাজ দেখায়। হয়েছে শান্তি?

রিদ দাঁড়িয়ে থাকা থেকে পাশের চেয়ারটা টেনে বসল মায়ার কোমরে হাত রেখে। গায়ের জামাটা উপরে উঠাতে চাইলে মায়া লজ্জা বাধা দিতে চাইল রিদকে। রিদ মায়ার হাতটা একই ভা ঝাড়া দিয়ে ফেলতেই মায়া লজ্জায় সিঁটিয়ে গেল। রিদ মায়ার কোমরে বামপাশ থেকে জোঁকের কামড় ছাড়ানোর মধ্যে মায়া মিনমিন গলায় রিদকে বলল...

‘আমাকে আপনি শত্রু ভাবেন। আর আমি আপনাকে
কতো আপন ভাবি। আজ যদি আমি বেঁচে না
ফিরতাম তখন কি করতেন আপনি?

রিদের কাটকাট উত্তর আসলো তক্ষুনি...

‘আরেকটা বিয়ে করতাম আমি।

রিদের কথায় মায়ার রাগে নাকের ফাটা ফুলে গেল
মূহুর্তে। মায়া না থাকলে রিদ আবার বিয়ে করে নিবে
বিষয়টা বেশ অপমানজনক মনে হলো মায়ার। মায়া
রিদের হাতটা নিজের কোমর থেকে ঝাড়া মেরে
ফেলে দিতে দিতে অভিমান গলায় বলল...‘ সেজন্যই
আমি মরেনি। আর মরবো না।

‘শিট! আমার বিশাল লস হয়ে গেল।

রিদের হেলিয়ে কথায় মায়া অভিমান পাল্লা ভারি
হলো...

‘আপনি বিয়ে করলে আমিও একটা বিয়ে কর....

‘এই চুপ!!

মায়া নিজের কথাটা শেষ করতে পারলো না আর।
তার আগেই রিদের হিংস্রত্ব ধমকে চমকে উঠার
মতোন ঘুরে তাকানোর আগেই রিদের শক্ত হাতের
থাবা পরে মায়া দু’গালে। শান্ত থাকা রিদের মেজাজ

মূহুর্তে চটে গেল মায়ার মুখে দ্বিতীয় বিয়ে কথা শুনে।
রিদ মজা করেও মায়ার মুখে অন্য কারও নাম সহ্য
করতে পারে না বিশেষ করে কাল রাতে পর, রিদের
মনে হয় জীবনের কোনো কিছুই বিনিময় হলেও
বউকে হারাতে রাজি নয় সে। তার বউকে চাই মানে
চাই। সেখানে মায়ার মুখে দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টা
রিদের মেজাজ বিগড়ানো কারণ হলো। সে এমনই
মায়ার উপর চটে ছিল। দাঁতে দাত কামড়ে এতক্ষণ
চুপ ছিল বউয়ের আঘাতে শরীর দেখে তারমানে এই
না বউ তার যা খুশি তাই বলবে? আর রিদ চুপ
থাকবে? মায়ার কথা শেষ হবার আগেই রিদ হিংস্রত্বে
গর্জে উঠে তৎক্ষণাৎ থাবা বসাল মায়ার গাল চেপে।
রিদের উঠে দাঁড়ানোর তেজে চোখে পলকে চেয়ার
উল্টে পরলো মাটিতে। মায়ার গালের দুমারি রিদের
হাতে পিষ্ট হতেই মায়া ছটফটিয়ে উঠে নিজের গাল
রিদের হাত থেকে ছাড়াতে চেয়ে কোনো রকমে
আওড়াল.. ‘উফফ! ছাড়ুন আমাকে পাষণ লোক! ব্যথা
লাগছে আমার।

‘লাগুক! জানের ভয় নাই না? কলিজা নড়ে না?
আমার সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় পুরুষের নাম নিতে

বুক কাঁপলনা না? জবান কেটে হাতে ধরিয়ে দিব
রিত। যে জবানে আমি ছাড়া অন্য কারও নাম আসবে
সেই জবানের দরকার নেই আমার। বোবা বউ চলবে
কিন্তু বেঈমানী? উভ্ম! নট এলাউ। অটো ভাড়া মিটিয়ে
চট্টগ্রাম মেডিকেল হসপিটালের সামনে নামল আরিফ।
গেইটে সামনে দাঁড়িয়ে জীর্ণ শরীর আর ক্লান্ত চোখ
তুলে তাকাল মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু
হসপিটালটির দিকে। আসিফের তথ্য অনুযায়ী মায়াকে
এই হসপিটালেই রেখেছে রিদ খান। আরিফ এই
মূহুর্তে বড্ড ক্লান্ত! তারপরও বোনের খোঁজে ছুটে
এসেছে সেই রাঙ্গা মাটি থেকে চট্টগ্রাম শহরে। গায়ে
এখনো তার কাল রাতের সেই জীর্ণঝির ময়লা
পোষাক গুলো পড়া। মায়াকে হারিয়ে সারারাত
পাহাড়ের বুকে দৌড়াদৌড়ি করে শরীর দুর্বলতায়
ছেড়ে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। এখন আর শরীরটা চলছে
না আরিফের। চলার কথাও না। শরীরের ব্যথায়
টনটন করছে মস্তিষ্ক। একটু রেস্ট না নিলেই নয়।
কিন্তু মায়ার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত আরাম করতে
পারছে না সে। মন ছটফট করছে আদরের ছোট
বোনকে একটু দেখতে। মায়ার সেই হোটেল থেকে

হারিয়ে যাওয়া পর থেকেই আরিফ মায়াকে আর দেখতে পাইনি। এমনকি মায়াকে খোঁজে পাওয়া পরও আরিফ এখনো পযন্ত তার বোনকে কাছে পাইনি। আর এই কাছে না পাওয়ার কারণ রিদ খান নিজেই। মায়াকে খোঁজে পাওয়ার সময়টা বিগত তিনঘন্টা থেকে চার ঘন্টায় পৌঁছাল ঘড়ির কাঁটা অথচ আরিফ একই পরিবারের সদস্য হয়েও এখনো পযন্ত নিজের বোনের সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। রাজ্জামাটিতে মায়াকে খোঁজে পাওয়ার পর আরিফ ছুটে গিয়েছিল সেখানে কিন্তু আরিফের ক্যাম্পে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ততক্ষণে নাকি রিদ খান মায়াকে নিয়ে প্রস্থান করেছিল সেখান থেকে। আরিফ ভারি আশ্চর্য হয়েছিল! সেই সাথে সন্দেহ হলো তখন যখন জানতে পারলো, রিদ খান রাফাকে ক্যাম্পের ডক্টরদের তথ্যবধানে রেখে মায়াকে একা নিয়েই চলে এসেছিল চট্টগ্রাম শহরে ডাক্তার দেখাতে। অথচ রিদ খানের বাবা নিহাল খান, আয়ন চৌধুরী, ছোটভাই রাফিদ খান, এমনকি আসিফকেও ক্যাম্পে ফেলে এসেছিল রিদ খান। আরিফের ভুল ধারণা ভাঙ্গল তখন, যখন দেখল বাবা হয়ে নিহাল খানও রিদের মায়াকে একা

নিয়ে চলে যাওয়ার বিষয়টি সমর্থন করছিল আরিফের সামনে। আসিফ তো রিদ খানের হয়ে আরিফকেও বুঝ দিচ্ছিল তার রিদ ভাই আছে তার বোনের পাশে। কেন তার বোনের পাশে রিদ খান কেন থাকবে? পরিবার হিসাবে, বড় ভাই হিসাবে আরিফ থাকবে মায়ার পাশে। রিদ খান কেন থাকবে? প্রশ্ন থাকলো অনেক কিন্তু পরিস্থিতি হিতকর হওয়ায় আরিফ চুপ রইল। তবে আরিফের মনের সমস্ত ভুল ধারণা কাঁচের আয়নার নেয় ঝরঝর করে ভেঙ্গে গেল যখন বুঝতে পারল রিদ খানের এতো এতো ক্ষমতা প্রয়োগের অভিযান ছিল শুধু তার বোনকে খোঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে। মূলত রাফা ছিল এখানে তৃতীয় পক্ষ। রিদের হঠাৎ ঐভাবে আরিফকে আঘাত করাটাও ছিল মায়াকে হারিয়ে দিশেহারা অবস্থায়। এর-মানে দাঁড়ায় হয়তো রিদ খান তার বোন মায়াকে পছন্দ করে। বিষয়টি হয়তো হবে না নিশ্চিত রিদ খান আরিফের বোনকে ভালোবাসে বলেই এতোটা অস্থির উত্তেজনা প্রকাশ করেছে মায়াকে খোঁজতে। সামান্য পছন্দ থেকে কেউ এতোটা পাগল পাগল হয়ে পুরো পাহাড়ি বুকে এতবড় অভিযান চালাত না। তাই

আরিফের ধারণা মতে বলে যায় পরিমাণের চেয়ে
অধিক বেশি রিদ খানের পছন্দের তালিকা তার বোন
আছে বলেই আজ এতো কিছু ঘটেছে। কিন্তু এই
মূহুর্তে আরিফ বা তার পরিবারের রিদ খানের পছন্দ
অপছন্দ নিয়ে কিছু করার নেই। মায়া অলরেডি
কারও বাগদত্তা। চেয়ারম্যান পরিবারের সঙ্গে
আরিফরা ওয়াদাবন্ধ মায়াকে বিয়ে দেওয়া নিয়ে। জান
দিবে তারপরও ওয়াদার খেলাপ করবে না আরিফের
পরিবারের কেউ এটা নিশ্চিত। মায়ার বিয়ে যখন
চেয়ারম্যান ছেলে নাদিমের সঙ্গে ঠিক হয়েছে
তারমানে দুনিয়া উল্টে গেলেও মায়ার বিয়ে বাপ-
চাচার ওয়াদা অনুযায়ী নাদিমের সঙ্গেই হবে। কোনো
প্রভাবশালী রিদ কেন? আরও কেউ সামনে আসলেও
এই বিয়ে কোনো পরিস্থিতিতে পিছাবে না। অন্তত
আরিফের বাপ-চাচা তাদের জবানের খেলাপ করবে
না। হ্যাঁ আরিফ ও তার পরিবার সারাজীবন কৃতজ্ঞ
থাকবে রিদ খানের কাছে মায়াকে খোঁজে দেওয়ার
জন্য। হয়তো রিদ খানের জন্য আজ মায়া সুস্থ সবল
অবস্থায় বেঁচে আছে। এজন্য চাইলে আরিফ
সারাজীবন চাকরে কাজ করে যাবে রিদ খানের

তারপরও মায়াকে রিদ খানের সঙ্গে মেনে নেওয়ার মতো পরিস্থিতি এখন আর নেই। আর এই বিষয়টা নিয়ে আরিফ রিদ খানের সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় কথা বলতে চাই। আরিফ বুঝাবে উনি(রিদ) যা চাচ্ছেন সেটা কোনো কালেই আর সম্ভব না। মায়াকে নিয়ে রিদ খান যেন আর সামনে না আগায়। এমনি আজকের পর রিদ খানের পুরো ছেলেপেলে মধ্যে একটা মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে পরেছে আরিফের বোন রিদ খানের বউ এমনটা। যেটা মায়ার জন্য বদনাম স্বরূপ। এমন হলে মায়াকে আর চটুগ্রামেই রাখা যাবে না। মায়া রিদ খানের বউ হয় কিভাবে আবার? রিদ খানের একভাইয়ের সঙ্গে নতুন বিয়ে দিল আরিফের একবোনকে। এরমাঝে যদি রিদ খানের পছন্দের বিষয়টা দুই পরিবারের মধ্যে জানাজানি হয় তাহলে নিশ্চিত মুক্তা শশুর বাড়িতে এই নিয়ে ঝামেলা হবে। কারণ আরিফের জানা মতে ফাহাদের কাজিন বোনের সাথে রিদ খানের প্রেম জনিত সম্পর্ক। তারা নাকি খুব শীঘ্রই বিয়েও করবে। এখন এসবের মাঝে যদি কোনো ভাবে মায়াকে এসবে টানে রিদ খান তাহলে দুই পরিবারের সম্পর্ক নষ্ট হবে। তাছাড়া বিষয়টা যদি

এমন হতো রিদ খান বা মায়া দুজনের বিয়ে অন্য কোথাও ঠিক করা নেই তাহলে হয়তো ভাবা যেত। কিন্তু এই মূহুর্তে মায়াকে জড়িয়ে রিদ খানকে নিয়ে ভাবা কোনো প্রশ্নই উঠে না। আর এই বিষয়টি আরিফকে যেভাবে হোক রিদকে বুঝাতে হবে রিদ যেটা চাচ্ছে সেটা আরিফের পরিবার দ্বারা কখনো সম্ভব নয়। মায়াকে নিয়ে ভাবা যেন এখানে থেমে যায় তিনি। অন্তত দুই পরিবারের যে আত্মীয় সম্পর্কটা আছে সেটা যেন নষ্ট না হয় কোনো ভাবে। চিন্তিত আরিফ মনস্তাত্ত্বিক ভাবনায় ধীর পায়ে এগোল হসপিটালের তৃতীয় তলার দিকে। আসিফ জানিয়ে ছিল রিদ মায়াকে নিয়ে এই হসপিটালেরই তৃতীয় তলার ২১২ নম্বর কেবিনে আছে। মায়াকে নিয়ে রিদ খান নিখোঁজ দীর্ঘ পাঁচঘন্টা অতিবাহিত হলো। আরিফ আরও আগেই বোনের খোঁজে চলে আসতে চেয়েছিল কিন্তু আয়ন, রাদিফ, আর আসিফের জন্য আসতে পারেনি। তাঁরা অভিযানে সকল মানুষকে যার যার মতো বিদায় করে মাত্র আরিফকে নিয়ে পৌঁছাল চট্টগ্রাম শহরে। এতক্ষণ আরিফ সবার সাথেই ছিল। কিন্তু মাঝে একবার জুইয়ের খোঁজে কলেজ ম্যাডামের

বাসায় নেমেছিল আরিফ! সেজন্য আসিফ, আয়নদের
সঙ্গ থেকে আলাদা হয়ে পরেছে। আরিফের ধারণা
মতে এই মুহূর্তে সবাই হসপিটালেই থাকার কথা।
হয়তো আশেপাশে আছে কোথাও। ক্লান্ত আরিফ সিঁড়ি
বেয়ে তৃতীয় তলায় উঠে আশেপাশে একবার চোখ
বুলাল, আপাতত করিডোরের আশেপাশে পরিচিত
তেমন কাউকে দেখল না। জনপ্রিয় হসপিটালের
অপরিচিত মানুষের আনাগোনার শেষ নেই। কিন্তু
আসিফ বা অন্যান্য পরিচিত কাউকে আশেপাশে
দেখতে না পেয়ে আরিফ সামনে হাটতে হাঁটতে
বামহাতের ঘড়িটাতে সময়টা দেখে নিলো। সময়
৪ঃ৩৯। অনেকটা সময় হয়েছে সবাইকে চট্টগ্রাম
শহরে পৌঁছাতে। এতক্ষণ সময়ে অন্তত আসিফকে
এই হসপিটালের দেখার কথা রিদ খানের পাশে।
সবাই জানে আসিফ রিদ খানের ডানহাত। সেই
সুবাধে আসিফের আশেপাশেই কোথাও একটা
হওয়ার কথা। নিদিষ্ট কেবিন দরজা ঠেলে আরিফ
ভিতরে প্রবেশ করতেই মায়া আর রিদকে পেল এক
আপত্তিকর অবস্থায়। আরিফ হতভম্ব হয়ে বিভ্রান্তিকর
পরিস্থিতিতে পরে স্তব্ধ নেয় জায়গায় দাঁড়িয়ে পরল।

দরজার শব্দ পেয়ে মায়ার উপর ঝুঁকে থাকা রিদ অল্প ঘাড় বেঁকে তাকাল দরজা দিকে। আরিফকে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রিদ পুনরায় একই ভাবে মায়ার গলায় হাত দিয়ে সেখানকার ব্যাডেজটি ঠিক করে দিতে দিতে আরিফের উদ্দেশ্য বলল...‘ দূর থেকে না দেখে কাছ থেকে দেখলে বোধহয় পরিষ্কার দেখা যাবে।

রিদের কথার মানে বুঝতে পেরে আরিফ অনেক লজ্জিত বোধ করলো। রিদ খানের সাথে নিজের বোনকে জড়িয়ে এমন বাজে চিন্তা করাটা একটা বড়ো ভাইয়ের জন্য খুবই লজ্জাজনক। মায়া বেড়ে শুয়ে। রিদ মায়ার মুখের উপর ঝুঁকে গলার ব্যাডেজ ঠিক করা দৃশ্যটা যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে আরিফের মতোই একই চিন্তা ভাবনা করতো। দূর থেকে দুজনকে ওষ্ঠমিলনে মত্ত এমনটাই দেখা যায়। আরিফ নিজের ভাবনার চিত্রে লজ্জিত হয়ে গম্ভীর গলা কাশল। মায়ার বেড়ে দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল...

‘আপনি আমার বোনের জন্য অনেক করেছেন ভাই। আমরা আপনার কাছে ঋণী হয়ে গেলাম।

আরিফের কথায় রিদ

মায়ার গলার ব্যাডেজ ঠিক করে উঠে দাঁড়াতে
দাঁড়াতে আরিফের উদ্দেশ্যে সরাসরি বলল রিদ...‘

তোমার ঋণ হয়ে থাকার জন্য তো কিছু করিনি
আমি। যা করেছি আমি আমার জন্য করেছি ব্রো।

রিদের সোজাসাপ্টা কথাটা বুঝেও না বুঝার মতো
রইল আরিফ। আপাতত রিদ মায়াকে পছন্দ করে

এমন সে বুঝতে চাই না। এসব বিষয়ে পরে কথা
বলবে রিদের সাথে। কিন্তু মায়া বিছানায় শুয়ে ভয়ার্ত

মুখে তাকাল রিদ ও আরিফের দিকে। সঙ্গে ওরাও
তাকাল মায়ার ভয়ার্ত মুখের দিকে। চোখাচোখি হলো

তিনজনেরই। মায়ার ভয়ার্ত মুখটার সঠিক কারণ
আপাতত আরিফ বা রিদ দুজনই জানে না। আরিফের

ধারণা মায়া হয়তো রাতে ওর হারিয়ে যাওয়ার
বিষয়টা নিয়ে আরিফকে ভয় পাচ্ছে। আর রিদের

ধারণা রিদ হয়তো আরিফকে ওদের দুজনের মধ্যকার
বৈবাহিক সম্পর্কের কথাটা বলে দিবে সেটার জন্য

ভয় পাচ্ছে। যেটা অলরেডি আরিফ অবগত। এখন
আরিফ এই কথাটা কতোটা বিশ্বাস করেছে সেটা

আরিফের সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবে রিদ।

অথচ মায়াকে নিয়ে আরিফ ও রিদের দুজনেরই ভ্রান্তি
ভুল ধারণা ছিল। মূলত মায়া রিদকে নিয়ে ভয়
পাচ্ছিল। আরিফ কথা মাঝে রিদকে এটা না বলে
দেয় যে, মায়া অন্য কারও সাথে এসেছে। তাহলে
সবশেষে! রিদ মায়াকে আস্ত রাখবে না। যে যত্ন
মায়ার এখন করছে ওর স্বামী। যদি জানতে পারে
মায়া রিদের অগোচরে অন্যের নামে রিং পরেছে
তাহলে কি করবে আল্লাহ জানে। মায়া ভয়ে ভয়ে
বামহাতের অনামিকা আঙ্গুলের রিংটার দিকে তাকাল।
মায়ার তাকানোতে রিদও সেই দিকে তাকাল।
মায়াকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে হাতের গোন্ডের রিংটার দিকে
তাকিয়ে থাকতে দেখে রিদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়। এই
রিংটা মায়ার হাতে দেখি না রিদ! হয়তো নতুন
পরেছে। এতো ঝামেলা মাঝে এতক্ষণ রিদ এই রিংটা
লক্ষ করেনি। কিন্তু এখন মায়াকে এই রিংটা নিয়ে
ভয়ার্ত হতে দেখে রিদের দৃষ্টি ঘাড় হচ্ছে মায়ার
উপর। মায়া ভয়ভয় দৃষ্টি হাতের রিংটা থেকে চোখ
সরিয়ে উপর তাকাতে চোখাচোখি হয় রিদের তীক্ষ্ণ
দৃষ্টির সঙ্গে। ভয়ার্ত মায়ার কলিজা শুকিয়ে এলো
রিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। মায়া বুঝল পরিস্থিতি এখন

মায়ার বিরুদ্ধে যেতে চলেছে। সেজন্য মায়া পূর্ব প্রস্তুতি নিতে শূয়া থেকে উঠে বসতে চাইলে অসাবধানতায় মায়ার হাতে ক্যানুলায় টান লাগতেই স্যালাইনের নলে রক্ত উঠে পাইব বেয়ে। রিদ বিরক্ত চোখে মায়াকে দেখে স্যালাইনের নল ঠিক করতে করতে বলল...‘ কি সমস্যা? উঠছো কে? কি চাই বললেই তো হয়।

মায়া ভয়ে ভয়ে মিথ্যা পানি তৃষ্ণার আর্জি জানিয়ে বলল...

‘ পানি খাব। একটু পানি দিবেন।

রিদের বিরক্তি যেন দ্বিগুণ হলো। মায়ার দিকে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল...

‘ স্যালাইন চলছে না? আবার পানি কিসের? পানি লাগবে না। চুপচাপ শূয়ে থাকো।

কথায় সত্যি সত্যি মায়া চুপ মেরে গেল ভয়ে। রিদের মায়ার প্রতি অধিকার বোধের জায়গাটা আরিফের ভালো লাগল না। কেমন একটা বেঈমানান লাগল। বোন তার অথচ সে তার বোনের সঙ্গে দেখা করতে পুরো পাঁচ ঘন্টা সময় লাগল। এখন আবার নামহীন রিদের অহেতুক অধিকার বোধেতা অবৈধ সম্পর্ক

ঘোষণা করে। আরিফ নিজের বোনকে কোনো অবৈধ সম্পর্কে জড়াতে দেখতে চাই না। মায়া ছোট মানুষ, সবকিছু বুঝে এখনো হয়নি ওর। কিন্তু রিদ খান বয়সে এতো বড়ো মানুষ হয়ে কিভাবে তার ছোট বোনের দিকে নজর দেয়। রিদের মায়াকে ধমকানো নিয়ে আরিফ অনেকটা অসন্তুষ্টি গলায় বলল...‘ আপনি আমার বোনের জন্য অনেক করেছেন ভাই। আমি সত্যি আপনার ঋণী হয়ে থাকব সারাজীবন। কিন্তু এবার আমার বোনের দেখাশুনা আমাকে করতে দিন। আপনি বরং বাসায় যান। আপনার রেস্ট করা প্রয়োজন। বাকিটা না-হয় আমি দেখে নিলাম ভাই। আরিফের অসন্তুষ্টির ঠের শুধু রিদ নয় মায়াও বুঝতে পারলো। কিন্তু রিদ সেদিকে বেশ একটা মনোযোগ না হয়ে মায়া স্যালাইনের নল ঠিক করতে করতে আরিফের উদ্দেশ্য সোজাসাপ্টা গলায় বলল...

‘ আমার প্রয়োজনটা তোমার অজানা নয় আরিফ। তাই আমাকে রেখে আগে নিজেকে সুস্থ করো। আই থিঙ্ক ইউ নিড রেস্ট!বরাবরই রিদের কথায় অসন্তুষ্টি হচ্ছে আরিফ। রিদ তার কথায় পরিষ্কার জানাচ্ছে যে তার বোনকে পছন্দ করে। আর এই বিষয়টা

আপাতত আরিফ এরিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু রিদের সরাসরি বলাতে এবার আরিফও অনেকটা সরাসরি বলল...

‘ আপনি একজন সম্মানিত মানুষ। আমি আপনাকে অনেক সম্মান করি ভাই। তাই আপনি এমন কোনো কথা বা আবদার করবেন না যেটা আমি বা আমার পরিবারের দ্বারা রাখা সম্ভব নয়। আশা করছি আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি বুঝতে চাইছি। আমার বোন মায়া অলরেডি এস্কেস্ট। বিশ্বাস করার জন্য চাইলে আপনি ওর বামহাতের অনামিকা আঙ্গুলে এনগেজমেন্ট রিংটা ও দেখতে পারেন। আমরা ওর বিয়ে ইতিমধ্যে ঠিক করে রেখেছি। আর কিছু দিন বাদেই ওর বিয়ে হ...আরিফের বাকি কথা শেষ করার আগেই রিদ যে হাতে মায়ার স্যালাইনের নল ঠিক করছিল সেই একই হাতে স্যালাইনসহ পাইব টেনে ছিঁড়ে উল্টে ফেললো ফ্লোরে। কয়েক সেকেন্ড ব্যবধানে রিদের আকস্মিক কাণ্ডে মায়া আরিফ দুজনই আতংকে চোঁচিয়ে উঠল ভয়ে। আরিফ চোঁচায় মায়ার হাতের ক্যানুলা ছিঁড়ে সেখানে থেকে ফিরকি দিয়ে রক্ত বের হতে দেখে। মায়া সেই রক্ত বন্ধ করতে

অপর হাতে রক্তাক্ত হাতটি চেপে চিৎকার করতেই আরিফ রিদকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রিদের জায়গায় দাঁড়িয়ে মায়াকে দু'হাতে ঝাপটে ধরলো উত্তেজিত ভঙ্গিতে। কিন্তু ততক্ষণে মায়ার হাতে উল্টো পিঠে থাকা ক্যানুলার সুইয়ে মায়ার হাত ছিঁড়ে সাদা বেড অনেকটা রক্তাক্ত হলো। আরিফ অস্থির ভঙ্গিতে মায়ার সেই রক্তাক্ত হাত চেপে ধরতেই কক্ষের আরও একটা ভয়ংকর শব্দে ভাংচুর হলো। ভাইবোন দুজনই চমকে উঠার মতোন পিছনে তাকাতে দেখল কেবিনে থাকা পানির ফিল্টারটি রিদ ততক্ষণে উল্টে ফেলেছে ফ্লোরে। ভয়ার্ত মায়া রিদের টগবগ করার রাগে তোপে নিজের কান্না ভুলে থরথর করে কেঁপে উঠলো আরিফের বাহুতে সিঁটিয়ে। আরিফ এক হাতে মায়াকে জড়িয়ে অনেকটা রাগ ক্ষোভ প্রকাশ করে রিদের উদ্দেশ্যে চোঁচিয়ে বলল... 'টাকার গরমে ভদ্রতা ভুলে গেছেন আপনি। এবার যদি আমিও আপনার মতো অভদ্র হয়ে যায় তাহলে কিন্তু খুবই খারাপ হবে রিদ ভাই! আমার বোনকে আঘাত করার রাইট আপনাকে কে দিলো? কে আপনি হ্যাঁ? বাবার টাকা থাকলে সেই গরম নিজের বাসায় গিয়ে দেখাবেন আমাদের সামনে

নয়। আমরা আপনার টাকায় চলি না যে আমার বোনকে আঘাত করবেন। আপনি বের হোন কেবিন ছেড়ে এন্ফুনি, নয়তো আমি ভুলে যাব আপনি কে? আমাকে বাধ্য করবেন না আপনার গায়ে হাত তুলতে ভাই। আপনি বেড়িয়ে যান প্লিজ।

আরিফের চিৎকার! রাগে টগবগ করা রিদের মস্তিষ্ক আরও জ্বলে উঠলো আরিফের কথায়। অগ্নি শেখার মতোন কাপালে রগ, হাতে উল্টো পিঠে রগ পযন্ত ফুলে উঠলো তৎক্ষণাৎ। মায়া আরিফকে থামাতে চাইল রিদকে অপমান করা থেকে কিন্তু রাগান্বিত রিদ আরও হিংস্র প্রকাশ করলো। এগিয়ে এসে এক থামায় আরিফের বাহু হতে মায়াকে টানল। মায়ার শরীরের কম্পন তখন আরও বাড়লো রিদের শক্ত হাতের থাবার টানে। রিদ মায়ার হাত টেনে রাগে রি রি করে বলল...‘ তোকে বলেছিলাম আমার সাথে বেঈমানী না করতে তারপরও করলি! শশী আর তুই একই। সব-কয়টা বেঈমান! কয়টা পুরুষ লাগে তোদের?

রিদের কথায় রাগান্বিত আরিফ আরও ক্ষিপ্ত হলো। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ কি এমন হলো যে রিদ

খান ওর বোনকে বারবার আঘাত করতে চাইছে।
চোখের সামনে নিজের বোনকে কেউ আঘাত করতে
চাইবে আর সেটা কোনো ভাই-ই চুপ করে বসে
থাকবে না। আরিফের বোন এমনই অসুস্থ। রিদের
করা আঘাত গুলো মায়াকে নতুন করে আবারও জখম
করছে। তাছাড়া কিসের বেঈমানী কথা বলছে রিদ
খান? কি এমন সম্পর্ক মায়ার সাথে তার? প্রেমের
সম্পর্ক ভেঙ্গেও তো মানুষ অন্য জায়গায় বিয়ে করে।
এমনটা তো না যে মায়া উনার বিয়ে করা বউ হয়।
তার জন্য মায়াকে অন্য কোথাও বিয়ে দেওয়া যাবে
না। বিয়ে দিলে সেটা বেঈমানী হবে। এমন কিছুই
তো না তাহলে কিসের এতো রাগ ক্ষোভ রিদ খানের
মায়ার উপর। বড় ভাই হিসাবে আরিফ মায়ার উপর
করা রিদের আঘাত গুলো কক্ষনো মেনে নিবে না।
রিদের থাবার সঙ্গে সঙ্গে আরিফও মায়াকে বাহুতে
জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গেই। রিদের মুখোমুখি
হয়ে মায়াকে প্রটেক্ট করতে চেয়ে রাগান্বিত ভঙ্গিতে
মায়ার হাতটা রিদ থেকে ছাড়াতে চাইলে রিদের
শক্তির সঙ্গে আরিফ পেরে উঠতে না পেরে ঐহাতেই
সে তৎক্ষণাৎ রিদের শার্টের কলার চেপে ধরে

চিৎকার করে বলে উঠলো...‘ আমার বোনকে ছাড়।
নয়তো আজ আমি তোকে ছাড়বো না। আমার
বোনের গায়ে হাত তুলার সাহস কিভাবে পেলি
কাপুরষের দল। আমার সাথে আয়, নিজের পুরুষত্ব
দেখা দেখি। তোর তো বাপ-মা ঠিক নেই। সেজন্য
একটা কাপুরষ হয়েছিস। মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে
নেই সেটা পরিবার শিক্ষা দেয়। কিন্তু তোর তো
পরিবারই নেই। যার পরিবারের বাপ-মা ডিভোর্সি হয়
তার ছেলেগুলো এমন বেজন্মা আর কাপুরষ...আরিফ
থামে। সে থামে নয় তাঁকে থামতে বাধ্য করে রিদ।
হঠাৎ বিকট শব্দে আতঙ্কিত মায়া চিৎকার করে সেও
চুপ মেরে থরথর করে কেঁপে। অশ্রু সিঁক্ত আতঙ্কিত
চোখে তাকিয়ে রইল, হঠাৎ মত্ত হয়ে যাওয়া আরিফের
দিকে। ঝিম ধরে দাঁড়িয়ে থাকা আরিফ কয়েক
সেকেন্ডের মধ্যে হঠাৎই কপালের দু-কানিশ বেয়ে
তাজা রক্ত গড়িয়ে কাঁধের উপর পরতেই মায়া
পুনরায় আতঙ্কিত ভঙ্গিতে ভাই! ভাই! চিৎকার করে
উঠলো আরিফকে জড়িয়ে ধরে পরে যাওয়া থেকে
বাঁচাতে। কিন্তু অসুস্থ মায়া বিছানায় হাঁটু ভেঙ্গে
দাঁড়িয়ে থাকার কারণে আরিফের বলিষ্ঠ শরীরের ভার

নিতে না পেরে আরিফসহ মায়াও পরতে নিলে কোথা থেকে আসিফ হঠাৎ দৌড়ে এসে আরিফ কে ঝাপটে ধরল পড়া থেকে বাঁচাতে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সামনে তাকাতেই দেখল রিদকে রাগান্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে। হঠাৎ পরিস্থিতি কি হলো সেটা বুঝতে আসিফ চোখ আওড়িয়ে তাকাল ফ্লোরে ভেঙ্গে পরে থাকা কাঁচের টুকরো গুলোর দিকে। পরিবেশ দেখে যথটা বুঝতে পারলো আসিফ সেটা হলো রিদ ভাই নিজেই আরিফের মাথায় এই গ্লাসটা ভেঙ্গেছে হয়তো। কিন্তু কেন? সেটা জানে না আসিফ। কারণ আসিফ রিদের জন্য খাবার আনতে গিয়েছিল রেস্টুরেন্টে। কাল রাত থেকে মায়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি করায় রিদ না খেয়ে ছিল। সকাল থেকেও কিছুই খাইনি। সেজন্য রিদের সুগারফল করেছে বলে আসিফ হাসপিটালের পৌঁছিয়েই রিদের জন্য খাবার আনতে যাই। কিন্তু ফিরে আসতে আসতে এতবড় ঝামেলা হয়ে যাবে বুঝতে পারিনি আসিফ। আরিফের মতো শান্ত ছেলেকে রিদ কেন মারবে তাও বুঝতে পারছে না। যেখানে মায়ার বড় ভাই আরিফ সেখানে রিদের আরিফকে আঘাত করা প্রশ্নই উঠে না। তবে আসিফ

বিশ্বাস করে নিশ্চয়ই এখানে এমন কিছু একটা হয়েছে যার জন্য রিদ মেজাজ হারিয়ে আরিফকে আঘাত করেছে। আসিফ এই মূহুর্তে কিছু জানতে চাই না। কারণ এখন এই নিয়ে কাউকে প্রশ্ন করার মতো পরিস্থিতিও নেই। বরং আসিফের প্রয়োজন এই মূহুর্তে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। রিদ-মায়া আরিফ তিনজনই অসুস্থ। রিদকে হাইপার করাও এই মূহুর্তে ঠিক হবে না বলেই আসিফ আরিফকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মায়ার উদ্দেশ্যে বলল...‘ ভাবি আপনি শান্ত হোন। আরিফ ঠিক আছে। আমি দেখছি আরিফকে।

উত্তেজিত, আতঙ্কিত মায়া অস্থির ভঙ্গিতে আরিফের জন্য কাঁদতে লাগল। মায়া চাইনি আজ এমন কিছু হোক। মায়া এমনই সবকিছু আজরাতে বলে দিতো রিদকে। কিন্তু এরমধ্যে এসব হয়ে গেলো। একদিকে ভাই অন্যদিকে স্বামী। কারও পক্ষ নিতে পারবে না ওহ। একজনের পক্ষ নিয়ে কথা বললে অপরজনকে অসম্মান অপমান করা হবে। অসহায় মায়া নিরুপায় হয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। সে কোনো কালেই ভাবেনি এমন পরিস্থিতি হবে। মায়ার জানে আজকের

মতো অপমান রিদলে কেউ করেনি হয়তো। কেউ রিদকে কখনো আরিফের মতো করে সরাসরি এতোটা গালি দিয়ে অসম্মান করেনি। মা-বাপ তুলে তো নয়ই। জীবনে কেউ কখনো রিদের শাটের কলার চেপে ধরার সাহস পেয়েছে কিনা সন্দেহ। অথচ আজ মায়ার জন্য মায়ার দুটো ভালোবাসার মানুষই অসম্মানিত হলো। মায়া আরিফকে ছেড়ে রিদের দিকে তাকাতে চোখাচোখি হলো রিদের হিংস্রত্ব রক্তিম চোখ দুটোর সাথে। অপরাধ বোধে মায়ার চোখ মেনে আসল রিদের ডানহাতের দিকে, যেখান দিয়ে ফোটা ফোটা রক্ত গড়িয়ে পরছে হাতের পিষ্টদেশ ছিঁড়ে মধ্যমা আঙ্গুল বেয়ে ফ্লোরে। তখন ঐভাবে হঠাৎ কাঁচের গ্লাসটি আরিফের মাথায় ভাঙ্গার কারণে রিদের হাতও কেটেছে কাঁচে টুকরো গেঁথে। আতঙ্কিত মায়া রিদকে আহত হতে দেখে উত্তেজিত ভঙ্গিতে রিদের হাত ধরতে চাইলে তৎক্ষণাৎ মায়া গাল চেপে ধরে সেই রক্তাক্ত হাতে রিদ। অসুস্থ মায়ার গালের মারি ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো রিদের শক্ত হাতের থাবায়। হিংস্রত্ব রিদ রাগে হিসহিসিয়ে মায়ার চোখে চোখ রেখে বলল...‘ দরদ দেখাস আমাকে? তোর

দরদের কাঙ্গাল আমি? আমাকে বেজন্মা কাপুরুষ মনে হয়? আমার বাপ-মাকে তুলে আজ পযন্ত কেউ কিছু বলার সাহস পাইনি। কি ভেবেছিস? বউ বলে তোকে আর তোর ভাইকে ছাড় দিয়ে দিব আমি? আমার বউ হয়ে, আমাকে জীবিত রেখে অন্যের সাথে এঙ্গেস্ট হলে আমি কেন সেই বউকে ছেড়ে দিব? তুই বেঈমানী করবি, আর আমি সেটা সহ্য করবো ভেবেছিস? আমাকে সস্তা মনে হয় না?

রিদের আঘাতে ঝিমিয়ে পড়া আরিফ স্বস্তির হতে হতে পুনরায় রিদকে মায়ার গাল চেপে ধরতে দেখে সেও একই ভাবে এগিয়ে এসে রিদকে ধাক্কা মারতে চাইলে রিদ মায়ার গাল ছেড়ে তৎক্ষণাৎ আরিফের শার্টের কলার একহাতে চেপে নিজের মুখোমুখি করে, আঙ্গুল তুলে রক্তিম চোখে রাগে দাঁতে দাঁত পিষে বলল...

‘ একই ভুল বারবার নয়। এবার আর ক্ষমা করবো না। সম্পর্ক ভুলে যাব সোজা উপরের টিকেট হাতে ধরিয়ে দিব। জানে ভয় কর আমি ভালো মানুষ না। রিদের হুমকিতে আরিফ দমে যাওয়ার মতো ছেলে না। মূলত আরিফ বড়ভাই হিসাবে মায়াকে প্রটেস্ট

করতে চাইছে রিদের থেকে। কিন্তু আরিফ এটা জানতো না মায়া রিদের বউ হয়। আর এজন্যই রিদ মূলত এতোটা ক্ষিপ্ত হচ্ছে রিদের সাথে মায়ার বেঈমানী করা নিয়ে। রিদের ধারণা মায়া রিদের অগোচরে অন্য কারও সাথে এঙ্গেস্ট হয়েছে তারমানে সুযোগ মতো বিয়েটাও করে নিতো রিদকে অন্ধকারে রেখে। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে সকল ছেলেই রিদের মতো এতটা রিয়েক্ট না করলেও স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ রিয়েক্ট করতো নিজের ভালোবাসার বউয়ের দ্বিতীয় পুরুষের জন্য বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখলে। অক্ষত আরিফ রিদের হুমকিতে দমে না গিয়ে পুনরায় রিদের শার্টের কলার চেপে ধরতে চাইলে রিদ রাগে মেজাজ হারিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত উঠিয়ে আরিফকে আঘাত করতে চাইলে বাঁধা দেয় মায়া। তৎক্ষণাৎ রিদকে ঝাপটে ধরে আকুতি স্বরে কেঁদে উঠে বলল....

‘ প্লিজ আমার ভাইকে আর আঘাত করবেন না আপনি। আমার জন্য অনেক অসম্মান হয়েছে ভাই। আরিফ ভাই আমাদের বিয়ের সম্পর্কে কিছু জানেন না। প্লিজ ভাইয়াকে ছেড়ে দিন। আসিফ ভাইয়া প্লিজ আপনি আরিফ ভাইয়াকে একটু ধরুন। প্লিজ মায়া

কান্না আকুতি আরিফ হাত থেমে যায়। আরিফের মনে হলো সে মায়ার মুখে কিছু ভুল শুনেছে। এতক্ষণ আরিফের মনে হয়েছিল রিদ খান বাড়াবাড়ি করছে মায়াকে পছন্দ করা নিয়ে। কিন্তু এখন মায়ার স্বীকারোক্তিতে মনে হচ্ছে রিদ নিজের জায়গায় হয়তো ঠিক। বউ বেঈমানী করলে সব পুরুষ পাগল হবে। রাগারাগিটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু তার বোন রিদ খানের সত্যি বউ? আরিফ হাত টিলে হয়ে আসল রিদের কলারে। মায়ার দিকে অবিশ্বাস্য নজরে চাইতেই আসিফ পিছন থেকে তৎক্ষণাৎ আরিফকে ঝাপটে জড়িয়ে রিদের থেকে ছাড়িয়ে পিছনে গেল। আরিফ সরে যেতে রিদও মায়াকে ধাক্কা দিয়ে নিজের থেকে সরিয়ে দিতে দিতে হিসহিসিয়ে বলল....

‘ তোর ভাইকে অসম্মান করবো না? ভাইয়ের জন্য খুব জ্বলে না? তুই যে আমাকে, আমার বিয়েটাকে অসম্মান করলি সেটা? এজন্য তুই আমার কাছ থেকে সময় চেয়েছিলি? নিজের পরিবার থেকে সত্যিটা লুকিয়ে অন্য কারও বউ হওয়ার জন্য? মায়া বেড থেকে অপর পাশে দাঁড়াল মাথা নিচু করে। তীব্র অপরাধ বোধে আছড়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে।

মায়ার দিকটা কেউ শুনতে চাইছে না। মায়ার খুব ভালোবাসে নিজের স্বামী রিদ খানকে। মায়া নিজের জান দিতো তারপরও এই বিয়েটা কখনোই করতো না। সেখানে আজ মায়াই দোষী হয়ে গেল রিদের চোখে। মায়া প্রথম থেকেই জানতো এই বিয়েটার সত্যিটা শুনে যেভাবে আরিফ অবিশ্বাস করছে মায়াকে ঠিক তার থেকে দ্বিগুণ রিয়েক্ট করতো যদি সেদিন মায়া নিজের পরিবারকে এই সত্যিটা বলে দিতো। তখন ঐ অবস্থায় যদি মায়া কোনো ভাবে রিদকে বা অন্যকাউকে এই বিয়েটা সম্পর্কে বলতো তাহলে মায়াকে ঘরবন্দী করে চেয়ারম্যানের ছেলের সাথে বিয়েটা দিয়ে দিতো মায়ার বাপ-চাচা। তখন রিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ পেত না সে। তবে মায়া চটুগ্রাম এসেও রিদকে সত্যিটা জানাই নি কারণ রিদকে সত্যিটা বলা মতো উত্তম সময় তখনো ছিল না। রিদকে কিছু বলা মানে ওদের দুজনের বিয়েটা দুই পরিবারের মাঝে জানাজানি হয়ে যাওয়া একই কথা ছিল আর গোপন থাকতো না বিষয়টি। মাত্র মায়ার বোনের বিয়েটা হয়েছে ঐ পরিবারের। এর মধ্যে মাসখানেক সময় না গড়ালে ছোট বোনের

বিয়েটা প্রকাশ পেলে দুই পরিবারের ঝামেলা সৃষ্টি হবে ভেবে মায়া চাচ্ছিল অন্তত ওর বোনের বিয়েটা মাসখানেক মতো সময় পার হোক তারপরও না-হয় দুই পরিবারের মাযাদের বিয়েটা জানাজানি হোক। রিদ শান্ত মস্তিষ্কের মানুষ নয়। মায়াকে বিয়ে দিতে চাইছে এই বিষয়টা শুনলে সে মায়াকে নিজের কাছে রাখতে চাইতো। এরমধ্যে যদি দুই পরিবারের কেউ বাঁধা দিতো তাহলে তার পরোয়া না করেই মায়াকে নিয়ে যেতো নিজের সঙ্গে। মায়া এমনটা চাই না। মায়া চাই দুই পরিবারের সবাইকে পাশে নিয়ে রিদের সাথে বিয়ে আগাতে। মায়া অব্যোরে কাঁদা মধ্যে শুনা গেল আসিফের গলা স্বর। আরিফকে বলছে সে... ‘তুমি আমার সাথে আসো আরিফ। ভাই ভাবি উনারা দুজন বিবাহিত। তাদের মধ্যে আপাতত আমাদের না দাঁড়ানো উচিত। তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর আমি দিব। চলো!

প্রথমের মায়ার মুখে, এখন আসিফের মুখে একই কথা শুনে স্তব্ধতার নিশ্চুপ মেরে গেল আরিফ। তীব্র অবিশ্বাস্যে হঠাৎ কেমন মাথা ঘুরিয়ে উঠতেই আসিফ

আহত আরিফকে টেনে কেবিন থেকে বেড়িয়ে গেল
যাতে আবারও রিদের মুখোমুখি হয়ে আহত না হয়।
রক্তাক্ত আরিফ, রিদের আঘাতে কপাল ফেটে রক্তে
ছুপছুপ হলো কপাল, গলা, আর সাদা শার্টের বুকের
কাছটার কিছু অংশ। আহত রিদও হয়েছে তবে সেটা
আরিফকে আঘাত করতে গিয়ে হাতে কেটেছে। মায়া
রিদের ভয়ে পিছাতে পিছাতে কেবিনে এক কোণে
গিয়ে দাঁড়াল। পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ আর ভয়ংকর
রূপ নিবে সেটা কেউ বুঝতে পারিনি। রিদের চোখে
মুখে মায়াকে ঘিরে শুধু অবিশ্বাস্য আর বেঈমানীর
প্রহরতা খেলা করছিল। রিদকে মায়া এতো
ভালোবাসে সেটা প্রকাশ করার পরও কিভাবে সেই
নারী তার সেই ভালোবাসার পুরুষটির সাথে বেঈমানী
করতে পারে সেটা জানা নেই রিদের। মায়া সবসময়
বলে সে রিদকে অনেক ভালোবাসে তাহলে রিদের
সাথে বেঈমানীটা করলো কেন? কিসের জন্য? রিদ
মনস্তাত্ত্বিক ভাবনায় আবারও মেজাজ হারিয়ে ভয়ংকর
রাগে শরীরের সাথে রক্তাক্ত হাত গুলোও কাঁপতে
শুরু করলো পুনরায়। রিদের হাত দুটো রাগ কন্ট্রোলে
করতে তখনো মুষ্টিবদ্ধ ছিল। অথচ রাগে তোপে

রিদের হাতসহ গলার অ্যাডাম কাঁপছে ক্ষণে ক্ষণে।
মায়ার আর রিদের দিকে তাকানোর সাহস করতে না
পেরে মাথা নিচু করেই রাখল। হিংস্রত্ব রিদ আবারও
রাগে মেজাজ হারিয়ে কক্ষ বেডসহ বিছানা উল্টে
ফেলতে ফেলতে ফের চিৎকার করলো মায়ার
উদ্দেশ্য। মেজাজ হারিয়ে বলল...‘ আমি জীবিত কিন্তু
তুই অন্য কারও। আমি মরে গেলে কি করবি?
আমাকে ভুলে সংসার করবি? কিভাবে পারলি আমার
সাথে বেঈমানী করতে? তোর বুক কাঁপলো না?
জীবনের সব চলবে। তোকে হারিয়ে একা থাকা
চলবে কিন্তু বেঈমানী? উহুম! নট এলাউ।

রিদের কথায় মায়া দু’হাতে মুখ চেপে কাঁদতে লাগল
অপরাধ বোধে। রিদ কথা গুলো শেষ করে রাগে
কিরমির করে তৎক্ষণাৎ কক্ষ ছেড়ে বেড়িয়ে গেল।
যাওয়ার সময় দরজার কড়া আঘাত দেয়ালসহ
দরজাটি কেঁপে উঠলো দেয়ালের সঙ্গে ভারি লেগে।
এই মূহুর্তে রিদ এখান থেকে চলে না গেলে রাগের
বশে মায়াকে আরও আঘাত করতে দ্বিধা করবে না
বলেই রিদ বেড়িয়ে গেল। মায়া রিদের চলে যাওয়ার
দিকে তাকিয়ে আরও কান্নায় ভেঙ্গে পরলো। আজ

মায়া রিদের চোখে বেঈমান বউ হয়ে গেল। অথচ মায়া নিজের স্বামীকে কতোটা ভালোবাসে সেটা কিভাবে বুঝাবে? আজকে পর আর বিশ্বাস করতে চাইবে মায়ার ভালোবাসাকে ওর স্বামী? মায়াতো বেঈমান বউ হয়ে গেল ওর স্বামীর। মায়ার কান্নার মধ্যেই হঠাৎ আরিফের কথা মাথায় আসতেই দুর্বল শরীরের মায়া তৎক্ষণাৎ রিদের পিছন পিছন সেও দৌড়ে বের হতে দেখল আরিফ হসপিটালের করিডোরে মাথা ঝুঁকে মত্ত হয়ে বসে। ঝুঁকে থাকা কপাল থেকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে রক্ত পরছে দু'পায়ের মাঝের ফ্লোরে। ব্যস্ত আসিফ কিছু একটা বুঝাচ্ছিল আরিফকে হয়তো নিজের ট্রিটমেন্ট করাতে। কিন্তু নিস্তরু আরিফ তখনো মত্ত হয়েই নিশ্চুপ বসে। মায়া বুঝতে পারলো আজ মায়ার জন্য আরিফের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে অনেক। যেমনটা রিদ অসম্মানিত হয়েছে ঠিক তেমনটা আরিফ হয়েছে। মায়ার অপরাধ বোধে এগোল আরিফের দিকে। রিদকে দেখা গেল আসিফ আরিফের সামনে দিয়ে রাগান্বিত ভঙ্গিতে চলে যেতে। রিদকে চলে যেতে দেখে আসিফ এক পলক পিছন থেকে আসা মায়ার দিকে তাকিয়ে রিদকে ভাই! ভাই

করে উঁচু স্বরে ডেকে রিদের পিছনে দৌড়াতে চাইলে আবারও থেমে যায় মায়া ও আরিফকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে। এই মূহুর্তে ভাই-বোন দুজনের ট্রিটমেন্ট দরকার। সেই সাথে রিদও দুর্বল। সুগারফল করেছে এই অবস্থায় রিদের হুশ কম থাকে। জেদের বশে রিদ একা ড্রাইভ করতে গেলে নিশ্চিত কোনো বড়ো ধরনের একটা এক্সিডেন্ট ঘটতে পারে। অস্থির, চিন্তিত আসিফ পুনরায় আরিফের পাশে দাঁড়ালেও রিদের জন্য ছটফট করতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে। বারবার রিদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আরও চিন্তিত হতে লাগল। আসিফের ছটফট করার মধ্যেই মায়া এসে আরিফের পায়ের কাছটায় বসল দু'হাতে আরিফে পা জড়িয়ে। আরিফের কাছে ক্ষমা চেয়ে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলল...

‘ ভাই আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি তোমাকে অসম্মান করতে চাইনি। পরিস্থিতি এমন হবে আমি কখনো বুঝতে পারিনি। আমি তোমাদের দুজনের অপরাধী ভাই। আমার জন্য আজ তোমাদের দুজনের অসম্মান হলো। আমি সত্যি এমনটা চাইনি। আমার ভুল হয়েছে ভাই। আমাকে ক্ষমা করো।

মন্তু আরিফ তখনো নিশ্চুপ হয়ে বসে। হুম হ্যাঁ একটা শব্দ পযন্ত করলো না। মায়ার প্রতি বিশ্বাসটা আজ রিদের মতো আরিফও হারিয়ে ফেলল। আজ আরিফের আত্মসম্মানের আঘাত পেয়েছে খুব। আরিফ মাথা তুলে মায়ার দিকে না তাকিয়ে ঐ অবস্থায় ব্যর্থ গলায় বলল...‘ আমাকে এতোদিন সত্যিটা বললি না কেন?

আরিফের ভাঙ্গা গলার মায়ার আরও কেঁদে উঠলো। মায়া বুঝতে পারছে আরিফ কতোটা কষ্ট পেয়েছে মায়ার ধারা। মায়া একই ভঙ্গিতে আরিফের পা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল...

‘ আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ভাই। সত্যিটা জানলে তোমরা কিভাবে নিবে সেই ভয়ে কখনো বলতে পারি। আমার ক্ষমা করে দাও ভাই। আমি এসবের কিছুই চাইনি। কিছুই না।

মায়ার কথায় আরিফ তেমন কিছুই আর বলল না। বুক ভারির দীর্ঘশ্বাস গোপন করে আবারও নত মস্তিষ্কের বলল...

‘ হাতের রিংটা দে।

মায়া তৎক্ষণাৎ নিজের অনামিকা আঙ্গুলে থাকা
এনগেজমেন্ট রিংটা খুলে আরিফ দিকে বাড়িয়ে
দিতেই সেটা হাতে নিল আরিফ। মায়ার দিকে না
তাকিয়ে শুধু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মায়ার উদ্দেশ্যে
একটু করে বলল আরিফ...

‘আয়!

আরিফ করিডোর ধরে সামনে হাঁটতে চাইলে বাঁধা
দেয় আসিফ, বলে...

‘তুমি অসুস্থ আরিফ! তোমার ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন।
কপালের রক্ত পড়া বন্ধ না করলে তুমি সমস্যা
পড়বে।

আসিফের কথায় আরিফ ক্লান্তিতে হেঁসে বলল...‘
হৃদয়ের অনেক রক্ত হরণ হচ্ছে আসিফ ভাই। খুব
বুক ব্যথা করছে। কপালটা তো সামান্য কেটেছে মাত্র।
আপনার কাছে বুক ব্যথার ঔষধ থাকলে একটা দিন,
খুব অসহনীয় জ্বলছে বুকটা।

মায়া কান্না আর আরিফের ভাঙ্গা স্বরের গভীর কথা
গুলো মানে বুঝতে দেরি হলো না আসিফের।
পরিস্থিতি এমন অসম্মানজনক হবে সেটা আসিফও
কল্পনা করেনি। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে সেটা

বদলানোর যাবে না। কিন্তু তাই বলে আরিফ ট্রিটমেন্ট
নিবে না সেটা তো নয়। আরিফ আসিফকে পিছনে
ফেলে টলমল পায়ে কয়েক কদম হাঁটতেই তীব্র
দূর্বলতা বেহুশ হয়ে পরতে নিলে আসিফ পুনরায়
ঝাপটে ধরলো আরিফকে। আরিফের পরপর মায়াও
একই ভাবে পিছন থেকে বেহুশ হয়ে পরলো
দূর্বলতায়। কাল রাত থেকে মায়া অসুস্থ ছিল এখন
আবার রিদের তাড়বে মায়া আরও দূর্বল হয়ে পরলে
আরিফের সঙ্গে সঙ্গে সেও জ্ঞান হারালো।
হসপিটালের করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকা এতো মানুষ
ভিড় লেগে শুরু মায়াদের কাহিনি দেখছিল এতক্ষণ।
কি হয়েছে সেটা সঠিক কারও জানা না থাকলেও
সবাই বুঝতে পারছে মায়াদের মাঝে কোনো বড়ো
ধরনের ঝামেলা হয়েছে। প্রথমে আরিফ তারপর
মায়াকে বেহুশ হয়ে পরে যেতে দেখে বিপদে পরলো
আসিফ, কাকে রেখে কাকে ধরবে সেটা বুঝতে না
পেরে তৎক্ষণাৎ চেষ্টা ডাকল হসপিটালের নার্সদের
মায়াকে কেবিনে নিতে। নার্স আসাতে একটু দেরি
হলেও করিডোরে থাকা অন্যান্য রোগীদের সাথে আসা
কয়েকজন মহিলা এগিয়ে আসল মায়াকে ধরতে।

সবাই যখন আরিফ আর মায়াকে ধরাধরি করে কেবিনে নিতে ব্যস্ত তখনই দেখা গেল লিফট হতে আয়ন আর রাদিফকে বেড়িয়ে আসতে। রিদ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেছে বলে হয়তো আয়নদের সঙ্গে রিদের দেখা হয়নি। নয়তো দুজনের একজন নিশ্চয়ই রিদের সঙ্গে যেত। লিফট হতে পরিচিত দুটো মুখ বের হতে দেখেই অস্থির আসিফ তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত ভঙ্গিতে চৌকাল রাদিফের উদ্দেশ্যে। বলল...‘ রাদিফ ভাই দ্রুত রিদ ভাইয়ের পিছনে যান। ভাই অনেক অসুস্থ যেকোনো সময় বড়ো কোনো এক্সিডেন্ট করতে পারে। কাল রাত থেকে না খাওয়া ফলে রিদ ভাইয়ের সুগার ফল করেছে। প্লিজ ভাই আপনি দ্রুত যান। নয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।

রাদিফ যেভাবে বের হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই দৌড়ল রিদের উদ্দেশ্যে সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে। আয়ন রাদিফের পিছনে যেতে চাইলে আসিফ বাঁধা দিয়ে একই ভঙ্গিতে আয়নকে ডেকে বলে...

‘ আয়ন ভাই আপনি প্লিজ আমার সাথে আসুন। ভাবি অসুস্থ। আরিফেরও ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন। আপনি একটু আরিফকে ট্রিটমেন্ট করুন প্লিজ। সময়টা

১১ঃ৪৫ ঘরে! চাঁদ বিহীন আকাশে অসংখ্য তাঁরা মেলা। ঠান্ডা ফুরফুরে বাতাস গা ছুঁয়ে মন সিক্ত করছে। জুই তিনতলা ভবনের এককোণে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘন কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে সিক্ত নুনা চোখে। বাহিরের পরিবেশটা যতটা শান্ত জুইয়ের ভিতরটা ততটাই অশান্ত। বিগত গোটা একটা দিন একটা রাতের ব্যবধানে কতো কিছু ঘটে গেল জুইদের জীবনে। মায়া রাঙ্গামাটিতে হারিয়ে আজ অচেতন অবস্থায় হসপিটালের বেডে পরে। মায়াকে খুঁজতে গিয়ে আরিফও হসপিটালের একই অবস্থায় শুয়ে। আপন দুটো মানুষকে এইভাবে বেডে অচেতন অবস্থায় পরে থাকতে দেখে জুইয়ের ভিতরটা বারবার হু হু করে কেঁদে উঠছে বাঁধ ভাঙ্গা কান্নায়। এইতো সন্ধ্যার নাগাদ জুইকে কলেজ টিচারের বাসায় থেকে হসপিটালের নিয়ে এসেছে আসিফ। এখানে আসার পর থেকে মায়া আর আরিফকে অচেতন অবস্থায় কেবিনে পেয়েছে জুঁই। নিজের ভাই বোন দুজনকে অসুস্থ অবস্থায় দেখে নিজেকে সামলাতে পারেনি জুঁই হাউমাউ করে কেঁদেছিল তখন। তবে জুইকে সামলাতে আয়ন, আসিফ দুজনকেই পাশে পেয়েছিল

সে। এই অসময়ে বিপদে যেখানে জুইদের পরিবারই পাশে নেই সেখানে আয়নদের ডাল হয়ে দাঁড়ানোটা ছিল ঘোর অন্ধকারে বিশাল আলোর নেয় আস্থাবহল। আরিফ, মায়ার হসপিটালের তদারকি থেকে জুইয়ের খেয়াল পযন্ত রাখছে এই দুজন মানুষ। আয়ন প্রোফেশনালি ডাক্তার হওয়ায় আরিফ, মায়ার চিকিৎসার তদারকি সে নিজেই করছে। আর আসিফের কথা যত বলবে ততই কম মনে হবে জুইয়ের। চমৎকার একটি মানুষ। অসাধারণ দায়িত্ববান পুরুষ। কেউ সামান্য চাকরির জন্য তার মালিকের এতোটা বিশ্বস্ত আর আপন হয়ে থাকতে পারে সেটা আসিফকে না দেখলে বুঝতো না জুই। আবছা আলোয় হঠাৎ নিজের উপর কারও কালো ছায়া পড়তেই বিষন্ন জুই ছিল থেকে মাথা উঠিয়ে পিছনে তাকাল। দরজার সামনে আয়নকে দেখতে পেয়েই অস্বস্তিতে আছড়ে পরলো জুই। না চাইতেও আয়নের সঙ্গে পুরনো অতীত গুলো স্মৃতিচারণ হতেই জুই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের দু'হাত কুচলালো অস্বস্তিতে। এলোমেলো দৃষ্টিতে ফ্লোরে ফেলে মিহি স্বরে জিগ্যোসা করল...

‘ কিছু বলবেন?

‘ কিছু না বললে কি এখানে দাঁড়ানো যাবে না মিস জুই?

আয়নের কাটকাট কথায় কিছুটা রাগের আভাস পেল জুই। রাগটা কিসের তা বুঝতে দেরি হলো না জুইয়ের। জুইয়ের বিচলিতা বাড়লো। আয়নকে এরাতে চেয়ে বলল...

‘ তা কেন হবে? আপনি বরং এখানেই দাঁড়ান আমি কক্ষে যাচ্ছি মায়ার পাশে।

কথা বলেই জুই এক প্রকার চোরের মতোন আয়নের পাশ কাটিয়ে তাড়াহুড়োয় চলে যেতে চাইলে বাঁধা দেয় আয়ন। পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া জুইয়ের বাহু টেনে নিজের মুখোমুখি করতেই আয়নের কাছ থেকে নিজের হাতটা ছাড়ানো চেষ্টা করে জুই খানিকটা শক্ত গলায় বলল...‘ এসব কি ধরনের অভদ্রতা ডাক্তার সাহেব? হাতটা ছাড়ুন? যেতে দিন আমাকে।

আয়ন একই ভাবে জুইয়ের হাতটা চেপে ধরেই বলল...

‘ আমি এখন অভদ্র হয়ে গেলাম? তাহলে আমাকে আপনার মতো করে ভদ্রতা শেখান জুই। কিভাবে

মানুষকে মায়ায় ফেলে চট করে ঘায়েব হয়ে যাওয়া যায় সেইসব শেখান। আমি আপনার কাছে থেকে সলিড ধোঁকাবাজি শেখতে চাই জুই। যেন একটা মানুষকে পুরো ধ্বংস করার মতোন ক্ষমতা রাখে এমন বেঈমানী হতে চাই। শেখাবেন আমাকে? আপনি তো আমার দেখা শ্রেষ্ঠ ভদ্র মানুষ। আপনি নিশ্চয়ই এসবে ডিগ্রিদারি ভদ্র মানুষ।

আয়নের জুইকে করা অপমানের কথায় জুই রাগে মেজাজ দেখিয়ে বলল..

‘ হাতটা ছাড়ুন! আপনি এখন বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। যেতে দিন আমাকে। ছাড়ুন!

জুইয়ের মেজাজে আয়নও মেজাজ দেখিয়ে বলল..

‘ কেন যেতে দিব? আমার কথা আগে শেষ হোক তারপর যাবেন আপনি। এখন বলুন এতোদিন আমার কল ধরেন নি কেন আপনি?’ আমার ইচ্ছে করেনি তাই ধরেনি! কেন ধরবো আপনার ফোন? কে হোন আপনি আমার, যে সারভর ফোনে কথা বলতে হবে আমাকে?

বরাবরই জুইয়ের কথায় আয়নকে রাগ, ক্ষোভ কষ্ট দুটোই দেয়। এই মূহুর্তেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

আয়ন জুইয়ের বাহু ঝাকিয়ে কানে টেনে রাগের
তোপে বলল...

‘ ইচ্ছে করেনি তাই ধরেন নি তাই না? বিগত তিনটা
মাস আমার সাথে কি ছিল আপনার হ্যাঁ? রাতভর
ফোনে কি করতেন আমার সাথে আপনি? তখন
আপনার মনে হয়নি আমি কে? কেন আমার সাথে
তখন ফোনে কথা বলতেন? আপনি তো জানতেন
আমাদের দুজনের মধ্যে কি সম্পর্ক চলছিল
এতোদিন? তাহলে এখন না জানার ভান করছেন
কেন?

জুইও একই ভাবে বলল...‘ আমি যাকে মনে
করেছিলাম সে আপনি নই। একটা ভুল বুঝাবুঝি
সম্পর্ক ছিল বলে সেটা আমি শেষ করে দিয়েছি।

‘ আপনি একা শেষ করলে হবে? সম্পর্কটা ছিল
আমাদের দুজনের। শেষ করতে হলে আমাদের
দুজনের সমান মতামত থাকবে সেখানে, আপনি
একাকার শেষ করার কে? আপনি কি শুধু একাই
ছিলেন এই সম্পর্কে? আমি ছিলাম না? তাছাড়া
ভুল বুঝাবুঝি শুধু আপনার পক্ষ থেকে ছিল জুই,
আমি শুরু থেকেই জানতাম ফোনের ওপাশের

মানুষটা আপনি ছিলেন। আপনাকে জেনেশুনেই সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলাম আমি, তাহলে এখানে আমার দোষটা কোথায় সেটা বলবেন জুই? আমি তো আপনার কাছে যায় নি, আপনাকে ফোন করেনি, বরং আপনি আমার কাছে এসেছেন নিজের ভালোবাসা ঝুলি নিয়ে। আমাকে আপনার অভ্যাসে পরিণত করে হঠাৎ হারিয়ে গেলেন অন্য কারও অযুহাত দিয়ে। আপনি একটা বারও আমার কথা ভেবেছেন জুই? আপনাকে ছাড়া আমি কেমন থাকবো? আপনি তো আমাকে ভালোবাতেন জুই তাহলে কেন এমন করছেন? কেন আমাকে এতো কষ্ট দিচ্ছেন? সবটা ঠিক করে নেওয়া যায়না? আমি তো মানুষটা সেই আগেরই আছি, যার সাথে আপনি মন খোলে কথা বলতেন, সবকিছু শেয়ার করতেন তাহলে আপনি এখন কাকে খোঁজছেন জুই? জেদি জুই জেদ ধরেই বলল...

‘ বললাম তো সবটা ভুল বুঝাবুঝি ছিল। আমি আপনাকে কখনো ভালো বাসিনি।

জুইয়ের মুখে ‘আপনাকে কখনো ভালো বাসিনি’ কথাটা আয়নের বুকে কোথায় যেন একটা চিনচিন ব্যথা শুরু হলো গুমোটো। আয়ন সেইভাবেই বলল...

‘ তো কাকে ভালোবেসেন জুই? রাদিফকে? আমাদের ফোনে কথা বলার আগে রাদিফকে কইবার আপনি সরাসরি দেখেছেন জুই? একবার? এই একবার দেখাতে আপনি রাদিফকে এতোটা ভালোবাসলেন যে আমার সাথে তিনমাস এতো এতো কথা বলেও আপনার মনে আমার জন্য সামান্য ভালো লাগা সৃষ্টি হয়নি? আপনার সব ভালো গালা, ভালোবাসা, ফিলিংসের আদান প্রদান সবকিছু তো আপনি আমার সাথে শেয়ারিং করেছিলেন জুই, তাহলে আপনার সেই ফিলিংস গুলো কি মিথ্যা ছিল? আপনার ধারণা করা মানুষটা আমি হতে পারিনি বলে আমার সাথে সবকিছু আপনি মিথ্যা করে দিলেন জুই? রাদিফের সাথে তো আমার কোনো কিছুই ছিল না জুই। আপনার সকল স্মৃতি, সকল ভালো লাগার ফিলিংস তো আমার সাথে ছিল তাহলে আমি কিভাবে আপনার কিছু হলাম না? নাকি রাদিফের মতোন আমি ফর্সা নয় কালো মানুষ বলে আমাকে মেনে নিতে পারছেন না আপনি? কোনটা?’ এমন কিছুই না। হাতটা ছাড়ুন!

‘ তো কেমন কিছু জুই, বুঝান আমাকে। আপনার যদি আমার গায়ের রংয়ে সমস্যা না থাকে তাহলে কিসে

সমস্যা? আমি রাদিফের বাবার মতোন বড়োলোক নয়
সেজন্য ভাবছেন আপনি ঠকে যাবেন আমাকে নিয়ে।
তাহলে আপনাকে বলে রাখি জুই, আমি একজন
স্টাবলিশ কর্মজীবী মানুষ। আমার কর্ম আছে যেটা
রাদিফের নেই। রাদিফের বাপ-ভাই বড়োলোক হলেও
রাদিফ তার পরিবারের উপর নির্ভরশীল। রাদিফ
এখনো নিজের পড়াশোনা শেষ করতে পারেনি আর
না কোনো চাকরি বা ব্যবসায় জড়িয়েছে। আপনি
রাদিফকে এতো বড়োলোকী ভাব দেখছেন না সেটা
শুধু রাদিফের বাবা-দাদার পৈতৃকসম্পত্তি দাপটে।
সেই সম্পত্তির ভাগ কিন্তু আমার মারও আছে।
সেক্ষেত্রে আমার পরিবারও কম যায় না খান পরিবার
থেকে। হয়তো রিদের বিষয়টা আলাদা। রিদের নিজস্ব
কর্ম আছে। সে একজন সফল ব্যবসায়ী। রিদের
হয়তো বাপ-দাদার পৈতৃকসম্পত্তি ভাগের প্রয়োজন
নেই কিন্তু রাদিফের এই মুহুর্তে তার পরিবার ছাড়া
গোটা শূন্যতে আছে। সেক্ষেত্রে আমি আমার
ওয়াইফকে বিলাসবহুল জীবন দিতে পারব জুই।
আমার নিজস্ব গাড়ি-বাড়ি পেশা সবই আছে। আমার
বাবার সম্পত্তির প্রয়োজন পড়বে না। আমি আপনাকে

ভালো রাখতে পারবো জুই। আয়নের কথায় জুইকে
লোভী টাইপের মেয়ে মনে হলো। জুই কখনোই
আয়নকে টাকা-পয়সা জন্য দূরে ঠেলে দেয়নি। জুই
কোনো লোভী মেয়ে নয়। আয়নকে দূরে সরিয়ে
রাখার পিছনে জুইয়ের বড়ো কারণ আছে। যেটা জুই
এই মুহূর্তে প্রকাশ করতে চাচ্ছে না। কিন্তু আয়নের
কথার ধরণে জুইয়ের নিজেকে লোভী মেয়ে মনে
হলো। জুই ঘুণায় নাক মুখ ছিটকিয়ে আয়নের থেকে
হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল....

‘ আপনি একটা বিকৃত-মস্তিস্কের মানুষ। আপনার
আমার সম্পর্কে এমন ধারণা ছিঃঃ!

‘ আপনি কেমন আমি জানি না জুই তবে আমি
আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি আপনাকে বুঝানোর।
নয়তো আমি একবার হারিয়ে গেলে আপনার সাধ্যে
হবে না আমার আর ফিরিয়ে আনার। আয়ন কথা
গুলো শেষ করেই প্রস্থান করলো বারান্দা ছেড়ে।
ভগ্নহৃদয়ে বুকটা কেমন হা হা করে উঠলো আবারও।
আজ কতোটা দিন ধরে জুই আয়নকে অকারণে কষ্ট
দিয়ে যাচ্ছে। আয়নকে জুই রাদিফ ভেবে কথা
বললেই বা কি? জুইয়ের ফিলিংসের আদান প্রদান

সবকিছু তো আয়নের সঙ্গে হয়েছিল। দুজনের এতো স্বপ্ন, মায়া, টেক কেয়ার, ভালো লাগা, মুগ্ধতা, সবকিছুতে দুজনের মিলে যাওয়ার এতোকিছু পরও জুই কিভাবে আয়নকে দূরে সরিয়ে দেয় সামান্য দেখায় রাদিফের প্রতি ভালো লাগা থেকে। রাদিফের প্রতি তো ভালো লাগা ছিল জুইয়ের যেটা জুই কখনো প্রকাশ করতে পারেনি। সামান্য ভালো লাগা থেকে যদি জুই রাদিফের জন্য আয়নকে অস্বীকার করতে পারে, তাহলে আয়নের প্রতি ভালো লাগাটা তো জুই অসংখ্য বার আয়নকে বলেছিল ফোনে, তাহলে আয়ন কিভাবে সবকিছু ভুলতে পারবে এতো সহজে? এলোমেলো পায়ে আয়ন বারান্দা থেকে বেড়িয়ে কক্ষে বাহিরের যেতে যেতে শুনা গেল জুইয়ের ফুপিয়ে কান্নার শব্দ বারান্দা থেকে। জুইয়ের কান্নায় আয়নের বুকে আবারও চিনচিন ব্যথা অনুভব করলো। চারপাশে কেমন যেন গুমোট আর কষ্টে ভরা পরিস্থিতি। এখানে যে ভালোবেসেছে সেই ভালো নেই আজ। আয়নকে দরজা ধরে বেড়িয়ে যেতে দেখে দুচোখ মেলে তাকাল মায়া। জুই-আয়নের কথার মাঝেই মায়ার হৃশ ফিরে ছিল। দুজনের তর্ক-বিতর্ক

মায়া আর শব্দ করলো না বরং চুপচাপ চোখ বন্ধ করেই পরে রইলো বিছানায়। প্রথম থেকেই মায়ার কানে এসেছিল দুজনের কথা। অসুস্থ মায়া ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বারান্দার দিকে। ভিতর থেকে ভেসে আসছে জুইয়ের কান্নার শব্দ। মায়া ঘাড় বেঁকে তাকাল পাশের বেডে শুয়ে থাকা আরিফের দিকে। মাথায় মোটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। চিৎ হয়ে লম্বা করে পড়ে আছে সেখানে। মায়া আরিফের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেই চোখ দিয়ে ধরধর অশ্রু জড়াল অপরাধ বোধে। বিকালে ঘটনা স্মৃতিচারণ করতে করতে ভাঙ্গা গলায় ধীরস্বরে ডাকল আসিফকে। মায়ার ছোট স্বর ডাক কেবিনের বাহিরে না পৌঁছালেও বারান্দার থাকা জুইয়ের কানে ঠিকই পৌঁছাল। দ্রুততায় হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছে তাড়াহুড়ো কক্ষে প্রবেশ করতেই জুই দেখলো মায়ার হুশ ফিরতে। মায়াকে সজ্ঞানে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা জুই তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে মায়াকে ঝাপটে ধরতেই ব্যথায় গোঙ্গাল মায়া। ব্যথিত মায়ার ব্যথার ঠাহর করতেই তৎক্ষণাৎ মায়াকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে

দাঁড়াতে জুই বলল....‘ সরি সরি! আমার মনে ছিল না
তুই অসুস্থ। খুব ব্যথা পেয়েছিস? ডাক্তার ডাকবো?
জুইয়ের অস্থিরতায় মায়া তেমন কিছুই বললো না।
এই মূহুর্তে মায়ার অল্প শব্দ করতেও কষ্ট হচ্ছে।
তারপরও মায়া ছোট গলায় জানতে চাইল আসিফের
কথা...

‘ আসিফ ভাইকে ডাক দে জুই।

আসিফের খোঁজ করতে দেখে বিচলিত হলো জুই।
উদ্বিগ্ন গলায় বলল...

‘ কেন কোনো সমস্যা হচ্ছে রিতু? ব্যথা পেয়েছিস
খুব?

মায়া একই অবস্থা বলল...

‘ জুই আসিফ ভাইকে ডাক আমি কথা বলবো।

মায়ার ব্যথাতুর কণ্ঠে জুই তৎক্ষণাৎ আসিফকে ডাকল
কক্ষে আসতে। মায়ার হৃশ ফিরেছে শুনে মূহুর্তে
কেবিনে ছুটে আসল আসিফ। মায়ার মুখোমুখি হয়ে
মায়ার অবস্থা জানতে চাইলে মায়া আসিফের প্রশ্নের
উত্তর না দিয়ে রিদের কথা জানতে চেয়ে বলল....‘
উনি(রিদ) কোথায় আসিফ ভাইয়া?

আসিফ মায়ার প্রশ্ন করাটা স্বাভাবিক ভাবেই নিলো।
যেন মায়া হুশে ফিরে রিদের কথা জানতে চাইবে
সেটা জানতো আসিফ। তাই স্বাভাবিক নেয় উত্তর
দিয়ে বলল...

‘রিদ ভাই তো ঢাকায় চলে গেছে ভাবি।

মায়া থেমে থেমে আবারও বলল...

‘উনাকে কল দেন ভাইয়া, আমি কথা বলবো।

মায়ার কথায় আসিফ অনেকটা আমতাআমতা করে
বলল...‘ ভাইয়ের ফোন বন্ধ ভাবি। ভাই(রিদ) এই
মূহুর্তে খুবই ডিস্টার্ব। রাদিফ ভাই আছেন রিদ
ভাইয়ের বাড়িতেই তবে রিদ ভাইয়ের আশেপাশে
যাওয়ার অনুমতি আপাতত কারও নেই ভাবি। আপনি
বরং এখন রেস্ট করুন, ভাইয়ের সাথে কাল কথা
বলিয়েন। আমি বরং আপনার জন্য ডাক্তার ডাকি।
নিশ্চয় রাত আর ঘোর কালো অন্ধকারে অল্প আলোয়
মিটমিট তাঁরা গুলো যেন মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে আকাশের
বুকে। শহর জুড়ে ঠান্ডা হওয়া আর ঝিঝিপোকা ডাক
ঘুমন্ত শহরটা যেন অদ্ভুত ছান্দ তুলছে। উঁচু উঁচু
বিল্ডিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে যান্ত্রিক
ল্যাম্পপোস্ট গুলো। চাঁদ বিহীন অন্ধকারের মাঝেও

ল্যাম্পপোস্টের হলুদ আলোয় আলোকিত ঘুমন্ত শহর।
মাঝেমধ্যে দুই একটা যান্ত্রিক গাড়িকে চলে যেতে
দেখা যাচ্ছে। তবে এই মধ্যে রাতে যেটা বেশি দেখা
যাচ্ছে যেটা হলো একদল ছন্নছাড়া কুকুর। রাস্তা মাঝে
এলোমেলো দৌড় আর ঘেউঘেউ শব্দ করে ঘুমন্ত
শহরটাকে জানান দিচ্ছে তাদের পাহাড়াদারীতার
খবরটির। আবার দুই একটা কুকুরকে রাস্তার মাঝে
বুক লাগিয়ে শুয়ে পরতেও দেখা যাচ্ছে। মায়া বিরতি
বিহীন দৃষ্টিতে সেইসব তাকিয়ে দেখছে চারতলা
ফ্ল্যাটে বারান্দা হতে। মধ্যরাতের প্রহর তখন ২ঃ২০
ঘরে। এতো রাতে না ঘুমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায়
চুপচাপ বসে থাকাটাও অস্বাভাবিক কিছুর ইঙ্গিত
করে। নিশুচুপ উদাস মায়া আবারও শব্দ করে দীর্ঘ
নিশ্বাস ফেলে হাতের ফোনটা দিয়ে ৫৬বারের মতোন
কল মিলাল রিদকে। প্রতিবারের মতোই রিং হতে
হতে কল কাট হয়ে গেল এক সময়ে। মায়া জানে
রিদ ওর কল রিসিভ করবে না তারপরও বিরতি
বিহীন একের পর এক করেই যাচ্ছে। মায়া পুনরায়
কল মিলিয়ে তাকিয়ে রইল সেই ল্যাম্পপোস্টের হলুদ
আলোয় রাস্তার দিকে। তখনই হঠাৎ কেউ অন্ধকার

বারান্দার আলো জ্বালাতেই মায়া চমকে পাশে
তাকাল। ঘুমন্ত জুইকে দরজার পাশে সুইচ বোর্ডে
হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বাভাবিক নেয় মায়া
পুনরায় সেই দৃষ্টি ফেলল রাস্তায়। নিস্তরু নিরবতা
ভেঙ্গে মায়াই প্রথমে বলল... ‘আলোটা চোখে লাগছে
জুই। লাইটটা অফ করে দে।

মায়ার কথায় সত্যি সত্যি জুই তৎক্ষণাৎ লাইট অফ
করে মায়ার পাশে বসতে বসতে ঘুমন্ত গলায় বলল..
‘এতো রাতে এখানে কি করছিস তুই?
মায়ার উদাসীন উত্তর আসলো তক্ষুনি...

‘আকাশের চাঁদ গুলো গুনছিলাম।
মায়ার কথায় জুই ঘাড় বেঁকে উঁকি ঝুঁকি মেরে দূর
আকাশের দিকে তাকিয়ে অসংখ্য তাঁরার মাঝে একটা
চাঁদের সন্ধানও না পেয়ে জুই। এই আমাবস্যার চাঁদ
পাবে কোথায়? তাছাড়া চাঁদ তো একটায় হয় কিন্তু
মায়া বলল অসংখ্য চাঁদের কথায়। জুই একই গলায়
বলল...

‘এই অন্ধকার রাতে চাঁদ কোথায় পেয়েছিস তুই?
আমিতো দেখছি না।

‘ না দেখলে চলে যাহ। রুমে গিয়ে ঘুমা। তোর জন্য
আজ চাঁদ আকাশে উঠে। আমার জন্য উঠেছে তাই
আমি দেখছি। তুই যাহ!মায়ার মন খারাপের আভাস
জুই বুঝতে পেরেই বলল...

‘ মুড অফ?

মায়া একই ভাবে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে
উদাসীন গলায় বলল...

‘ আজ বিশ দিন হয়েছে উনার সাথে আমার
যোগাযোগ নেই জুই। উনি নিশ্চয়ই খুব বেশি রেগে
আছে আমার উপর। উনাকে(রিদ) আমি কিভাবে
বুঝাব, যা হয়েছে তাতে আমার কোনো হাত ছিল না।
আমিতো উনাকে ভালোবাসি তাঁকে রেখে নিশ্চয়ই
অন্য কারও কাছে যেতাম না।

মায়ার কথায় এবার জুইও সিরিয়াস হয়ে বসল। আজ
অনেক দিন ধরে রিদ-মায়া, আরিফের মনমালিন্যতার
কাহিনি গুলো দেখছে জুই। সবকিছু বুঝেও জুইয়ের
মায়ার সঙ্গে এই বিষয়ে তেমন কোনো কথা হয়নি।
এমন না জুই এই বিষয়ে কথা বলতে চাইনি, বরং
জুই প্রথম থেকেই মায়ার সঙ্গে এসব বিষয়ে কথা
বলতে চেয়েছিল কিন্তু মায়াই প্রতিবারের মতো

ওদের সম্পর্কের বিষয় গুলো এড়িয়ে গেছে। তাই এখন মায়াকে নিজ থেকে এসব বিষয়ে কথা বলতে দেখে জুইও আগ্রহী হলো, মায়াকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে বলল... ‘ভুলটা তোর দ্বারায় হয়েছে রিতু। তোর উচিত ছিল সবটা আরও আগে ভাইয়াকে জানানোর। তাহলে হয়তো সবকিছু এতোটা বিগড়ে যেত না। আরিফ ভাইয়াও খুব কষ্ট পেয়েছে সেদিন। আজ পর্যন্ত তোর সাথে কথা বলছে না ভাই।

জুইয়ের কথায় মায়া গোপন দীর্ঘশ্বাসটা প্রকাশেই ছাড়ল। খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাতের ফোনটা পাশে রাখল। ঐ আকাশে তাঁরা দিকে তাকিয়ে বলল...

‘আজ আমি যতোটা অপরাধী, সেদিন সবাইকে সবটা আগে জানালেও ঠিক ততটাই অপরাধী থাকতাম জুই। হয়তো আরিফ ভাই আর উনার(রিদ) জায়গায় ভিন্ন মানুষ গুলো দাঁড়িয়ে থাকতো। তবে সবদিক থেকে আমিই আসামী হতাম। আমার দিকটা কেউ বুঝতে চাইতো না যেমনটা আজ চাচ্ছে না কেউ। মায়ার মন খারাপে জুইয়েরও মন খারাপ হলো। বিগত দিনগুলো ধরে দেখে আসছে মায়াকে রিদের

সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে। প্রতিবারই মতোই মায়া বিফল। শুধু তাই নয়। খান বাড়ির কারও সঙ্গেই মায়া যোগাযোগ করতে পারছে না এমনকি আসিফের সঙ্গে পযন্ত না। রিদের সঙ্গে মায়া মনমালিন্যতা বুঝা যায় কিন্তু তাই বলে আসিফের সঙ্গে কেন মায়া যোগাযোগ করতে পারছে না সেটাই বুঝতে পারছে না জুই। সেদিন হাসপিটাল হতে মায়া আর আরিফকে আসিফই বাসায় পৌঁছে দিয়ে সে ঢাকায় ব্যাক করে। তারপর থেকে আসিফ অনেকটা নিরুদ্দেশ বলা যায়। মায়ার সঙ্গে যোগাযোগ পযন্ত করছে না। জুই মায়াকে হঠাৎই বলল...

‘ ঢাকা যাবি রিতু, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে?’

জুইয়ের কথায় মায়া দূর আকাশ হতে দৃষ্টি সরিয়ে তাকাল জুইয়ের দিকে। হাল্কা ভ্রুর কুঁচকে বলল..‘

ঢাকা?

‘ হ্যাঁ!

‘ কেন?

‘ দেখ ভাইয়া তোর উপর খুব রেগে আছে। আমার মনে হয়না তিনি কখনো তোর ফোন রিসিভ করবে। এজন্য বলছিলাম তুই বরং কাল ঢাকা চলে যাহ

ভাইয়ার কাছে। দুজন সামনাসামনি হলে তুই তোর দিকটা ভাইয়াকে বুঝাতে পারবি।

‘ আর উনি যদি বুঝতে না চাই আমাকে তখন?

‘ দেখ রিতু, কোনো মানুষ এতোটাও শক্ত হয়না যে সে তার ভালোবাসার মানুষের দিকটা বুঝতে চাইবে না। অবুঝের মতোন বারবার আঘাত করবে। আমার মনে হয় তুই ভাইয়ার কাছে গেলে তিনি আর রাগ করে থাকবে না তোর উপর। বরং তোর দিকটা শুনতে চাইবে। তারপরও যদি দেখিস তিনি তোর দিকটা বুঝতে চাইছে না তাহলে মনে করবি ভাইয়া তোকে আর নিজের জীবনে চাইছে না। হয়তো তিনি ভিন্ন কিছু চাইছে। হতে পারে সেপারেশন।

জুইয়ের মুখে সেপারেশন শব্দটা শুনে মায়ার কোথায় যেন প্রচণ্ড আঘাত করলো। মায়া জুই থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দু’হাতে মাথা চেপে ঝুঁকে বসতে বসতে বলল.. ‘ তুই যা জুই। আমার ভালো লাগছে না।

জুই থাকার আকুতি জানিয়ে বলল...

‘ আর একটু থাকি না।

‘ না।

জুই প্রসঙ্গ এড়াতে চেয়ে বলল...

‘ কাল কলেজে যাবি রিতু? অনেক দিন-তো হলো
কলেজে যাস না। রাফা তোর কথা রোজ জিগ্যেসা
করে। যাবি কাল?

মায়া একই ভাবে বলল...

‘ জানি না। তুই যা এখন। জুই মায়াকে কিছু বলতে
গিয়েও বলল না। কিন্তু মায়াকে ছেড়ে রুমেও গেল
না। বরং ঠায় মায়ার পাশে বসে রইল। মূলত
জুইয়ের মন চাচ্ছে না মায়ার মন খারাপের অবস্থায়
একা ফেলে চলে যেতে। মায়া মাথা ঝুঁকে কিছুটা
সময় বসে থাকার পরও জুইকে নড়তে না দেখে পাশ
থেকে ফোনটা হাতে তুলে ঠাস করে উঠে দাঁড়াল।
জুইকে পাশ কাটিয়ে সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে
পরলো উপুড় হয়ে। মায়াকে শুয়ে পরতে দেখে জুইও
বারান্দার দরজা চাপিয়ে মায়ার পাশে শুতে শুতে
ভাবল মায়ার কথা। মায়ার রিদের জন্য মন খারাপ
হয় কিন্তু হসপিটাল থেকে আসার পর কখনো
মায়াকে রিদের জন্য কাঁদতে দেখেনি। বরং চুপচাপ
মন খারাপ করে বসে থাকতে দেখেছে বড় জোর।
কিন্তু আরিফ যখন মায়াকে নিরবে এড়িয়ে যায়,
মায়াকে দেখেও না দেখার মতো করে থাকে, আবার

মায়ার সঙ্গে কথা বলে না তখন মায়াকে খুব কাঁদতে দেখা যায়। জুই এতোটা দিন মায়াকে পর্যবেক্ষণ করে যেটা বুঝতে পেরেছে সেটা হলো, মায়া হয়তো রিদের রাগের ধারণা আগে থেকেই ছিল সেজন্য হয়তো পূর্ব প্রস্তুতি ছিল এমন কিছু হবে বলে। কিন্তু আরিফের অভিমান, নিরতারণ, ভার নেওয়ার জন্য হয়তো মোটেও প্রস্তুত ছিল না মায়া। সেজন্য ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে টানাপোড়ায় মায়া সহ্য করতে না পেরে কেঁদে উঠে নিজের অজান্তেই। জুই মায়ার দিকে কাত হয়ে শুয়ে, গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভাবল না-জানি কবে সবটা ঠিক হয়। জুই নিজেরও কখনো আরিফকে দেখেনি তীব্র অভিমানে এইভাবে চুপ করে যেতে। যেখানে আরিফ সবার থেকে মায়ার প্রতি যত্নশীল। সেই আরিফ আদুরের মায়ার প্রতি এতোটা নিশ্চুপ হয়ে যাবে সেটা সত্যিই জুই ভাবিনি কখনো। আরিফের নিশ্চুতা মায়ার অপরাধ বোধকে ক্ষণে ক্ষণে পাপে তুলছে। মায়ার প্রতি জুইয়ের খুব মায়া হয়। চোখের পলকে কেমন মায়া ভালোবাসার দুটি সুন্দর সম্পর্ক, ভরসা জায়গা হারিয়ে অবিশ্বাসের পোকা ধরলো। আল্লাহ করুক! মায়ার জীবনে সবটা আবার

ম্যাজিকের মতো ঠিক হয়ে যাক। আরিফ- রিদ দুজনই মায়াকে আবার বিশ্বাস করে যারযার সম্পর্কের জায়গা থেকে আগলে নিক। জুইয়ের ভাবনা চিন্তার মাঝেই মায়া হঠাৎ মাথা উঁচিয়ে অন্ধকারে তাকাল জুইয়ের দিকে। হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বলল... ‘আমাকে তোর ধ*র্ষি*তা মনে হয় জুই? মায়ার অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চমকে উঠে জুই। হতভম্ব হয়ে তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রশ্ন করে বলল জুই...

‘এসব কি বলছিস তুই? ধ*র্ষি*তা হতে যাবি কেন? তোরাই তো বলেছিস সেদিন রাতে জঙ্গিদের হাত পরিস নি তাহলে এখন আবার এসব কথা কোথায় থেকে আসছে?

জুইয়ের কথায় মায়া পুনরায় বালিশে মাথা রাখতে রাখতে ভাঙ্গা ভেজা গলায় বলল...

‘আমি মনে হয় আমার স্বামীর চোখে ধ*র্ষি*তা জুই। আমাদের যখন খাদ থেকে উদ্ধার করা হয় তখন আমাদের দুজনের শরীরের জখম ছিল। হয়তো সেই জখম গুলো দেখেই উনি(রিদ) আমায় ঘৃণা করছেন। ভেবেছেন আমি ধ*র্ষি*তা। নষ্টা বউকে চাইনা বলেই যোগাযোগ করতে চাইছে না। সেপারেশন চাই।

মায়ার কথায় জুই খানিকটা ধমক স্বরে বলল...‘ বাজে বকিস না মায়া। তোকে উদ্ধার করা থেকে ডাক্তার দেখানো সবকিছু রিদ ভাই নিজের হাতেই করেছেন। কই তখন তো এমন কিছু বলতে শুনেনি? নাকি তুই রিদ ভাইকে এমন কিছু বলতে শুনেছিস? আমার জানা মতে রাফা ঐ জঙ্গি ছেলেগুলোকে সনাক্ত করতে রেব ক্যাম্পে আসিফ ভাইয়ের সঙ্গে গিয়েছিল। ছেলেগুলোকে সনাক্তও করা হয়েছে। জঙ্গি ছেলেগুলো স্বীকারোক্তি দিয়েছে তারা শুধু রাফাকে তুলে এনেছিল সেদিন, তোকে তারা আনেনি। তুই নাকি নিজে গিয়েছিস রাফাকে বাঁচাতে। রাফা বা তোর কারও ক্ষতি তারা করেনি। এমনকি তারা নাকি তোকে দেখেনি পযন্ত, আর না ধরতে পেরেছে। তাহলে তুই হঠাৎ এসব কথা কেন বলছিস? রিদ ভাই শুধু তোর এজেন্ট হওয়া বিষয়টা নিয়ে রেগে অন্য কিছু নিয়ে নয়। তুই ভুল ভাবছিস উনাকে। জুইয়ের কথায় মায়াকে আর নড়তে দেখা গেল না। জুই অনেক অপেক্ষা করলো মায়ার উত্তরের কিন্তু মায়াকে উত্তর করতে না দেখে বুঝল মায়া হয়তো এসব বিষয়ে আর কথা বলতে চাইছে না। তাই জুইও আর কথা না

বাড়িয়ে মায়ার দিকে মুখ করেই একটা সময় ঘুমিয়ে
পরলো। তবে মনে মনে দোয়া করলো যাতে মায়ার
জন্য যেন নতুন একটা ভোর হয়। ভালোবাসা আর
বিশ্বাসময়। সকাল ৪ঃ৪৫ মিনিট। রিকশা থেকে থেমে
ভাড়া মিটাল জুই। মায়া পাশেই কলেজ ড্রেসে কাঁধে
ব্যাগ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে। রিকশা থেকে নামতেই মায়া
লক্ষ করলো আশেপাশে সবাই কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে
মায়ার দিকে তাকিয়ে। কেউকেউ আঁড়চোখেও
মায়াকে দেখছে। মায়া বুঝল না সবার এমন দৃষ্টি
কারণ। আর না জানতে চাইল কেন সে সবার দৃশ্য
কেন্দ্রবিন্দু। অসুস্থ মায়া বিগত একটা মাস কলেজে
আসেনি। সুস্থ হওয়ার পরও মানসিক টানাপোড়ায়
আসলো না। সামনে টেস্ট পরীক্ষা বিদায় আসতে
হলো। নতুন করে আবারও পড়া শুরু করতে হবে।
বিগত দিনের অনেক পড়া বাকি তাই আজ মায়ার
কলেজে আসা। জুই ভাড়া মিটিয়ে মায়াকে নিয়ে
কলেজে প্রবেশ করতে করতে আশেপাশে সবার
নজর মায়ার উপর লক্ষ করলেও সে চুপ থাকল। জুই
জানে সবার কৌতহলের দৃষ্টি মায়ার উপর কেন?
বিগত দিনগুলোতে মায়া কলেজে উপস্থিত না

থাকলেও জুই ঠিকই উপস্থিত ছিল। তাই সেজন্য সে জানে বিগত দিনগুলোতে মায়াকে নিয়ে ক্যাম্পাসে ভিতর কতেটা চর্চা হয়েছে। স্যার থেকে শুরু করে ক্যাম্পাসের সিনিয়র, জুনিয়র সবার মুখে মুখে মায়ার চর্চাই ছিল। আর সেই চর্চার বিশেষ কারণও ছিল। কলেজের কর্তৃপক্ষ মন্ত্রী নিহাল খানের ছেলে রিদ খানের বউ মায়া। আর এটাই ছিল মায়াকে সকলের চোখে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করার। সেদিন ট্যুর যাত্রার পর থেকেই রিদ-মায়ার কাহিনি পুরো ক্যাম্পাসের অলিগলি ছড়িয়ে। হয়তো কিছুক্ষণ পর মায়াও এই বিষয়টি নিয়ে অবগত হয়ে যাবে। ক্যাম্পাসের করিডোর ধরেই হাঁটছিল মায়া আর জুই। দ্বিতীয় তলায় ক্লাসরুম ওদের। শ্রেয়া, নাদিয়া কলেজে এসেছে কিনা আপাতত জানা নেই মায়া বা জুইয়ের কারওই। এরই মধ্যে দুজনের যাওয়ার পথে হঠাৎ কোথা থেকে রাফা দৌড়ে এসে পিছন থেকে মায়াকে ঝাপটে জড়িয়ে ধরলে খেঁ হারায় মায়া। তাল সামলাতে না পেরে আতঙ্কে জুইকে ধরতে চাইলে অপ্রস্তুত জুইও খেঁ হারিয়ে তিনজনই পড়লো একত্রে। করিডোরে দেয়াল ঘেঁষেই পরলো এতে ব্যথা পেল

তিনজনই। কিন্তু মায়া গলায় রাফার দুহাত বাঁধা থাকায় নিশ্বাস আঁটকে আসার উপক্রম হতে মায়া জোর করে রাফার হাতটা গলা থেকে ছাড়াতে চেয়ে বলল...‘ বেয়াদব মহিলা ছাড়! নিশ্বাস নিতে পারছি না আমি।

মায়া কথায় রাফা তাড়াহুড়ো করে গলা থেকে হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল..

‘সরি! সরি! বেশি ব্যথা পেয়েছিস?

মায়া দেয়াল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অধৈর্যের রাফা আবারও মায়ার হাত টেনে ধরলে মায়া কপাট গলা বলল...

‘বেয়াদব মাইয়া, তুই কি আমার জামাই লাগুস? ঘেঁষাঘেঁষি করিস কেন? ছাড়!

জুইও সবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এর মধ্যে মায়ার ত্যাড়া কথায় জুই কাঁধে ব্যাগ টেনে ঠিক করতে করতে বলল...

‘কথাটা কপি পেস্ট মনে হয়! তুই ঠিক কাকে কপি করেছিস বলতো মায়া?

একদিকে রাফার টানাটানি শেষ হচ্ছে না অন্যদিকে জুইয়ের খোঁচায় মায়া বিরক্তি চোখে জুইয়ের দিকে

তাকিয়ে নিজের পড়ে থাকা ব্যাগটা তুলে ঝেড়ে কাঁধে
পড়তে পরতে ক্ষিপ্ত গলায় বলল...‘ নিজের জামাইরে
কপি করছি। হয়ছে এবার? সর!

কথা বলেই মায়া জুইকে পাশ কাটাতে চাইলে পুনরায়
হাত টেনে রাফা বলল...

‘ জানু কই যাস?

রাফার টানাটানিতে বেশ বিরক্ত হলো মায়া। কিন্তু
রাফার মুখে জানু ডাক শুনে খানিকটা দ্রুত কুঁচকে
বলল।

‘ জানু?

‘ হহ! তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড না? জানু তো ডাকতেই
পারি।

‘ তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হলি কবে থেকে?’ যবে
থেকে তুই আমার জীবন বাঁচালি তবে থেকে। এই
জীবন তোর। আর এই জীবনে তুই হলি আমার
একমাত্র বেস্ট ফ্রেন্ড বাকি সব বাদ। যে মানুষের
জীবন বাঁচাই আমার চোখে তার মূল্যায়ন অনেক
বেশি। আর সেখানে তুই তো আমার জীবন, ইজ্জত
দুটোই বাঁচিয়েছিস তোর মূল্যায়ন আমার মনে, প্রাণে,
বুকে, কলিজায় সবখানে জানু।

কথা গুলো বলতে বলতে রাফা পুনরায় অধিকার দেখিয়ে মায়ার কাঁধ জড়িয়ে গলা পেচিয়ে ধরলো। মায়াকে নিয়ে সামনের দিকে কদম বাড়ালে মায়া অসহায় গলায় বলল।

‘ আমার ঠিক হয়নি সেদিন তোকে জঙ্গিদের হাত থেকে বাঁচানোর। তোকে সেদিন জঙ্গলে ফেলে আসলেই ভালো হতো। মায়ার কথায় দুই পয়সার পাত্তা দিল না রাফা। ওদের পাশে পাশে জুইও হাঁটছিল। রাফার নতুন বন্ধুত্ব জুইয়ের সাথেও হয়েছে। রাফার চঞ্চলতা সম্পর্কে মায়ার ধারণা না থাকলেও বিগত দিনে জুইয়ের বেশ ধারণা হয়েছে। সেজন্য জুই চুপ রইল। কিন্তু চঞ্চল রাফা মায়ার কাঁধ জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল...

‘ ভুলতো তুই করেছিস আমাকে বাঁচিয়ে, সেটা তোকে মানতেই হবে জানু। আচ্ছা শুন! রিদ জিজুর সঙ্গে একটা বলদ থাকে না সবসময় ঐ মালটা কইরে?

রাফার কথায় মায়ার সঙ্গে সঙ্গে জুইও দাঁড়িয়ে গেল সন্দিহা প্রকাশ করে। ঘাড় বেঁকে রাফার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মায়া বলল...

‘ কার কথা বলছিস তুই?

মায়ার কথায় রাফা মনে করার মতোন করে বলল...

‘ আরে আছে একটা হাবাগোবা বলদ টাইপের রিদ
ভাইয়ের আগেপিছে ঘুরে। কি যেন নাম তার? অ না
আ দিয়ে ছিল একটা নাম। আকিম না কি যেন নাম?
পাশ থেকে রাফাকে সহজ করে জুই সন্দেহ বশে
আসিফের নাম ধরে বলল...‘ আসিফ ভাই?

‘ হ্যাঁ, হ্যাঁ! এটাই, এটাই। আসিফ! আসিফ!

মায়া সন্দেহ করে বলল...

‘ আসিফ ভাইকে কেন চাই তোর?

‘ আজব আমি কেন তাকে চাইব? সে কি ফ্রী
ইন্টারনেট নাকি যে চাইব। তাঁকেই তো দেখলাম
আমার আম্মুর সাথে সেই ভাব জামাতে। উড়ন্ত
খবরের গুনলাম সে নাকি আমার আম্মুর মেয়েকে
পছন্দ করে। ঘটনা কতখানি সত্য সেটাই তো জানতে
তোর কাছে তার খবর নিতে আসলাম, বুঝ্ছি।

রাফার কথায় মায়া জুই দুজনের চোয়াল বুলে
যাওয়ার মতো অবস্থা। মায়ার আগে জুই আবাক
হওয়ার স্বরে বলল...

‘ আসিফ ভাই তোর বড় বোনকে পছন্দ করে রাফা?
আল্লাহ! আসিফ ভাইকে দেখে তো মনেই হয়না তিনি
কখনো কোনো মেয়েকে পছন্দ করতে পারেন।

জুইয়ের কথায় মায়ারও একই মত পোষণ করলো।
রাফা খানিকটা ভাব নিয়ে মায়ার কাঁধ আবারও
আগের মতোন পেচিয়ে সামনে হাঁটতে হাঁটতে
জুইয়ের কথার উত্তরে বলল...

‘ আমি আমার পরিবারের একমাত্র সিঙ্গেল পিস।
আমার ছোট-বড়, সামনে -পিছে, উঁচু নিচু, কোনো
ভাইবোন নাই। মা-বাবার একমাত্র সুকন্যা আমি
বুঝছি। ক্লাসমেট হিসাবে রাফার সঙ্গে মায়াদের পূর্ব
পরিচিত থাকলেও কখনো সেইভাবে রাফাকে চেনা-
জানা হয়নি কারও। ট্যুরের পর থেকেই রাফার সঙ্গে
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হওয়া মায়াদের। রাফার খবর পেয়ে
রাফার বাবা-মা রাজ্যমাটিতে গিয়েছিল কিন্তু তখন
মায়াকে নিয়ে রিদ চলে এসেছিল সেখান থেকে। কিন্তু
তার পরদিনই মায়ার সঙ্গে দেখা করতে হাসপিটালে
যায় রাফার পুরো পরিবার। মায়াকে জড়িয়ে ধরে
রাফার মা হাউমাউ করে কেঁদেছিল সেদিন। একমাত্র
মেয়ে রাফার জীবন বাঁচানোর জন্য। রাফার বাবাও

কেঁদেছিল। মায়ার মাথাই দোয়ার হাত বুলিয়ে দোয়াও করেছিলেন তিন। এরপর থেকেই রাফার বা-বাবা মায়াকেও রাফার বোন আর নিজেদের আরেকটি মেয়ে বলে মায়াকে মেনেছিল। সেদিন হতে বলতে গেলে রাফার পরিবারের সঙ্গে মায়ার একটা ঘনিষ্ঠ সু-সম্পর্ক হয়ে উঠেছে। কিন্তু মায়া এটা জানতো না রাফার আর কোনো ভাইবোন ছিল না। এখন রাফার মুখে সে একমাত্র সন্তান হওয়ার কথাটা শুনে মায়া খানিকটা আবাক স্বরে বলে...‘ তারমানে আসিফ ভাই তোকে পছন্দ করে রাফা?

‘ হতে পারে। আই ডোন্ট নো।

‘ আসিফ ভাইয়ের সঙ্গে তোর যোগাযোগ হয়? কথা বলিস তোরা ফোনে?

‘ আমি কেন কথা বলতে যাব আজব? তবে আমার আম্মুর সাথে যোগাযোগ আছে এই লোকের। কাল রাতেও দেখলাম আম্মুকে ফোন করতে। কিন্তু কেন?

মায়া বুঝতে পারলো আসিফ শুধু মায়ার একার ফোনটাই রিসিভ করছে না। বাকি সবার সাথেই আসিফের যোগাযোগ আছে। মায়া হাঁটা থামিয়ে

অনেক রাগান্বিত গলায় রাফার কাছে ফোন চেয়ে
বলল...

‘তুই ফোন এনেছিস রাফা?’

রাফা সম্মতি দিয়ে বলল.....‘হ্যাঁ!’

‘ফোনটা দে আমাকে।’

‘কেন কি করবি?’

‘আসিফ ভাইকে কল দিব।’

রাফা আশেপাশের পরিবেশটা দেখে ব্যাগ থেকে
ফোনটা বের করতে করতে মায়াকে বলল...

‘এখানে দিব? নাকি আগে ক্লাসে যাবি?’

‘ক্লাসে সবাই থাকবে ক্যান্টিনে চল। ক্যান্টন এখন
খালি থাকবে। চল!’

রাফা ফোন দিতেই মায়া আসিফের মুখস্থ নাম্বারটা
টাইপিং করে তৎক্ষণাৎ কল মিলাল আসিফকে।

সকাল হওয়ায় আশেপাশে ছাত্র- ছাত্রীদের আনাগোনা
কম। ক্লাস শুরু হতে আরও চল্লিশ মিনিট বাকি।

ক্যান্টিনে গিয়ে বসতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে
বলে অধৈর্যের মায়া ক্যাম্পাসের করিডোরে একপাশে

গিয়ে দাঁড়াল। অধৈর্যের নেয় আসিফকে পরপর কল
মিলালেও আসিফ সেটা রিসিভ করলো না।

তৃতীয়বারে মতোন ওপাশের কলটা রিসিভ হতেই
অধৈর্যের মায়া শক্ত গলায় বলল আসিফকে শুধালো...

‘ ফোনটা আপনার ভাইকে দিন আসিফ ভাই। রাফা
নাম্বার থেকে মায়ার কণ্ঠ পেতেই আসিফ বুঝতে
পারলো আজ মায়া কলেজে গিয়েছে। হয়তো দুজন
এখন একত্রেই আছে। আসিফ রাফাকে ভেবে মায়ার
কল রিসিভ করে যেন বিপদে পরে গেল। একদিকে
রিদ অন্যদিকে মায়া। আসিফ কার কথা শুনবে?
জামাইর নাকি বউয়ের? কি করবে আসিফ সেটা
ভেবে না পেয়ে আমতা আমতা করে বলল...

‘ ভাবি ভাইতো রুমে।

‘ সেখানে নিয়ে যান।

‘ ভাই অফিসের জন্য রেডি হচ্ছে ভাবি। আমি এখন
গেলে ডিস্টার্ব হবে।

মায়া একই ভাবে জেদি গলায় বলল...

‘ আমি ডিস্টার্ব করবোই।

মায়ার জেদি গলায় আসিফ অসহায় বোধ করে
বলল...

‘ ভাবি আপনার ফোন আমি রিসিভ করেছি শুনলে
রিদ ভাই রাগ করবেন।

আসিফের কথাটা শুধিয়ে মায়া রাগান্বিত গলায় বলল...

‘ আপনি আমার ফোন কোথায় রিসিভ করেছেন? আপনি তো রাফার কল রিসিভ করেছেন। রাফা সাথে আপনার কি চলে আমি জানি না বুঝি? আসিফ তাড়াহুড়ো করে বলল...

‘ আস্তাগফিরুল্লাহ ভাবি! আমার কারও সাথে কিছু চলে না। সবই ষড়যন্ত্র!

‘ ঠিক আছে, আমি সেটা রাফার আম্মুকে বলে দিবনে তাহলে।

মায়ার কথায় এবার আসিফ চুপ করে গেলে। একদিকে রিদ অন্যদিকে মায়া দুটোই জেদ্দি টাইপের মানুষ। যেমন বউ তেমন জামাই। কার আদেশ শুনবে আসিফ। অসহায় আসিফ নিরুপায় হয়ে বলল...

‘ দুই মিনিট সময় দিন ভাবি। এম্মুনি যাচ্ছি।

‘ আমি ভিডিও কল দিচ্ছি তাহলে। অধৈর্যের মায়া তৎক্ষণাৎ কল কেটেই রাফার একই নাম্বার হতে আসিফকে ভিডিও কল মিলাল হোয়াটসঅ্যাপে। আসিফ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে সেই কলটি দেখল। রিদের কক্ষের দরজা নক করতেই ভিতর

থেকে ডাকল রিদ। আসিফ একবুক সাহস নিয়ে রুমে প্রবেশ করতেই দেখল সত্যি সত্যি রিদ প্যান্ট শাট ইন করে পরছে অফিসে জন্য রেডি হতে। আসিফ ফোন হাতে নিয়ে রিদকে দেখল আয়না ভিতর। রিদ তখনো প্যান্টের বেল্ট কোমরে জড়াতে জড়াতে তাকাল জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আসিফের দিকে। ফোনের রিংটোনের শব্দ রিদের কানেও যাচ্ছে কিন্তু আসিফকে কিছু বলতে না দেখে বরং চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রিদ হাল্কা কপাল কুঁচকে জিগ্যোসা করল...

‘ কি চাই? কেন এসেছিস?

আসিফ একবুক সাহস নিয়ে মায়ার ভিডিও কল রিসিভ করল। রিদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল..

‘ ভাই জরুরি ফোন এসেছে। আপনি ছাড়া সমাধান হচ্ছে না। একটু কথা বলে দেখুন প্লিজ।

রিদ জরুরি ফোন মনে করেই হাত বাড়িয়ে আসিফ থেকে ফোনটা নিতে চেয়ে জিগ্যাসু গলায় বলল..

‘ কে ফোন করেছে? আসিফ রিদের হাতে ফোনটা দিয়েই তৎক্ষণাৎ দরজার দিকে দৌড় দিতে দিতে বলল...

‘ ভাবি ফোন করেছে।

চোখের পলকে আসিফ উধাও। কিন্তু রিদের হাতে থাকা ফোনটিতে মায়ার হাস্যোজ্জ্বল মুখটি ভাসছে। রিদ ফোনের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো দুজনের। অনেকটা দিনপর দুজনের আবারও মুখোমুখি হওয়া। রিদ রাগের তোপে ফোন কাটতে চাইলে মায়া অধৈর্যের নেয় তাড়াহুড়ো করে বলল...

‘ এই কল কাটবেন না! কাটবেন না।

চোয়াল শক্ত করা রিদকে তারপরও কল কাটার মনোভাব দেখে মায়া আবারও তাড়াহুড়ো বলল...

‘ আই লাভ ইউ জান। আই লাভ ইউ। কল কাট করা লাল বাটনের থাকা রিদের বৃদ্ধা আঙ্গুলটি তৎক্ষণাৎ কেঁপে উঠলো। যতোটা রাগ মায়ার কল পেয়ে হয়েছিল ঠিক ততটাই বরফ নেয় গলে গেল মায়ার মুখে ‘আই লাভ ইউ জান’ বাক্যটি শুনে। রিদের তপ্ত মেজাজ শীতল হলো। দুজনের মধ্যে এই প্রথম ভালোবাসার লেনদেন করা। মায়ার ভালোবাসা

সম্পর্কে রিদ প্রথম থেকেই জানতো কিন্তু কখনো মায়া বা সে সরাসরি কেউ কাউকে ভালোবাসি বলা হয়নি আজও। এই প্রথম মায়ার মুখে ভালোবাসি শব্দটা বলা। রিদের মায়ার উপর জমা থাকা সকল রাগ যেন এক মূহুর্তে শেষ হয়ে গেল। রিদ চেয়েও যেন নিজের রাগ ধরে রাখতে পারছে না মায়ার উপর। রিদ বুঝল না সেকি এই কথাটা শুনার জন্য এতোদিন রাগ করে বসেছিল? কই নাতো। রিদ তার বউয়ের বেঈমানীর জন্য রাগ করেছিল তাহলে সেই নারীর মুখে সামান্য ভালোবাসি কথা শুনে সে কেন গলে যাচ্ছি। তার আরও রেগে থাকার কথা। এতো ভালোবাসা দেখিয়ে তো এই নারীই অন্য কারও নামে এঙ্গেস্ট হয়েছিল। তাহলে এই নারী যে এখন ভালোবাসি বলে আবারও বেঈমানী করবে না তার কি গ্যারান্টি? মায়ার এঙ্গেস্ট হওয়ার কথা রিদের স্বরণে আসতে মস্তিষ্ক তড়াক করে জ্বলে উঠে রাগে। রিদকে চোয়াল শক্ত করতে দেখে মায়া আবার নরম সুরে বলে...‘ আই মিস ইউ জান। এতো গুলা মিস করছি আপনাকে। আমার মন জ্বলে আপনার জন্য। সারারাত ঘুমাতে পারি না। খালি কেমন কেমন করে। আপনি

সাথে থাকলে কতো আদুরে করতাম আপনাকে।
আপনি কেন আসেন না আমার কাছে? চলে আসেন
তো তাড়াতাড়ি।

মায়ার দুষ্ট কথায় রিদ অভ্যস্ত নয়। হুটহাট মায়ার দুষ্ট
কথায় রিদ অপ্রস্তুত হলো। রিদের মনে হলো বউ
তার ইজ্জত নিয়ে টানছে। আর একটু কথা বাড়ালে
এই মহিলা আরও উল্টা পাল্টা কথা বলে রিদের
ইজ্জতে হাত দিয়ে বসবে। কি সরাসরি আবদার,
তাঁকে আদুর করতে চাই। বেয়াদব মহিলা তাঁকে
অপদস্তক করে। রিদ কি বলবে ভেবে না পেয়ে মিথ্যা
রাগরাগি ফেস করে ধমক স্বরে বলল...

‘বেয়াদব! সঙ্গে সঙ্গেই রিদের কল কাট হয়ে গেলে
মায়া কান থেকে ফোন নামিয়ে দুষ্ট হাসলো। জুই
রাফা থেকে একটু দ্রুত বজায় রেখেই এতক্ষণ রিদের
সাথে কথা বলছিল মায়া। কল কেটে যেতেই দুজন
এগিয়ে আসল মায়ার দিকে। মায়াকে একা হাসতে
দেখে রাফার আগে জুই বলল...

‘হাসছিস কেন? কি হয়েছে? ভাইকে মানাতে
পেরেছিস?

‘মনে হয় একটু পেরেছি!

‘ মনে হয় মানে? এরমানে ভাইয়াকে এখনো মানাতে পারিস নি তুই?

মায়া রাফার দিকে ফোনটা এগিয়ে দিতে দিতে জুইয়ের কথার উত্তরে বলল...

‘ উনার প্রেমিকা নয় বউ হয় আমি জুই। আমার সাথে কতোদিন রাগ করে থাকবে সে? উনাকে যদি পাগল না বানাই তাহলে আমি রিদ খানের বউ না।

মায়ার কথার সঠিক অর্থ জুই বুঝল না। জুই মনে করলো মায়া উল্টা পাল্টা কোনো কাজের ইঙ্গিত করছে সেজন্য জুই ভয়াত গলায় মায়াকে শুধিয়ে বলল...

‘ পাগল বানাবি মানে? কি করবি তুই? দেখ মায়া উল্টা পাল্টা কিছু করিস না কিন্তু। রিদ ভাই এমনই তোর উপর রেগে আছেন।

জুইয়ের কথায় মায়া বলল...‘ উনার সাথে সকল লিমিট ক্রস করার রাইট আমার আছে। বউ হয় উনার আমি। দেখ জুই, সম্পর্কের মধ্যে একজন রাগ করলে অপরজনকে তাঁকে বুঝাতে হবে এটাই একটা সম্পর্কের সৌন্দর্য্য। আমার স্বামী রাগ করেনি, বরং আমাকে ভুল বুঝে আছে, এই অবস্থায় আমি তার ভুল

না ভাঙ্গিয়ে যদি চুপ থাকি তাহলে আমার সম্পর্কে ফাটল ধরবে সেটা নিশ্চিত। একটা সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি হতেই পারে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু সম্পর্কের ভুলটা শেষ না করে উল্টো সেই সম্পর্কটাই শেষ করাটা হলো বুদ্ধিহীনতার কাজ। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো নিজের সম্পর্ক শেষ করবে না বরং সম্পর্কে হওয়া সেই কারণটা শেষ করতে চাইবে। কথাটা বলেই মায়া রাফার কাছে ফোনটা দিয়ে ক্লাসরুমের দিকে হাঁটল। জুই তখন সেখানেই হতবুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। জুইয়ের মনে হলো মায়া শেষের কথা গুলো জুইকে উদ্দেশ্য করে বলেছে। আয়ন আর জুইয়ের সম্পর্কে চলা সমস্যা গুলো ঠিক করতে ইঙ্গিত করেছে। মায়ার মাঝেমধ্যে বেশ ম্যাচুয়েট আর গম্ভীর কথা বার্তা বলে। এই যেমন এখন বলল। আয়নের কথা মাথায় আসতেই জুই বিষন্ন ভগ্নহৃদয় হলো। সেদিন হাসপিটালের সেই সাক্ষাৎকারে পর আয়ন আর জুইকে কল করেনি। জুই অবশ্য আয়নের ফোনের অপেক্ষায় বসে ছিল না। তারপরও জুইয়ের অবুঝ মন বারবার যেন আয়নের ফোনের অপেক্ষায় ছিল। না চাইতেও আয়নের ফোন না করা নিয়ে মন

খারাপ হয়েছে জুইয়ের। কিন্তু কেন সেটা জানে না জুই। তপ্ত রোদে অতিষ্ঠ জন-নগরী। কাঠফাটা রোদের হিটে গা জ্বলা ভাব। মাথার উপর সূর্যটা যেন দাঁড়িয়ে। সময় ঠিক তখন দুপুরের ঘরে। ঘড়ির কাঁটায় ১ঃ১৩। মাত্র ক্লাস শেষ করে কলেজে মাঠে নামল পঞ্চম বান্ধবী। রোদের প্রহরতায় মুখ কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করছে একেক জন। ইতিমধ্যে দরদর ঘামে ভিজে উঠেছে জামাসহ সবার গায়ের এপ্রোনটাও। কিন্তু এরমাঝে দল ছেড়ে রাফাকে কোথাও দৌড়ে চলে যেতে দেখে আচানক চমকে উঠলো সবাই। মূহুর্তে হাঁটা থামিয়ে পিছন ফিরে রাফাকে উঁচু গলায় ডাকল মায়া...‘ রাফা কই যাচ্ছিস তুই?

মায়ার কথায় তৎক্ষণাৎ উত্তর আসলো রাফা...

‘জানু দুই মিনিট অপেক্ষা করো, আমি পাঁচ মিনিটে আসতেছি।

রাফাকে দৌড়াতে দেখে পাশ থেকে বিরক্তিতে চৈঁচাল শ্রেয়া। রাফাকে উদ্দেশ্য করে বলল....

‘তাকে রেখে চলে যাব কিন্তু আমরা।

‘তাকে দাঁড়াতে কে বলছে? তুই চলা যা। আমার জানু থাকলেই হবে।

এরমাঝে মায়াকে উদ্দেশ্য করে পুনরায় চাঁচাল রাফা,
ভুলবাল ইংলিশ বলে বলল...

‘ জানু ইউ ওয়েটিং। আই এম কামিং দুই মিনিট।
চঞ্চল রাফা চঞ্চলতা নিয়ে সবার ধারণা বিগত দিনে
ভালো করেই হয়েছে সবার। সবার থেকে মায়ার
ধারণাটা বেশি হয়েছে রাফাকে নিয়ে। সেদিন মায়ার
রাফার জীবন বাঁচানোর পর থেকে যেন রাফার জন্য
মায়া আরেকটা বিশ্বাসযোগ্য স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।
রাফার জন্য সবাই একদিকে কিন্তু মায়া অন্য দিকে।
মায়া এই কাঠফাটা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে হতাশার
নিশ্বাস ফেলল রাফাকে দৌড়ে ক্যান্টিনের দিকে চলে
যেতে দেখে। শ্রেয়া রাফাকে চলে যেতে দেখে সেও
এই রোদেই দাঁড়াল। রাফার অতিরিক্ত চঞ্চলতা
তাদের সবাইকে দারুণ আনন্দ দেয়। কিন্তু অতিরিক্ত
রোদের জন্য সবাই ক্যাম্পাসের করিডোরে দাঁড়াতেই
মিনিট খানিকের ভিতর রাফাকে দেখা গেল দুহাতে
কোণ আইসক্রিম নিয়ে দৌড়ে আসতে। মায়ার বরাবর
থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে মায়ার দিকে একটা
আইসক্রিম বাড়িয়ে দিতেই, মায়া সেটা হাতে নিতে

‘নিতে কপাল কুঁচকে রাফার দিকে তাকিয়ে বলল...’

‘তুই আইসক্রিমের জন্য তখন এইভাবে দৌড়াচ্ছিলি?’

‘তো কি করবো? আমার জানুর গরম লাগছে তাই ওকে একটা আইসক্রিম খাওয়াব না?’

‘তাই বলে এতো মানুষের সামনে দৌড়াতে গিলি কেন? হেঁটে যেতি।’

‘আরে চিল। আইসক্রিম খাও তো জানু।’

রাফা হাতের অপর একটা আইসক্রিমটা জুই দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে অবশিষ্ট আইসক্রিমটা নিজে খেতে লাগল। শ্রেয়া, নাদিয়া কারও জন্য আইসক্রিম আনতে না দেখে চেতে উঠে শ্রেয়া।

‘তুই আমাদের জন্য আইসক্রিম আনলি না কেন? আমাদের গরম লাগছে না?’

রাফার দায়সারা উত্তরে বলল...

‘গরম লাগলে কিনে খা। আমি কেন তোকে নিজের টাকায় আইসক্রিম খাওয়াতে যাব? আমি কি তোর বয়ফ্রেন্ড লাগি আজব।’ তাহলে মায়া, জুইকে যে খাওয়ালি?

‘দেখ শ্রেয়া! জানু(মায়া) আমার জানু লাগে। আর জানুর বোন(জুই) আমার বোন হয়। সেজন্য দু’জনকে

খাওয়ালাম। এখন তোরা আমার কি লাগুস? যে
খাওয়াব?

পাশ থেকে নাদিয়া অবাক সুরে বলল...

‘মানে আমরা তোর বান্ধবী না?

আইসক্রিমের কাগজটা ছাড়াতে ছাড়াতে নাদিয়া
কথার উত্তরের বলল রাফা..

‘সেটা আবার কখন হলাম? জীবনে কখনো স্বীকার
করেছিস বা কাউকে বলেছিস যে তোরা আমার
বান্ধবী হোস সেটা? নাদিয়া খানিকটা দমে গিয়ে
বলল...

‘বলতে হবে কেন? দু’মাস ধরে আমরা একত্রে আছি
তাহলে হলাম না বান্ধবী?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নাদিয়া দিকে রাফা তাকিয়ে বলল....

‘দু’মাস ধরে কি তোরা আমার সাথে আছিস নাকি
আমি জানুর সাথে আছি বলে তোদের সাথে দেখা
হচ্ছে কোনটা? দেখ! আমার থেকে আইসক্রিম খেতে
হলে আগে আমার বান্ধবী হতে হবে নয়তো আমি
কাউকে ফ্রীতে সুতার দেওয়ারও মানুষ না।

নাদিয়ার কিছু বলার আগেই শ্রেয়া রাফাকে জড়িয়ে
ধরে বন্ধুত্ব করার আবদার জানাতেই রাফা সেটা বেশ

ভাব নিয়ে এক্সেপ্ট করে। শ্রেয়া সঙ্গে সঙ্গে নাদিয়াও তাই করলো। মূহুর্তের মাঝে তিনজনের মধ্যেই বেশ বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব একটা ভাব তৈরি হতেই শ্রেয়া রাফাকে আইসক্রিম খাওয়ানোর আবদার করগেই সেটা পুনরায় না করে বসলো রাফা। বলল...‘ আমি কেন খাওয়াব?

‘ মানে এখন আমরা বন্ধু না?

‘ তাহলে তুই আমাকে খাওয়া আগে।

‘ আমি না সকালে তোকে দশ টাকা আমড়া খাওয়ালাম। ভুলে গেছিস?

শ্রেয়ার কথায় রাফা মনে পরলো সত্যি সত্যিই শ্রেয়া সকালে সবাইকে আমড়া খাইয়েছিল। সেখানে রাফাও ছিল। তাই এখন রাফারও উচিত শ্রেয়ার সাথে নিজের আইসক্রিম শেয়ার করার। রাফা আইসক্রিমের প্যাকেট ছাড়াতে ছাড়াতে শ্রেয়ার দিকে নিজের আইসক্রিমটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বললে....

‘ ঠিক আছে তাহলে তুই আমার আইসক্রিম থেকে পাঁচ টাকার, পাঁচ টাকার করে দশ টাকার কামড় দিবি ছোট করে কেমন?

‘ আচ্ছা দে!শ্রেয়া মাথা কাত করে সম্মতি দিয়ে হা করতেই রাফা নিজের আইসক্রিমটা এগিয়ে দিল। চোখে পলকে রাফার অধেক আইসক্রিমটা চলে গেল শ্রেয়ার মুখে। শ্রেয়ার হঠাৎ কাণ্ডে রাফা বোকার মতো তাকিয়ে রইল শ্রেয়ার মুখের দিকে । মায়া, জুই, নাদিয়া উচ্চ স্বরে হেসে উঠতে রাফা রেগেমেগে নাদিয়া হাতে নিজের বাকি অধেক আইসক্রিম ধরিয়ে দিতে দিতে বলল...

‘ নাদিয়া তুই আমার আইসক্রিমটা ধর। আজকে ওর পেট থেকে বের করবই আমার আইসক্রিম। নে ধর। শেয়ালের কাছে মুরগী জমা দেওয়ার মতোন নাদিয়া কাছে রাফা আইসক্রিমটা জমা দেওয়ার কাজটা হলো। রাফা যখন শ্রেয়ার মুখ খোলার চেষ্টা করছিল সেই ফাঁকে নাদিয়া রাফার বাকি অধেকটা আইসক্রিম মুখে ফুরে গাল ফুলিয়ে চিবুতে লাগলে মায়া, জুই মধ্যে পুনরায় হাসির রোল পরলো একই কাণ্ড নিয়ে। মায়া হেসে রাফাকে নিজের কাছে টেনে হাতের আইসক্রিমটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল...

‘ আয় এটা আমরা দুজন ভাগ করে খাই।

মায়ার কথায় রাফা নাদিয়া দিকে তাকাতে দেখল সে মুখ ভরে ওর আইসক্রিম চিবুচ্ছে। রাফার নিজের বোকামি বুঝতে পেরে গাল ফুলিয়ে মায়ার আইসক্রিম ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল...‘ খাব না আমি।

‘ আরে আয় তো জানু। ভাগাভাগি করে কিছু খেলে ভালোবাসা বাড়ে বুঝলি।

মন খারাপের রাফা মায়ার পাশাপাশি হেঁটে মায়ার আইসক্রিমে কামড় বসাতে চাইলে শ্রেয়া দৌড়ে এসে রাফার গলা জড়িয়ে ধরতেই একই ভাবে নাদিয়াও এসে রাফাকে জড়িত ধরলো সরি বলল। দুষ্টমীতে মেতে থাকা পঞ্চ বান্ধবীর বেনি সুতার সম্পর্কটা যেন চোখে লাগার মতোন শক্ত হলো। শ্রেয়া নাদিয়াকে বিদায় জানিয়ে বাকি তিনজন রাস্তার পাশে দাঁড়াল রিক্সার জন্য। যদিও রাফা উল্টো পথে যাবে রিক্সা নিয়ে তারপরও সে রিক্সার জন্য একই মোড়ে মায়াদের সাথে দাঁড়াল। মিনিট দুইয়ের ব্যবধানে কোথা থেকে রাহাত দৌড়ে এসে দাঁড়াল মায়ার সম্মুখে। রাহাতের হঠাৎ উপস্থিতিতে চমকে উঠার মতোন তিনজনই তাকাল সেদিকে। রাহাত হাঁপাতে হাঁপাতে খুবই বিনয়ের সঙ্গে মায়াকে উদ্দেশ্য করে

বলল...‘ ভাবি আমার সাথে চলুন। রিদ ভাইয়ের
আব্বা আসছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। চলুন
ভাবি!

রিদ আব্বা মানে মায়ার শশুর। আর তিনি রিদের
সঙ্গে মায়ার বৈবাহিক সম্পর্কটা সম্পর্কে অবগত
আছেন এতোদিনে মায়া যতটুকু জেনেছে। এখন
হঠাৎ সবার অগোচরে উনার আগমন আর মায়াকে
ডেকে পাঠানো উনার সঙ্গে দেখা করতে। সবকিছু
মায়ার মনে ভয়ভীতি সৃষ্টি করলো। মায়ার মনে হলো
তিনি নিশ্চয়ই মায়াকে বলবে যেন সে রিদের জীবন
থেকে দূরে চলে যায়। তারা বড়োলোক আর মায়ারা
গরীব এজন্য রিদের সঙ্গে মায়াকে মানাবে না এমন
কিছু বলবে। হয়তো তিনি এটাও বলতে পারে মায়া
যেন রিদের সঙ্গে সব সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলে।
এলোমেলো চিন্তা ভাবনায় মায়ার মন অস্থির হলো
অজানা ভয়ে। সত্যি রিদের বাবা এসেছে কিনা সেটা
শিওর হতে মায়া পুনরায় বলল...‘ সত্যি আপনার
ভাইয়ের আব্বা এসেছেন? মানে আমার শশুর?

আতঙ্কে মায়া তাড়াহুড়ো কি থেকে বলে ফেলল। কিন্তু
রাহাত তাতে বিন্দুমাত্র মাইন্ড করলো না। বরং
আগের নেয় নম্রতায় সম্মতি দিয়ে বলল...

‘ জ্বি ভাবি, চলুন। মায়া ভয়ে আমতাআমতা করলো।
হুট করে রিদের বাবার সঙ্গে দেখা করাটা মায়ার মনে
ভীতিকর লাগল। এমনিতে রিদ মায়ার সঙ্গে কথা
বলছে না তারপর আবার রিদের বাবা? ভয়াত মায়া
মাথা নাড়িয়ে হাঁটল রাহাতের পিছন পিছন। ধীর
পায়ের গতি আর মায়ার হাসফাস ভঙ্গি বলছে মায়া
এই মূহুর্তে কতোটা সিটিয়ে আছে রিদের বাবার
উপস্থিতি নিয়ে। রাস্তা অপর পাশে একটা সাদা
মার্সিডিস দেখা গেল দাঁড়িয়ে। রাহাত মায়াকে নিয়ে
সেখানে যেতেই পিছনে দরজা খোলে বেড়িয়ে আসলো
মধ্যে বয়স্ক নিহাল খান। রোজকার মতোই গায়ে সাদা
পাঞ্জাবি পায়জামা জড়িয়ে। মুখে ওয়ানটাইম মাস্ক।
হয়তো বর্তমান মন্ত্রী হওয়ায় জনমুখী হতে বাঁচতে
মুখে মাস্ক পড়া। মায়া উনার সামনে যেতেই মাথা
তুলে তাকাল উপরের দিকে। লম্বা চওড়া এক
বলিষ্ঠবান পুরুষ নিহাল খান। দেখেই বুঝায় যায় রিদ
তার বাবার হাইট পেয়েছে। গায়ের রঙটাও দুধ সাদা।

রোদের তাপের চামড়া লাল হয়ে আছে। মায়ার এক মূহুর্তে জন্য মনে হলো সকল সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট আল্লাহ তাআলা ওর শশুর বাড়িতে টাঙ্গফার করে দিয়েছে। বাকি ওরাতো প্লাস্টিকের। সবাই বলে মায়া সুন্দর। অথচ এই শশুর বাড়ির পাবলিকের সামনে দাঁড়ালে মায়ার মনে হয় ওহ বড়সড় ডিম পেয়ে ফেল করে প্রতিবার। এদের সামনে নিজেকে সুন্দর দাবি করে পাস করাই যাবে না ইহজীবনে। মায়া সুন্দর সুদর্শন শশুর দিকে তাকিয়ে নম্রতায় মিহি স্বরে সালাম দিল....‘ আসসালামু আলাইকুম আক্কেল।

মাক্কের ভিতর থেকেই নিহাল খানের অল্প হাসির শব্দ কানে আসলো মায়ার। তিনি মায়া মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে সালামের উত্তর দিয়ে বলল...

‘ ওয়ালাইকুম সালাম আম্মু। কেমন আছেন আপনি? মায়া চমকানো মতো আবাক চোখে তাকাল নিহাল খানের দিকে। মায়া ঘুনাক্ষরেও ভাবিনি ওর শশুর এতোটা ভালো ব্যবহার করবে ওর সাথে। মায়ার সাথে আজ প্রথমবার নিহাল খানের কথা হচ্ছে। এর আগে বেশ কয়েক দুজনের দেখাদেখি হলেও কখনো কথা হয়নি কারও। কিন্তু আজ সরাসরি মায়াকে আম্মু

বলে সম্মোদন করাতে মায়া জড়তা কমে আসলো কিছুটা। মায়া জানতো নেতারা খুবই ভয়ংকর আর চতুর্মুখী মানুষ হয়। ক্ষমতার গরমে মানুষকে মানুষ মনে করে না নেতারা অথচ মায়ার সঙ্গে কি নম্রতা ব্যবহার করছে ওর শশুর। নিহাল খানকে নিয়ে মায়ার এতক্ষণ পাওয়া অজানা ভয়গুলো যেন হঠাৎই কমে আসলো ভিতরে। খানিকটা সহজ হয়ে জড়তার মিহি গলায় উত্তর করলো মায়া। ‘জ্বি আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন আফ্কেল? খুব গোছানো আর আন্তরিকতা সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলল নিহাল খান।

‘বাবাকে আফ্কেল বললে হবে আম্মু? বাবাকে বাবাই ডাকতে হয় বোকা মেয়ে। এরপর থেকে বাবা ডাকবে কেমন? রিদ আমার ছেলে হলে তুমি আমার ছেলের বউ। আমার একটা মেয়ে। আর মেয়ের মুখে আফ্কেল ডাক শুনতে ভালো দেখায় না। বাবা, বাবাই হয়। মনে থাকবে?

মাথা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিতে দিতে বলল...

‘জ্বি আব্বু!

‘দ্যাটস এ গুড গার্ল! কলেজ শেষ আম্মু?

মায়া আবারও মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে ধীর গলায় বলল...

‘জ্বি!

‘তাড়াহুড়ো আছে আপনার?’

‘না আব্বু।

‘দুপুরে খেয়েছেন কিছু?’

‘না কলেজ মাত্র ছুটি হলো। বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে খাব। আপনি খেয়েছেন?’ না আম্মু আপনার মতোই বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে খাব। তার আগে একটা মিটিংয়ে যেতে হবে। আসলে সামনে নির্বাচন তাই এখন একটু ব্যস্ততা বেশি, নয়তো বাবা-মেয়ে মিলে লাঞ্চটা শেষ করে যেতাম। আচ্ছা যাই হোক! আপনি এটা নিন আম্মু, আমি খুশি হবো।

নিহাল খানের হাতে একটা মোটাসোটা চিঠির খাম ছিল। এতক্ষণ মায়া লক্ষ করেনি সেটা। মনে করেছিল হয়তো নিহাল খানের জরুরি কিছু হবে এই খামটাতে। কিন্তু মায়ার দিকে খাম এগিয়ে দিতেই মায়া আমতাআমতা করলো খামটি নিতে। মায়াকে দ্বিধাবোধ করতে দেখে তিনি পুনরায় মায়াকে বললো খামটা নিতে। মায়া জড়তার হাতে খামটি নিতেই

বুঝতে পারলো বেশ ভারি এই খামটি। এতে কি আছে মায়া জানে না। জানার চেষ্টা করতে হলেও না তার আগেই নিহাল খান নিজেই বলতে লাগল...‘ সরি আম্মু আপনাকে উপহারের বদলে টাকা দিচ্ছি বলে। আসলে আপনার এই বুড়ো বাবার মেয়েলি কেনাকাটা সম্পর্কে বুঝে না। বলতে পারেন আমার পূর্বে যতটুকু অভিজ্ঞতা ছিল এখন সেটা ভুলে গেছি অনেক বছর হলো। এই টাকা গুলো দিয়ে আপনি আপনার পছন্দ মতো কিছু কিনে নিবেন তাহলে আমি খুশি হবে। আসলে আপনাদের বিয়ের খবরটা আমি আরও আগে পেয়েছিলাম কিন্তু তারপরও এতোদিন ব্যস্ততার জন্য আপনার সাথে দেখা করতে আসতে পারিনি। সামনে নির্বাচন! তারপর রিদটা কেন জানি এখনো চটুগ্রামে আসছে না আমাকে হেল্প করতে। আসলে রিদ নেই বলে আমাকেই সকল কাজের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। আচ্ছা যায় হোক! পরশু বাড়িতে মেজবান রাখা হয়েছে। আপনাকে দাওয়াত করতে আসলাম আম্মু।

আপনি অবশ্যই আপনার শশুর বাড়িতে উপস্থিত থাকবেন সপরিবারে। আমি আরিফকে বলে রাখবো আপনাদের নিয়ে যেতে কেমন।

মায়া মাথা কাত করে আবারও সম্মতি দিয়ে বলল..‘
জ্বি আচ্ছা!

‘ আচ্ছা আম্মু তাহলে আজ আসি। আপনি একটু রিদকে বলে দিবেন যেন কালকের মধ্যে চট্টগ্রামে চলে আসে। আসলে রিদ নেই তাই একা হাতে আমি সবটা সামলাতে হিমসিম খাচ্ছি। আপনি বললে হয়তো ওহ চলে আসবে।

মায়া বলতে পারলো না রিদ মায়ার সঙ্গে রাগ করে চট্টগ্রামে আসে না। কিন্তু নিহাল খানের ব্যস্ততা দেখে মায়ার সত্যি খারাপ হলো। অপরাধ বোধে জড়িয়ে মায়া সত্যিটা গোপন করে বলল...

‘ জ্বি আচ্ছা! আমি উনাকে বলবো আব্বু।

মায়ার কথার সাথে সাথে নিহাল খানের আদুরের হাত উঠে যায় মায়ার মাথার উপর। স্নেহময় হাতে হিজাবের উপর দিয়ে বুলিয়ে বলল....‘ আজ আসি তাহলে আম্মু! আপনি ভালো থাকবেন কেমন।

‘ জ্বি আচ্ছা! আসসালামু আলাইকুম।

‘ ওয়ালাইকুম সালাম ।

গাড়িতে উঠতে উঠতে মায়ার সালামের উত্তর করলো নিহাল খান। রাহাতও গিয়ে বসল গাড়ির সামনের সিটে ডাইভারের সঙ্গে। কয়েক সেকেন্ড ব্যবধানে গাড়িটিকে চলে যেতে দেখে রাস্তা অপর পাশ থেকে তাড়াহুড়ো এগিয়ে আসলো জুই আর রাফা। দুজন মায়াকে ঘিরে নানান কথা জানতে চাইল। জুই মায়াকে প্রশ্ন করে বলল...

‘ কেন এসেছিল আঙ্কেল?

‘আমার সাথে দেখা করতে।

‘ কেন?’ উনারদের বাসায় নাকি মেজবান রাখা হয়েছে সেজন্য আমাকে ছেলের বউ হয়ে সেখানে উপস্থিত থাকতে বললো।

পাশ থেকে জুইয়ের কথার ফোঁড়ন কেটে রাফা বলল...

‘ জানু তোর হাতে ঐটা কি?

রাফার কথায় মায়া, জুই সকলের দৃষ্টি মায়ার হাতের খামটার উপর পড়লো। মায়া ঠোঁট উল্টে খামটা ঘুরিয়ে এপিঠ-ওপিঠ দেখে বলল...

‘ মনে হয় টাকা আছে। উনার(রিদ) আব্বু খামটা দিয়ে বলল আমার পছন্দে মতে কিছু কিনে নিতে। উনি নাকি মেয়েলি উপহার বুঝে না। তাই আমাকে টাকা দিতে বাধ্য হলো।

রাফা হাত বাড়িয়ে বলল...

‘ প্যাকেটটা দে তো আমাকে! দেখি কতো আছে?মায়া রাফার দিকে প্যাকেটটি এগিয়ে দিতে রাফা সেটা হাতে নিয়ে প্যাকেট ছিঁড়তে বেড়িয়ে আসলো পাঁচশ টাকা একটা মোটা বান্ডিল। টাকার উপর ব্যাংকিং সিলসহ টাকার পিন আটকানো। রাফা মোটা টাকার বান্ডিল হাতে নিতেই চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেল সবার। মায়া নিজেও ভাবিনি এতো টাকার বান্ডিল ওর শশুর ওকে ধরিয়ে দিবে তাহলে সে কখনোই এটা গ্রহণ করতো না। রাফা টাকার বান্ডিলটা হাতে নিয়ে বলল...

‘ বাপরে বড়োলোক শশুর হলে এমনই হয়। প্রথমবার ছেলের বউয়ের মুখ দেখেই ডিরেক্ট পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিল ধরিয়ে দিল? আহা কি ভালো মানুষ তারা! আচ্ছা জানু! রিদ জিজু আসবে পরশু? এতক্ষণ মুখে আবাকতা থাকলেও হুট করেই যেন

অন্ধকার ছেয়ে যায় মায়ার মুখে রাফার শেষ কথাটা শুনে। রিদ আসবে কিনা মায়া নিজেও জানে না। বরং মায়া অপেক্ষা আছে রিদের। সে কখন আসবে আর কখন মায়া রিদের অভিমান ভাঙাবে। অনেক তো হলো এই মান অভিমান পাল্লা। আজ তিনমাসের উপর হয়েছে রিদের সঙ্গে মায়ার দেখা নেই। ঠিকঠাক কথা হয়না। এই তিনমাসে লাস্ট দুইমাস মায়া কতো চেষ্টা করছে রিদকে বুঝাতে কিন্তু রিদতো মায়ার কোনো কথার পাত্তায় দিচ্ছে না। মায়ার এখন মনে হচ্ছে মায়া ব্যর্থ হয়ে পরছে রিদের অভিমান ভাঙাতে গিয়ে। কোনো ছেলে মানুষকে এতো রাগ করতে দেখেনি মায়া। মায়াকে কিছু বলার সুযোগই দিচ্ছে না সে। এর মধ্যে মায়ার শশুর ওকে দায়িত্ব দিয়ে গেল ওর অভদ্র জামাইকে চটুগ্রামে ফেরাতে। মায়া কিভাবে এই অসম্ভব কাজটা সম্ভব করবে সেটাই চিন্তার বিষয়। মায়াতো এখন কোনো রাস্তায় দেখছে না।

মায়া মন খারাপ করতে দেখে রাফা বুঝল রিদ আসবে না পরশু। সেজন্য জুইয়ের কাছে ওদের ফোন চেয়ে রাফা বলল...‘ জুই তোদের ফোনটা দে তো একটু।

‘ কেন?

‘ আরে এতো প্রশ্ন করছিস কেন? ফোনটা দিলেই তো দেখতে পারবি কেন চাইছি। দে না বোন।

জুই কথা না বাড়িয়ে ব্যাগ থেকে ফোন বের করে রাফার হাতে তুলে দিতেই রাফা মেসেজ বক্সে গিয়ে উচ্চ স্বরে বলে বলে লেখতে লাগল....

‘ জান আই এম ভেরি লংলি লংলি। ইফ ইউ কাম টু মি, আই উইল গিভিং ইউ টেস্টি টেস্টি হানি।

রাফার মুখে ভুলবাল ইংলিশ আর অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে নাক মুখ ছিটকালো মায়া। রাফার হাতের ফোনটা টানাটানি করে বলল...

‘ ছিঃ কিসব বাজে মেসেজ করছিস তুই? উনি এসব দেখলে আমাকে মেরে ফেলবে। ফোন দে তুই।

রাফাও ফোনটা নিজের কাছে টেনে বলল...

‘ আরে জানু চিল! প্যারা নিস না। বেডা মানুষ এসব মেসেজেই আটকায়। তোকে মারবে না বরং টান খেয়ে চলে আসবে।

মায়া আগের নেয় নাক মুখ ছিটকিয়ে বলল...‘ ছিঃ কি নোংরা মাইন্ড তোর রাফা। দে আমার ফোন দে! তোর আর মেসেজ করা লাগবে না। ফোন ছাড়!

‘আরে জান প্রমিজ করছি। আর দুষ্ট কিছু লেখব না।
শুধু ভাইয়াকে বলবো কাল চলে আসতে। সত্যি!
মায়া থামল। সন্দেহ নিয়েও হাত ছেড়ে দিল। মনে
করলো সত্যি বুঝি এবার রাফা ভালো কিছু মেসেজ
করবে রিদকে। কিন্তু মায়ার আশায় রাফা পানি ঢালল
বালতি ভরে ভরে। বেশ সময় নিয়ে কিছু টাইপিং
করল ফোনে, রিদকে মেসেজ পাঠিয়ে দুষ্ট হাসল
রাফা। জুই, মায়া রাফার মুখের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
তাকিয়ে ছিল তখনো। রাফা ধরা পরে যাওয়ার ভয়ে
রিদকে মেসেজ সেন্ট করে সেটা আবার ডিলিট করে
দিল যাতে মায়া সেটা পড়তে না পারে। রাফাকে দুষ্ট
হাসতে দেখে পাশ থেকে সন্দেহ পোষণ করে জুই
বলল...

‘তুই হাসছিস কেন এইভাবে?

রাফা হেয়ালি করে উত্তর দিয়ে বলল...

‘মাশাল্লাহ আমার মুখটাই হাসি হাসি তো। সেজন্য
তোমার মনে হচ্ছে আমি হাসছি। আসলে আমি কিন্তু
হাসছি না বুঝলি?

‘তুই আমার ফোন দে! পুনরায় থাবা মেলে ছিনিয়ে
নেওয়ার মতো রাফার থেকে ফোন নিল মায়া।

মেসেজ বক্স চেক করতে সেখানে তেমন কিছু পেল না শুধু মায়ার পূর্বের করা মেসেজ গুলো ছাড়া। মায়া কপাট রাগ দেখিয়ে রাফাকে বলল..

‘ সবকিছু ডিলিট করলি কেন? উনাকে(রিদ) কি মেসেজ করেছিস তুই?

রাফা এগিয়ে এসে মায়ার কাঁধ জড়িয়ে ধরতে ধরতে শতঃস্মৃতার সঙ্গে বলল।

‘ করেছি কিছু একটা। তবে তুই শিওর থাকল জানু, ভাইয়া মেসেজটা দেখা মাত্রই চটুগ্রামের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরবে। আসলে বেড়া মানুষ নরীতেই আটকায় বুঝলি।

রাফার কথায় মায়া যেন খুশি হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য গলায় বলল....

‘ সত্যিই আসবেন উনি?

‘ দুই কোটি % শিওর থাকো। ভাইয়া অবশ্যই আসবেন। এখন তুমি আমাদের লাঞ্চ করাও তো জানু। তারপর তোমার জন্য স্পেশাল শপিংয়ে যাব আমরা।

রাফার কথায় মায়া কিছু বলবে তার আগেই জুই প্রশ্ন করে বলল... ‘ শপিংয়ে কেন?

‘ আৰে শাড়ী কিনতে হবে না?

‘ হঠাৎ শাড়ি কেন?

‘ আৰে পরশু জানু ওর শশুর বাড়িতে যাবে না? তখন
কি সাধারণ ড্রেস পরে যেতে পারবে? বউ বলে কথা
অবশ্যই শাড়ী পড়তে হবে জানুর। নয়তো জানুর
শশুর বাড়ির মানুষ কি ভাবে বল?

রাফা কথা আপত্তি জানিয়ে জুই বলল...

‘ তাই বলে এখন কেন শাড়ি কিনতে যেতে হবে?
প্রোগ্রাম তো পরশু। কাল শপিংয়ে গেলেও তো হয়।
রাফা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল...

‘ কাল জানু জিজুকে নিয়ে অনেক ব্যস্ত থাকবে। কাল
সময় পাবে না। তাই আজই চল।

জুই এবার সন্দেহ করে বলল...‘ তুই কিভাবে এতো
শিওর হচ্ছিস রিদ ভাইয়া কালই চলে আসবে?
তিনমাস ধরে ভাইয়াকে মানাতে পারছে না মায়া আর
তোর একটা মেসেজে ভাইয়া কাল চলে আসবে?
রাফা ভাব নিয়ে বলল...

‘ আসলে এতোদিন ঔষধ জায়গা মতো পরেনি
সেজন্য ব্যথা ভালো হচ্ছিল না। এখন ঠিক জায়গায়

মলম লাগিয়েছি, ব্যথা ভালো না হওয়ার চান্সই নাই
বুঝালি।

‘মানে?’

রাফা খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল...

‘আরে চলতো। মানেটা কালই ঠের পারি। এখন চল!
রাফা রিদকে কি মেসেজ করলো যার জন্য রিদ
সবকিছু ভুলে চটুগ্রামে চলে আসবে মায়ার জন্য তা
মায়া জানে না। আর না জানতে চাই। রাফা যায়ই
মেসেজে লেখুক তাতে মায়ার কোনো আপত্তি থাকবে
না যদি রিদ সত্যি সত্যি চটুগ্রামে চলে আসে তাহলে।
মায়া শুধু এই মুহূর্তে রিদকে চাই। সেটা যেভাবেই
হোক। এতো অপেক্ষা এবার মায়াও বিষাক্ত লাগছে।
একটা পরন্ত বিকেল। সময় ৫ঃ৪০ ঘরে। মাত্র কোচিং
ক্লাস শেষ করে বাসায় ফিরছে জুই, মায়া, রাফা।
ইতিমধ্যে শ্রেয়া,নাদিয়া অটো নিয়ে উল্টো পথে চলেও
গেল। কোচিং থেকে রাফার বাড়ি কাছেই সেজন্য সে
আপাতত এই অল্প রাস্তাটা মায়াদের সঙ্গেই হেঁটে
যাবে। সারাদিন ক্লাস শেষ করে দেড়টা কি দুইটার
দিকে বাসায় ফিরে এক ঘন্টা মতো রেস্ট নিয়েই
আবার ফিরতে হয় কোচিং ক্লাসে। রোজকার মতোই

আজও সবাই কোচিং ক্লাস শেষ করে বাসায় ফিরছিল। স্বাভাবিক নেয় তিনজনের মধ্যে টুকটাক কথাবার্তাও হচ্ছিল। এর মাঝে হঠাৎ রাফা মায়াকে প্রশ্ন করে বলল... ‘জানু, জিজু আসেনি এখনো?’

মায়া স্বাভাবিক নেয় মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি দিয়ে বলল...

‘না।’

মায়ার কথা শেষ হতে হতে এরমাঝে কথা বাড়াল জুই, রাফাকে খোঁচা মেরে জুই বলল...

‘তুই না কাল বললি রিদ ভাই আজকে ফিরবেন? কই ভাইয়া তো আসল না। শুধু চাপা মারলি!’

জুইয়ের খোঁচা মারা কথাটা রাফা হাওয়ায় উড়িয়ে দিল যেন। রাফা কাল মায়াকে আশ্বস্ত করেছিল রিদ আজকে চটুগ্রামে ফিরবে কিন্তু রিদকে ফিরতে না দেখে যদিও রাফার চিন্তিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার কিছুই দেখা গেল না রাফার মাঝে। বরং রাফা কালকের নেয় আজও বেশ কনফিডেন্সের সাথে মায়াকে আশ্বস্ত করে বলল...

‘জানু রিলাক্স! জিঁজু মনে হয় আমার মেসেজটা দেখতে পাইনি। দেখতে পেলে এতক্ষণে তোমার টান খেয়ে অবশ্যই চটুগ্রামে উপস্থিত থাকতো।

রাফার কথায় মায়া তেমন কিছুই বলল না। এতক্ষণ মায়ার মুড ভালো ছিল কিন্তু হঠাৎ রিদের প্রসঙ্গ আসতেই মায়া মন খারাপে ছেয়ে গেল অন্ধকারে। রাফা, জুই দুজন সেটা বুঝতে পেরে কেউ আর কোনো প্রশ্ন করলো না রিদকে নিয়ে কিন্তু জুই ঠিকই রাফাকে প্রশ্ন করে বলল...

‘আচ্ছা রাফা তুই ভাইয়াকে কাল কি এমন মেসেজ করেছিলি? যেটার টান খেয়ে ভাই চলে আসবে মায়ার কাছে? কি ছিল মেসেজে?’

জুইয়ের কথায় রাফা পাত্তা না দিয়ে বলল...‘ ছিল কিছু একটা।

জুই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাফার দিকে একই ভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করে বলল...

‘কি ছিল?’

‘তোকে কেন বলবো?’

‘আমি শুনব তাই।

ভুট করেই রাফা দুষ্ট হেঁসে বলল...

‘ যাহ দুষ্ট! খালি ন’টি চিন্তা ভাবনা তোর!

রাফার ভাব ভঙ্গিমা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল মায়া আর জুই। এইখানে ন’টি চিন্তা ভাবনার কি আছে সেটা বুঝতে না পেরে জুই হতবাক গলায় বলল...

‘ কি এমন বললাম যে ন’টি চিন্তা ভাবনা হয়ে গেল? তুই মেসেজ লিখতে পারবি আর আমি সেটা জানতে পারব না? সত্যি করে বলতো কি পাঠিয়েছিস মেসেজে?

রাফা আগের নেয় দুষ্ট ভঙ্গিতে বলল...

‘ টপ সিক্রেট দোস্ত! বলা যাবে না! এর জন্য বিবাহিত মহিলা প্রয়োজন! তুই তো সিঙ্গেল! সিঙ্গেল পাবলিক শুনা নিষেধ। রাফা কথায় জুই ১০০% শিওর হলো রাফা নিশ্চিত উল্টাপাল্টা কিছু একটা ঝামেলা করেছে রিদের সঙ্গে। সন্দেহের বশিতা হয়ে মায়াও কিছু বলতে চাইল রাফাকে কিন্তু তাঁর আগেই জুই সন্দিহা গলায় আবারও বলল....

‘ আমি সিঙ্গেল হলে তুই কি? তুইও তো সিঙ্গেল, অবিবাহিত মহিলা। তাহলে তুই যেভাবে মেসেজ লিখলি সেভাবে না-হয় আমাকেও বল শনি!

জুইয়ের কথায় রাফা বেশ হেয়ালি করে বলল...

‘ মেসেজটা আমি করেছি সেটা তুই জানিস! জানু জানে! রিদ জিজুতো আর জানে না। বরং তিনি জানেন, উনার বিবাহিত বউ উনাকে বার্তা পাঠিয়েছেন কিছু লিখে। তাহলে আমি এখানে দোষী হলাম কি করে? সবথেকে নিষ্পাপ মানুষ তো আমিই, তাই না বল?

এতক্ষণ চুপ করে রাফা কথা শুনলেও অবশেষে মায়াও খানিকটা রেগে গিয়ে বলল...

‘ তুই কি বলবি না রাফা?

রাফার আগের নেয় হেয়ালি করেই বলল...‘ আরে জানু তুমি কষ্ট করছো কেন? ভাইতো এমনিতেই তোমাকে মেসেজের ব্যাখা দিবে। একটু অপেক্ষা করো জানু! প্রাক্টিক্যালি বুঝে যাবা।

রাফার কথায় হতাশ হলো মায়া। বুঝতে পারলো সহজে রাফাকে দিয়ে বলানো যাবে না কোনো কিছু। সেজন্য হতাশ মায়া খানিকটা নরম সুরেই রাফাকে ইমোশনাল করতে চেয়ে আকুতি স্বরে বলল....

‘ রাফা বল না দোস্ত। এমন করিস কেন? তোকে আমি ভালোবাসি না বল?

মায়ার কথায় গলল না রাফা। বরং পরিস্থিতি
বেগতিক দেখে দ্রুত পালাতে চেয়ে বলল...

‘ওকে, আই লাভ ইউ টু জানু। আমিও তোমাকে
অনেক ভালোবাসি। তবে এখন টাটা বাই বাই জানু।
আমার বাড়িতে যেতে হবে দ্রুত। কাল দেখা হবে
জানু। আজ আসি, বাইইই। বলতে বলতে রাফা দৌড়ে
রাস্তা অপর পাশে যেতে লাগল। রাস্তার মাঝে রাফার
দৌড়ে দেখে ভয়ে জুই মায়া দুজনই চিৎকার করে
উঠলো রাফাকে সাবধানে যেতে বলে। চঞ্চল রাফা
দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে আবারও চোঁচিয়ে বিদায় নিল
মায়া আর জুই থেকে। মায়া রাফাকে সহিসালামত
চলে যেতে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর আর
কেউ রাফার পাঠানো মেসেজটা নিয়ে আলোচনা
করলো না। যেখানে রিদ আসেনি সেখানে রাফা কি
মেসেজ পাঠিয়েছে সেটা জেনেও বা কি হবে। কাল
রিদের বাবা মায়াকে দাওয়াত করে যাওয়ার পরপরই
রাফার জোড়াজুড়িতে মায়া বেশ কিছু কেনাকাটা করে
শশুর বাড়ির অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য। আজ সকালে
দিকে জুইকে দিয়ে আরিফ জানায় মায়া আর জুইকে
খান বাড়িতে রেখে আসবে আগামীকাল। এর মানে

মায়াকে কাল ওর শশুর বাড়িতে যেতে হবে। আর
ভাগ্যক্রমে যদি কাল রিদ খান বাড়িতে আসে তাহলে
যেভাবেই হোক মায়া রিদের সঙ্গে কথা বলবে। মায়ার
মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা ভাবনার মাঝেই জুই রিক্সার ডাকল।
দুবোন পাশাপাশি বসতেই রিক্সার চলল জুইয়ের বলা
এড্রেসে। অন্যমনস্ক মায়ার কোলের উপর ব্যাগটা রেখে
দু'হাতে ব্যাগটা চেপে রাখল। দৃষ্টি ব্যস্ত নগরীর
অসমাপ্ত রাস্তার দিকে। কিছু পথ আসতেই চোখে
পড়লো পরিচিত মানুষদের দলবেঁধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে
থাকতে। মানুষ গুলোকে মায়া চিনে। ছেলেগুলো
সবাই রিদের লোক। মায়াকে তাঁরা সারাক্ষণ চোখে
চোখে রাখে। সেজন্য এদের কাউকে না কাউকে
মায়ার আশেপাশেই সবসময় দেখা যায়, এজন্য মায়া
চিনে এদের। তাছাড়া রিদ যখনই চটুগ্রামে আসে
তখন তাদের বেশি দেখা যায় এই রাস্তা ঘাটে।
বিশেষ করে রিদের আশেপাশে দেখা যায় বেশি।
কিন্তু আজকে এই অসময়ে সবাইকে রাস্তায় একজোট
হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মায়া মনে করলো হয়তো
ওর শশুরের নির্বাচনের কোনো কাজে তাঁরা একত্রে
দাঁড়িয়েছে। অন্যমনস্ক মায়া চোখ ঘুরিয়ে একটু সামনে

তাকাতেই চমকে উঠার মতোন লাফিয়ে উঠলো
রিদের সেই বিন্দিংয়ের নিচে আসিফকে দাঁড়িয়ে
কারও সাথে কথা বলতে দেখে। খুশিতে আত্মহারা
মায়া তৎক্ষণাৎ জুইয়ের হাত চেপে খানিকটা
উত্তেজিত গলায় বলল... ‘জুই! জুই! এটা আসিফ ভাই
না?

মায়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে জুই সামনে থাকাতেই
দেখল আসিফ মধ্যে বয়স্ক একটা লোকের সঙ্গে
দাঁড়িয়ে কথা বলছে। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে রিদের
ছেলেপেলে গুলো। কিন্তু আশেপাশে কোথাও রিদকে
দেখা গেল না। আসিফ দেখে জুইও খানিকটা চমকিত
গলায় বলল...

‘হ্যাঁ এটাতো আসিফ ভাই-ই।

জুইয়ের কথা শেষ হতে দেরি কিন্তু মায়ার পুনরায়
উত্তেজনায় চোঁচাতে দেরি হলো না রিক্সাওয়ালার
উদ্দেশ্য। অস্থির ভঙ্গিতে মায়া রিক্সার থামাতে চেয়ে
বলল...

‘চাচা রিক্সার থামান প্লিজ! রিক্সার থামান! বলতে
বলতে রিক্সার গতি কমে আসলো ধীরেই। কিন্তু
অধৈর্যের মায়ার সহিলো না। রিক্সার গতি তখনো

পুরোপুরি থামেনি এরমধ্যেই অধৈর্যের মায়া চলন্ত
রিক্সা থেকে লাফিয়ে পরলো ফুটপাতে। শরীরের
ব্যালেন্স রাখতে না পারাই ব্যথা পেল হাতের কুইনে।
কিন্তু তারপরও অস্থির মায়ার দৌড় কমলো না। বরং
মূহূর্তের মাঝে আবারও ফুটপাত থেকে ব্যাগ উঠিয়ে
দৌড়াল সেদিকে। কয়েক সেকেন্ডের মাঝে মায়ার
কাণ্ডে দেখে আতঙ্কিত হলো জুই। রিক্সায় বসে
থেকেই মায়াকে সাবধান করে অস্থির গলায় চোঁচিয়ে
বলল...

‘ মায়া আস্তে যাহ!কে শুনে কার কথা, চোখের পলকে
মায়াকে আসিফদের উদ্দেশ্য দৌড়াতে দেখে জুই
তাড়াহুড়োয় রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া মেটাল দ্রুত।
মায়ার পিছন পিছন সেও ছুটল। আসিফ তখন নিহাল
খানের সহকারী মুজাহিদ মিয়ার সঙ্গে কথা বলছিল
নির্বাচনের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে। রিদকে নিয়ে
আসিফ রাতেই চট্টগ্রামে ফিরেছিল। হঠাৎ করে রিদের
চট্টগ্রামে আসার কারণটা আসিফ জানে না। সাহস
করে রিদ থেকে জানতেও চাইনি। আসিফের প্রথমে
মনে হয়েছিল হয়তো রিদ সব মনমালিন্যতা ভুলে
বাবার নির্বাচনের কাজে হাত লাগাতে চট্টগ্রামে

এসেছে। কিন্তু চট্টগ্রাম আসার পরও নিজের বাবার বাড়িতে না গিয়ে বরং মুরাদপুর থেকে যাওয়ার কারণে বুঝতে পারলো রিদ খান আসলে বউয়ের টানে চট্টগ্রামে মাঝরাতে উপস্থিত হয়েছে। যদিও বউয়ের সাথে তার এখনো দেখা হয়নি। তবে যেকোনো সময় দেখা করতে পারে সেটাও বুঝতে পারছে আসিফ। তবে এই মূহুর্তে সবাইকে নিয়ে খান বাড়িতে যেতে বলেছে রিদ। কালকের ফাংশনের জন্য সবার সেখানে উপস্থিত থাকা জরুরি। এজন্য রিদের ছেলেপেলে গুলো সবাই উপস্থিত হয়েছে রিদকে খান বাড়িতে নিতে এসে। অবশ্য রিদের ছেলেপেলে গুলো সবাই বিগত একসপ্তাহ ধরে খান বাড়িতেই আছে নিহাল খানের সঙ্গে দিয়ে। রিদ পূর্ব আদেশ ছিল সবাইকে তাঁর বাবার সঙ্গে দিয়ে খান বাড়িতে থাকতে। আজ হঠাৎ রিদকে এতোদিন পর চট্টগ্রামে ফিরতে দেখে সবাই উপস্থিত হয়েছে তাদের ভাইকে নিতে। ইতিমধ্যে তাঁরা সবাই বেড়িয়েও পরতো কিন্তু হঠাৎ রিদের ফোন আসায় রিদ বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি নিচে গিয়ে দাঁড়াল। প্রয়োজনীয় ফোনালাপ শেষ করছিল বলে আসিফসহ বাকিরা রিদের অপেক্ষায় বাহিরে

দাঁড়িয়ে ছিল। এরমধ্যে হঠাৎ মায়াকে খুবই কাছাকাছি দৌড়ে আসতে দেখে চমকাল আসিফ। ঘাড় ঘুরিয়ে রিদকে ডাকল মায়ার খবর দিতে....‘ ভাই ভাবি এসে...

আসিফের কথা কানে যেতেই রিদ ফোন কানে নিয়েই ঘুরতে চাইল কিন্তু তার আগেই মায়া আসিফকে ত্রাস করে গিয়ে পা ফেরে লাফিয়ে উঠলো রিদের কোলে। ভালোবাসায় উচ্চাসনে বলল...

‘আপনি এসেছেন! আই মিস ইউ।

অপ্রস্তুত রিদ ঠিক করে মায়াকে দেখার সুযোগটা পযন্ত পেলনা তার আগেই হাত থেকে ফোন পরে শরীরে খেঁ হারাল। মায়াকে নিয়ে পিছুপা হয়ে ধপাস করে বসল সিঁড়িতে। বামহাতে সিঁড়ি রেলিং চেপে দুজনের শরীর তাল ধরে রাখতেই রিদের ডানহাতটা চলে গেল মায়ার পিঠে। মায়া দুহাতে রিদের গলা জড়িয়ে মুখ উঠিয়ে পরপর চুমু খেল রিদের ঐগাল থেকে, ঐগাল। আবারও গলা জড়িয়ে কাঁধে মাথা রাখতে রাখতে বলল...

‘আই লাভ ইউ! এতো গুলা মিস করেছি আপনাকে। মায়ার কথায় রিদ শক্ত হয়ে বসে রইল। মূহূর্তের

মাঝে কি থেকে কি হলো বুঝতে যেন কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। কিন্তু বুঝতে পেরেই যেন বুকের ভিতরটা ধপাস ধপাস করে লাফাতে লাগল।

মনে হচ্ছে বুক ছিঁড়ে হৃদপিণ্ডটা বেড়িয়ে আসবে বউয়ের টানে। শরীর তাজা রক্ত যেন টগবগ করছে এতোদিন পর বউয়ের সানিধ্য পেয়ে। রিদ ঐ অবস্থায় তাকাল সামনে, দেখল আসিফ হতবুদ্ধি হয়ে বড় বড় চোখ করে এই দিকটায় তাকিয়ে। রিদের দৃষ্টি সঙ্গে মিলে যেতেই আসিফ চোরের মতোন পালাল জায়গায় ছেড়ে। সঙ্গে বয়স্ক লোকটাকে নিয়ে গেল। রাস্তা পাশাপাশি বিল্ডিং হলেই সামনের গেইটের জন্য রাস্তা বা আশেপাশের মানুষজন দেখা গেল না। আসিফ বয়স্ক লোকটাকে নিয়ে চলে যেতে যেতে আঙুঠ করে গেইটটাকে টেনে গেল। রিদের অবস্থানের পরিবর্তন না হলেও মায়া শক্ত করে রিদকে জড়িয়ে বসে থেকে আবারও বলল....‘ আমি অনেক গুলা সরি। আর জীবনেও আপনার কথার অবাধ্য হবো না। প্রমিস! তারপরও আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। আপনাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। আমার অনেক কষ্ট হয়।

বলতে বলতে মায়া চোখের পানি গড়াল রিদের
কাঁধে। এতোদিন পর রিদের সানিধ্য পেয়ে কিভাবে
রিদকে বুঝাবে সেই দিশেহারা অশ্রু জড়াল গাল
বেয়ে। দিশেহারা মায়া রিদকে জড়িয়ে পুনরায় চুমু
খেল রিদের গালে। দীর্ঘদিনের মান অভিমানে মায়া
কান্নায় ফুপিয়ে রিদের গালে কপাল ঠেকিয়ে রাখলে
রিদ খানিকটা নরম হয়ে আসল। রেলিং ছেড়ে
বামহাতটা ক্রমশ নেমে আসে মায়ার কোমরে।
চোখের পলকে যেন রিদের দু'হাতের অবস্থান হয়ে
গেল মায়ার জামা বেধ করে উন্মত কোমরে।
শক্তপোক্ত উষ্ণহাতে ছুঁয়া পেতেই মায়া সর্বাঙ্গ কেঁপে
উঠলো শিহরণে। রিদের গাল থেকে কপাল উঠিয়ে
বসতে চাইলে রিদের হেঁচকা টান পরল মায়ার
কোমরে। মূহুর্তে মিশে গেল দুজন। মায়ার ঠোঁট
ভাজল রিদের গালে। তখনই শুনা গেল রিদের
মোহাচ্ছন্ন কণ্ঠ। মায়াকে আদেশ স্বরূপ বলল...‘
ওয়াস মোর!

মায়া কেঁপে উঠলো। শিহরিত হলো রক্তে রক্তে।
রিদের কথায় মায়ার লজ্জা পাওয়ার কথা ছিল অথচ
তেমন কিছুই হলো না। বরং দুজনের মান অভিমান

ইতি ঘটাতে চেয়ে রিদের কথায় তাল মেলাল। রিদের গলা জড়িয়ে পুনরায় শব্দ করে চুমু খেল রিদের এগাল ঐগাল, দুগালে। মায়া থেমে যেতে চাইলে রিদ পুনরায় একই ভাবে বলল...

‘ এগেইন।

রিদের কথায় অনুযায়ী মায়ার একই কাজ পুনরায় করলো। আবারও থেমে যেতে চাইলে একই ভাবে রিদ আবারও আদেশ করলো...

‘ এগেইন। বারবার রিদকে এগিইন, এন্ড এগিইন বলতে দেখে এবার আর মায়া থামল না বরং নিজের ইচ্ছেতে রিদের পুরো মুখে ঠোঁট বুলাল পরপর। মায়ার সানিধ্য পেয়ে রিদ নিজেও খেঁ হারাল। মায়া কোমর টেনে ঘনিষ্ঠ হতে চাইলে মস্তিষ্ক তড়াক করে জ্বলে উঠলো আশেপাশে অবস্থান দেখে। এই মূহুর্তে দুজন সিঁড়িতে বসে। যেকোনো সময় উপর হতে কেউ নিচে নামতে পারে আবার বাহির থেকেও কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। এমন না দুজন অবৈধ বা লোকসমাজে ভয় রিদের আছে। কারও ভয় রিদের নেই। কিন্তু বউ তাঁর টু পারসোনাল অংশ। আর রিদ তাঁর পারসোনাল কোনো কিছু পাবলিক করতে চাই

না। তাঁর ঘনিষ্ঠ মোমেন্ট গুলোও তাঁর বেডরুমে বাহিরে যাবে না কখনো। রিদ আশপাশটা লক্ষ করেই মায়াকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মায়াকে কোল থেকে নামাতে নামাতে বলল...

‘ নরমাল মানুষের মতো জড়িয়ে ধরা মনে হয় তোমার ডিকশনারিতে নাই না? যখন তখন বানরের মতোন লাফিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে মন চাই শুধু। মায়া গায়ের জামাটা টেনে ঠিক রিদের দিকে তাকাল। রিদের কথায় কিছু বলল না। রিদকে কিভাবে বুঝাবে মায়া এই মূহুর্তে কতোটা খুশি তাকে দেখে। এমন লাফিয়ে ঝাপিয়ে না পড়লে কি শান্তি লাগে? রিদ ঝুঁকে ফ্লোর থেকে তাঁর ফোন আর মায়ার ব্যাগ উঠিয়ে মায়ার দিকে এগিয়ে দিতেই মায়া সেটা হাতে নিতে নিতে মিনমিন গলায় বলল...

‘ আমি আপনাকে অনেক মিস করছিলাম।

মায়ার কথায় রিদ মায়ার আদলে মুখশ্রীর দিকে তাকাল। এক দৃষ্টিতে মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প সময় নিয়ে বলল...‘ বাসায় যাও!

রিদের কথায় মায়া অস্থির ভঙ্গিতে নাহ্চ করে তৎক্ষণাৎ বলল...

‘ না আমি কোথায় যাব না। আপনার সাথে থাকবো।
মায়ার কথায় রিদ ফোনটা পকেটে রাখতে রাখতে
বলল...

‘ আপনার সাথে থাকার জন্যই তো আসলাম।

তবে এখন বাসায় যান। রেডি হোন! সন্ধ্যায় আমি
গাড়ি পাঠাবো আপনার শশুর বাড়িতে চলে আসবেন।
রিদের কথায় মায়া খানিকটা সন্তুষ্ট হলো। তবে
রিদের মনোভাব বুঝতে না পেরে বলল....

‘ আপনি আমার উপর রাগ করে নেই তো?

‘ সেটা রাতেই বুঝবেন।‘ আমি থাকি না আপনার
সাথে। আমাকে সঙ্গে নিলে কি হয়?

রিদ গম্ভীর মুখে বলল...

‘ বাসায় যান। রাহাত দিয়ে আসবে আপনাকে।

মায়া রিদের সঙ্গে থাকতে চেয়ে মিনমিন করে পুনরায়
বলতে চাইল...

‘ আমি থাকি ...

মায়ার কথা শেষ করতে না দিয়ে রিদ গম্ভীর গলায়
বলল....

‘ আউট!ফেইরী লাইটের আলোয় উজ্জ্বল চারপাশ।
চাকচিক্য আলোয় মুখরিত খান বাড়ির সদর গেইট

হতে বিশাল বাড়িটি। অন্ধকার সন্ধ্যায় তাঁরা নেয়
ঝলমল করছে চারিপাশ। মায়া এমনই সন্ধ্যায় রিদের
পাঠানো গাড়ি থেকে নামল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। জড়তার
দৃষ্টি ফেলল আশেপাশে। অসংখ্য মানুষের আনাগোনা
দেখা গেল ব্যস্ততার পা চালিয়ে। মায়া নিরবে শুধু
রিদকেই খোঁজল আশেপাশে। কিন্তু কোথাও
সন্ধানকৃত মানুষটিকে দেখতে না পেয়ে তাকাল
সামনে। খান বাড়ির সামনে কিছু পরিচিত মুখ দেখল
দাঁড়িয়ে। তারমধ্যে আরাফ খান, ফাহাদ আর
রাদিফকে দেখল একত্রে দাঁড়িয়ে কাজের লোকদের
তদারকি করছে ব্যস্তায়। মায়া সেইদিকেই তাকিয়ে
রইল রিদকে দেখতে পাওয়ার আশায়। হয়তো তাদের
আশেপাশে আছে কোথাও। জুই গাড়ির অপর দরজা
খোলে নামতে নামতে চারপাশে দৃষ্টি ফেলল খান
বাড়ির বিশাল আয়োজন দেখে। ছোট ছোট ফেইরী
লাইটের আলোয় সন্ধ্যাটা যেন দারুণ লাগল জুইয়ের।
মন ছুঁইয়ে যাওয়ার মতো শীতল হাওয়া আছে
পরিবেশে। জুই বেশ উৎফুল্লতা নিয়েই আশপাটা
দেখতে লাগল এরমধ্যে রাহাত গাড়ির ডিক্কি খোলে
মাযাদের ব্যাগ হাতে নিয়ে বিনয়ে ঢাকল মায়াকে।

মায়ার ধ্যান ভাঙতেই রাহাত বলল...‘ ভাবি বাড়ির ভিতরে চলুন।

ইতস্তত মায়া দ্বিধা বোধ করলো বাড়ির ভিতরে যেতে। মায়ার জানা নেই খান বাড়িতে কে কে জানে রিদ-মায়ার সম্পর্কের কথাটা। সবাই কেমন দৃষ্টিতে দেখবে মায়াকে। রিদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাড়াহুড়ো করে তো চলে তো আসল মায়া কিন্তু খান বাড়িতে পা রেখে মনে হলো মায়ার এখানে আসাটা উচিত হয়নি। বরং ওহ ভুল করেছে। সবার মুখোমুখি হওয়ার সাহস মায়া এখনো যুগিয়ে উঠতে পারেনি। খান বাড়ির ফাংশনে, খান পরিবারের প্রতিটি সদস্য হতে তাদের আত্মীয় স্বজনরা পযন্ত উপস্থিত থাকবে। সবাই যদি রিদ-মায়ার সম্পর্কের কথা জানে তাহলে এর জন্য অবশ্যই মায়াকে নানান প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। তাছাড়া খান বাড়ির প্রতিটা পারিবারিক ফাংশনে শশীর উপস্থিতি দেখা যায়। আজকে থাকবে স্বাভাবিক। যেখানে শশী আছে সেখানে মায়াকে কেউ সহজে মেনে নিবে না এটাও স্বাভাবিক। তাছাড়া শশীই বা মায়াকে কিভাবে মেনে নিবে তার ভালোবাসার মানুষের বউ হিসাবে? আদৌও সেটা সম্ভব হবে

শশীর জন্য? হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে
মায়ার বা কি করার আছে এতে? মায়াতো আর
প্রেমিকা নয় যে রিলেশন ব্রেকআপ করে নিবে। মায়া
রিদ খানের বিয়ে করা বউ। আর বউদের সাথে
স্বামীদের কখনো ব্রেকআপ হয়না বরং তালাক হয়।
আর এখানে মায়া বা ওর স্বামী কখনোই তালাক চাই
না। তাই যতো কিছুই হোকনা কেন মায়া কোনো
কিছুর বিনিময়ে নিজের স্বামীকে ছাড়বে না অন্য
কারণও জন্য। শশী যদি ওর স্বামীর পাস্ট হয়ে থাকে
তাহলে মায়া প্রেজেন্ট। অতীত সবসময় অতীত হয়।
অতীত কখনো বর্তমান হতে পারে না। আর না মায়া
কখনো হতে দিবে এবার যতো ঝড়-তুফান আসুক না
কেন। মায়া সবকিছু সাথে লড়াই করে নিবে।
তারপরও ছাড়বে না। অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পরে
মায়া বুক ভারি হয়ে আসল তিক্ত ভাবনায়। হুট
করেই মায়ার মনে হলো ওর সামনের পরিস্থিতি বেশ
জটিল হতে যাচ্ছে। সবকিছু কেমন অন্ধকারে ঘেরা।
একদিকে মায়ার পরিবার তো অন্যদিকে রিদের
পরিবার, সাথে বড়ো বোনের সংসারে অশান্তির
কারণটা ও মায়া হতে চলেছে। তিক্ততা ভাবনা,

অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পরে মায়া গায়ের ওড়নাটা মুঠোয় চাপল। নিরব চোখে আবারও রিদের সন্ধান করে রাহাত প্রশ্ন করে বলল....‘ আপনার ভাই কোথা...

মায়াকে কথাটা শেষ করতে হলো না। তার আগেই রাহাত চট করে বুঝে নিয়ে বলল...

‘ রিদ ভাই তো বাড়িতে নেই ভাবি। ভাই আছেন উনার বাবার সাথে। আসলে সামনে নির্বাচন তো, তারপর আবার ভাই অনেক দিন পর চটুগ্রামে আসল, সেজন্য দলের সদস্যের সাথে আলোচনা মিটিং করছেন তিনি। মধ্যরাতের আগে ভাই বাড়িতে ফিরতে পারবে না ভাবি।

মায়ার বুক ভাবির কষ্টটা যেন দ্বিগুণ হলো। রিদের আশায় এ বাড়িতে এসেছিল সে এখন রিদকে না পেয়ে মায়া যেন মূহুর্তে অসহায় হয়ে পড়ল।

একদিকে রিদের পরিবার তো অন্য দিকে সবার কঠিন কঠিন সব প্রশ্নের মুখোমুখি সে কিভাবে করবে? রিদতো মায়ার পাশে নেই। কিভাবে জবাব দিবে মায়া?

‘ আমি এখানে এসেছি সেটা আপনার ভাই জানেন?

আগের নেয় রাহাতের ঝটপট উত্তর আসলো তম্বুনি...

‘ কি বলেন ভাবি, ভাই জানবেন না আপনি এসেছেন সেটা? ভাইতো আমাকে দিয়ে গাড়ি পাঠালো আপনাকে এখানে নিয়ে আসতে। ভাই বাসায় ফিরে যেন আপনাকে দেখে এজন্য।

অস্বস্তির মায়া ছোট করে উত্তর করলো রাহাতকে... ‘
ওহ!

‘ জ্বি ভাবি চলুন।

মায়া সামনে হাঁটতে গিয়েও থেমে যায়। পিছন ফিরে ইতস্ততায় রাহাতকে বলল...

‘ সবাই কি আমার উপর রেগে আছেন রাহাত ভাই?

মায়া কথাটা প্রথমে বুঝতে না পেরে খানিকটা আবাক সুরেই মায়াকে শুধিয়ে রাহাত বলল...

‘ সবাই আপনার উপর কেন রাগ করবেন ভাবি?
কিসের জন্য?

রাহাতের প্রশ্নে মায়ার অস্থিরতা দ্বিগুণ হলো।

এলোমেলো দৃষ্টি এদিক সেদিক ঘুরাতে গিয়ে জুইয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। জুই মায়ার কথায় ওর দিকেই কৌতূহল দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আপাতত সেও রাহাতের মতোন জানতে চাই খান বাড়ির সবাই কেন মায়ার

উপর রাগ করে থাকবে? কিসের জন্য? মায়া নিজের অপরাধীর দৃষ্টি জুই থেকে সরিয়ে তাকাল রাহাতে দিকে মিহি স্বরে পুনরায় বলল...‘ আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে কেউ..

আবারও মায়ার অল্প কথাতে চট করে বুঝে গেল রাহাত। মায়াকে আশ্বস্ত করে বলল...

‘ না ভাবি আপাতত কেউ রেগে নেই আপনার উপর। সবাই আপনাকে ফাহাদ ভাইয়ের শালী বলেই জানেন এই বাড়িতে। আমার মনে হয় রিদ ভাইয়ের বাবা-মা ছাড়া বাকিরা কেউ আপনাদের বিয়ের ব্যাপারটা এখনো জানে না। যদি জানতো তাহলে অবশ্যই এই নিয়ে দাদা-দাদি অথবা অন্য কেউ আমাকে প্রশ্ন করতো। তাছাড়া বিয়ের ব্যাপারটা এতোদিনে আপনাদের বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়তো। যেহেতু এসব কিছুই হয়নি তারমানে এখনো কেউ জানে না রিদ ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে। আপনি নিশ্চিতে থাকুন ভাবি। এসব বিষয়ে আপনার টেনশন করতে হবে না, ভাই আছেন! তিনি দেখবেন সবটা। আপনি ভিতরে চলুন ভাবি। আপনাকে বাসার ভিতরে দিয়ে আমাকে আবার ভাইয়ের কাছে ফিরতে হবে। চলুন!

রাহাতে কথায় মায়া আশ্বস্ত হলো। মনে হলো আসলেই রিদ আছে ওর পাশে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে রিদ কখনোই মায়াকে একা ছাড়বে না। মায়া স্বস্তির হতে হতে পা চালাল সামনে। সঙ্গে জুইও হাঁটল। কিছুটা পথ সামনে যেতেই চোখে পরলো রাদিফের। তৎক্ষণাৎ উৎফুল্লতা ভাবি বলে মায়াকে চিৎকার করে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল আশেপাশের কোলাহল পরিস্থিতি দেখে। এতো মানুষের সামনে মায়াকে ভাবি বলে ডাকাটা দৃষ্টিকটু দেখাবে। যেহেতু এখনো রিদ পারিবারিক ভাবে মায়াকে নিজের বউ বলে পরিচয় করানি সেহেতু রাদিফের এই মূহুর্তে মায়াকে ভাবি ডাকাটা যুক্তিসঙ্গত দেখাবে না। এতে মায়া অসম্মান হতে পারে। আবার ভাবিকে বিয়াইন বলে ডাকাটাও রাদিফের পযন্ত নয়। সেজন্য চুপ করে গিয়ে নিজের কাজে মন দিল। যেদিন সসম্মানে মায়াকে সবার সামনে ভাবি ডাকতে পারবে সেদিন না-হয় ভাবি ডাকবে ততদিন না-হয় সবার অগোচরেই ভাবি ডাকল মায়াকে। তারপরও বড় ভাইয়ের বউকে অসম্মান জনক কিছুই ডাকবে না সে। রাদিফের সঙ্গে দাঁড়ানো ফাহাদ দুই শালীকে

দেখতে পেয়েই হাসি মুখে এগিয়ে আসল মায়া আর
জুইকে দিকে। বড়ভাইয়ের মতোন স্নেহময় হাত
বুলাল মায়া, জুইয়ের মাথায়। কুশলাদি বিনিময় করেই
রাহাত থেকে মায়াদের কাপড়ের ব্যাগটা নিতেই
রাহাত তাড়াহুড়ো চলে গেল রিদের উদ্দেশ্যে। ফাহাদ
মায়াদের নিয়ে প্রথমেই গেল আরাফ খানের কাছে।
তিনি মায়া, জুইকে দেখতে পেয়ে উজ্জ্বল হাসতেই
মায়ার সালাম দিয়ে বিনয়ে বলল...‘ আসসালামু
আলাইকুম দাদাভাই। কেমন আছেন?

মায়ার সালামের উত্তর দিতে দিতে বলল...

‘ আলহামদুলিল্লাহ ভালো নাতনীসাহেবা। তবে তুমি
একদিন নানাভাই আর আজ দাদাভাই ডাকছো কেন?
ব্যাপার কি? নানাভাই ডাকো সেটা না-হয় ফাহাদের
সম্পর্ক ধরে কিন্তু দাদাভাই ডাকছো কার সম্পর্কের
সূত্র ধরে বলো তো একটু শুনি?

আরাফ খানের কথার যুক্তিতে মায়া চুপসে গেল।
রিদের সম্পর্ক ধরে আরাফ খানকে দাদাভাই ডেকেছে
সেটা চট করে বলতে পারলো না মায়া। অসহায় মায়া
ধরা পরে যাওয়ার ভয়ে রাদিফের দিকে তাকাল।
রাদিফ মায়ার ভয়ের কারণ বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ

এগিয়ে আসল, মায়ার কথার উত্তর দিয়ে আরাফ খানকে বলল...‘ তিনি হচ্ছেন আমার ভাবির স্বামী, তার বউয়ের একমাত্র শশুরের, একমাত্র বাপ, তার একমাত্র বড়ো নাতির একমাত্র বউ হিসাবে তোমাকে দাদাভাই ডেকেছে তাই মায়া?

রাদিফের সম্পর্কের মারপেঁচ আরাফ খানের মাথায় ঢুকলো না আর না ঢুকলো মায়ার মাথায়। তারপরও রাদিফের কথায় মায়া কেমন বোকার মতোন মাথা কাঁত করে সম্মতি দিল। চতুর আরাফ খান কেমন বোকার মতোন হিসাব মিলাতে বসল আসলে রাদিফ উনাকে কোন সম্পর্কের মারপেঁচ বুঝাল এখন। ফাহাদ যখন একই ভাবে হাসছিল তখন রাদিফ তাড়া দিয়ে বলল...

‘ ফাহাদ ভাই তুমি উনাদের বাসার ভিতরে নিয়ে যাও।

এইদিকটায় পুরুষ মানুষ বেশি। ফাহাদ মায়াদের নিয়ে চলে যেতে চাইলে জুইয়ের সঙ্গে রাদিফের চোখাচোখি হয়। সৌজন্য খাতিরে জুই নিজেই আগ বাড়িয়ে রাদিফকে কুশলাদি করে, কেমন আছে জানতে চাইলে, রাদিফ হাসি মুখে উত্তর দেয়। দুজনের মধ্যে

অল্প কুশলাদি বিনিময়ে জুই যখন রাদিফকে ত্রাস করে সামনে যেতে চাইল তখনই চোখে পরলো অল্প দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা আয়নকে। চমকে উঠার মতোন জুই পিছন তাকালে দেখল রাদিফ তখনো জুইয়ের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে। জুইয়ের তাকানোতে রাদিফ মজা করে বলল...

‘বিয়াইন এতো বার ঘুরে পিছনে তাকালে ঘাড় বেঁকে যাবে তো আপনার। আপনি বরং ভিতরে যান। আমি হাতের কাজটা শেষ করেই আপনার কাছে আসছি। তখন না-হয় আবার দেখলেন আমাকে। রাদিফের অল্প দুষ্টামিতে কেন জানি জুইয়ের খুব কষ্ট হলো। ঘাড় ঘুরিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকাল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আয়নের দিকে। নিশ্চয়ই রাদিফের কথাবার্তা সে শুনছে সব। অথচ এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন আয়ন কিছুই শুনছে না। আর যদি শুনেও থাকে তাহলে আয়নের রাদিফ বা জুইকে নিয়ে কোনো কিছুই যায় আসে না।

জুই আর পিছনে তাকাল না বরং আয়নকে দেখতে দেখতে সামনে এগোল। কেন জানি আয়নের জুইকে ইগনোর করাটা খুব দহনে পুড়ছে জুই। যদিও জুই

চেয়েছিল আয়ন জুই থেকে দূরে থাকুক কিন্তু আজ কেন জানি আয়নের দূরত্বটা স্বাভাবিক নেয় মেনে নিতে পারছে না জুই। জুইয়ের মনে হচ্ছে আবার আগের মতোন হয়ে যাক দু'জনের সম্পর্কটা। আয়নের সঙ্গে রাতভর কথা হোক জুইয়ের। আচ্ছা জুই কি আয়নের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখবে? একটু কুশলাদি বিনিময় করলে ও তো মন্দ হয়না। ধীরস্থির চিন্তা ভাবনায় জুই আয়নের বরাবরই হতে প্রথমে আঙুঠ করে সালাম দিয়ে চেয়ে জুই বলল...‘ আসসালামু...

জুইয়ের সালামটা শেষ করার আগেই আয়ন জুইকে অদেখা করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল অন্যদিকে। উচ্ছ্বাস জুই স্তব্ধ, হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আয়নের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে। জুইয়ের বুঝতে দেরি হলো না আয়ন ওকে সরাসরি ইগনোর করছে। অকারণে জুইয়ের কান্না আসল। মূল্যবান কোনো কিছু হারিয়ে ফেলার ভয়ে তিক্ত দহনে পুড়লো। ভিতরকার হাহাকার কষ্ট চেপে মায়াদের পিছন পিছন হাঁটতে লাগলে আরাফ খান রাতিফের হাত টেনে নিজের দিকে ফেরাতে ফেরাতে বলল...

‘ আমি তো বুঝিনি! সম্পর্কে আমার কি হলো রাদিফ?

‘ তুমি ভাবো তোমার কি হলো? সম্পর্কটা তো তোমার তাই না?

আরাফ খান বোকার মতোন বলল..

‘ একটু সহজ করে বলতো রাদিফ।

আরাফ খানকে খোঁচা মারার মতোন করে রাদিফ বলল... ‘ তুমি না ইন্টেলিজেন্স মানুষ? সামান্য একটা সম্পর্কের হিসাব মিলাতে পারছো না তুমি? দাদী কি দেখে তোমার সাথে এতো বছর ঠিকে গেল আল্লাহ জানে।

রাদিফের কথায় ক্ষেপে গেল আরাফ খান। উনার বউকে নিয়ে খোঁচা মারায় গায়ে লেগেছে যেন...

‘ এই তুই আমার বউকে টানছিস কেন?

‘ তাহলে তুমি কেন বারবার আমার ভাবির স্বামীর বউয়ের শশুরের বাপের ছেলের ছেলে বউকে টানছো বলো?

এই প্রথম আরাফ খান মনে হয় কারও কথা চুপ করে গেল। মূলত তিনি চুপ করে যাননি বরং রাদিফের বলা সম্পর্কে হিসাব বলাতে ব্যস্ত হলো। এই ফাঁকে রাদিফও স্থান ত্যাগ করলো নয়তো বলা

যায় কখন আবার আরাফ খান চেপে ধরে সম্পর্কে মারপেঁচ মিলাতে পেরে। ‘আরিফ ভাই আসল না কেন তোদের সাথে জুই?’

হাতে ট্রে বিছানার কোণায় রেখে তার পাশে বসতে বসতে আক্ষেপ গলায় প্রশ্নটা করলো জুইকে মুক্তা। মায়া ওয়াশরুমে। জুই ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে রাখছিল ফ্রেশ হওয়ার জন্য। মুক্তা কথায় জুই দ্বিধাহীন গলায় বলল...

‘ভাইয়ার নাকি কি জরুরি কাজ আছে সেজন্য আসেনি। আমাদের দুজনকে একা পাঠাল। জুইয়ের কথায় খানিকটা অসন্তুষ্ট হলো মুক্তা। মন খারাপ করে বলল...

‘ভাইয়ার কি এমন জরুরি কাজ পড়লো যার জন্য বোনের শশুর বাড়িতে আসতে পারছে না।

‘আরিফ ভাইয়া নতুন ব্যবসা শুরু করেছে আপু। এজন্য আজকাল ভাইয়া অনেক ব্যস্ত থাকে। এমনকি কাজের চাপে ভাইয়া ঠিকঠাক সময়ে বাসায়ও ফিরত না। অনেকদিন তো আরিফ ভাই ভোর রাতেও বাসায় ফিরে। যদিও জুইয়ের কথা গুলো সত্য তারপরও আরিফের খান বাড়ির অনুষ্ঠানে না আসার যথাযথ

কারণটা ছিল মায়ার প্রতি মন কষাকষি নিয়ে। যেটা আরিফের ব্যস্ততা অযুহাতে গোপন করে গেল জুই। মন খারাপে মুক্তা থেমে নেই। আজ তিনমাস পর বোনদের কাছে পেয়েছে সে। যদিও এই তিনমাসে মুক্তা দুই-একবার গিয়েছিল ফাহাদকে নিয়ে নিজের বাপের বাড়িতে বেড়াতে তবে সেখানে ভাই-বোনদের কারও দেখা পাইনি ওহ। হুট করেই আবার মায়ার ফিক্সড হয়ে যাওয়া বিয়েটাও আরিফ ক্যাপ্শেল করে দিল। এই নিয়ে বাসায় কতো ঝামেলা হলো। চেয়ারম্যান পরিবার ওদের বাবাকে কতো কথা শুনাল। মানহানির মামলা দিতে চেয়ে হুমকি ধামকি দিয়েছিল কিন্তু নাদিম ছেলেটা সেদিন শফিকুল ইসলামের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। নিজের পরিবারকে বুঝিয়ে শান্ত রাখল। আবার শফিকুল ইসলামের সঙ্গেও কথা বলেছি আরিফের সঙ্গে কথা বলবে বলে। হুট করে কেন আরিফ বিয়েটা ক্যাপ্শেল করতে চাইছে? এতে দুই পরিবারের সম্মান জড়িয়ে আছে। অলরেডি পুরো এলাকায় জানাজানি হয়ে গেছে চেয়ারম্যানের ছেলের সঙ্গে শফিকুল ইসলামের ছোট মেয়ের বিয়ে ফিক্সড হয়ে আছে এই ব্যাপারটা। এখন

এই মুহূর্তে যদি কোনো কারণ ছাড়া আরিফ বিয়েটা না করে দেয় তাহলে স্বাভাবিক নেয় সবার সম্মানে আঘাত লাগবে। এলাকার মানুষ সমালোচনা করবে। নিন্দা জানাবে। সেজন্য শফিকুল ইসলাম চেয়েছিল মায়া, জুইকে নিয়ে আরিফ আশুগঞ্জ ফিরতে। উনাদের ধারণা ছিল আরিফ একবার মায়াকে নিয়ে আশুগঞ্জ ফিরলে যেভাবে হোক মায়াকে নাদিমের সঙ্গে রাতারাতি বিয়েটা দিয়ে দিবে আরিফকে বুঝিয়ে শুনিয়ে। যদি আরিফ এতে রাজি না হতো তারপরও বিয়েটা সম্পূর্ণ করতো মায়ার পরিবার। অন্তত নিজেদের দেওয়া ওয়াদা রক্ষা করার জন্য হলেও মায়াকে চেয়ারম্যান পরিবারের বিয়ে দিতো। তাছাড়া এখানে বিয়ের জন্য মায়াতো আর অমত করেনি সেহেতু বিয়েটা সবাই সম্পূর্ণ করতে চাই যেভাবেই হোক। কিন্তু আরিফ এসবের কিছুই তোয়াক্কা করলো না। হুট করে মায়ার বিয়েটা ক্যান্সেল করে মায়াকে নিয়ে আর ফিরলো না আশুগঞ্জ। ফোনে নাদিমের সঙ্গে আরিফের কি কথা হয়েছিল মুক্তা জানে না কিন্তু এরপর থেকে চেয়ারম্যান পরিবারের সবার বেশ স্বাভাবিক ভাবেই রয়েছে মুক্তাদের পরিবারের সঙ্গে।

তবে মায়ার বিয়েটা একেবারে ভেঙ্গে যায়নি। বরং এখনো আগের নেয় আছে। শফিকুল ইসলাম কিছু সময় চেয়েছেন চেয়ারম্যানের থেকে। নিজের ছেলেমেয়ে বাড়িতে ফিরলেই এই নিয়ে কথা বলবেন সবার সাথে ততদিন যেন অন্তত সময় দেন শফিকুল ইসলামকে চেয়ারম্যান সাহেব। সেদিন শফিকুল ইসলামের কথা রেখেছিল চেয়ারম্যান সাহেব। তারপর থেকে মায়ার বিয়ের বিষয়টা আপাতত স্থগিত আছে। পুনরায় আলোচনায় বসবে যখন মায়াকে নিয়ে আরিফ আশুগঞ্জ যাবে তখন কিন্তু এতোকিছু মাঝে আরিফের মতামত শূন্য। না নিজে বাড়িতে যাচ্ছে আর না মায়াকে যেতে দিচ্ছে। বিগত তিনমাস ধরে চটুগ্রামেই আছে মায়ারা। মুক্তা অনেকটা দিনপর বোনদের নানাশশুর বাড়িতে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা। মায়ারা এখানে এসেছে পর থেকেই বোনদের সাথে আছে সে। সন্ধ্যায় মায়াদের জন্য ট্রে-তে করে রাস্তা নিয়ে এসেই উক্ত কথা বলেছিল মুক্তা। মন খারাপে একই ভাবে বলল মুক্তা...‘ নতুন ব্যবসা দিয়েছে বলে বোনদের এক নজর দেখা যাবেনা ভাইয়ের? আরিফ ভাই বাড়িতে যায়না, আমার শশুর বাড়িতেও যায়না,

আবার এখানে আসলো না। আমি নোটিশ করেছি
জুই, আরিফ ভাই সপ্তাহে সপ্তাহে ঢাকা গেলেও আমার
শশুর বাড়িতে যায় না আমাকে দেখতে। বাপ-চাচা
মিলিয়ে একটা মাত্র ভাই আমাদের, সেও আমার
খোঁজ করে না। আমার তো মনে হয় ভাইয়া কোনো
কারণে রেগে আছে আমার শশুর বাড়ির মানুষের
উপর

এজন্য যেতে চাই না।

জুই ব্যাগ থেকে কাপড় নামাচ্ছিল। মুক্তার মন
খারাপের কথা গুলো শুনে মনে ভয় সংশয় সৃষ্টি
হলো। ওরা তিন বোনদের মাঝে মুক্তা বেশ চতুর।
অল্প সময়ে সবকিছু চট করে ধরে ফেলতে পারে সে।
হয়তো আরিফকে নিয়ে মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে
সেটার খোঁজ করতেই জুইকে এখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে
প্রশ্ন করছে। জুই হাতে তোয়ালেটা বিছানায় রেখে
এগিয়ে মুক্তার মুখোমুখি বসে বলল...

‘তেমন কিছু না আপু, তুমি ভুল বুঝছো। ভাইয়া
আসলে প্যারার মধ্যে আছে। তাছাড়া আরিফ ভাই তো
রোজ তোমার সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখছে।’
ভাইয়ের সাথে কি আমার শুধু ফোনে যোগাযোগ

রাখার সম্পর্ক জুই? একটা বার আমার শশুর বাড়িতে গিয়ে আমাকে দেখে আসলে কি হয়? এখনতো ভাইয়া চট্টগ্রামে আছে আমিও এখানে আছি। কতক্ষণ লাগবে আমার শশুর বাড়িতে আসতে? এখানেও আসলো না। আমার কি মনে হয় জুই জানিস? আরিফ ভাইয়া হয়তো কোনো কারণে আমার শশুর বাড়িতে আসতে চাইছে না। আচ্ছা জুই তুই কিছু জানিস এই ব্যাপারে?

জুই খানিকটা থতমত খেয়ে বলল...

‘না আপু।

‘আচ্ছা তোরা কেন বাড়িতে যাচ্ছিস না?

‘আমাদের পড়ার চাপ বেশি পড়েছে আপু।

নিজের প্রশ্নের ধারা জারি রেখে ফের বলল মুক্তা...

‘আচ্ছা মায়া কি কারও সাথে রিলেশন আছে?

আপুকে সত্যি করে বলবি জুই।

একই ভাবে জুই উত্তর দিয়ে বলল...

‘না আপু নেই।

জুইকে সন্দেহ করে মুক্তা বলল...‘তুই মিথ্যা বলছিস

জুই। আমার মনে হয় মায়া কারো সাথে রিলেশনে

আছে নয়তো আরিফ ভাইয়া হুট করে কেন নাদিমের

সঙ্গে বিয়েটা ভেঙ্গে দিল ওর? ওহ নিশ্চয়ই আরিফ ভাইকে বলেছে বিয়েটা ভাঙতে? যেখানে এই বিয়ের জন্য আরিফ ভাই নিজেই প্রথমে রাজি ছিল? সত্যি করে বলতো জুই কি হয়েছে আসলে?

মুক্তা একের পর এক ধারালো প্রশ্নের বানে এবার যথাযথ ভাবে জুই ঘাবড়ে যাচ্ছে। যদি কোনো কারণে ভুলেও মায়ার সম্পর্কে মুক্তা কানে কিছু যায় তাহলে সেটা ওদের পরিবারের সবার কানে পৌঁছে যাবে মূহুর্তে। জুই নিজেকে ধাতস্থ করে আবারও মিথ্যা বলে বলল...

‘না আপু তুমি বেশি চিন্তা করছো এমন কিছুই হয়নি। মায়ার কারও সাথে রিলেশন করলে সেটা তোমাদের চোখে পড়তো না? ওহ যে গবেট সবার আগে তোমার কাছেই ধরা পড়তো এটা। জুইয়ের কথাটা মুক্তার যুক্তিসঙ্গত মনে হলো। ওরা তিন বোনের মধ্যে মায়ার একটু বোকা টাইপের। কোনো কাজ করলে সেটা সহজে হজম করে রাখতে পারে না। কারও না কারও কাছে ধরা পরবেই। যদিও মায়ার কোনো রিলেশন থাকতো তাহলে অন্তত জুইয়ের কাছে হলেও সেটা এতদিনে ধরা পড়ে যেতো। জুইতো আর মুক্তাকে

মিথ্যা বলবে না। কিন্তু এতো ভালো বিয়েটা আরিফ কেন হঠাৎ করে না করছে সেটাই বুঝতে পারছে না মুক্তা। মুক্তা ভেবে রেখেছে আজ রাতেই একবার ফাহাদকে নিয়ে যাবে আরিফের সঙ্গে দেখা করতে। আরিফ আসেনি তো কি হয়েছে? ছোট বোন হিসাবে ওহ যাবে আরিফের কাছে। আবার আরিফকে সঙ্গে করে নিয়েও আসবে। এসবের ফাঁকে সুযোগ করে জেনে নিবে কেন মায়ার বিয়েটা না করছে আরিফ। মুক্তা জুইকে বলল..‘ আচ্ছা তুই নাস্তা কর। আরিফ ভাইয়ের সঙ্গে আমি নিজেই কথা বলে নিব এই বিষয়ে।

কথাটা বলতে বলতে জুইয়ের দিকে শরবতের গ্লাসটা এগিয়ে দিল মুক্তা। সেটা হাতে নিতে নিতে ছোট করে সম্মতি দিয়ে জুই বলল....

‘ আচ্ছা আপু।

রুমের মধ্যে মায়ার সন্ধান করে মুক্তা বলল...

‘ মায়া কইরে জুই?

জুই শরবতের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলতে চাইল...

‘ মায়া ওয়াশরু....

‘ এইতো আমি আপু।

জুইয়ের কথা শেষ করার আগেই মায়া ওয়াশরুম থেকে বের হলো ফ্রেশ হয়ে এরমাম্বোই মুক্তার কথাটা শুনে উত্তর করলো সে। মায়াকে ডেকে মুক্তা বলল...

‘ এদিকে আয়। নাস্তা করে যাহ।মায়া এগিয়ে এসে জুইয়ের বিছানার উপর রাখা তোয়ালেটা তুলল, হাত মুখ মুছতে মুছতে বসলো জুইয়ের পাশাপাশি। মুক্তার এগিয়ে দেওয়া শরবতে গ্লাসে চুমুক শেষ করতে করতে তিনবোনের মধ্যে গল্পের আসর জমাল। সেই আড্ডার মাম্বোই উপস্থিত হলো সৈঁজুতি, শশী। শশীকে দেখে জুই তাকাল মায়ার দিকে। মায়াও খানিকটা অস্বস্তিতে তাকাল জুইয়ের দিকে। দুজনের চোখাচোখি হতেই জুই চোখের ইশারায় আশ্বস্ত করলো মায়াকে। মায়া খানিকটা স্বাভাবিক নেয় তাকাল শশীর দিকে। শশী হাস্যোজ্জ্বল মুখে মায়ার পাশ ঘেঁষেই বসল। মায়াকে শশীর ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ। ছোটখাটো কিউট মেয়ে মায়া।দেখতেও নাদুস নুদুস। মায়াদের সঙ্গে শশীর কৌশলাদি বিনিময়ে মাম্বোই সেখানে উপস্থিত হলো ফাহাদ আর রাদিফ। মূলত ফাহাদ এসেছে নিজের বউয়ের খোঁজে। রাদিফ

আর ফাহাদকে একটু বের হতে হবে কাজে। মুক্তা বলেছিল সে আরিফের সঙ্গে দেখা করতে মুরাদপুর যাবে। যেহেতু ওরা দুজন সেই দিকেই যাবে এজন্য ভাবলো মুক্তাকেও সঙ্গে নিয়ে নিবে। কিন্তু মুক্তার খোঁজে ফাহাদ গেস্ট রুমে পৌঁছাতে সেখানে মায়াদের সঙ্গে সঁজুতি ও শশীকে দেখে পেল। হাতের স্পিড ক্যানে তখন চুমুক দিচ্ছিল ফাহাদ, বউয়ের পাশে বসতে বসতে অর্ধ খাওয়া ক্যানটি মুক্তার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে মায়াদের উদ্দেশ্য বলল...

‘কি ব্যাপার সবাই আমার শালীদের কক্ষে শালিশ বসিয়েছে কেন? কার গসিপ চলছে এখানে?’

ফাহাদের কথায় জুই মজা ছলেই উত্তর করলো... ‘দুলাভাই আপনার।’

ফাহাদ জুইয়ের কথার তাল মিলিয়ে একই ভাবে বলল...

‘বাপরে তাহলে আজকের ভিলেন মনে হয় আমি। জুই হেঁসে বলল...

‘বলতে পারেন।’

হাতের একটা ক্যানে চুমুক রাদিফও বসাচ্ছিল। কিন্তু অপর হাতের ইনটেক ক্যানটি সবার সামনে মায়ার

দিকে বাড়িয়ে দিতেই মায়াও কোনো রকম দ্বিধা ছাড়া
সেটি রাদিফের হাত থেকে নিল। ট্রে-তে নাস্তা রেখে
রাদিফের দেওয়া ক্যানটি খোলে মায়া তাতে চুমুক
বসালে রাদিফ পাশ থেকে ঢোল এনে মায়ার মুখোমুখি
বসল। মুক্তা তখনো কপাল কুঁচকে তাকিয়ে মায়ার
দিকে। সঁজুতি রাদিফকে বলল...‘ আমার ক্যান কই
রাদিফ ভাই?

রাদিফ ঠান্ডার ক্যানে চুমুক দিতে দিতে বলল...

‘ তোরটা ফ্রিজে আছে গিয়ে নিয়ে আয় যাহ!

রাদিফের সঙ্গে মায়ার সাচ্ছন্দ্য আচারণ করার বিষয়টি
ফাহাদের চোখেও লাগল। এখানে আসার সময়
গরমের জন্য ওরা ফ্রিজ থেকে ঠান্ডার ক্যান গুলো
নেওয়ার সময় রাদিফ নিজের জন্য দুটো ক্যানের
বোতল উঠালে তখন ফাহাদের মনে হয়েছিল রাদিফ
হয়তো নিজের জন্য দু’টো নিয়েছে। কিন্তু এখানে
এসে একটা মায়াকে ধরিয়ে দিতেই বুঝতে পারলো
তখন রাফিদ দুটো নিজের জন্য নয় বরং একটা
মায়ার জন্য নিয়েছিল। সঁজুতি কথার রেশ টেনে
ফাহাদ রাদিফের সঙ্গে মজা করতে চাইল মায়াকে
নিয়ে। মসকার ছলে বলতে চাইল....

‘ আমার মায়া রাদিফের বিয়াইন বলে কথা।
বিয়াইনের জন্য শুধু ক্যান কেন? আরও স্পেশাল...
ফাহাদের কথা শেষ করার আগেই ইতি টানল
রাদিফ। মায়াকে নিজের বোন দাবি করে সম্মান দিয়ে
বলল...

‘ মায়া বিয়াইন নয় ছোট বোন হয় আমার। এরপর
এসব মজা করবে না ফাহাদ ভাই। মায়া- রাদিফের
সঙ্গে সাচ্ছন্দ্যবোধ দেখে প্রথমে সন্দেহ মুক্তাও
করেছিল। হয়তো রাদিফের সঙ্গে মায়ার কিছু চলবে
ভেবে ধারণা করে নিয়েছিল মনে মনে কিন্তু রাদিফ
যেন মূহুর্তে ফাহাদকে নয় বরং মুক্তার ধারণাকে ভুল
প্রমাণ করে মায়াকে নিজে ছোট বোন বলে দাবি
করলো। রাদিফকে নিয়ে মুক্তার মনের সন্দেহ কেটে
যেতেই ফাহাদ জুইকে জড়িয়ে আর কিছু বলতে
চাইল না। পরে দেখা গেল রাদিফ মায়ার মতো
জুইকেও নিজের বোন বলে দাবি করল তখন বিষয়টা
ফাহাদের জন্য লজ্জাজনক হতে পারে ভেবে সে
শশীকে নিয়ে রাদিফকে বলল...

‘ আচ্ছা মানলাম মায়া নাহয় তোর ছোট বোন হয়
কিন্তু তোর সুন্দরী ভাবি জন্য অন্তত একটা ক্যানের

বোতল আনা প্রয়োজন ছিল তোর।রাদিফ স্বাভাবিক
নেয় নিজের ভাবি বলতে মুক্তা ধরে নিল। কারণ
মায়ার বিষয়টা যেহেতু এখনো পরিবারের কেউ
অবগত নয় সেজন্য রাদিফ মুক্তাকে ভাবি মনে করে
বলল...

‘ ভাবির জন্য তো তুমি আছো আমি আনবো কেন?
তোমার বউয়ের ভাগ আমাকে দিবা যে আমি
খাওয়াব?

ফাহাদ পাশ থেকে বালিশের কুশন উঠিয়ে রাদিফের
দিকে ছুড়ে মারতে মারতে বলল...

‘ শালা আমি আমার বউয়ের কথা বলছি তোকে?
আমি তোর ভাইয়ের বউয়ের কথা বললাম। শশী তো
রিদের হাফ বউ হয়। তাহলে ওকে কেন খাওয়ালি
না?

ফাহাদের কথায় চমকে উঠার মতোন চারজোড়া চোখ
তৎক্ষণাৎ তাকাল মায়ার দিকে। রাদিফ, জুই মায়াকে
লক্ষ করতেই দেখল ফাহাদের কথায় চোখ মুখ
অন্ধকার করে মাথা ঝুঁকে বসে আছে মায়া। হয়তো
নিজের ইমোশন গুলো আটকাতে চাচ্ছে। অথচ শশী
তখন লজ্জা মিশ্রিত মুখে বসে। রাদিফ মায়াকে আশ্বস্ত

করতে চেয়ে ফাহাদের কথা শুধিয়ে বলল...‘ রিদ
ভাইয়ের পছন্দ আছে।

রাদিফের কথা কেটে ফাহাদ আবারও বলল...

‘ আরে রিদের পছন্দই তো আমাদের শশী। ওদের
দুজনের প্রেম তো একদিন দু’দিনের নয়, গুটা পাঁচ
বছরের প্রেম কাহিনি ওদের। খোঁজ নিয়ে দেখ
দুজনের প্রেমের গল্প আকাশের বাতাসে হাওয়ায়
হাওয়ায়ও পাওয়া যাবে তাই না শশী?

খানিকটা লজ্জা মাথা নাড়িয়ে হাসলো শশী। মায়া
হাতের বোতলটা দু’হাতে চেপে বসল শক্ত করে।
ফাহাদের কথা গুলো যেন হৃদয়ে কাঁটার মতো
বিঁধছে। রিদের প্রেম ছিল কারও সাথে সেটা
ভাবতেও যেন মনে অদৃশ্য জখমে খণ্ডিত হচ্ছে
অসংখ্য। মায়া এই মূহুর্তে সবার সামনে কাঁদতে
চাইনা। বরং নিজেকে শক্ত রাখতে দাঁত কামড়িয়ে
মাথা ঝুঁকে বসে। জুই মায়ার অবস্থা বুঝতে পেরে
একহাতে মায়ার হাতটা চেপে বসল সবার অগোচরে।
রাদিফ মায়ার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে ফাহাদের
উপর বিরক্ত হলো। খানিকটা রাগ হয়ে সরাসরি
বলল...‘ ভুল জানো তুমি ফাহাদ ভাই। রাস্তার মুড়

অনেক আগেই ঘুরে গেছে। আমি জানি না আদৌও শশীর সাথে রিদ ভাইয়ের কিছু ছিল কি-না। তবে এতটুকু বলতে পারি রিদ ভাইয়ের পছন্দের মানুষ শশী নয় বরং অন্য কেউ। আর সেই খবর আমি, বাবা-মা আমরা তিনজনই জানি। যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে রিদ ভাইকে জিগ্যেসা করে নিও।

কথাটা বলেই রাদিফ উঠে গেল। রাদিফের কথায় ফাহাদ, মুক্তা সঁজুতি বিভ্রান্ত হয়ে তাকাল শশীর দিকে। রাদিফের কথা গুলো যে শশীর বিশ্বাস হয়নি সেটা শশীর ফেইস দেখেই বুঝা যাচ্ছে। তবে শশী রাদিফের কথায় কষ্ট পেয়েছে বলে সেও তৎক্ষণাৎ রুম ত্যাগ করলো কাউকে কিছু না বলে। মায়া তখনো মাথা ঝুঁকে বসে। ফাহাদ মুক্তাকে বের হতে বলে সেও চলে গেল। এই মূহুর্তে কেউ কথাটা আর বাড়াতে চাইল না। তবে রাদিফের এই কথা গুলো যে এখানে শেষ হবে না সেটা ফাহাদ, সঁজুতি মুক্তা তিনজনই জানে। এই কথাটা এখন পরিবারের বড়দের কানে দিবে শশী। হয়তো এখন কেউ কিছু বলবে না কিন্তু কাল ফাংশন শেষ হতে হতে কিছু একটা হবে বলে আশা করা যায়। মুক্তা -মায়া,

জুইকে সঁজুতির সাথে থাকতে বলে সেও বের হয়ে যায়। মায়া রাদিফের কথায় আশ্বস্ত হলেও রিদের প্রথম ভালোবাসা শশীকে ভেবে একবুক কষ্ট সারারাত পার করলো রিদের অপেক্ষায় অপেক্ষায়। কিন্তু কোথাও রিদের বা অন্য কারও দেখা নেই। মধ্যরাতে দিকে ফাহাদকে দেখা যায় মুক্তাকে নিয়ে খান বাড়িতে ফিরতে। আরিফের সঙ্গে দেখা করেছিল ওরা। আরিফ কাল খান বাড়ির মেজবানে আসবে বলে আশ্বস্ত করলো মুক্তাকে। কিন্তু রিদ সেই দুপুরে নিহাল খানের সঙ্গে বের হয়েছিল, সারারাত চলে গেল অথচ সে ফিরতে পারেনি কাজের চাপে। রাত পার হয়ে সকাল হলো। মায়া সকালে মানুষের হৈচৈয়ে ঘুম থেকে উঠে রিদের খোঁজ করলো। শুনা গেল রিদ তখনো বাসায় ফিরেনি। একবুক কষ্টে মায়ার তখনই কেঁদে ফেলল। ডাগর ডাগ আঁখিদয় চিকচিক করলো নুনা জ্বলে। মায়াকে বারবার চোখ মুছতে দেখে ক্ষেপে যায় জুই। এই মূহুর্তে মায়াকে কান্না করতে দেখলে মুক্তা সন্দেহ করতে পারে যেটা মোটেও ঠিক হবে না কারও জন্য। হৈচৈয়ের মধ্যে সকলে রেডি হলো। মায়াও সাধারণ থ্রি পিস পড়ে সবার সাথে বসে।

শশীকে, দেখা গেল শাড়ি পড়ে ঘুরতে। সকাল দশটার মধ্যে বাবুচির রান্না বান্নার বিশাল আয়োজন শেষ শেষ। এগারোটার ভিতরে খাওয়া-দাওয়া কাজ শুরু করবে। খান পরিবারের সকল আত্মীয় স্বজনরাও সকাল থেকে আসতে শুরু করেছে। চারপাশে কলরব আয়োজন। অথচ রিদ বা নিহাল খানসহ বাড়ির ছেলেগুলোর দেখা নেই। আশায় আশায় মায়া মন বিষিয়ে উঠছে তিক্ততায়। দশটার দিকে শুনা গেল রিদের গাড়ি খান বাড়িতে ঢুকেছে। মায়া তখন সবার সাথে দুতলা গেস্ট রুমে বসে। রিদকে বাড়িতে ফিরতে শুনে দৌড়ে দোতলা করিডোরের দাঁড়াল রেলিং ধরে। নিচে তাকিয়ে দেখল সারিবদ্ধ ভাবে অনেক গুলো গাড়ি পাকিং এরিয়াতে আছে অথচ রিদের দেখা কোথাও নেই। ক্ষুন্ন মন আরও ক্ষুন্ন হলো। চোখ মুখ অন্ধকার করে নিচের তাকিয়ে তার মধ্যই পাশ থেকে হঠাৎ কেউ ডেকে উঠলো মায়াকে....' এখানে কি করছেন আম্মু?

মায়া চমকে উঠার মতোন তাড়াহুড়োয় সোজা হয়ে দাঁড়াল। মাথা কাপড় টেনে খতমত খেয়ে বলল...

‘ আসসালামু আলাইকুম আব্বু।

‘ ওয়ালাইকুম সালাম । ভালো আছেন আম্মু?

‘ জ্বি আপনি?

‘ আলহামদুলিল্লাহ আম্মু আছি আল্লাহ রহমতে । তা আপনি রেডি না হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন? ভিতরে যান রেডি হোন গিয়ে ।

মায়া অস্বস্তিতে আছড়ে মাথা কাপড়টা আরও একটু টেনে বলল...

‘ ভালো লাগছিল না সেজন্য এখানে একটু দাঁড়িয়ে ছিলাম । এম্মুনি চলে যাচ্ছি ।

মায়ার কথায় নিহাল খান ক্লান্তিতে হেঁসে বলল...

‘ আপনার শশুর বাড়ির এটা, আপনি যেখানে খুশি সেখানে দাঁড়াবেন সমস্যা নেই । আগে রেডি হয়ে নিন । এই বাড়ির বড়ো বউ আপনি । সবাই আপনাকে দেখবে । খান বাড়ির বউ হিসাবে চিনবে । আপনি বরং একটা মার্জিত শাড়ি পরে নিন আম্মু । মায়ার আর সাহস হলো না নিহাল খানের মুখে মুখে আর কিছু বলতে কেমন রোবটের মতোন মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিল শুধু । নিহাল খান অল্প হেসে স্থান ত্যাগ করলে মায়াও নিজের রুমে গেল । ব্যাগ খোলে গাঢ় নীল মসলিন তাতের জামদানী শাড়ি খোলে সেটা পড়লো

জুইয়ের সাহায্যে। এই শাড়ীটা সেদিন রাফা পছন্দ করে কিনে দিয়েছিল মায়াকে আজকের দিনে পরার জন্য। কিন্তু অস্বস্তিতে মায়া ভেবেছিলাম শাড়ি-টাড়ি পড়বে না আজ। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে মায়া কেন আজ শাড়ি পড়েছে তাহলে কি উত্তর দিবে সে? সেই চিন্তায় মায়া প্রথমে শাড়ী পরতে চাইনি কিন্তু এখন নিহাল খানে বলাতে মায়ার শাড়ি পড়াটা বাধ্যতা মূলক হয়ে গেল। নয়তো নিহাল খানের আদেশ করার পরও যদি মায়া শাড়ি না পড়ে তাহলে বিষয়টা দৃষ্টিকটু আর বেয়াদবি দেখাবে। যেটা মায়া করতে চাইনা বলে দ্বিধামনা করে শাড়িটা পড়ে নিল কিন্তু কেউ জিগ্যেস করলে কি বলবে সেই চিন্তায় ভয়েও থাকলো। মায়ার শাড়ি পড়া শেষ হতেই রুমে ঢুকলো মুক্তা হাতে নিজের দুটো শাড়ি নিয়ে। মায়াকে গাঢ় টকটকা নীল শাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেইদিকে কয়েক সেকেন্ড মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে বলল...‘ মাশাআল্লাহ! তোকে তো বেশ সুন্দর লাগে শাড়িতে মায়া? এই শাড়িটা কোথায় পেয়েছিস তুই? জুই তখন মায়ার সামনে বসে কুঁচি গুলো গোছাচ্ছিল। মায়া মুক্তা দেখে ভয়ে ভয়ে বলল...

‘ আরিফ ভাই কিনে দিয়েছিল এটা।

‘ বাহ সুন্দর হয়েছে। তোকে অনেক মানিয়েছে।

কথাটা বলেই মুক্তা হাতের শাড়ি গুলো বিছানার উপর রাখতে রাখতে আবারও বলল...

‘ আমি আরও তাদের দুজনের জন্য দুটো শাড়ি এনেছিলাম। রাদিফ বললো নিহাল আঙ্কেল নাকি মেয়েদের সবাইকে আজ শাড়ি পড়তে বলেছে। উনি হঠাৎ এই কথাটা কেন বললো জানি না। তারপরও গুরুজন যেহেতু আদেশ করেছে জুই তুইও একটা শাড়ি পরে নে। কিছু লাগলে আমাকে ডাকিস। রিদ ভাইয়া নিচে এসেছেন উনার সাথে দেখা করে আসি কেমন? অস্থিরতায় মায়া কোনো রকম মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিতেই মুক্তা চলে গেল। মায়া রিদকে দেখা আশায় জুইকে রেখে চলে গেল আবারও করিডোরে। পিলার ঘেঁষে রেলিং এর নিচে তাকাল ঝুঁকে। অস্থিরতায় আশেপাশে তাকিয়ে আবারও রিদকে কোথাও দেখতে না পেয়ে চোখ চিকচিক করলো নুনা জ্বলে। ভগ্ন হৃদয়ে জেদ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। রিদ তখন সবে নিচ থেকে উপরে উঠছিল ক্লান্তিতে। সারারাতের ঠহলে শরীর রু রু করছে

ক্লান্তিতে। লম্বা শাওয়ার না নিলেই নয়। এরিই মধ্যে
সিঁড়ি বেয়ে করিডোর পা রাখতে চোখে পরলো
নিজের বউকে নীল শাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে। থমকে
যাওয়ার মতো সেখানেই দাঁড়াল অপলক দৃষ্টিতে
তাকিয়ে। মায়ার দ্বিগুণ চুল গুলো এলোমেলো হাত
খোঁপা করে সাজুগুজু বিহীন রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে
হয়তো নিচে তাকিয়ে কারও সন্ধান করছে। মায়ার
সৌন্দর্য্যতা যেন

মূহুর্তে স্নিগ্ধতা ছড়াল রিদের মনে। রক্কে রক্কে বয়ে
গেল শীতলতা। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই
দিকে। মায়াকে দেখা গেল বামহাতে চোখ মুছতে।
রেলিং ধরে নিচে ঝুঁকে আবারও কোনো কিছুর সন্ধান
করতেই রিদ কপাল কুঁচকায়। কিছু একটা ভেবে
এগিয়ে এসে হঠাৎই মায়ার বাহু টেনে পিঠ ঠেকাল
পিলারে। মূহুর্তে মাঝে কোনো কিছু ঠাহর করতে না
পেরে ব্যথায় পিঠ বাকাল মায়া। রিদকে লক্ষ্য না করে
ধাক্কা মেরে নিজেকে ছাড়াতে চাইলে রিদ মায়ার বাহু
পেঁচিয়ে বলল...‘ শরীরে তেজ বেড়ে গেছে? শক্তি
দেখান? হাড় ভেঙ্গে হাতে ধরায় দিব।

রিদের কণ্ঠে মায়া চমকে উঠার মতোন চুপসে গেল।
অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে রিদকে এই মূহুর্তে আশা করেনি
মায়া। রিদের সাশ্বিধ্য পেতেই মায়া চুপ করে গেল।
অভিমানী গলায় মিনমিন করে বলল...

‘আপনি আমাকে ছুঁবেন না যান!

‘তাহলে কে ছুঁবে?

‘আপনি রাতে আসেন নাই কেন? আমি অপেক্ষায়
ছিলাম।

‘আপনি ডেকেছেন যে আসবো?

মায়া গাল ফুলিয়ে অভিমানী গলায় ফের বলল...

‘আপনিতো আমার কল রিসিভ করেন না।

‘কল রিসিভ করার মতোন কাজ করেছেন যে রিসিভ
করবো?রিদের কথায় মায়া আবারও চুপ করে গেল।

চোখের পানি সমান তালে টলমলিয়ে নামল গাল
বেয়ে। রিদ মায়ার চোখের পানি মুছার চেষ্টা করলো
না বরং মায়ার খুঁতি চেপে মুখটা এদিক সেদিক
ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে বলল...

‘দিন দিন এতো গ্লো করছেন কেন? জামাই
আশেপাশে না থাকলে সৌন্দর্য বাড়ে কেন?

মায়া রিদকে অল্প ধাক্কা দিয়ে নিজের থেকে ছাড়াতে
চেয়ে বলল...

‘জানি না।

‘আপনি সব জানেন ম্যাডাম। জেনে বুঝে আমাকে
আমাকে পাগল বানাচ্ছেন। মেসেজে কি লিখেছিলেন
আমার সিস্টেমে সমস্যা আছে? চলে না, অচল? আর
কি কি যেন ছিল?

রিদের কথাটা মায়ার বোধগম্য হলো না। কিসের
সিস্টেম কিসের কি? মায়া অবুঝ গলায় জানতে চেয়ে
বলল...

‘মানে?মায়ার অবুঝতার প্রশ্নে শক্ত হাতে মায়ার গাল
চেপে পুনরায় পিলারে সাথে ঠেসে ধরে রিদ বলল...

‘মানে আজকে আপনি শেষ ম্যাডাম! শুধু রাতটা হতে
দেন। নিজেকে কিভাবে বাঁচান আমি দেখবো।

এবারও রিদের কথার যথাযথ অর্থ বুঝল না মায়া।
বরং মায়া মনে করলো সে আবারও কোনো ভুল
করেছে যার জন্য রিদ রেগে যাচ্ছে। মায়া উত্তেজিত
ভঙ্গিতে বলল...

‘আপনি ভুল ভাবছেন! আমি কিছু করেনি সত্যি
বলছি।

‘আপনার কিছু করতে হবে না ম্যাডাম আমি আছি!
আমি করবো। আপনার রাত আজকে কিভাবে শেষ
হয় সেটা আমিও দেখবো।

মায়া অসহায় চোখে রিদের দিকে তাকিয়ে থেকে
বলল....

‘সত্যিই আমি কিছু করেনি। বিশ্বাস করুন।

রিদ মূহুর্তে মায়ার মুখোমুখি হয়ে ঝুঁকে বলল...

‘ওকে ডান! কিস মি।

‘এ্যাঁ?

‘কিস মি!রিদের সোজাসাপ্টা কথায় মায়া লজ্জায়
থতমত খেয়ে গেল। মূহুর্তে চোখে ভেসে উঠলো
রিদকে চুমু খাওয়ার কালকের দৃশ্য গুলো। মায়া
লজ্জায় নত মস্তিষ্ক হতে চাইলে রিদের হাত ওর গালে
চেপে থাকার কারণে হতে পারলো না। তারপরও
মায়া রিদের চোখে চোখ রাখতে না পেরে লজ্জায়
চোখ খিঁচে বন্ধ করে বলল....

‘আমি পারব না। সরুন! আমি যাব!

রিদ মায়াকে লজ্জা পেতে দেখে হঠাৎ নরম হয়ে
আসলো। মায়ার সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চেয়ে শাড়ি
বেধ করে মায়ার উন্মুক্ত কোমরে দু’হাত ভিড়াল।

মাথা ঝুঁকে কপাল ঠেকাল মায়ার খোলা কাঁধে।
আলতো ঠোঁট ছুঁতেই মায়া কেঁপে উঠে রিদের
বাহুতে শরীর ছেড়ে দিল ভয়ে। রিদ শক্ত হাতে
আঁকড়ে ধরলো মায়াকে। নিজের সাথে মিশে মায়ার
কাঁধে পরপর ঠোঁট ছুঁয়ে উঠলো গলায়, তারপর গলা
থেকে একই ভাবে কানে স্পর্শ করেই রিদ
ফিসফিসিয়ে বলল....

‘আমার পারমিশন ছাড়া শাড়ি চেঞ্জ করবে না।
মায়া ভয়ে কোনো রকমে কম্পিত গলায় অল্প
আওয়াজে বলল...’ হুম।

‘রাতে আমার রুমে আসবে।

‘ হুম।

মায়ার উত্তরের সাথে সাথে রিদ শব্দ করে চুমু খেল
মায়ার গালে তার পরপরই এগাল ঐগাল দুগাল একই
শব্দ হলো। কপালে ঠোঁট ছুঁয়ে রিদ মায়াকে ছেড়ে
দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল...

‘আমার রুমে আসো! বলতে বলতে রিদ সামনে
এগোল। মায়া কম্পিত শরীরে বেশ অনেক সময়
নিয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল স্বাভাবিক হতে। যখন
নিজেকে ধাতস্থ করলো মায়া কি হয়েছে ওর সাথে?

তখনই লজ্জায় দু'হাতে মুখ ঢেকে নিল মূহুর্তে।
রিদের পিছন পিছন রুমে না গিয়ে বরং উল্টো
দৌড়াল নিজে রুমে। এই মূহুর্তে রিদের সামনে
দাঁড়ানোর মতোন সাহস হলো না আর। 'আমার রুমে
আসো!

বলতে বলতে রিদ সামনে এগোল। মায়া কম্পিত
শরীরে বেশ অনেকটা সময় নিয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে
রইল স্বাভাবিক হতে। যখন নিজেকে ধাতস্থ করলো
কি হয়েছে ওর সাথে? লজ্জায় তৎক্ষণাৎ দু'হাত চলে
গেল মুখে। মূহুর্তে ঘটে যাওয়া ঘটনা পুনরায় মনে
করতেই রিদের পিছনে না গিয়ে উল্টো দৌড়াল নিজে
রুমে। এই মূহুর্তে রিদের সামনে দাঁড়ানোর মতোন
সাহস মায়ার নেই। কিন্তু নিজের রুমের দরজায়
গিয়েও আঁটকে গেল মায়া। এতোদিন পর মায়ার
স্বামী ওকে ডেকেছে, এখন না গেলে নিশ্চয়ই আবার
রেগে যাবে? বলবে মায়া বেয়াদব বউ উনার! নিজের
চিন্তা ভাবনায় মায়া রিদের রুমে যেতে গিয়েও আবার
বেঁকে গেল। বরং নিজের দিকে তাকিয়ে পরখ
করলো অগোছালো চুল আর তেল-চিটচিটে মুখটা।
মায়া তৎক্ষণাৎ দৌড়ে এগোল ওয়াশরুমের দিকে।

হাত-মুখ ধুয়ে নিজেকে পরিপাটি করে তারপর যাবে
স্বামী রুমে নয়তো কেমন দেখাবে? যে ওহ
অগোছালো আর ময়লা ময়লা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে
স্বামী সামনে। মোটেও বিষয়টা ভালো দেখাবে না
বলেই মায়া ওয়াশরুম হতে হাত-মুখ ধুয়ে গেল
ড্রেসিংটেবিলের সামনে। সেখানে পূর্ব থেকে জুই
দাঁড়িয়ে। মাথায় চিরুনি চালাচ্ছিল। গায়ে তাঁরও
কালো রঙের জামদানী শাড়ি জড়ানো। ফর্সা শরীরে
যেন চকচক করছে সেটা। মায়া আগ বাড়িয়ে
এসেই জুইয়ের হাত থেকে চিরুনি টেনে নিজে
ড্রেসিংটেবিলের সামনে টুলে বসে পরলো। খোপা
করা এলোমেলো চুল গুলো খোলে দিতেই সেগুলো
পিঠ ছড়িয়ে পরলো ফ্লোরে। মায়া চিরুনিটা পুনরায়
জুইয়ের হাতে দিতে দিতে বলল...‘ চুল গুলো ঠিক
করে দে-তো জুই।

জুই মায়ার হাত থেকে চিরুনি নিতে নিতে বলল....

‘ কোথাও যাবি নাকি?

‘ হুম! উনার রুমে যাব!

জুই মায়ার কথাটা পুনরায় শুধিয়ে বলল..

‘ উনি মানে রিদ ভাইয়ার রুমে?

‘ হুম! উনি ডেকেছেন যেতে। জুই আগ বাড়িয়ে আর কিছু জিজ্ঞেসা করলো না মায়াকে। বরং সে নিজের অগোছালো চুল রেখে মায়ার চুলগুলো চিরনি করে বেঁধে দিল গুছিয়ে। এরমঝেই মায়া তাড়াহুড়োয় অল্পসল্প সাজুগুজু করে উঠে দাঁড়াল। নিজেকে পরিপাটি করেই পুনরায় দৌড় লাগাল রিদের রুমে। জুই চিরনি হাতেই মায়ার চলে যাওয়া উচ্ছ্বাস পথের দিকে তাকিয়ে রইল। ভালোবাসা আসলেই সুন্দর, যদি সঠিক মানুষের সাথে হয়। নয়তো একটা ভুল মানুষ জীবন ধ্বংস করার ক্ষমতা পর্যন্ত রাখে। আচ্ছা জুই কি আয়নের জন্য ভুল মানুষ ছিল? জুইয়ের মন থেকে তৎক্ষণাৎ উত্তর আসলো, অবশ্যই জুই আয়নের জন্য একটা ভুল মানুষ ছিল। নয়তো সামান্য ভুল বুঝাবুঝি থেকে কিভাবে পারলো জুই সুন্দর একটা সম্পর্ক শেষ করে দিতে? এটা কি প্রমাণ করে না, জুই একটা ভুল মানুষ ছিল আয়নের জীবনে? আদৌও এখানে আয়নের কোনো দোষ ছিল? এই সম্পর্কের মাঝে জুই টেনেছিল আয়নকে। আবেগ, ভালোবাসা সবকিছু জুই আয়নের প্রতি দেখিয়েছিল তাহলে জুই কিসের অপরাধে আয়নকে অবজ্ঞা করলো? আসলে

কি জুঁই রাদিফকে পছন্দ করতো? নাকি ফোনের
ওপাশের থাকা মানুষটাকে পছন্দ করতো জুঁই, যে
জুঁইয়ের সাথে সারাক্ষণ কথা বলতো, ওর খেয়াল
রাখতো, যত্ন করে ভালোবাসতো। যার সাথে জুঁইয়ের
মনের লেনদেন হয়েছিল। ভালোলাগা, আবেগ, পছন্দ
অপছন্দ সবকিছু জড়িয়ে ছিল। আর সেই মানুষটাই
তো আয়ন ছিল তাহলে তাঁকে কেন জুঁই কোন
অপরাধে দূরে সরালো। কিসের জন্য? চিরুনি হাতে
নিয়ে জুঁই ধূপ করে ঢোলে উপর বসে পরলো।
হাঁটুতে দু'হাত ঠেকিয়ে মুখ ঢেকে বসলো মাথা ঝুঁকে।
তীব্র অপরাধ বোধে জুঁই শরীর কাপিয়ে ফুপিয়ে
উঠলো শব্দবিহীন কান্নায়। এরমাঝে কেউ বেশ
কয়েকবার নক করে রুমে ঢুকলো। কিন্তু কান্দনরত
জুঁই নিজের বেখেয়ালির কারণে সেটা ঠাহর করতে
পারলো না। কেউ একজন কক্ষে প্রবেশ করেই
ভিতর থেকে দরজা আটকিয়ে দিল। পিছনে ঘুরে
নিজের বুক পাশের শাটে বোতামে হাত দিতেই
থমথমে খেয়ে বসলো রুমে জুঁইয়ের উপস্থিত দেখে।
দরজার আওয়াজে সবেমাত্র জুঁই মাথা তুলে
তাকিয়েছিল, মনে করেছিল মায়া পুনরায় রুমে

এসেছে বুঝি। কিন্তু একই রুমে মায়ার জায়গায়
আয়নকে দেখে থমথমে খেয়ে বসলো জুঁইও। মূহুর্তে
মাঝে জুঁই ধরফরিয়ে উঠে দাঁড়াল আয়নকে দেখে।
দু'হাতে চোখের পানি মুছতে মুছতে পিঠ বেঁকে
দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ। আয়ন তখনো জুঁইয়ের কান্দনরত
মুখের দিকে তাকিয়ে।

‘আপনি কাঁদছেন কেন জুঁই?’

আয়নের অল্প কথায় যেন জুঁই আরও আবেগি হলো।
ডুকরে কেঁদে উঠলো তীব্র অপরাধ বোধে। জুঁইয়ের
কান্নায় আয়ন ভিতর থেকে বিচলিত হলেও বাহির
থেকে শক্ত দেখাল। আয়ন এই মূহুর্তে চলে যেতে
গিয়েও পারলো না জুঁইয়ের ফুপিয়ে কেঁদে উঠা দেখে।
কিন্তু বন্ধ দরজার ভিতরে দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-
মেয়ে থাকাটা দৃষ্টিকটুর বলে সে সামনে এগোল না।
তবে আয়ন স্থিরও থাকতে পারলো না।

কারণ সে কখনো জুঁইকে কাঁদতে দেখেনি এই প্রথম।
অধৈর্যের আয়ন পুনরায় প্রশ্ন করলো জুঁইকে...

‘আপনি ঠিক আছেন জুঁই? কাঁদছেন কেন? কেউ
কিছু বলেছে আপনাকে? রাদিফের সঙ্গে আপনার
ঝামেলা হয়েছে? আমি কি কথা বলবো রাদি...

আয়নের কথা গুলো বলতে বলতে দুই এক কদম
এগোল সবে। দুজনের মাঝে তারপরও কয়েক
কদমের দূরত্ব ছিল। সেটা মূহুর্তে শেষ করলো জুই।
আয়নের বাকি কথা গুলো শেষ করার আগেই জুই
ঝাপটে জড়িয়ে ধরলো আয়নকে। পরিস্থিতি এমন
হবে আয়ন আশা করেনি। কেমন বোকার মতোন
শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সে। তক্ষুনি জুইকে ভাঙ্গা গলায়
বলতে শুনা গেল...‘ আমি ভুল করেছি ডাক্তার
সাহেব। বিশাল বড়ো ভুল করেছি প্লিজ আমাকে ক্ষমা
করে দিন। আমি আপনাকে রাদিফ ভাইয়া মনে করে
কথা বললেও আমি সবসময় ফোনের ওপাশের
মানুষটাকে ভালোবেসেছিলাম। যেটা আপনি ছিলেন।
আমার কখনো কারও সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না।
আমি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে
দিন। তীব্র অপরাধ बोधে আমি রোজ পুড়ছি। প্লিজ
আমাকে মাফ করে দিন। প্লিজ! প্লিজ!

তড়াক করে মস্তিষ্ক জ্বলে উঠলো আয়নের। বন্ধ
দরজার ভিতরে দুজন নারী-পুরুষের আলিঙ্গন করার
পাপ। তাছাড়া খান বাড়ি ভরপুর মেহমানে। যদি কেউ
ওদের এই পরিস্থিতি দেখে তাহলে দুজনের কলঙ্কের

সীমা থাকবে না। আয়ন মূহুর্তে মাঝে জুইকে টেনে
নিজের থেকে দূরে সরাল। রাগে বলল...

‘আপনি নিজের লিমিট ক্রস করে ফেলেছেন জুঁই।
রাগে কথা গুলো বলেই আয়ন ত্যাগ করলো। জুঁইকে
কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে নিজে রুম থেকে
বের হয়ে গেল দ্রুত। আয়নকে চলে যেতে দেখে জুঁই
পুনরায় কেঁদে উঠলো। ভাবলো আয়ন হয়তো জুঁইকে
কখনো ক্ষমা করতে পারবে না। অথচ আয়ন রুমে
এসেছিল নিজের ট্রলি ব্যাগের জন্য। চটুগ্রামে এই
খান বাড়িতে আসলে সে এই রুমেই অবস্থান করে।
কাল রাতে মায়া আর জুঁইকে আয়নের রুমেটা
দেওয়াতে আয়ন আর এই রুমে আসেনি। রাদিফের
সঙ্গে ছিল। কিন্তু নিজের ট্রলি ব্যাগটা এই রুমে থেকে
যাওয়ার কারণে সেটা নিতে এসেছিল এখন। আয়ন
প্রথমে মনে করেছিল রুমে হয়তো কেউ না কেউ
থাকবে। কাউকে বললে রুম থেকে আয়নের ট্রলিটা
বের করে দিবে কিন্তু আয়নের পরপর কয়েকবার নক
করার পরও যখন রুমের ভিতর থেকে শব্দ আসলো
না তখন আয়ন মনে করেছিল রুমে হয়তো কেউ
নেই। সবাই নিচে! সেজন্য সে ভেবেছিল যখন

এসেছে তখন না-হয় একেবারে গোসল করে রেডি হয়ে বেড়িয়ে যাবে। আর এজন্য আয়ন রুমে ঢুকেই প্রথমে দরজা আঁটকে দিয়েছিল খালি রুম ভেবে। কিন্তু রুমে হঠাৎ জুঁইয়ের উপস্থিতি দেখে সে থমমত খেয়ে বসল। আয়ন চেয়েছিল বেড়িয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ কিন্তু জুঁইকে কান্না করতে দেখে না চাইতেও দাঁড়াতে হয় আয়নকে। মন বিচলিত হয়ে উঠে জুঁই কেন কান্না করছে সেটা জানতে কিন্তু জুঁইয়ের হঠাৎ জড়িয়ে ধরাটা ছিল সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। এমনকিছু হবে আয়ন স্বপ্নেও ভাবেনি। মন খচখচে আয়ন বেড়িয়ে যেতেই জুঁইয়ের গাল বেয়ে অশ্রু জড়াল ভিতরকার তোলপাড়ে। দরজা খোলা থাকায় মায়া নক না করেই ঢুকলো রিদের রুমে। স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করতে অবশ্যই কারও অনুমতি প্রয়োজন নেই মায়ার? মায়ার সেই অধিকার আছে। উৎফুল্লর মায়া হাসিমুখে ভিতরে প্রবেশ করতেই থমথমে খেয়ে বসলো রিদ শশীকে একত্রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। হঠাৎ রুমে মায়ার উপস্থিতি পেয়ে রিদ শশী দুজনই পিছনে তাকাল। রিদের হাতে তখন শশীর দেওয়া লেবু পানির গ্লাসটা। যেটা সে পান করছিল। মায়াকে দরজায় দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখে রিদকে আগের নেয় স্বাভাবিকই দেখাল
কিন্তু শশী মায়ার নক না করে রিদের রুমে প্রবেশ
করাটা ভালো চোখে দেখলো না। কিন্তু তারপরও
সেটা রিদের সামনে মায়াকে কিছু না বলে বরং মায়ার
উপস্থিতিট কারণ জানতে চেয়ে বলল...‘ তুমি এখানে?
কিছু বলবে মায়া?

শশীর প্রশ্ন মায়ার চোখে পানি দেখা গেল। রিদকে
স্বাভাবিক দেখে মায়ার কষ্ট আরও বাড়ল। কিন্তু রাগে
জিদে মায়া সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। রিদ- শশীর
দুজনকে একত্রে দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক আচরণ দেখে
মায়ার মনে হলো সত্যিই শশীর সাথে রিদের পূর্বে
কোনো সম্পর্ক ছিল বা এখনো আছে। মায়া হাসিমুখ
খানা মূহুর্তে নুইয়ে গেল তীব্র জেদে। চোখের কোণে
জমলো ক্ষোভের জল। শশীর কথায় মায়া কিছু বলবে
তার আগেই রিদ লেবু পানি সবটা শেষ করে শশীর
হাতে খালি গ্লাসটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল...

‘ আমি ওকে ডেকেছিলাম। রিদের কথাটা স্বাভাবিক
ভাবেই নিল শশী। মায়ার উপর সন্দেহা ভাব সরে
গিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল শশী...

‘ কেন? কোনো কাজ ছিল তোমার? আমাকে বলো আমি করে দিচ্ছি তোমাকে। মায়া এই বাড়ির মেহমান, ওহ কি কাজ করে দিবে তোমাকে? মায়া পারবে না। আমাকে বলো কি করতে হবে।

শশীর কথায় স্পষ্ট সে রিদের সামান্য কাজের ভারও অন্য নারীর হাতে দিতে রাজী নয়। বিষয়টা মায়ার কাছে স্পষ্ট হলেও রিদ যেন অদেখা করে শশীকে বলল...

‘ আমারটা আমি বুঝে নিব। তুই যাহ!বলতে বলতে রিদ ঘুরে ড্রেসিংটেবিল সামনে দাঁড়িয়ে হাতে ঘড়িটা খোলে পাশে রাখলে চাইলে শশী পুনরায় বলল...

‘ তুমি কি এখন ফ্রেশ হবে?

রিদের ছোট উত্তর...

‘ হুম।

শশী আর কথা না বাড়িয়ে বেড়িয়ে যেতে চাইলে দরজা সামনে মায়ার মুখোমুখি হয়ে বলল....

‘ আমার সাথে চলো মায়া!

শশীর কথায় স্পষ্ট জানান দিচ্ছে সে মায়াকে একা রিদের রুমে রেখে যেতে চাই না। শশীকে বাঁধা দিয়ে

রিদ মিরর দিয়ে মায়ার নত মস্তিষ্কের দিকে তাকিয়ে
শশীকে শুধিয়ে বলল...

‘তুই যাহ শশী! ওহ থাক!

শশীর পিছনে ঘুরে সন্দিহা গলায় রিদকে বলল...

‘তুমি তো ফ্রেশ হবে। তাহলে মায়া কেন থাকবে
এখানে?

শশীকে এতো জেরা করতে দেখে রিদ রেগে যায়।
তার মোটেও পছন্দ নয় কাউকে কৈফিয়ত দেওয়াতে।
শশীর কথায় চিবিয়ে চিবিয়ে রিদ বলল... ‘আমি বলছি
তাই থাকবে। তোর সমস্যা?

‘কিন্তু....

শশীকে কথা পেঁচাতে দেখে মায়া নিজেই চলে যেতে
চেয়ে বলল...

‘আমি চলে যাচ্ছি আপু। তুমি থাকো!

প্রথমে শশী এখন মায়াকে অবাধ্য হতে দেখে রিদ
তড়াক করে রেগে উঠে। মায়াকে চলে যেতে দেখে
মিরর দিয়েই রিদ দাঁতে দাঁত পিষে মায়াকে ডেকে
বলল...

‘রিত ডোন্ট গো! স্টে হেয়ার।

মায়া দাঁড়াল না। রিদকে এক প্রকার অমান্য করেই জেদ দেখিয়ে বেড়িয়ে গেল রুম হতে। মায়ার পিছন পিছন শশীও বেড়িয়ে গেল। রিদ মায়াকে বেড়িয়ে যেতে দেখেই রাগে দাঁতে দাঁত পিষল। মেজাজ হারিয়ে তৎক্ষণাৎ ড্রেসিংটেবিলের সবকিছু ছুড়ে ফেলল ফ্লোরে। রাগে তির তির করে এগোল ওয়াশরুমের দিকে। শালা বা*লের বিয়ে করেছে সে। জীবনটায় ত্যানা ত্যানা হয়ে গেছে। না বউ কথা শুনে আর না বা*লের মেজাজটা কখনো তাঁর পক্ষে হয়। চুন থেকে পান খসতেই বা*লের মেজাজ গরম হয়ে যায়। রিদ ওয়াশরুমে ঢুকে সজোরে দরজা লাগাতেই তার শব্দ বাহির পযন্ত মায়া শশী কানে যায়। মায়া শশী দুজনই বুঝতে পারে রিদ রেগে আছে। সেই একই রাগ-ক্ষোভে মায়াও আছে সেজন্য এই মূহুর্তে সে শশীর সাথে কথা বলতে চাই না বলেই জেদি মায়া শশীকে এরিয়ে নিজের রুমে চলে যেতে চাইলে বাঁধা দেয় শশী। মায়াকে পিছন ডেকে থামিয়ে দিয়ে মুখোমুখি হয়ে বলল...

‘ ওহ তোমাকে কেন ডেকেছিল মায়া? শশীর এই প্রশ্নটা করা এই মূহুর্তে কতোটা ভুল হয়েছে সেটা

একমাত্র মায়াই জানে। ভিতরকার তোলপাড় চলছে
মায়ার মনে। মায়ার সকল রাগ ক্ষোভ গিয়ে পড়লো
রিদের উপর। মায়ার মনে হচ্ছে রিদ ডাবল টাইমিং
করছেন ওর সাথে। সে বউও রাখতে চাচ্ছে আবার
পরকীয়ার জন্য গার্লফ্রেন্ডও রাখতে চাইছে। নয়তো
কেন রিদের বউ থাকা শর্তেও রিদের আশেপাশে
শশীকে ভিড়তে দিবে? কেন রিদের সকল কাজ শশী
করবে? যেখানে রিদ জানে শশীর মনোভাব রিদের
প্রতি কি রাখে? শশীর মনের ফিলিংস সম্পর্কে জানার
পরও শশীর সবকিছু স্বাভাবিক ভাবে নেওয়াটা কি সে
শশীকে প্রশ্ন দিচ্ছে না নিজের প্রতি? অবশ্যই
দিচ্ছে। আর এজন্যই তো পরিবারের সবাই বলে
দুজনের মধ্যে প্রেমকাহিনী চলছে বিগত পাঁচ বছর
ধরে। সবকিছু তো এমনই শুরু হয়নি। অবশ্য
পরিবারের মানুষ রিদ-শশীর মধ্যে এমন কিছু
পেয়েছে যার জন্য সবাই এসব সরাসরি বলতে সাহস
পাই। যদি এসব মিথ্যা হতো তাহলে কখনো না
কখনো রিদকে এসবের জন্য প্রতিবাদ করতে দেখা
যেতো কই মায়াতো কখনো দেখেনি রিদকে এসবের
প্রতিবাদ করতে। মায়ার রিদের জীবনে আসার আগে

যা-কিছু হয়েছিল সেই সবকিছু না-হয় মায়া দেখার
প্রয়োজন মনে করলো না কিন্তু মায়া রিদের জীবনে
উপস্থিত থাকার পরও কেন প্রেমিকার এতো
বাড়াবাড়ি তদারকি থাকবে রিদের জীবনে? এটা কি
আদৌও মায়া মেনে নিবে? অবশ্যই না। পরিবারের
সবাই এমনই এমনই শশীর সঙ্গে রিদের বিয়ের কথা
বলছে না। এখানে অবশ্যই কারণ আছে বলেই
বলছে। শশীর সঙ্গে রিদের বিয়ের কথা পরিবারের
চলছে আর সেটা রিদ জানে না এমনটাতো নয়।
বাতাসের গতিতে সকল খবর রিদের কানে পৌঁছায়
তাহলে এই খবরটাও নিশ্চয়ই গিয়েছে। কই এজন্য
তো রিদ কোনো স্টেপ নেই না। বরং চুপ থেকে
বিষয়টা আরও বড়ো করছে। দিন দিন শশীকে প্রশ্রয়
দিচ্ছে রিদের জীবনে ইন্টারফেয়ার করার জন্য। মায়া
জীবনে সবকিছু মেনে নিবে কিন্তু কখনো নারী
সংক্রান্ত স্বামী পরকীয়া মেনে নিবে না। মায়া
ভালোবাসার কাঙ্গাল হতে পারে তাই বলে চোখ বন্ধ
করে কোনো নষ্টামি সহ্য করবে না সে। মায়া নাক
মুখ শক্ত রেখে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শশী
পুনরায় একই প্রশ্ন মায়াকে শুধিয়ে বলল...‘ কি হলে?

কথা বলছো না কেন? কি জন্য ডেকেছিল ওহ তোমাকে?

শশীর রিদকে ওহ বলে সম্মোধন করাতে মায়ার ভিতরকার রাগ আরও বাড়ল। অবুঝের মতোন শশীর কথাটা ঘুরিয়ে বলল...

‘ ওহ, কে আপু?

শশী সহজ সরল উত্তর করলো তক্ষুনি...

‘ আমি রিদের কথা বলছি তোমাকে।

মায়া নাক মুখ শক্ত করে বলল...

‘ আপনার উনি জানে আমায় কেন ডেকেছিল আপু। এই বিষয়ে আমি কিছু জানি না। আমাকে বলেছিল উনার সাথে দেখা করতে সেজন্য গিয়েছিলাম।

‘ ওহ আচ্ছা! আমি আরও ভাবলাম...

শশীর কথা মাঝে থামিয়ে মায়া চোখ মুখ শক্ত করে বলল...

‘ আপনাদের কতো দিনের সম্পর্ক আপু?

মায়ার কথায় শশী মিষ্টি হেসে লাজুক ভঙ্গিতে বলল...‘

দিন না অনেক বছরের সম্পর্ক আমাদের। সামনে বিয়ে করতে যাচ্ছি আমরা। সেজন্য তো রিদের দেওয়া এই লাল শাড়িটা পড়েছি আজ। রিদের

বাঙালি শাড়ি খুব পছন্দ। এই শাড়িটা ওহ-ই আমাকে দিয়েছে। তুমি হয়তো জা....

শশীর কথা গুলো আর শুনা হলো না মায়ার তার আগেই মায়া জায়গা ত্যাগ করলো ক্ষোভে। বিষাক্ত কাঁটার নেয় বিঁধছে মায়ার মনে শশীর কথা গুলো। শরীর মন দুটোই পুড়ছে তপ্ত দহনে। মায়ার মনে হচ্ছে সে ভুল করেছে, ভিষণ বড়ো ভুল করেছে রিদ খানকে নিজের স্বামী হিসাবে কবুল করে। মায়াতো জানতো নেতা-ফেতারা ভালো হয়না। এখানে মায়া জেনে-বুঝে আগুনে ঝাপ দিয়েছে। মায়ার উচিত হয়নি রিদের সঙ্গে নিজেকে জড়ানো। মায়া ভুল করেছে। ভিষণ বড়ো ভুল করেছে সে। নয়তো আজ পর্যন্ত মায়াকে তো ওর স্বামী পছন্দ করে একটা শাড়ি গিফট করলো না। বললো না তুমি আমার জন্য আজ এই শাড়ীটা পড়বে। অথচ প্রেমিকাকে নিজের পরিবারের সামনে সুন্দর দেখানোর জন্য নিজের পছন্দের শাড়ি কিনে দিল। সেই লাল শাড়ি পড়া প্রেমিকার হাতের লেবু পানি পান করেছে আবার। এসব কিছু তো মায়ার চোখের সামনেই হচ্ছে তাহলে মায়া কেন অন্ধের মতো চোখ বন্ধ করে রাখবে? অসহ্যের

নেয় মায়া রুমে প্রবেশ করতেই ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিল। শশী বোকার মতোন মায়ার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে সেও চলে গেল নিচে। সবকিছু ঠিক হয়েও যেন সবকিছু আবারও এলোমেলো হলো দুজনের মধ্যকার সম্পর্কে। সেই রেশারেশি থেকে সারাটা দিন গেল মায়া রিদের সামনে যায়নি। কথা বলেনি। এমনকি খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত করেনি। সারাক্ষণ বড়োবোন মুক্তা আর জুঁইয়ের পাশেপাশেই বসে রইল কক্ষে। কিন্তু ছেলেরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো মেহমানদারিতে। মেজবানের খাওয়া দাওয়া চলল সন্ধ্যা নাগাত। এরমাঝে আরিফ আসেনি খান বাড়িতে। যদিও মুক্তাকে কথা দিয়েছিল সে খান বাড়িতে আসবে দুপুরে দাওয়াতে কিন্তু আরিফকে আসতে না দেখে বুঝতে পারলো সে কাল মুক্তাকে মিথ্যা বলেছিল। খান বাড়ির ছোট বড়ো, ছেলে-পেলে কর্মচারী পর্যন্ত সবার খাওয়া শেষ হলেও মায়া তার কিছুই মুখে দিল না। অথচ মায়ার জন্য রাদিফ নিজে দুবার খাবার নিয়ে এসেছিল ব্যস্ততার মাঝেও। বলা যায় খাবার গুলো রিদ পাঠিয়েছিল মায়ার জন্য। কিন্তু মায়া শরীর খারাপের বাহানায় প্রতিবার রিদের দেওয়া

খাবার গুলো ফিরিয়ে দিলে তার খবর রিদের কান
অবধি পৌঁছায়। ব্যস্ততা মাঝে রিদ সবার সামনে উঠে
আসতে পারছে না বলে রাগে দাঁতে দাঁত পিষে
সারাটা দিন পাড় করলেও রাত আটটার দিকে সকল
ব্যস্ততা ঠেলে রিদ রাদিফকে দিয়ে মায়াকে খবর
পাঠাল রিদের রুমে আসতে। পরপর দুবার মায়াকে
সংবাদ পাঠালেও মায়া রিদের সঙ্গে দেখা করতে গেল
না কক্ষে। রিদের ক্ষোভ তখন প্রকাশে, চোখ মুখ
শক্ত করে দু'হাতে মুঠোয় চাপল রাগ। রাদিফ তখন
মায়ার পক্ষ নিয়ে অনুনয় করে রিদকে বলল...

‘ ভাই ভাবি আসলেই অনেক অসুস্থ। আমি দেখেছি
ভাবিকে রুমে শুয়ে থাকতে। রিদ রাগের তোপে
রাদিফকে কিছু না বলে কক্ষ হতে বের হয়ে যায়
তক্ষুনি। কোথায় গেছে কারও জানা নেই।
আসিফকেও সঙ্গে নেই নি। শুনা গেল সারাদিন নাকি
রিদও না খাওয়া ছিল। কিছু খাইনি। সেটা নিয়ে
কতো চিন্তিত শশী। মায়া রিদের চলে যাওয়ার কথাটা
শুনলেও চুপ থাকল। কিন্তু যখন শুনলো রিদও কিছু
খাইনি তখন ভিতর ভিতর খারাপ লাগতে শুরু
করলো অপরাধ বোধে। রিদ না খেয়ে থাকলে সুগার

ফল হয় তার। মায়া হয়তো উচিত হয়নি রিদের সঙ্গে
রেগে খাবার গুলো ঐভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার। কিন্তু
তার পরমূহুর্তে শশীকে রিদের জন্য বিচলিত হতে
দেখে মায়ার ভিতরে রিদকে নিয়ে হওয়া অনুসূচনা
গুলো মূহুর্তে পরিবর্তীত হয়ে রাগ জমালো। রিদের
চিন্তা করতে তাঁর সুন্দরী প্রেমিকা তো আছেই তাহলে
মায়া কেন অযথা চিন্তা করতে যাবে তাঁর? মায়া
শশীর সামনে বসে না থেকে আস্তে করে উঠে গেল।
এসব নাটক দেখতে মায়ার ভালো লাগছে না। নিচ
থেকে উপরে উঠতে উঠতে মায়া আশেপাশে তাকাল,
আপাতত কেউ নেই চারপাশে। কারণ খান বাড়ির
সকল কাজিনরা মিলে বাড়ির ছাঁদে আড্ডা দিচ্ছে
সন্ধ্যা থেকেই। যদিও মায়াকে বেশ কয়েকবার রাদিফ
ও সৈঁজুতি মিলে বলেছিল ওদের সাথে সেখানে
আড্ডা দিতে কিন্তু মায়া যায়নি। জেদ ধরে নিচে
মুক্তার পাশে বসেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মায়া
আরও কিছুক্ষণ নিচে বসে থাকলে নিজেকে কন্ট্রোল
করতে পারবে না হয়তো রাগের তোপে কান্না করে
বসবে সবার সামনে। তখন বিষয়টা খুবই বাজে
দেখাবে। বলতে গেলে মায়া নিজের ইমোশন লুকাতে

নিচ থেকে ছাঁদে চলে এসেছে। তাছাড়া জুঁইও বেশ ঘন্টা খানিক হলো ছাঁদে সবার সাথে আড্ডা দিচ্ছে। মায়া ছাঁদে পা রাখতেই সে ভিষণ চমকালো। চারপাশে মরিচবাতি আর বেশ জমকালো সাজ দেখে মুগ্ধ হলো। এই মূহুর্তে খান বাড়িতে থাকা আত্মীয় স্বজনদের বাচ্চা কাচ্চা থেকে শুরু করে ছোট বড়ো সবাই ছাঁদের জায়গা জায়গায় দাঁড়িয়ে, বসে আড্ডা দিচ্ছে। এমনকি এখানে খান বাড়ির ছেলেরাও উপস্থিত। মায়া গিয়ে জুঁইয়ের পাশে আসন নিয়ে বসলো বিছানো পাঠিতে। সবার একত্রে অনেকটা সময় পার হলো আড্ডায়। রাত তখন এগারোটা দিকে। আকাশের বিদুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি হবে হবে ভাব। ছোট বাচ্চা কাচ্চারা অনেক আগেই দৌড়ে নিচে নেমে গেছে বাকি সৈঁজুতিরা বসে আছে এককোণে। ছাঁদের অন্য পাশে ছেলেরাও হৈচৈ করছে। তখনই কোথা থেকে রাদিফ দৌড়ে আসলো ছাঁদে। মায়াদের ঠেঙ্গিয়ে এগিয়ে গেল ছাঁদে অন্যপাশে ছেলেদের উদ্দেশ্যে। সবাইকে নিচে নেমে যেতে বললে একে একে সকল ছেলেরা নিচে নেমে গেল মূহুর্তে। বাকি রইল সৈঁজুতির দলের মেয়েরা। যেখানে মায়া, জুঁইকে

নিয়ে আরও বেশ কিছু মেয়েরা বসে আড্ডা দিচ্ছিল একত্রে। রাদিফ এগিয়ে এসে সৈঁজুতিকে বলল...‘
সেজু তাদের জন্য আমি আইসক্রিম, চিপস এনেছিলাম। যা-তো সেই গুলো নিয়ে আয় ছাঁদে সবাই একত্রে বসে খাবো।

‘ আচ্ছা ভাই।

রাদিফের কথায় সৈঁজুতি মূহুর্তে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নিচে যেতে। তখনই রাদিফ সৈঁজুতিকে আবারও থামিয়ে দিয়ে বলল...

‘ আরে তুই একা এতো গুলো আনতে পারবি না সেজু। তুই বরং তোর সাথে সবগুলো সহপাঠীদের নিয়ে যা তাহলে আনতে সুবিধা হবে।

রাদিফের কথায় সৈঁজুতি সাথে থাকা বাকি মেয়ে গুলো একত্রে উঠে দাঁড়াল সাহায্য করবে বলে। সবাই ছাঁদের দরজার দিকে যেতেই জুঁইও সবার পিছন পিছন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল...

‘ তাহলে আমিও যায় সৈঁজুতি আপুদের সাথে।

‘ অবশ্যই বিয়াইন! আপনি গেলে আমিও আপনার সাথে যাব। আমার আবার আপনাকে ছাড়া একা ভালো লাগে না। চলেন নিচে যায়। রাদিফের মজার

ছলে কথা গুলো বলেই উঠে দাঁড়াল। জুঁই ইতস্তত
বোধ করে রাদিফকে কিছু না বলে সৈঁজুতিদের পিছন
পিছন হাঁটল। পুরো ছাঁদ খালি করে সবাইকে চলে
যেতে দেখে মায়া খানিকটা ভয়ভীত হলো। মায়াকে
রাদিফের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে রাদিফ মায়াকে
থামিয়ে বলল....

‘ ভাবি আপনাকে উঠতে হবে না। আপনি এখানেই
বসুন। আমাদের জন্য পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন
আমরা দশ মিনিটের মধ্যে আসছি কেমন?মায়া
ভয়ভীত মুখে জায়গায় বসে রইল। দেখতে দেখতে
সবাই চলে গেল পুরো ছাঁদ খালি করে। মায়া
অন্ধকারে মধ্যে আশেপাশে তাকিয়ে ভয় পেল। বৃষ্টি
হওয়ার পূর্বে বাতাসের তোপ বাড়তে দেখে মায়া উঠে
দাঁড়াল। বসে থাকা পাঠিটা উঠিয়ে একপাশে রাখল।
বৃষ্টি হতে পারে যেকোনো সময়। মায়া চলে যাবে
কিনা বুঝতে পারছে না। যদিও সবাই বাদে আসে
তাহলে বেশিক্ষণ বসতে পারবে না যেকোনো সময়
বৃষ্টি হবে বলে। মায়া চারপাশের ঠান্ডা বাতাস অনুভব
করে শাড়ির আঁচলটা টেনে গায়ে জড়াল। সবাই
বলেছিল মায়াকে শাড়িটা চেঞ্জ করতে কিন্তু কেন

জানি মায়া করতে পারলো না। হয়তো এখন নিচে
নেমে চেঞ্জ করে নিবে। দীর্ঘশ্বাসে মায়া গিয়ে দাঁড়াল
রেলিং ধরে। শরীর ঝুকে নিচে তাকাতেই দেখল খান
বাড়ি পাহারাদার বেশ কিছু বডিগার্ড আর কর্মচারীদের
যাতায়াত ছাড়া তেমন কাউকে চোখে পড়লো না।
হয়তো বৃষ্টি হবে বলে সবাই বাড়ির ভিতরে অবস্থান
করছে। মায়া মনে মনে রিদের খোঁজ করলো। আচ্ছা
লোকটা কি বাসায় ফিরেছে? নাকি এই বৃষ্টি মধ্যে
বাহিরেই ঘুরছে কোথাও? মায়ার ছাঁদের রেলিং ধরে
ঝুঁকে থাকার মধ্যেই হঠাৎ ঠাস করে ছাদের দরজার
শব্দ হতেই মায়া ভয়ে ধরফরিয়ে উঠে পিছনে
তাকাতেই দেখল রিদ শক্ত হাতে ছাঁদের দরজার খিল
লাগাচ্ছে। হঠাৎ করে রিদকে এই অসময়ে ছাঁদে
দেখে মায়ার মনে ভয় হলো। সারাদিন রিদকে অনেক
অমান্য করেছে মায়া, এখন নিশ্চয়ই মায়াকে একা
পেয়ে এর শুধ তুলবে লোকটা? আশেপাশে কেউ নেই
যে মায়াকে বাঁচাবে রিদের হাত থেকে। আচ্ছা রাদিফ
ভাই প্লানিং করে সবাইকে নিচে পাঠালো নাতো
মায়াকে একা ছাঁদে রেখে যাতে উনার ভাই এসে
মায়াকে একা পাই? অবশ্যই এটা হতে পারে। মায়া

হঠাৎ মনে মনে রাদিফের প্রতি রাগ হলো। সেই রাগ দেখিয়ে রিদকে এরিয়ে চলে যেতে চেয়ে সাহস দেখাল। রিদের উপস্থিত অবজ্ঞা করে মায়া রিদকে পাশকাটিয়ে দরজা কাছে যেতে চাইলে মূহূর্তে রিদ চেতে উঠে শক্ত হাতে থাবা পরে মায়ার মুখে। মায়া ছটফটিয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ দু'হাতে রিদের হাত থেকে মুখ ছাড়াতে চেষ্টা করলে রিদ আরও ক্ষেপে যায়। রাগে রি রি করে বলে...‘ ইগনোর করছিস কেন? কি সমস্যা? চোখে পরে না আমায়? ডাকলে আসিস না কেন? শরীরে তেজ বাড়ছে হ্যাঁ?

রিদের শক্ত হাতের থাবাই মায়ার দাঁতের মাড়ি ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলো। ঠোঁট উঁচিয়ে উপরে উঠে আসলো গোল হয়ে। কোনো রকমের মায়া বলল...

‘ আমি কেন আসবো? আপনার শশী আছে না? তাঁকে গিয়ে ডাকেন আমার কাছে কি? ছাড়ুন আমাকে ব্যথা পাচ্ছি।

মায়ার কথায় রিদের হাতটা আরও শক্ত হয়ে আসল মায়ার গালে। রিদ মায়ার মুখের উপর ঝুঁকে বলল...

‘ একদম তেজ দেখাবি না আমাকে। তাহলে হাড় ভেঙ্গে হাতে ধরাই দিবো। তুই আমার বউ হোস নাকি শশী? আমি শশীকে কেন ডাকবো বল?

মায়া সেই ভাবেই রিদের হাতটা ছাড়াতে চেয়ে বলল....’ তাহলে শশী আপু কেন আপনার উপর এতো অধিকার দেখায়? কিসের সম্পর্ক আপনার আর শশী আপুর মধ্যে? পরিবারের সবাই বলে আপনাদের বিয়ে ঠিক, পাঁচ বছরের সম্পর্ক আপনাদের মাঝে, সামনে নাকি বিয়ে হবে। শশী আপু আপনার জন্য লেবু পানি কেন সবসময় এনে দেয়? আর সেটা আপনি কেন সাদরে গ্রহণ করে পান করেন। শশী আপু না-হয় জানে না আপনি বিবাহিত পুরুষ সেটা, কিন্তু আপনি তো জানেন আপনি বিবাহিত আপনার বউ আছে, তাহলে আপনি কেন শশী আপুকে এলাউ করছেন আপনার উপর অধিকার খাটানোর জন্য? আর আমি বউ হয়ে কেন সেটা মনে নিব বলেন? আমি মানব না কোনো কিছু। আপনি প্রেমিকার রাখতে পারবেন আর আমি একটু কথার অমান্য করলেই সমস্যা হয়ে যায় আপনার? আমি মানব না কোনো কিছু। হয় শশী আপু আপনার লাইফে থাকবে

নয়তো আমি। তারপরও এসব কিছু আমি মিনে নিব না। সারাদিনের মায়ার রেগে থাকা কারণটা রিদ আগেই বুঝতে পেরেছিল কিন্তু মায়া রিদকে সুযোগই দিচ্ছিল না কিছু বলার। আর ব্যস্ততার জন্য রিদেরও সময় হয়ে উঠেনি। এখন রাদিফকে দিয়ে সবাইকে নিচে পাঠিয়ে বউকে একা পেতে হলো। রিদের হাতটা মায়ার গালে নরম হয়ে আসতেই মায়া নিজেকে রিদ থেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলে রিদ বলে....

‘শশী মেন্টাল পেশেন্ট বউ। ওর সাথে রাফ বিহেভ করা নিষেধ।

রিদের কথা মায়া মুহূর্তে চুপ করে যায়। শশীকে দেখলে কেউ বলবে না সে মেন্টাল পেশেন্ট। কিন্তু শশী মেন্টাল পেশেন্ট হলেও রিদতো আর মেন্টাল নয়। সে যদি এখন শশীকে শশীর কাজে বাঁধা না দেয় তাহলে ভবিষ্যতে যদি শশী নিজের অসুস্থতার দোহাই দিয়ে রিদকে বিয়ে করতে চাই তাহলে কি রিদ বিয়ে করে নিবে? অসুস্থতা দোহাই দিয়ে তো মানুষ অনেক কিছু করায় তাহলে রিদ কেন এই বিষয়টাতে শশীকে বাঁধা না দিয়ে বরং প্রশ্নই দিচ্ছে। মায়া রিদের কথায় রেগে গিয়ে রিদকে ধাক্কা দিয়ে

নিজের থেকে দূরে সরিয়ে চলে যেতে চেয়ে বলল....‘

তাহলে যান আপনার পাগল প্রেমিকার কাছে সে
ভালো আদর যত্ন করতে পারবে আপনার, আমার
কাছে কি? যানতো আপনি!

রিদ রেগে চিবিয়ে বলল....

‘ রিত এবার কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে?

‘ হলে হোক! তারপরও আমি মানবো না কোনো
কিছু। শশী আপু কেন বারবার বলে সে আপনার
প্রেমিকা হয় সেটা আগে আমাকে বুঝান।

রিদ পুনরায় মায়ার বাহু চেপে মায়াকে কাছে টেনে
বলল...‘ আরে বাবা কি জ্বালা! বলছি না শশী আমার
কিছু হয়না। তুমি আমার বউ শশী নয়।

মায়া রিদের সঙ্গে মোচড়ামুচড়ি করে জেদি গলায়
বলল....

‘ একশো বার বউ বললেও আমি আজ মানবো না।
যান!

রিদ রাগে আগের নেয় মায়ার গাল চেপে নিজের
মুখোমুখি করে বলল...

‘ যা তোর মানতে হবে না। তুই ত্যাড়ামিই কর।
আমার যা করার আমি তাই করবো। আয়!মায়া
জোড়াজুড়ি করে জেদি গলায় বলল....

‘ একশো বার বউ বললেও আমি আজ মানবো না।
যান!

রিদ রাগে মেজাজ হারিয়ে আগের নেয় মায়ার গাল
চেপে নিজের মুখোমুখি করে বলল...

‘ যা তোর মানতে হবে না। তুই ত্যাড়ামিই কর।
আমার যা করার আমি তাই করবো। আয়!

রিদ মায়ার বাহু টেনে নিজের সাথে নিয়ে যেতে
চাইলে জেদি মায়া নিজেকে ছাড়াতে চেয়ে
মোচড়ামুচড়ি করে বলল...

‘ যাব না আমি। ছাড়েন! আপনি শশী আপুকে
শাড়ি কিনে দিয়েছেন না? যান আপনার সুন্দরী
প্রেমিকার কাছে। সে আপনাকে মজার মজার শরবত
বানিয়ে খাওয়াবে। আমার কাছে কি? ছাড়েন
আমাকে। বলতে বলতে মায়া রিদের হাতে কামড়ে
ধরে নিজেকে ছাড়ানোর জন্য। মায়ার দোপাটি দাঁতের
মাড়িতে পিষে রিদের হাতের চামড়া বটে যেতেই রিদ
ঝটকা মে*রে নিজের হাত ছাড়াল মায়ার থেকে...

‘ উফফ! বা*ল কামড়াচ্ছিস কেন? কিসের শাড়ি কিনে দিয়েছি কাকে?

‘ আপনি শশী আপুকে লাল শাড়ি কিনে দেননি? সাধু সাজেন?

‘ বা*ল আমি কাউকে কিছু দেয়.... উফফফ! রিত!

রিদ দাঁতে দাঁত চেপে চেষ্টা। ততক্ষণে মায়া রিদকে বলার সুযোগ না দিয়ে পুনরায় রিদের হাত টেনে একই জায়গায় কামড় বসাল। পরপরই একই জায়গায় আঘাত পাওয়াতে রিদ অসহ্যের নেয় মায়ার মাথা চেপে নিজের হাত ছাড়াতে চাইলে মায়া আবারও রিদের হাত টেনে একই জায়গায় কা*মড় বসাল। এতে রিদ অসহ্যের নেয় চেষ্টা মায়াকে...

‘ উফফ! রিতততত!মায়া পরপর কামড়ে রিদ সত্যি সত্যি ব্যথা পেল। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো ব্যথার দারুণ। মস্তিষ্ক দপদপ করছে রাগে। কখন না জানি রাগের তোপে মায়াকে আঘাত করে বসে সে। কিন্তু জেদি মায়া তখনো রিদের হাত কামড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রিদ দাঁতে দাঁত চেপে প্রথমে মায়ার মাথা ধরে আবারও নিজেকে ছাড়াতে চাইলে তাতেও ব্যর্থ হয়। এতে মায়া দাঁত আরও জোড়ালো ভাবে চেপে গেল

রিদের হাতে। দাঁতে দাঁতে চেপে অসহ্য ব্যথা সহ্য করতে চাইল রিদ। মায়ার থেকে নিজেকে ছাড়াতে চেয়ে রিদও একই কাজ করলো মায়ার সাথে। সুযোগ পেয়ে সেও মায়ার খালি কাঁধে ঝুঁকে পরলো মূহুর্তে। শক্তপোক্ত পুরুষালি দাঁত নরম চামড়াই বসে যেতেই চমকে উঠার মতোন তৎক্ষণাৎ মায়া রিদের হাত ছেড়ে পিছিয়ে গেল ব্যথিত জায়গায় হাত ঘষতে ঘষতে। মূলত মায়া রিদের হাত ছেড়ে দিতেই রিদও মায়াকে ছেড়ে দেয় সেখানেই। ততক্ষণে রিদ সবেমাত্র সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইল কিন্তু তার আগেই মায়া হামলে পরলো আবারও রিদের উপর। দু'হাতে রিদের বুকে নক দাবিয়ে আঁচড় কাটাতে চাইলে রিদ শক্ত হাতে দু-হাত বাঁধল মায়ার পিছনে। অপর হাতে মায়ার গাল চেপে নিজের সাথে আটকিয়ে রাগে তিরতির মেজাজে বলল...‘ কি সমস্যা তোর? কা*মড়া-কা*মড়ি করছিস কেন? ব্যথা পাচ্ছি না? বেয়া*দব হয়েছিস?

মায়া জোড়াজুড়ি করে জেদি গলায় বলল...

‘ হ্যাঁ হয়েছি বেয়া*দব। দরকার হলে আরও হবো। কি করবেন আপনি? আপনার তো আমার সাথে কিছু

করা লাগে না। সব করতে পারেন শশী আপু সাথে।
এজন্য আমাকে দূরে দূরে রাখেন। রাগারাগি করেন।
ফোন দেননা, খোঁজ নেন না। একটু ভালোবাসেন না।
নিজের সাথে রাখতে চান না। অথচ শশী আপুকে
লাল শাড়ি কিনে দেন। উনার হাতে শরবত খান।
সেজন্য আপনার বউয়ের দরকার পড়ে না। সুন্দরী
গার্লফ্রেন্ড আশেপাশে থাকলে বউয়ের দরকার কেন
পড়বে আপনার? যান আপনি আপনার সুন্দরী
প্রেমিকার কাছে। আপনাদের তো সামনে বিয়ে তাই
না? আমি আর আসব না আপনার কাছে। আসলে
আমারই ভুল হয়েছে আপনাকে খুঁজে বের করাটা।
বউ ছাড়া আপনি ভালোই থাকেন। আমি শুধু শুধু
আপনার পিছনে পড়ে থাকি বেহায়ার মতোন স্বামী
স্বামী করে। আজকের পর আর থাকবো না আপনার
পিছনে। যান আপনি! দীর্ঘ অভিমানের কথা গুলো
বলতে বলতে মায়া অতি কষ্টে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো
তক্ষুনি। কান্নার দারুণ লাস্টের কথা গুলো আটকে
আসছিল নাকে। মায়ার কান্নার দারুণ রিদের মেজাজ
আরও খারাপ হলো শশীকে নিয়ে রিদকে জড়াতে।

মূলত রিদের ধারণাতে ছিল না তার বউ শশীকে নিয়ে এতোটা ইনসিকিউর ফিল করবে বা এতোটা হাইপার হয়ে যাবে। শশীর সাথে রিদের কখনোই কিছু না। আর না হবে। দুই পরিবার চাইতো রিদের সাথে শশীর বিয়ে হোক। এতে রিদের তখন কোনো অমত ছিল না তবে রিদের সাথে শশীর কোনো প্রেম জনিত সম্পর্কও ছিল না। দুই পরিবার চাইতো বলে রিদ হ্যাঁ বা না কিছু বলেনি, শুধু চুপ থাকতো এই ব্যাপারে সেজন্য দুই পরিবার একটা সময় রিদের চুপ থাকাটাকে সম্মতি ধরে নেয়। ব্যাস এতটুকুই। তখন শশীকে না করার মতোন রিদের লাইফে কেউ ছিল না আবার অসম্মতি দেওয়ার মতোন এতোটাও পছন্দের কেউ ছিল না শশীর। সেজন্য রিদ এই ব্যাপারে চুপ থাকতো। তাছাড়া রিদের বয়সই বা কতো ছিল তখন? চব্বিশ? বর্তমানে ত্রিশ। শশীর কতো ছিল?উনিশ কি বিশ হবে হয়তো? শশীর বয়স অল্প হওয়াতে দুই পরিবার বিয়েতে সময় নিয়েছিল আর তাতে রিদ নারাজ হয়ে বিয়েটাতে না করেছে এমনটা সবার মনে করলো। অথচ রিদ জানতো শশী ওর ক্লাসমেটের সাথে

সম্পর্কে জড়িয়ে পরেছিল নতুন নতুন। যেখানে
রিদের ব্যবহৃত টিস্যুতে কারও সামান্য টাচ পছন্দ না
সেখানে শশীর লাইফে অন্য ছেলের উপস্থিতি ছিল
রিদের এই বিয়েতে নিষেধ করার প্রথম কারণ।
যেহেতু শশী রিদের বিশেষ পছন্দ কেউ ছিল না
সেজন্য রিদ কখনো চেষ্টা বা আগ্রহ দেখায়নি শশীকে
অন্য ছেলের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের কাছে
আনার। বরং রিদ সেচ্ছায় পিছিয়ে যায় এই সম্পর্ক
থেকে এবং সরাসরি পরিবারকে জানায় সে শশীকে
বিয়ে করবে না। কিন্তু সেটা অনেক আগের ঘটনা।
বলতে গেলে আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। হ্যাঁ
রিদ শশীকে প্রায় বলতে শুনেছে রিদের সাথে নাকি
ওর প্রেম জনিত সম্পর্ক আছে। কিন্তু সেটা নিয়ে রিদ
এতোদিন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর প্রয়োজন মনে
করেনি কারণ সেটা তার জীবনে বিশেষ কোনো
ইফেক্ট করছে না তাই। কিন্তু আজ হুট করে তার
বিবাহিত জীবনের ইফেক্ট পড়াই সেটা সে মোটেও
ভালো ভাবে নিচ্ছে না। এমন না যে শশীর সাথে
রিদের রোজ দেখা সাক্ষাৎ হয়। কয়েক মাস পরপর
বা খান বাড়ির বিশেষ কোনো পারিবারিক ফাংশন

গুলোতেই সবার মতো শশীর সাথেও রিদের দেখা হয়। এছাড়া তাদের দেখা হয়না তেমন। কারণ রিদের নিজের বাড়িতে শশীর আসা যাওয়া পূর্ব থেকেই নিষেধ। আর সেটা খান বাড়ির সবাই জানে। এখন এর মধ্যে যদি শশী রিদকে দুই একবার লেবু পানি খাওয়ান তাহলে সেটার জন্য যে কাউকে বিয়ে করতে হয় তা জানা ছিল না রিদের। শশীর হাতের কতোটা লেবু পানি খেয়েছে রিদের তা জানা নেই কিন্তু তারজন্য দরকার হলে রিদ শশীর মুখের লেবু পানির ফ্যাণ্টরি খোলে দিবে শোধবোধ করার জন্য তারপরও বউ ছাড়া অন্য নারীর দিকে তাকানো ইম্পসিবল, বিয়ে তো দূর প্রশ্ন। শশী পাগল না ছাগল হয়ে গেলেও রিদ সেটা দেখতে যাবে না। কিন্তু বোকা বউটাকে কে বুঝাবে এটা? রিদ মোটেও তার বউয়ের উপরে কাউকে রাখে না। আর না রাখবে। প্রথম ভালো লাগা, ভালোবাসার জায়গাটায় বলতে গেলে তার বউ। সেখানে বউয়ের বাহিরের শশী কেন আসবে? তার কি কারেক্টারে সমস্যা আছে নাকি? সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তি কখনো রিদের পছন্দ না। সেখানে তার বউ এতোকিছু মনে চেপে এতোদিন

রিদকে সন্দেহ করছিল? রিদের বউয়ের অধিকার নিয়ে আরও আগে কেন আসল না এই বিষয়ে রিদের সাথে ডিসকাশন করতে? অতি মেজাজেও রিদ নিজেকে শান্ত করতে ঠোঁট গোল করে তপ্ত শ্বাস ফেলল। মায়া তখনো মাথা ঝুঁকে ফুপিয়ে কাঁদছে রিদের বাহুতে আটকে। রিদ নরম হাতে মায়ার খুঁতনি ধরে মুখটা উপরে তুলে বলে...

‘শশীর সাথে আমার কিছু নেই জান।

মায়া ফুপিয়ে কেঁদে বলে...

‘মিথ্যা বলছেন আপনি।

রিদ নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে বলল...

‘আমি মিথ্যা বলি না জান।

‘না আপনি বলছেন।

রিদের মেজাজ খারাপ হয় মায়ার কথায়। রিদ কখনো কোনো পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলা পছন্দ করে না। সেখানে মায়া বারবার রিদকে মিথ্যাবাদী বলাতে রিদ নিজের মেজাজ হারাচ্ছে রাগে। কিন্তু বউয়ের কান্নায় তার রাগ নয় মায়া হচ্ছে। একটা মাত্র বউ তাঁর। আজ কতোদিন পর দুজন একত্র হলো। সেজন্য রিদ বউকে আঘাত করতে চাইল না। বরং যত্ন করে

মায়ার গালে আসা চোখের পানিটুকু দু'হাতে মুছে
দিতে দিতে হেয়ালি করে বলল...‘ কাঁদছো কেন?
জামাই মারা গেছে তোমার?

‘ আমার জামাই নেই।

‘ তাহলে আমি কে?

‘ কেউ না।

কথাটা বলেই মায়া গাল থেকে রিদের হাত ছাড়িয়ে
পিঠ বেঁকে দাঁড়ায় কাঁদতে কাঁদতে। রিদ পড়েছে
মহাফেসাদে। জীবনে সে কাউকে তেল মেরে রাগ
ভাঙ্গিয়েছে বলে মনে হয়না। মূলত কাউকে তেল
মেরে রাগ ভাঙ্গানোটা তার শত্রুপোক্ত পার্সোনালিটির
সঙ্গে যায় না। সেখানে এই প্রথম সে কোনো দোষ না
করেও অকারণে বউয়ের রাগ ভাঙ্গাতে হচ্ছে। রিদের
মনে হচ্ছে সে আঁটকে গেছে কোথাও? বউ নামক
মায়া জালে সে ভিষণ ভাবে ফেঁসে গেছে যেখান থেকে
বের হওয়ার রাস্তা জানা নেই। কিন্তু বউয়ের রাগ
ভাঙ্গবে কিভাবে তাও বুঝতে পারছে না। তারপরও
মায়ার বাহু টেনে নিজের দিকে ফেরাতে ফেরাতে রিদ
বলল....‘ আচ্ছা আসো! একটু আদর করে দেয়।
তাহলে রাগ কমবে?

‘ আদর করলেও আজ আমি মানব না।

রিদ মায়াকে টেনে মুখোমুখি করে বলল...

‘ তাহলে কি করবো?

‘ কিছু করতে হবে না।

‘ আচ্ছা একটা কিস করি তাহলে?

‘ কিস করলেও মানব না।

‘ তাহলে কিভাবে মানবে তুমি? বড় আদর করবো?

রিদের কথার যথাযথ অর্থ মায়া বুঝল না। তাই
খানিকটা কনফিউজড হয়ে প্রশ্ন করলো...

‘ বড় আদর কি?

মায়ার প্রশ্নে মুহূর্তে দুষ্টুমি খেলে গেল রিদের ফেইসে।

মায়ার উপর ঝুঁকে পরে নাকে নাক ঘষে বলল...

‘ রুমে চলো বলবো।

রিদের অল্প কথায় মায়ার কান্না কমে আসল।

শিহরিত হলো শরীর। গাল ফুলিয়ে রিদের থেকে মুখ
ঘুরিয়ে বলল...

‘ কোথায় যাব না আমি। আপনি যান।

‘ তুমি ছাড়া আমি একা গিয়ে কি করবো? একা কিছু
হয় না জান। আসো না।

‘পারব না। মায়ার নরম গলায় রিদ নিঃশব্দে হাসলো।
বুঝতে পারলো বউ তার নরম হয়ে এসেছে। হয়তো
রাগ কমে যাওয়ার পূর্বাভাস। সুযোগ পেয়ে রিদ
মায়ার গাল ছেড়ে কোমর টানতেই মায়া খেঁ হারিয়ে
মূহূর্তে চোঁচিয়ে উঠলো দু’হাতে রিদের গলা জড়িয়ে।
মায়ার দু’পা মূহূর্তে উঁচুতে উঠে গেল। রিদ মায়ার
গালে নাক চেপে দিতেই মায়া শরীর ছেড়ে দিল
রিদের হাতে। রিদ দু’হাতে মায়ার শরীরে ভার বজায়
রেখে আরও ঘনিষ্ঠ হলো। মায়ার গাল থেকে ঠোঁট
বুলিয়ে গলায় নেমে আসতেই রিদের রোমান্টিকতায়
বাঁধা হয় শশী। শক্তি প্রয়োগ করে ছাঁদের দরজাতে
শব্দ করতেই দুজনের মনোযোগ ভাঙ্গে। মায়া চমকে
উঠার মতোন ছটফট করে রিদের থেকে নিজেকে
ছাড়াতে চাইল ভয়ে। না জানি কখন ছাঁদে দরজা
দিয়ে বাড়ির মানুষ চলে আসে। এই অবস্থায় রিদ
মায়াকে একত্রে দেখলে নিশ্চয়ই তাড়ব হয়ে যাব
বাড়িতে। অথচ রিদ ছাঁদের দরজাটা বাহির থেকে
আঁটকে এসেছিল, যেটা মায়া জানে তারপরও
পরিবারের ভয়ে ছটফট করলো। মায়া ছটফট আর
দরজার শব্দে রিদ মায়ার গলা থেকে মুখ তুলে

লালাভ চোখে মায়ার দিকে তাকাতেই মায়া চুপসে যায়। ভয়ার্ত গলায় মিনমিন করে বলল...

‘কে জানি এসেছে, দরজায় ধাক্কাছে। ছাড়ুন আমাকে। কেউ আমাদের এইভাবে দেখলে বাসায় হাঙ্গামা হয়ে যাবে।

এইতো একটু আগেই তো মায়ার রিদকে নিয়ে ইনসিকিউর ফিল করছিল। এই নিয়ে রিদের সাথে রাগারাগিও করলো। তাহলে এখন পরিবারের মানুষদের ভয় পাচ্ছে কেন? রিদ-তো ভেবেছিল হয়তো মায়া প্রস্তুত পরিবারের সবাইকে নিজেদের সম্পর্কের কথাটা জানানোর জন্য। তাহলে এখন রিদের সাথে তার বউকে কে বা কারা দেখল তাতে তার কি আসে যায়? যেখানে রিদ নিজের দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তাঁর বউ অন্য কাউকে কেন ভয় পাচ্ছে? যেটা মোটেও তার পছন্দ না। রিদ কি যথেষ্ট নয় তার বউয়ের জন্য? মায়ার অহেতুক ভয় পাওয়া দেখে রিদের আরও মেজাজ খারাপ হলো। সুন্দর মোমেন্টে ব্যাঘাত ঘটতেই রিদ পুনরায় মায়ার গলায় মুখ ডুবাতে ডুবাতে বলল...‘ রিত ডোন্ট ডিস্টার্ব মি। ভালো লাগছে না আমার।

কথাটা বলতে বলতে রিদ মায়াতে মত্ত হতে চাইল।
কিন্তু শশীর পরপর দরজাতে জোড়ালো আঘাত করে
রিদের নাম ধরে ডাকাতে হঠাৎই চেতে উঠে মায়া।
এতক্ষণ শব্দে কারণে ঠিকঠাক বুঝেনি দরজা ওপাশে
কে ছিল। কিন্তু হঠাৎ শশীর গলা শুনতে পেয়ে মায়ার
নিভে যাওয়া রাগটা ধপ করে জ্বলে উঠলো রিদের
উপর। হাত-পা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছটফট করে উঠলো
রিদের থেকে নিজেকে ছাড়াতে চেয়ে...

‘ ছাড়ুন আমাকে! যান আপনার সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড
এসেছে আপনাকে নিতে। থাকবো না আমি আপনার
সাথে! ছাড়ুন।

রিদের বাহুতে পিষে যাওয়ার মতোন চেপে গেল
মায়া। শরীরের হাড় ভেঙ্গে আসার জোগাড় হলে
মায়ার নিশ্বাস আঁটকে আসল। কোনো রকমে
বললো... ‘ আমার কষ্ট হচ্ছে, ব্যথা পাচ্ছি, প্লিজ ছাড়ুন।
মায়ার কথায় তক্ষুনি শুনা গেল রিদের ক্ষিপ্ত মেজাজে
কথাটি...

‘ নাটক পেয়েছিস? আদর করছি ভালো লাগছে না?
বারবার কাহিনি করিস? বলেছিনা আমার তুই ছাড়া

কেউ নেই? কথা কানে যাচ্ছে না কেন? বেয়া*দব হয়েছিস?

রিদের কথায় মায়া আবারও কেঁদে উঠলো কষ্টে। রিদ মায়ার ফ্যাচফ্যাচ কান্নায় দাঁতে দাঁত চেপে একহাতে মায়াকে নিজের সাথে আটকে অপর হাতে পাঞ্জাবির পকেট হতে ফোন বের করে রাদিফকে কল লাগালো লাউডস্পিকারে। ফোনের ওপাশের রাদিফ ‘ হ্যালো ‘ বলার আগেই রিদ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল...

‘ দুই মিনিট সময় দিলাম। দুই মিনিটের মধ্যে শশীকে নিয়ে যাহ রাদিফ। মেজাজ এমনই খারাপ। আমি বের হলে খুব খারাপ কিছু হবে।

রিদের কথায় ওপাশের রাদিফকে বেশ উত্তেজিত শুনাল। অস্থির গলায় জানতে চেয়ে বলল...‘ কি হয়েছে ভাই? কোনো সমস্যা?

রাদিফের প্রশ্নে রিদ মেজাজ খিঁচে বলল...

‘ তোরে বলছি প্রশ্ন করতে? বলেছিলাম না কেউ যাতে ছাঁদে আসতে না পারে? তাহলে শশী কিভাবে আসলো? কই ছিলি তুই?

‘ সরি ভাই, আমি আসলে দেখিনি! আমি এম্ফুনি আসছি শশীকে নিতে। তুমি একটু অপেক্ষা ক...

রিদ ঠাস করে কল কেটে ফোনটা ছুটে মারলো পাশে রাখা ছাঁদের টেবিলের উপর। মায়া তখনো কাঁদছে দু'হাতে মুখ ঢেকে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে শশী আর মায়ার দুজনের শব্দ একত্রে থেমে গেল মূহুর্তে। মায়া সময় লাগল কি হয়েছে ওর সাথে তা বুঝতে। যখন বুঝতে পারলো কি হয়েছে ওর সাথে তখন তীব্র ভয়ে শরীর শক্ত হয়ে আসল নিশ্বাস আঁটকে। রিদ তখনো মায়ার ওষ্ঠে মন্ত। কিন্তু মায়া হাইটে বেশ ছোট হওয়ায় ফ্লোরে পা রাখতে গিয়ে খেঁ হারিয়ে কদম পিছিয়ে গেল তাল সামলাতে না পেরে। অথচ রিদ মায়ার শরীরের ভার বজায় রাখতে মায়ার সঙ্গে কদম মিলিয়ে এগিয়ে গেল ঝুঁকে পরে। মায়ার কদম যতোটা পিছাচ্ছিল রিদ ততই কদম মিলিয়ে হাঁটছিল অন্ধকার অতলে। একটা সময় ছাঁদের সিঁড়ি ঘরের দেয়ালে মায়ার পিঠ ঠেকে যেতেই রিদ মায়ার দু'হাত নিজের মুঠোয় চাপলো দেয়ালে আঁটকে। সেকেন্ডের জন্য মায়ার ঠোঁট ছেড়ে অপর হাতে গাল চেপে বলে...‘ নিশ্বাস ছাড়! এবার অজ্ঞান না মরে গেলেও ছাড়ব না। আমার যা করার তাই করবো।

মায়ার আঁটকে আসা নিশ্বাসটা সবে থেমে থেমে অল্প একটু শ্বাস টেনেছিল নিজের মাঝে। এরমাঝেই রিদ একই ভাবে মায়াতে মত্ত হয়। মায়ার মনে হলো সে সত্যি জ্ঞান হারাবে। এসবের সাথে সে পূর্ব পরিচিত নয়। তরতর করে কাঁপতে কাঁপতে রিদের বাহুতে শরীর ছেড়ে দিতেই রিদ মায়াকে জড়িয়ে নেই নিজের সাথে। সময়ের খেয়াল নেই রিদের তবে একটা সময় মায়ার রিদের উপর শরীর ছেড়ে আঁচড়ে পরতেই রিদ মায়াকে জড়িয়ে ধরে বুকে নিয়ে মায়ার মাথায় আদুরে হাত বুলাতে বুলাতে বলল...‘ আমি জানি তুমি জ্ঞান হারাও নি। হয়তো ভয় পাচ্ছে। রেস্ট নাও। আমার মন ভরেনি। এটা আবার চলবে। যতক্ষণ আমার মন চাইবে ততক্ষণ। তারপরও ছাড় পাবে না তুমি। একটা সুন্দর দিনের সূচনা। কাক ডাকা ভোরে মায়া খান বাড়ির বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে। অদূরেই আরাফ খান কাজের লোকদের দিয়ে বাড়ির বাগানটা পরিষ্কার করাতে দেখা যাচ্ছে। কাল বাড়িতে মেজবান হওয়াতে বেশ অপরিচ্ছন্ন অবস্থা বাগানের। খান বাড়ির এই বাগানটা বলতে গেলে আরাফ খানের তদারকিতে গড়া। সেজন্য এসব দেখাশুনা তিনিই করে থাকেন।

সময় তখন সকাল ০৫:০২। খান বাড়ির সকলেই ঘুমিয়ে। অথচ মায়া জেগে। নতুন পরিবেশ হওয়াতে মায়ার চোখে ঘুম নেই দুই রাত ধরে। আশপাশে দু-চারটে কাজের লোক ছাড়া তেমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মায়া গায়ের ওড়নাটা টেনে চাদরের মতোন জড়াল। হাল্কা পাতলা শীতের আভাস। কুয়াশার শিশিরকণা দেখা যাচ্ছে গাছের পাতায় পাতায়। মায়া মাথার ঘোমটা ফের টেনে এগোল সামনে। আরাফ খানের পাশে দাঁড়াতেই কারও উপস্থিতি পেয়ে পাশে তাকালেন তিনি। আরাফ খান কিছু বলবে তার আগেই মায়া মিহি স্বরে বলল... ‘আমি আপনাকে সাহায্য করি দাদাভাই?’

মায়া খান প্রসন্ন হাসলেন। মায়াকে বরাবরই উনার ভালো লাগে। বলতে গেলে মায়ার সাথে উনার ভাবমতি সহজে মিলে যায়। কথা বলেও মজা পায় সেজন্য মায়াকে আপাতত নিজের পছন্দের লিস্টেই রেখেছেন তিনি। হাসিমুখেই আরাফ খান বললেন...

‘আমাকে সাহায্য করতে গেলে তোমার কাপড় নোংরা হয়ে যাবে নাতনী। মেহমানদের দিয়ে কাজ করালে ভালো দেখাবে না। তার থেকে বরং তুমি

আমাকে সঙ্গ দিতে পারো। কাজ না-হয়
ওরাই(কাজের লোকদের ইশারা করে) করলো। কি
বলো? দিবে সঙ্গ?

মায়া সাচ্ছন্দ্যে মাথা কাত করে সম্মতি দিতে দিতে
বলল...

‘ আচ্ছা।মায়ার সাথে আরাফ খানের কথা চলল বেশ।
এরমধ্যেই কোথা থেকে রিদ এসে সোজা দাঁড়াল
মায়ার পাশে। আরাফ খান তখন ঝুঁকে কাজের
লোককে কাজের নিদর্শনা দিচ্ছিল। মায়ার মনোযোগ
সেইদিকেই ছিল। হঠাৎ রিদ মায়ার কাঁধে হাত
রাখতেই মায়া চমকে উঠার মতোন পাশে তাকাল।
রিদকে নিজের পাশে দেখে তৎক্ষণাৎ ভয়ার্ত চোখ
ঘুরিয়ে তাকাল আরাফ খানের দিকে। আরাফ খান
তখনো নিজের কাজে ডুবে আছে রিদকে লক্ষ করেন
নি তিনি। মায়া মূহুর্তে আশেপাশে ভয়ার্ত চোখে
তাকিয়ে কেউ দেখার আগে নিজের কাঁধ হতে রিদের
হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চাইলে রিদ শক্ত হাতে মায়ার
কাঁধ জড়িয়ে কপাল কুঁচকে তাকাল মায়ার দিকে।
মায়া ভয়ে থতমত খেয়ে রিদের হাতটা পুনরায় কাঁধ

হতে ছাড়ানোর চেষ্টা করে ভয়াত গলায় কিছু বলবে
তার আগেই রিদ বিরক্তি নিয়ে ধমক স্বরে বলল...
' কি সমস্যা? এমন করছো কেন? ঠিকঠাক দাঁড়াও।
রিদের কথায় মায়া চুপসে যাওয়া বেলুনের মতোন
চুপ করে গেল মূহুর্তে। আতঙ্কিত ভঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ
ঘুরে তাকাল আরাফ খানের দিকে। তিনি রিদের
কণ্ঠস্বর শুনেই ঘাড় বেঁকে তাকাল পিছনে। রিদকে
মায়ার কাঁধ জড়িয়ে একত্রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে
আশ্চর্য নেয় মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল। যে রিদকে
মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়নি কখনো, সেই
রিদ এই মূহুর্তে কারও কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে
আছে বিষয়টা সত্যি আশ্চর্যের নেয়। আরাফ খান
আশ্চর্য সাথে সাথে রিদের প্রতি সন্দিহান দৃষ্টি প্রকাশ
করলো। অথচ রিদ আরাফ খানের সেই সন্দিহান দৃষ্টি
অপেক্ষা করে তখনো একহাতে মায়ার কাঁধ জড়িয়ে
অন্যহাতে ধোঁয়া উড়া কফির মগে চুমুক বসাচ্ছে লা-
পাত্তা হয়ে। গায়ে তাঁর কালো রঙ্গা টি-শার্ট আর
তাওজার পড়া। মায়াও কালো রঙের সুতির জামা
জড়িয়ে। আরাফ খান দুজনকেই পরখ করলো জহরী
দৃষ্টিতে। দাদা-নাতির মাঝে মায়া ভয়ে জড়সড় হয়ে

সিঁটিয়ে। আরাফ খান নিশ্চয়ই ওদের দুজনকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করবে। রিদ-তো সবটার উত্তর দিতেই বসে আছে। মুখের উপর ঠাস ঠাস করে বলে দিবে দুজনের মধ্যকার থাকা সম্পর্কের কথাটা। আরাফ খান সবটা জেনে হয়তো রেগেমেগে বাসার সবাইকে বলে দিবে। মুক্তা আজ এখানেই আছে। মায়ার পরিবারের কানেও পৌঁছে যাবে সেই খবর। তখন কি হবে সেই ভয়ে ভয়ে মায়ার শরীরে মৃদু কম্পন দেখা দিল আতঙ্কে। রিদ সেটা বুঝতে পেরে মায়াকে আরও শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরলো ভরসার হাতে। আরাফ খান রিদ-মায়াকে একত্রে দেখে যে বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবে নিচ্ছে না সেটা উনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে। আরাফ খান সন্দিহান চোখে রিদকে বলল....‘ তুই ওর কাঁধে হাত রেখেছিস কেন?

আরাফ খানের কথায় রিদের সোজাসাপটা উত্তর আসলো তক্ষুনি। আগের নেয় মায়ার কাঁধে হাত রেখে কফির মগে চুমুক দিতে দিতে দায়সারা উত্তরে বলল...

‘ হাত রাখার জায়গা খোঁজে পাচ্ছিলাম না তাই।

রিদের কথায় ক্ষেপে যাওয়ার মতোন টেনে মায়াকে নিজের পাশে দাঁড়া করাল আরাফ খান। রিদকে খোঁচা মেরে বলল...

‘ তোর হাত তোর পকেটে রাখ আর নয়তো কেটে ফেলে দে! তারপরও মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। নিষেধ!

‘ মেয়ে কে? কাকে বলছো?

আরাফ খানের কথায় রিদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল উনার দিকে। এমন একটা ভাব যেন এখানে মেয়ে বলতে কেউ নেই। আরাফ খান কাকে মেয়ে বলতে বুঝিয়েছে সেটা বুঝতে পারছে না সে। ক্ষিপ্ত আরাফ খান আরও ক্ষেপে গিয়ে বলল...

‘ হেয়ালি করছিস আমার সাথে? তোর মায়াকে মেয়ে মনে হয়না?

রিদের সোজাসাপ্টা উত্তর আসলো তৎক্ষণাৎ...‘ না।

‘ তাহলে কি মনে হয়?

‘ আমার বউ

রিদের সোজাসাপ্টা কথায় মায়া থমথমে খেয়ে বসলো। ভয়ে জড়সড় হয়ে আরাফ খানের মুখের দিকে তাকাল আতঙ্কে। রিদ যে ঠাস ঠাস উত্তর

করতে মুখিয়ে আছে সেটা মায়া আগেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এইভাবে যে বলে দিবে সেটা বুঝতে পারেনি। এখন কি হবে সেই ভয়ে মায়ার কলিজা টিপটিপ করছে। অথচ রিদের বলা সত্যিটা আরাফ খান বিশ্বাস করলো না বরং উনার মনে হলো রিদ উনার সঙ্গে হেয়ালি করছে উনাকে বিরক্ত করার জন্য। রিদ পরিবারকে না জানিয়ে একা একা বিয়ে করে নিবে তারও নারীবিরোধী ছেলে হয়ে সেটা মূলত আরাফ খানের ধারণাতে ছিল না। তাই তিনিও রিদকে হেয়ালি করেই বলল....‘ তোর কপালে এতো সুন্দর বউ জুটবে না। তোর কপালে জুটবে লাল কালারের বউ। লাল বউ না পেলেও সমস্যা নেই নীল কালারের বউ অর্ডার দিব তারপরও তুই এতো সুন্দরী বউ পাবি না কনফার্ম।

আরাফ খানকে রিদের কথায় বিশ্বাস করতে না দেখে মায়ার মনে সাহস পেল। ভয় থেকে বাঁচতে পেরে স্বাভাবিকও হলো। কিন্তু আরাফ খানের বলা রিদের জন্য লাল বউ অর্ডার করার বিষয়টি বুঝতে পারলো না। তাই রিদ কিছু বলবে তার আগেই আরাফ খানকে প্রশ্ন করল মায়া। জানতে চেয়ে বলল...

‘ লাল বউ কি দাদাভাই?

‘ তুমি লাল বউ চিনো না?

মায়া মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি দিয়ে বলল...

‘ না।

‘ এসব লাল বউ না চেনায় ভালো। তুমি ভালো মেয়ে
এজন্য চিনো না। এইগুলো হচ্ছে টপ সিক্রেট
বুঝেছো? কাউকে বলতে নেই। এসব লাল বউ অর্ডার
করা হয় ওর মতোন বুড়া মানুষের জন্য। ওহ এই
বুড়া বয়সে বউ পাবে কই বলো? এজন্য ওর জন্য
লাল বউ ঠিক আছে। আরাফ খানের কথায় মায়া বড়
বড় চোখ করে তাকাল রিদের দিকে। মায়া স্বামী আর
বুড়ো? অসম্ভব! মায়ার স্বামী কতো সুন্দর মাশালাহ!
একবার দেখলে বারবার দেখতে ইচ্ছা হয়। বিশেষ
একটা আকর্ষণ কাজ করে তাঁর মাঝে। কোনো দিক
থেকেই যেন তার কমতি নেই, যেমন লম্বা তেমন
ফিটনেস। কথাবার্তা, অ্যাটিটিউ, দৃষ্টি, বাচনভঙ্গি
সবকিছুই অদ্ভুত অসাধারণ মায়ার স্বামীর। সেখানে
মায়ার জামাইকে বুড়া বলা মানে হাস্যকর কিছু শুনা।
রিদ আরাফ খানের কথায় তেমন পাত্তা না দিয়ে
বলল...

‘ তোমার চশমার পাওয়ার বাড়তে হবে দাদাভাই।
মনে হয় এক্সপায়ার হয়ে গেছে।

রিদের খোঁচা মারা কথায় মূহুর্তে রেগে যায় আরাফ
খান। ক্ষিপ্ত গলায় বলল...

‘ তুই কি আমাকে ইন্ডাইরেষ্টলি বুড়া বললি রিদ?

‘ না! ডাইরেষ্টলি বললাম।

রিদের কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠার মতোন চেতে
উঠলো আরাফ খান। রেগেমেগে বলল...

‘ বুড়া হবে তোর বাপ। আমি এখনো জুয়ান আছি।

কথাটা বলেই আরাফ খান রেগেমেগে সামনের দিকে
হাঁটা ধরলো। মূলত কথায় না পারলে চলে যাওয়ার
স্বভাব উনার। স্বভাবগতই কাজটা করলেন তিনি।

রিদ জানে সেটা। অজ্ঞাত মায়া আরাফ খানের চলে
যাওয়ার দিকে তাকিয়ে সেও চুপচাপ পালাতে চাইল
রিদের থেকে। মায়া কদম বাড়তে চাইলে রিদ মায়ার
বাহু চেপে কাছে টানল। ঙ্গ উঁচিয়ে জানতে চাইল...

‘ কি ম্যাডাম? পালাচ্ছেন মনে হয়? রাতে ডাকলাম
আসলেন না কেন?

রিদের কথায় তৎক্ষণাৎ লজ্জায় নত মস্তিষ্কের হয়ে
আসল মায়ার। উত্তর না করে রিদের পায়ের দিকে

তাকিয়ে রইল। মন্তু মায়ার ভাবময় বুঝতে রিদ মায়ার
থুঁতনি চেপে মুখটা উপরে তুলল। মায়ার মুখশ্রীতে
দৃষ্টি বুলাতে চোখ পড়লো মায়া কাটা ঠোঁটের দিকে।
রিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হলো। থুঁতনি ছেড়ে
মায়ার কাটা ঠোঁটে বৃদ্ধা আঙ্গুলে চেপে ধরতেই মায়া
চোখ মুখ খিঁচে নিলো ব্যাথায় তারপরও উফফ শব্দ
করলো না। বরং রাতের দৃশ্য গুলো পুনরায় মনে
হতেই লজ্জায় সিঁটিয়ে গেল নত মস্তিষ্কে হয়ে।

রিদ মায়াকে কিছু বলতে গিয়ে পাশে তাকাল। অল্প
দূরে একজন মালিকে দেখা গেল বাগানে কাজ
করতে। আরাফ খান বাড়ির ভিতরের দিকটায়
যাচ্ছেন। আপাতত আশেপাশে আর তেমন কেউ নেই
রিদের প্রাইভেসি নষ্ট করার মতোন। রিদ হাতের
কফির মগটা বাগানের মালিকে ডেকে দিতে দিতে
গম্ভীর গলায় বলল...‘ আপনি ভিতরে যান।

‘ জ্বি সাহেব।

রিদের বলতে বলতে লোকটা হাতে কফির মগটা
নিয়ে বাড়ির ভিতরে দিকে চলল। আশেপাশে
পরিবেশটা বেশ শান্ত আর প্রেমময়। রিদ হাত
বাড়িয়ে পুনরায় মায়ার মুখটা উপরে তুলে ঠোঁটের

কাটা জায়গা গুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে
বলল...

‘এসব দাগ রোজ হবে। অভ্যাস করে নাও। রাতে
রুমে আসো নি কেন? ডেকেছিলাম না?

মায়া লজ্জায় চুপ করে যেতে দেখে রিদ পুনরায়
একই গলায় বলল...

‘ কিছু প্রশ্ন করছি আমি উত্তর কই?

মন্ত মায়া মিনমিন স্বরে বলল...

‘ এমনি।‘ কোনটা এমনি ম্যাডাম? বলেন শুনি, আমার
সিস্টেম নিয়ে প্রশ্ন করেন? অথচ আমার রুমে
আসতে চান না। তো আসতেন রাতে আমার রুমে,
তখন আমিও না-হয় মনোযোগ দিয়ে চেক করাতাম
আপনাকে মেশিন চলে নাকি অচল।

রিদের ইঙ্গিত মূলক কথাটা মায়া বুঝল না। যেহেতু
মায়া রিদকে মেসেজ করেনি তাই মেসেজ লেখা
রাফার শব্দ গুলো সম্পর্কেও মায়ার ধারণা নেই।
রিদের কথা প্যাঁচে পরে মায়ার মনে হলো রিদ
কোনো যান্ত্রিক মেশিন দেখাতে মায়াকে ডেকেছিল
রাতে তাই মায়া স্বাভাবিক নেয় রিদকে বোকার
মতো প্রশ্ন করে বলল...

‘ আপনি কি রাতে আমাকে মেশিন দেখাতে
ডেকেছিলেন?

‘ জ্বি!

‘ ওহ! কিসের মেশিন?

মায়ার কথায় রিদ বুঝতে পারলো মায়া রিদের কথার
যথাযথ অর্থ বুঝেনি। আগের নেয় রিদ বলল...

‘ রুমে চলেন! দেখায় কিসের মেশিন।

মায়া নাহুচ করে বলল...

‘ না আমি যাব না। আপনি যান। বাসায় অনেক
মানুষ আছে। আমাকে আপনার রুমে দেখলে খারাপ
ভাববে সবাই।

মায়া কথায় রিদ মায়ার খুঁতনি চেপে কাছে টেনে
বলল...‘ লোক দেখানো নাটক আমার পছন্দ না
ম্যাডাম। আর না আপনি এসব মানুষের দোহাই দিয়ে
নিজেকে আমার থেকে বাঁচাতে পারবেন। আপনাকে
ছেড়ে দেওয়ার জন্য আসি নাই। সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার
জন্য এসেছি। এবার থেকে আপনি আমার সাথে
থাকবেন ঢাকায়। দুই পরিবারের আজকে জানাজানির
পাঠ

শেষ করব। তারপর কে মানল, না মানল সেসব আমার দেখার বিষয় না। কারও খেয়ে-পড়ে বাঁচি না আমি। আর না কারও ধার-ধারি। বিয়ে করেছি আমি, মানে আমার বউ আমার সাথেই থাকবে এটাই শেষ। আর যদি দুই পরিবারের কেউ নাটক করে আমাদের মানতে তাহলে সেটা সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত সমস্যা হবে আমি কাউকে তেল মারতে যাব না। আর না বউ ছাড়া থাকতে পারব।

রিদের কথায় মায়া আতঙ্কিত গলায় বলল...

‘ প্লিজ এখন জানাবেন না কাউকে। আরও কয়েকটা দিন যাক না তারপর না-হয় সবাই জানলো আ...

মায়ার কথা শেষ করার আগেই রিদ রাগে মেজাজ দেখিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল....

‘ শ্যাটআপ!

‘ প্লিজ!

‘ রিতরিদের রাগে ধমকে মায়া চুপ করে গেল। চুপ থেকে নিরবে সবকিছু রিদের হাতে ছেড়ে দিল। রিদ যা করবে দুজনের ভালোর জন্যই করবে এখানে মায়ার কথায় না বলাই উচিত। এরপর যা হবার হবে দেখা যাবে। রিদ যেহেতু মায়ার পাশে আছে এখানে

মায়ার ভয় নেই। আল্লাহ ভরসা করে সবকিছু জন্য
মায়া মনে মনে প্রস্তুত হলো। দীর্ঘ শ্বাস ফেলে মায়ার
মুখোমুখি ঝুকে থাকা রিদের রাগান্বিত মুখটার দিকে
তাকিয়ে উদাস গলায় বলল...

‘ আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন তাই হবে।
আপনার কথায় মেনে চলব এরপর থেকে, তারপরও
এই বয়সে আপনি এইভাবে দাঁতে দাঁত পিষবেন না
প্লিজ। এই শেষ বয়সে এসে দাঁত গুলো পড়ে গেলে
নকল দাঁতে ভালো দেখাবে না আপনাকে। মায়ার
কথায় তেলবেগুনে জ্বলে উঠলো রিদ। আরাফ খান
বুড়ো বলায় এতক্ষণ গায়ে লাগেনি রিদের। কিন্তু সেই
একই কথাটা যখন মায়া বলল ইঙ্গিতে তখনই ফুঁসে
ওঠে রিদ। মৃদু স্বরে চোঁচিয়ে বলল....

‘ কিহ?

‘ আরে হাইপার হবেন না প্লিজ। এই বয়সে প্রেশার
হাই হয়ে গেলে সমস্যা হবে তো। কুল কুল! সকাল
নয়টা পনেরো। খান বাড়ির ড্রয়িংরুম ভরপুর
মেহমানে। কাল যে বা যাঁরা খান বাড়ির মেজবানের
অনুষ্ঠানে এসেছিল সেইসব আত্মীয়ের একভাগ রাতে
রয়ে গেছে খান বাড়িতেই। তাদের মধ্যে প্রায়

সকালেই আজ বিদায় হবেন যার যার বাড়িতে। এদের মধ্যে মায়ারাও আছে। মায়া, জুই দুজনেই আজ নিজেদের বাসা মুরাদপুরে ফিরবে। বিকাল থেকে দুজনের কোচিং। বারোটার নাগাদ ফাহাদ দিয়ে আসবে দুজনকে এমনটাই নিধারিত। মেহমান সদস্যদের প্রায় সকলেই নাস্তা করে বসেছে ড্রয়িংরুমে। খান বাড়ির সদস্যরাও উপস্থিত সেখানে। চোখে পলকে উপস্থিত সদস্যদের মাঝে বিশাল আলোচনা সমালোচনার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠে রিদ-শশীর বিয়ে নিয়ে। দুজনের বয়স হয়েছে তাই সময় থাকতে থাকতে দুজনকে একত্রে বাঁধা দরকার বলে এমনটা প্রস্তাব রাখলো শশীর পরিবার। এতে সহমত পোষণ করে আরাফ খান বাদে উপস্থিত সকলেই। হেনা খান সকলের সাথেই সহমত করলো। স্বামী আরাফ খানের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিরবে উনার সম্মতি চাইল। কিন্তু আরাফ খানের এই বিষয়ে তেমন কোনো মতামত বা মনোযোগ পেল না তিনি। নিরুদ্দেশ আরাফ খান চা পান করছেন টিভিতে নিউজ দেখতে দেখতে। ভাবখানা এমন তিনি মহিলাদের আলোচনা মিটিংয়ে কিছুই শুনেনি বা

সেখানে উনার কোনো মনোযোগ নেই। অথচ দুইকান
খোলা রেখে টিভির দিকে উৎসুকমুখী হয়ে সকালে
কথা শুনছেন তিনি। টিভিতো শুধু বাহানা। এই মূহুর্তে
তিনি মহিলাদের আলোচনায় ঢুকতে চাচ্ছে না বলেই
নিরবতার পালন করছেন। তাছাড়া আজকাল রিদের
মতিগতিও ভালো ঠেকছে না উনার। রিদ যে বিয়ে
করবে না উনি ভালো করেই জানেন সেজন্য
আপাতত হেনা খানের কোনো আলোচনায় ঢুকতে চান
না তিনি। কারণ রিদের বিয়ের ব্যাপারে উনার বউকে
বাঁধা দিলেও সে শুনবে না উল্টো আরাফ খানের সঙ্গে
রাগারাগি করবে কেন বাঁধা দিচ্ছে সেজন্য, তার থেকে
ভালো উনি চুপ থাকুক। যার বিয়ে সেই দেখে নিবে
এসব কিছু। তাছাড়া আরাফ খান বাদে ড্রয়িংরুমে
ছেলেদের উপস্থিতিও শূন্য। সঙ্গী ছাড়া এতো গুলা
মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেও পারবেন না তিনি।
সেজন্য যা হচ্ছে হতে থাক। যার বিয়ে সেই দেখে
নিবে কি করতে হবে তাঁকে। এখানে আরাফ খানের
কোনো কাজ নেই দেখা ছাড়া। নিশ্চুপ আরাফ খানকে
এরিয়ে শশীকে ঘিরে দুপাশ থেকে জড়িয়ে বসল
রিদের দুই ফুপি। শশীর মা রিদের খালা হয়। বলতে

গেলে সুফিয়া বেগমের ছোট বোন। অথচ সুফিয়া থেকে খান বাড়ির সঙ্গে শশীর মা সালমা বেগমের সুসম্পর্ক বেশি। সেক্ষেত্রে রিদের সঙ্গে শশীর বিয়ে দেওয়াটাও উনার খুব পুরনো ইচ্ছা ছিল। এই ব্যাপারে অবশ্য দুই পরিবারের মাঝে পূর্ব থেকে কথাও হয়ে আছে। তবে সে-বার যদি রিদ হঠাৎ করে বিয়ে থেকে পিছুপা না হতো তাহলে এতোদিনে হয়তো শশী খান বাড়ির বউ হয়ে থাকতো। রিদ হঠাৎ কেন শশীকে বিয়ে করতে পিছুপা হলো সেটা সঠিক অর্থের কারণটা কারও জানা নেই তবে এখন বিয়েটা আগানো উচিত বলে মনে করছেন সবাই। মেয়ে হিসাবে শশীকে বেশ পছন্দ খান বাড়ির সকলেরই। নম্র, ভদ্র আর মার্জিত ব্যবহারের জন্য শশীর উপর সকলেই সন্তুষ্ট। পার্সোনালি হেনা খানের খানিকটা বেশি পছন্দ শশীকে। রিদের পাশাপাশি দাঁড়ালে দুজনকে মানাই ভালো। হেনা খান স্বামীর পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। অন্তত খুশিমনে এসে দাঁড়ালেন শশীর মুখোমুখি। মাথায় হাত বুলিয়ে শশীকে দোয়া করে বললেন....‘ ভেবেছিলাম ফাহাদের আগে রিদকে বিয়ে করাব। কিন্তু রিদের জেদের

কারণে হলো না। ইনশাআল্লাহ এবার আর হাল ছাড়ব না। দরকার হলে নিহাল-সুফিয়া দুজনকে দিয়ে রিদকে রাজি করাব তারপরও খুব জলদি তোমাদের দুজনের বিয়েটা দিয়ে দিব।

হেনা খানের কথায় শশী নত মস্তিষ্কের লাজুক হাসলো। ফাহাদের মা সরে হেনা খানকে জায়গা করে দিল শশীর পাশাপাশি বসতে। তিনি শশীর পাশে বসলেন। সঁজুতি জুই মুক্তার পাশেই মায়া সোফার এক কোণায় বসে হাঁটুর উপর দু-হাত রেখে। নত মস্তিষ্কের মায়ার চোখ টলটল করছে হেনা খানের কথা শুনে। সকলেই শশীকে ঘিরে বসে। খান বাড়ির বড়ো নাতির বিয়ে বলে কথা শশীর মূল্যায়ন তো থাকবেই। হেনা খান আবারও বললেন....

‘ আজকেই রিদেব সঙ্গে বিয়ে ব্যাপারে কথা বলে দুজনের এনগেজমেন্টের তারিখ আগামী মাসে নির্ধারণ করে ফেলি? কি বলো সালমা? সালমা বেগম বেশ প্রসন্ন হাসলেন। উত্তর বললেন...

‘ আপনি যেটা ভালো মনে করেন ফুফু। আমার সবদিক থেকেই অনুমতি আছে এতে।

সালমা বেগমের কথায় অন্তত খুশি হলেন হেনা খান

বললেন...

‘ বেশ আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে আজকেই মিষ্টি মুখ করে নেয় সবাই কি বলে? ফাহাদের বউ যাওতো ফ্রিজ থেকে মিষ্টি নিয়ে আসো সবার জন্য।

‘ জ্বি নানুমা।

বলতে বলতে মুক্তা উঠে দাঁড়াল। মুক্তার সঙ্গে সৈঁজুতি এগিয়ে গেল কিচেন দিকে ট্রে-তে করে মিষ্টি সাজিয়ে আনতে। নত মস্তিষ্কের মায়া তখনো শরীর শক্ত করে বসে। জুই মায়ার অবস্থা বুঝতে পেরে মায়া সঙ্গে আরও চেপে বসলো। মায়ার কোলের দু’হাতের উপর নিজের হাতটা রেখে শক্ত করে চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল...‘ তুই চিন্তা করিস না রিতু। এসব বিয়ে-টিয়ে কিছুই হবে না রিদ ভাইয়া আছে না সব ঠিক হয়ে যাবে। সবাইতো আর জানে না রিদ ভাই যে বিবাহিত জানলে অবশ্যই শশী আপুর জায়গায় তুই বসে থাকতি এখন।

জুইয়ের কথা শেষ হতে হতে মায়ার চোখের পানি টুপ করে পরলো জুইয়ের হাতের উপর। চমকে উঠার মতোন নত মস্তিষ্কের মায়ার দিকে তাকাল জুই। পরপর টপটপ করে কয়েক ফোটা নোনা জল গড়াল

জুইয়ের একই হাতে। জুই দ্রুততায় নিজের দু'হাতে মুঠোয় মায়ার দু'হাত চেপে অস্থির ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল...

‘ প্লিজ কাঁদিস না রিতু। ধরা পরে যাবি। অন্তত রিদ ভাইকে আসতে দে। উনার ফ্যামিলির সঙ্গে উনি কথা বলবে। তুই এই মূহুর্তে কাঁদলে সবাই সন্দেহ করবে। মুক্তা আপু কিন্তু এখানেই আছে রিতু। সমস্যায় পরে যাবি। প্লিজ নিজেকে শক্ত রাখ। জুইয়ের মায়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার মাঝেই রিদকে দেখা গেল রেডি হয়ে নিচে নামতে। দেখেই বুঝা যাচ্ছে সে বাহিরে কোথাও যাওয়ার জন্য রেডি হয়েছে। হয়তো নিহাল খানের সঙ্গে যাবে কোথাও নির্বাচনের কাজে। রিদ সবাই অপেক্ষা করে ড্রয়িংরুম পাড় হয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছিল। ড্রয়িংরুমে কে বা কারা আছে তা দেখার প্রয়োজন পযন্ত মনে করলো না। ব্যস্ত রিদকে চলে যেতে দেখেই তাড়াহুড়ো পিছন ডাকল হেনা খান...

‘ রিদ দাঁড়া। স্বাভাবিক নেয় রিদ পিছন ঘুরে দাঁড়াল। ড্রয়িংরুমে উপস্থিত মেহমানদের ভিড় দেখে মূহুর্তে কপাল কুঁচকে এলো সন্দেহে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশেপাশে তাকাতে চোখে পড়লো শশীকে জড়িয়ে

হেনা খান আর নিজের ফুপিদের বসে থাকতে।
রিদের কুঁচকানো কপালের ভাজ মূহুর্তে সোজা হলো।
সন্দেহটা সঠিক তা বুঝতে পেরে চোখে পলকে
আশপাশটা পরখ করে নিলো একবার। বাড়ি
সকলকে একত্রে গোল মিটিংয়ে ড্রয়িংরুমে বসে
থাকতে দেখে আশেপাশে মায়াকে খোঁজল। জুইয়ের
পাশে মায়াকে নত মস্তিষ্কের বসে থাকতে দেখে রিদ
বুঝতে পারলো এতক্ষণে তাঁর বউয়ের একদফা
কান্নাকাটি করা শেষ। এটা হয়তো দ্বিতীয় রাউন্ড হতে
পারে। এইতো একটু আগেই দুজন বাগানে একত্রে
ছিল। তখন রিদ তার বউকে বুঝিয়ে ছিল সে আছে
তার বউয়ের পাশে সবসময়, সব পরিস্থিতিতে।
তারপরও কেন কোনো কিছু হলেই মেয়ে মানুষের
কান্নাকাটি করতে হয় সেটাই বুঝে না রিদ। এতো
চোখে পানি পাই কই এরা? রিদ মায়ার উপর বিরক্ত
হতে গিয়ে হলো না। একটা মাত্র বউ তাঁর। অল্পতে
বিরক্ত হওয়া যাবে না। তাছাড়া বউতো তার বিরহে
কাঁদছে তাই না? কাঁদুক সমস্যা নেই। মাঝেমধ্যে
স্বামীর জন্য এমন একটু আধটু কাঁদলে রিদের শান্তিই
লাগে। রিদ বর্তমান পরিস্থিতি বুঝে চলে যাওয়ার

তাড়াহুড়ো দেখাল না। বরং স্থির হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শার্টের হাতার বোতাম খোলে টেনে কুইন অবধি তুলতে তুলতে ছোট উত্তরে বলল...‘ বলো!

রিদকে দাঁড়াতে দেখে শশী লাজুক হাসলো। মাথার ঘোমটা টেনে আরও একটু নিচে নামাল। হেনা উঠে আসলো রিদের মুখোমুখি হতে হতে বলল...

‘ কোথায় যাচ্ছিস?

‘ বাহিরে।

‘ কেন?

‘ কাজ আছে?

‘ এতো সকাল সকাল কি কাজে যাচ্ছিস?

হেনা খানের কথায় রিদ খানিকটা বিরক্ত হলো। সিরিয়াস মোমেন্টে সিরিয়াস কথা বলাটা রিদের পছন্দ। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা তাঁর কোনো কালেই পছন্দ না। রিদ বুঝতে পারছে হেনা খান কেন রিদকে ডেকেছে, রিদ নিজেরও তার উত্তর দিতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রশ্নদাতা যদি প্রশ্ন করতে গিয়ে এতো তালবাহানা করে তাহলে উত্তর করতে মজা পাই না সে। রিদ অপর হাতের শার্ট একই ভাবে টেনে কুইন অবধি গোটাতে গোটাতে বলল...

‘ পয়েন্ট আসো দাদী! কি চাও?রিদের সরাসরি কথায় হেনা খান কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ করে গেল। এর আগে যতবার রিদের বিয়ে নিয়ে কথা হয়েছে ততবারই রিদ রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে এবারও যদি তাই হয় তাহলে উনার ছেলে নিহাল খুব রেগে যাবে উনার উপর, কারণ সামনে ইলেকশন। এই মূহুর্তে রিদের প্রয়োজন নিহালের খুব বেশি। আবার খান বাড়ি গুরুজন হিসাবে রিদের বিয়ের ব্যাপারটা তো উনার দেখা উচিত তাই না? বাপ-মার তো ছেলের বিয়ে নিয়ে কোনো কথায় বলে না। ছেলে বিয়ে করবে কিনা? ছেলের বয়স হয়ে এসব দেখার প্রয়োজনই মনে করে না দুজনের একজনও। এজন্য মূলত হেনা খানের সবসময় আগ বাড়িয়ে রিদকে নিয়ে টেনশন করতে হয়। একটা ত্রিশ বছরে তামড়া ছেলে চোখে সামনে ঘুরছে বিয়ে না করে অথচ এতে কারও মাথা ব্যথা নেই। আর থাকবেই বা কি করে? রিদের বাবা-মার সাংসারিক যে অবস্থা। এতে রিদের বিয়ে করতে মন চাইবে কখনো? রিদের বাবা-মা তো দুজন ভালোবাসে বিয়ে করেও আজ পনেরো বছর ধরে আলাদা থাকে। এমনকি এই পনেরো বছরের

দুজন একে অপরের চেহারা পযন্ত দেখেনা। সংসার করবে তো দূর। এই নিয়ে কতো ঝামেলা হলো। দুজনকে একত্রে করতে চাইল কিন্তু কেউ রাজি হলো না। আবার কেউ কাউকে তালুক ও দিবে না, সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। দূরে থাকবে তারপরও দুজন একই সম্পর্কে থাকবে। এটা কেমন যুক্তি তিনি তা আজও বুঝে উঠতে পারেননি। কতো বছর, কতো সময় উনি নিহাল-সুফিয়াকে বিভিন্ন ভাবে বুঝিয়েছেন সবভুলে আবার একত্রে হয়ে সংসার করতে শেষ পযন্ত কেউ মানেনি শুধু দুজন দুজনার ব্যাপারের চুপ থাকে। সবশেষে যখন রিদের বাবা-মার সম্পর্কটা ঠিক করতে পারছিল না তখন হেনা বলেছিল একসঙ্গে থাকতে না চাইলে দুজনই ডিভোর্স দিয়ে আলাদা হয়ে যেতে এতেও কেউ রাজি হলো না। এজন্য হেনা খান চাই অন্তত রিদ সুন্দর একটা সংসার করুক। খান বাড়িটা আবার পরিপূর্ণ হোক। আর কতো একা একা কাটাবেন তিনি?’ আমরা তোকে বিয়ে করাতে চাই। শার্টের হাতা পুল্ড করা শেষে রিদ দুহাত পকেটে গুজাতে গুজাতে বলল...

‘সেটা তো আমিও চাই।

রিদের কথায় খুশিতে উৎফুল্লতা দেখা দিল হেনা
খানের মাঝে...

‘ সত্যি তুই করবি?

‘ তোমরা করাতে চাইলে করবো।

‘ আমরা তোর জন্য মেয়ে ঠিক করেছি।

‘ মেয়ে কে?

রিদের কথায় পারভিন শেখ শশীকে উঠে হেনা
খানের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ইশারা করলো। ইশারা
অনুযায়ী শশী লাজুক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল কিন্তু হেনা
খানের কাছে পৌঁছানোর আগেই হেনা খান শশীর
দিকে আগুল তুলে রিদকে দেখিয়ে বলল... ‘ আমরা
তোর জন্য ওকে পছন্দ করেছি। তোর পছন্দ না?
হেনা খানের কথার পিঠে উত্তর না দিয়ে বরং পাল্টা
প্রশ্ন করে বলল রিদ...

‘ আমি পছন্দ করলে বিয়ে কনফার্ম?

হেনা খান খুশিতে সম্মতি দিয়ে তাড়াহুড়োয় বলল...

‘ হ্যাঁ হ্যাঁ!

রিদের কথায় আরাফ খান জহির দৃষ্টিতে রিদের দিকে
তাকাল। উনার ধারণা মতে এতক্ষণে রিদের প্রচণ্ড
রকমের বাড়াবাড়ির রাগ করার কথা অথচ সেই রিদ

রাগারাগি না করে উল্টো বিয়ের জন্য আপোষে রাজি হয়ে যাচ্ছে দেখে উনার সন্দেহ হলো।

তখনই শুনা গেল রিদের কথা। রিদ হেনা খানকে সম্মতি দিতে দিতে বলল...

‘ ঠিক আছে তোমাদের পছন্দকেই আমি পছন্দ করলাম। তবে এটাই লাস্ট! বারবার কিন্তু মেয়ে পছন্দ করতে পারবো না।

রিদের কথায় হেনা খান তাড়াহুড়ো বলল...

‘ না না বারবার তোকে মেয়ে পছন্দ করতে হবে না। তুই একবার পছন্দ করলে হবে। আমরা তোর পছন্দেই বিয়ে করাব।‘ ওকে ডান!

কথাটা বলতে বলতে রিদ হেনা খানের পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল। উপস্থিত সবাই উৎসুক খুশিমনে তাকিয়ে শশীর দিকে। এই হয়তো রিদ শশীকে পছন্দ করবে। শশী মাথার ঘোমটা টেনে মায়ার সম্মুখে দাঁড়িয়ে লাজুক ভঙ্গিতে। রিদ এগিয়ে এসে শশীকে পেরিয়ে সোফায় বসে থাকা মায়ার হাত টেনে দাঁড় করাল। থুঁতি চেপে মায়ার মুখটা উপরের তুলে এদিকে সেদিক ঘুরিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে হেনা খানের উদ্দেশ্যে বলল।

‘ এই মেয়েকেই তো তোমরা আমার জন্য পছন্দ করেছো দাদী তাই না? চেহারা তো ঠিকঠাকই লাগছে। খারাপ না পছন্দ হওয়ার মতো। তবে বিনা কারণে চোখ থেকে একটু বেশিই পানি পড়ে মনে হয়। বাকি সব ঠিক আছে, তোমাদের পছন্দই আমার পছন্দ দাদী, ফাহাদের ছোট শালীকেই বিয়ে করবো ডান। তোমরা কথা বলো আমি রাজি।

রিদের কথায় হেনা খানসহ উপস্থিত সকালেই তন্দা খেয়ে দাঁড়িয়ে। মুক্তা ডাইনিংয়ে পাশে মিষ্টির প্লেট নিয়ে স্তব্ধ নেয় দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত চোখে রিদ মায়ার দিকে তাকিয়ে। ততক্ষণে রিদ যত্ন সহকারে মায়ার চোখের পানি মুছে দিচ্ছে। শশী বা অন্য কেউ রিদকে কিছু বলবে তার আগেই হেনা খান দ্রুততায় এগিয়ে এসে রিদকে শুধাতে চাইল। রিদ শশীর জায়গায় ভুল করে মায়াকে পাত্রী মনে করছে সেটা বুঝাতে চেয়ে বলতে চাইল....’ রিদ তোর ভুল হচ্ছে আমরা ফাহাদের শালীকে না শশীকে তোর....

হেনা খানের কথা শেষ করার আগেই রিদ বিরক্তি নিয়ে বলল...

‘ দাদী বারবার মেয়ে পছন্দ করতে পারবো না।
একবার করেছি এটাই শেষ। বিয়ে করতে হলে
ফাহাদের শালীকেই করবো। নয়তো বিয়ে ক্যাসেল।
এবার বলো তোমরা কি চাও? ইয়েস অর নট?

রিদের কথায় শশীর মধ্যে অস্থির উত্তেজনা দেখা
তৎক্ষণাৎ। প্রিয় কিছু হারানোর ভয়ে শশী এগিয়ে
গেল রিদের দিকে। অস্থির ভঙ্গিতে রিদের হাত টেনে
কিছু বলতে চাইলে রিদ শশীকে বাঁধা দিয়ে রাগে
কটমট করে বলল...

‘ ডোন্ট টাচ! স্টে হেয়ার।

অস্থির তোলপাড় শশী রিদকে বুঝাতে চেয়ে
উত্তেজনায় বলতে লাগল...

‘ তোমার সাথে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে তাহলে
তুমি মায়াকে কেন এসবের মাঝে টানছো? পরিবারের
সবাই আমাকে পছন্দ করেছে মায়াকে না।

শশীর কথায় রিদ বিরক্তি নিয়ে বলল...

‘ বিয়ে করবো আমি, সংসার করবোও আমি, আর
আমার বউ পছন্দ করবে অন্য কেউ? কেন? আমার
কি চোখ নাই? অন্ধ মনে হয় তোর?রিদের শক্ত গলার
কথায় শশীর চোখ টলমল করে উঠে কান্নায়। মায়া

ভয়েভয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার মুক্তাকে দেখে নিল।
মূলত মুক্তা এইদিকেই তাকিয়ে। রিদ যেকোনো সময়
দুজনের বিয়েটার কথা বলে দিতে পারে সবাইকে,
তখন হয়তো সবাই ক্ষেপে যেতে পারে সেই ভয়ে
মায়া রিদের দিকে চেপে গেল, রিদের শরীর ঘেঁষে
নত মস্তিষ্ক হয়ে দাঁড়াল। টানটান উত্তেজিত
পরিস্থিতিতে মায়ার রিদের দিকে চেপে যাওয়ার
বিষয়টা হয়তো তেমন কেউ লক্ষ করেনি তবে চতুর
মুক্তা ঠিকই লক্ষ করলো। নাক মুখ শক্ত করে মায়ার
দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে। নিজের শশুর
বাড়িতে নিজের বোনকে নিয়ে এতো কাহিনি হবে
সেটা ঘুনাক্ষরেও ধারণাতে ছিল না মুক্তার যদি
থাকতো তাহলে এসব কখনই হতে দিতো না সে।
শশী আকুতি স্বরে বলল...

‘সবার তো আমাকে পছন্দ রিদ।

শশীর কথায় রিদ বিরক্তি প্রকাশ করে বলল...

‘তাহলে সেটা তাদেরকে গিয়ে বল আমার কাছে কি?
আমিতো তোকে পছন্দ করি নাই? আমাকে পেইন
কেন দিচ্ছিস? যাহ সর! থমথমে পরিস্থিতিতে সকলেই
স্তব্ধ, হতবাক হয়ে রিদের দিকে তাকিয়ে। হেনা খান

বিস্ফোরণে জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল শক্ত হয়ে। রিদ হঠাৎ করে এমন কিছু বলবে সেটা অবিশ্বাস্য ছিল সবার কাছে। রিদ বিয়ে করতে না করলে সেটা হয়তো স্বাভাবিক ছিল কিন্তু শশীর জায়গায় মায়াকে পাত্রী হিসেবে টেনে আনাটা ছিল সবচেয়ে বড় চমক সবার জন্য। যে আরাফ খান সকাল পযন্ত রিদকে অবিশ্বাস করছিল রিদ একা বিয়ে করতে পারবে না বলে সেই আরাফ খানও এই মূহুর্তে অবিশ্বাস্যে থমকে দাঁড়িয়ে। এরই মাঝে মেয়ের কান্না দেখে এগিয়ে আসলো শশীর মা সালম বেগম। তিনি শশীর কাঁধ জড়িয়ে রিদকে রাগান্বিত গলায় বলল....

‘ রিদ এবার তুমি বাড়াবাড়ি করছো। আমার মেয়ের সাথে এতো বছর প্রেম করে বিয়ের প্লবন দেখিয়ে এখন বিয়ের জন্য অন্য মেয়েকে পছন্দ করবে সেটাতো হবে না। আমরা কেউ সেটা মেনে নিব না। তোমার বিয়ে হলে শশীর সাথে হবে। এটা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে কথা হয়ে আছে অনেক আগে থেকেই। এখন তুমি বিয়ের থেকে পিছুপা হতে পারবে না।’ প্রথমত আপনি ঠিক করবেন না আমি কাকে বিয়ে করবো না করবো সেটা। আমার মন,

আমার মজি, আমি কাকে বিয়ে করবো, না করবো সেটা আমি ঠিক করবো নট ইউ। দ্বিতীয়ত্ব আপনার সস্তা মেয়েকে নিয়ে সাইড হোন। আই এম নট ইন্টারেস্টেড!

‘ রিদ এবার কিন্তু তুমি বেয়াদবি করছো। আমি তোমার খালা হয়।

রিদ নিজের রাগ কন্ট্রোল করতে চেয়ে একহাতে মুঠোয় মায়ার একটা হাত চেপে অপর হাতটা পকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে হেয়ালি ভঙ্গিতে বলল...‘ দেখো খালা, বেয়াদবির জন্য সমাজে আমি এমনই বদনাম। নতুন করে আর কিছুই গায়ে লাগে না। তারপরও তোমাকে বলছি, আমাকে জোড়াজুড়ি তো আমার বাপ-মাও করে না সেক্ষেত্রে তুমি খালা হও, মানে মার বোন। তাই বলছি আমার থেকে দূরে থাকো। নয়তো আমি বেয়াদবি করতে বসলে তুমি কিন্তু পাড় পাবে না খালা।

রিদের কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠার মতোন ফুসে উঠলো সালমা বেগম। রিদকে মায়ার হাত চেপে ধরতে দেখে উনার রাগে যেন ঘি পরলো। তিনি রাগে

বশবতী হয়ে রিদের পিছনে মায়াকে দেখে রিদকে উদ্দেশ্য করে বলল...

‘ এই মেয়ের সাথে কি চলে তোমার? ছোটলোক ঘরের মেয়েরা টাকা চিনে সেজন্য তোমার মতো বড়লোক ছেলেদেরকে ফাঁসাতে চাইছে। যেমন করে ফাহাদকে ফাঁসিয়ে বিয়ে করেছে ওর বোন। তুমি ভুল করছো রিদ। এসব মেয়েদের থেকে বেড়িয়ে আসো, এখনো সময় আছে। সালমা বেগমের কথায় মূহূর্তে মায়া সকলের দৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠলো। মূহূর্তে সকলে তাকাল রিদের পিছনে আশ্রয় নেওয়া মায়ার দিকে। মুক্তা রাগে কটকট করে উঠলো সালমা বেগমের কথায়। কিন্তু শশুর বাড়ির হওয়ায় দাঁত কামড়ে রাগ কন্ট্রোল করতে চাইল। তীব্র অপমানের কথা গুলো বেশ আত্ম-সম্মানের লেগেছে মুক্তার। সে পারছে না রাগে ট্রে-তে রাখা সবকিছু নাস্তা উল্টে ফেলে মায়াকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে। একঘর মানুষের সামনে রিদের ঐভাবে শশীর জায়গায় মায়াকে পছন্দ করাটা মোটেও ভালো লাগেনি মুক্তা। দ্বিতীয়ত্ব মায়া এখনো রিদের পাশে চুপ দাঁড়িয়ে আছে বলেই সালমা বেগম মুক্তার

পরিবারকেও অকারণে টেনে এনে অপমান করছে।
মায়া সালমা বেগমের অপমানে ফুপিয়ে কেঁদে উঠতেই
রিদ দৃষ্টি ঘুরিয়ে মায়াকে দেখে আনারও তাকাল
সালমা বেগমের দিকে। তপ্ত মেজাজে দু'হাত মুষ্টি বদ্ধ
করে হেনা খানের উদ্দেশ্যে চোঁচিয়ে বলল রিদ...‘ দাদী
তোমার মেহমানদের সামলাও। নয়তো আমাকে
সামলানো তোমার দায় হয়ে যাবে। আমার মোটেও
পছন্দ না কেউ আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে, আমার
সামনে, আমার বউকে অপমান করবে। সেই রাইট
আমি কাউকে দেয়নি।

রিদের কথায় কেউ কিছু বলবে তার আগেই হেনা
খান অবিশ্বাস্য গলায় রিদকে শুধিয়ে বলল...

‘ বউ মানে? কে বউ? মায়ার সাথে তোর সম্পর্ক
আছে রিদ?

রিদের মেজাজ বরাবরই ক্ষেপ্ত হচ্ছে সালমা বেগমের
কথায়। এরমাঝে রিদ বারবার মায়াকে নিজের বউ
বলে দাবি করার পরও কেন সবাই রিদকে একই
প্রশ্ন করছে সেটাই বুঝতে পারছে না সে। সেতো শুরু
থেকে বলছে মায়া তার বউ তাহলে কেন সবাই
অবুঝের মতোন রিদের থেকে একই কথা শুনতে

চাচ্ছে? রিদ ক্ষিপ্ত মেজাজ বলল...‘ বাল একই কথা
কতবার বলবো? সি ইজ নট মাই গার্লফ্রেন্ড, সি ইজ
মাই ওয়াইফ। উই আর ম্যারেড।

রিদের কথায় উত্তাপ পরিবেশটা কয়েক সেকেন্ডের
জন্য হঠাৎ নিস্তন্ধ নিশ্চুপ হয়ে গেল। ঘরভর্তি মানুষ
শুধু একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। মায়া
রিদের কথায় মূহুর্তে দু’হাতে রিদের একহাত আঁকড়ে
ধরলো ভয়ে। হেনা খান এই মূহুর্তে কিছু বলার
মতোন ভাষা পেল না। উনার শুধু মনে হলো এই
মূহুর্তে পরিস্থিতি শান্ত করার দরকার নয়তো বিশাল
ঝামেলা হতে পারে। হেনা খানের এগিয়ে আসার
সঙ্গে সঙ্গে আরাফও এগিয়ে আসল পরিস্থিতি
সামলাতে। রিদ যদি মায়াকে পছন্দ করে থাকে
তাহলে এই বিষয়ে উনারা পারিবারিক ভাবে পরে
কথা বলে নিবে তারপরও এই মূহুর্তে অন্তত
পরিস্থিতি সামলানোর দরকার। শশী -মায়া দুজনই
কাঁদছে। সালমাও রেগে আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা
হলো রিদ যদি এরথেকে বেশি রেগে যায় তাহলে
ভয়ানক তাণ্ডব হবে বাসায়। হেনা খান, আরাফ খান
এগিয়ে আসার মধ্যেই সালমা বেগম ক্ষোভে থাবা

মেয়ে মায়াকে টেনে রিদ থেকে আলাদা করতে চেয়ে বলল....‘ সবদোষ এই নষ্টা মেয়ের। বড়লোক ঘরের ছেলের মাথা চিবিয়ে খেতে পারে ভালো এরা। একবোন ফাহাদকে ফাঁসিয়ে বিয়ে করেও শান্তি হয়নি এদের। এখন ছোট বোনকে লেলিয়ে দিয়েছে বড় ভাইয়ের মাথা খেতে। এদের বাবা-মা ব্যবসা শুরু করেছে মেয়েদের দিয়ে।

কথা গুলো বলতে বলতে মায়াকে রিদের পাশ থেকে টেনে নিজের কাছে নিতে চাইলে মূহূর্তে বাঁধা দেয় রিদ। এতক্ষণে একটা ছেলে হলে রিদ চিবিয়ে খেয়ে ফেলতো কিন্তু মেয়ে বলেই বেঁচে গেল সালমা বেগম। মায়াকে রিদের পাশ থেকে টেনে বের করতে চাইলে মুক্তা আতঙ্কিত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসলো বোনকে বাঁচাতে। হাতে ছিল ট্রের ট্রলি। তাড়াহুড়ো সেটি রেখে আসতে ভুলে গেছে ওহ। দু’হাতে ট্রের ট্রলি ধাক্কা দিয়ে ড্রয়িংরুমে রেখে এগিয়ে গেল মায়াদের কাছে। যেখানে পূর্ব থেকেই সালমা বেগম মায়ার হাত আর, রিদ সালমা বেগমের হাত চেপে দাঁড়িয়ে। এরমধ্যে হুট করে মুক্তা ঢুকে দুজনের হাত মায়ার থেকে ছাড়াতে ছাড়াতে শব্দ গলায় সবার উদ্দেশ্য বলল...‘

প্লিজ আমার বোনকে নিয়ে কেউ তামাশা করবেন না।
আমার বোন কারও বউ নয়। আর না আমরা কেউ
আপনাদের বাড়ির ছেলের সঙ্গে বোনকে বিয়ে দিতে
বসে আছি। মায়ার বিয়ে আমরা অলরেডি ঠিক করে
রেখেছে এই মাসে বিয়ে হবে। তাই দয়া করে কেউ
আমার বোনকে নোংরামিতে জড়াবেন না প্লিজ।
মুক্তার কথায় রিদের উত্তাপ মেজাজ আর খিঁচে গেল
রাগে। শরীরে রক্ত টগবগ করলো ক্ষোভে। এই
মূহুর্তে সবগুলো মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে এতক্ষণে
রিদের হাত উঠে যেতো। র*ক্তার*ক্তি একধাপ পার
করতো হিংস্রতায়। তারপরও রিদ কিছু করবে বা
বলবে তার আগেই সালমা বেগমের পরপর মুক্তা
দুকে গেল মাঝে। কিন্তু হিংস্রত্ব রিদ তখনো একহাতে
মায়ার হাত শক্ত করে চেপে। সালমা বেগম মুক্তার
কথা শুনে মায়ার হাত ছেড়ে দিতে দিতে মুক্তাকে
অপমান করে বলল...‘ তাহলে বলতে হবে, তোমরা
ডিগ্রি করে রেখেছো ছেলেদের পটাতে। তোমার
বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ার পরও আমাদের বাড়ির
ছেলের সাথে নোংরামিতে জড়িয়ে পড়েছে। এসব
আপদ আর খান বাড়িতে ঢুকাবে না কখনো তুমি।

অতিরিক্ত রাগে রিদের শরীর কাঁপছে ক্ষণে ক্ষণে।
হাতে রগফুলে কপালে শিরা পযন্ত দপদপ করছো
কন্ট্রোল করতে না পেরে। মুক্তার নিজেরও রাগে কষ্টে
চোখে পানি চলে আসে মায়াকে জড়িয়ে ওর
পরিবারকে এতো অপমান করায়। মুক্তা রাগে আরও
কিছু বলতে গিয়েও বলল না। দাঁত কামড়ে শুধু
এখান থেকে মায়াকে নিয়ে চলে যেতে চাইল। অথচ
মায়া তখনো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে সালমা বেগমের
কথা শুনে। মায়ার হাতটাও লাল হয়ে উঠেছে রিদের
হাতের মুঠোয় পিষে। মুক্তা সালমা বেগমকে এরিয়ে
মায়ার অপর খালিহাতটা টেনে নিজের সঙ্গে নিয়ে
যেতে চেয়ে রাগান্বিত গলায় বলল...‘ তুই আমার
সাথে আয় মায়া।

বলে মুক্তা মায়ার হাতটা টেনে নিজের সাথে নিয়ে
যেতে চাইলে পারলো না। হঠাৎ হাতে টান পরলো।
বাঁধা পেয়ে মুক্তা রাগান্বিত অশ্রু ভেজা চোখে পিছনে
তাকাতেই দেখল মায়ার একটা হাত তখনো রিদের
মুঠোয় চেপে দাঁড়িয়ে যার জন্য সে বাঁধা পাচ্ছে। মায়া
কাঁদতে কাঁদতে হিচকি উঠে গেছে ততক্ষণে কিন্তু
রিদকে এই মূহুর্তে বলতে পারছে না হাতটা ছেড়ে

দিতে কারণ রিদের রাগের ঠাহর মায়ার নিজের হাতে করতে পারছে। দ্বিতীয়ত্বে মায়া চাই এই পরিস্থিতিটা মায়া রিদের পাশে দাঁড়িয়েই ভালো মন্দ দুজন একত্রে ফেইস করুক। সেজন্য মায়া কাঁদতে কাঁদতে মুক্তাকে কোনো রকমে বলতে চাইল....

‘ আমি যাব না আপু। আমি...মায়ার বাকি কথা শেষ করার আগেই ঠাস করে শব্দ হলো। ড্রয়িংরুম ভরপুর মেহমানদের সামনে মুক্তা মায়াকে ঠাস করে থাপ্পড় মারতেই মায়া তাল সামলাতে না পেরে মুখ খুবড়ে পড়লো রিদের পায়ে উপর। একহাত তখনো রিদ শক্ত করে চেপে। মায়ার অপর হাতে রিদের পা আঁকড়ে ফ্লোরে বসে তীব্র অপমানে হু হু শব্দ করে কেঁদে উঠলো তক্ষুনি রিদের পা জড়িয়ে। অথচ রিদ জায়গায় থেকে নড়লো না আর না মায়াকে টেনে তুললো। হেনা খান, জুই, ও ফাহাদের মা আহাজারি করে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসলো মায়াকে ধরতে। রাগান্বিত রিদের রাগে ষোলো কলা পূরণ হলো মুক্তার থাপ্পড় মারার সঙ্গে সঙ্গে। হেনা খান আহাজারি করে মায়াকে ধরার আগেই দ্বিতীয়বারের মতো ঠাস করে শব্দ হলো। এতে পুরো ঘর থমকে গেল শশীকে

ফ্লোরে উপর লুটিয়ে পরতে দেখে। রিদের শক্তপোক্ত
হাতে কঠিন থাপ্পড়ে শশীর মাথা ঘুরে উঠলো তক্ষুনি।
ঝাপসা চোখে থ মেরে বসে রইল কয়েক সেকেন্ড।
ঠোঁট দিয়ে তাজা গরম রক্ত গড়িয়ে পরতেই শব্দ
করে কেঁদে উঠলো শশী। সালমা বেগম মেয়ের অবস্থা
দেখে তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে ঝাপটে জড়িয়ে ধরলো
শশীকে। ততক্ষণে পারভিন শেখ আর হেনা খান
থমকে দাঁড়িয়ে গেলেও জুই মায়াকে টেনে তুলে নিলো
নিজের কাছে। সালমা বেগম বা অন্য কেউ রিদকে
কিছু বলবে তার আগেই রিদের হিংস্রতা প্রকাশ পেল
ভাংচুরে। রিদ রাগে হিতাহিত অজ্ঞ হয়ে তৎক্ষণাৎ
লাথি মেরে উল্টে ফেললো মুক্তার রাখা ট্রে ট্রলিটি।
তার পরমূহুর্তে দুহাত মুষ্টি বদ্ধ করে গলা ফাটিয়ে
গর্জনের চিৎকারে ডাকল ফাহাদকে....’
ফাহাদ..ফাহাদ.. ফাহাদ..

রিদের চিৎকার উত্তাপে ঝংকার তুললো খান বাড়ির
দেয়ালে দেয়ালে। প্রতিটি জিনিস যেন রিদের
চিৎকারের শব্দে কম্পিত হলো। উপস্থিত সবাই
ভয়ার্ত মুখে থ মেরে দাঁড়িয়ে। ফাহাদ রিদের গর্জের
চিৎকারে বাহির থেকে উত্তেজনায় দৌড়ে আসলো

ড্রয়িংরুমে। ফাহাদের পিছন পিছন আয়ন,রাদিফ,
আসিফসহ, নিহাল খানও দৌড়ে আসল উত্তেজনায়।
ফাহাদ ড্রয়িংরুমে উপস্থিত মানুষের ভিড় দেখে ভয়াত
মুখে দৌড়ে গেল রিদের দিকে। কি হয়েছে জানতে
চেয়ে বলতে চাইলল...‘ কি হয়েছে ভাই? ডেকেছো...

ফাহাদের কথা শেষ করার আগেই রিদ বগলথাবা
বসাল ফাহাদের শার্টের কলারে। দুহাতে ফাহাদের
কলার চেপে রিদের মুখোমুখি টেনে হিংস্র প্রকাশ
করে রাগে রি রি করে দাঁত পিষে বলল....

‘ তোর বউরে সামলা ফাহাদ। নয়তো আমাকে
সামলানো তোর দায় হয়ে যাবে।

রিদের হিংস্রতে আয়ন, রাদিফ এগিয়ে আসল রিদকে
বাঁধা দিতে। দুপাশে থেকে দুজন রিদকে আঁকড়ে
ফাহাদকে ছাড়ানো চেষ্টা করে রাদিফ উত্তেজিত
ভঙ্গিতে বলল...

‘ ভাই! ভাই কি হয়েছে তোমার? প্লিজ শান্তি হও
তুমি। বাবা এদিকে আসো তুমি। ভাইয়াকে বুঝাও।

নিহাল খান তখনো জায়গায় দাঁড়িয়ে। মূলত তিনি
বুঝতে পারছেন এখানে কিছু একটা হয়েছে যার জন্য
রিদ এতোটা হাইপার হয়ে গেছে। তিনি রিদকে না

থামিয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। পরিস্থিতি জানতে
আরাফ খানে দিকে তাকালে তক্ষুনি শুনা গেল
ফাহাদের ভয়ের জড়সড় কণ্ঠ। রিদকে বলল...‘ কি
হয়েছে ভাই? আমাকে বলো। মুক্তা বেয়াদবি করেছে
কোনো?

আয়ন রাদিফ দুজনই রিদ থেকে রাদিফকে আলাদা
করলো। নয়তো দেখা গেল অকারণে রিদের রাগে
শিকার হয়ে যাবে ফাহাদ। রিদ গর্জে ওঠে আবারও
বলল...

‘ আমার সামনে দাঁড়িয়ে, আমার বউকে মায়ার সাহস
তোর বউকে কে দিসে?

হেনা খান রিদকে শান্ত করতে বুঝানোর উদ্দেশ্যে ল
বলল...

‘ রিদ ওরা দুজন বোন হয়। মুক্তা মায়াকে মারতে
পারে। এত....

হেনা খানের কথায় শেষ করার আগেই রিদ আবারও
গর্জে বলল...‘ বোন হবে নিজের বাড়িতে। আমার
বাড়িতে সে শুধুই আমার বউ, অন্য কারও বোন নয়।
আমার সামনে আমার বউকে থাপ্পড় দেওয়া মানে সে
থাপ্পড়টা আমার বউকে নয় আমাকে মেরেছে। আমি

আমার বিয়ের জন্য কাউকে কৈফিয়ত দিতে আসিনি
আর না সম্মতি নিতে চাইছিলাম। আমার বিয়ে নিয়ে
কারও ইন্টারফেয়ারেন্স সহ্য করবো না আমি। এটাই
লাস্টবার দাদী, এরপর কেউ আমার বউ কিংবা
আমার সম্পর্কের দিকে আগুল তুললে আমি কাউকে
ছাড় দিব না দাদী আর সেটা তুমি তোমার
আত্মীয়দেরকেও বুঝাও। যদি বিষয়টা আমার বুঝাতে
হয় তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হবে দাদী।

রিদের উত্তাপ রাগে রি রি করছে। নিহাল খান সম্পূর্ণ
বিষয়টি বুঝাতে পেরে রিদের উদ্দেশ্য গম্ভীর গলায়
বলল...

‘ রিদ শান্ত হও। আমি দেখছি বিষয়টা। তুমি যাও।
পর মূহুর্তে নিহাল খান ফাহাদের মাকে উদ্দেশ্য করে
একই গম্ভীর গলায় বলল....

‘ পারভিন তোর ছেলের বউকে নিয়ে ঘরে যাহ।
মেয়েটা কাঁদছে, ওকে ফ্রেশ করা। সঁজুতি তুমি
রিদের বউকে নিয়ে তোমার ঘরে যাও। আন্মু তুমি
সালমা আর ওর মেয়েকে নিয়ে ওদের ঘরে যাও।
বাকিরা সবাই আপনারা যার যার ঘরে যান। এই
বিষয়টা আপাতত এখানেই শেষ। আমি আমার

ছেলের বিয়ে সম্পর্কে আরও আগে থেকেই জানতাম।
আমাদের পারিবারিক ম্যাটার ছিল বলে সবার সামনে
আমি এই বিষয়ে কথা বলতে চাইনি, কিন্তু এরমানে
এই না যে আপনারা আমার ছেলে বা ছেলের বউয়ের
দিকে আগুল তুলবেন। সেই রাইট আমি কাউকে
দেয়নি। আমার ছেলের বউ এই খান বাড়ির ইজ্জত।
আর আমাদের বাড়ির ইজ্জতে আঘাত হানলে আমি
নিহাল খান অবশ্যই চুপ থাকবো না। আপনারা এখন
যার যার রুমে যান প্লিজ...নিহাল খানের কথায়
সালমা বেগম কিছু বলতে চাইলে নিহাল খান হাত
তুলে থামিয়ে দেন মূহুর্তে। এরমানে তিনি এই
মূহুর্তে কোনো কথা শুনতে ইচ্ছুক নয়। ড্রয়িংরুমের
সবাই যে যার যার রুমে দিকে যেতে লাগল তার
আগেই রিদ রেগেমেগে খান বাড়ির ড্রয়িংরুম ত্যাগ
করলো বাহিরের দিকে যেতে যেতে। রিদের পিছন
পিছন আয়ন,রাদিফ, আসিফ দৌড়াল। ফাহাদ বোকার
মতোন মুক্তার দিকে তাকিয়ে। মুক্তাকে কাঁদতে
কাঁদতে চোখ মুখ লাল করে ফেলেছে ততক্ষণে।
মুক্তাকে নিয়ে ফাহাদের মা রুমের দিকে যেতে চাইলে
ফাহাদও ওদের পিছন পিছন গেল। মূহুর্তে মাঝে

পুরো ড্রয়িংরুম খালি হয়ে গেলে নিহাল খান ঘড়িতে সময়টা দেখে নিল এক পলক। সকাল ১০ঃ২৭। এগারোটা ভিতরে আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকতে হবে উনার রিদকে নিয়ে। গম্ভীর নিহাল খান ভারি নিশ্বাস ফেলে তিনিও বাহির দিকে হাঁটল। গাড়িতে উঠতে উঠতে আসিফ কল দিয়ে বলল....‘ রিদকে বলো এগারোটার ভিতরে সভায় উপস্থিত থাকতে আসিফ।

আসিফের তৎক্ষণাৎ উত্তর আসলো...

‘ জ্বি স্যার ভাই আসবেন।

‘ ওকে!দীর্ঘ সময়ে কান্নার দারুণ দু’চোখ ফুলে উঠেছে মুক্তার। রক্তিম চেহারায়ে ফোন কানে চেপে বসে বিছানায়। ফাহাদ পাশেই বসা নিরুপায় হয়ে। বউকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা তার এই মূহুর্তে নেই। মুক্তার অঝোরে কাঁন্না একটা সময়ে ফুপানোতে পৌঁছালো। তারপরও বারবার কল মিলাল আরিফকে। রাগ, অপমান, কষ্ট, সংমিশ্রণে যখন তুঙ্গে তখনই ওপাশ থেকে কল রিসিভ করল আরিফ। হ্যালো’ বলার আগেই মুক্তার অঝোরে কান্নার শব্দে উত্তেজিত হলো আরিফ। অস্থির নেয় জানতে চাইল কিছু হয়েছে।

আপনজনের গলা শুনতে পেয়ে মুক্তা আরও ফুপাতে লাগল। অস্থির আরিফ বারবার জানতে চাইল...‘ কি হয়েছে তোর? এইভাবে কাঁদছিস কেন? আমাকে বল! ফাহাদ কিছু বলেছে তোকে?

মুক্তার অঝোরে কাঁনার দারুণ কথা আঁটকে আসল ফুঁপানোতে। ফুপাতে ফুপাতে বলল মুক্তা..

‘ ভাই! ভাই!

সারাদিন পর মাত্র বাসায় ফিরেছিল আরিফ। গরমে ঘামন্ত শরীরে বাসার ঘরের ফ্যান চালিয়ে সবে সোফায় বসেছিল সে। হাতে তখনো নিজের পাসপোর্টের সাথে আরও বেশ কিছু ডকুমেন্টস চাপা, এরমঝেই মুক্তার ফোন পেয়ে অস্থির উত্তেজিত হলো আরিফ বোনের কান্নায়। হাতের কাগজ গুলো সেইভাবেই এলোমেলো সোফার টেবিলে রেখে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল অস্থির ভঙ্গিতে, মুক্তার ভাই, ভাই বলে কান্নার ফুঁপানোতে। বাসার চাবি পুনরায় মুঠোয় নিতে নিতে উত্তেজিত ভঙ্গিতে মুক্তাকে শুধিয়ে আরিফ বলল....‘ কি হয়েছে তোর? এইভাবে কাঁদছিস কেন? ঐ বাড়ির মানুষ তোকে কিছু বলেছে মুক্তা? তোর শশুর শাশুড়ী বা অন্য কেউ? ফাহাদ তোর গায়ে হাত তুলেছে?

‘ না ভাই!

‘তাহলে এইভাবে কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে আমাকে?

আরিফের ভরসা পেয়ে মুক্তা ফুপাতে ফুপাতে বলল..

‘ ভাই! ভাই! মায়া বিয়ে করে ফেলেছে আমার ভাসুরের সাথে।

কথাটা বলেই মুক্তা আবারও ফুপাতে লাগল অঝোর কান্নায়। অথচ মুক্তা মুখে মায়ার বিয়ের সংবাদ শুনে আরিফের মাঝে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বরং এতক্ষণ মুক্তাকে নিয়ে যে অস্থিরতা আর ভয় আরিফের মাঝে ছিল সেটা যেন এক মূহুর্তে গায়েব হয়ে গেল। আরিফ মুক্তার কথা শুনে পুনরায় জায়গায় বসে পড়ল। দীর্ঘ শ্বাস গোপন করে শান্ত হলো! ছোট করে উত্তর দিয়ে বলল...‘ ওহ!

আরিফের শান্ত কণ্ঠ আর উদাসীন উত্তরের উত্তেজনা বাড়ল মুক্তার মাঝে। এতবড় একটা সংবাদ শুনার পর মুক্তার মতোই আরিফের মাঝেও একই অস্থির, উত্তেজনা দেখা যাওয়ার কথা অথচ সেই জায়গায় আরিফ নিরন্তর, শান্ত। মুক্তা অস্থির ভঙ্গিতে বলল...‘ তুমি ওহ বলছো ভাই? মায়া এতবড় একটা কাজ

করলো আর তুমি শান্ত? তুমি জানো আমার শশুর
বাড়িতে এই মূহুর্তে কি ঝড় বয়ে গেছে? কতকিছু
শুনতে হয়েছে আমাকে? আমার খালা শাশুড়ী বলে
আমার বাবা নাকি মেয়ে দিয়ে ব্যবসা করে, এজন্য
প্রথমে আমি, তারপর মায়াকে লেলিয়ে দিয়েছেন
আমার ভাসুরের পিছনে বড়লোক ছেলেকে পটাতে।
আমরা ছোটলোক, ছোটজাতের মানুষ, টাকা পয়সা
দেখি নাই সেজন্য বড়লোক ছেলেদেরকে পটিয়ে
বেড়ায়। তুমি মনে হয় শুনেছো আমার খালা শাশুড়ী
মেয়ে শশী আপুর সাথে রিদ ভাইয়ের ছোট থেকে
বিয়ে ঠিক ছিল। আজ পারিবারিক ভাবে উনাদের
বিয়ের ডেট ফিক্সড হওয়ার কথাটা উঠলে রিদ ভাই
মায়ার সঙ্গে উনার বিয়ের কথাটা সবাইকে জানায়।
এরপর থেকেই বাড়িতে ঝামেলা হচ্ছে। আমার ভাসুর
শশী আপুর গায়ে হাত তুলেছেন। এজন্য আমার
শশুর বাড়ির সবাই আমার উপর রেগে। তারা কেউ
চাইছে না আমি মায়াকে নিয়ে এই বাড়িতে আর
থাকি। এই প্রথম আমার শাশুড়ী আমাকে মায়ার জন্য
কতো কথা শুনিয়ে গেল। উনাদের ভালো ছেলেটাকে
মায়া কিভাবে পটিয়ে বিয়ে করে ফেলল সেটা নিয়ে

আমাকে কথা শুনিye গেল। ভাই! ভাই!মায়া কেন এই কাজটা করলো। মায়ার জন্য এখন আমার সংসারটাও ভাঙতে বসেছে।মুক্তার দীর্ঘ কথায় আরিফ নিশ্চুপে শুনলো। আরিফ আগে থেকেই জানতো এমন কিছু হবে। মায়ার জন্য মুক্তার সংসার এফেঁট হবে সেটাও জানে। কিন্তু যেটা হয়ে গেছে সেটার বলে কিছু করার নেই। বরং এই উত্তাপ পরিস্থিতি সামাল দিতে যা করণীয় তাই করতে হবে। আরিফ দীর্ঘ শ্বাস ফেলে আবারও শান্ত কণ্ঠে মুক্তাকে বুঝাতে চেয়ে বলল...

‘ ফাহাদকে বল তোকে আর জুইকে আমার কাছে দিয়ে যেতে। তুই কিছুদিন আমার ফ্লাটে থাক দেখবি সবকিছু এমনই ঠিক হয়ে গেছে।

আরিফের কথায় মুক্তা আতঙ্কিত গলায় বলল...

‘ আর মায়া? মায়াকে আনব না ভাই? ওহ কই থাকবে?

আরিফ আগের নেয় শান্ত কণ্ঠে বলল...

‘ মায়া ঐখানেই থাক। তুই চলে আয় জুইকে নিয়ে। মায়ার চিন্তায় মুক্তা ফের বলল...‘ না ভাই আমি মায়াকে এখানে রেখে একা আসতে পারবো না। তুমি জানো না ভাই, আমার শশুর বাড়ির সবাই আমার

আর মায়ার উপরই ভিষণ রেগে আছে। আর এই পরিস্থিতিতে যদি আমি ওকে সবার মাঝে একা ফেলে চলে যায় তাহলে সবাই মায়াকে কি করবে তু....

আরিফ মুক্তার কথা শেষ করার আগেই বলল...

‘ কেউ কিছু করতে পারবে না। মায়া ওর জায়গায় আছে। তোকে যা বলছি তুই তাই কর। তুই জুইকে নিয়ে আমার কাছে চলে আয়। বাকিটা আমি দেখে নিব।

মুক্তা জেদি গলায় বলল...

‘ কিন্তু ভাই মায়া? ওকে কিভাবে আমার শশুর বাড়িতে রেখে আসব?’ তোকে এতোসব চিন্তা করতে হবে না, ঐটা তোর না মায়ার শশুর বাড়ির। মায়াকে প্রটেক্ট করার জন্য ওর হাসবেন্ড আছে। বরং তোর জায়গাটা ঐ বাড়িতে শূন্য। তোর দিকে ঐ বাড়ির সবাই সহজে আগুল তুলতে পারবে কিন্তু রিদ খানের বউকে কিছু বলার সাহস কেউ করতে পারবে না। সেজন্য বলছি, এই পরিস্থিতিতে তুই ফ্যাসে যাবি যদি এরপরও খান বাড়িতে থাকিস। তুই আমার কাছে চলে আয় দেখবি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। রিদ খান নিজের বউয়ের হেফাজত করতে জানে। আরিফের

কথায় মুক্তা কান্না থেমে গেল। থ মেরে বসে রইল
হতবাক হয়ে। ভেবে দেখল আরিফের কথা গুলো
আসলেই সত্য! এই উত্তাপ পরিস্থিতিতেও কেউ
মায়াকে কিছু বলতে যাচ্ছে না। আর না কেউ মায়াকে
দোষী করছে। সবাই মুক্তাকেই দোষী করছে সবকিছুর
জন্য! মায়ার হয়ে মুক্তাকেই অপমান করছে বারবার।
হয়তো রিদের ভয়ে মায়াকে কেউ কিছু বলতে যাচ্ছে
না। তাছাড়া মায়ার পক্ষে তো স্বয়ং নিহাল খানও
দাঁড়িয়ে। মায়াকে খান বাড়ির ইজ্জত বলেও দাবি
করেছেন তিনি। এতোকিছুর পর অবশ্যই কারও
সাহস হবে না এই মূহুর্তে মায়াকে কিছু বলতে
যাবার? কিন্তু মুক্তার পিছনে কে আছে? ওর শশুর
-শাশুড়ী আর না ওর স্বামী? ফাহাদ তো ভদ্র ছেলের
খেতাব নিয়ে বসে অবশ্যই বউয়ের জন্য কথা বলার
সাহস তার হবে না। সকল ঝড় ঝাপটা তো এখন
মুক্তার উপর দিয়েই যাবে। কিন্তু তাই বলে মুক্তা
নিজের বোনকে এভাবে সকলের মাঝে একা ছেড়ে
দিতে পারে না অন্যের ভরসায়। সবার সামনে সাহস
না থাকলে যে সবার অগোচরে মায়ার ক্ষতি করতে
চাইবে না এটাও বা কি গ্যারান্টি আছে? শশীর মা যে

পরিমাণ মায়ার উপর রেগে আছেন শশীকে রিদের
থাপ্পড় মারা নিয়ে এর শোধ অবশ্যই তিনি মায়ার
উপর তুলবেন? মায়ার উপর রাগ আছে সেটা ভিন্ন
কথা কিন্তু তাই বলে মায়াকে বিপদে মুখে ফেলে একা
চলে যাওয়ার কোনো বড় বোনের কাজ নয়। মুক্তা
যাবে না মায়াকে একা ফেলে। যত যা কিছু হবার
হোক। তারপরও মুক্তা মায়াকে ফেলে যাবে না বলে
মনস্থির করলো। আর এতে করে মুক্তা নিজেকে
বিপদের মুখে ফেলল। মূলত মুক্তা আরিফের কথার
যথাযথ অর্থই বুঝেনি। মায়া যে একা সকলের মাঝে
রয়েছে সেই চিন্তা রিদ খানের মাথায়ও আছে। সে
নিশ্চয়ই নিজের বউয়ের হেফাজত করবে যেকোনো
মূল্যে? অথচ মুক্তা আরিফের কথাটা বুঝলো উল্টো।
মায়ার টেনশনে সেও খান বাড়িতে থেকে গেল। বরং
আরিফের সঙ্গে রাগারাগি করে বসল নিজের মনের
সন্দিহা পোষণ করে। আরিফকে শক্ত গলায় প্রশ্ন
করে বলল...‘ তুমি কি মায়ার বিয়েটা আগে থেকে
জানতে ভাই?

মুক্তার কথায় আরিফ কিছুটা সময় নিশ্চুপ থেকে
উত্তর দিল...

‘ জানতাম।

বসা থেকে চোঁচাল মুক্তা....

‘ কিহ? তুমি এতবড়ো একটা কথা জানার পরও আমাদের কাউকে জানাও নি ভাই? এজন্য মায়ার সাথে নাহিদের বিয়েটা তুমি ভেঙ্গে দিতে চাইছিলে?

‘ হুম!

‘ কবে থেকে জানো তুমি এসব?

‘ তিনমাস হবে।

‘ এর মানে তুমি মায়াকে সাহায্য করেছো আমার ভাসুরের সাথে বি...

মুক্তার কথা শেষ করার আগেই আরিফ ধমকে উঠে বলল...

‘ বাজে কথা বলবি না মুক্তা। আমি এসবের কিছুই জানতাম না। আমি বিয়ের ব্যাপারটা শুনেছি সেটার তিনমাস হয়েছে। আমি কাউকে সাহস করেনি।

মুক্তা নিজের রাগ প্রকাশ করে বলল...‘ সাহায্য না করলে তুমি তিনমাস ধরে এতবড়ো একটা কথা আমাদের থেকে লুকিয়ে রেখেছো কেন? অন্তত আমাদের ঘরে জানাতে পারতে এই বিষয়টা। তাহলে আব্বা, চাচা তারা হয়তো চেয়ারম্যান পরিবারের কথা

দিয়ে রাখতো না। তুমি জানো আব্বা কতোটা
ওয়াদাদার মানুষ। কথা খেলাফ তিনি পছন্দ করেন
না। আমি এম্মুনি ফোন করে সবাইকে বলে দিব
সবটা। আমি মায়ার এই বিয়ে মানি না।

মুক্তার কথায় অস্থির উত্তেজনা দেখাল আরিফের
মাঝে। আরিফ অধৈর্য্য নেয় মুক্তাকে বলল...‘ খবরদার
মুক্তা! কাউকে কিছু এখন বলতে যাবি না তুই।
আপাতত তোর শশুর বাড়ির পরিস্থিতি ঠান্ডা হোক
তারপর আমি বাড়িতে কথা বলবো। দুইদিন পর
আমি বাড়িতে যাব তখন আব্বা আর চাচার সাথে এই
নিয়ে কথা বলবো। নিহাল আঙ্কেলের কল এসেছিল
আমার কাছে একটু আগে। তিনি আমাদের বাড়িতে
যেতে চাচ্ছেন আব্বার সাথে কথা বলতে। আমি
উনার কাছে এক সাপ্তাহ সময় চেয়েছি বাড়িতে
সবাইকে বুঝানোর জন্য। তাই আমার বাড়িতে
যাওয়ার আগে তুই কাউকে ফোন দিয়ে কিছু বলিস
না প্লিজ। আব্বা হার্টের রোগী, চাচা মাথা গরম মানুষ,
দেখা যাবে বাড়িতে তাড়ব বয়ে গেছে। তুই আমার
কথাটা রাখ মুক্তা, আপাতত কাউকে ফোন দিস না।
আমাকে দুইটা দিন সময় দে। আমি ঠান্ডা মাথায়

সবাইকে বুঝানোর চেষ্টা করবো। ভরসা রাখ!
আরিফের কথায় মুক্তা রেগেমেগে কল কাটতে কাটতে
বলল...

‘আমি পারব না। আমি এম্ফুনি ফোন করে সবাইকে
বলে দিব।

কথাটা বলেই মুক্তা কল কেটে দিয়ে হাতের ফোনটা
ছুড়ে মারলো দূরে। রাগে জেদে দু’হাতে মুখ ডেকে
আবারও কাঁদতে বসল। তখন রাগে আরিফকে হুমকি
দিয়ে বললেও মুক্তা বাড়িতে কল দিল না। কারণ সে
জানে এই মূহুর্তে কল দিলে হিতের বিপরীতে চলে
যাবে পরিস্থিতিতে। মুক্তা যেমন মায়ার এই বিয়ে
মানে না তেমনই ওদের পরিবারের কেউও মানবে
না। এই সম্পূর্ণ সময়টাতে ফাহাদ ছিল নিরব দর্শক।
একদিকে বউ ও তার শশুর বাড়ির মানুষ, অন্যদিকে
নিজের পরিবার। ফাহাদ গুড বয় হওয়াতে রিদের
মতোন নিজের বউয়ের পক্ষ টেনে কথা বলতে
পারছে না আর না অন্যায়কে অন্যা বলতে পারছে।
শুধু চুপচাপ দেখা ছাড়া। সেজন্য হয়তো আরিফ
বারবার মুক্তাকে বুঝাতে চাইছিল ফাহাদ, রিদ খান
নয় যে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের বউয়ের

সম্মান বাঁচাবে। অন্যায় না থাকা শর্তেও সবাই খুব সহজে ফাহাদের বউয়ের দিকে আগুল তুলতে পারবে কিন্তু অপরাধী হয়েও কেউ রিদ খানে বউয়ের দিকে আগুল তুলতে পারবে না। সেজন্য রিদ খানের বউ রিদের কাছেই হেফাজত আর ফাহাদ বউ চলে যাক ভাই কাছে। অতি সূক্ষ্মভাবে বিষয়টা ভেবে ফাহাদ মত্ত হয়ে বসে রইল মুক্তার পাশে। আসলেই ফাহাদ ছোট থেকে ভদ্র। বাবা-মার নেওটা আর ভালো ছেলে সেজন্য কখনো ন্যায় থাকার পরও বউয়ের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে পারে না। যেমন আজও পারেনি। আসলে মানুষ ঠিক বলে, পরিবারের বেয়াদব, অভদ্র ছেলেদের বউরা সবসময় সম্মানে থাকে, ভালো থাকে, তাদের দিকে কেউ সহজে আগুল তুলতে পারে স্বামীর ভয়ে। কিন্তু দিনশেষে অসুখী তো ভদ্র, ভালো খেতাব পাওয়া পুরুষদের বউরাই থাকে। সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। মায়াকে নিয়ে ঘর বন্দী হয়ে বসে জুই। অতিরিক্ত কান্নার ফলে দু'চোখ মুখ ফুলে একাকার। জুই মায়ার পাশেই অপরাধী নেয়। সাত্বনা দেওয়ার মতোন ভাষা এই মূহুর্তে জুইয়ের কাছেও নেই। এমন পরিস্থিতিতে পড়বে সেটা আগে থেকেই জানতো কিন্তু তারপরও

ভয়ে আছে জুই। সকালের ঘটনার পর মুক্তাকে কোথাও দেখা যায়নি। এমনকি খান বাড়ির কাউকে দেখা যায়নি ওদের কক্ষে আশেপাশে। তবে জুইয়ের হাতের ফোনটাই কিছুক্ষণ পরপর, রাদিফ, আসিফের কল আসছে বারবার। মায়ার খোঁজ নিচ্ছে তাঁরা। এর মাঝে দুবার আয়নেরও কল এসেছে জুইয়ের ফোনে। মায়ার পাশাপাশি জুইয়ের খবরও নিচ্ছে সে। এতে জুই ভিষণ খুশি। যাক অবশেষে আয়নের সঙ্গে অল্প ফোনালাপ হয়েছে এটাই অনেক। জুই আয়নের বিষয়ে ভিষণ অনুতপ্ত। অন্তত আয়ন যদি এবার জুইকে ক্ষমা করে এতেই অনেক। মায়া কান্না করতে করতে একটা সময় জুইয়ের কোলে মায়া এলিয়ে ঘুমিয়ে। জুই তখন হাতের ফোনটা পাশে রেখে অনেকটা সময় নিয়ে মায়ার মাথায় হাত বুলাচ্ছিল। হঠাৎ ফোনের ভাইব্রেট শব্দে পাশে তাকাতে দেখল ফোনের স্ক্রিনে আয়নের নামটা ভাসছে। আনন্দিত মনে তাড়াহুড়োয় আয়নের কলটি রিসিভ করে কানে দিতেই সালাম দিল জুই...‘ আসসালামু আলাইকুম। আয়ন রয়েসয়ে সালামের উত্তর দিয়ে সরাসরি মায়ার কথা জানতে চেয়ে বলল...

‘ মায়া কই?

জুই উত্তর দিয়ে বলল...

‘ পাশেই! কাঁদতে কাঁদতে মাত্র ঘুমোচ্ছে।

আয়ন স্বাভাবিক নেয় পুনরায় জানতে চাইল...

‘ আপনাদের কেউ কিছু বলেছে জুই?

‘ না।

‘ মায়া খেয়েছে কিছু?

‘ না।

‘ আপনি?

‘ না।

‘ কেউ খাবার দিয়ে যায়নি আপনাদের?

‘ না। আয়ন চুপ করে গেল ইতস্ততায়। কেউ যে ওদের দুপুরের খাবার দিয়ে যাবে না এমনটা ভাবেনি আয়ন। সবাই না হোক অন্তত হেনা খান এমন নয় যে বাড়ির অতিথিদের না খাইয়ে রাখবে। অথচ আয়নের ধারণাতেই ছিল না খান বাড়িতে রান্না হয়নি তখনো। আর না কেউ খেয়েছে। সবাই শশীকে নিয়েই ব্যস্ত। অস্থির, উত্তেজনায়, দুর্বল মানসিকতা জন্য জ্ঞান হারিয়ে বেড়ে শুয়ে শশী। যার জন্য হেনা খান কক্ষ হতে বের হয়ে মায়াদের খোঁজ নিতে

পারেন নি তিনি। এরমাঝে খান বাড়ির পারিবারিক ডক্টর এসে শশীর চেক-আপও করে গেছেন একবার। শশীকে রেস্ট নিতে বলে তিনিও বেড়িয়ে গেছেন এই বলে যেন শশীকে মানসিক চাপ থেকে দূরে রাখেন সবাই। শশীকে ঘুমে দেখে আশ্বস্ত হয়ে সবাই এসে বসল বাড়ির ড্রয়িংরুমে। তোড়জোড় চালিয়ে হেনা খান ছুটলো বাড়ি সদস্যের জন্য দুপুরের খাবারের আয়োজন করতে। সময় তখন বারোটা পার হয়ে একটার ঘরে। অসময়ে ফোন আসলো আয়নের জুইয়ের ফোনে। আয়ন জুই দুজনেই জানে না নিচে কি হচ্ছে। আয়ন খানিকটা সময় চুপ থেকে জুইকে ডাকল ঠান্ডা স্বরে...‘ জুই!

আয়নের শান্ত কণ্ঠ জুইকে অশান্ত করলো। বুকের ভিতর এক মূহুর্তে জন্য তোলপাড় হলো আয়নের ভেজা লহাময় স্বর। জুই টিপটিপ বুকে ছোট করে উত্তর দিল মিহি স্বরে....

‘ হুম!!

‘ আমি কিছু চাইলে আপনি সেটা আমাকে দিবেন?

আয়ন কিছু চাইবে আর জুই তা দিবে না সেটা কক্ষনো হবা নয়। জুইয়ের সাধের ভিতর থাকলে

অবশ্যই দিবে সে। আয়নের কথার যথাযথ অর্থ না বুঝেই জুই তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে বলল...

‘অবশ্যই দিব! কি চাই আপনার বলুন?’

জুইয়ের তাড়াহুড়ো বাচ্চামিতে আয়ন স্নিগ্ধতায় হাসলো। আয়নের চাইতে দেরি অথচ জুইয়ের রাজি হতে দেরি হলো না। কিন্তু আয়ন জানে যখন আয়ন সত্যি সত্যি জুইয়ের থেকে কিছু চাইবে তখন এই জুই-ই সবার আগে আয়নকে ফিরিয়ে দিবে। আয়নের হাসির শব্দ জুইয়ের কানে বাজালো। মূহুর্তে ভালো লাগে চেয়ে গেল মনে ভিতর। আজ কতোদিন পর সেই আয়নের মনমাতানো স্নিগ্ধ হাসির শব্দটা পেল জুই। এই হাসি যেন জুইয়ের চির চেনা অতি পরিচিতি। বেখেয়ালি জুইয়ের ধ্যান ভাঙতে আয়ন আবার বলল...‘এখন রাজি হচ্ছেন পরে আবার পল্টি নিবেন নাতো জুই? আমার কিন্তু আপনার থেকে দরকারি কিছু চাই।

জুই স্বতঃস্ফুতার সঙ্গে বলল...

‘অবশ্যই দিব! পল্টি নেওয়া আমার স্বভাবে নেই।

আয়ন জুইকে খোঁচা মেরে বলল...

‘আপনার স্বভাব সম্পর্কে আমি অবগত জুই। আপনি পলিট না শুধু অস্বীকার করেন, সত্যকে মিথ্যা বানান ব্যাস এতটুকুই।

আয়নের কথায় জুই চুপ করে গেল মন খারাপে। জুই বুঝতে পারছে আয়ন পূর্ব কথার রেশ ধরেই এখন জুইকে খোঁচা মারছে। অপরাধী জুই তাও সয়ে নিলো। সে অপরাধী! আয়নের সাথে সম্পর্কটা সে অস্বীকার করেছিল এজন্য এখন এই এতটুকু খোঁচা তো জুই সহ্য করতেই পারে তাই না? আয়ন জুইয়ের মন খারাপের চুপ্তিতা বুঝে সিরিয়াস গলায় বলল...

‘আমার সাথে কাল দেখা করবেন জুই?

জুই মন খারাপের আয়নের কথা শুধিয়ে বলল...‘
আচ্ছা! কিন্তু কাল কেন? আপনি চাইলে এখনই দেখা করতে পারেন। আমি তো আপনার নানু বাড়িতে আছি।

‘তা আছেন হয়তো। কিন্তু আমি খান বাড়িতে ফিরতে ফিরতে আপনি হয়তো থাকবেন না জুই। একটুপর আসিফ আসবে আপনাকে নিয়ে যেতে। তাই কাল আমি মুরাদপুরে আসব আপনার সাথে দেখা করতে।

আয়নের কথায় জুই খানিকটা অধৈর্যের নেয় শুধিয়ে বলল...

‘ আমি একা যাব? মায়া যাবে না আমার সাথে? ওহ কোথায় থাকবে? এখানে?

‘ রিদের বউ, রিদ জানে সে কোথায় রাখবে? আপনার এতো চিন্তা না করলেও চলবে। আপনার তো জামাই নেই, সেজন্য আমি আপনার হয়ে তদারকি করছি। আপনার যখন একটা ব্যক্তিগত মানুষ চলে আসবে তখন আমিও নাহয় দূরে চলে গেলাম। আয়নের কথায় জুই বেশ কষ্ট পেল। মুখ ফোটো বলতে পারলো না আপনি তো আমার ব্যক্তিগত মানুষ ডাক্তার সাহেব। আমার ভুল হয়েছে এবারের মতোন আমাকে ক্ষমা করে দিন। জুইয়ের নিশ্চুপতায় আয়ন ফের বলল...

‘ কাল আসলে দেখা করবেন তো জুই?

‘হুম।

‘ তাহলে আশা করা যায় আপনি আমাকে ফিরাবেন না?

জুই মন খারাপে বলল...

‘ কি চাই এম্মুনি বলে দেন। সাধ্যে থাকলে অবশ্যই দিব। সাধ্যে না থাকলে দরকার হলে যোগাড় করে দিব তারপরও আপনাকে ফেরাব না।

‘ আসলেই দিবেন? সত্যি তো?

‘ হুমম।

‘ তাহলে চাইবো?

‘ বলুন কি চান।

‘ সত্যি তো!

‘ বললাম তো দিব।

আয়ন বেশ সিরিয়াস গলায় বলল...‘ ঠিক আছে। আপনাদের একটা শ্যামা সুন্দরী ফ্রেন্ড আছে না লম্বা করে? কি জানি নাম? নাদিয়া নাকি কি একটা আছে না? ওর নাম্বারটা আমাকে দিবেন প্লিজ? আসলে মেয়েটার প্রেমে পরেছি আমি। তাই আমার আপনার ফ্রেন্ডের নাম্বারটা লাগবে জুই।

আয়নের কথায় জুই স্তব্ধতা মৃদু চোঁচাল বলল...

‘ কিহ? আপনি আর নাদিয়া অসম্ভব!

‘ কেন অসম্ভব জুই? সত্যি আমার আপনার ফ্রেন্ড নাদিয়াকে ভালো লাগে। আমরা দুজনই একই রঙের মানুষ, সেজন্য আমাকে নাদিয়া অস্বীকার করবে না।

আপনার মতোন সুন্দরী প্রেমিকা বানাতে গেলে তো দুইদিন পরপর আমাকে অস্বীকার করবে কালো বলে। এজন্য নিজের সেফটি হিসাবে ভাবলাম নিজের গায়ের রঙের সাথে মিল রেখে কাউকে পছন্দ করি। জুই কাল যখন আপনি আসবেন তখন অবশ্যই নাদিয়াকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। দুজনের অফিসালি মিটআপও হয়ে যাবে কি বলুন? করবে না আমার জন্য এতটুকু?রাগে দুঃখে মেজাজ দেখিয়ে জুই ঠাস করে কল কেটে দিল। আয়নের কথায় জুইয়ের ভিষণ কান্না পাচ্ছে। আয়ন জুইয়ের কাছে নাদিয়া নাম্বার চাইবে সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি জুই। ওর মন ভাঙ্গা কষ্ট যখন চোখের নোনা জল হয়ে গাল গড়িয়ে পরছিল ঠিক তখনই দুর্বল শরীরে কক্ষে প্রবেশ করলো শশী। ফুলা ফুলা চোখ আর খোলা চুলে দরজা ঠেলে সোজা এসে বসল মায়ার পায়ের কাছে ফ্লোরে। দু'হাতে মায়ার দু'পা চেপে ফ্লোরে বসল বিছানায় কপাল ঠেকিয়ে। শরীর ঝাঁপিয়ে গোঙ্গাল কান্নায়। মায়া তখন জুইয়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে। শশীর হঠাৎ আগমনে জুই নিজের কষ্ট ভুলে ভয়ে আতঙ্কে উঠলো ঘুমন্ত মায়াকে দু'হাতে ঝাপটে জড়িয়ে। মায়ার গাঢ়

ঘুমে হঠাৎ ছুটে গেল কারও কান্নার ফুঁপানোতে।
ঘুমন্ত মায়া ধরফরিয়ে উঠে বসতে চাইলে টান পরলো
পায়ে। আতঙ্কিত ভঙ্গিতে পায়ের কাছটায় তাকাতে
দেখল শশী দু'হাতে মায়ার দু'পা চেপে বিছানা কপাল
ঠেকিয়ে ফুপাচ্ছে কান্নায়। তাড়াহুড়োয় মায়া শশীর
হাত হতে নিজের পা ছাড়াতে চেয়ে বলল...

‘আপু কি করছেন? উঠে বসুন। আমার পায়ে...
আতঙ্কিত ভঙ্গিতে পায়ের কাছটায় তাকাতে দেখল
শশী দু'হাতে মায়ার পা চেপে বিছানা কপাল ঠেকিয়ে
ফুপাচ্ছে কান্নায়। আতঙ্কিত মায়া তাড়াহুড়োয় শশীর
হাত থেকে নিজের পা ছাড়াতে চেয়ে বলল...

‘আপু কি করছেন? উঠে বসুন। পা ছাড়ুন প্লিজ!
শশী সেইভাবে মায়ার পায়ে হাত দিয়ে বসে। দুর্বল
শরীরে কান্নার শব্দও নিশ্চুপ। মানুষের জীবনে
অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রত্যাশিত কিছু ধাক্কা যেমন ভিতর
থেকে ভেঙ্গেচুরে গলিয়ে দেয় মানুষকে, ঠিক তেমনই
শশীর মন মস্তিষ্ক দুটোই এই মূহুর্তে ভেঙ্গেচুরে ঘায়েল
হয়ে আছে। কাঁচের টুকরো নেয় খণ্ডিত হয়ে আছে
শশীর সাজানো গুছানো স্বপ্ন গুলো। বুকফাটা
আর্তনাদে সেইভাবে লুটিয়ে পরে শশী বলতে

লাগল...‘ সবই তো আমার ছিল মায়া তাহলে আমার জায়গায় তুমি কিভাবে এসে গেলে? আমার মানুষটা তোমার কিভাবে হয়ে গেল? এসব তো আমার হওয়ার কথা ছিল তাই না? তাহলে আমি ভুল করলাম কোথায়? এই বাড়ি! এই ঘর! এই মানুষগুলো সবই তো আমার আপনজন তাহলে তোমার কিভাবে হল? জন্ম থেকে বড় হলাম এই বাড়িতে। ভালোও বাসলাম এই বাড়ির ছেলেকে। আমাকে আগুল দিয়ে দেখানো হয়েছে এটা আমার শশুর বাড়ি। রিদ খান আমার ভবিষ্যত স্বামী। রিদের জন্য কখনো কোনো খারাপ রিলেশনে জড়ায়নি। কলেজ লাইফে আমার একটা ক্লাসমেটকে আমার ভালো লাগতো। ছোট ছিলাম, আবেগী বয়সে প্রায় ছয়মাস প্রেমও করেছিলাম কিন্তু কখনো কোনো খারাপ কিছুতে জড়ায়নি। তবে একটা সময় যখন বুঝতে পারলাম আমি আসলে রিদকে ছাড়া অন্য কাউকে কখনো ভালোবাসতেই পারবো না তখন থেকে রিদকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি পযন্ত। আমার অনেকটা বছরের সাজানো গুছানো স্বপ্নে তোমার আগমন ছিল ধ্বংসে নেয় মায়া। ঠুকনো হাওয়ায় ঝড়ে গেল সব।

আজ আমি সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব শূন্য হয়ে গেলাম।
শশীর কান্নায় মায়া অপরাধ বোধ করলো। সে সত্যি
কারওর সাজানো গুছানো স্বপ্নে ঢুকতে চাইনি। আর
না শশীকে কষ্ট দিতে চেয়েছে। মায়া যদি বুঝতো ওর
স্বামীকে খোঁজা পিছনে শশী আজকের মতোন কষ্ট
পাবে তাহলে সে কখনোই রিদের খোঁজ করতো না।
বরং অনেক আগেই এই সম্পর্ক থেকে পিছিয়ে যেত।
মায়াতো নিজেও দেখেছিল রিদের প্রতি শশীর
কেয়ারনেস। কতো লেবু পানি খাওয়াত রোজ। তখন
তো মায়া রিদকে চিনতো না স্বামী স্বরূপ। মায়ার
ভিষণ মায়া হলো শশীর জন্য। কান্নাও পেল তীব্র
অপরাধ বোধে। মায়া দু'হাতের মুঠোয় শশীর হাত
নিজের পা থেকে সরাতে চেয়ে বলতে লাগল....

‘আপু প্লিজ এমন বলছেন কেন? আমি সত্যি আপনার
কষ্টের কারণ হতে চাইনি। আমাকে মাফ করবেন
সবকিছুর জন্য। আপনি প্লিজ উঠে বসুন। মায়ার কথায়
শশীর মাথা তুলে তাকাল। অনেক সময় নিয়ে কান্নার
দারুণ মায়ারও চোখ মুখ ফুলে আছে। শশী মায়ার
চোখের দিকে তাকাতেই গাল ছুয়ে টুপ করে অশ্রু
জড়াল নিচে। কষ্টযিত ভেজা গলায় শশী ফের বলল...

‘ আমার স্বপ্ন ভাঙ্গা কষ্টে বুকটা হাহাকার করছে
মায়া। মনে হচ্ছে আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। সবত্র
হারিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছি। প্লিজ মায়া আমার
সবকিছু আমাকে ফিরে দাও না। আমি আমার
সবকিছুর জন্য তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, আমার
স্বপ্ন, আমার ভালোবাসা, আমার রিদ, আমাকে ফিরিয়ে
দাও। আমি বাঁচতে পারব না রিদকে ছাড়া। প্লিজ দয়া
করো আমার উপর। আমার আর রিদের মাঝে তুমি
এসো না। আমাদের জীবন থেকে চলে যাও প্লিজ।
আমি তোমার পায়ে পরছি। প্লিজ দয়া করো।

শশীর হাহাকারের কান্নায় মায়া কেঁদে উঠলো। ওহ
কিভাবে ওর স্বামীকে ছাড়া থাকবে? মায়াতো স্বামী
চেহেরা না দেখেই ভালোবেসেছিল তাহলে আজ
কিভাবে অন্য কারও জন্য সেই স্বামীকে ছেড়ে দিবে?
মায়া বুঝতে পারছে শশীর অনেকটা বছরের সাজানো
স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে কিন্তু তাই বলে মায়া তো এখানে
অপরাধী নয়। রিদ খান মায়ার প্রেমিক নয় যে
ব্রেকআপ করে নিবে। মায়া রিদের বিবাহিত বউ।
যেখানে প্রেমের মতোন চাইলেই ব্রেকআপ করা
যায়না, তালাক দিতে হয়। মায়া নিজের জীবন

থাকতে কখনোই তালাক শব্দ নিজের জীবনে ছড়াতে
দিবে না। মায়া শশীর দু'হাত মুঠোয় নিয়ে বুঝাতে
চেয়ে বলল....' এসব কি বলছেন আপু? আমি
বিবাহিত! আমার উনার সাথে বিয়ে হয়েছে। আপনি
আমার কাছে আমার স্বামীকে ভিক্ষা চাইছেন যেটা
আমি দিতে অক্ষম। প্রেমিক হলে ব্রেকআপ করে
নিতাম কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ব্রেকআপ হয়না। আমি
পারব না আপনার কথা রাখতে।

মায়ার কথায় শশী দু'চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে
আকুতি স্বরে বলল...

‘ তোমার সামান্য দুই দিনের পরিচয়ে বিয়ের জন্য
রিদকে ছাড়তে পারবে না তাহলে ভাবো, আমার বিশ
বছরের স্বপ্ন ভেঙ্গে তার উপর তুমি ঘর বানাচ্ছে
সেটা আমি কিভাবে মেনে নিব?

শশীর কথাটা মায়ার পছন্দ হলো না। মায়া মোটেও
কারণ স্বপ্ন ভেঙ্গে নিজের ঘর সাজাচ্ছে না। বরং
রিদকে মায়া চিনতোও না। আর না রিদ চিনতো
মায়াকে। দুজনের হঠাৎ অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে বিয়ে
হয়েছিল। কেউ নিজ থেকে চাইতো না এই
বিয়েটাকে। পরিস্থিতির দায়ে কিংবা ভাগ্যে একত্রে

লেখা ছিল বলে দুজনের বিয়ে হওয়ার দুই বছর পরও
ওরা একে অপরকে খোঁজে পেয়েছে। এখানে ওরা
কেউ ইচ্ছাকৃত কিছুই করেনি বরং শশী যেটা করছে
সেটা ইচ্ছাকৃত। মায়া শশীকে বুঝাতে চেয়ে বলল...‘
আমি আপনার স্বপ্ন ভেঙ্গে নিজের ঘর বানাইনি আপু।
আমার ভাগ্যের যে ছিল তার সাথেই ঘর বানানোর
চেষ্টা করছি। বরং আপনি জোর করে সেটা পেতে
চাচ্ছেন যেটা আপনার ভাগ্যে নেই। আপনি মানুষকে
মন দিয়েছেন।

মায়ার কথায় শশী হা করে নিশ্বাস নিলো। অতি কষ্টে
বুকটা হাহাকার করছে ওর। নিশ্বাস আঁটকে আসছে
বারবার। এতো বছরের যত্ন গড়া ভালোবাসায় কতো
সহজেই মায়া বলে ফেলল শশী ভুল মানুষকে
ভালোবেসেছে এতোদিন। যে ভাগ্যে ছিল না তাঁকে
মন দিয়েছে। আসলেই কি তাই? যে ভাগ্যে থাকে না
সে কেন মনে বসত গড়ে? কেন? শশী মায়ার চোখে
চোখ রেখে দুই নয়নের অশ্রু ফেলে অসহায় গলায়
মায়াকে বলল....

‘ আমি শূন্য ! তুমি পূর্ণ। আমি হারিয়েছি, তুমি
পেয়েছ! আজ আমি কাঁদছি হয়তো একদিন চুপ হয়ে

যাবো এইভাবে আমার মানুষটা তোমার, আমার স্বপ্ন
তোমার! আমার ভালোবাসা তোমার, তোমার দুঃখ
আমার।

শশীর চোখে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ পেল। ভালোবাসা
হারানোর তীব্র বেদনা দেখা গেল। মায়া শশীর দু'হাত
ধরে রাখা অবস্থায় কিছু বলতে চাইল কিন্তু তার
আগেই ভেসে আসল কারণ গম্ভীর কণ্ঠ....‘ নাটক করা
শেষ তোর? নাকি আরও বশীকরণ করা বাকি আছে?
রিদের কথায় তৎক্ষণাৎ ধরফরিয়ে ঘুরে তাকাল জুই
ও মায়া। শশীর তেমন ভাবাবেগ দেখাল না। বরং
রিদের কণ্ঠে ব্যর্থ হয়ে নেতিয়ে পরলো বিছানায়
কপাল ঠেকিয়ে। মায়া জুই রিদকে দরজার সামনে
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খানিকটা ভয় পেল বিশেষ
করে মায়া। একবার শশীর দিকে তাকাচ্ছে তো
অন্যবার ঘুরে দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা রিদের
দিকে তাকাচ্ছে। অফিসিয়াল গেটআপে দাঁড়িয়ে রিদ,
হয়তো সবে বাহির থেকে ফিরেছে। গায়ের কালো
কোটটা বামহাতের মুঠোয় চেপে ডান হাত পকেটে
গুঁজে দাঁড়িয়ে শশীকে উদ্দেশ্য করে উক্ত কথা গুলো
বলল সে। মায়া রিদকে দেখে চুপ করে যেতেই রিদ

কক্ষের ভিতর প্রবেশ করতে করতে হাতে কোটটা
পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা আসিফকে দিতে দিতে ফের
শশীর উদ্দেশ্য বলল রিদ....‘ হারায় তো তাঁরা যার
পেয়েছিল। তোর কি ছিল যেটা হারানোর এতো কষ্ট
পাচ্ছিস তুই?

রিদের কথায় শশী নিরুত্তর হয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে
ফুপাচ্ছে। মায়া একবার শশী অন্যবার রিদের দিকে
তাকাচ্ছে। রিদ শশীকে উত্তর করতে না দেখে সেও
আর কথা বাড়াল না। এমনিতে সকালে ঘটনাটা নিয়ে
মেজাজ খারাপ তার, এখন আবার বাড়ি ফিরে শশীকে
মায়ার রুমে দেখবে সে ভাবিনি। মায়া শশীর দুজনের
কথায় রিদ শুনেছে। হয়তো রিদের আসতে আরও
একটু দেরি হলে এখানে কি ঘটতে পারতো সেই
ধারণা আছে রিদের। প্রথমে শশী মায়াকে নিজের
কথায় ইমোশনাল করে বুঝাতে চাইতো রিদের জীবন
থেকে চলে যেতে। বরাবরই মায়া কথা না শুনলে
দ্বিতীয় পদক্ষেপ নিতো শশী। যেটার ধারণা হয়তো
মায়ারও নেই। শশী মেন্টাল পেশেন্ট! সেটা জানার
পরও বাড়ির সবাই কিভাবে শশীকে একা ছেড়ে দিল
ওর বউয়ের ক্ষতি করতে? রিদ শশী উপর নিজের

মেজাজ দেখাল না। পাগলের সামনে কি বা মেজাজ দেখাবে সে? তারচেয়ে বরং তার বউকে নিয়ে সে-ই চলে যাবে এই বাড়ি থেকে। এই বাড়িতে তার বউ আপাতত সেইফ না। রিদ দক্ষ হাত বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ মায়ার হাত টেনে বিছানা থেকে নামাতে নামাতে আসিফকে উদ্দেশ্য করে বলল....‘ আসিফ জুইকে ওদের বাসায় দিয়ে আয়।

‘ জ্বি ভাই।

আসিফ তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাতেই রিদ মায়ার হাত চেপে চলল দরজার দিকে। রিদের পিছন পিছন আসিফও জুইকে নিয়ে বেড়িয়ে আসল শশীকে কক্ষে রেখে। রিদ যখন মায়াকে নিয়ে নিচের ড্রয়িংরুম পার হয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছিল তখন সেখানে খান বাড়ির সকলেই উপস্থিত ছিল। শশীর মা সালমা বেগমও ছিলেন। তিনি রাগে ফুঁসতে থাকেন রিদ মায়াকে নিয়ে বেড়িয়ে যেতে দেখে। মুক্তা হেনা খানের সঙ্গে ছিল সেও দেখেছে মায়াকে নিয়ে রিদ আর আসিফের সঙ্গে জুই বেড়িয়ে যেতে। সকালে ঘটনা পুনরায় তাজা হলো। রিদের সামনে কেউ কিছু বলতে না পারলেও মুক্তাকে কেউ ছাড়লো না এবার যা-তা শুনাতে। শেষ

পযারের সালমা বেগম হাইপার হয়ে যান শশী যখন
মায়ার রুম থেকে নিচে এসে সবার সামনে আবারও
অজ্ঞান হয়ে পরলো তখন। মেয়ের অবস্থা খারাপ
দেখে রাগে হিতাহিত অজ্ঞ হয়ে তিনি তেড়ে যান
মুক্তাকে মারতে। ছোট বোনকে না পেয়ে বড় বোনের
উপর ক্ষোভ প্রকাশ করতে চাইলে হেনা খান আর
আরাফ খান সেই যাত্রায় বাঁধা দেয় সালমা বেগমকে।
অস্থির উত্তেজিত পরিস্থিতিতে ফাহাদ তখন শশীকে
কোলে নিয়ে রুমে দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ সালমা
বেগমকে ঐভাবে মুক্তা উপর হামলে পরতে দেখে
সেও মূহুর্তে থমকে দাঁড়ায় জায়গায়। কয়েক সেকেন্ড
থমকানো অবস্থা গেল ফাহাদের। হুসে ফিরেই শশীকে
নিয়ে উপরে না গিয়ে তৎক্ষণাৎ সোফায় ফেলে সেও
রাগের বশে মুক্তাকে নিয়ে বেড়িয়ে গেল সোজা।
দোষী যারা তাদেরকে কেউ কিছু না বলে সবাই
মুক্তাকেই কেন দোষ দিচ্ছে? মুক্তাকে কি ওর বোনকে
বলেছিল যে রিদ খানের সঙ্গে গিয়ে বিয়ে বসতে?
সবার মতোন মুক্তাও তো আজ প্রথম শুনলো মায়ার
বিয়ে করেছে সেটা। তাহলে সবাই কেন মুক্তাকে
হেনস্ত করছে এর জন্য? ওর কি দোষ এখানে? সাহস

থাকলে গিয়ে রিদ খান বা তার বউকে গিয়ে প্রশ্ন করুক কেন তাঁরা বিয়ে করেছে? সেটা না করে সবাই ফাহাদের বউয়ের দিকে আগুল তুলছে। ফাহাদ মুখ ফুটে কিছু বলে না বলে সবাই কি ওর ভদ্রতা সুযোগ নিবে ওর বউয়ের উপর দিয়ে? তাহলে ফাহাদ কিসের সপুরুষ হলো যদি সে তার বউয়ের হিফাজতই করতে না পারলো? তাই ফাহাদ ঠিক করলো এই পরিবেশে আর নয় সে আজ এই মূহুর্তে মুক্তাকে নিয়ে ঢাকা চলে যাবে এখানে আর নয়। রিদ মায়াকে নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে বসতেই আসিফ জুইকে নিয়ে উঠলো অপর গাড়িতে। পরপর দুটো গাড়ি বেড়িয়ে যেতেই ফাহাদ নিজেদের গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে গেল মুক্তাকে নিয়ে। অসহায় অপমানিত হওয়া মুক্তা তখনো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে তীব্র অপমানে। আজ পযন্ত ওর মা-বাবা কেউ ওর গায়ে হাত তুলেনি শত অন্যায়ের পরও। এমনকি এতোদিনের রিলেশনে ফাহাদ পযন্ত ওর গায়ে হাত তুলা তো দূর উচু গলায় দু'টো কথা পযন্ত বলেনি। সেখানে মায়া জন্য নিজের শশুর বাড়িতে ওকে আজ কতো অপমানিত হতে হলো, গায়ে হাত তুলার নবাত পযন্ত হয়ে গেল। এই

সবই হয়েছে মায়ার জন্য। মায়া কিভাবে পারলো ছোট বোন হয়ে মুক্তাকে এই পরিস্থিতিতে ফেলতে? নিশ্চুপ উদাস ভঙ্গিতে চুপচাপ নত মস্তিষ্কের বসে মায়া। রিদ সামনে তাকিয়ে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে দুই তিনবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল নত মস্তিষ্কের মায়াকে। সে সমাবেশ থেকে সোজা বাড়ি গিয়ে ছিল তাই ফ্রেশ হওয়ার সুযোগ পাইনি। গায়ে সকালের সাদা শার্ট ও কালো প্যান্ট এখনো ইন করা। দু'হাতের শার্ট কুইন অবধি টেনে ভাজ করা। বামহাতে ঘড়ি খোলে ফোনের সাথে গাড়ি ডেস্কের উপর রাখা।। দক্ষ হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরানোতে দু'বাহু শক্ত পেঁচি ফুলে শার্ট ছিড়েখুঁড়ে যেন বেড়িয়ে আসতে চাইছে। মায়া দুই একবার আড়চোখে রিদকে দেখে পুনরায় নিচে তাকাল। রিদকে কথা বলতে না দেখে কোলের উপর দুহাতের দিকে তাকিয়ে অনেক সময় পর মিনমিন গলায় মায়া বলল...‘ শশী আপু মনে হয়...

রিদ মায়ার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে শক্ত গলায় বলল....

‘ কার কি মনে হলো সেটা আপনার দেখার দরকার নেই ম্যাডাম। আপনার জামাই কি চাই সেটা দেখেন শুধু। আপনার জীবনের লক্ষ শুধুমাত্র আপনার জামাই হবে অন্য কিছু নয়। যতদিন আমি বেঁচে আছি, আমার থেকে আপনাকে আলাদা করার সাহস কারও বাপেরও নাই। যে আপনার দিকে আগুল তুলবে আমি তাকে সোজা উপরে টিকেট ধরাই দিব রিত। আমার তুমি ছাড়া চলবে না একদমই চলবে না। আই নিড ইউ! এন্ড আই মিন ইট!

রিদের কথায় মায়া চুপ করে গেল। মায়া জানে এরপর কি হবে। আজকে যা হয়েছে নিশ্চয়ই এতক্ষণে মায়ার পরিবারের সেই খবর পৌঁছে গেছে? আচ্ছা মায়ার পরিবার কিভাবে রিয়েক্ট করবে এসব ব্যাপারে? যতকিছু হোক মায়া ওর স্বামীকে কোনো কিছুর জন্য ছাড়বে না। বিয়েতো ওরা অনেক আগেই করে ফেলেছে। ভুল যেহেতু হয়েছে তাই দরকার হলে মায়া সবার পায়ে পরে থাকবে, ক্ষমা চাইবে, তারপরও স্বামীর সঙ্গে ছাড়বে না ওহ। মায়া ভয়ে ভয়ে রিদ থেকে জানতে চেয়ে বলল...‘ আমাদের বাড়িতে

মনে হয় এতক্ষণে বিয়ের খবরটা পৌঁছে গেছে তাই না? আপনি কিছু জানেন এই ব্যাপারে?

রিদ স্টিয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে বলল....

‘ খবর না পৌঁছালেও পৌঁছে যাবে দূত, আমি পৌছাব সেই খবর। আজ থেকে তুমি আমার সাথে থাকবে। তোমার কলেজের ট্রান্সফার ঢাকা করাব। বি রেডি! প্রস্তুত হও সবকিছুর জন্য।

রিদের ইঙ্গিত মূলক কথায় মায়া আতঙ্কে উঠলো। মায়া মোটেও প্রস্তুত নয় দুজন একত্রে থাকার জন্য। সেজন্য মায়া আতঙ্কিত ভঙ্গিতে আপত্তি জানাতে চেয়ে বলল....

‘ কি বলছেন এসব? আমি পারব না।

‘ তোমার মতামত চাইনি। আমার ডিসিশন জানিয়েছি।

‘ প্লিজ...

‘ স্টেআপ!রিদের ধমকে মায়া গাল ফুলিয়ে বসল। রিদকে আর রাগাতে চাইল না সে। এমনিতে সবাই জেনে গেছে ওদের সম্পর্কে। এখন নিশ্চয়ই রিদ মায়াকে সময় দিবে না আলাদা ভাবে। মায়া মন খারাপ করে জানতে চাইল...

‘ আমি কি আপনার মার সাথে থাকব?

রিদ আগের নেয় বলল...

‘ নাহ! আমার সাথে ।

মায়া কপাল কুঁচকে রিদের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ করে বলল....

‘ আপনি কি আমাকে আপনার ঐ আলাদা বাড়িতে রাখতে চাইছেন কোনো ভাবে?

‘ রাখতে চাইছি না তুমি সেখাবেই থাকবে আমার সাথে ।

মায়া নাল্চ স্বরে তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানিয়ে বলল....

‘ অসম্ভব! আমি আপনার সাথে ঐ বাড়িতে একা থাকব না কক্ষনো । আমি আপনার আন্মুর সঙ্গে থাকব নয়তো না ।

রিদ গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে মায়ার দিকে তাকাল কপাল কুঁচকে? একটা দ্রুত উঁচিয়ে বলল...‘

বিয়ে করেছি আমি বউকে মার সাথে রাখার জন্য?

আমার বউ আমার সাথে থাকবে ।

মায়া জেদ করে বলল....

‘ আমি এতোকিছু জানি না । আমি আন্টির সঙ্গেই থাকব নয়তো না ।

রিদ মায়ার কথায় সামনের দিকে ঘুরে গেল।

ড্রাইভিংয়ে মনোযোগ দিতে দিতে বলল...

‘কথা কিছু বুঝে শুনে বইলেন ম্যাডাম। আমার মধ্যে কিন্তু লজ্জার সিস্টেমটাই ডাউনলোড নেই। চাইলে চেক করতে পারেন। আপনি যার সাথেই ঘুমান তার ঘর থেকে ধরে আনব আমি। সেটা নিশ্চয়ই আপনার জন্য ভালো হবে না রাইট?’

রিদের কথায় মায়া নাক মুখ ছিটকে বলল... ‘আপনি এতো নির্লজ্জ ছিঃ।

‘সমাজে আমি এমনই বদনাম। বউয়ের জন্য না-হয় আরও একটু বদনাম হলাম। সমস্যা কই?

মায়া বুঝতে পারছে রিদের সঙ্গে তর্কে সে পারবে না। তাই সে আপোষেই হার মেনে নিয়ে বলল...

‘আমরা এখন কই যাব?’

‘আমার ফ্ল্যাটে।

‘মুরাদপুরে?’

‘হুম।

‘কতদিন থাকব?’

‘দুইদিন।

‘কেন?’

‘ কাজ আছে।

‘ কি কাজ?রিদ মায়ার কথার উত্তর না দিয়ে গাড়ি স্টিয়ারিং ঘুরাতে লাগল। রিদকে উত্তর দিতে না দেখে মায়া বুঝতে পারলো মায়ার কথার উত্তর রিদ দিবে না। মায়া চুপচাপ বসে থাকতে না পেয়ে রিদের ফোন চাইতেই রিদ হাত বাড়িয়ে ডেস্কের উপর থেকে নিজের ফোনটা মায়াকে দিল লক খোলে। মায়া রিদের ফোন হাতে নিতেই প্রথমে গ্যালারিতে ঢুকলো কি আছে তা দেখতে। সচরাচর রিদের ফোনে তেমন কিছুই থাকে না তাই মায়াও তেমন কিছুই পেল না। শুধু হোয়াটসঅ্যাপ ফোল্ডারে মায়ার বেশ কিছু ছবি দেখল যেগুলো মায়া নিজেই সময়ে সময়ে রিদকে পাঠিয়ে ছিল সেগুলো। রিদের নিজের ছবিও নেই ফোনে। সচরাচর সে কখনো ছবিটবি তুলে না। যার জন্য ফোনে তেমন ছবিও দেখা যায় না।তবে মায়া ভাবি আশ্চর্য হলো কিছু একটা দেখে। রিদের ফোনের ক্যামেরা ফোল্ডারে মায়ার বেশ কিছু নতুন ছবি দেখলো যে গুলো মায়া কখনোই পাঠাইনি রিদকে। এমনকি মায়া জানেও না মায়া এসব ছবি রিদের ফোনে আছে সেটা। ছবি গুলো দেখেই বুঝা যাচ্ছে

এই গুলো মায়ার অজান্তে তুলে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। মায়া গুনে গুনে নয়টা ছবি পেল ওর নতুন। তারমধ্যে প্রায় সবগুলো ছবিই কলেজ ড্রেস পড়া। একটা ছবি মায়াকে ভিষণ ভাবে চমকিত করলো। সেই সঙ্গে ছবিটা দেখে মনে পরে গেল মায়ার সেই প্রথম দিনের দেখা পাঞ্জাবি ওয়ালা রিদ খানকে। নীল শাড়িতে মায়া কলেজের করিডোরে দাঁড়িয়ে হাতের চুড়িগুলো দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে মায়া ছবি তুলার জন্য এমনভাবে দাঁড়িয়েছে। দেখতে অসম্ভব সুন্দর হয়েছে ছবিটা। মায়া নিজেকে এই ছবিতে ভিষণ সুন্দর লাগছে। কিন্তু এই ছবিটা তুললো কখনো? মায়ার রিদের সাথে প্রথমদিনের সাক্ষাৎকার ছিল কলেজের সেই নবীনবরণ অনুষ্ঠানে। তখনতো কেউ কাউকে চিনতো না তাহলে রিদের ফোনে মায়ার তখনকার ছবি আসল কোথায় থেকে? এই ছবিটাতো মায়ার কাছেও নেই তাহলে? মায়া রিদের দিকে ফোনটা দেখাতে দেখাতে ভারি আশ্চর্য নেয় বলল...‘ এই ছবিটা আপনার ফোনে কিভাবে আসল? এটাতো আমাদের প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারের ছবি ছিল তাইনা? আপনি তখনকার ছবি কই পেলেন?

রিদের জানতো মায়া রিদের ফোনে এই ছবি দেখে
এমন কিছু একটা প্রশ্ন করবে সেজন্য রিদের মধ্যে
তেমন ভাবাবেগ দেখা গেল না মায়ার প্রশ্ন। বরং
স্বাভাবিক নেয় স্টিয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে বলল....

‘ তুলেছিলাম সেজন্য পেয়েছি।

মায়া অস্থির ভঙ্গিতে বলল....

‘ তুলেছিলাম মানে? আপনি তুলেছেন এটা?

‘ হ্যাঁ!

‘ আপনি তখন আমাকে চিনতেন?

‘ না!

‘ তাহলে?

‘ সন্দেহ হয়েছিল।

‘ কি সন্দেহ করেছিলেন? আমি আপনার বউ হতে
পারি এটা?

‘ হুম!রিদের কথায় মায়ার মাঝে তীব্র থেকে তীব্রতর
কৌতূহল দেখা গেল সবকিছু জানতে। সে বারবার
প্রশ্ন করে বলল...

‘ আপনার আমার চেহেরা মনে ছিল? আপনিতো
বিয়ের রাতে ঠিকঠাক আমাকে দেখেন নি মনে হয়।

‘ মনে ছিল না বলেই সেজন্য বারবার তোমাকে তোমার পরিচয় জিগ্যেসা করছিলাম। কিন্তু তুমি ঘুরেফিরে আমাকে মিথ্যা বলে যাচ্ছি। তোমার সম্পর্কে সত্যিটা আমার জানা ছিল না বলে আমার অনেকটা দিন লেগেছে তোমাকে খোঁজে বের করতে। রিদের কথায় মায়ার মাঝে আরও অস্থির উত্তেজিত দেখা গেল...

‘ আপনিও আমাকে খোঁজেছেন? আল্লাহ আমিতো জানতামই না। কবে থেকে খোঁজেছেন?

রিদ মায়ার এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে না চেয়ে ত্যাড়ামি করে বলল...

‘ জানি না।

মায়া অস্থির ভঙ্গিতে পুনরায় বলল...‘ প্লিজ প্লিজ বলুন না। এমন করছেন কেন? কবে থেকে খোঁজছেন আমাকে? আমাদের বিয়ের পরদিন থেকেই?

‘ না!

‘ তাহলে কবে থেকে?

‘ তোমাকে দেখার পর মনে হয়েছে তোমার খোঁজ করা উচিত।

মায়া পরপর প্রশ্ন করে বলল...

‘ তাহলে আমাকে কবে খোঁজে পেলেন? কবে জানতে পারলেন আমি আপনার বউ?

‘ যেদিন সকালে থাপ্পড় খেয়েছিলে, সেদিন।

রিদের কথায় মায়া উৎসাহিত মুখটা ফুস করে নিভে গেল। মনে পড়ে গেল রিদের হাতের তিন তিনটে থাপ্পড় খাওয়ার কথাটা। কেউ যে হারিয়ে যাওয়া বউকে খোঁজে মারতে পারে তা জানা ছিল না ওর? কই মায়াতো রিদকে মারেনি বরং স্বামীকে খোঁজে পেয়েছিল বলে পাগল পাগল হয়ে জড়িয়ে ধরে ছিল। আর মায়ার ত্যাড়া স্বামী কি করলো ওকে মারলো? কই সে মায়াকে আদর করবে বউকে চিনতে পেরেছে বলে, তা না করে উল্টো মায়াকে মারলো। মায়া মন খারাপ করে রিদকে পুনরায় প্রশ্ন করে বলল...‘
আপনি সেদিন আমাকে ঐভাবে মারলেন কেন?
রিদের উত্তর আসলো তৎক্ষণাৎ...

‘ কারণ ছিল তাই।

‘ কি এমন কারণ ছিল যে হারিয়ে যাওয়া বউকে খোঁজে পাওয়ার পরও মারতে হবে আপনার? একটু আদুরেও করতে পারতেন তাই না।

‘ তুমি আদুরের মানুষ না তাই মেরেছি।

‘ আদুর করতে না পারেন? অন্তত আপনি সত্যিটা জানার পর আমাকে জানাতে পারতেন তাই না? মায়ার কথায় রিদ ফের কপাল কুঁচকে মায়ার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল।

‘ তুমি আমাকে জানিয়ে পালিয়েছিলে সেদিন রাতে? যে আমি জানাব?

‘ আমি জানাই নি বলে আপনি জানাবেন না? আপনিতো দেখছিলেন আমি কতোটা পাগল পাগল হয়ে আপনার খোঁজ করছিলাম তাই না?’ তো? তুমিও তো দেখেছিলে আমি সেদিন রাতে অসুস্থ ছিলাম। তারপরও তো অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে ফেলে এসেছিলে তাই না?

রিদের কথায় মায়া অপরাধ বোধ হলে। মায়া ফের মন খারাপ করতে করতে বলল...

‘ আমি আপনাকে ফেলে আসতে চাইনি। আমি তখন অনেক ভয় পেয়েছিলাম সেজন্য ভয়ে ভয়ে শেষ রাতে পালিয়ে গেছিলাম যাতে কেউ আমাকে খোঁজে না পায়।

রিদ সামনের দিকে ঘুরে যেতে যেতে বলল...

‘ ব্যাস এতটুকুই! আপনি চেয়েছেন যাতে আমি আপনাকে খোঁজে না পাই সেজন্য আমিও ধরা দেয়নি আপনার খোঁজা অপেক্ষায় ছিলাম।

‘ আপনি অনেক পাষণ, নিষ্ঠুর। আমাকে একটুও ভালোবাসেন না।

‘ আপনাকে ভালোবাসার জন্যই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি ম্যাডাম। আপনার কি কি ভালোবাসা চাই সেটা লিস্ট করুন মনে মনে। সব রাতে পোষায় দিব। রিদের কথায় মায়া থমথমে খেয়ে বসল। হঠাৎ রিদ এমন কিছু বলবে তা মায়ার ধারণাতে ছিল না। মায়া রিদের কথায় নাক মুখ ছিটকে বলল....

‘ ছিঃ!

‘ কি ছিঃ? আমাকে লিংক পাঠাতে আপনার ছিঃ মনে হয়না আর আমি কি বললেই ছিঃ? ইন্টারেস্টিং!

রিদের কথায় মায়া ক্ষেপে যাওয়ার মতোন করে বলল...

‘ মিথ্যা বলেন কেন? কিসের লিংক পাঠিয়েছি আপনাকে?

মায়ার কথায় রিদ হেয়ালি করে বলল..

‘ আচ্ছা তাই? মেসেজ অপশনে যান। এখানো আপনার পাঠানো লিংক আছে সেখানে। রাতে জন্য রেখে দিয়েছি আপনার সবলিংক গুলো। সবগুলো একত্রে এপ্লাই করবো তাই। রিদের মুখে মেসেজ অপশনের নাম শুনতেই মায়ার রাফার পাঠানো মেসেজ গুলোর কথা মনে পরে গেল। মায়া নিজেও জানে না সেদিন রাফা রিদকে কি পাঠিয়েছিল। মায়া রিদের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ দুকলো মেসেজ অপশনে রাফার পাঠানো মেসেজ গুলো দেখতে। পরপর তিনটা মেসেজ রাফা পাঠিয়েছিল সেদিন বাকিগুলো মায়ার। মায়া রাফার লাস্ট তিনটা মেসেজ পরে চোখ কপালে উঠালো। সবগুলো আস্তাগফিরুল্লাহ কথাবার্তা। ছিঃ এতো নোংরা কথা কেউ কাউকে লিখে পাঠায়? সবগুলো কথায় কেমন নোংরা আর গা শিউরে উঠার মতোন ছিঃ! মায়া দাঁতে দাঁত চেপে রাফার পাঠানো লাস্ট লিংকটাতে ক্লিক করতেই মায়াকে গুগল ১৮+ ওয়েবসাইট নিয়ে যেতেই অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ভিডিও দেখে তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে উঠলো হাতের ফেলে। ভাগ্যক্রমে সেই ফোন গিয়ে পরলো রিদের

পায়ের উপর। ফোনের স্ক্রিনে তখনো ভিডিও প্লে
হচ্ছিল সেই সাথে কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ। মায়া এক
চিৎকারে লাফ দিয়ে উঠে বসলো সিটের উপর।
দুগালে হাত দিয়ে তাওবা করতে করতে বলতে
লাগল....‘ ছিঃ ছিঃ আস্তাগফিরুল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ!
আপনি এতো খারাপ? এসব দেখেন? ছিঃ ইয়াক!
মায়ার কথায় রিদ ঘাড় বেঁকে কপাল কুঁচকে তাকাল
মায়ার দিকে। তাঁকে লিংক পাঠিয়ে এখন তাঁকে
দোষারোপ করছে সবকিছুর জন্য। বিষয়টা কেমন
হয়ে গেল না? রিদ গাড়ির স্পিড কমে আনলো। দৃষ্টি
নত করে পায়ের দিকে তাকাল। সেখানে স্পষ্ট দেখা
গেল কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য, রিদের দেখাদেখি
মায়াও তাকাল সেইদিকে ছিঃ ছিঃ করতে করতে।
ফোনের স্ক্রিনে চোখ পরতেই আবারও
আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ বলে চিল্লাতে লাগল।
রিদ একহাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে ঝুঁকে
নিচে থেকে ফোনটা উঠালো। ফোনের স্ক্রিনের দিকে
তাকিয়ে সেছায় ফোনের ভলিউম বাড়িয়ে মায়ার
দিকে ফোনটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল...‘ তুমি

চাইলে কন্টিনিউ করতে পারো। রাতের জন্য কাজে দিবে।

মায়া তৎক্ষণাৎ নাক মুখ ছিটকে রিদের থেকে দূরে সরে বসল গাড়ির সাথে সিঁটিয়ে। উত্তেজিত গলায় বলল....

‘ ছিঃ সরান এইটা। আমি আপনার সাথে যাব না। আপনি অনেক খারাপ! কিসব দেখেন ছিঃ! গাড়ি থামান, থামান বলছিল অসভ্য লোক।

রিদ মায়ার কথা শুনলো না। বরং ফোনটা বন্ধ করে ডেস্কে উপর ডিল মেরে রাখতে রাখতে বলল...

‘ সরি জান! আপাতত ফুল মুড়ে আছি। গাড়িতো তোমার শশুর বাড়ি গিয়েই থামবে। সন্ধ্যা সাতটা সতেরো। চাঁদ বিহীন আকাশটা অন্ধকার বটে। শহর জুড়ে কৃত্রিম আলোর মেলা। রাস্তার দু’ধারের হলুদ আলোর ল্যাম্পপোস্ট থেকে শুরু করে উঁচু উঁচু বিল্ডিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে শুধু যান্ত্রিক আলোয় চোখে পড়ছে মায়ার। সাততলা ভবনের তৃতীয় ফ্লোরে দাঁড়িয়ে সে। খোলা ব্যালকনি জুড়ে মুক্ত হাওয়ার আভাস। যান্ত্রিক শহরে টিংটং শব্দ তুলে পারাপার হচ্ছে হুট তুলা রিক্সা গুলো। অল্প সল্প শীতের

আভাসে গায়ের ওড়নাটা টেনে চাদরে মতোন জড়াল
মায়া। হাতে মাযাদের পারিবারিক ফোন। অথচ দৃষ্টি
অদূরে রাস্তায়। মন খারাপের মায়ার উদাসীনতা ওর
চেহারায় দৃশ্যমান। দুপুরে রিদের সঙ্গে মুরাদপুরের
এই ফ্ল্যাটে উঠেছিল মায়া। তখন থেকে এখন অবধি
এই ফ্ল্যাটেই আছে সে। মায়াকে নিজের ফ্ল্যাটের চাবি
দিয়ে তৎক্ষণাৎ বেড়িয়ে যায় রিদ নির্বাচনের কাজে।
বলেছিল জলদি ফেরবে কিন্তু এখনো অবধি লাপাত্তা
সে। কোথায় আছে মায়া জানে না। তবে মায়ার
তদারকি জন্য একজন বয়স্ক মহিলা আছে এই
ফ্ল্যাটে। উনার নাম সম্ভব স্বপনা আপা। মায়া শুনেছিল
রাহাতকে এই নামে ডাকতে মহিলাটিকে। বর্তমানে
তিনি রান্না করছেন হয়তো। আর মায়া রিদের রুমের
বারান্দায় দাঁড়িয়ে অন্ধকার আকাশের লুকায়িত তাঁরার
সন্ধানে করছে। জুই মায়া দুজনের হাতে যে ফোনটা
আরিফ দিয়েছিল সেটা বর্তমানে মায়ার হাতে আছে
বলেই জুইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না
মায়া। আর না নিজ বাড়ির খবর পাচ্ছে কোথাও
থেকে। মায়ার মন ভিষণ ছটফট করছে বাড়ির খবর
জানতে। মায়া বিয়ের খবরটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সবার

কানে পৌঁছে গেছে? মুক্তা নিশ্চয়ই জানিয়েছে সেটা।
কিন্তু মায়া সবার সাথে যোগাযোগ করবে কিভাবে?
জুই ছাড়া আপাতত মায়া কারও সাথে যোগাযোগ
করার সাহস করতে পারছে না। আরিফ তো পূর্ব
থেকেই মায়ার উপর রাগান্বিত ছিল আর আজ থেকে
মুক্তা সেইদলে যোগ হলো। আর এখন নিশ্চয়ই মায়ার
পুরো পরিবারও মায়ার উপর ভিষণ রেগে আছে। যার
জন্য মায়া চাইলেও সাহস করে কারও সাথে
যোগাযোগ করতে পারছে না। বাড়িতে কার কি
পরিস্থিতি সেটাও জানতে পারছে না যার জন্য মায়ার
মনটা ভিষণ ছটফটে ব্যাকুল হয়ে আছে জুইয়ের সঙ্গে
যোগাযোগ করতে। জুইতো মায়ার থেকে বেশি একটা
দূরত্বে নয়, মাত্র দশমিনিটের রাস্তা। ওদের
মুরাদপুরের বাসাতেই আছে জুই। আর মায়া আছে
রিদের বাসায়। দুটো বাসার দূরত্ব বেশি না মাত্র দশ
মিনিটের রাস্তা। রিদের অনুপস্থিতিতে মায়া বেশ
কয়েকবার চেয়েছিল নিজেদের বাসায় চলে যেতে
কিন্তু রিদের ভয়ে যেতে পারিনি। তাছাড়া এই মূহুর্তে
আরিফের সামনে বা কিভাবে দাঁড়াবে মায়া? সেই মুখ
তো অনেক আগেই হারিয়েছিল ওহ। আজ আবার

নতুন করে হারালো মায়ার জন্য মুক্তাকে সবার কাছে
অপমানিত হতে দেখে। আজকে যাবতীয় ঘটনা
নিশ্চয়ই আরিফের কানে গেছে। এখনতো মায়া আরও
খারাপ হয়ে গেল আরিফের চোখে। বিষাক্ত মনস্তাত্ত্বিক
ভাবনায় মায়ার মন বিষিয়ে উঠলো তিক্ততায়। ফুপিয়ে
কেঁদে উঠলো গিল চেপে। বাস্তবতা এতো কঠিন
মায়ার জানা ছিল না। মায়ার না চাইতেও নিজের
পরিবারের মানুষকে বারবার আঘাত করছে অজান্তে।
মায়ার ফুঁপানো কান্নার মাঝেই হাতের ফোনটা ভোঁ
ভোঁ শব্দ করে কেঁপে উঠলো। চমকে উঠার মতোন
তাড়াহুড়ো গিল থেকে মাথা তুলে ফোনের দিকে
তাকাতে চোখে পড়লো স্কিনে থাকা আরিফের
নাম্বারটির দিকে। আজ তিনমাস পর আরিফের সঙ্গে
কথা হবে ভেবে মনটা যেমন খুশিতে নেচে উঠলো
ঠিক তেমনই ভয়াবহ হলো যদি কোনো খারাপ সংবাদ
শুনতে পাই সে ভয়ে। মায়া এক মূহুর্তে জন্য মনে
মনে দোয়া করলো যাতে ওর পরিবারের কারও কিছু
না হোক। তাহলে মায়া নিজেকে কক্ষুনো ক্ষমা করতে
পারবে না। আতঙ্কিত মায়া দু'হাতে মুঠোয় ফোন
চাপল ভয়ে। কম্পিত হাতের কম্পন দৃঢ় হলো যখন

প্রথমবার কল কাট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বারের
মতোন ফোনটা তৎক্ষণাৎ কেঁপে উঠলো হলো তখন।
মায়া ভয় দৃঢ়তা পৌঁছাল। দুঃসংবাদে আভাসে ভয়ে
ভয়ে ফোন কানে তুলে কম্পিত স্বরে বলতে চাইল...‘
হ্যালো ভাই!

মায়ার কথা শেষ করার আগেই জুই তাড়াহুড়ো অস্থির
ভঙ্গিতে বলল....

‘ ভাই না আমি রিতু! জুই!

জুইয়ের গলায় যেন জান ফিরে পেল মায়া। প্রাণ ভরা
নিশ্বাসে অস্থিরতায় বলল...

‘ জুই! কই তুই? তোর সাথে যোগাযোগ করার জন্য
জান বেড়িয়ে যাচ্ছি আমার। বাড়ির সবাই....

মায়া অস্থির কারণ বুঝতে পেরে জুই মায়ার কথা
শেষ করতে না দিয়ে বলল...

‘ তুই বাড়ির জন্য টেনশন করিস না। আপাতত সব
ঠিক আছে। এখনো বাড়িতে কিছু জানানো হয়নি।
আরিফ ভাই বা মুক্তা আপু কেউ বাড়িতে এখনো
জানাই নি তোর বিষয়টা।

জুইয়ের কথায় মায়া ভিষণ আশ্চর্য হলো। আজকের
ঘটনার পর অন্তত মায়ার বিয়েটা ওর পরিবার থেকে

লুকিয়ে থাকার কথা না। অন্তত মায়ার বড়ো বোন মুক্তা দ্বারা তো নই। মায়া জন্য সবাই কতো মুক্তাকে অপমান করলো অথচ মুক্তা এখনো মায়ার বিষয়ে চুপ? তাছাড়া আজকের ঘটনার পর মায়া আশা করিনি ওর বড়ো ভাই-বোন চুপ থাকবে এই বিষয়ে। মায়া ভারি আশ্চর্যের নেয় চোখের পানি মুছতে মুছতে অবিশ্বাস্য গলায় ফের জুইকে শুধিয়ে বলল...‘ আরিফ ভাই, মুক্তা আপু কেউ বাড়িতে কিছু বলেনি?

‘ না।

‘ সত্যি?

‘ মিথ্যা বলবো কেন?

‘ আমার না বিশ্বাস হচ্ছে না জুই।

‘ বিশ্বাস না হওয়ার কি আছে আজব? যা সত্যি তাইতো বললাম। তবে মুক্তা আপু অনেক কান্না করছিল। আরিফ ভাইকে সবটা জানায় তোর বিষয়ে। আপু আমাদের বাড়িতেও তোর বিয়েটা জানাতে চেয়েছিল কিন্তু আরিফ ভাই নাকি না করেছেন এখন কোনো কিছু জানাতে।

মায়া দ্বিতীয়বারের মতোন আশ্চর্য হলো জুইয়ের
কথায়। আরিফ পরিবারের কাউকে জানাতে নিষেধ
কেন করছে সেটা বুঝতে না পেরে মায়া বলল...

‘ কেন?

মায়ার কথায় জুই দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করে রয়েসয়ে
বলল...‘ নিহাল আঙ্কেল নাকি আমাদের বাড়িতে যেতে
চেয়েছেন বড় চাচার(মায়ার বাবা) সাথে কথা বলতে।
কিন্তু আরিফ ভাই নাকি নিহাল আঙ্কেলের থেকে
দুইদিন সময় চেয়েছেন। তোর বিয়ের খবরটা এখনো
বাড়িতে জানানো হয়নি তারপর চেয়ারম্যান বাড়ির
সঙ্গে তোর বিয়েটাও পুরোপুরি ভাঙ্গেনি। সেজন্য
আরিফ ভাই চাচ্ছেন আগে আমাদের বাড়িতে তোর
বিয়ের ব্যাপারটা সবাইকে জানাবে তারপর সকলকে
বুঝিয়ে-বুঝিয়ে প্রস্তুত করে নিহাল আঙ্কেলকে
আমাদের বাড়িতে নিতে। কারণ নিহাল আঙ্কেল
সম্মানিত মানুষ, উনার সাথে কোনো রকম
বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি হোক সেটা ভাই চাইনা বলে
এজন্য মূলত মুক্তা আপুকেও বলেছেন আপাতত চুপ
থাকতে। অন্তত আরিফ ভাই বাড়িতে না যাওয়া
অবধি। তুই তো জানিস আব্বা চাচা কেমন জেদি

মানুষ। জুইয়ের কথায় মায়া চুপ করে গেল। মায়ার সাথে আরিফ কথা বলে না আজ বিগত তিনমাস। মন কষাকষির পর্বটা এখনো চলিত ভাই বোনের মাঝে। অথচ আরিফ সবদা ভাইয়ের দায়িত্ব থেকে একবিন্দুও পিছুপা হয়নি। বড় ভাইয়ের মতোন মায়াকে সকল বিপদ থেকে আগলিয়ে রাখার চেষ্টা করে। গুমোট মায়া গ্রিলের পাশ থেকে সরে বসলো সোফায়। খোলা বারান্দার জয়েন্ট সোফায় বসতে বসতে আরিফের খোঁজ নিয়ে বলল...

‘আরিফ ভাই কই জুই?’

‘ভাই নিচে গেছে খাবার আনতে। সেই ফাঁকে তোকে আমি ভাইয়ের নাম্বার থেকে কল দিলাম। তুই কি এখন থেকে রিদ ভাইয়ের সঙ্গেই থাকবি রিতু?’

মায়া হতাশতায় ডুবে বলল...

‘জানি না। উনি তো বলছেন আমাকে নাকি সঙ্গে নিয়ে যাবেন ঢাকা। এখানে আর রাখবে না। কলেজও নাকি ট্রান্সফার করাবে ঢাকায়। মায়ার কথায় জুই অস্বস্তি বোধ করলো। দুজন হুটহাট একত্রে থাকার সিদ্ধান্তটা কেমন জানি লাগল জুইয়ের। মায়াকে হুট করে রিদ নিয়ে যাবে ভাবিনি জুই। তাছাড়া মায়াও

নিজ পরিবারের পারমিশন ছাড়া এইভাবে রিদের সঙ্গে চলে যাবে সেটাও ভাবিনি ওহ। অন্তত ওদের পরিবারের ঝামেলা মিটে গেলে তখন দুই পরিবারের সম্মতিতে একত্রে বসবাস করলে বিষয়টা আরও সুন্দর দেখাত এমনটা জুইয়ের ধারণা। কিন্তু মনের অস্বস্তিতে জুই মায়াকে বিষয়টা খোলাসা করে বললো না। বরং ভিতরে চেপে গেল। মায়াজুইকে চুপ করে যেতে দেখে ফের বলল...‘ আরিফ ভাই আমার খোঁজ করেছিল জুই?

‘ না।

জুইয়ের কথায় মায়াজুইকে আবারও অবিশ্বাসের নেয় শ্রুতিয়ে বলল....

‘ ভাইয়া জানতে চাইনি আমি কোথায় আছি?

জুই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল...

‘ না! ভাইয়া মনে হয় জানে তুই রিদ ভাইয়ার সঙ্গে আছিস সেটা।

জুইয়ের কথার মায়াজুইকে উত্তর করতে পারলো না। তাই ছোট শব্দে বলল...

‘ ওহ!

‘ আচ্ছা শুন! রিতু? কাল কলেজে যাবি না? আমার
তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।

মায়া তৎক্ষণাৎ উত্তর আসলো তক্ষুনি..

‘ যাব যাব।

জুই খানিকটা সন্দেহ নিয়ে বলল...‘ রিদ ভাইয়া
দিবে?

‘ উনাকে বলেই যাব।

‘ আচ্ছা আয়। আমি অপেক্ষা করবো কলেজে।

জুইয়ের কথাটা মায়া তাড়াহুড়োয় শুধিয়ে বলল...

‘ তুই কলেজে না আমার কাছে আসবি জুই। আমার
এখানে কোনো জামা-কাপড় নেই। তুই সকালে
আসার সময় আমার জন্য কাপড় আর বই গুলো নিয়ে
আসবি কেমন? আমি অপেক্ষা করবো।

‘ আচ্ছা আসব। এখন রাখি বাই।

‘ আচ্ছা। টুট টুট শব্দে কল কেটে যেতেই মায়া কান
থেকে ফোন নামিয়ে কোলের উপর রাখল। স্বাভাবিক
নেয় শ্বাসরুদ্ধের গুমোট নিশ্বাসটা যেন স্বস্তিতে
ছাড়লো। প্রথমে বাড়ির কথা ভেবে মনটা যেমন
অস্থির ব্যাকুল হচ্ছিল সেটা এখন আর নেই।
অনেকটাই স্বস্তির হালকা হলো জুইয়ের সাথে কথা

বলে। মায়া অন্ধকার খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে
স্বস্তির আর ভালো লাগা খোঁজে পেল। কয়েক পল
আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে অচিরে ভাবনায়
হঠাৎ করে রাফার খেয়াল আসলো। মায়ার স্বাভাবিক
মুখটা রাগের প্রকাশ পেল। চট করে কোলের ফোনটা
উঠিয়ে কন্টাক্ট নাম্বারে রাফার খোঁজ করলো।
খোজাখুজি করে রাফার নাম্বার পেয়ে কল মিলানোর
আগেই কেউ বলল...

‘ কি ম্যাডাম? কি করেন?

মায়া চমকে উঠার মতোন তৎক্ষণাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে
তাকাল পাশে। বারান্দার দরজায় রিদকে দাঁড়িয়ে
থাকতে দেখে তাড়তড়ো রাফার কল কেটে ফোন
লুকালো পিছনে।

‘ আমি কিছু দেখিনা, দেখিনা।

মায়ার কথায় রিদ কপাল কুঁচকাল। দরজার সামনে
থেকে মায়ার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল...

‘ কি দেখবেন? আমি বললাম কি করেন আর আপনি
সোজা দেখাদেখিতে চলে গেলেন? কি ব্যাপার মুডে
আছেন মনে হয়?নিজের কথায় মায়া নিজেই ফেঁসে
গেল। হঠাৎ রিদের উপস্থিত ছিল ওর কাছে

অনাকাঙ্ক্ষিত। সেজন্য মায়া রিদকে দেখে সেই
দুপুরের কথা মনে করে ভুল উত্তর করে ফেললো।
মায়া নিজের কথা শুধাতে চেয়ে মিনমিন করে বলল...

‘ আসলে আমি ভুলে কিছু দেখিনা বলে ফেলেছি।

‘ তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি মুডে নেই?

মায়া অবুঝের নেয় মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি দিতেই

রিদ আবছা আলো মায়ার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

গায়ে তার এখনো সকালের পোষাকটা জড়িয়ে।

ব্যস্ততা এমন যে দুই মিনিটের স্বস্তির নেই। তারপরও

রিদ মায়ার টানে বাসায় ফিরল শতকাজ ফেলে।

দুজন একত্রে কিছুটা সময় কাটবে বলে। নিচে

আসিফসহ আরও বেশকিছু ছেলেপেলে বসে অফিসে।

রিদ হাতের ঘড়িটা খোলে সোফার সামনে টেবিলের

উপর রাখতে রাখতে বলল...

‘ সমস্যা নেই ম্যাডাম, আমি আপনার মুড চালু

করতেই আসলাম। আমার উপর ছেড়ে দিন আপনার

মুড।

রিদের কথায় মায়া সিটিয়ে গেল। দুপুরে কথা মনে

করেই ভয়ার্তও হলো। রিদ হাতের ফোনটা একই

ভাবে ঘড়ির পাশে রাখতে রাখতে পুনরায় বলল...

‘ ফোনটা দাও। মায়া রিদের কথায় জড়সড় হয়ে
পিছনে লুকিয়ে রাখা ফোনটা বের করে দিল রিদকে।
রিদ আনলক করা ফোনের গ্যালারিতে না গিয়ে
সোজা ঢুকল গুগল ওয়েবসাইটে। গুগল সার্চ হিস্ট্রি
স্ক্রল করতেই দেখতে পেল অসংখ্য বাংলা লেখা
সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু বাংলা টাইপিংও আছে সেখানে।
রিদ সচরাচর বাংলা পড়তে পারে না। জড়তা কাজ
করে বাংলা পড়তে। তার পড়াশোনা থেকে শুরু করে
সবটাই ছিল বাহিরে যার জন্য বলতে গেলে তার
বাংলা নিয়ে পড়াশোনা হয়নি তেমন। তবে তার
বাংলা পড়তে সমস্যা হয়না। যার জন্য গুগল সার্চ
হিস্ট্রিতে থাকা মায়ার যাবতীয় বাংলা লেখা পড়তে
রিদের কপাল কুঁচকে আসে তীক্ষ্ণতায়। কেমন অদ্ভুত
অদ্ভুত লেখা সব। জামাইকে কিভাবে পটাতে হয় তার
পদ্ধতি কি কি? জামাইর রাগ কিভাবে ভাঙতে হয়
তার পদ্ধতি? জামাইকে বউয়ের ভালোবাসায় পাগল
বানানোর পদ্ধতি কি কি? জামাইর মন পাওয়ার
পদ্ধতি কি? এসব লিখে লিখে পুরো গুগল সার্চ হিস্ট্রি
ভরপুর। রিদের জানা ছিল না এত সকল পদ্ধতির
মাধ্যম যে গুগল বহন করে থাকে। জানলে অবশ্যই

রিদ নিজের বউয়ের ব্রেনও গুগলে খোঁজ করতো।
রিদ ফোন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মায়ার দিকে তীক্ষ্ণ
দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাতের ফোনটা দেখিয়ে বলল...‘
এসব কি? কি লেখেছো এসব? গুগল জামাইকে
বউয়ের ভালোবাসায় পাগল বানানোর পদ্ধতি কি কি
বলো? জামাইর মন পাওয়ার পদ্ধতি কি কি বলো?
তারপর জামাই....

রিদের বাকি কথা শেষ করার আগেই মায়া চোঁচিয়ে
উঠলো তম্বুনি। লাফিয়ে উঠে রিদ থেকে ফোন কেঁড়ে
নিতে চেয়ে উত্তেজনায় বলল....

‘ এই আমার ফোন দিন! ফোন দিন বলছি। বাজে
লোক মানুষের ফোন দেখেন কেন? ফোন দিন।
মায়া রিদ থেকে ফোন কেঁড়ে নিতে চাইলে রিদ
হাতটা উপরে তুলে নিলো। ছোট মায়া রিদের নাগাল
না পেয়ে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সোফায়।
রিদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করতেই রিদ নিজের একহাত
থেকে অপর হাতে ফোন সরাতে সরাতে বলল...

‘ এসব করে বেড়াও তুমি ফোনে?
মায়া একই ভাবে রিদের থেকে নিজের ফোনটা নিতে
চেয়ে জোড়াজুড়ি করে বলল...

‘ আমি যা খুশি তাই করবো তাতে আপনার কি?
আমার ফোন দিন। দিন বলছি।

‘ আমার বউ! আমারই তো সব। তাই আমার দেখার
দরকার আছে না? আমার বউ আরও কি কি সন্ধান
করে বেড়ায় গুলে?

রিদর কথায় মায়া আরও অধৈর্যের নেয় হয়ে উঠে
বলল...‘ এই না না প্লিজ। আর দেখার দরকার নেই
প্লিজ প্লিজ। আমার ফোন দিন নাহহ প্লিজ ।

রিদের কাছে ধরা পরে যাবার ভয়ে মায়া ছটফট
বাড়ল। বিষয়টা বুঝতে পেরেই রিদ দুট্ট হাসলো।
বউকে হেনস্ত করতে তার দারুণ লাগছে। রিদ
একহাতে মায়াকে বাঁধা দিয়ে অপর হাতটা উপরে
তুলে ক্লিক করলো মায়ার সার্চ করা হিস্ট্রিতে ‘
জামাইকে বউয়ের ভালোবাসায় পাগল বানানোর
পদ্ধতি কি কি, লেখাটিতে ক্লিক করতেই সঙ্গে সঙ্গে
রিদকে সাজেস্ট করলো বাংলা লেখার সঙ্গে আরও
কিছু রোমান্টিক হেলদি ভিডিও। সবগুলো সাংসারিক
ব্লগ ভিডিও টাইপের ছিল। তাতে খারাপ কিছু নেই।
তবে রিদ যেহেতু বাংলায় দুর্বল সেহেতু সে বাংলা
লেখাটা স্কিপ করে ইংলিশে চোখ বুলিয়ে ক্লিক করলো

একদম নিচে থাকা একটা ভিডিও ক্লিপে। বিশ
সেকেন্ডের ওষ্ঠমিলের ভিডিওতে ক্লিক করেই রিদ
মায়ার চোখের সামনে ধরে বলল...‘ চলো কয়েক বার
ট্রাই করি।

রিদের হাতের ভিডিও প্লে দেখেই মায়া লজ্জা সিটিয়ে
গেল। রিদ থেকে ফোন না নিয়ে বরং পালাতে চাইল
রিদের মতিগতি বুঝে। রিদকে ঠেলে নিজের থেকে
দূরে সরাতে চেয়ে ধাক্কা দিতে দিতে বলল...

‘ ছিঃ! কতো খারাপ আপনি? দূরে সরুন। সরুন।

মায়ার কথায় রিদ কপাল কুঁচকে বলল...

‘ আপনি লিংক পাঠাতে পারেন, বসে বসে ভিডিও
দেখতে পারেন আর আমি প্রাক্টিক্যালি দেখাতে
চাইলেই দোষ? মজা যখন নিচ্ছেন তখন আমার
থেকে নিলে দোষ কি? আমি পুরা ফিল দিব
আপনাকে। ট্রাই করেই তো দেখুন। একবার ভালো
না হলে দ্বিতীয়বার ট্রাই করুন। দ্বিতীয়বার না হলে
তৃতীয় বার। আমি তো বারবার রিপোর্ট করতে ইচ্ছুক।

রিদের লাগামহীন কথায় মায়া লজ্জা আর ভয়ে চুপ
করে গেল মূহুর্তে। রিদের থেকে পালাতে চেয়ে

লাফিয়ে সোফা থেকে নামতে নামতে বলল...‘ আমি
বাড়িতে যাব।

মায়া দৌড়ে পালাতে চাইলে রিদ তৎক্ষণাৎ পিছনে
থেকে মায়া পেট পেঁচিয়ে ধরতে ধরতে বলল...

‘ আমি আসলাম আপনি চলে যাবেন সেটা কিভাবে
হয় ম্যাডাম। আগে লেনদেনটা শেষ করি। তারপর
যাইয়েন।

বলতে বলতে রিদ দু’হাতে মায়ার পেট পেঁচিয়ে
নিজের কাছে টানল। মায়া রিদ থেকে বাঁচতে চেয়ে
লাফালাফি করতে গিয়ে উল্টো বাঁধা পরলো রিদের
হাতে। শত্রুপোক্ত রিদের সঙ্গে শক্তিতে পেরে উঠতে
পারলো না। বরং রিদ মায়াকে দুহাতে পেঁচিয়ে
সোফায় চেপে ধরলো বক্ষতলে। মুহূর্তে মাঝে রিদের
একহাতে বন্দী হলো মায়ার দুহাত। অপর হাতে
মায়ার গায়ের ওড়নাটা টেনে নিচে ফেলতেই মায়া
ছটফট করলো রিদের থেকে ছাড়া পেতে। অধৈর্যের
নেয় বলল...

‘ প্লিজ প্লিজ আমাকে ছাড়ুন! ছাড়ুন!মায়া দুহাত মাথা
উপর আড়াআড়ি ভাবে আঁটকে রিদের একহাতে। রিদ
সেই হাতে চাপ দিয়ে ঝুঁকে পড়লো মায়ার উপর।

অপর হাতে মায়ার গাল চেপে ঠোঁট দু'টো উঁচিয়ে ধরে
বলল...

‘সরি বউ! মাত্র ধরলাম। আর এন্ফুনি ছেড়ে দিলে
বিষয়টা পুরুষত্বে চলে আসবে আমার।

বলতে বলতে রিদ মায়ার ওষ্ঠে মন্ত হলো। পাঁচ কি
দশ সেকেন্ড যেতেই রিদের রোমাঞ্চকরের বাঁধা দিয়ে
উচ্চো স্বরে ফোনের রিংটোন ভেজে উঠলো তন্ফুনি।
মন্ত পরিবেশ মূহুর্তে বিরক্তকর হয়ে উঠলো। তিরতির
মেজাজে রিদ মায়ার ঠোঁট ছেড়ে তাকাল টেবিলের
উপর থাকা ফোনটির দিকে। স্ক্রিনে আসিফের নামটি
দেখতেই ক্ষিপ্ত মেজাজ আরও ক্ষিপ্ত হলো। এমন
একটা সময়ে রিদের মোটেও পছন্দ হয়নি কেউ ওকে
ডিস্টার্ব করুক। রিদ ঐ অবস্থায় হাত বাড়িয়ে ফোনটা
নিয়েই রিসিভ করে কানে ধরল। তিরতির মেজাজে
চিবিয়ে চিবিয়ে বলল....‘ হারামির বাচ্চা আর সময়
পেলিনা কল দেওয়ার?

রিদের কথায় আসিফ তাড়াহুড়ো বলল...

‘ভাই! জসিমের লোক আমাদের দু'টো ছেলেকে
মেরে রাস্তা ফেলে গেছে মাত্র। ছেলে দুটোকে
হসপিটাল পাঠাচ্ছি। আপনি যদি একটু আসতেন

তাহলে ভালো হতো। একটা চিঠি পাঠিয়েছে আপনার
আব্বা নামে। চিঠিতে লেখা ওরা নাকি খান বাড়ির
র'ক্ত চাই। জসিম নামক উটকো ঝামেলা নামটা
শুনতেই রিদ বিরক্ত হয়। দুইদিন পরপর একই কাজ
করে জসিম নামক লোকটা। রাজনৈতিক দন্ড
কারণের রিদের বাবা বিরুদ্ধে কাজ করে সবসময়।
তবে এতোদিন ছোটখাটো ঝামেলা করলেও আজকাল
বড়বড় ঝামেলা করতে চাচ্ছে সে। হয়তো সামনে
ইলেকশন বলে রিদের বাবার সম্মান নষ্ট করতে
চাইতে জনগণে কাছে। মূলত এজন্য রিদের
রাজনৈতিক করা পছন্দ না। নেতাদের নামে সামান্য
কিছু শুনলে ভোট চলে যায় অন্যদিকে। পা চেটে
দুইদিনের পদ নিতে ইচ্ছুক নয় সে। তার যা দরকার
আপোষে না পেলে জোড় করে আদায় করার ক্ষমতা
রিদ খানের আছে বলেই সে প্রথমেই চেয়েছিল জসিম
নামক লোকটাকে ঠিকানায় লাগাতে কিন্তু নিজের
বাবার মহানতার কারণে পারছে না। আর এতে
অতিষ্ঠ রিদ। বিরুদ্ধি দলের প্রতি উদারতা দেখানোর
কারণ সে বুঝে না। এই জসিমের ছেলেই তো
ফাহাদের গায়ে হলুদের রাতে রাদিফের উপর হামলা

করেছিল, ভাগ্য সহায় থাকায় সে যাত্রায় রাদিফ বেঁচে যায়। কিন্তু রিদও জসিমের ছেলেকে ছেড়ে দেয়নি। দু'পা কেটে এখনো পঙ্গু হাসপাতালে ফেলে রেখেছে সেজন্য হয়তো জসিম লোকটা ছেলের পঙ্গু হওয়ার প্রতিশোধে রিদের ছেলেপেলেনদের আঘাত করছে। তবে বিষয়টা এবার বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে রিদের কাছে। এবার জসিমকে ঠিকানা না লাগালেই নয়। বিরক্তিতে রিদ আসিফকে কিছু বলবে তার আগেই বেখেয়ালি দৃষ্টি পড়লো নিজের বক্ষতলে শায়িত মায়ার দিকে। রিদের কুঁচকানো কপালের ভাঁজ মূহূর্তে সোজা হলো। দৃষ্টি ঘুরাল বউয়ের নিষ্পাপ মুখে। রিদ হাতের ফোনটার আলো মায়ার মুখে ধরলো। মূহূর্তে চোখে পড়লো মায়া ঘাড় বেঁকে ঘনঘন নিশ্বাসে ফেলছে এক পাশে মুখ করে। অপর পাশের গাল হতে গলা অবধি মায়ার ঠোঁটের ছড়ানোর লিপস্টিক লেপ্টে আছে। অতি ছোট দৃশ্যটা যেন রিদের বুকে আঘাত করলো। অজানা ভালো লাগায় তার ক্ষিপ্ত মেজাজ মূহূর্তে শীতল হলো। কিছু জায়গায় রিদ চাইলেও রাগ করতে পারে না। তার বউয়ের সামনে তো নয়ই। রিদ মায়ার উপর ঝুঁকে পড়তে

পড়তে পুনরায় ফোনটা কানে নিয়ে আসিফকে
শুধালো...‘ এক কাজ কর আসিফ! তুই গাড়ি বের
কর। আমি আসছি। আজ জসিমের বাসায় দাওয়াত
খেতে যাব আমরা কি বলিস?

‘ জ্বি ভাই!

রিদ ফের শুধালো আসিফকে...

‘ আমি নিচে না আসা অবধি যেন তোর দ্বিতীয় কল
না আসে আমার ফোনে মনে রাখিস।

‘ জ্বি ভাই।

আসিফ কল কেটে দিতেই রিদ মায়ার দিকে তাকিয়ে
থেকে হাত ফোনটা আঁতে করে রাখল টেবিলে উপর।
পুনরায় একই ভাবে মায়ার উপর ঝুঁকে গলায় ডুবে
মায়াতে মত্ত হতে হতে বলল...‘ সরি বউ! তোমার
সাথে কাটানো সময় গুলো অনেক কঠিন মনে হচ্ছে!
কাছে পেয়েও যেন হারিয়ে ফেলছি তোমায়। আমার
হয়েই থেকো বউ। আমার তোমাকেই চাই একবার
নয় বারংবার। রাত ৩ঃ১৫। শেষ রাতের প্রহর ঘনিয়ে
ভোর হতে চলল। সবেমাত্র বাসায় ঢুকলো রিদ।
চারপাশে নিস্তব্ধ আর নিশ্চুপ পরিবেশ। এতো রাতে
নিশ্চয়ই কেউ জেগে থাকবে না। রিদের পিছন পিছন

আসিফও এসেছিল তবে সে নিচতলায় চলে গেল
নিজের বরাদ্দকৃত রুমে ঘুমাতে। জসিমের ম্যাটার
শেষ করতে করতে তাদের এতোটা সময় লেগেছে।
আশা করা যায় আজকের পর জসিম বা তার
লোকজন অন্তত রিদের বাবার পিছনে লাগবে না।
ফ্ল্যাটের দরজা খোলে ভিতর থেকে লক করতে
করতে আশেপাশে নিরব দৃষ্টিতে তাকাল রিদ। ড্রিম
লাইটে আলোয় জনমানবহীন বসারঘরটা দেখে
এগোল নিজের কক্ষের দিকে। চাপানো দরজা ঠেলে
রুমে ঢুকতে চোখের পরলো খালিঘরটাকে। বুঝতে
পারলো মায়া রিদের ঘরে ঘুমাইনি। রিদ কক্ষের
আলো জ্বালিয়ে এগোল সামনে, হাতের চাবিটা
ড্রেসিংটেবিলের উপর রেখেই মায়ার সন্ধান করলো
পুনরায় কক্ষ হতে বেরুতে বেরুতে। পরপর দুই কক্ষে
চেক করে তৃতীয় কক্ষ প্রবেশ করতেই মায়া দেখা
মিলল সেখানে। এলোমেলো পা ফেলে বিছানায় শুয়ে
মায়া। খোলা চুল বিছানা পেরিয়ে ফ্লোরে পরে। রিদ
এগিয়ে এসেই ঘুমন্ত মায়াকে কোলে তুলে নিলো।
অন্ধকারে সেভাবে এসেছিল ঠিক একই গতিতে
পরপর পা ফেলে চলল নিজের কক্ষে। মায়াকে

বিছানায় শুয়ে বেড সাইডের আলো জ্বালিয়ে মায়ার
গায়ে ব্ল্যাক্লেট জড়াল রিদ। ঠান্ডায় উষ্ণ আরাম
পেতেই মায়া কাত হয়ে শুলো গায়ের ব্ল্যাক্লেটটা
টেনে। রিদ কোমর ঝুঁকে মায়ার এলোমেলো খোলা
চুল গোছাতে লাগল। মেয়েলি কাজের ধারণা তার
নেই। তাই মায়ার সকল চুল এলোমেলো অবস্থায়
দলাবটা করল পেঁচিয়ে, বালিশের উপর রেখে উঠে
দাঁড়াতে দাঁড়াতে বেখেয়ালি চোখ পরলো ঘুমন্ত মায়ার
নিষ্পাপ মুখে। অল্প আলোয় কেমন জ্বলমল করছে
মায়ার রূপ। রিদ কপাল কুঁচকে হাঁটু গেঁড়ে বসল
মায়ার সম্মুখে। পরপর কপালে ভাজ ফেলে দৃষ্টি
ঘুরাল মায়ার মুখে। এই মুখটা তাঁকে ভিষণ ডিস্টার্ব
করে। অথচ এই মুখটার দিকে তাকালে সবাই বলবে
এই নারী কতো নিষ্পাপ। সে কাউকে জ্বালাতেই
পারে না। অথচ রিদ জানে এই নারী কতোটা
ভয়ংকর। রিদের মতোন শক্ত পার্সোনালিটির
মানুষকেও এই নারী বাধ্য করতে পারে। এইতো
আজ যেমন বাধ্য হয়ে বউয়ের সামনে ঝুঁকে আছে
এর থেকে বড় প্রমাণ কি হতে পারে? রিদের
কুঁচকানো কপালের ভাজ সোজা করলো। মায়া গালে

আসা চুল গুলো সরিয়ে দিতে চাইলে ঠান্ডা হাতের
ছোঁয়া পরলো মায়ার গালে। বরফের নেয় ঠান্ডা
হাতের ছোঁয়া পেতেই ঘুমন্ত মায়া নড়ে উঠল অল্প।
রিদ নিজের ঠান্ডা হাতটা তবুও সরাল না মায়ার গাল
থেকে বরং আক্রোশের নিজের কাজ করলো। মায়ার
গালে আসা চুল গুলো কানের পিছনে গুঁজে দিতে
দিতে নিজে ঠান্ডা হাতটা মায়ার গালে চেপে ধরলো।
মায়া আবারও নড়ে উঠতে রিদের দৃষ্টিতে নমনীয়তা
দেখা গেল। দীর্ঘ শ্বাস গোপন করে রিদ বলল...‘
আজকেও তুমি বেঁচে গেল বউ। তবে দিন আমারও
আসবে। এই একই বিছানা তোমার রাত জাগার
সাক্ষী হবে।

কথাটা বলেই রিদ নিজের উষ্ণ ঠোঁট ছুঁয়াল মায়ার
গালে। শব্দ করে চুমু খেল পরপর একই জায়গায়।
মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে মায়ার নাকে নাক,
কপালে কপাল ঠেকিয়ে নিশ্চুপ রইল রিদ। ধীরে
বলল....

‘আমার তুমি কখন আপন হয়ে গেলে বউ। তোমায়
ছাড়া কিছু চলে না আমার। শূন্য আমি। মায়া নাকে
নাক ঘষে রিদ উঠে দাঁড়াল। কবাট থেকে টি-শার্ট

আর তাউজার নিয়ে ঢুকলো ওয়াশরুমে। ঘুমন্ত মায়া
ঘুমিয়ে থাকল। টের পেল না রিদের উপস্থিতির
খবরটা। আর না শুনতে পারলো রিদের না বলা
ভালোবাসাময় কথা গুলো। রিদের অব্যক্ত ভালোবাসার
কথা গুলো আবারও মায়ার কাছে অপ্রকাশিত থাকল।
মায়ার শুনা হলো না স্বামীর বলা ভালোবাসার কথা
গুলো। রিদ সময় নিয়ে গোসল করে একেবারে
বেরুলো। রাতে খাবার সে বাহির থেকে খেয়ে
এসেছিল বলে দ্বিতীয়বার খাওয়ার প্রয়োজন পরলো
না। রিদ হাতের টাওয়াল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে
কফি মেকারে নিজের জন্য কফি বানালো। হাতের
কফিতে চুমুক দিতে দিতে পিছন ঘুরে তাকাল ঘুমন্ত
বউয়ের দিকে। ভেজা চুল আর ধোঁয়া উড়ানো কফির
মগ যেন নিস্তব্ধ পরিবেশ মোহিত করছে। রিদ
পিছনের শিলটে কোমর ঠেকিয়ে বামহাত গুঁজাল
পকেটে। ডানহাতের কফির মগে চুমুক বসাতে বসাতে
ভাবল, বিয়ের পর এই প্রথম দুজন একত্রে বন্ধ
দরজার ভিতরে রাত কাটাচ্ছে। অথচ তাঁর বউ
ঘুমিয়ে। এই রাতটা সুন্দর হতে পারতো যদি তার
বউ সঙ্গ দিতো। ঘুমন্ত বউকে জাগ্রত করতে

আপাতত তার মন নারাজ। সেও খানিকটা ক্লান্ত। সারাদিন পর রাতটাও পার হলো ব্যস্ততায়। দুই ঘন্টা ঘুমিয়ে আবারও বেরুতে হবে বাবার সঙ্গে। এমন আরও দুইটা দিন যাবে এখানে ব্যস্ততার মধ্যে। ঢাকা ফিরে যা করার করতে হবে ওদের বিয়ের ব্যাপারে। তবে যত যায় কিছু হোকনা কেন কোনো ভাবে সে বউকে আর হাত ছাড়া করবে না। রিদ যেখানে থাকবে তার বউ সেখানেই থাকবে। এতে দুই পরিবারের কারও কথা সে শুনবে না আর। বউ তার ডিসিশনও তারই হবে। তার শশুর বাড়ির মানুষ মানুক বা না মানুক। বিয়ে করার সময় যখন সম্মতি নেওয়া হয়নি বিয়ের পর বউকে তার সাথে রাখার জন্য অন্য কারও সম্মতি অন্তত রিদ খানের প্রয়োজন নেই। দুই পরিবারের যদি কারও রিদের বিয়ের নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে সেটাও রিদ শুনতে যাবে না। তবে পরিবারের সবাই যদি তাদের বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠানিকতা চাই তাহলে এতে রিদের কোনো সমস্যা নেই। করুক আয়োজন কিন্তু শর্ত একটাই তার বউ তার সাথেই থাকবে। খান বাড়ির বাহিরের রিদের বউ কোথাও যাবে না। এমনকি মায়ার নিজের বাড়িতেও

না। মোট কথা পরিস্থিতি যায়ই হোক ভালো-মন্দ
সকল পরিস্থিতিতে তার বউ তার পাশে চাই। অন্তত
কারও জন্য সে তার বউকে নিজের থেকে দূরে
করবে না। মনস্তাত্ত্বিক ভাবনায় রিদ পরপর কফির
মগে চুমুক বসাল। অর্ধ খাওয়া মগটা কফি মেকারের
পাশে রেখে বিছানার দিকে এগোল। মায়ার পাশে
বিছানায় টানটান করে শুতে শুতে একই ব্ল্যাক্‌স্টের
নিচে ঢুকল রিদ। মায়া তখনো রিদের দিকে পিঠ
করে কাত হয়ে শুয়ে। রিদ বিছানায় শুয়েই মায়ার
বাহু চেপে নিজের কাছে টানল। উষ্ণতা আরাম পেয়ে
মায়াও মিশে গেল রিদ বুকে মাঝে। রিদ দুজনের
গায়ে ব্ল্যাক্‌স্ট জড়াতে জড়াতে মায়ার মাথায় শব্দ করে
চুমু খেল। হাত বাড়িয়ে বেড সাইডের লাইট অফ
করে দিতেই মূহূর্তে অন্ধকার ছুঁয়ে গেল কক্ষ জুড়ে।
মায়া ঘন নিশ্বাস আর রিদের আলিঙ্গনের উষ্ণতা
বয়ান করছেন ভালোবাসা সুন্দর। যদি সঠিক মানুষের
সাথে হয়। সকাল ৮ঃ৪৫। রিদের গাড়ি হতে মায়া জুই
দুজনেই নামল কলেজের সম্মুখে। রিদ সঙ্গে আসেনি
সে দুই ঘন্টা ঘুমিয়ে আবারও ছুটেছে নির্বাচনের
কাজে। তাই মায়া আর জুইকে ড্রাইভারই নামিয়ে

দিয়ে গেল রিদের অপর গাড়িতে। জুই খুব সকালেই
মায়ার জন্য জামা-কাপড় আর বই নিয়ে উপস্থিত ছিল
ফ্ল্যাটে। মায়াকে রিদের রুম থেকে বেরুতে দেখে খুব
ইতস্ততায় জড়িয়ে ছিল জুই। তারপরও মায়াকে এই
নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলো না সে। বরং স্বাভাবিক নেয়
মায়াকে নিয়ে রেডি হয়ে বেড়িয়ে আসল কলেজের
উদ্দেশ্য। রিদের সঙ্গে জুইয়ের দেখা মিলেনি। তার
আগেই রিদ বেড়িয়ে যাওয়াতে মায়াকেও সকালে
লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়নি। ইতস্ততার জুই মায়ার
সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে জড়তায় আঙুঠ করে বলল...‘
গোসল করিস নি কেন?

মায়া কলেজে ঢুকেই আশেপাশে তাকিয়ে রাফার
খোঁজ করলো। রাফার সাথে মায়ার কষাকষির হিসাব
বাকি। রাফার জন্য মায়া কম বিপদে পড়েনি। বলতে
গেলে সে এখনো বিপদের মুখে ঝুলে আছে শুধু মাত্র
এই রাফার জন্য। আজ রাফাকে হাতের কাছে না
পেলেই নয়। অন্যমনস্কর মায়া জুইয়ের মনোভাব
বুঝতে পারলো না। আর না বুঝলো জুইয়ের বলা
কথাটার মানে। বরং জুইয়ের কথায় মায়া মুখ কুঁচকে
বলল...

‘ এতো সকালে গোসল কে করে? আমাকে দেখেছিস
কখনো এতো সকালে গোসল করতে? যে আজ
করব। শুধু উল্টাপাল্টা কথা বলিস।

মায়ার কথা জুইয়ের ইতস্ততা আরও বাড়ল। মায়াকে
সরাসরি কিছু বলতে না পেরে আবারও ইঙ্গিতে
বুঝিয়ে মিনমিন করে বলল...‘ এখন-তো আলাদা
বিষয় তাই না?

মায়া জুইয়ের কথার অর্থ না বুঝে আশেপাশে রাফার
খোঁজে অনুসন্ধানে চোখ ঘুরিয়ে বলল...

‘ কিসের আলাদা বিষয়? দেখ জুই! বিষয় যায় হোক
না কেন এই শীতের সকালে গোসল করার মতোন
পাবলিক আমি না বুঝেছিস?

‘ গোসল না করে বেড়িয়েছিস যে ভাই কিছু বলবে
না?

‘ সে আবার কি বলবে? আমি কি তার মতো নাকি?
যে কথায় কথায় গোসল করবো? সে-তো রাত নেই,
দিন নেই যখন তখন গোসল করে। রাতের তিনটা
বাজেও উঠে গোসল করা পাবলিক। এসব মানুষের
সাথে আমার তুলনা দিলি কেমনে? মায়ার কথায়
জুইয়ের ইতস্ততা বাড়ল। জুই মায়াকে আসলে

কিভাবে গোসলের বিষয়টা বুঝাবে তা নিয়ে দ্বিধায় পড়লো। মূলত জুই সকালে মায়াকে রিদের রুম হতে বেরুতে দেখেছিল বলে এই মূহুর্তে সে সংকোচে আছে। মায়াকে গোসল করতে না দেখে সেটা দ্বিগুণ হলো। জুই মায়াকে পুনরায় বুঝাতে চেয়ে বলল...

‘ তারপরও রিতু! সবাই বলে মেয়েদের বিয়ে হলে নাকি গোসল করতে হয়।

মায়া বিরক্ত হয়ে বলল...

‘ আমার বিয়ের আড়াই বছর হয়েছে, এতোদিন দেখেছিস আমাকে গোসল করতে যে আজ করবো?

‘ তারপরও...

জুইয়ের কথায় ফোঁড়নকেটে মায়া বিরক্তি নিয়ে বলল... ‘ তারপরও কি জুই? তুই আজকে আমার গোসল নিয়ে পরেছিস কেন? তুই কি আমাকে চিনিস না? আজ নতুন দেখেছিস আমাকে সকালে গোসল না করতে? এমন ভাব করছিস আজকে সকালে গোসল করাটা যেন আমার জন্য ফরজ ছিল। তুইও তো গোসল করিস নি তাহলে আমাকে বলছিস কেন?

‘ আমি আর তুই কি এক?

‘অবশ্যই এক। এখন আয়। রাফাকে খোঁজ আগে।
এই মাইয়ার আজ খবর আছে। ওর জন্য আমি
এখনো বিপদের মুখে ঝুলে আছি। চল চল।

কথা গুলো বলতে বলতে মায়া তাড়াহুড়োর পা চালান
কলেজ পথে। আশেপাশে তাকিয়ে রাফার খোঁজ
করেও সন্ধান মিলল না। শ্রেয়া, নাদিয়াও কলেজে
নেই। মায়ার কলেজের গেইট পেরিয়ে মাঠে যাবে
তখনই পিছন থেকে কেউ মায়ার কাঁধ জড়িয়ে ধরে
উৎফুল্লতায় বলল...‘ জানু এসেছিস! আই মিস ইউ।
রাফার কণ্ঠ পেতেই মায়া ফুঁসে উঠল। কাঁধের উপর
রাফার হাতটা খপ করে ধরে আক্রমণ করলো রাফার
উপর। রাগে ফুঁসে উঠে সরাসরি মেসেজের কথাটা
উল্লেখ্য করে মায়া চেতে
বলল...

‘বেয়াদব মাইয়া মেসেজে কি পাঠিয়ে ছিলি উনাকে?
আমার জামাই ছাড়া রাতে ঘুম আসে না, একা একা
লাগে? সে বাসর বুঝে না? তার সিস্টেমে সমস্যা
আছে এজন্য বউয়ের কাছে আসে না? কিসের লিংক
পাঠিয়েছিলি তাঁকে? আবার বলেছিল লিংক দেখে
দেখে শিখতে? ঐ কি শিখবে হ্যাঁ? কি শিখবে?

মায়া রাগান্বিত মুখটা দেখে রাফা দুষ্ট হাঙ্গল। মাযাকে আরও রাগিয়ে দিতে নিজের হাতটা টেনে পুনরায় মাযার কাঁধ জড়িয়ে ধরতে ধরতে বলল...‘ আরে জানু চিল! দুইদিন দেখা হয়নি বলে আমার উপর তোর এতো ভালোবাসা বেড়ে গেল? মাইরি সাংঘাতিক তো তুই!

রাগান্বিত মায়া আরও ক্ষেপে গেল। রাফার হাতটা ঝটকা দিয়ে ফেলে দিতে দিতে বলল...

‘ অসভ্য মাইয়া! কিসৰ লিংক পাঠিয়েছিলি তুই উনাকে আগে সেটা বল? খবরদা কথা ঘুরাবি না।

রাগে মাযার নাকের ফাটা ফুলে উঠছে। রাফা তাতে মজা পেয়ে বলল...

‘ বাপরে তোরা এতো এডভান্স জানু? সব লিংক দেখাও শেষ? তা কি কি শিখলি তোরা? কয়টা কাজে লাগালি বলতো শুনি? আউচ!

বাহুতে হাত চেপে রাফা মৃদু চেষ্টাল। রাফার কথায় মায়া তৎক্ষণাৎ হাতের বোতলটায় আঘাত করলো রাফার বাহুতে। রাফার চেষ্টানোতে নাক মুখ শক্ত করে মায়া আবারও বলল...

‘ অসভ্য মাইয়া। মায়াকে অতিরিক্ত রেগে যেতে দেখে রাফা এগিয়ে আসল। জোর করে টেনে মায়ার কাঁধ জড়িয়ে ধরতে চাইলে মায়া রাফার হাতটা ঝটকা ফেলে দিতেই রাফা আবারও মায়ার কাঁধ জড়িয়ে ধরতে ধরতে বলল....

‘ দেখ জানু আমি যে-টা করেছি সেটা তোর ভালোর জন্যই করেছি। যদি সেদিন আমি এসব না করতাম তাহলে রিদ ভাইয়া হয়তো আজও আসতো না তোর কাছে। তুই বল, বিগত তিনমাস ধরে ভাইয়ার রাগ ভাঙ্গাবোর চেষ্টা করছিস পেরেছিস বল? হয়তো আমার তরিকা ভুল ছিল কিন্তু উদ্দেশ্য সঠিক ছিল। তুই ভাইয়ার জন্য কষ্ট পাচ্ছিলি যেটা আমার ভালো লাগছিল না। এজন্য আমার উদ্দেশ্য ছিল যে করেই হোক ভাইয়া অন্তত তোর কাছে ফিরে আসুক। তারপর তাদের দুজনের রাগ-অভিমান এমনই চলে যাবে।

রাফার কথায় মায়া রাগ কমলো। খানিকটা নমনীয় হয়ে মায়া বলল...‘ তাই বলে এসব পাঠাবি? অন্য কিছু করতি।

‘তুই তো কতো কিছু করেছিস ভাইয়াকে ফিরাতে কাজ হয়েছে বল? তাছাড়া তখন এর থেকে ব্যাটার অপশন আমার মাথায় আসেনি। ঐ মূহুর্তে মনে হয়েছিল আমি যা করছি সেটাতেই ঠিক কাজ হবে। হয়েছেও তাই! ভাইয়া ঠিকই চলে আসলো তোর টান খেয়ে। রাফার কথায় মায়া গলে গেল। আসলেই মায়া বিগত তিনমাসে অনেক কিছু করেছে রিদের অভিমান ভাঙাতে যেটাতে মায়া ব্যর্থ হয়েছিল। তবে রাফা যা করেছে তাতে তরিকা ভুল হলেও সঠিক কাজ হয়েছে। রিদকে চটুগ্রাম ফেরাতে সক্ষম হয়েছে। তবে রিদের কাছে মায়ার ইজ্জত শেষ। রিদ ভাবছে মায়া এসব কিছুর লিংক পাঠিয়েছে তাঁকে। এজন্য-তো রিদ মায়ার সাথে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবহার করছে। আর এখন তো সোজা বলে দিয়েছে মায়া রিদকে ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে পারবে না। বলতে গেলে রাফার কাছে মায়ার ভালোও হয়েছে আবার বিপদেও পরেছে। ভালো হয়েছে কারণ মায়া সবসময় রিদকে চোখের সামনে পাবে। আর বিপদের কথা মায়া কাউকে বলতে পারছে না যে মায়ার স্বামীর ওর সাথে কেমন কেমন কাজ করে বেড়াচ্ছে উফ!এই পুরো

বিষয়টাতে জুই বোকার মতোন দাঁড়িয়ে। মূলত মায়া
রাগের কারণটা জুই বুঝতে পেরেই চুপ থাকল। রাফা
যে মায়ার সাথে উল্টাপাল্টা কিছু করেছে তার ধারণা
জুইয়ের হয়েছিল আগেই কিন্তু কাউকে কিছু বলল
না। চঞ্চল রাফা মূহুর্তে মায়াকে নিজের দলে করে
নিলো। মায়া কাঁধ জড়িয়ে গলাগলির ভাবও হয়ে
গেল। জুই সেইদিকে তাকিয়ে বিনোদন নেওয়ার
মাঝেই কোথা থেকে আয়ন উপস্থিত হলো সেখানে।
গলা কেশে সকলে মনোযোগ ভাঙ্গতেই চমকে উঠার
মতোন জুই পিছনে তাকাতে আয়ন এগিয়ে আসল
মায়ার দিকে। জুইকে ইগনোর করে মায়া, রাফার
সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করে আয়ন মায়াকে বলল....

‘ শুনলাম তোমার নাকি কলেজ ট্রান্সফার করাবে
রিদ?

মায়া মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিতে দিতে বলল...‘
উনিতো তাই বলল।

আয়ন ভ্রুর উঁচিয়ে জানতে চাইল...

‘ তোমার তাতে অসম্মতি আছে?

মায়া মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি দিতেই আয়ন সুন্দর
হেসে বলল...

‘ রিদ তোমাকে নিয়ে খুব সেনসিটিভ মায়া। তোমার ব্যাপারে কারও ইন্টারফেয়ারেন্স পছন্দ করে না। ওহ সেটা বলে সেটা শুনে যাও মায়া। তোমার উপর আসা সকল বিপদের মোকাবিলা রিদ একাই সামলে নিবে। তুমি শুধু ওর হয়ে থাকো বাকিটা ওহ সামলে নিবে। আয়নের কথায় মায়া আবারও মাথা কাত করে সম্মতি দিতেই আয়ন অল্প হাসলো। ফের মায়ার উদ্দেশ্য বলল....

‘ তাহলে তোমরা ক্লাসে যাও মায়া। আমি জুইকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

আয়নের কথায় জুই চুপ রইল। আয়ন বলেছিল জুইকে বিকালে দেখা করতে কিন্তু তার আগেই যে সকাল সকাল দেখা করতে আয়ন চলে আসবে তা বুঝেনি জুই। মায়া আয়নের কথায় পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চাইল...‘ কেন ভাইয়া?

‘ একটু কাজ আছে। যেটা জুইকে ছাড়া সম্পূর্ণ হবে না।

‘ ওহ ক্লাস করবে না?

‘ আজ করবে না।

‘ আচ্ছা।

মায়া আবারও ঘাড় কাত করে সম্মতিতে দিতে দিতে
রাফাকে নিয়ে চলে যেতেই জুই ইতস্তত বোধ করলো
আয়নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আয়নের পিছনে ঘুরেই
জুইয়ের ইতস্তত মুখটা দেখে কপাল কুঁচকে বলল...

‘আপনার আবার কি হলো জুই? এমন করছেন
কেন?’

নত মস্তিষ্কের জুই মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি দিতে দিতে
বলল...

‘কিছু হয়নি। আয়ন কলেজ মাঠে দাঁড়িয়ে কথা
বাড়াতে চাইনি কারণ আশেপাশে অনেকেই এদিকটা
তাকিয়ে ওদের দেখছে। আয়ন কলেজে গেইটের
বাহিরের পথে হাঁটা দিতে দিতে জুইয়ের উদ্দেশ্য
বলল....

‘আমার সাথে আসুন জুই।

আয়নের পিছন পিছন জুইও হাঁটল। আয়নের গাড়ির
সামনে আসতেই দরজা খোলে দাঁড়াল। জুই
আঁড়চোখে আয়নের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হলো
দুজনের। আয়ন পূর্ব থেকে গাড়ির দরজা খোলে
জুইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল বলে দুজনের চোখাচোখি
হলো। ইতস্তত জুই লজ্জায় দ্রুত গাড়িতে উঠে

বসতেই আয়ন ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল। গাড়ি স্টার্ট করতে করতে আয়ন বলল...

‘আপনার বান্ধবী নাদিয়া কোথায় জুই? আজ আসেনি?’

আয়নের ছোট কথাটা যথেষ্ট ছিল জুইয়ের মুড সুইংয়ের জন্য। মূহুর্তে জুইয়ের সকল জড়তা বিরক্তিতে রূপান্তরিত হলো আয়নের এক কথায়। আয়ন জুইয়ের রাগের কারণটা বুঝতে পেরে আবারও একই সুরে বলল...

‘আপনি আমার ভালোবাসার প্রস্তাবটা আপনার বান্ধবী নাদিয়াকে জানিয়েছিলেন জুই?’

জুই বিরক্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে জেদি গলায় বলল... ‘জানি না। আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন সেটা বলুন আগে?’

আয়ন গাড়ির সিটয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে বলল...

‘যেখানে নতুন সম্পর্ক গড়া হয় সেখানে।’

আয়নের কথার মানে জুই বুঝতে না পেরে বলল...

‘মানে?’

‘মানে আজকে আমার বিয়ে সেজন্য আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি সাক্ষী হতে।’

জুই আয়নের কথায় সিরিয়াস নিলো না। অহেতুক মজা বলে উড়িয়ে দিতে দিতে বিরক্ত গলায় বলল...

‘আপনার বিয়েতে আমার কি কাজ? আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন? আমি কোনো সাক্ষী টাক্ষী হতে পারবো না। আমাকে কলেজে দিয়ে আসুন। ক্লাস করবো।

জুইয়ের কথায় আয়ন আর হেয়ালি করলো না। বরং সিরিয়াস হয়ে বলল...‘ কালকের কথা ভুলে যাচ্ছেন

জুই? আপনি তো আমাকে কাল ওয়াদা করেছিলেন যে আমি যা চাইবো আপনি তাই আমাকে দিবেন তাহলে আজ কেন নিজের কথার ক্ষেলাপ হচ্ছে?

আয়নের কথায় জুই শান্ত হতে হতে বলল...

‘আমি কথা ক্ষেলাপ করছি না। আমাদের রঙেই নেই কথা দিয়ে না ক্ষেলাপ করাটা। আপনি বলুন আপনার কি চাই?

আয়ন সরাসরি আবদার করে বলল...

‘আপনাকে চাই জুই।

জুই শকট হওয়ার মতোন করে বলল...

‘মানে?

আয়ন জুইকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বলল...

‘ আমি আপনাকে আজ বিয়ে করতে চাই। করবেন আমাকে বিয়ে?

‘ অসম্ভব!

জুইয়ের অসম্মতি আয়ন শান্ত কণ্ঠে বলল...‘ আমার হয়ে যান জুই। সারাজীবন আগলিয়ে রাখব আপনাকে। যদি আজ আমাকে ফিরিয়ে দেন তাহলে লাইফে আপনি কখনো তৃতীয় চান্স পাবেন না আমার জীবনে ফিরে আসার। আমি অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে দুজনের জন্য এই ডিসিশন নিয়েছি জুই। আমাকে খালি হাতে ফেরাবেন না। বাকিদের সামনে নেওয়ার দায়িত্ব আমার। আপনি শুধু হ্যাঁ বলুন।

আয়নের কথায় যেন জুইয়ের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মতোন চাপ পরছে। খালি মস্তিষ্ক ধপধপ করছে আয়নের কথা গুলো। জুই কিছু বুঝে, না বুঝে শুধু আয়নকে না করে যাচ্ছে একে পর এক...

‘ অসম্ভব!জুইয়ের না করার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি থামল একটা কাজি অফিসের সামনে। কলেজ থেকে মাত্র দশমিনিট দূরে কাজী অফিসটি। আর সেখানে অনেকেই দাঁড়িয়ে। রাদিফকে দেখা গেল হাতে দুটো বরমালা নিয়ে আয়ন-জুইয়ের অপেক্ষা করছে

উৎফুল্লতায়। সঙ্গে চারটি মেয়ে আর সাত-আটজনের
মতোন দামড়া দামড়া ছেলে দাঁড়িয়ে একত্রে।
আয়নের গাড়িটি থামতে সকলে হেঁচকি করে এদিকটায়
এগিয়ে আসতে চাইলে আয়ন গাড়িতে বসা অবস্থা
হাতে ইশারায় সবাইকে থামতে বলল। সকলে থেমে
যেতেই আয়ন দীর্ঘ শ্বাস
নিজের মধ্যে টেনে আশ্তে ধীরে বলল...‘ আপনার
হাতে এক ঘন্টার মতোন সময় আছে জুই। একঘন্টা
ভেবে চিন্তে তারপর উত্তরটা দিবেন আশা করছি।
এখন থেকে হয় আপনার সাথে আমার নতুন যাত্রা
শুরু হবে, নয়তো এখানে সবকিছুর ইতি ঘটবে।
এখন বাকি সম্পূর্ণটা আপনার হাতে, এতে আমি
জোর করবো না। তবে একটা কথা মাথা রাখবেন
জুই। আজ আমি এখান থেকে খালি হাতে ফিরে
গেলে সোজা বিয়ে করে নিব পারিবারিক পছন্দের
মেয়েকে। আমার দেখা আপনি কখনোই পাবেন না।
আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে গাড়ি থেকে নেমে
দাঁড়াবেন মেয়েরা এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।
অসম্মতি হলে সমস্যা নেই গাড়ি থেকে নামার
প্রয়োজন নেই আমি বুঝে নিবো আপনি বিয়েতে রাজি

নন।কথাটা বলেই আয়ন গাড়ি থেকে নেমে চলে গেল নিজের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে। জুই অশ্রু সিক্ত চোখ ঠোঁট কামড়িয়ে কাজী অফিসের দিকে তাকাল। এই মূহুর্তে জুইয়ের কি ডিসিশন নেওয়া উচিত বুঝতে না পেরে দু'হাতে মুখ ডেকে ফুপাতে লাগল কান্নায়। মায়া পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে পরিবারকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে বলে এটা নিয়ে কত কিছু হচ্ছে। ওদের পরিবারের মানুষজন জানলে কি হবে সেই ভয়েও আছে ওরা।এমন একটা পরিস্থিতিতে আয়ন কিভাবে জুইকেও এনে দাঁড় করাল। জুইয়ের এখন কি করার উচিত? আয়নকে ফিরিয়ে দেওয়া নাকি গ্রহণ করা উচিত? আয়নকে আজ ফিরিয়ে দিলে চিরতরে জুই আয়নকে হারাবে। বারবার আয়ন আসবে না জুইয়ের কাছে ভালোবাসার দাবি নিয়ে ছোট হতে। আবার আয়নকে গ্রহণ করে যদি এই মূহুর্তে বিয়ে করে নেয় তাহলে ওর পরিবারের সঙ্গে আবারও বড় ধরনের ধোঁকাদারি করা হবে। যেটা জুইয়ের দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়।সূর্যটা পশ্চিম আকাশে ঢলে। সময়টা তখন ৩ঃ১৫ ঘরে। আয়ন সবে মাত্র জুইকে নিয়ে পৌঁছাল রিদের বিল্ডিংয়ের সম্মুখে। গাড়ি থামতেই আয়ন সিট

বেন্ট খুলতে খুলতে নত মস্তিষ্কের জুইয়ের দিকে
তাকাল। অনবরত কান্নায় ফর্সা মুখটা লাল লাল হয়ে
আছে। চোখের পাতা ফুলে গালে পানির দাগরেখা
দৃশ্যমান। আয়ন জুই দেখে স্বাভাবিক নেয় গাড়ি
থেকে নেমে অপর পাশের দরজা খোলে দাঁড়াল
জুইয়ের নামার অপেক্ষায়। আয়ন নিস্তব্ধ নিশ্চুপ
দাঁড়িয়ে। জুই মাথা ঝুঁকে ফুপিয়ে কাঁদছে বারবার
হাতের টিস্যুতে অশ্রুকণা মুছতে মুছতে। নিশ্চুপ
আয়ন খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে থেকে একটা সময়
বলে উঠল...‘ আমরা এসেছে পরেছি জুই। আপনি
নামুন।

আয়নের কথায় জুই মাথা তুলে তাকাল না তীব্র
অপরাধ বোধে। নত মস্তিষ্কেই কেমন ফুপাতে লাগল
আয়নের গলা শুনে। জুইয়ের কান্নার গতি বাড়তে
দেখে আয়ন দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বলল...

‘ প্লিজ কাঁদবেন না জুই। এখন কেঁদে কি হবে?
সবকিছু আপনার ইচ্ছায় হয়েছে। এখন আসুন।
আপনাকে রিদের ফ্ল্যাটের দিয়ে আমি ঢাকায় ফিরব।
আয়নের কথায় জুই চমকে উঠার মতোন মাথা তুলে
তাকাল আয়নের দিকে। মূহুর্তে চোখাচোখি হলো

দুজনের। জুইয়ের ভেজা চোখে অশ্রু দেখে আয়নের
কেমন মায়া হলো জুইয়ের প্রতি। জুই জড়ানো ভেজা
গলায় বলল...

‘ এখন চলে যাবেন?

আয়নের উত্তর আসলো তক্ষুনি...‘ না রাতে রিদের
সাথে ফিরব। এখন খান বাড়িতে যেতে হবে
নির্বাচনের কাজে হয়তো রিদও যাবে। আশেপাশের
রিদের লোকদের দেখা যাচ্ছে আমি ওদের সাথেই
যাব। আপনি এখন উপরে উঠে যান, মায়াকে ফ্ল্যাটেই
পাবেন।

আয়নের কথায় জুই নেমে দাঁড়াল। অসাবধানতায়
নামতে গিয়ে আয়নের বাহুতে জুইয়ের মুখে ঠেকে
যেতেই তৎক্ষণাৎ পিছুপা হয়ে জুই ক্ষমা চেয়ে বলল...

‘ সরি আমি দেখিনি।

‘ ইট’স ওকে। আপনি আসুন!

আয়নের পিছন পিছন হাঁটল জুই। কয়েক কদম
সামনে এগোতে আয়ন দেখল আশেপাশে সাদা
পাঞ্জাবিতে রিদের প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশজনের মতো
ছেলে পেলে দাঁড়িয়ে। আসিফকেও দেখা গেল
সেখানেই। রাস্তা এপাশ ওপাশ দুপাশেই জায়গায়

জায়গায় রিদের ছেলেপেলের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে
আয়ন থেমে গেল। যেহেতু আশেপাশে রিদের
ছেলেপেলে উপস্থিতি আছে তারমানে রিদকেও এখানে
কোথাও পাওয়া যাবে। আয়ন জুইকে মায়ার সঙ্গে
ফ্ল্যাটে দিয়ে সে আবার নিচে নেমে যাবে বলে এমনটা
চিন্তা করে উপরে উঠতে গেলে তক্ষুনি হাঁক ছেড়ে
ডাকাল রিদের এক ছেলে। আয়নকে চিনতে পেরে
চিৎকার করে বলল সে....‘ আয়ন ভাই! উপরে কেউ
নাই। ভাই-ভাবি নিচেই আছে। ফ্ল্যাট তালা। আপনি
ভাইকে সামনে পাবেন।

আয়ন আর সামনে এগোল না। যেহেতু রিদের ফ্ল্যাট
তালা তাহলে সেখানে গিয়ে কোনো লাভ হবে না।
আয়ন সামনে এগোতে এগোতে জুইকে বলল....

‘ আমার সাথে আসুন জুই। জুই আশেপাশে তাকিয়ে
নিজের চোখে পানি মুছে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা
করলো। আশেপাশে অসংখ্য মানুষের আনাগোনা।
রাস্তা এপাশ অপাশ শুধু রিদের লোকই দেখা যাচ্ছে।
জুই নত মস্তিষ্কের হলো। আয়নের পিছন পিছন পা
মেলাল। আয়ন খানিকটা পথ এগোতে রিদের গাড়ি
দেখতে পেল। কিন্তু আশেপাশে কোথাও রিদকে দেখা

গেল না। তবে আসিফকে দেখা গেল আয়নের থেকে কিছুটা পথ দূরে দাঁড়িয়ে ছেলেদের সঙ্গে। হয়তো রিদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে সেখানে। আয়ন সেদিকে এগোতে চাইলে পথে দেখা পেল আরিফের। রিদের জনসভায় আরিফের উপস্থিত দেখে আয়ন খানিকটা কপাল কুঁচকাল। আয়ন যতটুকু জানে রিদের সঙ্গে আরিফের বনাবনি নেই। সেখানে আরিফ রিদের ছেলেপেলের সঙ্গে একত্রে দাঁড়িয়ে আছে বিষয়টা কেমন জানি লাগল আয়নের। আয়নের দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জুইয়ের দৃষ্টিতেও আরিফকে পরলো। রাস্তার অপাশে একটা দোকানে নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে। বাকিরা খাবার কিনতে ব্যস্ত। প্রায় চল্লিশ জনের মতো ছেলেদের খাবার আনতে ছয় থেকে সাতজন ছেলের মতো হোটেলের ঢুকেছে। বাহিরে আরিফ রাকিবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। আরিফকে দেখেই জুই আয়নের হাতটা চেপে ধরলো ভয়ে। আয়ন জুইয়ের ভয়ের কারণ বুঝতে পেরে চোখের ইশারায় আশ্বস্ত করে বলল....‘ আপনি ভয় পাবেন না জুই। আমি আছি।

আয়ন এগিয়ে এসে আসিফের সঙ্গে দেখা করে জুইকে একটা চেয়ারে বসাল আসিফকে জুইয়ের

জিম্মাদার বানিয়ে। জুই খোলা ছাতার নিচে বসল
জড়সড় হয়ে। একজন ছেলেকে দিয়ে জুইয়ের জন্য
খাবার অর্ডার করে আয়ন এগোল রাস্তা অপর পাশে
আরিফের উদ্দেশ্যে। আয়নের কিছু কথা বলা বাকি।
কথা বলতে আরিফের পারিবারিক মনোভাব বুঝতে
চাই সে। যেহেতু মায়ার বিয়েটা এখন প্রকাশ্যে সবার
সামনে আছে তাহলে আরিফের পরিবার রিদ-মায়ার
বিয়েটা কেন মেনে নিচ্ছে না সেটাই মূলত আয়ন
জানতে চাই। আয়নকে আসতে দেখে আরিফ নিজ
থেকে এগিয়ে আসল আয়নের দিকে হাত বাড়িয়ে।
হাসিমুখে কুশলাদি বিনিময়ের বলল...‘ আসসালামু
আলাইকুম ভাই।

আয়ন হাত মিলিয়ে একই উৎফুল্লতায় হাসি মুখে
উত্তর দিতে দিতে বলল...

‘ ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছো আরিফ?

‘ এইতো ভাই আলহামদুলিল্লাহ আছি আপনাদের
দোয়ায়। আপনি কেমন আছেন?

‘ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাখছে। তা তোমরা এখানে
কি করো?

কথা বলতে বলতে আয়ন রাকিবের সঙ্গেও হাত মিলাল। আরিফ উত্তর দিয়ে বলল...

‘নিহাল আফ্কেল কল দিয়েছিল উনাদের বাড়িতে যেতে। আসিফ ভাই ফোন করে বলল এখানে আসতে তাই আসলাম।’ যাক ভালো করেছে তাহলে। তোমাকে দেখে খুশি হলাম। আমরা সবাই চাই তুমি আমাদের সঙ্গেই মিলেমিশে থাকো। আমরা এখন একে অপরের আত্মীয় মানুষ তাই না?

আয়নের কথায় আরিফ অল্প হাসলো। তার মূলত কারও সাহায্য নিয়ে সামনে এগোনো পছন্দ না। সে কারও দাপটে নয় বরং নিজের যোগ্যতায় সামনে এগোতে চাই। আরিফ সৌজন্য মূলত হাসি দিয়ে বলল...

‘দেখা যাক ভাই। আল্লাহ কপালে কি রাখছে।

আয়ন বলল...

‘শুনলাম তুমি নাকি নতুন ব্যবসা শুরু করেছো?

‘জি ভাই।

‘ভেরি গুড! তা তোমার ব্যবসার কি খবর? কেমন চলছে?

‘ জ্বি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় ভালোই যাচ্ছে ভাই। এই সাপ্তাহ পর ইন্ডিয়া যাব কিছু নতুন কালেকশন ইনপুট করতে। ব্যবসাটা একটু বড়ো করতে চাইছিলাম।

‘ ইনশাআল্লাহ দোয়া রইল। আর কোনো হেল্প লাগলে অবশ্যই একজন বড় ভাই হিসাবে বলতে পারো আমাকে। আমি সবসময় তোমার পাশে থাকব।

আয়নের মনোভাব বুঝতে পেরেই আরিফ হেসে বলল....‘ কি ব্যাপার ভাই? আপনিও কি আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করার মুডে আছে নাকি?

আরিফের কথায় আয়ন পাল্টা প্রশ্ন করে বলল...

‘ তোমার কি মতামত? আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করব না বলছো?

আয়নের পাল্টা প্রশ্নে আরিফ চুপ করে যায়। আয়ন আরিফকে চুপ করে যেতে দেখে ফের প্রশ্ন করে বলল...

‘ তোমরা কি এখনো রিদ-মায়ার সম্পর্কটা নিয়ে কোনো দ্বিধায় আছো আরিফ?

আরিফ সহজ গলায় বলল...

‘ না ভাই।

আয়ন তীক্ষ্ণতায় বলল...

‘ তাহলে তোমার পরিবার কেউ?’ বাসায় এখনো জানানো হয়নি মায়ার বিয়েটা সম্পর্কে। ভাবছি, আজকে রাতের ট্রেনে বাসায় ফিরে কাল এই বিষয়ে পরিবারের সঙ্গে বসবো। তারপর সঠিক কোনো কিছু বলতে পারবো।

আরিফের কথায় আয়ন কৌতূহলী গলায় বলল...

‘ কেন তোমার পরিবার কি কোনো ভাবে রিদকে জামাতা হিসাবে মানতে আপত্তি আছে নাকি?

আরিফ নিজের পারিবারিক দিকটা প্রকাশ করে বলল...

‘ তেমন কিছু না ভাই, আসলে আমরা মায়ার বিয়ে চেয়ারম্যান পরিবারের ঠিক করে রেখেছিলাম। আমার আব্বু-চাচ্ছুরা অনেক স্ট্রিক্ট আর জবানদারী মানুষ। উনারা মায়ার বিয়ের ওয়াদা করছিল চেয়ারম্যান পরিবারের সঙ্গে সেজন্য এটা নিয়ে একটু টেনশনে আছি আরকি। বাকি কিছু না।

আয়ন ফের প্রশ্ন করে বলল...‘ তোমার পরিবার যদি মায়ার বিয়েটা নিয়ে আপত্তি জানায়?

আয়নের কথায় আরিফ দৃঢ়তায় উত্তর দিয়ে বলল...

‘ তাহলে মায়ার জায়গায় জুইয়ের বিয়ের প্রস্তাব রাখব
পরিবারের। মায়া অলরেডি ম্যারিড সেখানে ওকে
দ্বিতীয়বার বিয়ে দেওয়া সম্ভব না। চেয়ারম্যান পরিবার
ভালো। ছেলেও শিক্ষিত জুইকে ভালো রাখবে। আব্বু-
চাচারও ওয়াদা রক্ষা হবে।

আরিফের কথাটা যেন আয়নের কলিজায় লাগল।
শকট খাওয়ার মতোন কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে
রইল। আয়ন প্রথম ভেবেছিল এমন কিছু একটা হবে
মায়াকে বিয়ে দিতে না পারলে পারিবারিক প্রেশারে
জুইকে মায়ার জায়গায় বসাতে চাইবে। হচ্ছেও তাই।
এজন্য আয়ন বিয়েটা নিয়ে জুইকে তাড়াহুড়ো
করেছিল। শূন্য মস্তিষ্কের আয়ন এই মূহুর্তে আরিফকে
কিছু বলার মতোন ভাষা খোঁজে পেল না। খানিকটা
সময় নিয়ে আয়ন নিজেকে স্বাভাবিক দেখাতে চাইল
আরিফের সামনে। জুইয়ের প্রসঙ্গটা এറിয়ে পুনরায়
রিদ-মায়ার সম্পর্কের কথাটা জানতে চেয়ে বলল...‘
রিদ মায়াকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে সেটা
তোমার পরিবারের মেনে নিবে?

আরিফ বুক ভারির দীর্ঘ শ্বাস গোপন করে নরম
গলায় বলল....

‘ এখানে আমি বা আমার পরিবারের কেউ ম্যাটার করে না ভাই। আমরা যদি কেউ গুরুত্বপূর্ণ হতাম, তাহলে এখানে আমাদের মত-অমতের প্রসঙ্গ আসতো। বলতে পারতাম আমাদের বোন আমাদের বাসায় যাবে আগে, তারপর বোনকে সসম্মানের ওর শশুর বাড়িতে পাঠাবো। এখানে আমরা অমূল্যহীন আর অমূল্যহীন মানুষের মতামত হয়না। সেজন্য আমি শুধু বড় ভাইয়ের দায়িত্ব পালন করছি। নয়তো আমার বোন শব্দটা তো সেই কবেই পর হয়ে গেছে। আরিফের কথার মানে আয়ন বুঝল। মান অভিমানে আরিফ মায়ার উপর কষ্ট পেয়েই চুপ করে থাকছে। ভাই-বোনের বনাবনি করার দরকার। রিদের সঙ্গে এই বিষয় কথা বলাও দরকার। নতুন সম্পর্ক গড়তে গিয়ে পুরাতন সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। সকল সম্পর্ক নিয়েই একত্রে আমাদের চলতে হবে। তবে তার আগে আরিফের মায়ার প্রতি অভিমানে দেয়াল ভাঙতে হবে। আয়ন আঙ্গুল তুলে রাস্তা অপর পাশে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা রিদ-মায়াকে দেখিয়ে বলল... ‘ তোমার মায়ার প্রতি কষ্ট- অভিমান থাকতে পারে

আরিফ। কিন্তু তোমার কি মনে হয় মায়ার নিজের জন্য ভুল কাউকে চুস করেছে?

আরিফ চোখ তুলে তাকাল আয়নের আঙ্গুল তাক করার পথে। অদূরে দেখা গেল রাস্তা একপাশে রিদ মায়া দুজনই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। রিদের একহাত কানে চেপে ফোনে কথা বলছে তো অপর হাতে মায়ার কলেজ ব্যাগ চেপে ধরা। মায়া রিদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রিদের প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা বের করছে ঝালমুড়ি খাওয়ার জন্য। আয়নের কথায় আরিফকে চুপ করে যেতে দেখে আয়ন ফের বলল....‘ আমি জানি তুমি হয়তো রিদের প্রতি নারাজ। কিন্তু আমি বলবো তুমি তোমার পার্সোনাল বিষয় গুলো আলাদা রেখে শুধু রিদ-মায়াকে দেখো। মায়ার জন্য রিদ থেকে পারফেক্ট কেউ হতে পারবে না আরিফ। তোমরা চেষ্টা করেও রিদের মতোন কাউকে মায়ার জন্য এনে দিতে পারবে না। রিদের রাগ বেশি হতে পারে কিন্তু সে তোমার বোনকে নিয়ে খুবই সেনসেটিভ। জীবনের এমন অনেক ছেলে পাবে তুমি যে প্রেম করে ধোঁকা দেয়। আবার কিছু ভালোবাসা সত্যিকারের হয়েও দেখবে

শেষ পযন্ত ভালোবাসার পূর্ণতা দিতে পারে না।
কোনো না কোনো কারণে হেরে যায় তাঁরা, হয়
পারিবারিক নয়তো সামাজ্যের ভয়ে আর নয়তো মন
বদলে ভালোবাসা গুলো হারিয়ে যায় কোথাও। তুমি
এমন ভালোবাসা খুব কমই দেখতে পাবে যে
তোমাকে পাওয়ার জন্য তোমার সাথেও লড়াই করে
নিবে। সমাজ, পরিবার বা অন্য কোনো কিছু তাদের
কাছে ম্যাটার করে না একমাত্র ভালোবাসার মানুষটা
ছাড়া। মোট কথা কোনো কিছুর বিনিময়ে তোমার
হারাতে ইচ্ছুক নয়। আর সেটাই হচ্ছে রিদ খান। যে
মায়াকে পাওয়ার জন্য, নিজের পরিবার, তোমার
পরিবার এমনকি মায়াকেও সুযোগ দিচ্ছে না রিদ
ছেড়ে যাওয়ার। এবার তুমি বলো, তুমি পারবে রিদের
মতোন একটা ছেলে নিজের বোনকে এনে দিতে?
পারবে? আরিফ আবারও চুপ। আয়নের কথা ওর
মস্তিষ্কের ধারণা করছে বুঝতে পেরে আয়ন ফের
বলল...

‘ রিদ খানের ভালোবাসা শুধু ভয়ংকর নয় ভয়াবহ
বটে । এই যে এন্ফুনি দেখো, আমি তুমি, রিদের
বাবা, আমরা সবাই রিদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে অথচ

রিদ খান নিজের বউয়ের ছোট ছোট আবদার পূরণ করতে ব্যস্ত। এরপর ও কি তুমি ভাববে এদের দুজনকে আলাদা করার কথা?

আয়নের পরপর কথায় আরিফ উত্তর করতে পারলো না। শুধু চুপ করে রইল। তার কাছে বলার মতোন আপাতত কোনো ভাষা নেই। তবে মায়া যে নিজের জন্য ভুল কাউকে বাচাই করে তাতে আরিফও সন্তুষ্ট। রিদ কান থেকে ফোন নামিয়ে হাতে রাখল। পকেটে ফোন রাখা অভ্যাস তার নেই। মায়া পাশেই দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি চিবুচ্ছে। রিদ কপাল কুঁচকে মায়ার হাতের দিকে তাকাল। ঝালমুড়িতে মুড়ি কম মরিচ বেশি দেখা যাচ্ছে। মায়ার এতো ঝাল খাওয়ার ব্যাপারটা মোটেও রিদের পছন্দ নয়। মায়ার গায়ে এখনো সকালের কলেজ ড্রেস পড়া। মায়াকে রিদ কলেজ থেকে নিয়ে এসেছিল দুপুরে। তারপর দুপুরে লাঞ্চ দুজন একত্রে করেছে। এরপর থেকে মায়াকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখছে রিদ। এখানের খালি ফ্ল্যাটে মায়াকে একা রাখা যাবে না বলে রিদ মায়াকে খান বাড়িতে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু আশেপাশে এতো ছেলেপেলে বলে রিদ মায়াকে নিয়ে সেও আলাদা

আলাদা থাকছে। মায়ার গায়ে বোরখা না থাকার বিষয়টা মাত্রই লক্ষ্য করলো রিদ। কপাল কুঁচকে বলল... ‘তোমার বোরখা কই?

মুড়ি চিবোতে চিবোতে মায়া ঝটফট উত্তরে বলল...

‘আমার বোরখা নেই।

‘কেন?

‘কেউ বলেনি কখনো বোরখা পড়তে সেজন্য দরকার পরেনি। কিনেও দেয়নি কেউ।

মায়ার কথায় রিদের মেজাজ খারাপ হলো। সে চোয়াল শক্ত করে বলল...

‘সুটপিড! কারও বলাতে তোমার বোরখা পড়তে হবে? নিজের বুদ্ধি খাঁটিয়ে পড়তে পারো না?

মায়া মুড়ি চিবোতে চিবোতে রিদের দিকে তাকিয়ে বলল...

‘নাহ আমার বুদ্ধি নেই। আমি ছোট মানুষ সেজন্য বুদ্ধি খাটাতে পারি না।

মায়া কথা রিদ রাগে কটমট করে বলল...

‘তুমি ছোট?

‘হ্যাঁ!

‘তাহলে আমি কে?

‘আপনি মানুষ।

‘শাটআপ।

‘ওকে!

রিদ দাঁতে দাঁত পিষে বলে...‘ তুমি ছোট হলে আমি কি করে তোমার সাথে? স্বামী তো আরও আড়াই বছর আগেই জুটাইছো। তাহলে বুদ্ধি করে বোখরা পড়তে পারো না।

রিদকে রেগে যেতে দেখে মায়া খাওয়া থামিয়ে গাল ফুলিয়ে বলল...

‘রাগ করছেন কেন? কেউ আমাকে কখনো বোরখার কথা বলেনি সেজন্য পড়া হয়নি। আপনি বললে অবশ্যই পড়বো। আমি তো আপনার সব কথা শুনি তাই না।

মায়ার গাল ফুলানো কথায় মূহুর্তে রিদের সব রাগ নেমে গেল। মন মস্তিষ্ক শীতল হলো মায়ার কথায়। হঠাৎ করে অজানা কারণে মায়ার প্রতি খুব মায়া হলো রিদের। মনে হচ্ছে দুজনের শেষ দেখা এটা। যদি রিদ এসবে বিশ্বাসী নয়। তারপরও রিদ হাত বাড়িয়ে মায়ার মাথায় হাত রাখল পরম যত্নে। পরপর মায়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল...

‘ আমার হয়ে থাকবে তো সারাজীবন?

মায়া মিহি গলায় উত্তর করলো তম্বুনি। বলল...‘
আমিতো আপনারই।

‘ আমি না থাকলেও আমার হয়ে থাকবে তো?

রিদের কথাটা মায়া পছন্দ হয়নি। রিদ ছাড়া মায়ার
অস্তিত্ব শূন্য। তাই মায়া কেমন জেদি সুরে উত্তরে
বলল...

‘ আপনি না থাকলে আমিও নেই। আপনি আছেন
বলেই আমি আছি। আপনি আমাকে ছাড়া কোথাও
যাবেন না। আমি থাকতে পারবো না।

মায়ার কথায় রিদের মন শান্ত হলো। রিদ মায়াকে
আশ্বস্ত করে বলল...

‘ কোথায় যাচ্ছি না বউ! এইতো আছি আমি।

রিদ মায়ার মাথা থেকে হাত নামাতে নামাতে পুনরায়
হাতের ফোনটা ভেজে উঠতেই রিদ ফোনের দিকে
এক পলক তাকিয়ে ফের মায়ার দিকে তাকাল।
মায়ার দিকে তাকিয়ে বলল....

‘ আর কিছু খাবে তুমি?

মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিতেই রিদ বলল....

‘ আচ্ছা তাহলে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে খাও আমি কলটা এটেন্ড করে আসছি কেমন?

মায়া মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে বলল...

‘ আচ্ছা। রিদ হাতের ফোনটা নিয়ে খানিকটা দূরে দাঁড়াল মায়ার থেকে। বেশ একটা দূরে নয় এইতো দশ-পনেরো কদমের দূরত্বে দাঁড়িয়ে রিদ নিজের জরুরি ফোনালাপ চালাল। সাথে সতর্কতা অবলম্বন করে ফুটপাথের খানিকটা পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। সামনে দিয়ে রিকশা, অটোরিকশা, আর প্রাইভেট কারের যাতায়াত চলছে পরপর। সবকিছুই ঠিকঠাক স্বাভাবিক। আশেপাশে রিদের ছেলেপেলে আনাগোনা। মায়া ঝালমুড়ি চিবুচ্ছে। আর আয়ন আরিফসহ বাকি ছেলেদের নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে হাতে সকলের জন্য খাবার প্যাকেট নিয়ে। এমন্ত অবস্থা বিকশ শব্দে সবকিছু যেন থমকে দাঁড়াল। এক মূহুর্তে জন্য উপস্থিত কেউ বুঝল না কি হয়েছে আসলে। দুই তিন সেকেন্ডের মধ্যে মায়ার গর্গন ফাটানো চিৎকারের মন্ত হলো সবকিছু। চোখে পলকে মায়ার হাতে ঝালমুড়ি আর রিদের ফোন দু’টোই রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো এলোমেলো ভাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে রিদের

নৃত্যন্ত দেহটা চলন্ত ট্রাকের সঙ্গে বাড়ি হয়ে লুটিয়ে
পরলো রাস্তায়। মূহুর্তে মাঝে তরল তাজা রক্ত ভেসে
গেল রাস্তা। গরগর করে ভেসে গেল সবকিছু। রিদের
নিশ্বাস তখনো থেমে থেমে চলছিল। চোখের পাতা
বন্ধ হওয়া পথে দেখা গেল মায়াকে চিৎকার করে
দৌড়ে আসতে। রিদের দেহ অক্ষত অবস্থায় হলো
মাথাটা বেশ খেঁতলে গেছে ট্রাকের সঙ্গে ভারি খেয়ে।
কপাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে রক্ত চোখের পাতা বেয়ে রাস্তায়।
সবকিছু কেমন নিস্তব্ধ আর নিশ্চুপ লাগছে রিদের
কাছে। অথচ চারপাশে কেমন সোরগোল আর অস্থির
উত্তেজিত পরিবেশ হয়ে উঠলো রিদের এক্সিডেন্টে।
চারপাশের রিদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছেলেপেলে
মাঝে মূহুর্তে দৌড়াদৌড়ি আর অস্থির উত্তেজনা
চিৎকার শুনা গেল। সকলের মুখে মুখে ভাই!
ভাইয়ের! স্বর চিৎকারের কম্পিত পরিবেশ। আয়নের
আরিফের খাবার প্যাকেট গুলো রাস্তায় পরে রইল
অবহেলিত অবস্থায়। শুধু রিদের ছেলেপেলের মধ্যে
অস্থির উত্তেজনা প্রকাশ পাইনি। রাস্তা সবত্র গাড়ি
থেমে যায় রিদ খানের এক্সিডেন্টের খবর পেয়ে।
হৈচৈ, সোরগোল, দোকান পাট থেকে শুরু করে গাড়ি

থেকে মানুষজন বেড়িয়ে দৌড়াল ট্রাকের পিছন পিছন
আর বাকি রিদের উদ্দেশ্যে। মুখে মুখে সকলের একই
কথা দেখে শুনে রিদ খানকে ট্রাক চালক টক্কর
মেরেছে নয়তো রিদ রাস্তার ফুটপাথের ঘেঁষেই
দাঁড়িয়ে ছিল সেথায় সচরাচর রিকশা ব্যাতিত ট্রাক
চলা নিষেধ। সেখান থেকে এক্সিডেন্ট মানে কেউ
সেচ্ছায় এই কাজটা করেছে যড়যন্ত্র করে। এখন প্রশ্ন
হলো রিদ খান বাঁচবে তো? শান্ত স্বাভাবিক পরিবেশটা
হঠাৎ করেই কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠলো। মায়ার
গগন কাঁপানো চিৎকারের যেন মাটিসহ সবকিছু
কম্পিত হচ্ছে। মায়া প্রথম রিদের মাথা কাছে বসল।
উপুড় হওয়া রিদকে রাস্তা থেকে টেনে নিজের কোলে
শোয়াল। রিদের হেঁতলে যাওয়ার মাথা দেখে মায়া
শরীরের কম্পন বাড়াল। রিদকে দু'হাতে ঝাপটে
জড়িয়ে পাগলে মতোন চিৎকারে বলতে লাগল...

‘জান, জান, জান চোখ বন্ধ করবেন না জান। কিছু
হবে না আপনার। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমি
আছি তো। জান জান।

মায়ার অনবরত প্রবলে রিদ চোখ টেনে মায়ার দিকে
তাকাল। নিশ্বাস প্রায় বন্ধের পথে তারপরও হাত

বাড়িয়ে মায়ার মাথায় হাতটা রাখতে চাইলে মায়া
মূহুর্তে মাথাটা ঝুঁকে দিলে রিদের সামনে। মায়া
মাথার সাদা হিজাবের উপর রিদের কম্পিত হাতটা
কোনো রকমের রাখতে রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেল
সেটা। রিদের মায়ার সঙ্গে আর শেষ কথা বলা হলো
না তার আগে রিদের হাতটা মায়া মাথায় থেকে
কোলে ঢলে পড়তেই মায়া পুনরায় চিৎকার করে
পাগলামি করে বলল...‘ এই,এই, আপনি এক্ষন
আমারে বলছেন, আপনি আমারে ছাড়া কোথাও
যাবেন না। তাহলে চোখ বন্ধ করলেন কেন? চোখ
খুলুন। খুলুন বলছি। আমি আপনারে ছাড়া বাঁচব না
জান। (রিদের সারা শব্দ না পেয়ে মায়া গগন
কাঁপানো চিৎকার আসলো তক্ষুনি) আল্লাহ গো।
আল্লাহ তুমি কই। আল্লাহহহহহহ! আআআ।
মায়ার বুক ফাটা আতর্নাদে মানুষ থেকে শুরু করে
যেন জমি, আসমান, গাছে পাতা গুলো যেন হাহাকার
করছিল মিলের অমিল দেখে। ততক্ষণে রিদ মায়াকে
ঘিরে দাঁড়াল সকলেই। আসিফ, আয়ন, আরিফ,
জুইসহ উপস্থিত সকলের ভিড় পরলো সেখানে। ছোট
বড় সকালের চোখে পানি। আয়ন আসিফ এমনকি

আরিফসহ সকলেই কাঁদছে ভাই ভাই বলে। আয়নের চোখেও পানি। একজন ডাক্তার হয়েও সে কম্পিত হাতে রিদের পার্স চেক করছে। চারপাশে মূহুর্তে মাঝে কেমন হাহাকার চেয়ে গেল। আয়ন আসিফসহ কিছু ছেলেপেলে রিদের দেহটা ধরাধরি করে উঠাতে চাইলে জুই আরিফ এগিয়ে এসে মায়াকে ঝাপটে জড়িয়ে ধরে আঁটকাল দু'হাতে টেনে। মায়া শক্তিতে আরিফ আর জুইয়ের সঙ্গে উঠতে না পেরে ছটফটে লাফাতে লাগল রিদকে নিয়ে যেতে দেখে। মায়া পাগলের মতোন ধ্বস্তাধস্তি করল জুই আরিফের থেকে ছাড়া পেতে। আতঁচিৎকার বলতে বলতে লাগল মায়া...‘ জুই আমারে ছাড়। আমারে যাইতে দে তোরা। আমার স্বামী! আমার স্বামী ভালো নেই জুই। আমার স্বামী ভালো নেই। আমি উনারের ছাড়া বাঁচবো না জুই। আমারে যাইতে দে তোরা। যাইতে দে। আল্লাহ! ওহ আল্লাহ! আল্লাহহহহ গো!

চিৎকার করতে করতে মায়া শক্তিতে উঠতে না পেরে বসে গেল। মায়াকে রাস্তায় বসে যেতে জুই আরিফ দুজনই মায়ার দু'হাত শক্ত করে চেপে ধরে রাস্তায় বসিয়ে রাখলে মায়া পুনরায় ধ্বস্তাধস্তি করে আরিফের

কাছে আকুতি করে বলল...‘ ভাই আমারে যাইতে
দাও না ভাই। তোমার পায়ে পড়ি আমি। আমার স্বামী
ভালো নেই ভাই, আমার তার কাছে যাইতে দাও।
আমার উপর দয়া করে ভাই। আমারে যাইতে দাও।
সবাই উনারে নিইয়া চইলা যাইতাছে ভাই। আমারে
যাইতে দাও তুমি। আমি উনারে ছাড়া বাচবো না
ভাই। বাঁচবো না। আল্লাহহ। আল্লাহহহহহহ।

মায়ার আতঁচিৎকার জুই আরিফ দুজনই কাঁদল
তারপরও মায়াকে ছাড়াল না। এখানে অসংখ্য
ছেলেদের মাঝে মায়া কোথায় যাবে? তাছাড়া রিদের
এই কন্ডিশনল মায়ার থাকা ঠিক হবে না। কারণ
রোগীর কাছে চিৎকার করা ঠিক না। তাছাড়া মায়ার
যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে সে রিদের ক্ষতি না করলেও
নিজের ক্ষতি করে ফেলবে পাগলামি করতে করতে।
তাই আপাতত মায়াকে রিদের থেকে দূরে রাখতে
আরিফ জুই মায়াকে আঁটকে রাখল। রিদকে
হসপিটলাইজ করলে না-হয় তখন আরিফ মায়াকে
নিয়ে যাবে দেখতে। রিদের দেহটাকে সকলে
দৌড়াদৌড়ি করে গাড়িতে উঠাতে দেখে মায়া ফের
গর্জের চিৎকার করে আল্লাহকে ডাকল সাহায্য

চেয়ে...‘ আল্লাহহহহ! ওহ আল্লাহহ! তুমি কই আল্লাহ
তুই কই? তুমি সহায় হও তার। আল্লাহহহ!
আআআআআ

বলতে বলতে মায়া জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পরলো
আরিফের কোলে। মায়ার সাদা ড্রেস রিদের তাজা
রক্তে লাল লাল হয়ে আছে মাথা থেকে পা পযন্ত।
রিদের গাড়ি নিয়ে যেতেই রাস্তার মানুষজন মায়াকে
ঘিরে ভিড় জমাল গঞ্জন করতে করতে। কোলাহলময়
একটি অস্থির উত্তেজিত পরিবেশ। দিনের শেষে
সন্ধ্যার আবেশ ধরনী জুড়ে। সময়টা প্রায় ছয়টা
ত্রিশের ঘরে। অবস্থান চট্টগ্রাম মেডিকেল হসপিটাল।
রিদের এক্সিডেন্ট হয়েছিল প্রায় চারটের নাগাদ।
বিগত আড়াই ঘণ্টা যাবত রিদকে নিয়ে ওটিতে
ডক্টররা। ইমার্জেন্সি চলছে। সেখানে উপস্থিত আয়ন
নিজেও। প্রফেশনাল ডাক্তার হয়েও আজ তার বুক
হাত উভয় কাঁপছে রিদকে শয্যাশায়ী দেখে। আয়নের
দেখা এই প্রথম রিদ খান নিস্তর্র আর নিশ্চুপ শুয়ে
আছে। মাথা একপাশ খেঁতলে যাওয়ায় সেখানটায়
ট্রিটমেন্ট চলছে। আয়ন প্রফেশনাল ডাক্তার হওয়ায়
সে বুঝতে পারছে এসব চিকিৎসা রিদের তেমন

কাজে দিবে না। রিদের শ্বাস খুবই ধীর গতিতে ফেলছে। বলতে গেলে থেমে থেমে। মস্তিষ্কে আঘাত পেয়েছে ভিষণ। সেজন্য শরীর রেস্পন্স করছে না। মৃত্যু দেহের নেয় নেতিয়ে রিদের শক্তপোক্ত শরীরটা। রিপোর্টে এসেছে এক্সিডেন্টের ফেলে রিদের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে বেশ। যার জন্য রিদের নাক-কান উভয় পথে রক্ত ঝরেছে। মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে এটা রিদকে কোমায় নিয়ে যাওয়ার চান্স বেশি। আয়নের দুচোখ সিক্ত হলো নোনা জ্বলে। সে ইতিমধ্যে রিদের সকল রিপোর্ট দেখেছে। সেখানে স্পষ্ট লেখা পেশেন্টের লাইফ চান্স ১০%। যার জন্য আয়নের বুক কাঁপছে রিদের বর্তমান পরিস্থিতি কথা ভেবে। অসহায়, হাহাকার বুকে দু'হাতে মুঠোয় রিদের হাতটা চেপে ডাক্তার সঙ্গে ওটিতে দাঁড়িয়ে। সে নিজে ডাক্তার হয়েও রিদকে চিকিৎসা করার মতোন শক্ত মনোবল আয়নের এই মূহুর্তে নেই। তার চেয়ে যেটা আয়নকে বেশি ঘায়েল করছে সেটা হলো রিদের বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক চিকিৎসা বাংলাদেশে সম্ভব নয়। বাহিরে দেশে কোথাও নিতে হবে। কিন্তু বাহিরে দেশে নেওয়া অন্ধ

রিদের শ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে কিনা সেই আশঙ্কার
ভয়ে আয়নসহ গোটা ডক্টর টিম। ভঙ্গ হৃদয়ে আয়নের
চিৎকার করে কাঁদতে মন চাইল। কারণ এই মুহূর্তে
রিদের জন্য করার মতোন কারোও হাতে কিছু নেই।
আয়ন চেয়েও রিদের জন্য কিছু করতে পারছে না।
ডক্টররা যারা ইমার্জেন্সিতে রিদের ট্রিটমেন্ট করছে
তারা একটু পর ট্রিটমেন্ট শেষে আয়নকে কি বলবে
সেটা আগ থেকেই জানা আয়নের। নিরাশ আয়নের
বারবার চোখের পাতা ভিজে উঠলো নোনা জলে।
ছেলেদের কাঁদতে নেই অথচ আয়ন আজ চেয়েও
নিজের চোখের পানি থামাতে পারছে না। বুক ফাটা
কষ্টে তীব্র কান্না পারছে ওর। ওটির বাহিরে দাঁড়িয়ে
থাকা আপনজনদের কি জবাব দিবে সে? যখন
জানতে চাইবে রিদ কেমন আছে? কি বলবে? রিদ
ভালো নেই? রিদের বাঁচার সম্ভাবনা ১০% বা তারও
কম? আয়নের চিন্তা ভাবনার মাঝেই বাকি ডক্টরা
রিদের মাথার আঘাত প্রাপ্ত যায়গা গুলোতে ওয়াশ
করে প্রাথমিক সেলাই করে পিছন ঘুরতে ঘুরতে
ডক্টর রাশেদ আয়নের উদ্দেশ্যে বলল...‘ পেশেন্টের
মাথার অবস্থা খুবই খারাপ ডক্টর আয়ন। আমাদের

ধারণা বাকি চিকিৎসা সম্ভব নয়। যত দ্রুত সম্ভব পেশেন্টকে ঢাকা ট্রান্সফার করুন প্লিজ। উনার বাঁচা খুব কম। বাকিটা আপনি হয়তো রিপোর্টে দেখেছেন ডক্টর আয়ন।

ডক্টর রাশেদ কথা গুলো বলেই আবারও রিদের রিপোর্ট গুলো চেক করতে বেড়িয়ে যেতেই আয়ন হাঁটু গেঁড়ে বসে গেলো ফ্লোরে। দু'হাতে মুঠোয় রিদের নিস্তেজ হাতটা চেপে কপালে ঠেকিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল বুক ফাটা আতর্নাদে...

‘আই এম সরি ভাই। আই এম সরি! তোর জন্য কিছু করতে পারছি না। কিছু না। আয়নের কান্না বলে দিচ্ছে রিদকে ইমার্জেন্সিতে ঢাকা ট্রান্সফার করালেও সেখানে ডক্টরাও তাই বলবে যা এই মূহুর্তে ডক্টর রাশেদ বলে গেল। তাঁরাও হয়তো ডক্টর রাশেদ মতোন দু'ঘন্টা চেষ্টার পর জানাবে তাদের ধারণা সম্ভব নয় পেশেন্টের সুস্থতা নিশ্চিত করা। অথচ ওটির বাহির থেকে আপনজনদের হাহাকার আর কান্নার গুঞ্জন শুনা যাচ্ছে। তাদের কি উত্তর দিবে আয়ন? কি বলবে? আয়নের কান্নার মাঝেই হসপিটালের তীব্রস্বরের যান্ত্রিক শব্দ ভেসে এলো

বাহির থেকে। তীব্র কম্পনে শাঁ শাঁ শব্দে আয়ন
রিদের হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সে জানে শব্দ
কিসের। কার আগমন ঘটেছে চট্টগ্রামের মাটিতে।
আয়ন অশ্রু সিঁক্ত চোখে গিয়ে দাঁড়ালো ওটির
জ্বানালার পাশে। থাই গ্লাস দিয়ে নিচে তাকাতেই
চোখে পড়লো শতশত মানুষের ভিড় হসপিটালের
চত্বরে। সকলেই রিদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে
হসপিটালের চত্বরে। মন্ত্রী নিহাল খানের ছেলে রিদ
খানের এক্সিডেন্ট বলে কথা হসপিটালের ভিড়তো
এমনি হতো। তবে প্রশাসনের পুলিশ ভিড়ও দেখা
গেল সেখানে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য জায়গায়
জায়গায় পুলিশ দাঁড়িয়ে। কিন্তু অস্থির উত্তেজিত
পরিস্থিতির জন্য হসপিটালের অন্যান্য রোগীদের
অসুবিধা হচ্ছে সেটা জেনেও কারও হাতে পরিস্থিতি
নিয়ন্ত্রণ করার মতোন কিছুই নেই। প্রতিনিয়ত
মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। নিহাল খানের রাজনৈতিক
দলের লোক থেকে শুরু করে বড় বড় নেতৃবৃন্দসহ
উপস্থিত আজ হসপিটালের চত্বরে। আয়ন চোখ
ঘুরিয়ে তাকাল শূন্য আকাশ থেকে নামা
হেলিকপ্টারটির দিকে। গোল গোল পাখা ঘুরিয়ে

হেলিকপ্টারটি নামলো হসপিটালের থেকে বেশ দূরে
খালি মাঠে। যেখানে আগ থেকেই উপস্থিত ছিল
রিদের বেশ কিছু বডিগার্ড। ক্যাপ্টেন হেলিকপ্টারের
দরজার লক খুলে দিতেই দুজন বডিগার্ড এগিয়ে
এসে দরজা টেনে খুলতেই বেড়িয়ে আসল রিদের মা
সুফিয়া খান। তিনি হেলিকপ্টার থেকে বেড়িয়ে সোজা
হাঁটল হসপিটালের উদ্দেশ্যে। আজ প্রায় পনেরো বছর
পর এই চট্টগ্রামের মাটিতে পা পরেছে উনার। সেই
পনেরো বছর আগে এক কাপড়ে স্বামী ঘর
ছেড়েছিলেন তিনি ,আর আজ পনেরো বছর পর
ফিরছেন ছেলের এক্সিডেন্টের খবর শুনে। বিগত
পনেরো বছর আগে যখন এই দিনে স্বামীর ঘর
ছেড়েছিলো সেদিন উনার চোখে জল ছিল না। ছিল
শুধু রাগ আর জেদের বশবতী হয়ে স্বামী ও সংসার
ছেড়েছিলো তিনি কিন্তু আজ চোখ ভরতি মমতার।
শক্ত মানুষ গুলো নাকি কাঁদলে মানায় না। যেমনটা
সুফিয়া খানকে দেখলে যেকোউ বলবে সেটা। আজ
অবধি কখনো কেউ সুফিয়া খানকে কাঁদতে দেখেছে
কিনা জানে না। নিহাল খান নিজেও হয়তো কখনো
নিজের বউকে কাঁদতে দেখেনি। এমনকি সুফিয়া

খানের বাবা-মার মারা যাওয়ার সময়কালেও তিনি দেখেনি সুফিয়া খান কাঁদতে। অথচ আজ উনার চোখের পাতাসহ লাল হয়ে ফুলে আছে অতিরিক্ত কান্নার ফলে। শক্ত মানুষ গুলো কাঁদলে শব্দ হয়না। নিশ্চুপে শুধু চোখে জলই ঝরে যায়। এই মূহুর্তে সুফিয়া খানের চোয়াল শক্ত হয়ে আছে অতিরিক্ত রাগে অথচ চোখসহ গাল অনবরত ভিজে উঠছে কান্নায়। সুফিয়া খান হসপিটালের করিডোরে পা রাখতেই আপনজনের কান্নার শব্দ ভেসে এলো কানে। রিদের তিন ফুপির দুই ফুপিও উনাদের স্বামী সন্তানেরা সকলেই উপস্থিত হসপিটালে। আয়নের বাবা-মা বাদে। উনারা লন্ডনের বাসিন্দা সেজন্য আজ এই মূহুর্তে এখানে নেই। তবে শশী ও তার মা-বাবা দুজন অশ্রু সিক্ত চোখে খান বাড়ির সকলের সাথে দাঁড়িয়ে। বলতে গেলে খান বাড়ির হাতেগোনা কয়েকজন কর্মচারী বাদে সকলেই উপস্থিত হসপিটালে রিদের খবর জানতে। সুফিয়া খান পরিচিত মানুষের মুখ সেই নিচ তলা হতে তৃতীয় ফ্লোরে উঠা অবধি দেখা পেয়েছে। সকলের দৃষ্টি কেন্দ্র বিন্দু ছিল রিদের মা সুফিয়া খান। হসপিটালের

করিডোরের পরিচিত অপরিচিত অসংখ্য মানুষের ভিড়
জমে থাকায় হাঁটা রাস্তা নেই। তবে সুফিয়া খানের
আগমন সকলেই করিডোরে দুপাশে হয়ে দাঁড়াল রাস্তা
করে। অপারেশন থিয়েটার সম্মুখে মাথা ঝুঁকে ফ্লোরে
বসেছিল নিহাল খান। হঠাৎ পায়ের খটখট শব্দে
সামনে তাকাতে চোখে পরলো একটা প্রিয় মুখ।
নিস্তব্ধ নিশ্চুপ পলকে তিনি সেদিকেই তাকিয়ে রইল
তেজে হেঁটে আসা রাগান্বিত মহিলাটির দিকে। অতি
আপনজনে অতি প্রিয় একটা মুখ নিহাল খানের।
অথচ আজ কতোটা বছর পর সামনে থেকে দেখা
পেল তিনি। নিহাল খানকে একই ভাবে তাকিয়ে
থাকতে দেখে প্রথম রাদিফ পরে সকলেই তাকাল
সুফিয়া খানের দিকে। সুফিয়া খানকে দেখে অতি
আবেগ ভালোবাসা দেখিয়ে শশীর মা এগিয়ে এসে
জড়িয়ে ধরতে চাইলে সুফিয়া খান হাতের ইশারায়
বাধা দিয়ে সামনে হাঁটালো। উপস্থিত সবাইকে এরিয়ে
মুখোমুখি হলো ডক্টরের সঙ্গে। ডক্টর রাশেদ সবেমাত্র
ওটি থেকে বেড়িয়ে ছিল সবার সঙ্গে কথা বলবে
বলে। কিন্তু তার আগেই মুখোমুখি হলো সুফিয়া খান।
ডক্টর রাশেদ কিছু বলবে তার আগেই অস্থির

উত্তেজিত ব্যাকুলতায় প্রশ্ন করলো সুফিয়া খান...‘
ডক্টর আমার ছেলের কি অবস্থা? ওকে দেখতে
পারবো একটু?

সুফিয়া খানের সম্পর্কে বেশ ধারণা ছিল না ডক্টর
রাশেদের। তিনি মন্ত্রী নিহাল খানকে চিনলেও উনার
বউ হিসাবে সুফিয়া খানকে চিনেন না। আর না
কখনো দেখেছে। ডক্টর রাশেদ সুফিয়া খানের কথার
উত্তর করলো না মেয়ে মানুষ বলে তিনি সরাসরি
কোনো পুরুষের সাথে কথা বলতে চাই। বিশেষ করে
রিদের বাবা নিহাল খানের সঙ্গে। সেজন্য তিনি
আশেপাশে মাথা ঘুরিয়ে নিহাল খানের খোঁজ করলো
রিদের কন্ডিশন জানাতে। পেয়েও গেল নিচে ফ্লোরে
বসা নিরুপায় বিধস্ত নিহাল খানকে। ডক্টর রাশেদ
সুফিয়া খানকে এরিয়ে নিহাল খানের দিকে ঘুরে
বলতে চাইল...

‘ স্যার পেশেন্টের কন্ডিশন স্টেবল না। প্রচুর
রক্তপাত হয়েছে মাথা থেকে...ডক্টর রাশেদ বাকি
কথা শেষ করার আগেই সুফিয়া খান অস্থির উত্তেজিত
ভঙ্গিতে ডক্টরের উদ্দেশ্য বলল....

‘ আমাকে বলুন যা বলার ডক্টর। পেশেন্টের অবস্থান সম্পর্কে আমাকে জানান। আমি গার্ডিয়ান পেশেন্টের। সুফিয়া খানকে না চিনায় এবারও ডক্টর রাশেদ সুফিয়া খানকে অপেক্ষা করে পুনরায় ঘুরে গেল নিহাল খানের দিকে। যেখানে স্বয়ং মন্ত্রী নিহাল খান দাঁড়িয়ে আছে সেখানে অন্য কারও সাথে কথা বলার প্রয়োজন মনে করলো না ডক্টর রাশেদ। ততক্ষণে নিহাল খানও বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল ডক্টরের সঙ্গে কথা বলতে। উনার চোখ মুখ ফুলে আছে অতিরিক্ত কান্নায়। উপস্থিত সকলের চোখে নোনাপানি। ডক্টর রাশেদ নিহাল খানের উদ্দেশ্যে আবারও বলতে চাইল... ‘ স্যার পে....

ডক্টর রাশেদ বাকি কথা শেষ করার আগেই শক্ত হাতে উনার কল্লার চেপে ধরলো সুফিয়া খান। গর্জে উঠার মতোন রাগে তিরতির মেজাজে বলল... ‘ আমাকে চোখে পরে না? আমি কথা বলছি কানে যায় না? কই টাকার ডাক্তার তুই? আমাকে অপেক্ষা করিস। সাহস দেখাস? আমাকে চিনিস?

সুফিয়া খানকে ক্ষেপে যেতে দেখে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে আসল রাদিফ, আসিফ আর হেনা খান। আসিফ

সুফিয়া খান কে টাচ্ না করলেও রাদিফ নিজের মাকে
শান্ত করার জন্য হাত টানলো পরিস্থিতি সামাল
দিতে। ভাঙ্গা গলায় ডক্টর রাশেদের উদ্দেশ্যে বলল....

‘ উনি আমাদের মা ডক্টর। যা বলার আম্মুকে বলুন।
আমরা শুনব।

সুফিয়া খানের বগল খাবাই যতটা না ভয় পেয়েছিল
এখন আসল পরিচয় পেয়ে ভিতরকার ভয়টা আরও
বেড়ে গেল ডক্টর রাশেদের। তিনি এবার সুফিয়া
খানকে বলতে লাগল...‘ আসলে পেশেন্টের মাথায়
গুরুতর আঘাত পেয়েছে। মাথার বাম পাশটা পুরো
থোঁতলে যাওয়ার কারণে পেশেন্টের মস্তিষ্কের রক্ত
উঠে গেছে যার জন্য পেশেন্টের লাইফ চান্স ১০%।
এতো রিস্কের মধ্যে ট্রিটমেন্ট করা আমাদের ধারণা
সম্ভব নয়। আমরা ঢাকা ট্রান্সফার করালেও সেখানেও
সেইম কথাটাই বলবে। বলতে পারেন পেশেন্টের
কন্ডিশন অনুযায়ী সঠিক চিকিৎসা বাংলাদেশ কোথাও
সম্ভব নয় এই মূহুর্তে। বাংলাদেশের ডক্টর পারবে না
পেশেন্টের মাথার সেনসেটিভ পার্টে সার্জারী
সঠিকভাবে করতে। আমরা....ডক্টর রাশেদের কথায়
শেষ না হতেই পুনরায় তেতে উঠলো সুফিয়া খান।

তারা যদি সঠিক ট্রিটমেন্ট করতে না পারে তাহলে
এতক্ষণ পযন্ত তাদের কাছে পেশেন্টটা আটকিয়ে
রাখল কেনো এই হসপিটালে? এতে পেশেন্টের
চিকিৎসার অভাবে লাইফ চান্স কমছে না প্রতিনিয়ত?
তেতে উঠা সুফিয়া বেগম পুনরায় নিজের মেজাজ
হারিয়ে একই ভাবে কর্নার চেপে ধরলো ডক্টর
রাশেদের। রাগান্বিত ভঙ্গিতে বলল....

‘ কিছু করতে না পারলে আমার ছেলেকে এতক্ষণ
কেন রেখেছেন হসপিটালের মধ্যে ? আমার ছেলের
কিছু হলে এর দায়ভার কে নিবে? আপনি? বলেন
আপনি? সুফিয়া খান নিজের অতিরিক্ত রাগ কন্ট্রোল
করতে না পেরে নিজের হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে
আবারও বলল....

‘ আমার ছেলের যদি কিছু হয় তোর মতোন শত
ডাক্তারের ঠিকানা আমি একাই লাগাবো ডক্টর।

করিডোরে ভিড়ে জমে থাকা অসংখ্য মানুষ গুলো
হঠাৎ কেমন নিশ্চুপ আর ভয়ে চুপ হয়ে গেলো সুফিয়া
খানের তেজ দেখে। উপস্থিত সকলেই কেমন অবাক
চোখে তাকালো সুফিয়া খানের দিকে। সকলেই
জানতো রিদ খানের মা আছেন কিন্তু তিনি কে? বা

কেমন সেটা কেউ জানতো না। আর যারা জানে
সুফিয়া খানের সম্পর্কে তাঁরা সকলেই চুপ। নিহাল
খানের সঙ্গে উনার দলের লোকসহ খানার ওসি,
এসআই বেশ কিছু পোষাকদারি পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল
সেখানে। সুফিয়া খানের রাগ দেখে তারাও বোকার
মতোন তাকিয়ে আছে। মেয়ে মানুষের এতো রাগ
হতে পারে সেটা জানা ছিল না কারোও। এ যেনো
রিদের প্রতিচ্ছবি যেটা আজ দেখলো। নিহাল খান
নিজের বউয়ের সম্পর্কে ধারণা থাকায় তিনি
উত্তেজিত পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসতে
চাইল সুফিয়া খানের দিকে। আজ বিগত পনেরো
বছরের মনমালিন্যতা পিছনে ফেলে প্রথমবারের
মতোন নিজের বউয়ের মুখোমুখি হতে চেয়ে কথা
বলতে চাইল। সুফিয়া খানকে বাঁধা দিয়ে এগিয়ে
এসে বলতে চাইল... ‘তুমি প্লিজ শান্ত হও সুফ....

নিহাল খানের বাকিটা শেষ করার আগেই ঠাস করে
থাপ্পড় পরলো পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রাদিফের গালে।
এই পরিস্থিতিতে মায়ের হাতের থাপ্পড় খেয়ে গালে
হাত দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল বাবার দিকে তাকিয়ে।
রাগে কটমট করছে সুফিয়া খান। রাদিফকে মারতে

দেখে হাই হাই করে উঠলো হেনা খান। আরাফ খান এই হসপিটালেই এডমিট। তিনি অসুস্থ হয়ে পরেছেন রিদের খবর শুনে। বয়স্ক মানুষ হওয়ায় রিদের এক্সিডেন্টের খবর শুনে অতিরিক্ত কান্নার ফলে জ্ঞান হারিয়ে একই হসপিটালের অন্য কেবিনে শুয়ে আছে। নিহাল খান রাদিফকে মারতে দেখে তিনি সুফিয়া খানকে আবারও বাঁধা দিয়ে বলতে চাইল...

‘ওকে কেন মারছো? ওহ....পুনরায় ঠাস শব্দে রাদিফের অপর গালে থাপ্পড় পরলো সুফিয়া খানের। নিশ্চুপ পরিস্থিতি আরও নিশ্চুপ হয়ে গেল পরপর দুটো থাপ্পড়ের শব্দে। নিহাল খান বুঝতে পারলো রাদিফের গালে পড়া থাপ্পড় দুটো রাদিফের গালে নয় বরং অদৃশ্য ভাবে উনার গালে মেরেছে সুফিয়া খান। কারণ রিদের আজ এই পরিস্থিতির জন্য উনার বউ সরাসরি উনাকেই দ্বায়ী করছে সেজন্য উনার রাগটা রাদিফের উপর দিয়ে যাচ্ছে এখন। রাদিফ পরপর দু’গালে হাত দিয়ে অসহায় মুখ করে দাঁড়িয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে, রাদিফের অসহায় দৃষ্টি বলছে, বাবা তুমি এই মূহুর্তে চুপ থাকো প্লিজ। নিহাল খান চুপ

করে গেলেও হেনা খান সুফিয়া খানের হাত টেনে
নিজের দিকে ফেরাতে ফেরাতে বলল....

‘ কি করছো তুমি সুফিয়া? সবাই দেখছে তোমাকে ।
এটা হসপিটাল বাড়ি নয় ।

হেনা খানের কথায় তৎক্ষণাৎ সুফিয়া খান রাগে
তেতে উঠে বলল...‘ আপনার ছেলের জন্য আজ
আমার ছেলের এই অবস্থা হয়েছে মা । আজ যদি
আমার ছেলের কিছু হয় আপনার ছেলের জন্য তাহলে
আমি আপনার ছেলেকে ছাড়বো না মা । পনেরো বছর
আগে যে কারণে আপনার ছেলেকে আমি ছেড়েছিলাম
আজ ঠিক একই কারণে আমার ছেলে মরতে
বসেছে । আজ আপনি কি বলবেন?

সুফিয়া খানের কথায় নরম হয়ে আসল হেনা খানের
সুর । তিনি বলল...

‘ নিহাল কি ওর ছেলের ক্ষতি করবে সুফিয়া?

‘ দোষ গুণ জানি না মা । আমার ছেলের কিছু হলে
আমি আপনার ছেলেকে ছাড়বো না । এর শেষ আমি
দেখেই ছাড়ব ।

কথাটা বলতে বলতে তিনি তৎক্ষণাৎ তেজি স্বরে
ডাকল আয়নকে....

‘ আয়ন । আয়ন !

ওটি থেকে কয়েক সেকেন্ড মধ্যে বেড়িয়ে আসল আয়ন । গায়ে ওটির পোষাক । মুখে মাক্র খুলে সুফিয়া খানের মুখোমুখি হতে হতে নরম গলায় বলল... ‘ জ্বি মামী ।

‘ কি করতে হবে বলো? কোন দেশে নিতে হবে আমার ছেলেকে । ১০ % কেনো? ১% চান্স হলেও আমি ছেলেকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনব ইনশাআল্লাহ । দ্রুত বলো কোথায় নিতে হবে বাকিটা আমি সামলে নিবো । আমি আমার ছেলের সুস্থ্যতা নিশ্চিত করতে চাই । এ্যাট এনি কস্ট ।

‘ মামী রিদের কন্ডিশন স্টেবল না । এই অবস্থায় ওকে আগে চব্বিশ ঘণ্টা ট্রিটমেন্টের মধ্যে রাখতে হবে নয়তো বিপদে পরে যাবো আমরা ।

‘ তাহলে ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে ডাক্তারসহ নিয়ে নাও আয়ন । কোন দেশে নিতে হবে বলো । আমরা এখান থেকে রিদকে ট্রিটমেন্ট দিতে দিতে নিয়ে যাবো বাহিরে । সময় কম দ্রুত বলো কোন দেশ ভালো হবে । ‘ ডক্টররা সিঙ্গাপুর কথা বলছে । তবে আমার মনে হয় লন্ডনে গেলে রিদের ট্রিটমেন্টের জন্য বেস্ট

হবে। সেখানে আমাদের পরিবারের সবাইও আছে।
হসপিটাল থেকে শুরু করে ডক্টরদের সঙ্গে আমার
রিদের রাদিফের তিনজনেরই পরিচিত ভালো আছে।
সবটা সহজে সামলে নেওয়া যাবে। চিকিৎসার জন্য
উত্তম হবে।

‘ওকে ডান। আসিফ!

সুফিয়া খান ডাকতেই তৎক্ষণাৎ উত্তর আসলো
আসিফের...’ জি ম্যাডাম।

‘ইমার্জেন্সি এয়ারলাইনসের জন্য যা যা করা লাগে
সব ঠিক কর। দরকার হলে পুরো ফ্লাইংজেট বুকিং
কর। আজ রাতের মধ্যেও লন্ডন যেতে চাই।

‘জি ম্যাডাম সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। রাত তখন দশ-
টার ঘরে। আরিফ ক্লান্তিতে বাসায় ফিরলো সবে।
চোখে মুখে উদাস আর ব্যর্থতার গ্লানি। বাসার
কলিংবেল বাজাতে গিয়ে হাত গুটিয়ে নিলো নিজের
অজান্তে। দরজায় কপাল ঠেকিয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেললো
পরপর। আবেশে চোখ বন্ধ করে নিলো তিক্ততায়।
কিছু ভয়ংকর অনুভূতি হচ্ছে আরিফের এই মুহূর্তে।
সময়টা কোথায় থেকে কোথায় এনে দাঁড় করালো।
দরজার ওপাশে আদুরের ছোট বোন বেহুশ অবস্থায়

পরে। আর দরজার এপাশে আরিফ অপরাধীর নেয় দাঁড়িয়ে। যখন মায়ার জ্ঞান ফিরবে আর জানতে চাইবে ওর স্বামী কোথায়? ঠিক আছে কিনা তখন আরিফ কি উত্তর দিবে? কি বলবে?যে আরিফ গিয়ে ছিলো হসপিটালে রিদের খবর নিতে অথচ মানুষের ভিড়ে সে কারও সাথে দেখা করতে পারেনি এমনটা বলবে? আসলেই আরিফ দেখা করতে পারেনি নাকি অন্য কিছু ছিল? রিদের এক্সিডেন্টের পর সবাই যখন রিদকে হসপিটালে নিয়ে যায় তখন আরিফ অজ্ঞানরত মায়াকে বাসায় নিয়ে আসে। ডাক্তার দেখায়। মায়ার হুশে ফিরার অপেক্ষা করে। একবার মায়া হুশে ফিরে আসলে তখন মায়াকে বুঝিয়ে শুনিয়ে হসপিটালে যাবে এমনটা আরিফের চিন্তা ভাবনা ছিলো। সেজন্য ডাক্তার দেখিয়ে মায়ার হুশে ফিরার অপেক্ষা পর্যন্ত করেছিলো আরিফ। অবশেষে দেখা যায় ঘন্টা খানিকের ভিতর মায়ার হুশ ফিরে আসলেও মায়া তখন মানসিক ভাবে স্টেবল ছিল না। বরং অতিরিক্ত পাগলামি আর চিল্লাচিল্লি করতে করতে দশ মিনিটের মাথায় আবারও জ্ঞান হারায় মায়া স্বামী,স্বামী করতে করতে। মায়ার অবস্থা দেখে আরিফ আবারও ডাক্তার

ডাকলো। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মায়ার ব্রেইন শান্ত থাকার জন্য ঘুমের ইনজেকশন দিলো মায়াকে। আরিফ বাধ্য হয়ে মায়াকে ঘুমে রেখে ওহ একাই হসপিটালে গিয়েছিলো রিদের খবর নিতে। আরিফ হসপিটালে যেতে যেতে দেখলো বিশাল ভিড় জমে আছে হসপিটালের চত্বরে। খান বাড়ির সকলের হাহাকার আর আতঁচিৎকারে উপস্থিত সকলের চোখে পানি। আরিফ আজ প্রথমবারের মতোন রিদ খানের মাকেও দেখেছিলো সে। সেকি দারুণ তেজ মহিলার। এমন শক্ত পার্সোনালিটির মহিলা আরিফের দেখা এই প্রথম ছিলো সুফিয়া খান। চোখের পলকে ছেলেকে ঢাকা ট্রান্সফার করান। কারও কোনো কথা বা কাউকে ভিড়তেও দেয়নি ছেলের আশেপাশে। হসপিটালের আরিফ ছিল তৃতীয়পক্ষ। সবে একদিন হয়েছিলো রিদ-মায়ার সম্পর্কে কথাটা সবাই জেনেছিল। এখনো কেউ খান বাড়িতে মায়ার সম্পর্কটা মেনে নিয়েছে, এমনটা বলেনি অথচ এই ধোঁয়াশায় অবস্থায় রিদের এক্সিডেন্ট হওয়াতে আরিফ আগ-বাড়িয়ে বোনের স্বামী হিসাবে রিদের খবর জানতে পারছে না। কেমন একটা সংকোচবোধ ছিল আরিফের মনের মধ্যে।

তারপরও আরিফ সকল সংকোচবোধ পাঠেলে আগ
বাড়িয়ে গিয়েছিলো রিদের খবর জানতে। কিন্তু খান
বাড়ির কেউ আরিফের সঙ্গে কথা বলার মতোন
মনমানসিকতা দেখায় নি। আর না আরিফের কোনো
কথায় কেউ উত্তর দেয়। বলতে গেলে আরিফ যাদের
কাছে রিদের খবর জানতে গিয়েছিল তারা সবাই
আরিফকে নীরবতা দেখিয়ে এরিয়ে গেছে। বারবার
একই কাজ হওয়াতে আরিফ আর কারও কাছে না
গিয়ে রিদের ছেলেপেলেনদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু
নিরব চোখে দেখল রিদের মায়ের তোলপাড় করা
কান্ড গুলো। তিনি মূহুর্তে মাঝে আসিফ, রাদিফ,
আয়নকে দিয়ে রিদকে ঢাকা ট্রান্সফার করান
ডাক্তারসহ। আরিফ অনেক চেয়েছিল আসিফ, আয়ন
বা রাদিফের মধ্যে কারও সঙ্গে কথা বলতে কিন্তু সেই
সুযোগটায় সে পেলো না। সবাই কেমন তাড়াহুড়ো
করে রিদকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পরছিল। ব্যস্ত হওয়াটাও
স্বাভাবিক। রিদ খানের জীবন মরণ নিয়ে কথা। ব্যস্ত
তো হবেই। রিদকে নিয়ে ঢাকার যেতে যেতে নিহাল
খান, আসিফ দুজন ক্যাশ টাকায় ইয়ার এম্বুলেন্স
বোকিং করলো। আরিফ যতটুকু জেনেছে রিদের সঙ্গে

নিহাল খান, সুফিয়া খান, আয়ন, রাদিফ আপাতত
এই চারজনই গিয়েছে পরবর্তী হয়তো আরাফ খান
সুস্থ হলে হেনা খান, আরাফ খানকে নিয়ে লন্ডনে
যাবে। আসিফ দেশেই থাকবে রিদের ব্যবসা আর
খান বাড়ির তদারকি করতে। আরিফের হসপিটালের
যাওয়ার ঘন্টা খানিকের ভিতর রিদকে নিয়ে খান
বাড়ির সকলেই ঢাকা চলে যাওয়াতে আরিফ
হসপিটালের চত্বরের আরও ঘন্টা খানিক বসে ছিল
দুশ্চিন্তায়। বাসায় ফিরে সে মায়াকে কি উত্তর দিবে?
রিদ খান ভালো নেই সেটাতো আরিফ নিজের চোখেই
দেখে এসেছে। রিদকে নিয়ে পরদেশে পাড়ি দেওয়ার
বিষয়টাও সে দেখেছে। হয়তো এতক্ষণে ফ্লাইটে উঠে
পরেছে সবাই। অথচ মায়ার খবর কেউ জানতে
চাইলো না। আর না শেষবারের মতো মায়া নিজের
স্বামীকে দেখতে পেল। পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে
যে মায়ার খোঁজ খবর নেওয়া তো দূর মায়াকে খান
বাড়ির কেউ চিন্তে পারছে না এমনটা খান পরিবারের
মনোভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আরিফ এই মুহূর্তে
নিজের বোনকে কি জবাব দিবে সেই চিন্তায় দরজায়
কপাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুটা সময়। পকেটের

ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠতেই আরিফ ঐ অবস্থায় পকেটে থেকে ফোনটা বের করে কানে তুলতেই উদ্বিগ্নতায় গলা শুনা গেল রাকিবের। আরিফের সঙ্গে রাকিবও হাসপিটালের ছিল। আরিফ বাসায় আসার সময় রাকিবকে বলে আসেনি সেজন্য হয়তো রাকিব কল দিচ্ছে আরিফের খোঁজ নিতে। আরিফ কল রিসিভ করতেই রাকিব উদ্বিগ্নতায় বলল....‘ কই তুই? দীর্ঘ শ্বাসে আরিফ মত্ত হয়ে ভাঙ্গা গলায় অল্প আওয়াজে বলল....

‘ বাসায় আয় তুই।

আরিফ সচরাচর নিজের বাসায় বন্ধুদের কাউকে আনে না কখনো। নিজের বাসায় দুবোন থাকাতে সে বন্ধুদের বাসার বাহিরের রাখে সবসময়। কিন্তু আজ এই পরিস্থিতিতে আরিফ নিজের মনোবল পাচ্ছে না সবকিছু সামলাতে সেজন্য রাকিবকে বলল নিজের বাসায় আসতে। রাকিব আরিফের কথায় পুনরায় নিশ্চিত হতে আবারও একই ভাবে জিজ্ঞেস করলো...

‘ তোর বাসায় আসব?

‘ হুম।

‘ এখন?

‘আয়। কথাটা বলেই আরিফ কল কেটে দিল। কথা বলতে ভালো লাগছে না ওর। কেমন ক্লান্তি আর দুর্বল লাগছে। দরজা হতে সরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আরিফ কলিংবেল বাজাতে তৎক্ষণাৎ দরজা খোলে দিলো জুই। সে যেন দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো এতক্ষণ অপেক্ষা করে। তাড়াহুড়ো করে জুই দরজা খোলে উদ্বিগ্নতায় পরপর প্রশ্ন করলো আরিফকে রিদের খবর জানতে..

‘রিদ ভাইয়া কেমন আছে ভাই? উনি ঠিক আছেন? ডাক্তার কি বলেছে? বেশি ব্যথা পেয়েছে?

আরিফ দরজার বাহিরে জুতা রেখে বাসায় ঢুকলো। জুইকে এরিয়ে বাসায় ঢুকতে ঢুকতে তাকালো মায়ার রুমের দরজার দিকে। ক্লান্তিতে মায়ার খবর জানতে চেয়ে বলল আরিফ...

‘মায়ার হুশ ফিরেছে?

জুইয়ের কথার উত্তর না করে আরিফকে পাল্টা প্রশ্ন করতে দেখে অস্থির হলো জুই। নিজের কথার উত্তর না পেয়ে তারপরও আরিফের কথার উত্তর দিয়ে বলল জুই। ‘না।

‘ওহ

আরিফ উদাসীনতায় গিয়ে গা এলিয়ে বসল
ড্রয়িংরুমের সোফায়। জুই দরজা লাগিয়ে আরিফের
দিকে এগোতে চাইলে আরিফ সোফায় গা এলিয়ে
কপালে হাত ঠেকাতে ঠেকাতে বলল...

‘ ভাইকে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খাওয়াতে পারবি জুই?
খুব ক্লান্ত লাগছে।

‘ এম্মুনি আনছি।

অস্থির উত্তেজিত জুই এই শীতের মাঝেও আরিফের
জন্য ফ্রিজ খুলে ঠান্ডা পানি গ্লাসে করে নিয়ে আসল।
আরিফ সেটা এক টানে খেয়ে জুইয়ের হাতে গ্লাসটা
দিতে দিতে আবারও বলল...

‘ আরেকটা গ্লাস খাওয়াতে পারবি?

জুই চুপচাপ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে পুনরায় গ্লাস
ভরতি ঠান্ডা পানি নিয়ে আসলো। আরিফও আগের
নেয় ঢকঢক করে সম্পূর্ণ পানির গ্লাস খালি করলো
এক চুমুকে। তীব্র পানির তৃষ্ণা পেয়েছিল তার।
ভিতরটা হাহাকার করছিলো তৃষ্ণায়। এতো পানি
খেয়েও যেন তৃষ্ণা মেটেনি আরিফের। আরিফ পানির
গ্লাসটা টি-টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল...‘

তুই কিছু খাবি জুই? দুপুর থেকে না খাওয়া তুই।
অর্ডার করবো?

আরিফের কথায় জুই খানিকটা অসন্তুষ্ট গলায়
তৎক্ষণাৎ উত্তর করে বলল...

‘ আমি কিছু খাব না ভাই। এই পরিস্থিতিতে আমার
কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি আগে বলো রিদ
ভাইয়া কেমন আছে? ডাক্তার কি বলেছে।

জুইয়ের কথায় আরিফ রয়েসয়ে বলল...

‘ রিদ খানের অবস্থা ভালো নেই জুই। ডাক্তার বলেছে
মস্তিষ্কে আঘাত পেয়েছে সে। বাংলাদেশের চিকিৎসা
রিদ খানের জন্য যথেষ্ট হবে না। সেজন্য রিদ খানের
পরিবার রিদ খানকে দেশের বাহিরের লন্ডন নিয়ে
যাচ্ছে আজ রাতের ফ্লাইটে। খুব সম্ভবত এতক্ষণে
ইয়ার এম্বুলেন্সের উঠে যাওয়ার কথা তাদের।

আরিফের কথায় জুই আতঙ্কিত ভঙ্গিতে বলল...

‘ আল্লাহ! কি বলো ভাই? রিদ ভাইয়াকে লন্ডন এ
নিয়ে যাচ্ছে? আল্লাহ জানে কি হয়। আল্লাহ রিদ
ভাইয়ার হেফাজত করুক। মায়ার কথা কেউ জানতে
চাইনি? মায়াকে ছাড়া সবাই চলে গেলো?

জুইয়ের কথায় আরিফ আগের নেয় বলল...‘ না

‘ কেন?

‘ আমি এসব বিষয়ে কিছু জানি না জুঁই। আমি অনেকবার চেয়েছিলাম খান পরিবারের সবার সাথে কথা বলতে কিন্তু কেউ আমার কথা উত্তর দেয়নি। অপরিচিতর মতোন চুপ থেকেছে সবাই। এখন আমি বুঝতে পারছি না তাঁরা কি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাকে ইগনোর করলো নাকি রিদ খানের এক্সিডেন্ট হয়েছে বলে তাঁদের মন মানসিকতা ঠিক নেই বলে কথা বলতে পারেনি। আমি আপাতত কিছু জানি না জুঁই। তবে আজ কেউ মায়ার কথা জানতে চাইনি। তবে এতটুকু বলতে পারি রিদ খানের ঠিক হয়ে দেশে না ফিরা পর্যন্ত মায়ার খেয়াল আমাদের রাখতে হবে জুঁই।

আরিফের কথায় জুঁই চুপ করে যায়। এতো কিছুর মাঝে সবে খান পরিবারের সবাইকে মাযাদের সম্পর্কের কথা জানিয়েছিল। এখনো মায়ার পরিবারের জানানো বাকি। দুই পরিবারের সম্মতি দেয়নি রিদ-মায়ার সম্পর্কে। এরমধ্যে রিদের এক্সিডেন্ট হওয়াতে এই পরিস্থিতিতে মায়া আবারও একা হয়ে গেলো। যেখানে মায়ার একমাত্র বিশ্বাস

আর ভরসার জায়গায় ছিল রিদ খান। এখন মায়া একা এই পরিস্থিতির মোকাবেলা কিভাবে করবে আল্লাহ জানে। জুইকে চুপ থাকতে দেখে আরিফ পুনরায় বলল...

‘ মায়ার কাছে যাহ জুই। ওর সাথে থাক। যা হবার হবে সেটা দেখা যাবে। আল্লাহ ভরসা। আমি আছি মায়ার পাশে। বোনকে কখনো একা ছাড়বো না ইনশাআল্লাহ।

জুই কথা না বাড়িয়ে মায়ার কক্ষে গেল। নিস্তর ঘরে মায়াকে নিস্তেজ অবস্থায় খাটে শুয়ে থাকতে দেখে জুই গিয়ে মায়ার মাথার কাছে বসলো। সবে মাত্র দশ-টা পাঁচ। মায়াকে প্রায় পাঁচ ঘন্টা যাবত ইনজেকশন দিয়ে ঘুমিয়ে রেখেছে। ঘুম থেকে জাগ্রত হলে কি হবে সেটা নিয়ে দৃষ্টিভ্রান্ত সন্ধ্যা। রাত তখন বারোটা উর্ধ্ব। মায়াকে নিয়ে ইমার্জেন্সিতে হসপিটালের ছুটছে আরিফ। সঙ্গে জুই আর রাকিব। মায়ার অবস্থা খুবই সূচনীয়। অতিরিক্ত মানসিক চাপে প্যানিক অ্যাটাক করেছে মায়া। হাত-পা সর্বাঙ্গ খিঁচে কাঁপুনি দিচ্ছে বারবার, ধরধর ঘাম সঙ্গে রেসিং হার্টবিটের ধড়ফড় ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। শ্বাসকষ্ট

সঙ্গে বুকে ব্যথা বা অস্বস্তিবোধে বমি বমি ভাব।
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অতিরিক্ত ভয়ে অস্থির উত্তেজনায়
মায়া শ্বাস নিতে পারছে না বলে মা*রা যাচ্ছে এমনটা
মনে হচ্ছে। সচরাচর প্যানিক অ্যাটাকের লক্ষণ
এসবই হয়ে থাকে। মায়াকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে
দেখে প্রথমে জুই-ই পাগলের মতো চিল্লাতে লাগলো
ভয়ে। আরিফ পাশেই ছিল। এই অসময়ে বন্ধুর
মতোন রাকিবও ছিল আরিফের সঙ্গে। আরিফ
মায়াকে পাঁজর কোলে তুলে এতো রাতে চারতলা
হতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো দৌড়ে। জুই
তাড়াহুড়ো বাসার তাল্লা বন্ধ করে সেও দৌড়াল
আরিফের পিছন পিছন চিল্লাতে চিল্লাতে। পাঁচতলা
বিল্ডিংয়ের সকলেই ততক্ষণে ঘুম ছেড়ে বাসা হতে
বেড়িয়ে আসল জুই এর চিল্লাচিল্লিতে। রাকিব
সকলের আগে বাসা থেকে বেড়িয়ে এতো রাতে
গাড়ির খোঁজ করলো। ততক্ষণে আশেপাশে সকল
মানুষজন আরিফদের ঘিরে দাঁড়ালো মায়াকে দেখতে।
আরিফের দু-চোখ ভিজে আছে বোনের দুর্দশা দেখে।
মায়ার শ্বাস পরছে না। মুখ থেকে সাদা ফেনা ফেনা
ঝাঁঝ বের হচ্ছে। জুইয়ের চিৎকারের আশেপাশে

সকলেই এগিয়ে এসে ভিড় জমাচ্ছে মায়াকে দ্রুত
হসপিটালের নিয়ে যেতে। মধ্যরাতে সিএনজিতে
করে মায়াকেও সেই একই চটুগ্রাম মেডিকেল
হসপিটালের নিয়ে যাওয়া হলো। ইমার্জেন্সিতে
চিকিৎসাও দেওয়া হলো। একদিকে রিদকে লন্ডনে
নিয়ে যাওয়া হলো তো অন্য দিকে রাতভর মায়া
চিকিৎসা চলল হসপিটালের বেঁড়ে শুয়ে। দিন গেল
রাত পোহাল। অতিরিক্ত মানসিক চাপে মায়াকে টানা
তিনদিন হসপিটালের বেঁড়ে শুধু ইনজেকশন দিয়ে
দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখল ওর বেইন শান্ত রাখার
জন্য। কারণ এই তিনদিনে মায়া যতবার হুশে
এসেছিল ঠিক ততবারই রিদের কথা জানতে চেয়ে
পাগলামো করেছে বারবার। তৃতীয় দিনে মায়া অবস্থা
ছিল সূচনীয়। হঠাৎ হঠাৎ করে মায়া আগের সবকিছু
ভুলে যায়। এক মূহুর্তের জন্য নিজের নাম, এমন কি
পরিচিত মানুষকে পর্যন্ত চিন্তে পারে না। আরিফকে?
জুই কে? ওদের নাম কি? ওদের সাথে মায়ার কি
সম্পর্ক সেই সবকিছু মায়া এক মূহুর্তের জন্য ভুলে
যায়। সামান্য টাকা চিনার মতোন স্মৃতিশক্তি মায়ার
মস্তিষ্ক ধারণ করে রাখতে পারে না। ডাক্তার দেখানো

সামান্য টাকাকে মায়া পাতা বলে আখ্যায়িত করে। ডাক্তারের ভারসাম্য মতে মায়া অতিরিক্ত মানসিক চাপে কারণে মেন্টাল ট্রমায় আছে সেজন্য হঠাৎ হঠাৎ সবকিছু ভুলে যাচ্ছে। কিন্তু মায়ার মস্তিষ্ক যখন শান্ত থাকে তখন আবারও সবকিছু মনে করে পাগলামো শুরু করে রিদের জন্য। এই তিনদিনে আরিফ খান বাড়ির কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলেও আসিফের সঙ্গে ফোনের যোগাযোগ হয়েছিল একবার। সেখান থেকে জানা যায় আগামী সাপ্তাহর ভিতরের আরাফ খান আর হেনা খানকেও লন্ডনে পাঠানো হবে আয়নদের বাড়িতে। আপাতত খান পরিবারের সবাই সেখানেই আছে। তবে দুঃখজনক বিষয়ে হলো রিদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। অলরেডি রিদের মাথায় সার্জারী করা হয়েছে কিন্তু রিদের হুশ ফিরেনি এখনো। সহজে ফিরবে বলে মনেও হয়না। কোমায় চলে গেছে রিদ। রিদ হুশে কখন ফিরবে কেউ বলতে পারে না। দিনদিন অবস্থা নাকি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে রিদের। আসিফের কাছ থেকে রিদের এসব খবরের কথা জেনে আরিফের মনে হয়নি আগ বাড়িয়ে মায়ার কথাটা আসিফকে জানানো উচিত।

আর না আসিফ মায়ার কথা জানতে চেয়েছে আরিফের কাছে। তাছাড়া আসিফ মায়ার কথা জানলেও বা কি করতে পারবে? এখানে কারও কিছু করার নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। তিনি ভালো জানেন আগামীতে কি হবেন। পাঁচদিনের মধ্যে মায়াকে হসপিটাল থেকে বাসায় নিয়ে আসল আরিফ। বাসায় আনতে চাইনি সে। কারণ মায়ার অবস্থার তখনো ভালো ছিল না। আরও কয়েক দিন হসপিটালের রাখতে চেয়েছিল আরিফ কিন্তু হুট করে চটুগ্রামে আরিফের বাবা আর চাচার উপস্থিতি দেখতে পেয়ে বাধ্য হয়ে মায়াকে নিয়ে বাসায় ফিরতে হয় আরিফকে। হঠাৎ করে আরিফের বাপ-চাচার চটুগ্রামের উপস্থিত হওয়ার কারণটা ভালো করেই জানা ওর। না জানার কিছু নেই। মায়া রিদ খানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছে এমনটা আরও দুইদিন আগেই পরিবারের জানিয়েছিল মুক্তা। কিন্তু রিদের এক্সিডেন্টের পর মায়ার অবস্থা কি হয়েছে সেটা পরিবারের কারও জানা ছিল না। মূলত আরিফই কাউকে জানাই নি। তবে মায়ার প্রেমের সম্পর্কের কথাটা শুনে রেগেমেগে আগুন হয়ে

আরিফকে ফোন দিয়েছিল বাপ-চাচা দুজনই। মায়াকে নিয়ে দ্রুত আশুগঞ্জ ফিরতে আদেশও করেছিল তারা। কিন্তু আরিফ কারও কথা কানে তুলে নি। আর না মায়ার অবস্থার কথা জানিয়েছে পরিবারের। মূলত আরিফকে আশুগঞ্জ ফিরতে না দেখে উনারা দুজন রেগেমেগে চট্টগ্রামে উপস্থিত হয় মায়াকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। কিন্তু এখানে এসে মায়ার সূচনীয় অবস্থা দেখে তারা দুজন থমকে যায়। উনাদের মেয়ের এতো অসুস্থতার কথাটা পরিবারের জানাই নি কেন? সেটা নিয়ে আশুন হয়ে যায় দু'ভাই। বিশেষ করে মায়া কথা বলার মতোন পরিস্থিতিতে নেই এই বিষয়টা তাদের মনে আঘাত করে বেশি। সেজন্য মায়ার উপর থাকা সকল রাগ গিয়ে পরলো আরিফের উপর শফিকুল ইসলামের। জুইয়ের বাবাও কম নই। এতোসব কিছু ঘটে যাচ্ছে আর সেইসব তাদের অবগত করেনি বলে তিনি প্রথমবারের মতোন জুইয়ের গায়ে হাত তুলেন। রাগের তোপে জুইয়ের গাল বেড়িয়ে থাপ্পড় মারলো জড়সড়ে। পারছে না সেই রাগটা আরিফের উপর দিয়ে তুলছে জুইয়ের বাবা। সেই রাতের মধ্যে প্রাইভেট করে করে শফিকুল

ইসলাম সপরিবারে আশুগঞ্জ ফিরেন সঙ্গে আরিফকেও নিয়ে। বাসায় ফিরে যেন মায়ার জন্য মানসিক চাপ আরও বাড়লো। হাহাকার বয়ে গেল পরিবার জুড়ে। মায়ার বাপ-চাচা মায়ার অবস্থা দেখে চুপ করে গেলেন ভয়ে। উনারা আপাতত মায়ার সুস্থতা চাচ্ছেন। অথচ আত্মীয়দের মাঝে বদনাম রটে গেল মায়া বড়লোক ছেলের পিছনে ঘুরে প্রেমে পাগল হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর হলো লন্ডন। যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য ও পর্যটক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে অন্যতম লন্ডন শহর। এখানের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থাও বেশ চর্চিত। জন্ম সূত্রে এই লন্ডন শহরের বাসিন্দা সুফিয়া খান। বাবা-মা, ভাই বোনকে নিয়েই ছিল উনার পারিবারিক বসবাস এই শহরের তলিতে। একটা সময় পড়াশোনার সুবাদে পরিচিত হয়েছিল নিহাল খানের সঙ্গে এই শহরের মাটিতে। প্রথমে বন্ধুত্ব তারপর দুজনের প্রেম। পড়াশোনা শেষে দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে হয়েছিল তাদের। তারপর নিহাল খানের হাত ধরে সুফিয়া খান বাংলাদেশে সেটেল্ড হয়ে যান। তারপর আর কখনোই এই লন্ডন শহরকে আপন করতে

পারেন নি তিনি। যদিও দুজন একটা সময় পর
আলাদা হয়ে গেছেন তবে বিচ্ছেদ হয়নি দুজনের।
আজও দুজন স্বামী স্ত্রী। তারপরও কেন জানি সুফিয়া
খান কখনো বাংলাদেশের মাটি ত্যাগ করে লন্ডন
শহরকে আপন করতে পারে নি। তবে উনার
যোগাযোগ রয়েছে এই শহরের সঙ্গে একেবারে পর
করে দেননি এই শহরকে। জন্ম সূত্রে ইংল্যান্ডের
সিটিজেনশিপ নাগরিক হওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই
উনার বাংলাদেশ টু লন্ডন আসা-যাওয়া লেগেই
থাকেন ভিন্ন কাজে। তাছাড়া সুফিয়া খানের বাবা-মা
আজ জীবিত না থাকলেও উনার বড়ো ভাই আজও
পরিবার নিয়ে এই লন্ডন শহরের বসবাসরত আছেন।
যেমন আছেন শশীর মা সালমা সৈয়দ ও উনার
স্বামী। সুফিয়া খানের ছোট বোন সালমা সৈয়দ
পরিবার এই শহরের নাগরিক। বাংলাদেশে তিনি শুধু
খান বাড়ির উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করেন। বলতে
গেলে শশীর সঙ্গে রিদের বিয়ের ব্যাপারটা তাজা
রাখতে এতো কাঁচখড় পুড়িয়ে দু-টানার সম্পর্ক রক্ষা
করে চলেছেন তিনি। দু-টানা সম্পর্কে সালমা সৈয়দ
খাতির জমালেও স্বভাবে ঠিক বিপরীত হলো সুফিয়া

খান।রাগ জেদে এক স্পষ্টভাসী মহিলা তিনি। মিথ্যা, ছলনা পছন্দ নয়। মুখের উপর সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলায় উনার কঠিন ব্যক্তিত্ব। বলতে গেলে রিদ অনেকটা তার মার মতোই হয়েছে। রাগী আর বদমেজাজি টাইপ। নিহাল খান এমন শক্তপোক্ত কঠিন চরিত্রে প্রেমে পরেছিল যৌবনকালে। পরেছিল বলতে ভুল হবে, আজও তিনি বউয়ের প্রেমে পড়ে আছেন। কিন্তু দীর্ঘ দিনের দূরত্বের কারণে দুজনের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। বউয়ের জন্য মায়া আছে কিন্তু প্রকাশ করার জন্য ভাষা নেই নিহাল খানের। তাই যেটা যে ভাবে চলছে সেটা সেভাবেই যেতে দিচ্ছেন তিনি। যৌবনকালটা তিনি একাই কাটিয়েছেন এখন তো মধ্যবয়সটাও শেষে দিকে। এখন আর উনার একাকিত্ব পোড়াই না। সয়ে গেছে। একা থাকতে শিখে গেছেন।এই দুনিয়াতে বাঁচবে বা আর কয়দিন? বাকি দিন গুলো না-হয় একাকিত্বে কাটিয়ে দিবে। তারপরও এই বয়সে এসে কাউকে ডিস্টার্ব করতে মন চাইনা উনার। সবাই তো ভালো আছে, উনি দুঃখে থাকলে কেউ বা দেখবে? কারও দেখার তো আর নেই। কেউ দেখতে আসেও না। সবাই শুধু

উনার উপরটায় দেখে, যেটা উনি দেখায়। কিন্তু মনের খবরই বা কয়জন নেয়? আজকাল উনার এই দুনিয়াটা কেমন তেতু তেতু লাগছে। নিজের নিশ্বাসটাও বেশ ভারি ভারি বজা মনে হয়। নিজের ছেলের মৃত্যুমুখী হওয়ার কারণটা আজ তিনি। উনার করা রাজনৈতিক দন্ডের জন্য আজ উনার বড় ছেলে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে। বাবা হিসাবে তিনি অপরাধীর। না হতে পারলেন ভালো স্বামী আর না হতে পারলেন আদর্শ বাবা। ব্যর্থ উনার জীবন। আর এই ব্যর্থতা উনাকে ভিতর থেকে দুমড়ে মুচড়ে খুঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে। নত মস্তিষ্কের নিহাল খান দু'হাতে মাথা চেপে হাহাকার বুকে দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দু'ফোটা চোখের জলও ফেললো পায়ের কাছে ফ্লোরে। সামনেই রিদের কেবিন। তিনি হসপিটালের বিশাল করিডোরের সারিবদ্ধ চেয়ারে মাথা ঝুঁকে বসে মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা ভাবনায় বিভোর। আশেপাশে পরিচিত কেউ নেই। সকল অপরিচিত ভিন্ন দেশিদের মাঝে তিনি একা বসে জীবনের কিছু হিসাব মিলাতে ব্যস্ত। উনার জীবনের অনেক সময় তিনি এই শহরে কাটিয়েছেন। আবার রিদ-রাদিফ আয়ন, তিনজনের

পড়াশোনা, বেড়ে উঠা এই লন্ডন শহর থেকেই হয়েছে। তাই এই শহরটা উনার কাছে এতোটাও অপরিচিত নন। পরিচিত বটে। পরিচিত শহরে নিজের সন্তানকে নিয়ে আজ পনেরোদিন যাবত হসপিটালের চক্রর কাটছেন উনারা। অজ্ঞানরত রিদের হুশ নেই। বিগত পনেরোদিন পেরুয়ে ষোলো দিনে পড়তে চলল। অথচ রিদের কন্ডিশন এখনো আগে নেয়। মাথার অপারেশনও সাকসেসফুলি হয়েছে তারপরও রিদের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে রিদকে। টুয়েন্টি ফর আওয়াস হসপিটালের চত্বরে কেউ না কেউ উপস্থিত থাকছে রিদের সঙ্গে। বেশিভাগ সময় সুফিয়া খান আর নিহাল খানকে দেখা যায় হসপিটালের। খাওয়া-দাওয়ার আর গোসল বাদে দুজন হসপিটালের থাকছেন চব্বিশ ঘণ্টা। অথচ কেউ কারও সাথে কথা বলছে না আর না চোখ ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করে। দুজন দুজনার আশেপাশে থাকছে অথচ একজনের উপস্থিতিতে অন্যজন নিরব দর্শক। যেন নিরব যুদ্ধ চলছে দুজনার মধ্যে। এমন কি দুজন রাত্রী যাপন করছে দু'টো আলাদা আলাদা বাড়িতে। সুফিয়া খানের নিজ বাড়ি,

নিজ আত্মীয় রেখেও তিনি হোটেলে উঠেছেন। কারও সাহায্য নেওয়ার মানুষ তিনি নন। সবসময় নিজের কাজ নিজে করেন। নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করতে পছন্দ করেন। সেজন্য রিদের আশেপাশে নিহাল খান থেকে উনাকে দেখা যায় বেশি। নিহাল খান

সুফিয়া খানের জন্য হসপিটালের রাত্রি যাপন করতে পারেন না নিহাল খান। একাধিক মানুষ হসপিটালের রোগীর সঙ্গে এলাউ নয় বলে তিনি রাদিফের ফ্লাইটে থাকছেন। আরাফ খান, হেনা খান আয়নের সঙ্গে আছেন ওদের পরিবারের। সকলেই রোজকার আসা যাওয়া লেগে থাকে হসপিটালের চত্বরে। আয়ন প্রফেশনাল ডাক্তার হওয়ার সে রিদের রেগুলার চেক-আপ রুটিন মেইনটেইন করে। এখন রাত দশ-টা পাঁচটা। আপাতত হসপিটালের কেউ নেই। সুফিয়া খান হোটেলে গেছেন রিদের কিছু রিপোর্ট আনতে। সঙ্গে রাদিফও আছে। আয়ন হয়তো নিচে গেছে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলতে। সেই মুহূর্তে তিনি একা বসে আছেন এখানটায়। আশেপাশে সাদা চামড়ার ওয়েস্টার্ন পড়া মেয়েদের ঘুরতে দেখা যাচ্ছে।

যে যার মতোন রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত। আপাতত
কারও মনোযোগ নেই নিহাল খানের উপর।
মনস্তাত্ত্বিক ভাবনায় নিহাল খান যখন বিভোর তখনই
উনার সম্মুখে অর্ধ পোষাকে দাঁড়াল কেউ। খুবই মিষ্টি
স্বরে নিহাল খানকে ইংরেজি ভাষায় বলল... ‘মিস্টার
খান আর ইউ ওকে?

অশ্রু ভেজা চোখ দ্রুত মুছলো নিহাল খান। পরিচিত
নার্সের কণ্ঠে পেয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তিনিও
ইংলিশে উত্তর করে বলল...

‘আই এম ওকে মিস লিটা। থ্যাংকস ফর আকসিং
মি।

বিদেশিনী নার্সটি বয়স প্রায় ত্রিশের উর্ধ্ব অথচ দেখে
মনে হবে মাত্র বিশের কোটায় পা রেখেছে সে।
আসলে বিদেশীদের চেহারা দেখে বয়স ধারণা করার
উপায় নেয়। যেমন মিস লিটা ক্ষেত্রে হয়েছে নিহাল
খানের। রিদের পার্সোনাল নার্স হলো মিস লিটা।
রিদের দেখা শোনা মিস লিটা নামক নার্সটি করে
থাকেন সেজন্য বেশ পরিচিত এই নার্সের সঙ্গে
সবাই। রিদের কন্ডিশনের বাইরেও মিস লিটা নিজ
থেকে নিহাল খানের খবরা-খবর নিয়ে থাকেন

সবসময়। তাই আজ নিহাল খানকে একা বসে থাকতে দেখে মিস লিটায় আগ বাড়িয়ে উনার সাথে কথা চলাল। সুন্দরী নার্সটি উজ্জ্বল হেঁসে লাজুক ভঙ্গিতে বলমলে ইংরেজিতে বলল....

‘মাই প্লেজার মিস্টার খান। আপনার খবর নেওয়া আমার দায়িত্বের মধ্যেই পরে। যায় হোক, আপনি কি একা হসপিটালের আছেন? আর কেউ নেই?’

নিহাল খান স্বাভাবিক নেয় উত্তর দিয়ে বলল....‘
আপাতত কেউ নেই মিস লিটা। তবে একটু পর সবাই চলে আসবে।

নিহাল খান রাতে হসপিটালের থাকেন না। সুফিয়া খান রিদের সঙ্গে থাকছেন। সেজন্য উনাকে রাতে চলে যেতে হয় আবার সকালে আসতে হয়। নার্সটি বলল...

‘ওহ! তাহলে আপনি এখন চলে যাবেন?’

‘না! একটু পর যাবো।

সুন্দরী নার্সটি চট করে নিহাল খানকে কফির অফার করে বলল...

‘তাহলে কফি খাবেন আমরা সাথে? প্লিজ না করবেন না।

মিস লিটা কাজের প্রতি বেশ দায়িত্ববান। নিহাল খানের প্রচণ্ড মন খারাপ হলে মিস লিটা বন্ধুর মতোন উনাকে সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করেন প্রায়। উনার বিষয়টা খারাপ লাগে এমন না। বিপদে একজন অন্য জনকে সাহায্য দিতেই পারে এটা অস্বাভাবিক কিছু না। উনিও বিষয়টা স্বাভাবিক ভাবেই নিয়ে উত্তর করতে যাবে তার আগেই শুনা গেল সুফিয়া খানের গলা। নিহাল খানের আগে বিদেশি নার্সটির উদ্দেশ্যে উত্তর দিতে দিতে একই ইংরেজি ভাষায় বললো... ‘আপনার সাথে কফি খাওয়ার মতোন দাঁত নেই মিস্টার নিহালের মিস লিটা। বুড়ো মানুষ দাঁত সব বয়সের ভায়ে পরে গেছে। মুখের ভিতর এখন সব প্লাস্টিকের দাঁত। আপনার সাথে গরম কফি খেতে গেলে তার প্লাস্টিকের দাঁত সব গলে যাবে। আপনি বরং আমাকে কফির দাওয়াত দিতে পারেন। আই লাভ কফি।

সুফিয়া খানের কথায় চমকে উঠার মতোন বিদেশি নার্সটি ঘুরে তাকাল। সেই সাথে নিহাল খানও তাকাল তক্ষুনি। থ্রি পিসের উপর মোটা ভারি ওভারকোট পরে হাতে রিডের বেশ কিছু রিপোর্টের ফাইল চেপে

দাঁড়িয়ে সুফিয়া খান। পিছনে রাদিফ সরল ভঙ্গিতে
দাঁড়িয়ে। মা-ছেলে লম্বা প্রায় সমান সমান দেখালো।
যদিও রাদিফের হাইট ৫'১০। সুফিয়া খানের ৫'৮।
জুতো পড়ায় মা-ছেলে দুজনকে লম্বাই একই দেখাল।
রাদিফ চোখ ছোট ছোট করে মায়ের দিকে তাকিয়ে।
বাবার যে প্লাস্টিকের দাঁত সব সেটা সে আজই
জানতে পারলো। নয়তো এতোদিন তো সে তার
বাবাকে ইয়ং আর বত্রিশ দাঁতে অধিকারী মনে
করতো। কিন্তু আজ জানতে পারলো তার বাবা
আসলে ইয়ং ম্যান নয় ওল্ড ম্যান। বুড়া মানুষ।
সেজন্য রাদিফ ছোট ছোট চোখ করে বাবাকে
আওড়াতে লাগল আসলেই নিহাল খানের দাঁত
প্লাস্টিকের কিনা সেটা দেখতে। এর মাঝেই সুফিয়া
খান পিছন থাকা রাদিফকে দিকে হাতের রিপোর্ট
গুলো বাড়িয়ে দিতে দিতে সৃষ্টি তাক করলো সুন্দরী
নার্সটির উপর। রাদিফকে বলল সুফিয়া খান...‘
আয়নকে সেকেন্ড ফ্লোরে পাবে। গো।

রাদিফ ভদ্র ছেলের মতোন রিপোর্ট গুলো হাতে নিয়ে
তৎক্ষণাৎ জায়গা ছাড়লো। সুফিয়া খান মিস লিটার
মুখোমুখি হয়ে তাকাল সুন্দরী নার্সটির গলার নিচে।

টাইট ফিটিং ইউনিফর্মের বুকের কাছটায় দুটো বোতাম খোলা। পাশেই নিহাল খান দাঁড়িয়ে সুফিয়া খানকে দেখছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। উনার যে প্লাস্টিকের দাঁত মুখে সেটা তিনি নিজেরও আজ প্রথম শুনলো। হঠাৎ উনার বউ এসব কথা কেন বলল সেটাই তিনি বুঝতে চাইলো। সুফিয়া খান নিহাল খানের সকল কৌতুহল ভস্ম করে রয়েসয়ে দু'হাত চালাল সুন্দরী নার্সটির ইউনিফর্মের বোতামের উপর। টাইট ফিটিংস ইউনিফর্মটির দুপাশ টেনে বোতাম দু'টো লাগাতে লাগাতে আবারও সচ্ছ ইংরেজি ভাষায় বলল...' হি ইজ নট ইন্টারেস্টেড ইন ইউ। কারণ তার বউয়ের প্রয়োজন হয়না তাহলে তোমার এসব দেখে কি ফিল করবে বলো। আসলে সমস্যা তোমার না তার মেশিনের। যন্ত্রে ঝংকার ধরে আছে তোমার সাথে চলবে না। ইউ ডিজার্ড বেটার।

সুফিয়া খানের কথায় তৎক্ষণাৎ নার্সটি নিহাল খানের দিকে কেমন বাঁকা চোখে তাকাল। বিরবির করে বলল নার্সটি....

‘ ওয়েস্ট অফ টাইম।

নার্সটির কথায় তৎক্ষণাৎ উত্তর করলো সুফিয়া খান।

‘ ইয়াহ!

কথাটা বলেই সুফিয়া খান জায়গা ত্যাগ করেন।
কেবিনের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকে পড়েন। পিছন
থেকে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিহাল খান। কেমন
বোকার মতোন তাকিয়ে রইল সুফিয়া খানের যাওয়ার
দিকে। এই দিকে খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করে
সুন্দরী নার্সটিকেও চলে যেতে দেখল। অথচ উনি
এতোদিন সরল মনে কথা বলতো নার্সটির সঙ্গে।
উনি বুঝতে পারেননি আসলে নার্সের মনে কি ছিল।
এই বয়সে তিনি পরকীয়া করবেন ছিঃ। আজ সতেরো
দিন হতে চললো রিদের এক্সিডেন্টের পর। মায়ার
অবস্থার পরিবর্তন নেই। গায়ে সবসময় জ্বর থাকে।
অতিরিক্ত মানসিকতা চাপে কারণে সারান্ধ্রণ ঘুমিয়ে
নয়তো চুপচাপ বসে থাকে। পারিবারিক আত্মীয়দের
নানান কথা কানে আসে মায়ার। মায়ার ফুপিরা তো
মায়ার সামনে এসে যাতা বলে যান। মায়ার জন্য
জুইয়ের পড়াশোনাও বন্ধ পথে। বাড়ির মেয়েরা
পড়াশোনা ছেড়ে ছেলেদের পিছনে ঘুরে পাগল হয়ে
যাচ্ছে বলে আর পড়াশোনা করানো ঠিক হবে না বলে
এমনটা মায়ার তিন ফুপির ধারণা। এতো পড়াশোনার

করিয়ে বা কি লাভ হবে যদি পরিবারের সম্মান নষ্ট করে বেড়ায় এরা? পরিবারের সম্মান বাঁচাতে চাইলে মায়া বা জুই কারও পড়াশোনার আর দরকার নেই আর। ভালোই ভালোই সম্মান থাকতে মেয়ে দু'টোকে বিয়ে দিলে জান বাঁচবে নয়তো সমাজে মুখ দেখাবার নয়। এমনই মায়ার জন্য আত্মীয় স্বজনরা থুঃথুঃ করছেন উনাদের উপর। বড়ো লোক ঘরের ছেলেকে ফাঁসাতে না পেরে মায়া নাকি নিজেই পাগল হয়ে ঘরে বসেছে। এসব কথা আরিফের কানেও গিয়েছে অনেকবার। সে প্রতিবারই প্রতিবাদ করেছে কিন্তু সবসময় আরিফ সামনে থাকে না মায়াকে বাঁচানো জন্য। মায়ার ছোট ফুপি শান্তা মজুদার তিনি একটু শক্তমনের মানুষ। ভাইয়ের সংসারের ভালো-মন্দ চিন্তা করার উনার সবসময়ের স্বভাব। মায়ার অসুস্থতার বা প্রেম জনিত কথাটি শুনে বড়ো ভাইয়ের বউদের যা-তা শুনিয়েছেন তিনি। দুই ভাইকে বুঝাচ্ছেন মায়াকে ভালো ডাক্তার দেখিয়ে সুস্থ করে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিতে নয়তো সমাজে মায়ার পাগল হওয়ার বিষয়টি রটে গেলে সম্মান নষ্ট হবে সবার। মায়ার বাবা শফিকুল ইসলাম বোনের কথায়

সহমত পোষণ করেন। সেই সাথে জুইয়ের বাবাও
তাই প্রকাশ করলেন। সকলেই চাই মায়াকে সুস্থ
করে চেয়ারম্যান পরিবারের বিয়েটা সেড়ে ফেলতে।
সেই সাথে উনারা মতে মতে জুইয়ের জন্যও ভালো
ছেলের সন্ধান করছেন। তবে বোনদের বিয়ের
ব্যাপারে কেউ আরিফের সামনে আলোচনা করে না।
আরিফ বরাবরই মায়ার অন্য জায়গায় বিয়ে নিয়ে
প্রতিবাদ করে। সেজন্য পরিবারের সবাই ঠিক করলো
মায়ার সুস্থতা নিশ্চিত করতে মায়াকে পরিবার থেকে
দূরে পাঠানো হবে। আরিফ বলা হবে মায়ার
চিকিৎসার জন্য পাঠানো হচ্ছে সেখান থেকে চুপিসারে
মায়ার বিয়েটা উনারা সেরে ফেলবেন। নাহিদ ভালো
ছেলে। মায়া স্বামী সঙ্গে পেলে প্রেমের ভুত মাথা থেকে
সরে যাবে। দ্রুত সুস্থ হয়েও উঠবে। দুপুর গড়িয়ে
পড়ন্ত বিকেল। আদ্র শীত ধরনী জুড়ে। মায়া
বেলকনিতে বসে পড়ন্ত বিকালের ঐ হেলে পড়া
আমগাছটার দিকে তাকিয়ে। অল্প বাতাসে গাছের
পাতা গুলো নড়ছে মৃদু মৃদু। শরীর কাটা দিচ্ছে
শীতে। তারপরও গায়ের একপাশের ওড়নাটা
অবহেলায় পড়ে আছে ফ্লোরে বাকি অর্ধেকটা মায়ার

অপর কাঁধে জড়িয়ে। শূন্যহাত দু'টো কোলে রেখে
দৃষ্টি অদূরে বারান্দার সঙ্গে নড়ে পড়া আমগাছের
ডালে। তক্ষুনি শব্দ বিহীন পায়ের এসে বারান্দার
দরজায় দাঁড়াল জুই। অগোছালো মায়ার দিকে
তাকাতেই নির্জীব মায়া জুইয়ের উপস্থিতি বুঝে
নমনীয় গলায় বলল... 'ওরা আবার ঝগড়া লেগেছে?
মায়ার দৃষ্টি তখনো ঐ অদূরে আমগাছটায় আটকে।
জুই অগোছালো মায়ার দিকে তাকিয়ে খুবই ধীর
গলায় সম্মতি দিল...

‘ হুম।

‘ আরিফ ভাই কই?

‘ ভাই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেছে রাগারাগি করে।

‘ওহ!

মায়া ‘ওহ’ বলা ছোট শব্দটাতে যেন ক্লান্তিতার প্রকাশ
পেল। মায়া দীর্ঘ দিনের মানসিক পিরায় ভুগছে।
কারও সাথে কথা বলে না আর না পরিবারের কারও
কথার কোনো উত্তর দেয়। সবসময় চুপচাপ বসে
থাকে। মাঝে মধ্যে আরিফ বা জুইয়ের সঙ্গে দুই
একটা কথার উত্তর দেয়। বাকিদের সঙ্গে মায়া
যথাসাধ্য চুপ করেই বসে থাকে। মায়াকে চুপ থাকতে

দেখে জুই এগিয়ে এসে মায়ার ফ্লোরে পরে থাকা
ওড়নাটা উঠিয়ে গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে বলল...‘
আব্বা- চাচা, ফুপিরা সবাই আরিফ ভাইকে দোষ
দিচ্ছে। বলছে ভাইয়ের জন্য নাকি তুই নষ্ট হয়েছিস।
তোকে সামলাতে পারেনি। রিদ ভাইয়ের সাথে তোর
প্রেম আছে সেটা জেনেও নাকি আরিফ ভাই তোকে
সাপোর্ট করেছে। বাঁধা দেয়নি। ভাইয়ের জন্য নাকি
তুই পাগল হয়েছিস। তোকে বিয়ে দিলে নাকি তুই
আবার ভালো হয়ে যাবি স্বামীর সঙ্গে পেলো।

এসব রোজকার কথা। রোজই এসব শুনতে হয়
মায়াকে। তাই জুইয়ের কথায় তেমন প্রতিক্রিয়া
দেখাল মায়া। শুধু ঠান্ডা স্বরে জানতে চাইল আরিফের
কথা...

‘ আরিফ ভাই কি বলেছে জুই?

জুই আগের নেয় মায়াকে প্রতিটা কথা জানিয়ে বলতে
লাগল...‘ আরিফ ভাই তোর বিয়ের ব্যাপারের কথা
বলতে সবাইকে নিষেধ করেছে। বলেছে তুই
বিবাহিত। তোর বিয়ে রিদ ভাইয়ের সঙ্গে হয়ে আছে।
কিন্তু ঘরের কেউ বিশ্বাস করে নাই আরিফ ভাইয়ের
কথা। তুই তো জানি সবাই তোর বিয়ের কাবিননামা

চাই। কিন্তু আরিফ ভাই বা তুই, তোদের কারও কাছেই তো তোর বিয়ের কোনো প্রমাণপত্র নেই। এজন্য ফুপিরা বলছে তুই আর আরিফ ভাই মিলে নাকি যুক্তি করে সবাইকে মিথ্যা বলছিস যাতে তোকে কেউ অন্য কোথাও বিয়ে দিতে না পারে। জুইয়ের পইপই সবগুলো কথা শুনেও মায়া প্রতিক্রিয়া দেখাল না। শুধু চোখ ভরা অশ্রু জড়াল। গাল ভিজে গেল নোনা জলে। হঠাৎ করেই মায়ার পরিবারের মানুষ গুলোকে কেমন পর মনে হচ্ছে। আর নিজের বোঝা। মায়া এই মূহুর্তে সবার কাঁধে বোঝা হয়ে আছে। নিজের পরিবার নাকি খুব আপন হয়। সকল বিপদে পাশে থাকে সবসময়। আজ মায়ার পরিবারও মায়ার পাশে আছে, তবে সমাজের কাছে সম্মান বাঁচানোর ভয়ে পাশে আছে। সবার ধারণা মায়া প্রেম করে পাগল হয়ে গেছে সেজন্য মায়াকে বিয়ে দিলে ওহ ভালো হয়ে যাবে। ওর স্বামী সবসময় পাশে থাকলে মায়া দ্রুত রিদ খানকে ভুলে গিয়ে প্রেম থেকে বেড়িয়ে আসবে। অথচ কেউ এটা বিশ্বাস করতে চাইছে না মায়া রিদের বিয়ে কথা বউ সেটা। মায়ার বিয়ে কাবিননামা নেই, সাক্ষী নেই, কাজি মৃত্য, তো

কি হয়েছে? মায়া যে রিদ খানের বউ সেটাতো আর মিথ্যা হয়ে যাবে না তাই না। মায়া মনে প্রাণে স্বামী হিসাবে মানে রিদ খানকে এবার কে কি বললো তাতে মায়া কি যায় আসে? মায়া তো বিশ্বাস করে রিদ খান মায়ার স্বামী হয়। আর এতেই চলবে মায়ার। সবাই মায়াকে উপর থেকে চাপ প্রয়োগ করছে অথচ কেউ মায়ার মনে অবস্থা জানতে চাইছে না। সবাই সবার দিকটা চিন্তা করছে অথচ কেউ মায়াকে জিগ্যেসা করছে মায়ার ভিতরটা কেমন করছে? রোজই একবার করে মায়াকে নিয়ে পরিবারের ঝামেলা হয়, এতে মায়া চেয়েও সুস্থ থাকতে পারে না। অসুস্থ হয়ে পরে বারবার। মায়ার ফুপিরা নানান ভাবে মায়াকে বুঝায়, রিদ খান বড়লোক ঘরের ছেলে সে মায়াকে ভালোবাসে না। শুধু মায়াকে ব্যবহার করবে। ছেলেদের ভালোবাসা ছলনা হয়। রিদ খান এখন এক্সিডেন্ট করেছে বলে মায়া বুঝতে পারছে না। যখন সুস্থ হয়ে দেশে আসবে তখন বুঝবে। সে আর মায়ার সাথে যোগাযোগ করবে না। কখনো মায়ার দিকে ঘুরে তাকাবে না এই ছেলে। বড়লোক ছেলেরা ধোঁকাবাজি হয়। মায়াকে সহজ সরল মেয়ে পেয়ে রিদ

খানও এতোদিন ধরে ভালোবাসার নাটক করে গেছে
মায়ার সাথে। আরও নানান কথা বলে রোজই মায়া
বেইন ওয়াশ করতে চাই মায়ার ফুপিরা। তাঁরা চান
মায়া দ্রুত সুস্থ হয়ে যাক। রিদ নামক ছেলেটার
পিছন ছেড়ে দিক। বড়লোক ঘরের ছেলেরা আসলে
মায়ার মতোন সহজ সরল ছোট ঘরের মেয়েকে বিয়ে
করবে না সেজন্য উনারা চেষ্টা করছেন মায়াকে দ্রুত
সুস্থ করে চেয়ারম্যান পরিবারের বিয়েটা দিয়ে দিতে।
কতো ভালো পরিবার চেয়ারম্যানের। সঙ্গে নাদিম
ছেলেটাও অনেক ভালো মায়াকে ভালো রাখবে। অথচ
তাঁরা কেউ বুঝতেই পারছে না মায়া তাদের কথায়
সুস্থ নয় বরং দিন দিন মানসিক সমস্যা ভুগছেন।
মায়ার বুক ভরা হাহাকার কেউ শুনতে চাই না। সবাই
শুধু নিজেদের কথা গুলোই মায়াকে শুনিয়ে যায়।
মায়া অদূরে গাছের ডালে তাকিয়ে অশ্রু সিঁক্ত চোখে
ভাঙ্গা গলায় বলল...‘ আমি মনে করেছিলাম গোটা
দুনিয়া আমার পাশে আছে জুই। অথচ আমার এটা
বুঝতে দেরি হলো যে আমার স্বামী ছাড়া আমার আমি
বলতে আর কেউ ছিল না। কেউ না। আজ উনি নেই
বলে আমার পাশটাও শূন্য। যদি উনি ফিরতে ফিরতে

আমি মরে যায় তাহলে কেউ আমার খোঁজ করবে
জুই? আমার স্বামীকে বলবে উনার বউ মৃত্যু?
মায়া কথায় জুইয়ের চোখেও অশ্রু গড়াল। সত্যি আজ
মায়ার পাশে আরিফ ছাড়া অন্য কেউ নেই। অথচ
রিদ ভাই সুস্থ থাকাকালীন সবাই ছিল মায়াকে ভাবি
ভাবি বলে ডেকে কতো খেয়াল রাখতো। আজ রিদ
খান অসুস্থ বলে তার বউয়ের কদর নেই। নয়তো
এতোদিনে রিদের পরিবার থেকেও মায়ার কেউ খোঁজ
নিলো না। এতোদিনে আয়নের সাথেও জুইয়ের
যোগাযোগ হয়নি। যোগাযোগ করবে বা কিভাবে
জুইদের হাতের ফোনটা তো সেই কবেই নিয়ে গেছে
ওদের পরিবার। সঙ্গে মায়া জুই দুজনের পড়াশোনাও
বন্ধ করে রেখেছে। মায়াকে তো বিয়ে দেওয়ার জন্য
বাসায় তোড়জোড় চালিয়ে দিচ্ছে রীতিমতো ফুপিরা।
সম্মান নষ্ট হওয়ার আগে আগে মায়ার বিয়েটা
নাদিমের সঙ্গে দিয়ে দিলে সম্মান বাঁচবে নয়তো মায়া
প্রেমের কথা শুনলে এতো ভালো পরিবারের বিয়েটাও
হারাবে সবাই। এতোকিছুর মাঝে জুইয়ের হাত পা
বাঁধা। চেয়েও সে কোনো উপকার করতে পারছে না।
জুই এই নিয়ে দুইদিন মায়ের হাতের থাপ্পড় খেয়েছে

মায়ার পক্ষ ধরে কথা বলায়। সবার ধারণা মায়া জুই দু'টো নষ্ট হয়ে গেছে চট্টগ্রামে একা একা থেকে। জুই ঠোঁট চেপে কান্না আটকাতে চেয়ে মায়ার কাধে হাত রেখে বলল....‘ এমনটা বলিস না মায়া। আমি আর ভাই দুজনই আছি তোর পাশে। তোর কিছু হবে না ইনশাআল্লাহ।

জুইয়ের কথায় মায়া বিষন্নতায় বলল...

‘ বিয়েটা আটকাতে পারবি তো জুই? আমি কিন্তু রিদ খানের বউ। বুঝেছিস?

‘ আরিফ ভাই থাকতে তোর বিয়ে কোথাও হতে দিবে না ভরসা রাখ। জুইয়ের কথায় মায়া চুপ থাকলো। চুপ থাকলো বলতে মায়ার আর কথা বাড়াতে ইচ্ছা করলো না মানসিক চাপাতলে। যতবার এসব নিয়ে আলোচনা হয় ততবারই মায়ার মাথা ভিষণ ব্যথা করে। যেমনটা এই মূহুর্তে হচ্ছে। অতিরিক্ত মানসিক চাপ মায়া নিতে পারে না। অজ্ঞান হয়ে যায় নয়তো মাথা পেইন দেয় ভিষণ। আজ দুপুরের খাবার নিচে খেতে যায়নি মায়া। কারণ আজ বাসায় তিন ফুপি এসেছিল। উনারা যেদিন বাসায় আসে সেদিন বড়সড় রকমের একটা তর্ক চলবে আরিফের সঙ্গে। আরিফের

জন্য উনারা মায়ার বিয়ের কথাটা আগাতে পারছে না
নয়তো এতোদিনে কিছু একটা হয়ে যেত। মায়া
উনাদের আসার আভাস পেয়েই সকাল থেকে রুমেই
বসে ছিল। বারান্দায় বসে নিচ থেকে ভেসে আসা
সকলের চোঁচামেচি শব্দ শুনেছিল। আরিফ কে গেইট
ধরে রাগ বেড়িয়ে যেতে ওহ এখানে বসে দেখেছিল
তারপর জুই আসলো। দুবোন কথা চলল কয়েক
মুহূর্ত তারপর সবাই আবারও চুপ। আজকাল মায়াকে
নিয়ে পরিবারের প্রায়ই তর্ক বিতর্কের যুদ্ধ হয়। মায়া
পক্ষ হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায় একা আরিফ আর মায়ার
বিপক্ষে থাকে সকলেই। বিশেষ করে মায়ার চাচা,
আর তিন ফুপি। পরিবারের কমবেশি সকলে মায়ার
অবস্থার জন্য আরিফকে দোষী করে অথচ আরিফ
সে-সব কখনো পাত্তা দেয় না। কারণ সে দেখেছে
রিদের চোখে বোনের জন্য সত্যিকারের ভালোবাসা।
আজ রিদ পাশে নেই বলে বড়ভাই হিসাব আরিফ যে
তাদের ভালোবাসার পাশে থাকবে না সেটা তো নয়
তাই না। মায়ার পরিবার নানান যুক্তি দেখায় খান
বাড়ির বিরুদ্ধে। সবগুলো যুক্তি যে অহেতুক সেটা
নয়। যুক্তিযুক্ত কারণই দেখায়। মায়ার পরিবারের

ধারণা খান বাড়ির কেউ মায়াকে তাদের ছেলের যোগ্য
পাত্রী বলে মনে করে না। আর না কখনো যোগ্য মনে
করবে। বড়লোক ঘরের ছেলে রিদ খান তার জন্য
বংশগত বড়লোক ঘরের মেয়ে বউ করে আনবে
খান বাড়ির লোক। অযথা মায়ার পিছনে সময় নষ্ট
করবে না তাঁরা। তাছাড়া রিদ খান যদি সত্যি মায়াকে
এতো ভালোবাসতো তাহলে ছেলে ভালোবাসার মান
রাখতে এক্সিডেন্টের এতোদিন পর কেন ঐ বাড়ির
কেউ মায়ার খবর নিল না এখনো। কেন ছেলের
এক্সিডেন্টের ত্রিশদিন পরও কেউ মায়ার সঙ্গে
যোগাযোগ করতে চাইলো না। একমাস পযন্ত কি
খান পরিবারের ছোট-বড় সবাই ব্যস্ত হয়ে আছে যে
দুই মিনিট সময় নিয়ে ছেলের বউয়ের খোঁজ নিতে
পারছে না। আসলে মায়া কারও বউ টই নই। বউ
হলে অবশ্যই মায়ার খোঁজ নিতো ঐ বাড়ির
মানুষজন। যে বিয়ের কাবিন নেই, স্বাক্ষর নেই,
কোনো কিছু নেই সেখানে আবার কিসের বিয়ে?
কাবিন, স্বাক্ষর ছাড়া কি বিয়ে হয় নাকি? আবার
শুনেছে এই বিয়ের কাজীও নাকি জীবিত নেই,
যতসব মিথ্যা কথা, মিথ্যা বাহানা। একটা বিয়ের কি

সবকিছুই ঘায়েব হয়ে যায় নাকি? সামান্য একটা ছবিতো থাকবে দুজনের এই বিয়ের তাই না? সবসময় আরিফ বা মায়ার মুখে শুনে এসেছে যে মায়া বিয়ে হয়েছে রিদ খানের সঙ্গে কিন্তু কখনো প্রমাণ পাইনি। এই যুগে এসে কি কেউ মুখের কথা বিশ্বাস করে প্রমাণ ছাড়া? মুখে মুখে তো মানুষ মিথ্যাও বলে বেড়ায় যেমন মায়া নিজের প্রেমিকের জন্য পাগল হয়ে সবাইকে মিথ্যা বলে বেড়াচ্ছে বিয়ে নিয়ে। আর আরিফ বোনের কণ্ঠে অন্ধ হয়ে সেও মায়াকে সাপোর্ট করছে মিথ্যা রটানোতে। নয়তো আরিফ নিজেও তো প্রমাণ করতে পারছে না মায়ার কখনো রিদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সেটা নিয়ে। বসার ঘরে এসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল মায়ার তিন ফুপিদের মধ্যে। শুক্রবার হওয়ায় বাড়ির সকল ছেলেরায় আজ বাড়িতে। তবে এই সময় জুম্মার নামাজে গেছে বাড়ির পাশে মসজিদে। রেহানা বেগমের সঙ্গে জুইয়ের মা সাবিনা বেগম দাঁড়িয়ে হাতে হাতে রান্না ঘরের কাজ সারছেন স্বামী ভাসুরদের ফিরার আগে আগে। বাসায় এমনিই কলহের শেষ নেই। রান্নায় দেরি হলে যদিও আবার কেউ রেগে যায় তো? উনার স্বামী এমনিই

বারতের মতোন জ্বলে উঠে সবসময়। আজ আবার
তিন বোনের আগমন হয়েছে এই বেলায়, এবার
নিশ্চয়ই আবারও ঝামেলা হবে বাসায়। মায়াকে নিয়ে
এটা-সেটা বলে ভাইদের কান ভরবে এখন। মায়ার
ফুপিরা আবার একটু বেশি তেজি। ছুন থেকে পান
খসতেই রেগে যান তাঁরা। জুইয়ের মা সাবিনা বেগম
হাতে হাতে রান্না ঘরের কাজ শেষ করছেন আর
বারবার অপরাধীর দৃষ্টিতে রেহেনা বেগমের দিকে
তাকাচ্ছেন। নিজের ছেলে- মেয়েদের নিয়ে কেউ
এতো সমালোচনা করলে কোনো মা-ই সহ্য করবে না
কখনো। উনার একটা মেয়েই জুই। জুইকে নিয়ে
বাসায় এতোকিছু হলে তিনি সেই কখন বাসায়
কান্নাকাটি -চিৎকার করে মাথায় তুলে রাখতেন।
অথচ রেহেনা ভারি বড়ো ধৈর্যশীল মানুষ। আদুরের
ছোট মেয়েকে নিয়ে সবার এতোকিছু বলার পরও
আজ পযন্ত উনাকে কখনো কাঁদতে দেখেনি সাবিনা
বেগম। বসার ঘর থেকে তিন বোনের কথাবার্তা শুনা
যাচ্ছে রান্নাঘর পযন্ত। সাবিনা বেগমের কানে যখন
কথা গুলো আসছে তখন নিশ্চয়ই বড়ভাবির কানেও
যাচ্ছেন। আগে মায়াকে নিয়ে কেউ কিছু বললে চেতে

উঠতেন তিনি কিন্তু আজকাল তিনি প্রতিক্রিয়া দেখান না চুপ থাকেন। সাবিনা বেগম ধারণা তিনি হয়তো মায়ার উপর ভিষণ রেগে আছেন তার জন্য চুপ থাকেন সবকিছুতে। সাবিনা বেগমের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার মাঝে হাতে ক্ষুণ্ণিটা তেলে ভাজার উপর চালাতে চালাতে হঠাৎই ঠাস করে ছেড়ে দেন রেহেনা বেগম। ভেজা হাতটা শাড়ির আঁচলের মুছতে মুছতে এগোল বসার ঘরের দিকে। রেহেনা বেগমকে বসার ঘরের দিকে যেতে দেখে আঁতকে উঠল সাবিনা বেগম। তৎক্ষণাৎ গ্রেসের চুলাটি বন্ধ করে তিনিও পিছন পিছন ছুটলো রেহেনা বেগমের। বড়ভাবি চেতেছেন মানে এখন নিশ্চয়ই ছোটোখাটো একটা যুদ্ধ চলবে। সাবিনা বেগম আজ বড় ভাবির পক্ষেই থাকবেন। এই তিনটা বোন সবসময় বাপের বাড়ি এসে বেশি জ্বালায়। উনারা কেউ কিছু বলতে পারে না স্বামীদের ভয়ে। আজ আর থেমে থাকবে না বড় ভাবির সঙ্গে তিনি এই বোনদের একটা বিহীত করবে।‘ আমার মেয়ে খারাপ! আমি মেয়ে মানুষ করতে পারি নাই তারপরও আপনারা কেন আমার মেয়েটাকে রেহাই দিচ্ছিন না। মেয়েটার এতো

অসুস্থতার মাঝেও কেন মেয়েটার উপর আপনারা
এতো জুলুম করছেন? রোজ রোজ কেন আমার
মেয়েটাকে নিয়ে আপনারা এই বাড়িতে ঝামেলা
করেন? আপনাদের মানসিক টর্চারের জন্য আমার
মেয়েটা সুস্থ হচ্ছে না। আল্লাহর ওয়াস্তে এবার আমার
মেয়েকে ছেড়ে দিন। ওহ ছোট মানুষ। বয়সের দোষী
না-হয় একটা ভুল করে ফেলেছে তাই বলে আপনারা
সবাই মিলে আমার বাচ্চা মেয়েটাকে সৌলে ছড়াবেন?
আপনাদের তো মেয়ে আছে। তাহলে আমার মেয়ে
সাথে কেন এতো জুলুম করছেন? রেহেনা বেগমের
কথায় চটে যায় তিন বোন। মায়ার তিন ফুপির মধ্যে
ছোট ফুপি সালেহা বেশ তীক্ষ্ণ। তিনি সবকিছুতে
কারণ বের করে যুক্তি দেখান। উনার কথা বাকি দুই
বোন, দুই ভাই শুনেও বেশি। সালেহার দুই বোন
ফাহেমা আর মাজিদা কিছু বলার আগে চেতে উঠেন
সাহেলা বেগম। তিনি রেহেনা বেগমের কথায় চটে
গিয়ে রেগে বললেন...‘ আমাদের বাসায় মেয়ে আছে
ভাবি তবে তোমার মেয়ে মতো মেয়ে আমরা পেটে
ধরেনি। যে মেয়ে বাপ-দাদার নাম ডুবাবে! তোমার
সম্মান তো আর যাচ্ছে না ভাবি তুমি হলে পরের

মেয়ে। সম্মান নষ্ট তো হচ্ছে আমাদের বাপ-ভাইয়ের।
বাইরে বের হয়ে ঘুরে দেখো, মানুষ কি বলে তোমার
মেয়েকে নিয়ে? এক কান, দুইকান হতে হতে এখন
সবাই বলাবলি করছে তোমার মেয়ে প্রেমে ছেঁকা
খেয়ে বাড়িতে পাগল হয়ে বসে আছে। মেয়ে মানুষের
একটু বদনাম হলে সমাজে চোখে পঁচে যায়। এই
সমাজে মেয়ে মানুষের চরিত্র হতে হবে নিষ্পাপ
কলঙ্কহীন। নয়তো ভালোঘরে বিয়ে দেওয়া যায় না।
এই সমাজে পুরুষ মানুষ কলঙ্ক হয়না ভাবি। মেয়েরা
হয়। তোমার মেয়ে আমাদের রক্ত তাই রক্তকে কেউ
কিছু বললে শরীরে এমন-ই আগুন লাগে। সেজন্য
চাচ্ছি মেয়েটার ভালো হোক। সময় থাকতে ভালোই
ভালোই কারও সাথে মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলে
মেয়েটা সুস্থ হয়ে যেতো, সঙ্গে এসব বদনামও
দামাচাপা হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের মা-ছেলের
মতিগতি তো অন্য রকম। যতদিন মেয়েটা না পঁচে
যায় ততদিন তোমাদের শান্তি নাই। মায়ার ছোট ফুপি
সালেহার কথার যুক্তি একেবারে ফেলার নয় বলে
দাবি করলো বাকি দুই বোন। আমাদের সমাজে
যথারীতি এমনটায় হয়ে যাচ্ছে আজও। মেয়েদের

বদনাম হওয়া থেকে বাঁচাতে চাইলে জলদি জলদি
মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও নয়তো সমাজের মানুষ ছিঃ
ছিঃ করবে। যেমনটা মায়ার ক্ষেত্রে হয়েছে। মায়ার
বদনাম সবখানে ছড়িয়ে পড়ায় সেজন্যই মায়ার ফুপি
আর চাচারা মিলে চাচ্ছেন মায়াকে বিয়ে দিয়ে
বদনামগুলো দামাচাপা দিতে। যদিও মায়া অসুস্থ তবে
নতুন পরিবেশ আর স্বামী সঙ্গ পেলে মায়াও দ্রুত সুস্থ
হয়ে উঠবে এমনটা সকলের ধারণা। সেজন্য
এতোদিন ধরে মনের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও রেহেনা
বেগম চুপ ছিলেন তাদের সামনে। কিন্তু আজ আর
চুপ থাকতে পারলো না। এই ভাই-বোনদের মানসিক
চাপে কারণে উনার মেয়েটা দিন বা দিন আরও অসুস্থ
হয়ে পরছে। উনার সুন্দর সুস্বাস্থ্য মেয়েটা একমাসে
কেমন শুকিয়ে কাঁঠ হয়ে গেল। মেয়েটা যদি একটা
প্রেম করেই থাকে তাহলে ওকে অন্তত কয়েকটা দিন
সময় দিতো এসব থেকে আশু আশু ফিরে আসার
জন্য। তা-না করে সবাই মেয়েটাকে ঘরবন্দী করে
আরও চাপ প্রয়োগ করছে। মা হয়ে তিনি মেয়েটার
মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। উনার হাসিখুশি
মেয়েটা সবসময় চুপচাপ বসে থাকেন। কারও সাথে

কথা বলে না। ঠিকঠাক খাই না। অঘুমে সারারাত
চেয়ে থাকে। বারবার অজ্ঞান হয়ে যায়। অকারণে
কাঁদে এসব কি এদের কারও চোখে পরে না? শুধু
লোক দেখানো সমাজের কাছে বদনাম হওয়ার ভয়ে
উনার জীবন্ত মেয়েটাকে তিলে তিলে মেরে ফেলবে
এরা? আজ আরিফ মায়ার পাশে না থাকলে সবাই
মিলে পি*ষে মে*রে ফেলতো এরা। উনার মেয়ে পঁচে
গেলে যাক। উনার পঁচা-গলা মেয়েকে সারাজীবন
বুকে আগলিয়ে রাখবেন তিনি, তারপরও মা হয়ে
আজ তিনি আর চুপ থাকবে না। দরকার হলে
মেয়েকে নিয়ে তিনি স্বামীঘর ত্যাগ করবেন তারপরও
আজ এর একটা বিহীত করেই ছাড়বেন।‘ আমরা
বুঝি মেয়ের ভালো কোনটাতে হবে। সমাজে বদনাম
হলে হোক, আমার অসুস্থ মেয়েটাকে এখন আমি
বিয়ে দিব না আপনারা যত যাই কিছুই বলুন না
কেন। আমার মেয়ে পঁচে গেলে যাক। আমার পঁচা
মেয়েকে নিয়েই আমি ভালো আছি। দরকার হলে
মেয়েকে নিয়ে আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।
আপনাই আপনাদের বাড়িতে সম্মান বাঁচিয়ে থাকুন।‘
তোমার যাওয়ার হলে তুমি একা যাও ভাবি। মেয়ে

তোমার একার না। এই বাড়ির মেয়ে মায়া। সে আমাদের রক্ত হয়। আমরা আমাদের মেয়ের ভালোমন্দ বুঝব। এই সমাজের তুমি তো আর কেউ না। আর না তোমার বাপ-ভাইয়ের কোথাও সম্মান যাচ্ছে। মা হয়ে খেয়াল করছো মেয়েটা যে দিন দিন আরও পাগল হয়ে যাচ্ছে সেটা?

সালেহা বেগমের মুখে বারবার মায়া পাগল সেটা শুনতে রাগে চেতে উঠেন রেহেনা বেগম। উনার মেয়ে পাগল না। এই পরিস্থিতিতে একটু মানসিক চাপে আছে। তবে মায়া সবকিছু ঠিকই শুনতে, বুঝতে পারে। অথচ এই তিন বোন মিলে সবসময় উনার ভালো মেয়েটাকে পাগল বলে বেড়ায়। রেহেনা বেগম সালেহা বেগমের কথায় চেতে উঠে বললেন...‘ আমার মেয়ে পাগল না। ওহ সুস্থ। আপনারা সবাই মিলে আমার ভালো মেয়েটাকে বার বার পাগল বলে বলে ওকে পাগল বানাচ্ছেন। আপনাদের জন্য আমার মেয়েটা সুস্থ হচ্ছে না। আপনারা এর জন্য দায়ি।

কাটা গায়ে নোনের ছিঁড়ার মতোন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো সালেহা বেগম। রেহেনা বেগমের কথায় কষ্ট পেয়ে চোখে পানি ছেড়ে বলল...‘ আমরা তোমার

মেয়েকে পাগল বানাচ্ছি ভাবি? আমরা? এটা তুমি বলতে পারলে? মায়া কি আমাদের মেয়ে না? আমাদের রক্ত না ওহ? আমরা কি ওর ক্ষতি চাইবো কখনো? আমরা চাইনা ওহ দ্রুত সুস্থ হয়ে যাক? তুমি কিভাবে বললে আমরা মায়াকে পাগল বানাচ্ছি? এতো ডাক্তার? এতো ঔষধাদি জন্য দৌড়াদৌড়ি কে করছে? আমি করছি না? তাহলে আজ তুমি কিভাবে বললে আমি মায়ার অসুস্থতার জন্য দায়ী? তোমার মেয়ে কি সারাদিন ঘরে শুয়ে-বসে থাকলে ভালো হয়ে যাবে ভাবি? ওকে নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ দিতে ডাক্তার বলেছে সেজন্য ওকে আমরা বিয়ে দিতে চাইছি অথচ তুমি আজ আমাদের দোষী করছো সবকিছুর জন্য?সালেহা বেগমের কথা শেষ হতে না হতে বসার ঘরের উপস্থিত হলো আরিফ, শফিকুল ইসলাম আর জুইয়ের বাবা সাজিদুল ইসলাম। তিনজনে গায়ে পাঞ্জাবি আর মাথায় টুপি। বসার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনজনই শুনেছে সালেহা বেগমের আবেগময় কথা। শফিকুল ইসলাম গম্ভীর চোখে বউ আর বোনদের দিকে তাকালেও সাজিদুল ইসলাম তৎক্ষণাৎ রেগে যায় বোনের চোখে পানি দেখে।

রেহেনা বেগম সম্পর্কে বড়ভাবি হই বলে বেয়াদবি করা ঠিক হবে না এজন্য তিনি বাসার সবার উদ্দেশ্য রেহেনা বেগমকে কটাক্ষ করে বললেন....

‘ এই ঘরে পুরুষরা এখনো জীবিত আছেন। মরেনি কেউ। তাই এই বাড়িতে মহিলা সরদারের প্রয়োজন নেই। আমরা পুরুষরা সব মরে গেলে তখন না-হয় মহিলা সরদারে ঘর চলবে।মায়ার প্রতি হওয়া অন্যায় থেকে দীর্ঘসময়ের রাগ ভিতরে পুষে রেখেছিল রেহেনা বেগম। আজ পযন্ত তিনি স্বামীর মুখে মুখে তর্ক করেননি। কিন্তু আজ যেন উনার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো। উনার ছোট মেয়েটার প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে সেটা বাবা হয়ে কিভাবে শফিকুল ইসলাম চুপ থাকেন শুধু লোক দেখানো সমাজের ভয়ে? রেহেনা বেগম আজ থেমে থাকবে না। সাজিদুল ইসলামের কথায় তৎক্ষণাৎ উত্তর করে বললো...

‘ এই ঘরের বউরা সত্যি কথা বললে মহিলা সরদার হয়ে যায়। আর এই বাড়ির মেয়েরা সরদারি করলে তখন ঠিক আছে। তখন কেউ মহিলা সরদার হয় না। আমি এই বাড়ির পুরুষ-মহিলা কারও সরদারি মানবো না। কেউ আমার বাচ্চা মেয়েটার উপর জোর

করলে আমি তখন স্বামী-সমাজ, দেবর কাউকে মানবো না।

সাজিদুল ইসলাম আগের নেয় রাগান্বিত গলায় বললেন...‘ আপনার মেয়ে যখন আমাদের জন্য কাঁধে করে বদনাম বয়ে আনছিল তখন আপনি কই ছিলাম? তখন কেন বুঝালেন না মেয়েকে? আপনার মেয়ের জন্য বাহিরে মুখ দেখাতে পারছি না আমরা। আপনি আমাদের থেকে ভালো এই বাড়ির মেয়ের কথা চিন্তা করবেন না। আমরা বুঝবো আমাদের মেয়ের সঙ্গে কি করা লাগে। আপনি বরং আপনার সংসার সামলান। বাকিটা এই বাড়ির পুরুষরা সামলিয়ে নিবে।

সাজিদুল ইসলামের কথায় আরিফ দীর্ঘ শ্বাস ফেলে মাথার টুপিটা পকেটে গুঁজাল। রোজ রোজ একই বিষয়ে বাপ-চাচার সঙ্গে তর্ক করতে করতে আজ সে ক্লান্ত। তাই সে একটা ডিসিশন নিয়েছে। এই বাড়িতে থাকলে মায়া আর ভালো হয়ে উঠবে না। আর না কখনো এই বাড়ির পরিস্থিতি ঠিক হবে। মায়ার সুস্থতার কথা চিন্তা করে হলেও আরিফকে এই বাড়ি, এই পরিবেশ ত্যাগ করতে হবে। অন্তত যতদিন না

রিদ খান সুস্থ হয়ে বাংলাদেশে ফিরছে ততদিন
আরিফের সঙ্গে মায়াকে রাখবে। এই বাড়িতে আর
ফিরবে না সে। এই বাড়ির পরিবেশ অসুস্থ হয়ে
গেছে। আরিফ হাতে টুপিটা পকেটে গুঁজাতে গুঁজাতে
রেহেনা বেগমকে ডেকে সকলের উদ্দেশ্যে বলল...‘
আম্মু সামনের সাপ্তাহ মায়াকে নিয়ে আমি চট্টগ্রামে
ফিরবো। মায়া এই পরিবেশে থেকে সুস্থ হবে না।
এই বাড়ির পরিবেশ অসুস্থ আর নোংরা হয়ে গেছে।
এখানে শ্বাস ফেলতেও দমবন্ধ হয়ে আসে। তুমি
চাইলে আমার সাথে যেতে পারো। অন্তত তোমার
স্বামী সংসার থেকে ছেলের ভাড়া ঘরে সম্মানে থাকবে
আম্মু। যদি ছেলে-মেয়ের সাথে যেতে চাও তাহলে
রেডি থেকো। এক কাপড়ে এঘরে থেকে নিয়ে যাব।
আজই তোমাদের নিয়ে যেতাম কিন্তু আজ রাতে
আমাকে ইন্ডিয়া যেতে হবে কয়েকদিনের জন্য।
আমাকে ছাড়া অপরিচিত পরিবেশে তুমি মায়াকে
নিয়ে হিমসিম খাবে বলে আর কয়েকটা দিন কষ্ট
করে এই বাড়িতে থেকে যাও আম্মু। জরুরি না হলে
তোমাদের ছেড়ে আজ কখনো যেতাম না। তুমি যাবে
আমার সাথে আম্মু?

ছেলের কথায় টলমল করা চোখে পানি শাড়ি আঁচলে মুছতে মুছতে রেহেনা বেগম বললেন....‘ আমি অবশ্যই আমার ছেলের সঙ্গে যাব বাবা। আমার ছেলে-মেয়ে যেখানে থাকবে আমি সেখানেই থাকব। এঘরে আমার কোনো প্রয়োজন নেই আর।

মা- ছেলের কথায় চেতে উঠলেন সবাই। শফিকুল ইসলাম, সাজিদুল ইসলাম দুই ভাই যখন আরিফের বিরুদ্ধতা করবে তার আগেই আরিফ ক্লান্তিতা টেনে শান্ত গলায় বাপ-চাচার উদ্দেশ্য বললো....

‘ আমি বড্ড ক্লান্ত আছি। আর ঝামেলা ভালো লাগছে না। এই বাড়ির পরিবেশে আমি নিজেও অসুস্থ হয়ে পরছি। প্লিজ আজ আর না। মা-বোন দুজনকে আমার সাথে নিয়ে যাব আগামী সাপ্তাহে। যদি আপনাদের কিছু বলার বা করার থাকে তাহলে বলবো আগে এই বাড়ির পরিবেশ ঠিক করেন নয়তো আমাকে আটকাতে পারবেন না।

কথা গুলো বলেই আরিফ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রেহেনা বেগমের দিকে। শান্ত স্বরে আবারও বললো....‘ কাল মায়ার বান্ধবী রাফা নামের একটা মেয়ে চট্টগ্রাম থেকে আসবে আন্মু। মেয়েটা মায়ার খুব ভালো

বান্ধবী। আমাকে ভাই ভাই বলে ডাকে। মেয়েটার খেয়াল রেখো। মায়ার সাথে রাফা থাকলে মায়ার মনটা ভালো থাকবে।

ছেলের কথায় রেহেনা বেগম সম্মতি জানাতেই আরিফ সবাইকে অপেক্ষা করে নিজের ঘরের দিকে চলল। আরিফ চলে যেতেই রেহেনা বেগমও রান্না ঘরের ঢুকে গেল। পিছন পিছন সাবিনা বেগমও গে সেইদিকে। উপস্থিত পাঁচ ভাইবোন একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে তাকাল। শফিকুল ইসলাম গম্ভীর মুখে বসার ঘর ত্যাগ করতে, সাজিদুল ইসলাম এগোল বোনদের দিকে। আরিফ নিজের ঘরে যেতে যেতে শুনল ফুপিদের কথাবার্তা চাচার সঙ্গে। ওরা আবারও মায়ার বিয়ের বিষয়টা টেনে আলোচনা করছে। আরিফ বুক ফুলিয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। এখানে সেও একটা মস্ত বড়ো ভুল করেছে। যেদিন রিদ মায়ার বিয়ের সম্পর্কে সে শুনেছিল সেদিন যদি সে রাগ করে না থেকে বরং রিদ-মায়ার বিয়ের সত্যায়িত যাচাই-বাছাই করতো তাহলে আজ এতো কথা শুনতে হতো না। প্রমাণ দেখিয়ে বাড়ির সবাইকেও চুপ করিয়ে দিতো। আরিফ রিদ মায়ার

বিয়ের সম্পর্কে যতটুকু জানে সবটা সে মায়ার মুখেই শুনেছে। কারণ রিদ এক্সিডেন্ট হওয়ার আগে সেও দুজনের বিয়ের বিষয়টা ঐভাবে ঘেঁটে দেখেনি। আদৌও রিদ-মায়ার বিয়ে হয়েছে কিনা কিংবা তাদের কাবিননামা আছে কিনা? কোথায় দুজনের বিয়ে হয়েছিল সে কিছুই জানতো না। পারিবারিক ঝামেলায় এখন মায়ার মুখে সব শুনতে পারলো আসলে রিদ-মায়ার বিয়ের কোনো কাবিন,কাজি কোনো প্রমাণই নেই। আর প্রমাণ ছাড়া যে পরিবারকে কখনো বুঝাতে পারবে না সেটাও জানে আরিফ। মায়ার বিয়ের কাবিন নামার একটা কপি অন্তত রিদ থেকে নিয়ে আরিফের কাছে রাখা দরকার ছিল। আরিফ জানে রিদ কখনো মিথ্যা বলবে না। সে যখন বলেছে রিদ-মায়ার বিয়ে হয়েছে তারমানে বিয়েটা সত্যি সত্যি হয়েছিল। কিন্তু মুখের কথায় তো আর পরিবারকে বুঝানো যাবে না সেজন্য আরিফের খুব করে মনে হলো মায়ার বিয়ের কাবিন নামাটা অন্তত রাখা দরকার ছিল তার। এর মাঝে আরিফ আবার আসিফকেও কল দিয়েছিল জানতে তাঁর কাছে রিদ-মায়ার বিয়ের কাবিননামার বা অন্য কোনো

ডকুমেন্টস আছে কিনা। ব্যস্ততার আসিফ জানায়
রিদের পার্সোনাল ডকুমেন্টস রিদ নিজের কাছে রাখে
এসব আসিফ বা বাড়ির অন্য কারও কাছে পাওয়া
যাবে না। হতাশার আরিফ তারপর থেকে আসিফের
সঙ্গেও যোগাযোগ কমে আসলো। রিদের খবর জানতে
চাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা হতো না তাদের
মাঝে। রিদের জ্ঞান এখনো ফিরল না। আজ একমাস
হতে চলল। তবে এর মাঝে দুই একদিন রিদের
বডিপার্ট অগ্নিসল্ল নড়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বলে
শুনা যায়। ডাক্তার আশা করছেন খুব দ্রুত রিদের হুশ
ফিরে আসবেন। তবে মায়া রিদের কোনো খবর
জানে। সেদিন রাতেই আরিফ ইন্ডিয়া চলে যায়
ব্যবসায়িক কাজে। পরদিন আর রাফা আসলো না।
রাফা আসলো আরও দুইদিন পর। ঘটনাটি রাফা
আসার একদিন আগে আর রিদের এক্সিডেন্ট হওয়ার
বত্রিশদিনের মাথায় এক সন্ধ্যায় মায়া নিজের রুমে
বসে ছিল। তক্ষুনি হাতে ভাতের প্লেট চেপে কক্ষে
দুকলো মায়ার মা রেহেনা বেগম। মায়ার উপর উনার
অসীম রাগ। যেটা চোখে মুখে ফুটে উঠেছে উনার।
বাসায় আজ আবার মায়া তিন ফুপি এসেছিল। তবে

তারা বাসায় তেমন কোনো ঝামেলা না করলেও
রেহেনা বেগমকে যা নয় তা শুনিয়ে গেছেন মায়ার
জন্য। তিনি সন্তান মানুষ করতে পারেন নি এজন্য
স্বামী, দেবর, ননদীরা সকলেই উনাকে কথা শুনিয়ে
চলে আজকাল। বিয়ের এতাবছর পর এসে মেয়ের
জন্য এইভাবে সকলেই কাছে অপমানিত হতে হবে
সেটা সত্যি লজ্জাজনক। উনার মেয়ে না-হয় ছোট
বলে প্রেম করেই ফেলেছে সেজন্য মেয়েকে সৌলের
আগায় রাখছে সকলে। উনার মেয়েটা যে অসুস্থ সেই
খেয়াল রাখছে কেউ। ফাঁসির অপরাধী সাথেও এতো
জুলুম করে না যতোটা চাপ উনার মেয়ের উপর
করছে। তার উপর আবার উনার বড়মেয়ে স্বামীর
সংসার ছেড়ে আজ বাপের বাড়িতে এসেছে উঠেছেন।
মায়ার জন্য নাকি মুক্তার সংসার ভাঙতে চলেছে
এজন্য আবার নতুন করে ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে এই
বাড়িতে। উনার মেয়েদের উপর থেকে যেন বিপদ
কাটছেই না। একটা পর একটা বিপদ এসে পরছে
এই বাড়িতে। আজ আরিফও বাড়িতে নেই যে মায়ার
হয়ে কথা বলবে? একা উনি কারও সাথে কথায়
পেরে উঠে না। আল্লাহ তুমি উনার মেয়ের উপর

সহায় হও। এসব বিপদ থেকে উনার মেয়েদের দ্রুত কাটিয়ে উঠার তৌফিক দান করুক আমি। মনে মনে আমিন বলেই রেহেনা বেগম চোখ ভরা পানি নিয়ে মায়ার কক্ষে ঢুকান আগে শাড়ির আঁচলে চোখের পানি মুছে একহাতে ভাতের প্লেট আর অন্য হাতে পানির গ্লাস নিয়ে ঢুকলো ঘরে। মায়া জুই খাটের দুইকোণায় বসেছিল। রেহেনা বেগমের উপস্থিতিতে দুজন তাকাল উনার দিকে। উনি রাগী ভঙ্গিতে মায়ার দিকে এগোল। হাতের গ্লাসটা ঠাস করে কর্ণার টেবিলে উপর রেখে ভাত প্লেটে হাত দিলো। মায়ার পছন্দের মাছ ভাত নিয়ে এসেছেন তিনি। মেয়েটা খাবার একেবারেই খায় না। নিচেও যায় না। রেহেনা বেগম ভাত মাখোঁ মাখো করে মায়ার মুখে দিতে দিতে তিক্ত গলায় বললেন তিনি....‘ আমি একটা নষ্ট মেয়ে পেটে ধরেছি। ছোট বয়সে পড়ালেখা না করে নাগর ধরছে। সবাই ঠিকই বলে সবদোষ আমার পেটের। মেয়েকে শিক্ষা দিতে পারেনি সেজন্য পরিবারের সম্মানের কথা চিন্তা না করে বেডার জন্য পাগল হয়ে ঘরে বসে আছে। আমারে মানুষ থুথু করে যায়। আসলে আমি মানুষের থুথু ফেলারই যোগ্য।

একটা পাপ পেটে ধরেছি আমি। মানুষ যেন এমন
পাপ আর জন্ম না দেয় কেউ।

মুখে ভাত নিয়ে মায়া চোখ টলমল করে উঠলো
মায়ের কথায়। রেহেনা বেগম ফের মায়ার মুখে ভাত
ঠুসে দিতে দিতে রাগে দুঃখে কষ্টে কান্না করতে
করতে বললেন....‘ সবাই বলে তুই নাকি পাগল হইয়া
ঘরে বসে আছিস বেড়ার জন্য। আর বড়টার সংসার
ভাঙতে চলছে তোর জন্য। তুই যে বেড়ারে পছন্দ
করিস ঐছেলে আরেকটা প্রেমিকা আছে নাকি শশী
নামে। ঐ মেয়ের মা আইসা মুক্তার শশুর বাড়িতে
হামলা করছে। মুক্তার গায়েও হাত তুলছে সেজন্য
স্বামী ঘর ছাইড়া বাপের আইয়া উঠছে তোর বোন।
তোর ছোট চাচা মুক্তারে নিইয়ে গেছে ওর শশুর
বাড়ির নামে মামলা করতে। আজ তোর জন্য আমার
সুন্দর সংসারটার আগুন লাগল। না তুই ঐ ছেলের
পিছনে যেতি আর না মুক্তার সংসারটা ভাঙতো। তুই
পাগল না হয়ে একেবারে মরে গেলেও তো পারতি।
সবাই শান্তিতে থাকতো। তুই মরে যাহ নয়তো
আমাকে মেরে ফেল।

রোজ রোজ এতো অশান্তি আর ভালো লাগছে না।

মায়ের কথায় মুখে ভাত নিয়েই মায়া ডুকরে কেঁদে
উঠলো। অসুস্থ মায়ার সারা শরীর মূহুর্তে তরতর
করে কেঁপে উঠতে মুখে ভাত নিয়ে মায়া শুধু কোনো
রকমে ডাকলো রেহেনা বেগমকে....‘ আম্মু! আম্মু!
আম্মু!

জুই পাশে থেকে এসে ঝাপটে জড়িয়ে ধরলো
মায়াকে। রেহেনা বেগমকে বাঁধা দিয়ে বলল...

‘ এসব কি বলছেন বড়আম্মু? মায়া মরবে কেন
এখানে মায়ার কি দোষ?

রেহেনা বেগম হাত ঝাড়া দিয়েই মায়ার থেকে জুইকে
ছাড়িয়ে দিতে দিতে বলল...

‘ তুই ওর থেকে দূরে থাকবি জুই। নয়তো তুইও ওর
মতোন খারাপ হয়ে যাবি। যা তুই মুক্তার রুমে যাহ।
জুই জেদি গলায় বলল...

‘ না আমি যাব না। এখানেই থাকব। রেহেনা বেগম
জুইয়ের কথায় পাত্তা না দিয়ে পরপর ভাতের লোকমা
ঠুসে ঠাসে ঢুকালো মায়ার মুখে। মায়ার ডুকরে কান্নায়
ভাত চিবুতে পারছিল না নাক-মুখে কাশি উঠে
যাওয়াতে তিনি হাতের কাছে গ্লাসটা উঠিয়ে মায়ার
মুখে ধরলো। মায়ার মুখ চেপে পানিটা খাওয়াতে

খাওয়াতে মায়া মুখে ভাত নিয়েই জ্ঞান হারাল শরীর
কাঁপতে কাঁপতে অতিরিক্ত মানসিক চাপে। রেহেনা
বেগমের রাগ তক্ষুনি মাটি হয়ে গেল মায়াকে জ্ঞান
হারাতে দেখে তিনি দ্রুততায় হাতের প্লেট আর গ্লাসটা
টেবিলে রেখে মায়াকে ধরতে চাইলে তার আগেই জুই
মায়ার কাছে এগিয়ে আসে। রেহেনা বেগম জুইয়ের
কাছ থেকে মায়াকে ছিনিয়ে নিতেই হুঁ হুঁ করে ডুকরে
কেঁদে উঠলো বুক ফাটা আতর্নাদে। উনার ছোট
মেয়েটা সবচেয়ে আদুরের আর যত্নে ছিল। কখনো
ফুলের টোকা দেয়নি। আজ কতো ঝড়ঝাপটা যাচ্ছে
এই মেয়েটার উপর। মেয়েটা মানসিক ভাবে অসুস্থ
অতিরিক্ত চাপ নিতে পারে তারপরও কেউ একটা
দিন রেহাই দেয়না মেয়েটাকে। সারাক্ষণ মেয়েটাকে
নিয়ে কতো কথায় হয় বাসায়। সবসময় উনার স্বামী
আর দেবরের কান ভরে রাখে উনার তিন ননদ যার
জন্য উনাকেও এটাসেটা শুনতে হয়। উনি তারপরও
মেয়েকে কিছু বলে না নিরবে চুপ করে থাকেন কিন্তু
আজ যখন বড় মেয়ে মুক্তা সংসার ভাঙতে চলল
মায়ার জন্য তখন তিনি আর রাগটা চেপে রাখতে
পারেননি। যা নয় তা বলে ফেলেছে অসুস্থ

মেয়েটাকে। কিন্তু তিনিও বা কি করবেন? বড় মেয়ের সংসারটা তো শেষ। এবার ছোট মেয়ের জীবন যাবে এই ঝড়ঝাপটা। ঠিকঠাক ঔষধ পযন্ত খাচ্ছে না মেয়েটা। এতো অশান্তিতে এমনই মারা যাবে উনার মেয়ে। কুঞ্জিত কপালে ভাজ সোজা হলো তৃতীয় বারের মতোন ওপাশের কলটি অকারণে ডিসকানেষ্ট হয়ে যাওয়ায়। কান থেকে ফোন নামিয়ে উজ্জ্বল স্ক্রিনের দিকে তাকাতে আয়নের কুঞ্জিত কপালে ভাজে ভাজে টেনশনে বলিরেখা দেখা দিল। বিগত এক সাপ্তাহ ধরে আয়ন বাংলাদেশে জুইয়ের কাছে মিলানোর চেষ্টা করছে কিন্তু বরাবরই তার কলটি ডিসকানেষ্ট হয়েছে যাচ্ছে অকারণে। লন্ডনে আসার পর থেকে রিদকে নিয়ে ব্যস্ততার জন্য মায়া বা জুই দুজনের কারও খোঁজ নিতে পারেনি আয়ন। টেনশনে টেনশনে মাথা থেকে ছুটে গিয়েছিল আয়নের কাছে বাংলাদেশের কারও খোঁজ তার কাছে নেই। যদি পরিবারের সকলেই এখন লন্ডনে আছে বাংলাদেশে তেমন কেউ নেই খোঁজ নেওয়ার মতো সেজন্য হয়তো আয়নের রিদের টেনশনে টেনশনে মনে ছিলনা জুইদেরও খোঁজ নেওয়া তার দরকার। আসিফের সঙ্গে তার প্রায়

কথা হয়। আয়ন আসিফের থেকে বেশ কয়েকবার
মায়া জুইয়ের খবর নিয়েছে সে। আসিফ বরাবরই
বলেছে তারা নাকি ভালো আছে। মায়া নাকি একটু
অসুস্থ বাকি সব ঠিক আছে। স্বামী এক্সিডেন্ট করে
মৃত্যুকালে পরে থাকলে বউ হিসাবে মায়া যে টেনশনে
টেনশনে অসুস্থ হয়ে যাবে সেটার ধারণা আয়নের
আছে। তবে মায়া কতটা অসুস্থ সেই খবর আয়ন
জানে না। আয়নের তথ্য অনুযায়ী আসিফও মায়া বা
জুইয়ের সঠিক খবর জানে না। আরিফের সঙ্গে
আসিফের যোগাযোগ হয়। সেখান থেকেই সাপ্তাহে
দুই একবার কল করে মায়ার খবর নেওয়া হয়
হয়তো। অথবা আরিফ রিদের অবস্থা জানতে চাইলে
তখন হয়তো আসিফও ফাঁকে ফাঁকে আরিফ থেকে
মায়ার কেমন আছে সেটা জেনে নেই। সবাই ভালো
আছে এইতোটুকু খবর আপাতত লন্ডনে এসে
পৌঁছায়। আজ বিগত তেত্রিশ দিন হতে চলল লন্ডনে
শহরে আছে ওরা। এই তেত্রিশ দিনে আয়নের সঙ্গে
জুইয়ের যোগাযোগ হয়নি। আয়ন বিগত এক সাপ্তাহ
ধরে চেষ্টা করছে জুইয়ের হাতের ফোনটায় কল
মিলানোর কিন্তু দুঃখজনক ভাবে প্রতিবারই কল কাট

হয়ে যাচ্ছে। আয়ন চিন্তিত মনে তৎক্ষণাৎ কল মিলাল আসিফকে। কয়েক সেকেন্ড রিং হতেই ফোন রিসিভ করলো আসিফ। আয়নকে সালাম দিয়ে বলল...‘ আসসালামু আলাইকুম আয়ন ভাই।

‘ ওয়ালাইকুম সালাম। ঐদিকে কি অবস্থা আসিফ? সবকিছু ঠিকঠাক আছে? কোম্পানি কি অবস্থা?

‘ জ্বি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলছে ভাই। রিদ ভাই নেই সেজন্য কোম্পানি চালাতে হিমসিম খাচ্ছি। নতুন কোনো প্রজেক্টের কাজ নিচ্ছে না আগের যা ছিল ঐগুলো কাজ চলছে আপাতত। বাকিটা ভাই সুস্থ হয়ে আসলে দেখা যাবে। নিহাল স্যার কবে দেশে ফিরবেন কিছু জানেন ভাই?

আয়ন বলল..

‘ এই সাপ্তাহই হয়তো আসতে পারে উনার ব্যবসায়িক আর রাজনৈতিক কাজে। চটগ্রামে কিছুদিন থাকবে তারপরও ঝামেলা মিটে গেলে আবার রিটার্ন এখানে ফিরবে নাকি। শুনলাম রিটার্ন টিকেট করেছে নাকি। আসিফ ক্লান্তিময় হতাশ গলায় বলল...

‘ এখন বাংলাদেশে নিহাল স্যারের খুব প্রয়োজন আয়ন ভাই। বাংলাদেশে খুব ঝামেলার মধ্যে যাচ্ছি

ভাই। আমি একা দু'টো কোম্পানি আর রাজনৈতিক
পরিস্থিতি একা সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছি।
নির্বাচনের অবস্থাও খুব গরম। খান বাড়ির কাউকে
বাংলাদেশের উপস্থিত না পেয়ে এই দন্ড আরও
বাড়ছে আয়ন ভাই। অন্তত নিহাল স্যারকে আপনি
বুঝিয়ে বলুন দ্রুত বাংলাদেশে আসতে। উনার খুব
প্রয়োজন এখানে।

আয়ন আসিফের কথা গুলো মনোযোগ সহকারে শুনে
বলল...

‘ আচ্ছা আসিফ? রিদের এক্সিডেন্ট কারা করেছিল
খবর পেয়েছিস কিছু?

আসিফের উত্তর আসলো তৎক্ষণাৎ। বলল...‘ জ্বি ভাই
পেয়েছি তো। সব তথ্য রিদ ভাইয়ের আম্মার কাছে
জমা আছে। উনি বলেছেন আর কাউকে এসব তথ্য
না দিতে। এমনকি নিহাল স্যারকেও না জানাতে
বলেছে কারা জড়িত আছে রিদ ভাইয়ের এক্সিডেন্টে
পিছনে। যা করার ম্যাডার দেশে ফিরে নাকি করবেন।
আপাতত এসব বিষয়ে চুপ থাকতে বলেছেন। নিহাল
স্যার বাংলাদেশে আসলেই বুঝতে পারবেন
রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতোটা গরম হয়ে আছে। এই

মূহুর্তে রিদ ভাইকে খুব প্রয়োজন পরতো নিহাল স্যারের।

আয়ন আসিফকে সাত্বনা দিয়ে বলল...

‘আমরা আছি তো আসিফ! আল্লাহ ভরসা আমরা মামার পাশে থাকবো। রিদের অবস্থা একটু ভালো হলেই বাংলাদেশে ফিরার চেষ্টা করবো আমি।’ জ্বি ভাই।

আয়ন মৃদুস্বরে ডেকে বলল...

‘আসিফ

‘জ্বি ভাই।

‘মায়া কোনো খবর জানিস?

‘না ভাই।

‘আরিফের সঙ্গে তোর যোগাযোগ নেই?

‘আছে ভাই। কিন্তু লাস্ট পাঁচ-ছয়দিন তেমন কোনো যোগাযোগ করতে পারছি না ব্যস্ততায়। একটু বেশি ব্যস্ততা দিন যাচ্ছে ভাই। সেজন্য কারও খবর নিতে পারিনি। কেন ভাই কোনো সমস্যা?

‘না সমস্যা না। এমনি আরকি। আমি ফোন দিচ্ছিলাম মাযাদের হাতের নাম্বারে কিন্তু কল যাচ্ছে না। হয়তো নাম্বার অফ করে রেখেছে। তুই একটু

আরিফকে কল দিয়ে জিজ্ঞেসা করতো ঐ বাড়ি সবাই কেমন আছে।

‘জ্বি ভাই এম্মুনি কল দিয়ে দেখছি আমি।

আয়নের কল কেটে যেতেই আসিফ আরিফকে কল মিলাল। কিন্তু ওপাশ থেকে প্রথমবারের মতোন আরিফের নাম্বারটি বন্ধ পেতেই চিন্তিত কপাল কুঁচকালো আসিফ। প্রথম বার কল কেটে যেতেই আসিফ দ্বিতীয় বার কল মিলাল একই নাম্বারে, কিন্তু পুনরায় একই কথা বলাতে কল কেটে আসিফ তৎক্ষণাৎ কল মিলাল আয়নকে। ওপাশের আয়ন ফোন হাতে নিয়েই বসেছিল। আসিফের কল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ হলো সেটি। আয়ন কিছু বলবে তার আগেই আসিফ বলল...‘ আয়ন ভাই আরিফের নাম্বার তো বন্ধ বলছে। ফোন যাচ্ছে না।

আসিফের কথায় আয়নের মাঝে টেনশনের অস্থিরতা দেখা দিল। প্রথমে জুইদের ফোন আর এখন আরিফের ফোন বন্ধ বলছে। কোনো বিপদ হয়নি তো ঐ বাড়ির কারও। অথচ আয়ন আসিফ দুজনের কেউ তখনো জানতো না আরিফ ইন্ডিয়াতে গেছে দুইদিন হলো।

আয়ন অন্তত চিন্তিত সুরে বলল...

‘ কাউকে আশুগঞ্জ পাঠাও আসিফ। ঐ বাড়ির সবার খোঁজ নাও প্লিজ। কারও কোনো বিপদ হয়েছে কিনা একটু খোঁজ নিয়ে দেখো।

আসিফ সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিয়ে বলল....

‘ আপনি টেনশন করবেন না ভাই আমি ভাবির খবর নিয়ে আপনাকে জানাব।

‘ দ্রুত জানাও আসিফ।

আয়নের কথা কাটার আগেই আসিফ তাড়াহুড়ো বলল...

‘ আয়ন ভাই! ফাহাদ বউ তো মায়া ভাবির আপন বোন হয়। ফাহাদের কাছে কল দিলে তো মায়া ভাবির খবর নেওয়া যাবে হয়তো।

আসিফের কথায় আয়নও সম্মতি দিয়ে বলল...

‘ আচ্ছা ঠিক আছে তুমি খবর নিয়ে আমাকে জানিও। আমি অপেক্ষা করবো।

‘ জ্বি ভাই। আসিফ আগে নেয় এবার কল মিলাল ফাহাদকে পরপর দুবার রিং হতেই তৃতীয়বারে কল রিসিভ করলো ফাহাদের। দুজনের মাঝে কুশল

বিনিময়ে মধ্যে আসিফ মায়ার কথা ফাহাদের কাছে জানতে চাইলে ফাহাদ বলল...

‘ আসিফ ভাই আমি তো ঢাকা নেই। চট্টগ্রাম খান বাড়িতে আছি দুদিন ধরে। মুক্তা ঢাকায় আম্মুর সাথে আছে। আমার সাথে মুক্তার কথা হয়না দুইদিন হলো সেজন্য আমি বলতে পারবো না মায়ার কথা।

আসিফ রয়েসয়ে ফাহাদ বলল..‘ তুমি একটু বাসায় ফোন করে মায়া ভাবির খবরটা নাও ফাহাদ। লন্ডন থেকে ফোন এসেছে সবাই মায়া ভাবির খবর চাচ্ছেন। তুমি তোমার বউর থেকে মায়া ভাবির খবরটা নিয়ে আমাকে জানাও প্লিজ।

কথা শেষে আসিফ ফোন কেটে দিল। সবার কথাটা আসিফ এমনই বলল। আসলে সবার কথা না বললে হয়তো ফাহাদ নিজের বউকে কল দিয়ে মায়া ভাবির খবর নিতো না। এখন সবার কথা শুনে নিশ্চয়ই নিজের বউয়ের থেকে ভাবির খবরটা অবশ্যই নিবে? হলোও তাই। আসিফের কথা মতোই কাজ হলো। ফাহাদ সত্যি সত্যি বাড়িতে ফোন দিল মুক্তার কাছে কিন্তু সেই ফোন রিসিভ করলো ফাহাদের মা। ফাহাদ নিজের বউয়ের কথা জানতে চাইলে ফাহাদের মা

ভয়ে আমতা আমতা করলো সত্যিটা জানাতে। মুক্তা
যে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে সেই খবর
ফাহাদ এখন পযন্ত জানেন না। জানলে নিশ্চয়ই
এতো শান্ত ভাবে কথা বলতো না। মুক্তা যাওয়া সময়
হাতের ফোনটা পযন্ত নিয়ে যায়নি। ফাহাদের মা
সত্যিটা লুকিয়ে ভয়ে আমতা আমতা করে বলল...‘
তোর বউতো আজ বাপের বাড়ি গেছে ফাহাদ।
ফোনটা ভুলে বাসায় ফেলে গেছে।

ফাহাদ মায়ের কথায় হান্কা কপাল কুঁচকে বলল...

‘ হঠাৎ আজ এই অসময়ে ওহ বাড়িতে গেল কেন
আম্মা?

‘ আমি জানি না। গেছে হয়তো কোনো কারণে হবে।
তুই তোরা শাশুড়ীর ফোনে কল করে দেখ কি বলে।

‘ আচ্ছা। ফাহাদ সত্যি সত্যি রেহেনা বেগমের ফোনে
কল দিল। মায়ের ফোনটা মুক্তার হাতেই ছিল বলে
ফাহাদের প্রথম কলেই মুক্তা রিসিভ করলো। ফাহাদ
মুক্তার বাড়ির আসার কথা জানতে চাইলে মুক্তা প্রচণ্ড
রাগারাগি করলো ফাহাদের সঙ্গে। ফাহাদ মুক্তার সঙ্গে
তর্কে না জড়িয়ে ফোন কাটার আগে সুন্দর করে
জানতে চাইলো মায়া কেমন আছে সেটা। আর এতে

আবারও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো মুক্তা। ফাহাদের পরিবারের জন্য আজ এতো কিছু হলো। মুক্তার সুন্দর সংসার ভাঙতে চলেছে। মায়াও পাগল হয়ে বাসায় বসে আছে। পাগল মায়ার খোজ এতোদিন তো ফাহাদ করলো না। যেই মুক্তা আজ বাপের বাড়িতে চলে আসলো তক্ষুনি ফাহাদ কল করে জানতে চাইছে মায়া কেমন আছে সেটা। এর আগে কেন মায়ার খোঁজ করলো না সে? বড় দুলাভাই হিসাবে কি ফাহাদের কোনো দায়িত্ব নেই। মুক্তা ফাহাদের কল কাটার আগে রেগেমেগে শুধু এতটুকু বলেছিল যে মায়া ভালো আছে। খুব ভালো আছে। মায়ার খবর কারও নেওয়ার দরকার নেই। এমনকি ফাহাদের ও না। অথচ বুঝতে পারলো না রাগে পিছনে থাকা মুক্তার কষ্টটা। কারণ ফাহাদ তখনো জানতো না মুক্তা কেন বাপের বাড়ি চলে গেল। কি হয়েছিল মুক্তা সঙ্গে ফাহাদের বাড়িতে। অথচ ফাহাদ মুক্তার রাগাশ্বিত কথা গুলো বিশ্বাস করে ফোন দিল আসিফকে। এবং পইপই করে বললো মায়া ভালো আছে, সুস্থ আছে। আসিফও ফাহাদের সেই খবর পাঠাল লন্ডনে আয়নের কাছে। মায়া ভালো আছে সেই খবর শুনে আয়নও

শান্ত হয়ে গেল। অথচ কেউ জানতে পারলো না
মায়ার সঙ্গে কতোটা ষড়যন্ত্র চলছিল তারই বাড়িতে।
রিদ নেই! আরিফ নেই পাশে! একা মায়া আরও একা
হয়ে গেল পরিবারের চাপে। রাতের শেষ প্রহর কাটিয়ে
ধরনীতে ভোরের আভাস। চারপাশের অন্ধকার
আবছায়া তখনো কাটেনি পুরোপুরি। সকাল চারটে
ছাপ্পান কি সাতান্নর ঘরে। রিদের রেগুলার চেক-
আপের ডাক্তারা উপস্থিত। সঙ্গে খান পরিবারের
সকলেই কেবিনে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে। রিদের
এক্সিডেন্টের বিগত পয়তাল্লিশ দিনের পর আজ
রিদের হুঁশ ফিরেছে। যদিও এখনো চোখ মেলে
তাকাইনি তবে ডাক্তারদের খবর পেয়ে এই শেষ
রাতের মধ্যেই খান পরিবারের সকলে হসপিটালে
ভিড় জমিয়েছে খুশিতে। রিদ চোখ মেলে যেন
আপনজন সকলকে পাশে পায় সেই আশ্বস্তে। যদিও
রিদের শরীর বিগত এক সাপ্তাহ ধরেই রেসপন্স
করেছিল তবে আজ সজ্ঞানে ফিরবে বলে এমনটা
জানায় ডক্টরা হলোও তাই। সকাল পাঁচটা সাত
মিনিটে রিদের হুঁশ ফিরলো। নাকে অক্সিজেন নলটা
বাঁধা। অল্প মাথা দুলিয়ে বেশ অনেকটা সময় নিয়ে

হুঁশে ফিরলো রিদ। বন্ধ চোখের পাতা টেনে খুলতে গিয়ে আবারও ঝাপটিয়ে বন্ধ করে নিলো সে। অনেক দিন পর হঠাৎ আলোর তেজ রশ্মিটা যেন ছুট করেই রিদের চোখে সইলো না। তাই ডক্টর নার্সকে বলে রুমে আলো কমিয়ে দিতেই রিদ ঝাঙ্গা চোখে পুনরায় একই ভাবে চোখ খোলার চেষ্টা করতে অল্প আলোয় দেখলো বেশ অনেক গুলো পরিচিত মুখকে। মাথার অসহ্য ব্যথা অনুভব হতে রিদ বিরক্তিতে চোখ খিঁচে বন্ধ করে নিজের বাম হাত মাথায় রাখতে চাইলে সেই হাতটা কেঁপে উঠলো দূর্বলতায়। পাশে দাঁড়ানো ডক্টর তৎক্ষণাৎ রিদের হাত ধরে সাহায্য করলো ভারসাম্য রাখতে। রিদ কোথায় আছে? তার সাথে কি হয়েছে? সে-সব ছুট করেই কোনো কিছু মনে করতে পারলো না। আর না আশেপাশের উৎসুক মানুষগুলো কারা সেটাও ঠাহর করতে পারলো। শুধু বিরক্তিতে কেমন কপাল কুঁচকে রাখছে বারবার। ঝটকায় ডক্টরের হাতটাও ছাড়িয়ে নিলো নিজের থেকে। অল্প আওয়াজে কিছু বলতে চেয়ে ঠোঁট নাড়াল। স্পষ্ট ভাষায় কিছু বলতে না পেরে পুনরায় চোখ মেলে তাকালো সামনে। এবার বেশ কিছু মুখ রিদের চোখে

স্পষ্ট হলো। সেই সাথে পরিচিতও লাগল সবাইকে।
এক পাশে সুফিয়া খান, রাদিফ দাড়িয়ে, অন্য পাশে
নিহাল খান, আয়ন আর ডাক্তারসহ দুজন নার্স।
পায়ের কাছে আরাফ খান, হেনা খান সঙ্গে আয়নের
পুরো পরিবার দাঁড়িয়ে। সকলের মাঝে খুশির অশ্রু।
রিদ তাদের হাসি কান্নার ব্যাপারটা তখনো বুঝলো
না। আর না ধরতে পারলো এই অসময়ে সকলে
কেন রিদের রুমে ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে। তার অসহ্য
মাথা ব্যথাটাও কমছে না। বিরক্তিতে রিদ ছুট করে
উঠে বসতে চাইলে হাতের ক্যানুলা আর নাকের
অক্সিজেন নলে টান খেলে রিদ বিরক্তিতে উঠে বসতে
বসতে দু'হাতে টেনে নাকে নল আর বামহাতের
ক্যানুলা খোলে ফেলতে ফেলতে বলল...‘ বাল! এই
বাল-ছাল কে লাগাইছে আমার হাতে? ফালা এই
গুলো। অসহ্য!

রিদ চট করে মনে করতে পারলো না নিজের
এক্সিডেন্টের বিষয়টা। আর না বুঝতে পারলো তার
মাথা ব্যথার কারণটা। তার মনে হলো সে ঘুম থেকে
সবে উঠে বসেছে মাত্র। কোথায় আছে? কেন আছে?
এই বিষয় গুলো এখনো রিদের বোধগম্যে নেই।

রিদকে দু'হাতে টেনে-টুনে সবকিছু খোলে ফেলতে
দেখে উপস্থিত সকলেই আঁতকে উঠল। আয়ন অস্থির
ভঙ্গিতে রিদকে থামাতে চেয়ে চিৎকার করে বলল...

‘এসব কি করছিস রিদ? থাম প্লিজ! তুই অসুস্থ!

আয়নের কথায় অধৈর্য্যে রিদ বিরক্তিতে বলল...‘

বা'লের অসুস্থ আমি! সর সামনে থেকে। আমার রুমে
কি তোদের? বের হ! যাহ!

কথা গুলো বলতে বলতে রিদ পেট গলিয়ে রক্ত বমি
করতে ছেলেকে তৎক্ষণাৎ দু'হাতে ঝাপটে ধরলো
সুফিয়া খান। রিদের খালি পেটে তেমন কিছু না
থাকায় গলার আটকে থাকা মরা রক্তটুকু বের হতে
রিদ আবারও নিস্তেজ হয়ে পরলো। উপস্থিত ডক্টরা
রিদের চেক-আপ করতে চেয়ে আদেশ করলো
পরিবারের সকলকে বাহিরের যেতে পেশেন্টের কাছে
ভিড় না জমিয়ে। উপস্থিত সকলেই দ্বি মনা করলো
বের হতে। সবাই রিদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।
অথচ রিদ অকারণে অধৈর্য্য হয়ে রেগে যাচ্ছে
বারবার। গায়ের উপর ডক্টরের হাতটাও বিরক্তিতে
ঝটকা মেরে ফেলে দিতে দিতে রিদ বলল....‘ বা'ল!

মেয়ে মানুষের মতোন হাতাহাতি করছেন কেন?
সরেন!

রিদের তপ্ত মেজাজে বাংলা ভাষায় বলা কথা গুলো
ইউরোপীয়ান ডক্টরের বোধগম্য না হলেও উপস্থিত
সকল বেশ থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে। হুশে ফিরার পর
থেকে রিদ অকারণে বিরক্ত আর রেগে যাওয়ার
কারণটা সকলে বুঝতে না পারলেও ডক্টর রিদের
মেজাজ নিয়ে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না।
বরং খুবই স্বাভাবিক নেয় হাসোজ্জল মুখে নিজ ভাষায়
রিদের উদ্দেশ্যে বলল...

‘ নাউ ইউ আর পারফেক্টলি হেলদি ইয়ং ম্যান ।

রিদ কিছু বলবে তার আগেই একজন নার্স কাপে
করে অল্প গরম পানি নিয়ে আসলো রিদের গলায়
আটকে থাকা রক্তটুকু পরিষ্কার করতে। রিদ সুন্দরী
নার্সটিকে দেখে নাক মুখ কুঁচকে ফেলতেই সুফিয়া
খান আগ বাড়িয়ে নিজের হাতে নিলো সেই কাপটি।
রিদের হুশ ফেরার পর থেকেই তিনি নিরব দর্শক
ছিল। ছেলের মতিগতি লক্ষ্য করছিল। এক্সিডেন্ট
কারণে রিদের মুডে পরিবর্তন এসেছে। এবার
কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে সেটা এখনো বুঝা দায়।

তিনি রিদের কপালে হাত রাখতেই রিদ ঘাড় বেঁকে
তাকাল মায়ের দিকে। চোখে সামনে মাকে দেখে
একই মেজাজে বলল...‘ এতো রাতে আমার রুমে কি
তোমাদের? বিরক্ত লাগছে। যাও সবাই।

সুফিয়া খান বেশ শান্ত ভাবে রিদের পিঠে হাত বুলিয়ে
কাপে গরম পানি টুকু ছেলের মুখে দিতে দিতে
বলল...

‘ ঠিক আছে সবাই চলে যাবে। আগে তুমি গরম
পানিটুকু দিয়ে গলা পরিষ্কার করো তারপর।

রিদ মুখে পানিটুকু নিলো না। বরং দু’হাতে মাথা
চেপে ধরে শুধালো...

‘ আমার মাথা ব্যথা করছেন কেন? আসিফ কই?
আসিফ ডাক দাও।

হাতের কাপটা চেপেই সুফিয়া খান শান্ত গলায় উত্তর
করে বলল...

‘ আসিফ নেই।

আসিফ নেই কথাটা শুনে আবারও চট করে মেজাজ
খারাপ হলো রিদের। বিরক্তিতে বলল..

‘ আসিফ নেই মানে? মারা গেছে ওহ?

সুফিয়া খানের একই শান্ত উত্তর আসলো তক্ষুনি...

‘ নাহ মরে নাই। আছে।

‘ তাহলে ডাক দাও।

সুফিয়া খানকে বলতে না দিয়ে কথা মাঝে রাদিফ উত্তর করে বলল....

‘ ভাই তুমি আগে একটু রেস্ট করো। আসিফের ভাইয়ের সঙ্গে না-হয় পরে কথা বলো।

‘ তোরে বলছি জ্ঞান দিতে? তোরে বলছি ডাক দিতে।

রিদ অকারণে সবার উপর রেগে যাচ্ছে দেখে সুফিয়া খান রাদিফকে থামিয়ে রিদকে শুধিয়ে বলল...‘ তুমি

অসুস্থ বলে আসিফ এখানে নেই। তুমি হসপিটালের আছো রিদ। তোমার এক্সিডেন্ট হয়েছিল মনে নেই?

সুফিয়া কথায় রিদের কপালে ভাজ তীক্ষ্ণ হয়। এক মিনিট চুপ করে যেতেই সম্পূর্ণ ঘটনা মাথায়

আসলো। সে-তো বিকালে দিকে এক্সিডেন্ট করেছিল।

আচানক একটা ট্রাক তাকে চাপা দেয়। তারপর সে রাস্তায় লুটিয়ে পরে। জ্ঞান হারানো আগে সে

দেখেছিল বউকে চিৎকার করে কাঁদতে। তার বউ তার পাশেই ছিল। বউয়ের কথা মাথায় আসতেই রিদ

চট করে আশেপাশে তাকিয়ে মায়ার খোঁজ করলো।

আশেপাশে উপস্থিত সবাইকে খোজে পেল শুধু তার

বউ আর আসিফকে ছাড়া। বেয়াদব বউটা তার এক্সিডেন্টের খবর পেয়ে হসপিটালের আসলো না দেখা করতে? নাকি এসেছে? যদি এসে থাকে তাহলে রিদের যে হুশ ফিরেছে সেই খবর পাইনি এখনো? নাকি হসপিটালের মধ্যেও পরে পরে ঘুমাচ্ছে স্বামীর খবর না নিয়ে। শান্ত হয়ে যাওয়া মেজাজ আবারও খিঁচে গেল মায়ার উপর। তার হুশ ফিরার পর কেন বেয়াদব বউটা দেখতে পেল না সেই কারণে। রিদ খিঁচে যাওয়া মেজাজে কিছু বলবে তার আগে আবারও মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো রিদের। শরীর দুর্বল থাকায় ঝুলে পরে যেতে দেখে ডাক্তারসহ প্রায় সকলে রিদেকে ধরলো। রিদ শরীর ছেড়ে বেঁটে শুয়ে পরতে পরতে ডক্টর মূহুর্তে রিদের নাকে অক্সিজেন নল লাগাতে চাইল। রিদ তাতে বাঁধা দিয়ে সুফিয়া খানের উদ্দেশ্যে ছোট গলায় বলল... ‘আমার বউ কই আম্মু? রিদের ছোট কথায় সুফিয়া খানের কপালে সূক্ষ্ম ভাজ পরলো। ছেলে যে বিয়ে করেছে, তার বউ আছে সেটা এতোদিন উনার মাথায় ছিল না। ছেলের টেনশনে টেনশনে বাকি সবকিছু ভুলে বসেছিল তিনি কিন্তু ছেলে সজ্ঞানে ফিরে সে তার বউ খোঁজ করেছে দেখে

তিনিও তৎক্ষণাৎ উত্তর করতে পারলো না। কেমন নিশ্চুপ আর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মূলত উনি নিজেও জানে না উনার ছেলের বউ কোথায় আছে। কেমন আছে? স্বামীর অসুস্থতায় বউকে পাশে রাখতে হবে সেটাও এতোদিন উনার ধারণাতে ছিল না। সুফিয়া খানকে উত্তর করতে না দেখে রিদ পুনরায় একই প্রশ্নটা করলো। ‘আমার বউ কই?’

সুফিয়া খানের মেরুদণ্ড সোজা হলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশেপাশে তাকাল। রাদিফ, আয়ন, হেনা খান আরাফ খান, নিহাল খান এমন কি আয়নের মা-বাবাও সুফিয়া খানের মুখের দিকে তাকিয়ে অপরাধীর দৃষ্টিতে। সকলেই জানে রিদ বিবাহিত অথচ কারও কাছে রিদের বউয়ের কোনো খবর নেই। সুফিয়া খান দৃষ্টি ঘুরিয়ে আবারও তাকাল বেহুশরত রিদের দিকে। ডক্টর রিদকে ঘুমের ইনজেকশন পুশ করছে। তিনি সেদিকে তাকিয়ে থেকে আয়নের উদ্দেশ্য বলল...

‘আসিফকে ফোন দাও আয়ন। বলো মায়াকে ভিডিও কলে আসতে।’

‘জ্বি মামি। দুপুর বারোটোর ঘরে। তীব্র ঠান্ডায় তুষার পাতে তলিয়ে লন্ডন শহর। সকাল থেকে মায়ার

খোঁজে খান পরিবারের সকলে অথচ সকাল থেকে
দুপুর গড়াল দুপুর থেকে বিকাল, লাপাত্তা মায়ার
খোঁজ

খান পরিবারের কেউ করতে পারলো না। প্রথমে
বিষয়টি এতো জটিল না লাগলেও এখন বেশ
টেনশনে কপাল কুঁচকে যাচ্ছে সুফিয়া খানের। নিহাল
খান বাংলাদেশে আরিফের কাছে কল করে যাচ্ছে
মায়ার সন্ধ্যানে। ফাহাদকেও করেছেন। অথচ
আরিফের নাম্বারটাও অফ যাচ্ছে বরাবরের মতোই।
ফাহাদ নিজেও তার শশুর বাড়ির কারও খবর দিতে
ব্যর্থ। মুক্তা ফোনও অফ! নিজের বউ কোথায় আছে
সেই খবর বিগত দুইদিন ধরে ফাহাদের কাছে নেই।
এইতো দুইদিন আগে অকারণে ফাহাদের সঙ্গে ঝগড়া
করে ফোন বন্ধ করেছিল মুক্তা তারপর থেকে ঐ
বাড়ির কারও খবর নেই। শশুর শাশুড়ী নাম্বারও অফ
যাচ্ছে। হুট করে ঐ বাড়ির সকলের নাম্বার অফ হয়ে
যাওয়াতে টেনশনে পরে গেল সুফিয়া খান। আসিফকে
দিয়ে তৎক্ষণাৎ লোক পাঠালো আশুগঞ্জ। দুপুর থেকে
বিকাল হতে হতে খবর আসলো মায়াদের বাড়িতে
মস্ত বড়ো তালা ঝুলছে গেইটের দরজায়। সেখানে

মাযাদের পরিবারের কেউ উপস্থিত নেই। মায়া বা তার পরিবারের লোক কোথায় আছে কারও জানা নেই। টেনশনে টেনশনে কেমন অপরাধ বোধে ভুগলো রিদের মা-বাবা দুজনই। আয়ন অস্থির উত্তেজনায় মানুষ লাগিয়ে খোঁজ করলো জুইয়ের। কিন্তু সকলেই খবর দিতে ব্যর্থ। আয়নের মনে হলো এতোদিন জুইদের খবর না নিয়ে সে এক প্রকার পাপ করেছে। সেদিন ফাহাদের উড়ন্ত কথায় বিশ্বাস করাটাও তার ঠিক হয়নি। অন্তত একবারে মতোন আয়ন আশুগঞ্জ লোক পাঠিয়ে সবার খোঁজ করার দরকার ছিল তাহলে হয়তো আজ এইভাবে হারিয়ে যেতে পারতো না। টেনশনে টেনশনে আয়নের কেমন বুক ব্যথা অনুভব করলো। রিদকে কি উত্তর দিবে সেই চিন্তায় অস্থির হলো। রিদের হুশ আবারও যখন সন্ধ্যার দিকে হুশ ফিরলো তখন সেই একই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো সুফিয়া খানকে। ‘মায়া কই আম্মু?

রিদের প্রশ্নে নিশুপে দাঁড়ালো সুফিয়া খান। আয়ন, নিহাল খান, রাদিফ সকলেই থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে। শুয়ে থাকা রিদ উঠে বসতে চাইলে রাদিফ, নিহাল

খান ধরে বসাল। রিদ শারীরিক ভাবে সুস্থ। শরীরে কোথাও কোনো ব্যথা পাইনি সে। মাথার আঘাতটা দেড়মাসে শুকিয়ে গেছে প্রায়। মাথায় সার্জারী হয়েছে মোট দুটো। মাথায় অস্ত্রপাচার করায় মাথা ব্যথা করছে তার। হাই পাওয়ার মেডিসিনের কারণে শারীরিক ভাবেও বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। শরীর ফুলে চটচটে মেজাজের হয়ে গেছে। রিদকে রেগে যেতে দেখে সুফিয়া খানের হয়ে রাদিফ কিছু বলতে চাইলে হাত উঠিয়ে থামায় সুফিয়া খান। তিনি শান্ত স্বরে বলল...

‘এখানে নেই।

সুফিয়া খানের কথা শেষ হতে হতে রিদ অধৈর্য্যে গলায় শুধালো...

‘এখানে না থাকলে কই আছে? ওকে আসতে বলো। সুফিয়া খান ঘুরাতে চেয়ে বলল...

‘মায়া পরে আসবে। তুমি আগে রেস্ট করো।

নিজের মাকে কথা ঘুরাতে দেখে রিদের কপাল কুঁচকে আসলো। সন্দিহান দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল...

‘আমার সাথে মায়াও ব্যথা পেয়েছিল কাল?

রিদের ধারণা সে কাল এক্সিডেন্ট করেছিল আর আজ সে হুশ জ্ঞানে ফিরেছে। রিদ নিজের অসুস্থতা নিয়ে সে এখনো অবগত নয়। সুফিয়া খান ছোট করে উত্তর দিয়ে বলল...‘ নাহ!

‘ তাহলে এতো কাহিনি করছো কেন? ডাকো ওকে।
আই ওয়েন্ট টু সি হার।

সুফিয়া খান কিছু বলবে তার আগেই রাদিফ উত্তর দিয়ে বলল...

‘ভাবিতো এখানে নেই ভাই। বাংলাদেশে আছে।
খানিকটা অসন্তুষ্ট গলায় জানতে চাইলো রিদ.....

‘ তাহলে আমরা কই?

‘ লন্ডনে!

‘ লন্ডনে?

রাদিফ রিদকে সবটা জানিয়ে বলল...

‘ হ্যাঁ ভাই! আমরা তোমাকে নিয়ে লন্ডনে আছি
দেড়মাস যাবত। আজ দেড়মাস পর তোমার জ্ঞান
ফিরেছে সকালে। সেজন্য ভাবি এখানে নেই।

রাদিফের কথাটা যেন রিদের মস্তিষ্কে টনক নড়ে
উঠল। সুফিয়া খানের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে

বলল...‘ আমি লন্ডনে হলে আমার বউ বাংলাদেশে
কেন আস্‌মু?

সুফিয়া খান থমথমে মুখে উত্তর দিয়ে বলল...

‘ তোমার টেনশনে বাকি কিছু মনে ছিল না আমার।

মায়ার ব্যাপারটা আমার মাথা থেকে ছুটে গিয়েছিল।

মা-য়ের কথায় শরীরের রক্ত টক-বগিয়ে উঠলো

রিদের। সে অসুস্থ বলে তার বউয়ের খোঁজ করবে না

তার পরিবার? অবহেলা করবে? আজ যদি রিদ

জীবিত না থাকতো তাহলে তার বউয়ের খেয়াল

করতো না তাঁরা? রিদ তিরতির মেজাজে বলল....‘

তোমার কি মনে ছিল না আস্‌মু? ছেলের টেনশনে

ছেলের বউয়ের খোঁজ করতে মনে ছিল না?

সুফিয়া খানকে চুপ থাকতে দেখে রিদ মেজাজ বিগড়ে

গেল। দাঁতে দাঁত চেপে আয়নের উদ্দেশ্য বলল...

‘ আরিফকে কল দে আয়ন। বল মায়াকে দিতে। কথা

বলবো আমি।

আয়ন কেমন অনিশ্চয়তা বলল....

‘ আরিফের ফোন অফ। সে ইন্ডিয়াতে আছে।

‘ তাহলে ঐ বাড়ির অন্য কাউকে কল দে।

আয়ন রিদকে সত্যিটা জানিয়ে বলল...

‘সকাল থেকে খোঁজ করছি। ঐ বাড়ির কারও কোনো খবর পাচ্ছি না। সবার ফোন অফ। লোক পাঠিয়েছিলাম আশুগঞ্জে তারা জানিয়েছে মায়াদের বাড়ির নাকি তালা। আশেপাশে খোঁজ করেছিল আমাদের লোক কেউ মায়ার পরিবার খবর দিতে পারেনি। বলতে গেলে এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি মায়াদের। আয়নের কথা শেষ হতে হতে রিদ হাতে ক্যানুলা টেনে খোলে ছিটকে ফেললো ফ্লোরে। তার যা বুঝার তা বুঝা হয়ে গেছে। তার অনুপস্থিতিতে কেউ তার বউয়ের খোঁজ করেনি। তার বউ ভালো নেই। ভালো থাকার কথাও না। ওদের বিয়েটা এখনো দুই পরিবারের সম্মতি পাইনি। এর মাঝে রিদের এক্সিডেন্ট হওয়াতে তার বউ একা হয়ে যাবে সেটা স্বাভাবিক। রিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার অন্তত তার বউয়ের পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন ছিল। অপ্রয়োজনীয়, অবহেলায় না জানি কতোটা দেরি হয়েছে রিদের হুশে ফিরতে। অজানা ভয়ে হুট করেই রিদের বুক কাঁপলো। বাংলাদেশে ফিরতে খুব বেশি দেরি যাতে না হয় সেই দোয়াও করলো। বাকি সবাই বাদ, রিদের অন্তত নিজের মা-বাবার উপর বিশ্বাস

ছিল তাঁরা রিদের অনুপস্থিতিতে তার আমানতের খেয়াল রাখবে। অন্তত অযত্নে অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখবে না। কিন্তু তার কিছুই হলো না। রিদের বাবা-মা দুজনই ওর বিশ্বাস ভাঙ্গল। সেজন্য আপাতত রিদ নিজের বাবা-মাকে এরিয়ে যেতে চাইলো। নয়তো দেখা যাবে রাগের বশে বাবা-মার সঙ্গে সে বেয়াদবি করে ফেলবে।

অতিরিক্ত রাগে রিদের শরীরের শিরা দপদপ করে উঠলো। ইংল্যান্ডের বাতাসও হুট করেই কেমন বিষাক্ত লাগলো। তার এই মূহুর্তে বাংলাদেশে ফিরা জরুরি। তাই বেট থেকে নামতে নামতে নাকের অক্সিজেন নলটা টেনে খোলে ফেলতে ফেলতে রাদিফকে বলল...‘ আসিফকে কল দে রাদিফ। আমি বাংলাদেশে ফিরব।

রিদের কথায় আঁতকে উঠল সকলে। রিদের চিকিৎসা এখনো শেষ হয়নি। লন্ডনে থাকা রিদের জন্য জরুরি। রাদিফ আঁতকে উঠার মতো করে বলল...

‘ ভাই তুমি অসুস্থ। তোমার চিকিৎসা প্রয়োজন। রাদিফকে বলতে না দিয়ে রিদ বলল...

‘ চিকিৎসা শেষ। শার্ট দে।

বলতে বলতে রিদ গায়ের হসপিটালের ইউনিফর্মটা
টেনে খোলতে লাগল। রিদের জন্য আনা রাদিফের
শার্ট গুলোর থেকে একটা শার্ট গায়ে জড়াল। পরপর
সবগুলো শার্ট একের পর এক গায়ে জড়িয়ে টেনে
খোলতে লাগল রাগে। রাদিফের আনা একটা শার্টও
তার গায়ে ফিট আসলো না। রিদের বিগড়ানো
মেজাজটা আবারও খিঁচে গেল রাদিফের উপর।
চোয়াল শক্ত করে বলল...

‘ বা’লে শার্ট এনেছিস তুই আমার। একটাও গায়ে
লাগে না। আমার সাইজ জানিস না তুই?

‘ জানি ভাই।

‘ তাহলে এসব ব্রাউজের মতো শার্ট কেন এনেছিস?
একটাও গায়ে আসে না। রাদিফ চোখ আওড়িয়ে
রিদের মাথা থেকে বডি পর্যন্ত চোখ ঘুরাল। রিদকে
দেখতে কেমন গাজনী টাইপ আমির খানের মতো
লাগছে। সার্জারী করার কারণে নেড়া মাথা করতে
হয়েছিল রিদকে। যদিও এখনো নেড়া মাথায় আছে
তবে দেড়মাসে রিদের চুলগুলো হাফ ইঞ্চির চেয়ে
কম আছে মাথায়। মাথার বামপাশের আঘাতের
জায়গাটা সেলায় করা। সেলায় দাগটাও স্পষ্ট A

বর্ণের মতো করে ফুটে উঠেছে। রাদিফ চোখ ঘুরিয়ে
রিদকে দেখে বলল...

‘ শার্ট তো তোমার সাইজেই এনেছিলাম ভাই। তুমি
মোটা হয়ে গেছো।

রাদিফের কথায় রিদ কিছু বলবে তার আগেই আয়ন
রিদকে বলল...

‘ আমি তোমার কাপড়ের ব্যবস্থা করছি রিদ। তুই প্লিজ
শান্ত হ। হুটহাট কিছু করতে যাস না প্লিজ, তুই
এখনো অসুস্থ। তোমার হাসপাতালের থাকাটা জরুরি।
আয়নের কথাটা না শুন্যার মতো করে বলল...

‘ তোকে জ্ঞান দিতে বলি না। আমার প্রয়োজন আমি
বুঝি। সর সামনে থেকে।

আয়ন রিদকে বাধা দিতে দেখে রাদিফও এগিয়ে
আয়নের সঙ্গ ধরে রিদের পথ আটকে দাঁড়ালো। রিদ
মেজাজ হারিয়ে কক্ষের থাকা সেক্ষেত্রে ধরে টেনে উল্টে
ফেলে চেতে উঠলো সুফিয়া খানের উপর। কন্ট্রোল
করা রাগটা ধরে রাখতে না পেরে গর্জে উঠে বলল...

‘ আমি তোমার উপর ভরসা করেছিলাম আম্মু।
ভেবেছিলাম আমার অনুপস্থিতিতে আমার বউয়ের
খেয়াল তুমি রাখবে। অথচ তুমি রাখনি। আমি জীবিত

কিন্তু আমার বউ নিখোঁজ। সুস্থতার চেয়ে বউকে হারানোর পেইন বেশি হচ্ছে আমার। তুমি বুঝবে আমার কষ্ট?রিদকে উত্তর দেওয়ার মতোন কোনো ভাষায় এই মূহুর্তে সুফিয়া খানের নেই। তিনি কেমন গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। ছেলেকে সুস্থ করতে গিয়ে যে ছেলের আমানতের খেয়াল করতে পারেনি তার আফসোস উনার হচ্ছে। মূলত উনার একটা বারের জন্য মনে হয়নি ছেলের বিবাহিত। হবার কথাও না। আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে হয়নি দুজনের। মায়া রিদের সঙ্গে একই বাড়িতে বসবাসও করতো না সেজন্য অভ্যাসে ছিল ছেলের বউয়ের খোঁজ রাখা। কিন্তু এখন যখন ছেলের বউয়ের খোঁজ করতে গেল তখন ছেলের বউকে খোঁজে পাওয়ার মতো কোনো পথই তিনি এই লন্ডন শহরে বসে পাচ্ছেন না। সেজন্য তিনিও ঠিক করেছিল দুই একদিনের মধ্যে বাংলাদেশ ফিরবেন মায়ার খোঁজে। অথচ তার আগেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো ছেলের কাছে। রিদ পুনরায় একই ভাবে গর্জে উঠে বলল...

‘ যে ছেলেকে সুস্থ করতে তোমাদের দিন-রাত এক করতে হয়েছে সেই ছেলের সাথে আজ শেষ দেখা

তোমাদের, যদি না আমি আমার বউকে গিয়ে
হেফাজতে পাই। জীবনে দ্বিতীয়বারের মতোন ছেলের
মুখ দেখার সুযোগ তোমরা পাবে না আর। রিদের
কথায় দীর্ঘ সময়ের নিরবতা ভেঙ্গে কথা বলল নিহাল
খান। তিনি নিজেও ছেলের অপরাধী বলে এতক্ষণ
চুপ করে ছিলেন। কিন্তু এখন যখন ছেলেকে হারানো
ভয় হলো তখন তিনিও রিদকে বুঝাতে চেয়ে বলল...

‘এক্সিডেন্টের পর তোমার অবস্থা খুব খারাপ ছিল
রিদ। ঐ অবস্থায় আমরা শুধু তোমার কথা ভেবে
লন্ডনে চলে এসেছিলাম। তাছাড়া মায়ার পাসপোর্ট
আমাদের হাতে ছিল না। আর না লন্ডনে আসার
ভিসা....

নিহাল খান বলতে না দিয়ে রিদ বলল...‘ তোমরা
চাইলে এই দেড়মাসে মধ্যে যেকোনো সময় আমার
বউকে এখানে নিয়ে আসতে পারতে আব্বু। মায়ার
পাসপোর্ট আসিফের কাছে ছিল। তুমি জানতে আব্বু
হাউ মাচ আই লাভ হার? তারপরও আমার বউকে
কিভাবে একা ছেড়ে দিলে তোমরা? সে আমার
আমানত ছিল তোমাদের কাছে। তাহলে অবহেলা
করলে কিভাবে?

রিদের কথায় নিহাল খানের মুখটা বন্ধ হয়ে যায়
তক্ষুনি। রিদ হসপিটালের ইউনিফর্মের বেড়িয়ে যেতে
রিদের পিছন পিছন রাদিফও দৌড়াল ভয়ে। রিদকে
একা ছেড়ে দিলে যদি কোথাও কোনো অঘটন ঘটিয়ে
ফেলে সেই ভয়ে। সুফিয়া খান ছেলের চলে যাওয়ার
দিকে তখনো গম্ভীর মুখে তাকিয়ে। এই মূহুর্তে উনার
মাথায় কি চলছে সেটা মুখ দেখে বুঝা দায়। তিন
কবুলে মায়ার বিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে যেতেই শফিকুল
ইসলাম নাদিমের হাতে মায়া কম্পিত ঠান্ডা হাতটা
শপে দিলো। দুই পরিবারের উপস্থিতিতে ঘরোয়া বিয়ে
সম্পূর্ণ হয়েছে মায়া আর নাদিমের। বিয়েটা মায়ার
ছোট ফুপির গ্রামের বাড়ি থেকেই হলো। চেয়ারম্যান
পরিবারের সদস্যরা বরযাত্রী সমেত মাত্র দুই গাড়িতে
করে পনেরো জন সদস্য উপস্থিত হয়েছিল বিয়েতে।
মায়ার গায়ে লাল টুকটুকে বেনারসি। দু'হাতে ভরতি
লেপ্টানো মেহেদী। গায়ের তীব্র জ্বরে রাফাকে জড়িয়ে
দাঁড়িয়ে। অন্য হাতটা নাদিমের হাতের উপর।
উপস্থিত সকলে মায়াকে নাদিমের হাতে শপে দিয়ে
বউ বিদায় করার তাড়া দিলো। মায়া হু হা কিছুই
বললো না। কেমন পাথর মূর্তি নেয় সকলে সঙ্গে

হাটলো গাড়ি অবধি। মায়া বা রাফা তখনো দুজন
দুজন চেপে দাঁড়িয়ে। কেউ কাউকে ছাড়তে নারাজ।
বিদায় বেলাও মায়া নিজের পরিবার কারও সঙ্গে কথা
বললো না আর না চোখ আওড়িয়ে কাউকে দেখার
চেষ্টা করলো। সকলের চোখেই পানি বিশেষ করে
মায়ার মা রেহেনা বেগমের নিশ্চুপ কাঁদছে দূরে
দাঁড়িয়ে। উনার অসুস্থ মেয়েটাকে এক প্রকাশ গলায়
পা দেওয়ার মতোন করে বিয়েটা দিয়েছেন সবাই।
আল্লাহ জানে সবটা কিভাবে সামলিয়ে উঠে উনার
ছোট মেয়েটা। তিন কবুলে মায়ার বিয়েটা সম্পূর্ণ হয়ে
যেতেই শফিকুল ইসলাম নাদিমের হাতে মায়া
কম্পিত ঠান্ডা হাতটা শপে দিলো। দুই পরিবারের
উপস্থিতিতে ঘরোয়া বিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছে মায়া আর
নাদিমের। বিয়েটা মায়ার ছোট ফুপির গ্রামের বাড়ি
থেকেই হলো। চেয়ারম্যান পরিবারের সদস্যরা
বরযাত্রী সমেত মাত্র দুই গাড়িতে করে পনেরো জন
সদস্য আসলো। মায়ার গায়ে লাল টুকটুকে বেনারসি।
মাথায় লাল দোপাট্টা। সিঁথিতে গোন্ডের টিকলি ঝুলছে
কানে ঝুমকো। গলায় স্বর্ণের হার। দু'হাতে দুটো
স্বর্ণের চুড়িতে মায়ার সাদামাটা সাজ কমপ্লিট। অসুস্থ

মায়ার তীব্র জ্বরে তাপে মেকাপ করাল না কেউ।
শুকনো ঠোঁটে ঐ একটু লাল লিপস্টিক দিয়েছিল
নাদিমের বড় বোন রূপা। অল্প সাজেও যেন মায়ার
রূপ চকচক করলো। ভেজা চোখ, লাল মুখে
দূর্বলতায় নুইয়ে জড়িয়ে ধরে আছে রাফাকে।
শফিকুল ইসলাম যখন মায়াকে নাদিমের হাতে শপে
দেয় তখনো রাফাকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নাদিমের বড়ো
বোন রূপা এগিয়ে গিয়েছিল মায়াকে ধরতে কিন্তু
মায়া বা রাফা কেউ কাউকে ছাড়ল না এতো মানুষের
ভিড়েও। মায়ার দু'হাত ভরতি লেপ্টানো মেহেদী।
গায়ের তীব্র জ্বরে রাফাকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অন্য
হাতটা নাদিমের হাতের উপর। উপস্থিত সকলে
মায়াকে নাদিমের হাতে শপে দিয়ে বউ বিদায় করার
তাড়া দিলো। মায়া হু হা কিছুই বললো না। কেমন
পাথর মূর্তি নেয় সকলে সঙ্গে হাটলো বাড়ির গেইট
পেরিয়ে গাড়ি অবধি। মায়া বা রাফা তখনো দুজন
দুজন চেপে দাঁড়িয়ে। কেউ কাউকে ছাড়তে নারাজ।
এটা নিয়ে অবশ্যই বড়োদের মাঝে দৃষ্টিকটু করেছিল
দুজন আলাদাও করতে চেয়েছিল। কিন্তু সবকিছুর
উর্ধ্বে গিয়েও মায়া বা রাফা কেউ কাউকে ছাড়ল না।

বড়োদের শাসানোতেও না। অবশেষে মায়ার সঙ্গে
রাফাকেও দেওয়া হলো। মায়ার অসুস্থতার বিষয়টি
বিবেচনা করেই সবার এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া।

বিদায় বেলাও মায়া নিজের পরিবার কারও সঙ্গে কথা
বললো না আর না চোখ আওড়িয়ে কাউকে দেখার
চেষ্টা করলো। সকলের চোখেই পানি বিশেষ করে
মায়ার মা রেহেনা বেগমের নিশ্চুপ কাঁদছে দূরে
দাঁড়িয়ে। উনার অসুস্থ মেয়েটাকে এক প্রকাশ গলায়
পা দেওয়ার মতোন করে বিয়েটা দিয়েছেন সবাই।
আল্লাহ জানে সবটা কিভাবে সামলিয়ে উঠে উনার
ছোট মেয়েটা। বরের গাড়িতেও মায়া রাফা দুজন
পাশাপাশি বসে। মায়া ঢলে রাফার কোমর জড়িয়ে
কাঁধে মাথা ফেলে বসে। নাদিম শশুর বাড়ির সকল
থেকে বিদায় নিয়ে মায়ার অপর পাশে উঠে বসতে
বসতে কোমল চোখে নুইয়ে পরা মায়ার দিকে
তাকাল। ততক্ষণে সামনে থেকে ড্রাইভারের সঙ্গে
রুপার জামাই উঠে বসলো। গাড়ি লাইট কমিয়ে স্টাট
দিতেই নাদিম নরম হাতে মায়ার হাত টানতে চাইল
মায়াকে নিজের কাঁধে শুষাতে। কিন্তু নাদিমের হাত
মায়ার বাহু ছুঁতেই ঝটকা মেরে ছিটকে ফেললো

রাফা। কেমন শক্ত গলায় তৎক্ষণাৎ নাদিমকে
শুধালো....

‘ মায়া অসুস্থ ভাইয়া। ওহ আমার কাছেই থাকুক।

রাফার শক্ত গলার কথায় কেমন কপাল কুঁচকে আসে
নাদিমের। মায়া অসুস্থ সেটা সে কয়েকদিন আগেই
শুনেছিল। শফিকুল ইসলাম বলেছিল ব্যাপারটা। সব
জেনেও সে মায়াকে বিয়ে করেছে কারণ তার শখের
নারী হচ্ছে মায়া। ভালোবাসার মানুষের অসুস্থতায়
হাত ছেড়ে দেওয়ার মতোন ছেলে সে নয়। বরং যত্নে
আগলে রাখার মানুষ। ভালোবাসার মানুষের
অসুস্থতার তার হৃদয়টাও পুড়াচ্ছে। ইনশাআল্লাহ খুব
দ্রুতই সে মায়াকে সুস্থ করে তুলবে। যত্নসহকারে
তার বুকেই ঠায় দিবে। গ্রামের ইট পাথরের রাস্তা।
বরযাত্রীর দুটো গাড়িই পরপর রাস্তায় উঠলো। বরের
গাড়িটা পিছনে। সামনে নাদিমদের পরিবারিক গাড়িটা
এগিয়ে। ফুলে ফুলে সাজানো বরের গাড়িটা অনেকটা
পিছনে। অন্ধকার রাস্তায় চাঁদের দেখা নেই, আর না
আছে রাস্তার মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা
ল্যাম্পপোস্টের হলুদ আলো। অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি
হেডলাইটের আলোয় আলোকিত রাস্তা। পরিবেশ

শীতল। ঠান্ডা হওয়া বইছে বাহিরে। রাস্তা কুকুর গুলো
ঘেউঘেউ শব্দ করছে থেকে থেকে। সময় ৭ঃ৪৫
ঘরে। জনমানবহীন রাস্তাটা কেমন মধ্যে রাতের নিশি
লেগে আছে। এমন রাস্তা সাই-সাই করে ধুলো উড়িয়ে
হঠাৎই বরের গাড়ির মুখোমুখি হলো পরপর তিনটে
গাড়ি। তিনটের দুটো গাড়িই জীপ। একটি কালো
মার্সিডিজ। আকস্মিক ঘটনায় গাড়ির তাল সামলাতে
না পেরে এক্সিডেন্টে ভয়ে দু'হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে
গাড়ি থামাল ডাইভার। গাড়ির ভিতরের থাকা মায়া-
রাফা দু'জনই সামনে ঝুঁকে পরলে দ্রুততায় দুজনকে
দু'হাতে ধরে বাঁচাল নাদিম। তারপরও গাড়ির ভিতরে
থাকা সবাই অল্প-সল্প ব্যথা পেল। নাদিম হাতে ব্যথা
পেয়েও মায়া রাফাকে দু'হাতে ধরে ডাইভার থেকে
জানতে চাইবে কি হয়েছে তার আগেই গাড়ির সচ্ছ
গ্লাসে ভিতর দিয়ে চোখে পরলো পরপর তিনটে গাড়ি
থেকে লাফিয়ে নামা দলবলদের। এই রাতে ডাকাতির
ভয়ে নাদিম দু'হাতে আগলে নিল রাফা আর মায়াকে
যদিও রাফা নাদিমের হাতটা ছিটকে ফেলতে গিয়েও
বাহিরের ডাকাত দলের হেঁচৈয়ে মায়াকে নিয়ে ভয়ে
সিটিয়ে গেল গাড়িতে। গাড়ি থামলো কি থামলো না

তার আগেই চলন্ত জীপ থেকে লাফিয়ে নামলো রিদ।
হিংস্রত্ব চেহায়ায় চোয়াল শক্ত করে তেড়ে বরের
গাড়ির দিকে যেতে যেতে পাশে থাকা ছেলেটির হাত
থেকে হকিস্টিকটি ছিনিয়ে নিলো। দু'হাতে গায়ের
জোরে প্রথমেই ভারি মারলো ডাইভারের মুখোমুখি
গ্লাসটিতে। বারবার করা শিশার মতো গ্লাসটি ভেঙে
যেতেই আঘাত প্রাপ্ত হলো ডাইভারসহ নাদিমের
দুলাভাই। ভয়ে পিছন থেকে চেষ্টা করে উঠলো রাফা।
কারও কিছু করার আগেই রিদ পরপর আক্রমণ
চালাই নাদিমের বসে থাকা পাশের গ্লাসটিতে।
অসংখ্য কাঁচে টুকরো গাড়ির ভিতরের আঁচড়ে
পরতেই গাড়ির ভিতরের সকলেই চেষ্টা করে উঠলো।
মায়া তখনো বেঘোরে রাফার কাঁধে ঢলে। হুশে
আছে। তবে উপস্থিত পরিস্থিতি দেখার মতো
সচ্ছলতা নেই। শরীর নুইয়ে তরতর করে কাঁপছে
তীব্রতর। কানে এসেছে ডাকাতদলের হামলা করার
খবরটি। তারপরও মাথা উঠিয়ে দেখতে চাইল না
ভয়ে। বরং রাফাকে জড়িয়ে আরও সিঁটিয়ে গেল সে।
মায়া রাফা দুজন কাঁদছে। বয়স্ক ডাইভার আকুতি
মিনতি করছে এতো মানুষ দেখে। নাদিম বা তার

দুলাভাই গাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছু করার সুযোগ
পাচ্ছে না। চারপাশ থেকে ছেলেরা দা, হকিস্টিক
ছুঁরি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাই ভয়ে ভয়ে রূপার
স্বামী কল লাগাল চেয়ারম্যান শশুরের কাছে। রিসিভ
হতে ওপাশ থেকে কথা বলবে তার আগেই
বিরতিহীন রিদের আক্রমণে মুঠোফোনটি ছিটকে
পরলো গাড়িতে। রিদের হুংকার ছাড়া চিৎকারের
গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতোন। হকিস্টিক
তুলে একের পর এক গাড়ির কাঁচ ভাঙছে হিংস্রতায়।
হুংকারের চিৎকারে আওড়াচ্ছে রিদ....

‘ আমি বলেছিলাম আমার সাথে বেঈমানী করবি না।
তারপরও কেন করলি বেঈমানী? কেন আমার
অসুস্থতা সুযোগ নিয়ে অন্যের বউ হয়ে গেলি? কেন?
পুনরায় একই ভঙ্গিতে রিদ প্রাণপূর্ণ শক্তিতে অপর
দরজার কাঁচে ভারি দিতে দিতে চিৎকার করলো
মায়ার নাম নিয়ে.....‘ মায়াআআআআ! কেন করলি
বেঈমানী? কেনঅঅঅ? আআআআআ!

রিদের হুংকারের চিৎকারের সঙ্গে পরপর গ্লাস ভাঙ্গার
শব্দটা যেন ঝংকার তুলল চারপাশে।

রাগে, হিংস্রতার কথা গুলো বলতে বলতে রিদ দু'হাতে আবারও ভারি বসাল দরজায়। ঝরঝরে গ্লাস ভেঙে যেতেই রিদের চোখে পরলো গাড়িতে বসা রাফার দিকে। একহাতে হকিস্টিক চেপে অপর হাতে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজার টানল খোলতে। লক করা দরজা খুলতে না পেরে পরপর দু'হাতে আঘাত করলো দরজাতে। টেনে হিঁচড়ে রিদ গাড়ির দরজা ভেঙ্গে রাফাকে টেনে ছিটকে ফেলল মায়ার থেকে। রাফা রিদের পায়ে কাছে মুখ খুবড়ে পরতেই রিদ আতংকিত মায়ার হাতে থাবা বসাল বের করতে। কিন্তু অপর পাশ থেকে নাদিম মায়ার হাত টানল বাঁচাতে চেয়ে। মুহূর্তে রিদের মস্তিষ্কে আগুন লাগার মতোন তেলবিলিয়ে উঠলো তিরতির করে। রিদের চোখে পরলো মায়ার পাশাপাশি নাদিমকে বর সেজে বসে থাকতে। তার হিংস্রতা দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো যখন দেখল নাদিম মায়ার বাহু টেনে গা ঘেঁষে বসে আছে। হাতের হকিস্টিকটা ফেলে দিয়ে মুহূর্তে থাবা বসাল নাদিমের কলারে। একহাতে মায়ার বাহু অপর হাতে নাদিমের কলার চেপে গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করলো দুজনকে। নাদিম গাড়ি থেকে

বের হলো কি হলো না। তার আগেই রিদ নাদিমকে
গাড়ির সঙ্গে চেপে হাতের শক্ত পিঠে কুইন চাপলো
নাদিমের গলায়। হিংস্রতায় হুংকার ছেড়ে রক্তিম
চোখে রি রি করে বলল...‘ কিরে হরামিরবাচ্ছা? আমি
থাকতে আমার বউকে কেমনে বিয়ে করলি? খবর
নেস নাই এই নারী আমার ছিল? তাহলে তুই আসলি
কোথেকে? জানে ভয় নাই? মরার পাখ গজাইছে?
তোর বাপের কই ছেলে নিয়ে ঘুরে? তোরে বুঝি বুলি
দেওয়ার জন্য পাঠাইছে রিদ খানের বউকে বিয়ে
করতে?

হিংস্রতার রিদের চোখে মুখে উপছে পরার মতোন।
নাদিমের সর্বাঙ্গ কাঁপলো রিদের হিংস্রতা প্রকাশতা
দেখে। গায়ে দুজনের সাদা পাঞ্জাবি জড়িয়ে। রক্তের
ছিটা দুজনের গায়েই বহমান। তবে রিদের গায়ের
সাদা পাঞ্জাবিটি যেন ঘামে ভিজে শরীরে লেপ্টে।
অতিরিক্ত রাগে হাতের রগ ফুলে টনটনে। নাদিম
রিদের চেহারা দিকে চোখ বুলাতে ভয় পেল। রিদ
খানকে সে চিনে। এর আগে দুবার দেখেছিল মায়ার
বড় বোন মুক্তার বিয়েতে। তবে রিদের সঙ্গে মায়ার
সম্পর্ক কি ছিল সেটা তার অবগত নয়। জানলে

হয়তো সে এই বিয়েটা করতো না। কিন্তু এখন দুজনের বিয়ে হয়ে গেছে। মায়ার তার বউ। সে মরলেও অন্তত বউয়ের সম্মান বাঁচাবে। রিদের ভয়ে নাদিমের শরীরে ঘাম ঝরে গেল। আশেপাশে ত্রিশ চল্লিশটার মতো ছেলেপেলে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ডাইভার আর তার দুলাভাই ছেলেগুলো হাতে বন্দী। কিছু করার মতোন তাদের হাতে উপায় নেই। তারপরও নাদিম অসুস্থ মায়াকে দেখল মাথা নুইয়ে কাঁদছে ভয়ে। অথচ রিদ একহাতে মায়ার বাহু ধরে অপর হাতে নাদিমের গলা চেপে দাঁড়িয়ে। নাদিম ব্যথিত গলায় রিদের থেকে নিজের ছাড়ানো চেষ্টা না করে বরং মায়াকে বাঁচাতে চেয়ে সে আকুতি স্বরে বলল....‘ মায়াকে প্লিজ ছেড়ে দিন। ওহ অনেক অসুস্থ। আপনি বরং আমার সাথে কথা বলুন।

রিদের রাগে ঘি ডালার মতোন কাজ করলো নাদিমের কথাটা। তার নারীকে বিয়ে করে তাঁকে বলছে তার বউ ছেড়ে দিতে? রিদ হিংস্রতায় দাঁত পিষে রাগে রি রি করে বলল....

‘ দরদ দেখাস? দরদ? তোর দরদের তেজ আজ আমিও মাপবো। জান দিতে পারবি এই নারীর জন্য?

পারবি? আমি কিন্তু জান নিতে পারবো এই নারীর
জন্য? দেখবি? দাঁড়া?

কথা বলতে বলতে রিদ হুংকার ছাড়ার মতোন সঙ্গে
সঙ্গে ডাকলো আসিফকে....

‘ আসিফফ! আসিফফ!

সঙ্গে সঙ্গে আসিফ দৌড়ে আসার মতো একটা
হকিস্টিক নিয়ে আসলো। থাবা বসানো মতোন
ছিনিয়ে নিয়ে আঘাত বসাল নাদিমের মাথায়। রিদ
এলোমেলো হাতে নাদিমকে আঘাত করতে দেখে
ডাইভার আর নাদিমের দুলাভাই আঁতকে উঠল ভয়ে।
এইভাবে মারতে থাকলে নাদিম মারা যাবে নিশ্চিত।
তাই দুজন নিজেদের ছাড়াতে চেয়ে চিৎকার করলো
নাদিমকে বাঁচাতে। কিন্তু পাঁচে রিদের ছেলেপেলের
হাতে বন্দী পরলো তারাও। অথচ নাদিমের চিৎকারে
শান্ত পরিবেশটা অশান্ত হয়ে উঠলো মূহুর্তে। নাক,
মুখ, হাত, কপাল সর্বাঙ্গ ফে’টে র’ক্ত ঝরলো চুইয়ে
চুইয়ে। মায়ার রিদের উপস্থিত ঠের পেয়েছিল গাড়িতে
বসেই। কিন্তু রিদের হিংস্রতায় আর নিজের তীব্র
অপরাধ বোধে আগাতে পারেনি এতোদিন পর
স্বামীকে সুস্থ পেয়েও। এখনকার গল্পটা ভিন্ন। এখানে

মায়া বেঈমান নারী। তাই মায়ার হাতে করার মতোন কিছু ছিল না। এই মূহুর্তে নাদিমকে মার খেতে দেখেও মায়া কিছু বলতে বা করতে পারলো না। আর না জায়গা থেকে নড়াচড়া করলো। নাদিমকে র'ক্তা'ক্ত করেও যখন রিদের মন ভরলো না তখন পুনরায় চিৎকার করে বলল... 'আসিফ আমার বন্দুক দে!

বলতে বলতে রিদ নিজেই তেড়ে গেল আসিফের দিকে। থাবা মেনে আসিফের থেকে ব'ন্দু'ক ছিনিয়ে নিয়ে মূহুর্তে দু'হাতে টেনে ট্রিগার অন করলো নাদিমের দিকে এগোতে এগোতে। নাদিমের দুলাভাই আহাজারি চিৎকার করে উঠলো যখন দেখলো রিদকে বন্দুক হাতে নাদিমের দিকে যেতে। তিনি মায়ার কাছে নাদিমের জীবন বাঁচাতে সাহায্য চাইলে মায়া ফুপিয়ে শব্দ করে কেঁদে উঠলো ভয়ে।

মায়ার কান্না রিদের কানে যেতে রিদে পথ ঘুরে যায়। নাদিমের দিকে তেড়ে যাওয়া পথ মায়ার দিকে ঘুরে যায়। একহাতে মায়ার বাহু টেনে ঠাস করে গাড়িতে ঠেকাল পিঠ। মায়া পিঠের ব্যথায় কুঁকড়িয়ে উঠতে রিদ শক্ত হাতে মায়ার গলা চেপে মুখের ভিতর বন্দীক ঠেকিয়ে হিংস্রত্বের গর্জে উঠে রাগে রি রি করে

বলল...‘ মেরে দেয়? দেয় মেরে? বুক কাঁপে নাই?
জানের ভয় নাই। কতো বড়ো কলিজা নিয়ে ঘুরিস
তুই? আমার বউ হয়ে অন্যের নামের কবুল বললি
কিভাবে? আমার কথা মনে আসে নাই? আমি ফিরব
তুই জানতি না? আমার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে
অন্যের বউ হয়ে গেলি? তোর বউ হওয়ার শখ? বউ?
বাসর করবি জামাই লগে? বাসর? তোর জামাইকে
মে’রে তোকে বিধবা বানিয়ে তারপর যাব আমি। কি
ভেবেছিস? আমি ফিরবো না? মরে গেছি? দেখ তোর
জন্ম হয়ে ফিরে এসেছি। এবার তোকে কে বাঁচাবে
আমার থেকে? তোর জামাই? ওয়েট!হিংস্রতায় রিদ
হিতাহিত অজ্ঞ হয়ে পরলো। সে যেন নিজের মধ্যে
নেই। বিয়ে করা বউ তার ভালোবাসার মানুষ। সেই
বউকে যখন অন্যকেউ জড়িয়ে বসে থাকে তখন
দুনিয়া ধ্বংস করার মতন আগুন জ্বলে উঠে ভিতরে।
সবকিছু ভেঙে গুলিয়ে দেওয়ার মতোন তোলপাড় হয়
মনে। আজ সে সঠিক সময়ে না আসলে তাহলে কি
করতো তার বউ? অন্যের বাসরে ঘোমটা দিয়ে
অপেক্ষা করতো দ্বিতীয় স্বামীর জন্য? নিজের
মনস্তাত্ত্বিক ভাবনায় খিঁচে পায়ের রক্ত মাথায় উঠে

গেল রিদের। দপদপ করে শিরা-উপশিরায় জ্বলল হিংস্রতায়। তার বউ তাকে জীবিত রেখে আরেকটা বিয়ে করে ফেলেছে সেটাই যেন মানতে পারছে না সে। রাগে হিংস্রতায় জ্ঞান হারিয়ে হাতের বন্দুকটা মায়ার মুখ থেকে বের করে নাদিমের দিকে তাক করে গুলি করতে চাইলে মূহুর্তে হাত টেনে ধরে মায়া। খোলা আকাশের গুলি ছুড়ে যেতেই রিদের হিংস্রতা দ্বিগুণ প্রকাশ পাই। মূহুর্তে মাঝে মায়ার গালে থাপ্পড় পরলো রাগে। পরপর একই ভাবে দ্বিতীয় থাপ্পড়টা বসাতে বসাতে বলল....‘ স্বামীর জন্য দরদ দেখাস। এতো ভালোবাসা তোর? তাহলে আমার সাথে নাটক করলি কেন? তোরে বলছিলাম না আমার সাথে বেঈমানী না করতে? তাহলে কেন করলি? আমাকে সস্তা পেয়েছিস এজন্য?

কথা গুলো বলতে রিদ পরপর আরও একটা থাপ্পড় বসায় মায়ার অপর গালে। মায়ার মাথা টিকলি, গলার হার, দোপাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে রিদ একই ভাবে বলল...

‘ এসব কি পরেছিস তুই? খোল! খোল সব! আমি কি ভালোবাসতাম না তোকে? কেন অন্যের বউ হতে

গেলি? কেন আমার ভালোবাসাটাকে হারায় করেদিলি।
কেন বিয়ে করলি? মরে যেতি তারপরও এই বিয়ে
কেন করলি তুই?

মায়ার ঠোঁটের লিপস্টিক লেপ্টে পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে
রিদ ডলে পরিষ্কার করতে করতে বলল...

‘ এই লিপস্টিক কার জন্য পরেছিস তুই? জামাই
জন্য? আমি আদর করতাম না তোকে? তাহলে কেন
বউ সাজতে গেলি। তোর সাজ তো আমার জন্য
ছিল। তাহলে সেখানে কেন অন্য কাউকে আসতে
দিলি? এই শাড়ি ঐ ছেলে দিয়েছে না তোকে? খোল
এটা। খোল।

বলতে বলতে রিদ দু’হাতে থাবায় মায়ার গায়ের
বেনারসিটা টেনে খোলতে চাইলে মায়া ইজ্জতের ভয়ে
তৎক্ষণাৎ দু’হাতে রিদকে ঝাপটে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে
উঠে আকুতি স্বরে বলল....’ প্লিজ আমাকে অসম্মান
করবেন না এতো গুলো মানুষের সামনে। আমি
আপনার থেকে অনেক দূরে সরে যাব। আর আসব
না সামনে। তারপরও আমাকে অসম্মান করবেন না
প্লিজ। আপনার পায়ে পরছি আমি। দয়া করুন প্লিজ।

মায়ার কথা গুলো শেষ হতে হতে রিদ মায়াকে ছিটকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে ফেলতে বলল...

‘তুই নোংরা হয়ে গেছিস। তোর শরীর নোংরা হয়ে গেছে। এই শরীরে অন্য পুরুষের ছুঁয়া লেগেছে আছে তাই এই শরীর নিয়ে কখনো আমাকে ছুঁতে আসবি না। আমার জন্য তুই অপবিত্র হয়ে গেছিস তোকে....

রিদের কথা শেষ হওয়ার আগেই পিছন থেকে রিদের উপর আক্রমণ করলো কেউ। রিদ বুঝে উঠার আগেই জুইয়ের বাবা সাজিদুল ইসলাম রিদের কাঁধ টেনে মুখ বরাবর ঘুষি বসাতেই বামে ঝুঁকে গেল রিদ। মায়া আতংকে উঠে সাজিদুল ইসলামকে থামাতে চাইলে তিনি মায়াকে হাতের ধাক্কায় দূরে সরিয়ে ফেলে পুনরায় রিদকে ধরতে যাবে তার আগেই রিদ উনার হাত চেপে মুচড়িয়ে পরপর ঘুষি বসাল জুইয়ের বাবা সাজিদুল ইসলামের মুখে। মায়ার চিৎকার আর থমথমে পরিবেশে সকলে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বরের গাড়ি ডাকাত পরেছে খবরটা শুনে সাজিদুল ইসলামের সঙ্গে মায়ার পরিবারের সকলেই লাঠিসোঁটা নিয়ে এসেছিল টচ হাতে হাতে। মায়ার বাবা-মা ফুপা-

ফুপিরা, জুই, জুইয়ের মা সকলেই থমকে আছে
উপস্থিত পরিবেশ দেখে। রিদের হাতে বেদম মার
সাজিদুল ইসলামকে খেতে দেখে চিৎকার করে
এগিয়ে গেল জুইও ওর মা। মূহুর্তে সাজিদুল
ইসলামের উপর মা মেয়ে দুজনই আড়াআড়ি ভাবে
পরে গেল বাচাতে চেয়ে। আসিফ বাধ্য হয়ে এগিয়ে
এল রিদের দিকে। ছেলেপেলেনদের নিয়ে রিদকে
দু'হাতে ঝাপটে ধরে আটকাল মায়ার পরিবারকে
আঘাত করতে না দিয়ে। কারণ রিদের মায়ার
পরিবারকে আঘাত করার দৃষ্টিকটুর দেখাচ্ছে তাই।
এই মূহুর্তে মায়ার বাবাও যদি সাজিদুল ইসলামকে
বাঁচাতে চেয়ে এগোত তাহলে হয়তো তিনিও রেহাই
পেত না হিংস্রত রিদের হাত থেকে। তিনি চোখ মুখ
শক্ত করে রিদের দিকে তাকিয়ে। তারপর চোখ ঘুরাল
র'ক্তা'ক্ত অবস্থায় পরে থাকা নাদিম দিকে, পাশেই
তার ভাই সাজিদুল ইসলামকে জড়িয়ে কাঁদছে জুই ও
সাবিনা বেগম। রিদ নিজেকে টেনে সবার থেকে
ছাড়িয়ে নিতে নিতে উপস্থিত সকলের সামনে মায়ার
উদ্দেশ্যে বলল... 'জীবনে একই ভুল আমি দ্বিতীয় বার
রিপিট করি না। তোর বিয়ে করার শখ না? থাক তুই

তোৰ স্বামী নিয়ে। আমি সেই নারীৰ দিকে ঘূৰে
তাকাব না যে নারী আমি জীৱিত অবস্থায় অন্য কাৰও
হাত ধৰে। জীৱনে একা থাকবো তৰপৰও তোকে
চাইব না। বেঈমান প্ৰত্যাৱক নারী তুই। আমাৰ ঘৃণাৰ
লিষ্টে তুই প্ৰথম মনে ৰাখিস।’ ৱিদ ফিৰেছে?

‘ না ম্যাডাম।

ঘাড় ঘূৰিয়ে এক পলক ড্ৰয়িংৰুমৰ বড় ঘুড়িটায়
সময় দেখে সুফিয়া খান। ৰাত প্ৰায় বাৰোটা ঘৰে।
মায়া খোঁজ এখনো পাইনি নাকি? উনাৰ জানামতে
ৱিদ তাৰ বউকে আনতে গিয়েছিল আশুগঞ্জ। বিকাল
থেকে এতোটা সময় লাগবে দুজনেৰ ফিৰতে? নাকি
কোনো সমস্যা হলো?

‘ কফি দাও।

‘ জ্বি ম্যাডাম! সাৰ্ভেণ্ট সম্মতি জানিয়ে ৱান্নাঘৰেৰ দিকে
পা বাড়াল। চিন্তিত সুফিয়া খান গম্ভীৰ মুখে সোফাৰ
দিকে এগিয়ে গেল। হাতেৰ মুঠোফোনটায় ৱিদকে
কল লাগাল। ওপাশ থেকে ৱিদেৰ ফোন অফ বলাতে
চিন্তিত ভঙ্গিতে আবারও দেয়াল ঘুড়িটাতে সময় দেখে
নিলো। ৱিদেৰ কল কেটে মূহুৰ্তে কল মিলাল
আসিফকে। পৰপৰ বেশ কয়েকবাৰ কল দেওয়ার

পরও যখন আসিফের কলটা রিসিভ হলো না তাতে মূহুর্তে কপাল কুঁচকে আসে সুফিয়া খানের। উনার ছেলের শরীর ভালো না। অসুস্থ শরীর নিয়ে ত্যাগামী করে কাল রাতের ফ্লাইটে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফিরেছিল রিদ। সকালে এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেই নাকি বউয়ের খোঁজে সারাদিন পার করলো সে। অবশ্য উনিও সারাদিন রিদের খবর নিতে পারেন নি। কারণ উনার ফ্লাইট ছিল আজ তাই ছেলের খবর নিতে হয়েছিল বাংলাদেশে ফিরে। তিনি নিজের বাসায় না গিয়ে রিদের বাসায় উঠেছেন কিন্তু এখানে এসে জানতে পারে রিদ নাকি সকাল থেকে মায়ার খোজ করে সন্ধ্যার দিকে লোক নিয়ে বেড়িয়ে যায় মায়াকে আনতে। ছেলে ছেলের বউকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে সেটা ভালো কথা কিন্তু কেউ উনার ফোন ধরছে না কেন? সুফিয়া খান চিন্তিত ভঙ্গিতে সোফায় বসল। হাতের ফোনটা টি-টেবিলের উপর রেখে বসতে কয়েক মিনিটের মধ্যে সার্ভেন্ট কফি দিয়ে গেলে তিনি তাতে চুমুক বসান। আপাতত কয়েকদিন তিনি রিদের সঙ্গে থাকবে এই বাড়িতে। যতদিন রিদের মেডিসিন চলবে ততদিন এখান থেকেই তিনি কোর্টে যাবেন।

তাছাড়া উনার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের চউগ্রামের
যাওয়া দরকার। কিছু হিসাব নিকাশ বাকি আছে
কারও সাথে। সুফিয়া খানের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার
মাঝেই তপ্ত আগুনের মতোন দাউদাউ করে
ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলো রিদ। কোনো দিক না
তাকিয়ে চোয়াল শক্ত করে অগ্নিশিয়ার নেয় চলে
যেতে দেখে সুফিয়া খানের চোখে পরলো রিদকে।
তিনি হাতের কফিটা রাখতে রাখতে তৎক্ষণাৎ রিদের
পিছনে তাকাল মায়ার সন্ধানে। কিন্তু আশেপাশে
মায়াকে কোথাও দেখতে না পেয়ে উঠে দাঁড়াতে
দাঁড়াতে রিদের পিছন ডেকে মায়ার সন্ধান করে
বলল....‘ তুমি একা কেন? মায়া কোথায় রিদ?

মায়া নামটা কানে যেতেই রিদের কদম দুই
সেকেন্ডের জন্য থামে। দুহাত মুষ্টি বদ্ধ করে আবারও
চলে যেতে নিলে একই ভাবে রিদের পিছন ডাকল
সুফিয়া খান...

‘ রিদ! তোমাকে কিছু বলছি আমি। একা কেন তুমি?
মায়া কই?

মায়ের কথায় হিংস্রত্ব রক্তিম চোখে রিদ ঘুরে
তাকাতেই আতংকে উঠল সুফিয়া খান। রিদের চোখে

মুখে শরীরের জায়গায় জায়গায় রক্তের ছিটা। কপাল
ফেটে রক্ত ঝরছে। রিদের মাথায় পরপর দুটো
সার্জারী হয়েছে সবেমাত্র। বেশকিছু অস্ত্র পাচার করা
হয়েছে তাতে। এই অবস্থায় রিদের মাথায় পুনরায়
আঘাত পাওয়া মানে রিদের কন্ডিশন খারাপের দিকে
যাওয়া। আল্লাহ না করুক যদি দ্বিতীয় বার কোনো
কারণে রিদের ব্রেইনে রক্ত ক্ষরণ হয় তাহলে রিদকে
বাঁচানো মুসকিল হয়ে যাবে। তিনি রিদের সাদা
পাঞ্জাবিটা রক্তের ছিটায় রক্তিম হয়ে যেতে দেখে
আতংকিত গলায় বললেন....‘ তোমার এই অবস্থা
কেন রিদ? কি হয়েছে? মায়া কোথায়?

সুফিয়া খানের কথা শেষ হতে হতে রিদ মূহূর্তে সিঁড়ি
গোঁড়ায় থাকা ফ্লাওয়ার প্যাশনটা দু’হাতে মাথার উপর
তুলে আছাড় মারতে মারতে চিৎকার করে বলল....

‘ এই বেঈমান নারীর নাম আমার সামনে নিবা না
কেউ। আই হেড হার! আই জাস্ট হেড হার।

বলতে বলতে রিদ জেদে তোপে সিঁড়ি গোঁড়ার অপর
পাশের টপটাও ছুড়ে মারলো। মূহূর্তের মাঝে ভেঙ্গে
ছিটকে গেল ড্রয়িংরুমে জুড়ে। রিদের তোলপাড়ে
আসিফসহ বেশ কয়েকজন দৌড়ে ড্রয়িংরুমে উপস্থিত

হলো। সুফিয়া খান কেমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে।
উত্তেজিত পরিস্থিতিতে তিনি রিদের কাছে যাচ্ছে না।
কারণ এই মূহুর্তে রিদকে থামানোর চেষ্টা করা মানে
রাগের বশে রিদকে আরও হাইপার করে দেওয়া,
যেটা মোটেও রিদের জন্য ভালো হবে না। ছেলের
রাগ সম্পর্কে উনার ধারণা আছে। তবে এই
পরিস্থিতিতে রিদের রাগটা রিদকে ক্ষতি করছে।
সুফিয়া খান জায়গায় পাথর মূর্তি নেয় দাঁড়িয়ে থাকতে
আসিফ দৌড়ে রিদকে আটকাতে চাইলে মূহুর্তে
হাতের ইশারায় নিষেধ করেন তিনি। আসিফ কাচুমাচু
করল রিদের তোলপাড় ভাঙচুর দেখতে, সুফিয়া খান
রিদের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় আসিফকে
আদেশ করে বলল....‘ আসিফ গাড়ি বের করো।
কুইক!

আসিফ দৌড়ে বাহির দিকে যেতেই রিদ কয়েক
মিনিটের মাঝে গোছানো পরিপাটি সুন্দর
ড্রয়িংরুমটাতে ভাঙচুরের তোলপাড় বয়ে দিল।
ফ্লোরের কাঁচ ভাঙ্গার টুকরো নেয় রিদের মন মস্তিষ্ক
দুটোই বিখন্ডিত হয়ে গেল। সারারাতের ফ্লাইট,
তারপর সারাদিনের দৌড়াদৌড়ি, সন্ধ্যায় মায়ার বিয়ে

নিয়ে হাঙ্গামা আর এখনকার ভাঙচুরের দখল রিদের শরীর আর নিতে পারলো না। নিস্তেজ শরীরের কেমন দুর্বল হয়ে পরলো। সারাদিন পেটে কিছু পরেনি সেই সাথে চিকিৎসারত মেডিসিনও নেওয়া হলো না। অস্থির উত্তেজিত রিদের নাক কান বেয়ে র'ক্ত ঝরলো। চোখের পাতা বুঝে আসলেও সে শক্তি খাটিয়ে ভাঙচুর করতে চাইলো। সুফিয়া খান দৌড়ে রিদকে ঝাপটে ধরেন। মায়ের বক্ষ পেয়ে রিদের হাতের লাঠিটা ফ্লোরে গড়িয়ে পরল। জ্ঞান হারানোর আগে মাথা ছেড়ে সুফিয়া খানের কাঁধে লুটিয়ে পরতে পরতে বিরবির করে বলল....

‘ রিত তো আমার ছিল আম্মু তাহলে অন্য কারও কেন হলো। আই হেড হার। আই হেড হার। আমার ওকে আর চাই না। চাই না। রিদের গড়িয়ে পড়া নাকের র'ক্তে সুফিয়ার কাঁধ ভিজে উঠলো। রিদের শক্তপোক্ত শরীরের ভার সুফিয়া খানের উপর ছেড়ে দিতেই তিনি রিদকে সামলাতে হিমসিম খেলো। তাল সামলাতে না পেরে রিদকে নিয়ে ফ্লোরে কাঁচের উপর পরতে নিলেই বাসার সার্ভেন্টরা দৌড়ে আসে এলোমেলো ভাবে রিদসহ সুফিয়াকে ধরলো। দু'হাতে

তখনো রিদকে ঝাপটে জড়িয়ে সুফিয়া খান। বুঝতে পারেন ছেলের মন ভালো নেই। কিছু একটা হয়েছে যার জন্য উনার শক্তপোক্ত ছেলেটাকে মানসিক ভাবে ভেঙে দিয়েছেন। উনার শক্ত চেহারায় আবারও অশ্রু জড়াল। রিদকে ধরাধরি করে রাতের আধারের তৎক্ষণাৎ নেওয়া হলো হাসপিটালে। রিদকে আইসিওতে রেখে অক্সিজেন মাস্ক পড়াল। ইউরোপীয়ান ডক্টরের সাথে কনফারেন্স কলে থেকে টিটমেন্ট দিল। টানা পয়তাল্লিশ দিন কোমায় থাকার পর রিদের জ্ঞান ফিরেছিল সবেমাত্র তিনদিন আগে। এই অবস্থায় রিদ মানসিক চাপ নেওয়া মানে নিজের জীবন ঝুঁকিতে রাখা। ডাক্তার রিদের বেইন শান্ত রাখার জন্য ঘুমের ইনজেকশন পুশ করলো। ডক্টরা সুফিয়া খানকে জানায় রিদকে কয়েকদিন ঘুমের মধ্যে রাখতে হবে তাতে রিদের মস্তিষ্ক শান্ত থাকবে নয়তো পেশেন্ট অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে পারে। সুফিয়া খান নিরব সম্মতিতে ডক্টরদের কথা মেনে নেন। উনি ছেলের ভালো চাই। উনার ছেলেটা সুস্থ হোক তাতেই হবে। রিদের আইসিওর বাহিরে চেয়ারে মাথা ঝুঁকে বসে ছিলেন সুফিয়া খান। রাত তখন

দেড়টার ঘরে। আসিফ নিজের হাতের ফোনটা সুফিয়া খানের দিকে এগিয়ে দিতেই মাথা তুলে তাকান তিনি। ফোনের দিকে তাকাতেই আসিফ ছোট গলায় বলে...

‘ গুলশান খানার ওসি ফোন করেছে ম্যাডাম।

অসময়ে পুলিশের চক্রে বিরক্তির প্রকাশ করেন সুফিয়া খান। বিরক্তি গলায় বলল...‘ কি চাই?

সুফিয়া খানের বিরক্তি কাচুমাচু করেন আসিফ। রিদের মা সঙ্গে তার কমই উঠা-বসা। কেমন রাগী আর জেদি মানুষ এই মহিলা। দৃষ্টিও কেমন বাজপাখি নেয়। কথা বলেও কেমন তীক্ষ্ণ।

‘ আপনার সাথে কথা বলতে চাই। জুরুরি ছিল একটু।

বিরক্তি তৎক্ষণাৎ উত্তর আসলো সুফিয়া খানের....

‘ নট নাউ! পরে কথা বলবো! রেখে দাও।

আসিফ সুফিয়া খানকে পুনরায় ফোনটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল....

‘ একটা ঝামেলা হয়েছে ম্যাডাম। রিদ ভাইয়ের নামে কে*স ফাইল হয়েছে তিনটা। ওসি বলেছে, নারীর নির্যাতন মামলা, গাড়ি ভাঙচুরসহ দশলাখ টাকার

গহনা-পাতি চু*রি নিয়ে মোট ষাটলাখ টাকার ম*মলা করেছে, সাথে মা*ডার কেসও আছে একটা। তিনটা মা*মলা নাকি আশুগঞ্জ থানা থেকে গুলশান থানায় ট্রান্সফার হয়েছে এই রাতে। সেজন্য ওসি সাহেব আমাদের কল করে বিষয়টা জানাচ্ছেন। রিদ ভাইতো অসুস্থ। আপনি যদি দেখতেন বিষয়টা আসিফের কথায় কেমন তেতে উঠলো সুফিয়া খান। একটা পর একটা ঝামেলা উনার ছেলের পিছনও ছাড়ছে না। উনার ছেলেটাকেও সুস্থ হতে দিচ্ছে না। এখন আবার উঠকো ঝামেলা।

‘ শালার বেড়ারা মরার আর জায়গা পেল না। ভাবছিলাম হাত নষ্ট করবো না। আমারে মাঠে না নামাইলে কারও শান্তি নাই। দে ফোন দে!

কথা গুলো বলতে বলতে আসিফের হাত থেকে ফোনটা এক প্রকার ছিনিয়ে নেওয়ার মতো করে কানে তুলল তিনি। থানার ওসিকে কিছু বলতে না দিতে সুফিয়া খান বললেন....

‘ শুনে ওসি সাহেব আপনার কাছে রিদ খান নামে কোনো মা*মলায় আসে নাই এখনো পযন্ত। বাকিটা

কি করতে হবে সেটা আপনি ভালো জানেন। বুদ্ধিমান লোককে কিছু বলতে হয়না আশা করছি।

ফোনের ওপাশ থেকে ওসি সাহেবের গমগমে উত্তরের বলল...‘ জ্বি মিসেস খান বুঝতে পেরেছি কিছু বলতে হবে না। আসলে আপনি না বললেও আমরা এই মা*মলা গুলো হাতে নিতাম না। দোয়া করবেন তাতেই হবে। রিদ খানকে সালাম দিবেন আমার। রাখছি।

কল কেটে যাওয়ার আগেই সুফিয়া খান ওসির উদ্দেশ্য বলল...

‘ শুনেন ওসি সাহেব। ফোন রাখলে হবে না আপনার কাজ শেষ হয়নি। আসলে আমার ছেলেটা একটু অসুস্থ। আর অসুস্থ ছেলেটা আমার ইমোশন। এখন কেউ যদি আমার ইমোশন নিইয়া টানাটানি করে তাহলে সেটা আমার মোটেও ভালো লাগবে না। আপনি এক কাজ করেন আশুগঞ্জ থানার নাম্বারটা আমাকে সেন্ট করেন। সেই সাথে থানায় ফোন করে জানাবেন মা*মলাদায় করা বাধি জনাব জামাল শওকত চেয়ারম্যান একজন মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল। তাঁকে যেন থানায় আটকে রাখা হয়।

আসলে আমি উনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।
বুঝেছেন?

সুফিয়া খানের কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানান
ফোনের ওপাশের থাকা ওসি সাহেব....‘ জ্বি ম্যাডাম
হয়ে যাবে।

‘ ধন্যবাদ ওসি। তবে আপনার খেয়ালও রাখা হবে
চিন্তা করবেন না। আমার লোক যাবে আপনাকে
খেদমতে।

ওপাশের ওসি সাহেব খুশিতে উৎফুল্লতা দেখিয়ে
বললেন....

‘ আপনার দোয়াই আছি ম্যাডাম।

কল কেটে যেতেই আসিফের হাতে ফোনটা তুলে
দিতে দিতে সুফিয়া খান কপাল কুঁচকে তাকান
আসিফের দিকে। কিছু একটা ভেবে বললেন...

‘ তুই আমার সাথে যাবি নাকি হসপিটালের থাকবি
রিদের সঙ্গে? কোনটা?

আসিফ সুফিয়া খানের কথায় দ্বি মনা করে বলল...

‘ আমি আপনার সাথে যায় ম্যাডাম? রাদিফ ভাইতো
বলেছেন তিনি আসছে রিদ ভাইয়ের সঙ্গে রাত্রে

থাকবে এখানে। আপনার হয়তো আমাকে প্রয়োজন পরতে পারে।

সুফিয়া খান হাতে ফোনটা আসিফের দিয়ে বলল....‘
তোর আরও বড় হতে হবে আসিফ। অল্প বেইনে
রিদকে কিভাবে হ্যান্ডেল করিস? যায়হোক তোর
প্রয়োজন আপাতত আমার ছেলে অবধি থাক। সকালে
দেখা হবে। খেয়াল রাখিস। আসছি।

সুফিয়া খানকে হসপিটালের করিডোর ধরে চলে
যেতে দেখেই আসিফ সেদিকে কেমন হতভম্ব হয়ে
তাকায়। রিদ ভাইয়ের মা তার কাছে সাধারণ কোনো
নারী মনে হয় না। উনার চালচলন, কথাবার্তা, শান্ত
মস্তিষ্কের ডিসিশনে যেকোনো মানুষকে মে*রে ফেলার
ক্ষমতাও রাখেন তিনি। ছেলের নামে মা*মলা গুলো
কেমন মূহুর্তে দামাচাপা দিয়ে দিল তিনি, উল্টো
মা*মলাদায়ি করা বাধি চেয়ারম্যানকেও ফাঁসিয়ে দিল
মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল বলে। এরা মা-ছেলে পারে
না এমন কোনো কাজ নেই। এদের পিছনে থেকে
মাঝেমধ্যে আসিফের রুহ কেঁপে উঠে এদের
কর্মকাণ্ডে। আল্লাহ জানে এবার চেয়ারম্যান পরিবারের
কি হয়। সুফিয়া খান আশুগঞ্জ যাওয়ার মানে

চেয়ারম্যান পরিবারের কপালে শনি লটকানো। রাত সাড়ে তিনটার ঘরে। অন্ধকার রাতে সাদা গাড়িটি এসে থামলো আশুগঞ্জ থানার সামনে। তাড়াহুড়ো ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজা টেনে ধরতেই গাড়ি থেকে বের হন পরিপাটি সুন্দর সুফিয়া খান। বয়স্ক ডাইভারের হাইটে সুফিয়া খানকেই লম্বা দেখাল। তিনি আশেপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সোজা হাটল থানার ভিতরের দিকে। ডাইভার শব্দ করে গাড়ির দরজা আটকাতেই সুফিয়া খানের পিছন পিছন আরও দুজন লোক হাটল সেদিকে। একজন সুফিয়া খানের পার্সোনাল এসিস্ট্যান্ট তারেক। বয়স রিদের পাশাপাশিই হবে। তবে হাল্কা-পাতলা ছেলেটি খুবই মেধাবী। প্রফেশনাল উকিল হলেও গোপনে সে একজন দক্ষ হ্যাকার। হাতের চালানে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। তারেক নামক ছেলেটিকে আপাতত সবাই সুফিয়া খানের পার্সোনাল এসিস্ট্যান্ট হিসাবেই চিনে সবাই। এই মূহুর্তে চোখে মোটা চশমা পড়ে হাতে মোটা ফাইল গুলো নিয়ে সেও সুফিয়া খানের পিছন পিছন যাচ্ছে পুলিশ স্টেশনের ভিতর। অপর পাশে আর্মির মেজর নওয়াজ হাসান। মধ্য

রাতে তিনজন পুলিশ স্টেশন প্রবেশ করতেই থানার পুলিশ এগিয়ে আসেন সেদিকে। সুফিয়া খানের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময়ের করার মাঝে সুফিয়া খানের চোখে পড়েন চেয়ারের বসা চেয়ারম্যান সাহেবকে। সুফিয়া খান সবাইকে এরিয়ে সেদিকে এগিয়ে যান। পাশের চেয়ারটা টেনে জামাল চেয়ারম্যানের মুখোমুখি বসতে বসতে হেয়ালি করে বলেন....‘ আরে চেয়ারম্যান সাহেব যে? কেমন আছেন আপনি? আপনার টানে আশুগঞ্জ অবধি চলে আসলাম। তা ভালো আছেন আপনি? সব ঠিকঠাক?

সুফিয়া খানের হেয়ালি কথায় কেমন তেতে উঠলো জামাল সাহেব। তিনি এসেছিল উনার ছেলে আর ছেলের বউকে মারার দায়ে মামলা করতে কিন্তু এখানে আসার পর উল্টো উনাকে আটকে রেখেছে ক্রিমিনাল বলে। উনি বুঝতে পারছে এই মহিলার কথায় উনাকে আর উনার লোকদের এতো রাত অবধি থানায় আটকে রাখা হয়েছে। ঐদিকে উনার অসুস্থ ছেলেটা জীবন মৃত্যু মুখে পরে লড়াই করছে উনি সেখানেও যেতে পারছে না এই মহিলার জন্য। আর এখানে এসে এই মহিলা উনার সাথে হেয়ালি

করছে? জামাল সাহেব তেতে উঠে বললেন...‘
আমাকে আটকে রাখলে ভেবেছেন আমি ভয় পাবো?
আপনার গুন্ডা ছেলেকে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বো
আমি।

জামাল সাহেব কথায় সুফিয়া গা ছেড়ে চেয়ারে বসতে
বসতে পায়ের উপর পা তুলল। হেয়ালি করে বলল...

‘ কি চেয়ারম্যান সাহেব? এটা কেমন কথা? আমি
আপনার সাথে কথা বলছি আর আপনি আমার
ছেলেকে টানছেন। দিস ইজ নট ডান। মা এসেছে
তার সাথে কথা বলুন না, শুধু শুধু এসবে ছেলেকে
কেন টানছেন?

সুফিয়া খানের হেয়ালি কথা গুলো যেন জামাল
সাহেবকে উত্তেজিত করছেন বারবার। তিনি রেগে
চিল্লিয়ে বললেন....

‘ কারণ আপনার ছেলে একটা গুন্ডা সন্ত্রাসী তাই।

সুফিয়া খান আগের নেয় হেয়ালি করে বলল...

‘ আপনি আমার ছেলের বউকে নিজের ছেলের বউ
করে নিয়ে যাবেন আর আমার ছেলে গুন্ডামী করলেই
দোষ? ধরেন আপনার বউকে যদি আমার স্বামী বিয়ে
করতে চাই তাহলে আপনি কি করবেন? আপনা..

সুফিয়া খানের কথা শেষ হওয়ার আগেই জামাল সাহেব চেতে উঠে চিৎকার করে বলল...

‘ আপনি বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। জামাল সাহেবকে উত্তেজিত হয়ে যেতে দেখে দারুণ হাসলো সুফিয়া খান। হেয়ালি করে বলল...

‘ আপনার বুড়ো রক্ত এতো গরম হলে আমার ছেলের জোয়ান রক্ত কতটা গরম হওয়ার দরকার চেয়ারম্যান সাহেব? আপনি বুইড়া বয়সে বউয়ের ভাগ বসাতে চান না তাহলে আমার জোয়ান ছেলে কেমনে পারবে? আচ্ছা ধরেন, আপনার ভালো ছেলেটা যদি হঠাৎ করে হাসপিটাল থেকে ঘায়েব হয়ে যায় তাহলে এতো ভালো মানুষি দিয়ে কি করবেন? শুনে চেয়ারম্যান সাহেব জীবনে কিছু সময় গুন্ডা হওয়া খারাপ কিছু না। আপনাকে একটা কথা বলি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। বারবার রিপিট করবো না কিন্তু। একবারই মনোযোগ দিবেন কেমন...

সুফিয়া খানকে শেষ করতে না দিয়ে খানার মধ্যে চিল্লাচিল্লি শুরু করলো জামাল চেয়ারম্যান। তিনি টাকার দাপট দেখাতে লাগল সুফিয়া খানের সামনে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ারম্যান সাহেবের দিকে থাকিয়ে শান্ত

থাকলেন সুফিয়া খান। চেয়ারম্যান সাহেব বলতে লাগলেন....‘ আপনাদের মতোন মানুষদের আমার চেনা আছে। বারো বছর ধরে চেয়ারম্যানি করছি আমি, আপনাদের মতো দুই চারটে টাকা ওয়ালা মানুষকে উড়াই দিবার মতোন ক্ষমতা আমিও রাখি। মেয়ে মানুষ, মেয়ে মানুষের মতোন থাকেন অথবা একটা পুরুষের সাথে কুলাতে পারবেন না। আপনাকে ছেলেকে তো আমি ছেলের ভাত খাইয়েই ছাড়ব। চেয়ারম্যান সাহেবের কথায় তিনি কেমন সুন্দর হাসলো যেন মজার কিছু শুনতে পেয়েছেন তিনি। পানামিয়ে তিনি কনস্টেবল এগিয়ে দেয়া চা কাপটি হাতে তুলতে তুলতে বলল...‘ আপনি আমার ছেলেকে জেলের ভাত খাওয়াবেন ভালো কথা। কিন্তু তার জন্য তো আপনাকে আগে একটা কেস ফাইল করতে হবে। কারণ বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী আপনি কোনো কে*স না করে কাউকে জেলে ভাত খাওয়াতে পারবেন না এটা আইনে নেই। তাছাড়া আপনাকে তো থানায় আটকে রাখা হয়েছে ড্রাগস মা*মলার দায়ে। আপনি নাকি নারী পাচার করেন? দেশের নাবালক স্টুডেন্টের হাতে ড্রাগ সাপ্লাই করেন?

আপনার আর আপনার ছেলের নামে নাকি ১৫৬টি
এটেম টু মা*ডার কে*স ফাইল পাওয়া গেছে?
শুনলাম আপনি নাকি এলাকায় দুর্নীতি করে
চেয়ারম্যান হইছেন? সত্যি? আপনাকে এতো ভালো
মানুষ মনে করেছিলাম আমি অথচ শেষ পর্যন্ত আপনি
আর আপনার ছেলেরা সন্ত্রাসীর গডফাদার বের
হয়েছেন। এই করে বেড়ান বুঝি এলাকায়? ছোটবড়
১৫৬টা মা*মলা ফাইল খোঁজে পাওয়া গেছে
আপনাদের নামে। সব ফ্লোভারের মামলাই আছে
দেখি। ছিঃ ছিঃ এসব করে বেড়ান আপনারা? সুফিয়া
খানের কথায় কেমন হতভম্ব আর হতবাক হয়ে যায়
জামাল সাহেব। উনার জীবনে কোনো মামলা নেই।
উনার পরিবার যথেষ্ট ভালো আর রক্ষণশীল পরিবার।
সেখানে এতোগুলো মামলা আসবে কোথায় থেকে?
জামাল সাহেবের বুঝতে দেরি নেই এসব যে সুফিয়া
খানের কারসাজি। তিনি রেগেমেগে চেয়ারে বসা
অবস্থায় টেবিলে থাপ্পড় দিয়ে চেতে উঠে বলল....

‘ আপনি মিথ্যা মামলা কাহিনি সাজাচ্ছেন আমার
পরিবারের নামে। মনে করছেন আমি ভয় পাবো

আপনার কথায়? আপনার যা খুশি করেন আমিও এর শেষ দেখে ছাড়ব।

চেয়ারম্যান সাহেবের কথায় হাতের কাপে চুমুক দিতে দিতে আবারও আগের নেয় সুফিয়া খান বলল....

‘আপনার এই মনে হলো আমি আপনাকে মিথ্যা বলবো? আমাকে আপনার এতো ছোট মস্তিষ্কের মনে হয়? তারেক! চেয়ারম্যান সাহেবকে উনার বিরুদ্ধে মামলা অভিযোগ গুলোর কাগজ দেখাত।

কথা গুলো বলতে বলতে তৎক্ষণাৎ তারেক নামক ছেলেটি হাতের ফাইল থেকে কিছু কাগজ বের করে সামনে রাখতে সেগুলো হাতে নেয় চেয়ারম্যান সাহেব। সাজানো গুছানো প্রত্যেকটা মা*মলাই উনার আর উনার ছেলেরদের বিরুদ্ধে করা। দপদপ করা জ্বলতে থাকা চেয়ারম্যান সাহেব হঠাৎ কেমন ভয়ে চুপ করে যায়। সুফিয়া খান সেদিকে তাকিয়ে হাতের চা-টা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে চেয়ারম্যান সাহেবের উদ্দেশ্যে বলল...’ শুনেন চেয়ারম্যান সাহেব। এলাকায় চেয়ারম্যানি করছেন তো মানুষের সেবা পযন্ত সীমাবদ্ধ থাকুন। শুধু শুধু আমার ছেলে পযন্ত কি টানছেন। আমার ছেলে আপনার বাজেটের

বাইরে। ছেলেটা অসুস্থ বলে মা এসেছি। ভাবুন মা যদি এতটুকু পযন্ত আসে তাহলে ছেলের বাবাও তো আসবে তাই না? আপনি আমাকে সামাল দিতে পারবেন না, বাবা-ছেলে অবধি যাবেন তো দূর। আমি যাওয়ার পর আমার স্বামী আসবে আপনি এতো চাপ নিতে পারবেন না। সেজন্য বলছি আমাদের থেকে দূরে থাকুন। শুনে চেরাম্যান সাহেব ছোট মানুষের উপর ক্ষমতা প্রভাব দেখানোটা আমার পছন্দ না। ক্ষমতা খেলা জমে সমানে সমানে। তারপরও আপনার ভালোর জন্য একটা ড্যামো দেয়। আপনি আমার ছেলের নামে মা*মলা দিলে আমি আপনাকে রোজ একটা করে নতুন নতুন মা*মলায় ঠুকবো। আপনার হিসাবে খাতা ভুল হয়ে যাবে, টাকা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার মা*মলা করা শেষ হবে না। আপনি যদি মনে করেন পালিয়ে বাঁচবেন তাহলে বলে রাখি আপনি আর আপনার ছেলে দুটোকে মোস্ট ওয়ান্টেড আসামী বানিয়ে পেপার চাপিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা থানায় অভিযোগ দেওয়া হবে। এরপর যদি মনে করেন আপনারা দেশ ছেড়ে পালাবেন তাহলেও বলে রাখি এয়ারপোর্ট আমার

বাপের রাজ্যত্ব চলে আপনাদের পালানোর পথ বন্ধ।
ছেলের আমেরিকার ভিসা দিয়ে কি করবেন? যদি
ছেলেটাই না বাঁচে? আমার ছেলেটা অনেক দিন
অসুস্থতা পর বাংলাদেশে ফিরেছি বউয়ের টানে। সেই
বউকে নাকি আপনার ছেলে বিয়ে করে নিলো।
স্বামীর জীবিত অবস্থায় বউয়ের দ্বিতীয় বিয়ে করা
জায়েজ না। আইনগত দিক থেকেও অপরাধ। আপনি
কয়টা মা*মলা সামলাবেন? কার কার কাছে যাবেন?
আপনি যার কাছেই যান না কেন সে আমারই লোক
হবে। তারপরও আপনার সান্ত্বনা জন্য চেষ্টা করে
দেখতে পারে। তারপরও একটু চোখ ঘুরিয়ে দেখেন,
আপনার এলাকায়, আপনার থানায়, আপনার
পুলিশের সামনে বসে যদি আমাকে পিষে ফেলার
ক্ষমতা রাখি তাহলে ভাবুন এরপরও যদি আপনি
আমার ছেলের পিছনে লাগেন তাহলে কি করবো?দীর্ঘ
কথা বলে সুফিয়া খান থামেন। চেয়ারম্যান সাহেবের
কপাল বেয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরছে এই শীতের
রাতেও। সুফিয়া খান টেবিলে থাকা পানির গ্লাসটা
জামাল সাহেবের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে শান্ত কণ্ঠে
বললেন....

‘ দেখেন চেয়ারম্যান সাহেব আমি এই পলিটিক্স
পলিটিক্স খেলতে চাইনি। আমার সন্তানের জন্য
নামতে হয়েছে এই মাঠে। আসলে আমার মুখ থেকে
ব্রেইন চলে বেশি সেজন্য এসব নোংরামিতে হাত নষ্ট
করতে চাইনি বলে অনেক বছর আগেই নিজের
ব্রেইন খরচ করা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আসলে আমি
বিশ্বাস করি যেখানে মন ইনভেস্ট হয় সেখানে ব্রেইন
ইউস করা চলে না। সেজন্য আপনাকেও বলছি
এরপরও যদি আপনার মনে হয় আপনি আমার
ছেলেকে টানবেন? তাহলে আমি আপনার বংশ ধরে
টানবো। আশা করছি আপনি এবার বুঝতে পারছেন।
এবার বাসায় যান নিজের ছেলের যত্ন নেন। ভালো
থাকুন। যান। কথা গুলো বলতে বলতে সুফিয়া খান
উঠে দাঁড়ান। উনার আশুগঞ্জে আরও একটা কাজ
বাকি সেটাই করতে হবে। তারপর সকাল হতে হতে
আবার ছেলের কাছে ফিরতে হবে। কাল আবার
একটু চটুগ্রামেও যাবে। এই মাঠ পুরাতন। কিন্তু
খেলার মানুষ গুলো নতুন। কেন যেন তিনি এসব
মানুষের উপর ক্ষমতা দেখিয়ে মজা পাচ্ছে না।
হয়তো সমানে সমান কাউকে পাচ্ছেন না বলে।

মধ্যরাতের প্রহর। রাত তিনটে তেরোর ঘরে।
অন্ধকার রাতে পরপর দুটো গাড়ি থামলো মায়াদের
গেইটে সামনে। মায়াদের বাড়ির গেইট তখনো
খোলাই ছিল হয়তো বাড়ির মানুষই জাগ্রত বলে
তাই। পরপর দুটো গাড়ির একটা পুলিশের জীপ
হলেও অন্যটি সুফিয়া খানের কার। মধ্যরাতে
পুলিশের ওসি মায়াদের বাড়ির গেইট টেনে ভিতরে
প্রবেশ করতেই গাড়ি থেকে নামলো সুফিয়া খান।
সূক্ষ্ম নজরে আশপাশটায় এক পলক দৃষ্টি বুলাল।
গাড়ির অপর পাশ হতে তারেক নামক ছেলেটি
নামতেই সেও সুফিয়া খানের দৃষ্টি অনুসরণ করলো।
অন্ধকার রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট আলো ছাড়া ঐ দুই
চারটে কুকুর দেখা যাচ্ছে দূরে। রাস্তায় বুক ঠেকিয়ে
ঘুমিয়ে দুই একটা আবার তাদের গাড়ি দেখে দূর
থেকেই ঘেউঘেউ করছে কয়েকটা। এরমঝেই একজন
পুলিশ এগিয়ে গেল মায়াদের বাড়ির গেইটে। লোহার
দরজাটি টেনে খোলে ধরল সুফিয়া খানকে ভিতরে
টোকর জায়গা করে দিয়ে। সুফিয়া খান আশপাশটা
পরখ করেই হাতের ফোনটা তারেক নামক ছেলেটির
হাতে দিয়ে সামনে হাঁটল। পিছনে থাকা তারেক

নামক ছেলেটি সুফিয়া খানকে অনুসরণ করেই দৌড়াল তৎক্ষণাৎ। একজন ভদ্র মহিলার কতটা ক্ষমতা আর দাপট থাকলে রাতের আধারের তাকে পাহারা দিতে চলে আসে আর্মি মেজর থেকে শুরু করে থানার পুলিশ ফোর্স? ভাবা যায়? সকলেই ভদ্র মহিলার পিছনে। আর্মির মেজর উনার পাশাপাশি হাঁটছে পা মিলিয়ে। উঁচু জুতোয় সুফিয়া খান হাইটে আর্মির মেজরকেও টক্কর দিবে যেন। মাযাদের বিন্দিংয়ের নিচে দাঁড়িয়ে মেজর সাহেব কলিং বেল বাজাতেই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খোলে দাঁড়াল মায়ার ফুফি জাহানারা বেগম। উনার বিস্ময়কর চোখ মুখ দেখেই বুঝা যাচ্ছে বাড়ির বাকি সদস্যরাও হয়তো এখনো জাগ্রত। জাহানারা বেগম দরজা ধরে মূহুর্তে থমথমে খেয়ে বসল যখন দেখল একজন ভদ্র মহিলা পুলিশ নিয়ে দাঁড়িয়ে। মধ্যরাতে পুলিশের আগমনে তিনি ভয় পান। হতভম্ব হয়ে বাড়ির ভিতরের দৌড়ে যেতে যেতে আহাজারি করে চিৎকার করলো দুই ভাইদের উদ্দেশ্যে...‘ শফিক, সাজিদ দেখ বাড়িতে পুলিশ আইছে। চেয়ারম্যান মামলা করছে আমাদের নামে। আই-হাইরে সর্বনাশ হইছে।

জাহানারা বেগম মনে করলেন চেয়ারম্যান পরিবার থেকে পুলিশ এসেছে উনাদের জন্য। উনার আহাজারির চিৎকারের সুফিয়া খান কপাল কুঁচকে তাকান সেদিকে। দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলো বাড়ির সদস্যরা প্রায় সকলেই এখনো জাগ্রত বসার ঘরে ভিড় জমিয়ে হয়তো কোনো আলোচনা সভা হচ্ছিল তাদের মাঝে। হওয়াটাও স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক কিছু না। বাড়ির মেয়ের বিয়ে ভাঙলে, বরযাত্রী ফেরত গেলে সব পরিবারেরই এমন হৈচৈ থাকে। তাই মায়ার পরিবারের সবাই মাঝে হৈচৈ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু না। সুফিয়া খান আপাতত সেসব মনোযোগ হলো না। আর না উপস্থিত সদস্যের কাউকে চিনল। উনার চিনার কথাও না। কখনো মায়ার পরিবারের সঙ্গে উনার সাক্ষাৎকার হয়নি আর না ফাহাদের বউ মুক্তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তবে তিনি ছবিতে দেখেছিল ফাহাদের বউকে। সেই সুবাদে উনার মুক্তাকে চেনা কথা। হয়তো মুক্তার ক্ষেত্রেও তাই। সুফিয়া খানকে সরাসরি না দেখলেও সেও ছবিতে দেখেছিল রিদ খানের মা সুফিয়া খানকে। সুফিয়া খানের হঠাৎ আগমনে থমথমে মুখে সকলেই

বসা থেকে উঠে দাঁড়াল দরজার দিকে তাকিয়ে। সুফিয়া খান মুখের মাস্ক খোলতে খোলতে খুব স্বাভাবিক নেয় বাসায় প্রবেশ করলে চমকে উঠার মতোন দ্রুততায় এগিয়ে আসল মুক্তা। সন্ধ্যায় মায়ার বিয়েতে পড়া শাড়িটা এখনো ওর গায়ে জড়িয়ে। সেটির আঁচল মাথায় টানতে টানতে এগিয়ে আসল সুফিয়া খানের দিকে। রিদের মাকে চিনতে ভুল হয়নি ওর। দ্রুততায় এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেই মুক্তার মাথায় হাত রাখল সুফিয়া খান। তীক্ষ্ণ গলায় মুক্তাকে উদ্দেশ্য করে বলল...‘ ফাহাদের বউ রাইট?

গম্ভীর মুখের সুফিয়া খানের প্রশ্নে খানিকটা ভয় পেল মুক্তা। এই মহিলা সাংঘাতিক ধারালো আর তেজি মানুষ। সে শুনেছিল ফাহাদের মুখে। যদিও বিয়ে পর কখনো মুখোমুখি হয়নি দুজন তারপরও প্রথম সাক্ষাৎতে কেমন যেন ভয় পাচ্ছে মুক্তা। তাছাড়া এতোগুলো পুলিশ নিয়ে হঠাৎ ওদের বাড়িতে আগমন করলে মুক্তার ভয় পাওয়াটাও তো স্বাভাবিক। মুক্তা ফের শাড়ির আঁচলটা মাথায় টেনে মিনমিন করে সম্মতি দিয়ে বলল...

‘ জ্বি আন্টি ।

মুক্তার কথা শেষ হতে হতে সুফিয়া খানের আদেশ আসল তৎক্ষণাৎ...

‘ তোমার মা-বাবাকে ডাকো ।

মুক্তা থমথমে মুখে মিনমিন করে বলল...

‘ জ্বি উনারা এখানেই আছেন । আপনি ভিতরে আসুন আন্টি । মুক্তার দৃষ্টি অনুসরণ করে পুনরায় পিছনে তাকাল সুফিয়া খান । দেখল বসার ঘরের সকলেই উনাদের দিকে তাকিয়ে । মুক্তা হাত দেখিয়ে আগুল তাক করলো শফিকুল ইসলামের দিকে । শফিকুল ইসলাম প্রথম সোফাটায় বসেছিলেন । সুফিয়া খান মুক্তার উঁচিয়ে রাখা আগুল অনুসরণ করে মায়ার বাবার দিকে এগোতে এগোতে নিরেট গলায় বলল....

‘ আমি মায়ার সঙ্গে কথা বলতে চাই । এখন আপনারা কথা বলতে দিবেন নাকি ঝামেলা করবেন কোনটা? যেটা করতে চান আমি সেটাতেই রাজি । বলুন কি করলে খুশি হবেন?

হতবাক, হতবুদ্ধি, থমথমে মুখে সকলেই একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো সুফিয়া খানের কথায় । মধ্যে রাতে এই মহিলা উনাদের বাসায় এসে

সবাইকে কেমন হুমকি ধামকি দিচ্ছেন। বলছে উনারা নাকি ঝামেলা করতে চাই।

বসার ঘরে মায়া, জুই, রাফা, আর রেহেনা বেগম বাদে সকলেই উপস্থিত ছিল। সুফিয়া খান শফিকুল ইসলামের মুখোমুখি দাঁড়াল উত্তরের আশায়। সাজিদুল ইসলাম হাতে, পায়ে, মাথায় জায়গায় জায়গায় ব্যাণ্ডেজ করে ভাই শফিকুল ইসলামের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। সুফিয়া খানের কথায় চেতে উঠলো তক্ষুনি। কটাক্ষ গলায় বলল...‘ কে আপনি? এখানে পুলিশ নিয়ে কেন এসেছেন?

সুফিয়া খান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সাজিদুল ইসলামের দিকে। চটাং চটাং মেজাজের মানুষ উনার পছন্দ না। এ রকম মানুষের ব্রেইন খুব কম হয়। সেজন্য তাদের মুখ চলে বেশি। সুফিয়া খানকে উত্তর করতে না দেখে মুক্তা পাশ থেকে তাড়াহুড়োয় সাজিদুল ইসলামকে থামাতে চেয়ে বলল....

‘ কাকা উনি আমার মামীশাশুড়ী। রিদ ভাইয়ার আম্মু। রিদ নামটা শুনতেই কেমন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো সাজিদুল ইসলাম। এই ছেলের জন্য বরযাত্রী র’ক্তা*ক্ত অবস্থায় হসপিটালের পরে। উনাকে

পিটিয়েছেন। উনি আহত অবস্থায় হাত-পা ভেঙে আজ বাসায় বসে। উনার বাড়ির মেয়েও সম্মান নষ্ট হলো। সবাই ছিঃ ছিঃ করছে উনাদের মুখের উপর। এখন আবার মা এসেছে নতুন কাহিনি করতে। উনাদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না ঐ বাড়ির ছেলেদের। আজ এখানেই সবশেষ। সাজিদুল ইসলাম আবারও কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে রাগে কটমট করে বলল...‘ দেখেন আপনি যেই হোন না কেন, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি আপনাদের মতোন অভদ্র মানুষের এখানে জায়গা নেই। আপনি বরং এখন আসুন। আমাদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আপনাদের বাড়ির কারও কোনো সম্পর্ক থাকবে না আর না আপনার সাথে কেউ কথা বলবে। আপনি চলে যান।

জুইয়ের বাবা সাজিদুল ইসলামের কথায় তৎক্ষণাৎ ওসি সাহেব ধমকে উঠলো রাগে। কোথায়, কখন কার সামনে দাঁড়িয়ে কিভাবে কথা বলতে হয় সেটা বুঝাতে চেয়ে তিনি সাজিদুল ইসলামের দিকে তেড়ে যেতে চাইলে সুফিয়া খান হাতের ইশারায় ওসি

সাহেবকে থামিয়ে দিতে দিতে সাজিদুল ইসলামের উদ্দেশ্যে শান্ত গলায় বলল....

‘ দেখুন সাজিদুল সাহেব, আমার সবখানে ক্ষমতা প্রয়োগ করাটা কিন্তু পছন্দ না। যে যতটুকুর যোগ্য আমি তাকে ততটুকুতেই রাখি। আপনার সাথে আমি ভদ্র আছি তারমানে বুঝতে হবে আপনি আমার চাপ নেওয়া যোগ্য নয়। বাকি রইল সম্পর্কের কথা? সেটা না-হয় আপনাদের বাড়ির মেয়েদের ঠিক করতে দেন তাঁরা কি চাই। আপনাদের বাড়ির মেয়েদের সম্মান না থাকলেও আমার বাড়ির বউদের কিন্তু যথেষ্ট সম্মান আছে সাজিদুল সাহেব। তাই গলা নামিয়ে, নয়তো আমি গলা উঁচালে কিন্তু আপনি ঠাই পাবেন না।

কথা গুলো বলেই সুফিয়া খান শফিকুল ইসলামের চোখে চোখ রেখে বলল...‘ মেরুদণ্ডহীন প্রাণী পশুর সমান হয় শফিকুল সাহেব। ছেলেমেয়েদের বাবা হতে শিখুন নয়তো ছেলে-মেয়েরা আপনাকে বাবা ডাকা ছেড়ে দিবে।

কথা গুলো শেষ করেই সুফিয়া খান ফের ঘাড় ঘুরাল মুক্তার দিকে শান্ত গলায় বলল...

‘ মায়া কোথায়?

মুক্তা ভয়ে তাড়াহুড়ো বলল....

‘ উপরে আছে ।

সুফিয়া খান আর্দেশ স্বরূপ বলল...

‘ আমাকে মায়ার রুমে নিয়ে যাও কুইক। কৃত্রিম লাইটের আলোয় সুফিয়া খানের মুখোমুখি বসে মায়া। মায়াকে জড়িয়ে ওর মা রেহেনা বেগম বসে বিছানায়। পাশেই রাফা, জুই দুজনই দাঁড়িয়ে। সকলে মুখ থমথমে বিস্ময়কর সুফিয়া খানকে এই মূহুর্তে দেখে। বাকিদের সুফিয়া খানকে চেনা না থাকলেই মায়া ঠিকই চিনল সুফিয়া খানকে। কিন্তু মাত্রাতিক জ্বরের ঘোরে মাথা ফেলে শুয়ে রইল মায়ের বুকে। এতক্ষণ মায়াকে জলপটি দিচ্ছিল রেহেনা বেগম। সুফিয়া খানের আগমনে বিব্রতবোধ করে মায়াকে নিয়ে অগোছালো অবস্থায় বসল রেহেনা বেগম। চোখ মুখ কেঁদে কুটে লাল হয়ে আছে সবার। সুফিয়া খান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলকেই পরখ করে নিলো। মায়ার দিকে তাকাতে উনার কুঁচকানো কপাল আরও কুঁচকে আসলো মায়ার নাজেহাল অবস্থা দেখে। মায়ার সুন্দর মুখটা জ্বরে ঘোরে ফ্যাকাসে হয়ে আছে। সবচেয়ে বড় কথা মায়ার শরীর এক কেজি মাংস হবে কিনা

সন্দেহ আছে সুফিয়া খানের। এতোটা শুকিয়েছে মেয়েটা। লাস্টবার যখন তিনি মায়াকে দেখেছিল রিদের সঙ্গে তখন বেশ নাদুসনুদুস আর হেলদি ছিল মায়া কিন্তু এখন শরীরে অবস্থা খুবই সূচনীয়। তিনি এসেছিল মায়ার সঙ্গে কথা বলতে, কেন বিবাহিত হয়েও দ্বিতীয় বিয়ে করলো সেটা জানতে অথচ মায়ার পরিস্থিতি দেখে উনার মনে হচ্ছে মেয়েটাকে আগে সুস্থ করানো উচিত। তারপর বাকি কিছু। সুফিয়া খান মায়াকে পরখ করে রেহেনা বেগমকে প্রশ্ন করলেন মায়ার খবর জানতে চেয়ে বলল...‘ কি হয়েছে মায়া? সুফিয়া খানের প্রশ্নে মায়াকে দু’হাতে ঝাপটে ধরেই রেহেনা বেগম অসহায় গলায় বলল...

‘ আমার মেয়েটা অনেক দিন ধরে অসুস্থ।

রেহেনা বেগমের কথায় খানিকটা অসন্তুষ্ট হলো সুফিয়া খান। তীক্ষ্ণ গলায় বলল...

‘ এতো অসুস্থতার মাঝে মেয়েকে বিয়ে দিতেন গেলেন কেন? আপনারা জানতে না মায়া বিবাহিত ছিল সেটা?

সুফিয়া খানের কথায় ঝরঝর করে কেঁদে উঠলো রেহেনা বেগম। অসহায় গলায় একে একে বলতে লাগল....

‘ আমার মেয়েটা বলেছিল আপনার ছেলের কথা। কিন্তু ওর কথা কেউ বিশ্বাস করেনি প্রমাণ ছিল না বলে। ওর বাপ-চাচা আর ফুফিরা সবাই মিলে আমার অসুস্থ মেয়েটাকে জোর করে বিয়ে দেয়। রেহেনার বেগমের কথায় কেমন যেন মেজাজ খিঁচে গেল সুফিয়া খানের রাগে। এতো কিসের প্রমাণ প্রয়োজন হয় একটা অসুস্থ মেয়েকে জোর করে বিয়ে দিবার জন্য? অসুস্থ মানুষকে এমনিতে বিয়ে দিতে নেই। এটা মূর্খ মানুষ গুলো কি জানতো না। তাছাড়া যদি কেউ দাবি করে সে বিবাহিত অন্তত সেটার সত্য মিথ্যা যাচাই-বাছাই করে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে দিতে হয়। নয়তো পাপের দারে দাঁড়াতে হয়। মায়া যখন বলেছিল সে বিবাহিত তখন অন্তত সত্য মিথ্যা যাচাই-বাছাই করার জন্য হলেও উনাদের অপেক্ষা করতে পারতো এরা। তা না করে উল্টো একটা বিবাহিত মেয়েকে জোর করে না জায়েজ সম্পর্কে বেঁধে দিলো এরা। উনার ছেলেটাও বউয়ের জন্য পাগল প্রায়। এই

মেয়েকে না পেলে যে ঠিক হবে না তিনিও জানেন।
কিন্তু মায়ার বিয়েটা নিয়ে কেমন যেন বারবার মেজাজ
খিঁচে যাচ্ছে উনার। সুফিয়া খান শক্ত গলায় বলল...‘
বিবাহিত মেয়ের স্বামী জীবিত অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে
জায়েজ নয় সেটা জানার পরও কিভাবে আপনারা
জোর করলেন মায়াকে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য?
রেহেনা বেগম মুখ গুমরে ডুকরে কেঁদে উঠলো।
খানিকটা সময় নিয়ে রয়েসয়ে শুরু থেকে সবটাই
জানাল মায়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে সুফিয়া খানকে।
সবটা শুনে মূহুর্তে কেমন নমনীয়তা হয়ে গেল সুফিয়া
খানের মন। তীব্র অপরাধ বোধের জাগ্রত হলো মনে।
রিদকে নিয়ে দিশেহারা হয়ে যাওয়ায় মায়ার খোঁজ
করতে পারেন নি তিনি। বলতে গেলে উনার মাথায়
ছিল না মায়ার ব্যাপারটা। আজ উনার বেখেয়ালিপনায়
এতোগুলো সম্পর্কে ফাটল ধরলো। মায়া মানসিক
রোগী। উনার ছেলেটা সুস্থ হয়েও হচ্ছে না বউয়ের
জন্য ছটফট করছে। সুফিয়া খানের মনস্তাত্ত্বিক
ভাবনার মাঝেই রেহেনা বেগম ফের বলতে
লাগলো...‘ আপনার ছেলের সঙ্গে বিয়ের কোনো
প্রমাণ দিতে পারছিল না বলে আজ আমার মেয়েটাকে

সবাই জোর করে পাপে বাঁধে, দ্বিতীয় বিয়ে দেয়।
আপনারা দয়া করে আমার ছোট মেয়েটাকে এবার
রেহাই দেন। ওহ আর আঘাত নেওয়ার ক্ষমতাতে
নেই। এমনই আমার মেয়েটা মরে যাচ্ছে। মা হয়ে
ভিক্ষা চাইছি আপনাদের কাছে আর মানসিক চাপে
ফেলবেন না। সবাই আমার মেয়েকে পাগল বলে।
আপনি আপনার ছেলেকে অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে
দেন। আমার মেয়ে কিছু বলবে না। ওহ এমনই
কাউকে চিনতে পারছে না। আপনার ছেলেকেও ভুলে
যাবে। আমি আমার পাগল মেয়েকে নিয়ে সারাজীবন
কাটিয়ে দিতে পারব আমাদের কারও দরকার নেই,
তারপরও দয়া করে আমার মেয়েটাকে রেহাই দেন।
দয়া করুন।

একজন অসহায়ত্ব মায়ের চিৎকার যেন সুফিয়া খানের
বুকে গিয়ে লাগল। তিনিও তো একজন মা। ছেলের
বিপদে উনার দুনিয়া ঘুরে গিয়েছিল। আজ এই মুহূর্তে
এখানে বসে আছে উনার ছেলের কথা চিন্তা করেই
এসেছেন। তিনি একজন শক্ত ধাঁচের মানুষ হয়েও
যদি সন্তানের জন্য এতোটা দুর্বল হতে পারে তাহলে
মা হয়ে রেহেনা বেগমের কতোটা দুর্বল হওয়ার

কথা। সন্তান সবার জন্যই সমান হয়। সুফিয়া খান
উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে রেহেনা বেগমের উদ্দেশ্য
বলল....‘ শেষ বিশ্বাসটুকু আমাকে করতে পারেন
মিসেস রেহেনা। আমি কখনো বিশ্বাস ভাঙ্গার মতো
কাজ করিনি এই অবধি। আজ এখানে ছেলের
বিশ্বাসের জোড়া লাগাতে এসেছিলাম তবে এখন
আপনার বিশ্বাসের ভার কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছি,
আপনার মেয়ে আমার কাছে ভালো থাকবে এই
পরিবেশ থেকে, আমি খেয়াল রাখব আপনার মেয়ের।
আমাকে ভরসা করতে পারেন। রেহেনা বেগম মূহুর্তে
কোনো কথা খোঁজে পেল না বলার জন্য। শুধু
দুচোখের জল ফেলে সুফিয়া খানের দিকে তাকিয়ে
রইল। মায়াদের বাড়ির বর্তমান পরিস্থিতি মায়াকে
সুস্থ হতে দিবে না। চারপাশে রটে গেছে মায়া দুই
বিয়ের খবর। প্রথম স্বামী রেখে মায়া দ্বিতীয় বিয়ে
করতে গিয়ে প্রথম স্বামীর হাতে মার খেয়েছে মায়া ও
তার নতুন বর। এসব মানুষের মুখে মুখে রটে গেছে।
সকাল হতে হয়তো মানুষজন আসবে তাদের বাড়িতে
তামাশা দেখতে। মায়ার ফুফিরাও রেগে আছেন
তাদের ভাইকে রিদ খান মারায়। মায়াকে যা-তা কথা

শুনালো। অথচ রাত থেকে যে মেয়েটা বেহুশ ওকে
হসপিটালের নিতে হবে সেই খবর কারও নেই। ভয়ে
তিনিও কাউকে কিছু বলতে পারছেন না মেয়েটাকে
ডাক্তার দেখাতে চেয়ে। অসহায় অবস্থায় সেই থেকে
মাথায় জলপাট্টি দিয়ে যাচ্ছে মায়ার। এরমধ্যে যতবার
মায়ার হুশ ফিরেছে ততবারই রেহেনা বেগমকে
চিনতে অস্বীকার করেছে মায়া। উনি প্রচণ্ড ভয়ে
আছেন মায়ার মানসিক চাপ নিয়ে। উনার ভয় উনার
মেয়েটা পুরোপুরি পাগল না হয়ে যায় এতসব সইতে
না পেরে। রেহেনা বেগম সুফিয়া খানের চোখের
দিকে তাকিয়ে নিরবে কাঁদল। হয়তো এই বাড়ির
পরিবেশ থেকে মায়া ঐ বাড়িতে ভালো থাকবে।
অন্তত মায়াকে তারা ডাক্তার দেখাবে অবহেলা না
করে এতটুকুতেই তিনি সন্তুষ্ট। উনার ছেলে আরিফ
ইন্ডিয়া থেকে ফিরে আসলেই না-হয় মায়াকে নিজের
কাছে নিয়ে আসবেন রেহেনা বেগম। উনার মন
কেমন কেমন করে যেন সুফিয়া খানের কথায় সম্মতি
জানাল। দু’হাতে ঝাপটে ধরা মায়াকে সুফিয়া খানের
দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে দুচোখের পানি ছেড়ে
বলল... ‘আমার মেয়েটার খেয়াল রাখবেন আপা। এই

মূহুর্তে একজন অসহায় মা হয়ে বলছি এই পরিবারের থাকলে আমার মেয়েটা এমনই মারা যাবে। ওকে অন্তত একটা ডাক্তার দেখাবেন। আমার ছেলেটা ইন্ডিয়া থেকে ফিরলেই নাহয় আমি নিয়ে আসব।

রেহেনা বেগমের বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে মায়াকে নিজের বুকে জড়াল সুফিয়া খান। মায়ার নেতিয়ে যাওয়া তপ্ত শরীরটা জড়িয়ে ধরতে ঠাহর করতে পারলো সত্যি মায়া কতোটা অসুস্থ। চোখ মেলে তাকাতেও পারছে না। সুফিয়া খান মায়াকে বুকে জড়িয়ে দাঁড়াতে গেলেই অপর পাশ হতে দৌড়ে এসে মায়াকে আঁকড়ে ধরলো রাফা। সুফিয়া খানের উদ্দেশ্য বলল... ‘ আমিও যাব আপনাদের সাথে।

সুফিয়া খান চোখ আওড়িয়ে এক পলক তাকাল রাফার দিকে। যদিও মেয়েটিকে তিনি চিনেন না তবে মায়ার সঙ্গে মেয়েটিকে নিতে উনার কোনো অসুবিধা নেয়। চোখে ইশারায় সম্মতি দিয়ে তিনি রেহেনা বেগমের উদ্দেশ্যে বলল...

‘ নিজের খেয়াল রাখবেন মিসেস রেহেনা।

মায়া আর রাফাকে নিয়ে বসার ঘরে সকলের সামনে দিয়েই বেড়িয়ে আসল সুফিয়া খান। সুফিয়া খানকে

কিছু বলার মতোন সাহস মায়ার পরিবারের কেউ
দেখাতে পারলো না। কথায় কথায় রেগে যাওয়া
সাজিদুল ইসলামও কেমন মুখ চুপসে দাঁড়িয়ে। মায়ার
ফুফিরাও তাই। মায়ার বাবার চোখে মুখে কেমন
নমনীয়তা ছিল। তিনি আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে
চেয়েছিল সুফিয়া খানকে কিন্তু কোনো একটা অদৃশ্য
বাঁধায় তিনি যেন চুপ করে যান। নিরব দাঁড়িয়ে দেখল
মেয়ের চলে যাওয়া নিয়ে। জুই, জুইয়ের মা, আর
রেহেনা বেগম মায়াকে এগিয়ে দিতে অন্ধকার রাতে
গেইট অবধি দাঁড়িয়ে থাকেন। সুফিয়া খানের গাড়িটা
অদৃশ্য না হওয়া অবধি সেই অদূরে রাস্তার দিকেই
তাকিয়ে রইল। আল্লাহ জানে উনার অসুস্থ মেয়েটা
টানাপোড়ার সম্পর্ক গুলো কিভাবে ঠিক করবেন।
আল্লাহ উনার মেয়েটাকে সুস্থ দান করুক। আমিন।
রাতের প্রহর কাটিয়ে ভোরের দিকে মায়াকে নিয়ে
ঢাকায় পৌঁছায় সুফিয়া খান। অসুস্থ মায়াকে দেখে
হতভম্ব রাদিফ আসিফ দুজনই। রাফা সুফিয়া খানের
সঙ্গে সঙ্গেই থাকছে। মায়াকে দেওয়া হলো রিদের
কেবিনে পাশাপাশি বেডে। অসুস্থ মায়ার চিকিৎসা
চললো তৎক্ষণাৎ। মায়ার বা'হাতে ক্যানুলা লাগানো

হলো পরপর ইনজেকশনের পুশ করতে। মায়ার অবস্থায় সূচনী তা ডাক্তারের চোখ মুখ দেখেই বুঝা গেল। মায়াকে চিকিৎসা দিতে সবাই ব্যস্ত হয়ে পরল মূহুর্তে।‘ পেশেন্টের ব্যাপারে আপাতত আমরা কিছু বলতে পারছি না মিসেস খান। তবে পেশেন্ট অবস্থা খুবই সূচনীয়। আমরা বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার করে রিপোর্ট দেখে বলতে পারবো পেশেন্টের বর্তমান অবস্থা।

কথা গুলো বলে ডক্টর চলে যেতেই রাদিফ উত্তেজিত গলায় নিজের মাকে প্রশ্ন করে জানতে চাইল....

‘ ভাবির কি হয়েছে আম্মু? এই অবস্থা কেন উনার? রাদিফের কথায় সুফিয়া খানের গম্ভীর মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল...

‘ রিপোর্ট আসুক তারপর জানবে। আপাতত বলতে পারছি না। মায়ের কথায় চিন্তিত ভাজ আরও গম্ভীর হলো রাদিফের কপালে। অথচ পাশ থেকে আসিফ সেই কখন থেকে রাফা দিকে তাকিয়ে মূলত সে রাফার সাথে কথা বলতে চাইছে। সে-তো জানতোই না রাফা যে মায়া ভাবিদের বাসায় ছিল। আর না এটা জানতো এখন রিদ ভাইয়ের মায়ের সঙ্গে ঢাকা চলে

আসবে। মূলত আসিফ সন্ধ্যার দিকে রাফাকে মায়ার সঙ্গে দেখেছিল বরযাত্রী গাড়িতে তখন আসিফ রিদকে সামলাতে গিয়ে রাফার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাইনি। কিন্তু এখন তার রাফার সঙ্গে কথা বলা জরুরি মনে হলো তার কেন জানি মনে হচ্ছে রাফা আসিফকে এড়িয়ে যেতেই সুফিয়া খানের সঙ্গে সঙ্গে থাকছে। আসলেই কি তাই? যদি তাই হয় তাহলে তাকে এরিয়ে যাওয়ার বা কারণ কি রাফার?

সকাল এগারোটা দিকে হান্কা হান্কা জ্ঞান ফিরল রিদের। তীব্র মাথা ব্যথায় বিরক্তিতে বামহাত রাখল কপাল। অল্প মাথা নাড়িয়ে ডানে-বামে মাথা ঘুরাল। চোখ মিলে পাশে তাকাতেই ঝাপসা চোখে দেখলো বেডে অচেতন অবস্থায় পরে থাকা মায়াকে। প্রথমে রিদ মনে করতে পারলো না কিছুই। ঝাপসা চোখে অস্পষ্ট গলায় আওড়াল একটু করে...‘ রিত!

রিদ ডানহাত বাড়িয়ে মায়াকে ছুঁতে চাইলো। কিন্তু হাতের নলে চাপ পড়ায় নল বেয়ে রক্ত উঠলো তৎক্ষণাৎ। সুফিয়া খান দ্রুততায় এগিয়ে এসে রিদকে বাধা দিয়ে শান্ত করতে বলল...

‘ কি করছো রিদ? নলে রক্ত উঠছে।

সুফিয়া খানের কথায় রাদিফ এগিয়ে আসল। সে মূলত বাহির থেকে মায়ের জন্য কফি নিয়ে সবে কেবিনে প্রবেশ করেছিল। মায়ের কথায় তৎক্ষণাৎ দৌড়ে আসে এদিকটায়। রিদ তখনো হঠাৎ করে কিছু মনে করতে পারলো না। মায়ের হাত নিজের শরীর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে রিদ বিরক্ত গলায় বলল...

‘উফ বিরক্ত করছো কেন তোমরা? সরো। রিতকে বলে এদিকে আসতে। রিত কাম হেয়ার।

সুফিয়া খানের হাত সরিয়ে দিতেই রিদ ফের বেত্শ মায়াকে ডাকল নিজের কাছে। মায়ার নড়চড় দেখতে না পেয়ে রিদ রেগে কিছু বলবে তার আগে রাদিফ তাড়াহুড়ো রিদকে শান্ত করতে বলল...‘ ভাই ভাবি তো অসুস্থ। উনি হুশে নেই। তুমি শান্ত হও।

মায়া অসুস্থতার কথা কানে যেতেই রিদ কপাল কুঁচকে তাকায়। কয়েক সেকেন্ড ব্যবধানে হঠাৎই স্মৃতিচারণ হলো বিষাক্ত অতীত গুলো। মায়ার বিয়ে অন্য কোথাও হয়েছে সেটি মনে আসতেই রিদের শান্ত মস্তিষ্ক তড়াক করে জ্বলে উঠলো। দাউদাউ অগ্নি শেখার নেয় হুংকার ছেড়ে হাতের ক্যানুলা, স্যালাইন সবকিছু টেনে ফেলতে ফেলতে বলল....

‘ এই নারী এখানে আসলো কেমনে? কার এতো বড়ো কলিজা হয়েছে আমাকে ঠেঙ্গিয়ে এই নারীকে নিয়ে আসে? কার?

রিদের হুংকারে বাহির থেকে আসিফ আয়ন দুজনই দৌড়ে আসে ভিতরে। আজ সকালেই আয়ন বাংলাদেশে ফিরেছিল লন্ডন থেকে। মায়ার ব্যাপারে সবটা আসিফের কাছে শুনে সেও শুদ্ধ হতবাক। কিছু বলার মতোন ভাষা আয়নের কাছেও ছিল না। মায়ার বিপদে সেও তো পাশে ছিল না। জুইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও সে এই মূহুর্তে ভয় পাচ্ছে। কেমন যেন সৎ সাহসে কুলাচ্ছে না তার। তারপরও সে চিন্তা করলো কালই একবার আশুগঞ্জ যাবে জুইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। সুফিয়া খান রিদের তোলপাড়ে খুব স্বাভাবিক নেয় রিদকে উত্তর করলো...‘ আমি নিয়ে এসেছি।

মায়ের কথায় রিদের তোলপাড় আরও বাড়ল। গর্জে উঠে বলল...

‘ কেন নিয়ে এসছ? দরদ দেখাতে? যখন খেয়াল রাখার কথা ছিল তখন তো খেয়াল রাখনি। অবহেলা করেছো। আজ এই নারী আমার জন্য হারাম

তারপরও কেন এই নারীকে আমার সামনে হাজির করলে কেন?

পরপর রিদের হুংকারে ডাক্তারা দৌড়ে কেবিনে এগিয়ে আসল। মিনি ফ্রিজ হতে রিদের ইনজেকশন নিতে নার্সকে আদেশ করতে নার্স সেদিকে দৌড়াল। অস্থির উত্তেজিত পরিস্থিতিতে সকলেই আতংকিত মুখে রিদকে বুঝাতে চাইছে শান্ত হতে অথচ সুফিয়া খান স্বাভাবিক। বরং রিদের কথায় কটাক্ষ করে বলল...‘ আমার মন চাইছে তাই এনেছি তোমার সমস্যা কোথায়? তোমার কাছে যাচ্ছে ওহ? তাহলে তুমি কেন এতো হাইপার হচ্ছে? হাসপিটাল কি তোমার বাপের কেনা? যে তুমি ছাড়া অন্য কেউ চিকিৎসা নিতে পারবে না।

যেমন মা তেমন ছেলে গোলাভারতের মতোন মেজাজ। সুফিয়া খান ইচ্ছা করেই রিদকে রাগাল। কারণ রিদের রাগে প্রস্রয় দিলে এতে মায়ার ক্ষতি হবে ভেবেই তিনি এমনটা বললেন। মায়ের কথায় রিদের মস্তিষ্ক ধপধপ করলো। আগুন লাগার মন শিরা-উপশিরায় জ্বলল। এরমঝে আয়ন,রাদিফ, আসিফ ডাক্তারসহ সকলেই রিদের হাতে পায়ে

ঝাপটে ধরলো ঘুমের ইনজেকশন পুশ করতে। রিদ
রাগের তোপে হিংস্রতা স্যালাইন, ক্যানুলা টেনে ছিঁড়ল
ধস্তাধস্তি করে। সকলেই রিদকে ঝাপটে ধরে শুয়াতে
চাইছে বলে রিদ ধস্তাধস্তি করে ডক্টরের হাতে
ইনজেকশন ছিনিয়ে নিয়ে মুচড়ে ফেলতে ফেলতে
চিৎকার করে বলল...‘ আমি সেই জায়গায় এক
মূহুর্তে দাঁড়াব না যেখানে এই নারী বিষাক্ত নিশ্বাস
আছে। আমাকে যাইতে দে তোরা নয়তো কাউকে
ছাড়ব না আঘাত করা থেকে।

সুফিয়া খান ইশারায় রিদকে ছেড়ে দিতে বললে রিদ
তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলো কেবিন হতে। রিদের পিছন
পিছন ছুটলো আসিফ, রাদিফ দুজনই। সুফিয়া খান
রিদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে।
তিনিও দমে যাওয়ার পাত্রী নয়। এর শেষ দেখেই
ছাড়বেন তিনি। মায়াকে টানা তিনদিন হসপিটালের
রাখা পর চতুর্থ দিন মায়াকে নিয়ে রিদের বাসায়
উঠলো সুফিয়া খান। মায়াকে রাখল নিজের ঘরেই।
যেহেতু রিদ মায়াকে মেনে নিচ্ছে না তাই থমকে
যাওয়া ঘড়ির কাটার মতো যেন সকলের জীবনই
থেমে আছে। ঘুরেফিরে একই কাহিনি রিপিট হচ্ছে

সবার। মানুষ গুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও যেন সবার ব্যথা
মিলে যাচ্ছে। পাওয়া না পাওয়ার গল্প থেকে
বিচ্ছেদের সুর যেন বেশি। এইতো যেমন রিদ
মায়াকে চাচ্ছে না। জুই আয়নকে চাচ্ছে না। এদিকে
রাফা আসিফকে চাচ্ছে না। মুক্তা ফাহাদকে চাচ্ছে না।
শশী রিদকে পাচ্ছে না। কেমন যেন একটা বিচ্ছেদের
গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে। আয়ন বিগত দু'দিন ধরেই
জুইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে। ফাহাদের
সঙ্গে তার শশুর বাড়ি পযন্ত গিয়ে ঘুরে আসল। না
ফাহাদ মুক্তা কাছে ঠাই পেল আর না আয়ন জুইয়ের
সাথে কথা বলতে পারলো। ফাহাদকে মুক্তার সঙ্গে
দেখা করতে মায়ার পরিবার বাঁধা না দিলেও মুক্তা
নিজেই আত্মসম্মান তাগিদে ফাহাদকে ফিরিয়ে দিল
ফিরবে না বলে। আয়ন তো বেশ কয়েকবার সুযোগও
পেয়েছিল জুইয়ের সঙ্গে কথা বলার কিন্তু জুই চোখ
তুলে আয়নকে দেখলো না পযন্ত। দীর্ঘদিন পর
দুজনের দেখা, আয়ন ভেবেছিল সে জুইয়ের কাছে
ক্ষমা চাইবে কিন্তু তার কিছুই হলো না। আয়ন
জুইয়ের কাছে পাত্তা না পেয়ে সেও সেদিন ফাহাদের
সঙ্গে ফিরে এসেছিল খালি হাতে। তারপর থেকে সে

রোজ জুইকে নিয়ম করে কল দেয় কিন্তু আপসোস
রোজকার মতোই জুইয়ের নাম্বারটা আজও অফ
দেখালো। মনস্তাত্ত্বিক ভাবনায় হাতের ফোনটা পকেটে
গুঁজে রাখতে রাখতে আয়ন রিদের বাড়িতে প্রবেশ
করলো। মেইন দরজা খোলা পেয়ে সে আশেপাশে
তাকাল। রাত তখন ৪ঃ০১। গায়ে তার ফর্মাল
পোশাক। ডাক্তারি অ্যাপ্রোনটা হাতের ভাজে নেওয়া।
দশটা থেকে তার নাইট ডিউটি। এই অসময়ে রিদের
বাসায় আয়নের আসার কথা না। রিদের মা সুফিয়া
খান বাসায় নেই। তিনি আজ সকালেই চট্টগ্রামে
গিয়েছেন কোনো একটা কাজে, বলেছিল মধ্যরাতের
ভিতরে ফিরে আসবেন। সেজন্য উনার অবর্তমানে
আয়নকে ফোন করে বলেছিল মায়ার রেগুলার চেক-
আপ করে যেতে। মায়া আজ চারদিন ধরে রিদের
বাসায় অথচ এই চারদিন রিদ চার পলকও বাসায়
ফিরেনি। আর না মায়ার খোঁজ নিয়েছে। বলতে গেলে
রিদ নিজ বাড়িতে ফিরে না মায়ার জন্য। এতোদিন
সুফিয়া খান মায়ার খেয়াল রাখলেও আজ রিদের
বাসায় রাফা একা মায়াকে সামলাচ্ছে বাসার
সার্ভেন্টদের নিয়ে। সারাদিন রাদিফ বাসায় থাকলেও

দুপুর করে সেও কাজে বেড়িয়েছে ইমার্জেন্সি বলে।
আয়ন খালি ড্রয়িংরুমে চোখ বুলিয়ে এগোল নিচে
ঘরটায়। কাজের মেয়ে রুজিকে পানি দিতে বলে
সুফিয়া খানের ঘরে সামনের দাঁড়াল সে। বন্ধ দরজায়
নক করতে খানিকটা ইতস্তত বোধ করলো। খালি
বাড়িতে, এভাবে সে দুটো মেয়ের ঘরে একা প্রবেশ
করতে খানিকটা সংকোচ বোধও করলো। যদিও সে
একজন প্রফেশনাল ডাক্তার, তারপরও খানিকটা
ইতস্তত বোধ করে অল্প আওয়াজে দরজায় নক
করতেই ঘরে ভিতরে হতে ভেসে আসলো রাফার
কণ্ঠ....‘ দরজা খোলা আছে ভাইয়া। ভিতরে আসুন।
চাপিয়ে রাখা দরজাটা ঠেলে কক্ষে প্রবেশ করতে
করতে দেখতে পেলে অল্প আলোয় মায়াকে কোলে
শুয়ে বিছানায় বসে আছে রাফা। অসুস্থ মায়া রাফার
কোলে মাথা রেখে গায়ে ব্ল্যাক্লেট জড়িয়ে বটে ঘুমিয়ে।
মায়ার চুল জুড়ে বিচরণ করছে রাফার দু’টো হাত।
মায়ার অসময়ে বলতে গেলে একমাত্র রাফা ছাড়া
কেউ ছিল না। না আজও কেউ আছে। সুফিয়া খানের
মতোন শাশুড়ী ছিল বলে মায়া আজ স্বামীর বাড়িতে
ঠায় পেয়েছে নয়তো মায়ার আপন বলতে স্বামী, ওর

পরিবার কেউ ছিল না। আয়ন বিছানার দিকে এগিয়ে যেতে ধীর স্বরে রাফা থেকে জানতে চাইল মায়ার কথা...

‘ এখন কেমন আছে মায়া? পরে আর কোনো সমস্যা হয়েছিল?

ইতস্তত রাফা মায়াকে বালিশে শুয়ে দিতে দিতে বলল...‘ নাহ ভাইয়া! তবে গায়ে অনেক জ্বর ওর। দুপুরেও কিছু খাইনি। আমি অনেক চেষ্টা করেও খাওয়াতে পারি নি কিছু। আন্টি বাসায় থাকলে উনার ভয়ে এতোদিন কিছু হলেও খেতো। আমার সাথে জেদ করে খেতে চাই না।

রাফার কথায় আয়ন মায়ার মস্তিষ্ক বরাবর দাঁড়াতে দাঁড়াতে চিন্তিত স্বরে বলল...

‘ কি বলো? ঔষধ না খেয়ে ঘুমিয়েছে ওহ?

‘ জ্বি!

আয়ন খানিকটা অধৈর্য গলায় শুধালো রাফাকে বলল....

‘ তুমি জানো না ওর ঔষধ গুলো কতো জরুরি?

তাহলে কেন খাওয়ালে না? এই মূহুর্তে মায়ার ঔষধ মিস করা মানে ওর মস্তিষ্কে উত্তেজিত করা।

আয়নের কথায় রাফা অপরাধী গলায় বলল....‘ আমি অনেক চেষ্টা করছি ভাইয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠিনি। আমি বাসার সার্ভেন্টদের নিয়ে মায়াকে জোর করে ঔষধ খাওয়াতে চেয়েছিলাম কিন্তু মায়া ভয় পেয়ে সবার উপর এটাসেটা ছুড়ে মারে। রুজিখালা কপালে আঘাত পেয়েছে। আমার হাতেও কামল। মায়া নিজেকেও আঘাত করেছে অনেক। ওর হাতটা দেখুন কালসিটে হয়ে গেছে বারবার একই জায়গায় কামড়াতে কামড়াতে। সেজন্য আমি ভয়ে পেয়ে গেছিলাম তাই ওকে আর জোর করি নাই। মায়া বাহিরের মানুষ দেখলে ভয় পাই ভাইয়া, তৎক্ষণাৎ অ্যাটাক করে বসে। সেজন্য ওকে নিয়ে আমি রুমে বসে আছি। দুপুর থেকে মায়ার গায়ের জ্বরটা বাড়ালে সুফিরা আন্টিকে কল করে জানায় সেটা। আন্টি আমাকে বলেছিল আপনাকে পাঠাবেন সেজন্য আপনার অপেক্ষা করছিলাম আমি।রাফার কথায় আয়ন শান্ত চোখে মায়ার শুকনো মুখটা দিকে তাকাল। খুব সুন্দর আদলের মায়ার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে আছে অসুস্থতায়। আজ মায়ার এই দূর্দশা পিছনে আয়ন নিজেও দায়ি। তারা সবাই মিলে একটা সুস্থ

মেয়েকে একটু একটু করে মানসিক অশান্তিতে পাগল
বানিয়েছে। একটা সুন্দর ফুলকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে
দিয়েছে। তাদের ভুলের জন্য মায়া কি না হারিয়েছে?
স্বামী, সংসার, এমনকি নিজের পরিবারকেও। সবকিছু
হারিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন বিছানায় শুয়ে। এখন
মায়া মানুষ দেখলে ভয় পাই অথচ যে মেয়েটা
সারাক্ষণ মানুষের ভিড়ে থাকতে পছন্দ করতো সে
আজ একা থাকে। সারাক্ষণ কথা বলা মেয়েটা হুট
করেই কেমন চুপ হয়ে গেল। মায়ার চঞ্চলতা হারিয়ে,
মায়াকে নিঃস্ব শূন্য করার পিছনে আয়নও একজন
অপরাধী। তীব্র অপরাধ বোধে আয়নের বুকটাও
কেমন চিন চিন ব্যথা করলো। খুব প্রিয় মানুষের
অসহায়তা দেখে আয়নের বুকটাও কেমন হা হা
করলো। আয়ন দম বন্ধকর পরিস্থিতিতে হা করে
নিশ্বাস টানতে চাইল কিন্তু বাতাসে মিশে মায়াময়
গন্ধ। আয়নের আটকে থাকা নিশ্বাসটা আরও আঁটকে
গেল। কম্পিত হাতটা কোনো রকম মায়ার উত্তপ্ত
কাপলে রাখতে সেটা তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নিলো। অস্থির
উত্তেজিত গলায় বলল...‘ মায়ার গায়ে ভিষণ জ্বর
রাফা। শরীরের টেম্পারে ওর ব্রেইনে চাপ পরতে

পারে। ওকে দ্রুত হসপিটালে নিতে হবে আমি গাড়ি
বের করছি তুমি ওকে রেডি করো।

কথাটা বলেই আয়ন কেমন দম বন্ধকর পরিস্থিতি
থেকে বেড়িয়ে আসতে চাইল। হা করে নিশ্বাস টানতে
চাইল খোলা বাতাসে। মায়ার দূর্দশায় তার বুকে ব্যথা
অনুভব করলো। ড্রয়িংরুম হতে বেড়িয়ে সোজা
গাড়িতে এসে বসল। হাতের অ্যাপ্রোনটা ঢিল মেরে
পাশের সিটে ফেলে পরপর শার্টের দুটো বোতাম
খোলে দুপাশে ছড়িয়ে দিল। আটকে রাখা নিশ্বাসটা
টানতে চাইল। বুক ফুলিয়ে পরপর নিশ্বাস টেনে
স্টিয়ারিং চেপে তাতে কপাল ঠেকাল তীব্র অপরাধ
বোধে। আয়ন কখনো এতটা অপরাধ বোধে ভোগেনি
আজ যতটা নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে তার।
আয়ন চাইলে রিদের অনুপস্থিতিতে সবকিছু ঠিক
রাখতে পারতো। মায়ার খোঁজ করতে পারতো। কিন্তু
সে করেনি। আসলে রিদ ঠিকই বলে, রিদ ছিল না
বলে তার বউয়ের মর্যাদাও কেউ করেনি। সবাই
রিদের উপস্থিতিতে তার বউয়ের মর্যাদা বাড়ায়, রিদের
আড়ালে নয়। আজ সবার অবহেলায় মায়াকে হারাতে
বসেছে। এইভাবে চলতে থাকলে মায়া মারা যাবে

যেকোনো সময়। মায়াকে বাঁচানো মুসকিল হয়ে
যাবে। মন্ত আয়ন সেইভাবেই কিছুক্ষণ বসে রইল।
খানিকটা সময় পর স্টেয়ারিং থেকে মাথা উঠিয়ে হাত
বাড়িয়ে ফোনটা নিলো গাড়ির ডেস্ক হতে। মেসেজ
অপশনে রিদের নাম্বারে ছোট করে বার্তা লিখল....‘
মায়াকে তোর বড্ড প্রয়োজন রিদ। প্লিজ চলে আয়।
মেয়েটা মরে যাবে তোর অবহেলায়। ফিরে আয়
প্লিজ।

মেসেজটি সেন্ট করে আয়ন খানিকটা সময় নিলো
উত্তরের আশায় কিন্তু ফোনের ওপাশ হতে কোনো
উত্তর না আশায় আয়ন পুনরায় একই ভাবে মেসেজ
লিখল রিদের নাম্বারে...

‘ তোর বউ ভিষণ অসুস্থ রিদ। দ্রুত হসপিটালের
নিতে হবে। স্বামী হিসাবে না পারিস অন্তত মানুষ
হিসাবে দায়িত্ব পালন কর নয়তো মরে যেতে দে
মায়াকে। আমি হসপিটালে অপেক্ষা করবো। আয়ন
রিদের নাম্বারে পরপর দুটো মেসেজ পাঠিয়ে গাড়ি
স্টার্ট করলো। আয়নের জানা নেই রিদ আয়নের
মেসেজ গুলো পড়বে কি পড়বে না। সে মায়ার টানে
বাড়িতে ফিরবে কি ফিরবে না। তবে আয়ন মায়াকে

একা রেখেই হসপিটালে চলে গেল। আজ সেও দেখতে চাই মায়ার জন্য রিদের মনে কতোটা ঘৃণা জন্মেছে। ভালোবাসার মানুষকে চাইলেই ঘৃণা করা যায় না। মায়ার অসুস্থতার সম্পর্কে সব জানা রিদের। সব জেনেও যদি মায়ার থেকে রিদ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আয়ন নিজে রিদের মা সঙ্গে কথা বলে মায়াকে আলাদা বাড়িতে রাখার জন্য। সবকিছুর আগে মায়ার সুস্থতা প্রয়োজন। রিদের আশেপাশে থাকলে মায়া সুস্থ হবে না। রিদের ঘৃণা, অবহেলা বরং মায়ার মানসিক চাপ বাড়াবে। আয়ন চলে গেল রাত আটটা। সেই আটটা থেকে নয়টা হলো, নয়টা থেকে দশটা গড়িয়ে ঘড়ির কাটা এগারোটায় পৌঁছাল। মায়ার শরীর আরও খারাপ হলো। গাঁয়ের জ্বর খিঁচনি দিয়ে শরীরে কম্পন ধরলো। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে মায়া আবারও প্যানিক অ্যাটাক করলো। অসহায় রাফার চিৎকার দেখার মতোন ছিল। খালি বাসায় অচেনা শহরে মায়াকে নিয়ে কোথায় যাবে সেই ভয়ে চিৎকার করতে লাগল মায়াকে জড়িয়ে। আয়ন মায়াকে হসপিটালে নিবে বলেও সে নিরুদ্দেশ। রাফা বাসার সার্ভেন্টদের নিয়ে মায়াকে হসপিটালে নেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিলো। বয়সে রাফা মায়ার সমবয়সী। সে নিজেও
কখনো এমন পরিস্থিতিতে পরেনি। অচেনা শহরে
মায়াকে নিয়ে কোন পথে যাবে আয়নের হসপিটালের
সেটাও জানে না। শুধু জানে মায়াকে এই মূহুর্তে
হসপিটালে নিতে হবে। কোথায় কার কাছে গেলে
সাহায্য পাবে তাও জানে না রাফা। রিদের
ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলে রাফা পরপর কল
মিলাল সুফিয়া খানকে। তারপর রাদিফ, আয়ন
তিনজনকে পরপর কল দিল রাফা। প্রথমবার সুফিয়া
খান কল রিসিভ না করলেও রাফার আয়নকে কল
দেওয়ার মধ্যেই সুফিয়া খান কল আসলো রাফার
হাতের ফোনে। রাফা তৎক্ষণাৎ সুফিয়া খানের কল
রিসিভ করে অস্থির উত্তেজিত ভঙ্গিতে কাঁদতে কাঁদতে
মায়ার কথা জানাতে জানাতে দ্রুয়িংরুমে প্রবেশ
করলো রিদ। রাফার চিল্লাচিল্লিতে শক্ত গম্ভীর রিদের
পা থামে কাজের মহিলা রুজিনা গায়ে ঢলে পরা
মায়ার দিকে তাকিয়ে। হাত-পা খিঁচে নাক দিয়ে রক্ত
ঝরছে মায়ার। ফর্সা মুখটা কালো হয়ে আছে মুখ
দিয়ে ঝাঁঝ বের হয়ে। রিদ কেমন শক্ত হয়ে জায়গায়
দাঁড়িয়ে রইল মায়ার দিকে তাকিয়ে। রিদের মুখ

দেখে ভিতরকার অনুভূতি বলা দায়। রাফা কান্নাকাটি করে সুফিয়া খানকে সবটা বলতে বলতে চোখে পরলো মেইন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রিদের উপর। আশার আলো দেখার মতো তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল সেদিকে। কল না কেটে দুহাতের মুঠোয় ফোনটি চেপে রিদের কাছে মিনতি করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল...‘ ভাইয়া প্লিজ মায়াকে একটু হসপিটালে নিয়ে যান না প্লিজ। আপনার পায়ে ধরছি আমি, প্লিজ মায়াকে বাঁচান। ওহ অনেকক্ষণ ধরে এমন করছে। আমি একা এই শহরের কিছু চিনি না ওকে নিয়ে কোথায় যাব? প্লিজ আপনি ওকে বাঁচান ভাইয়া প্লিজ। মায়াতো আপনাকে ভালোবাসে। ওহ আপনার জন্য সু*ইসা*ইড পযন্ত করতে গিয়েছিল। প্লিজ ভাইয়া ওকে হসপিটালের নিয়ে যান। প্লিজ! মায়ার সু*ইসা*ইডের কথাটা কানে যেতেই রিদ তাড়াক করে তাকাল রাফার দিকে। চোখ মুখ তখনো কেমন শক্ত আর কঠিন। রাফা বুঝতে পারলো না রিদের কঠিন দৃষ্টির কারণ। রাফা বারবার মায়াকে বাঁচানোর আকুতি মিনতি করছে রিদের কাছে। সেকেন্ডের মাঝে রিদ দৃষ্টি ঘুরিয়ে বাহিরের দিকে চলে

যেতে যেতে গম্ভীর মুখে রাফার উদ্দেশ্যে বলল...‘ কাম
উইথ মি!

রিদকে বাহিরের দিকে চলে যেতে দেখে রাফা দৌড়ে
মায়ার দিকে এগিয়ে আসলো। কাজের মহিলা
রুজিনাকে নিয়ে মায়াকে ধরাধরি করে বসাল হুইল
চেয়ারে। রিদের অনুসরণ করে মায়াকে নিয়ে দ্রুত
পৌঁছাল গাড়ি অবধি। রিদ গাড়িতেই বসা ছিল।
আসিফকে আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না। তবে
রিদের গাড়ির দরজা খোলা পেয়ে রাফা রুজিনা
বেগমকে নিয়ে মায়াকে নিয়ে বসল গাড়ির পিছনের
সিটে। ওদের বসতেই রিদ তৎক্ষণাৎ গাড়ি টানলো
খালি রাস্তায়। রাফা থেকে থেকে বেহুশ মায়াকে
জড়িয়ে কাঁদছে। রিদের শক্ত মতিগতি তখনো বুঝার
দায়। রাফা মায়াকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রিদের
উদ্দেশ্যে বলল....

‘ আর কতক্ষণ লাগবে আমরা হসপিটালের পৌঁছাতে
ভাইয়া?রাফা কথা গুলো বলতে বলতে গাড়ির মিরর
দিয়ে দূর রাস্তা দিকে তাকাল। ওরা কোথায় আছে
কিছুই জানে না রাফা। দূর রাস্তা হতে দৃষ্টি সরাতে
গিয়ে চোখ পড়ল গাড়ির স্টেয়ারিং ঘুরাতে থাকা

রিদের কম্পিত হাতে দিকে। কেমন থরথর করে
কাঁপছে স্টেয়ারিংয়ে থাকা রিদের দুটো হাত। অথচ
রিদের মুখ ভঙ্গিমা কেমন শক্ত আর কঠিন করে
রাখা। গাড়ির এসির মধ্যেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে
রিদের কপালে। রাফা বুঝতে পারলো না রিদের
অস্থির কম্পিত হাতে কারণ। রিদ কি অসুস্থ মায়ার
মতোন নাকি তার অন্য কোনো ভয়? রাফার রিদকে
দেখে মনে হলো না সে অসুস্থ। তারপরও রাফা
রিদকে নিয়ে আর ঘাটাল না মায়ার চিন্তায়। দশ
থেকে পনেরো মিনিটে মধ্যে রিদের গাড়িটি এসে
থামল হসপিটালের সম্মুখে। রিদ শব্দ করে গাড়ির
দরজা খোলে দাঁড়াল পাশে। হসপিটালের বাহিরে আগ
থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল আয়ন নার্সদের নিয়ে। রিদের
গাড়ি থামাতে আয়ন তৎক্ষণাৎ নার্সদের দিয়ে মায়াকে
নামাল। নার্সদের সাহায্যে মায়াকে কেবিনেও দেওয়া
হলো সঙ্গে সঙ্গেই। মায়ার চিকিৎসা চললমূহূর্তে।
রাফা মায়ার কেবিনে বাহিরে ভয়ে জড়সড় হয়ে
দাঁড়িয়ে। রিদ এই পুরোটা সময় নিরব দর্শক হয়ে
দাঁড়িয়ে তার ভূমিকা অদেখা মতোন। ঘন্টা দেড়েক
সময় নিয়ে মায়াকে চিকিৎসা দিয়ে কেবিনে শুয়ানো

হলে ডক্টর সাজিদার সঙ্গে বেড়িয়ে আসল আয়ন।
আয়নের চোখ মুখে অসহায়ত্বের ছাপ। রিদকে পেল
মায়ার কেবিনের পাশেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আয়ন দূর
থেকে রিদের শান্ত ভঙ্গি দেখে ঠাহর করতে পারলো
রিদের অশান্ত মনের তোলপাড়টা। রিদ হয়তো আশা
করেনি মায়া সত্যি সত্যি এতোটা অসুস্থতা হবে।
আয়ন রিদের মুখোমুখি হতে হতে ক্লান্তিময় হতাশার
গলায় বলল....‘ আমার সাথে কেবিন আয় তুই।
জায়গা ছেড়ে রিদকে নড়তে না দেখে আয়ন রিদের
হাত টেনে মিনতি স্বরে বলল...

‘ মায়ার রিপোর্ট এসেছে। প্লিজ আমার সাথে আয়
ভাই। ডক্টর সাজিদা কথা বলতে চাই মায়ার
গার্ডিয়ানের সঙ্গে। তুই ছাড়া আপাতত মায়ার এখানে
কেউ নেই। মামীও ঢাকা নেই। প্লিজ আয়।

আয়নের হাতটা ঝটকা মেরে ফেলে রিদ এগিয়ে গেল
ডক্টর সাজিদার কেবিনে। কাউকে কিছু না বলে ঠাস
করে বসে পরলো ডক্টর সাজিদার মুখোমুখি
চেয়ারটায়। আয়ন রিদের পাশাপাশি চেয়ারটা টেনে
বসতে বসতে বলল...

‘ আপনি বলুন ডক্টর সাজিদা। আমরা শুনছি।

মধ্য বয়স্কর ডক্টর সাজিদা সুফিয়া খানের অনুসন্ধান করে বলল....

‘মিসেস সুফিয়া খান আসেননি ডক্টর আয়ন?

আয়ন স্বভাব স্বরূপ বলল...‘না ডক্টর! মামী ঢাকার বাহিরে আছেন কাল সকালে আসবেন, আপনি আমাদের বলুন।

ডক্টর সাজিদাকে মায়ার ব্যক্তিগত ডাক্তার হিসাবে রেখেছেন সুফিয়া খান। তাই তিনি মায়ার সকল রিপোর্ট সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবগত ছিল বলে ডক্টর সাজিদা আবারও আয়নের উদ্দেশ্য বলল.....

‘দেখুন পেশেন্টের মানসিক ব্যাপারটা আগেই ক্লিয়ার করে বলেছিলাম মিসেস খানকে। তিনি বলেছিল পেশেন্টের যত্ন নিবেন। সেখানে পেশেন্ট আবারও প্যানিক অ্যাটাক করলো? সেজন্য বলছিলাম সুফিয়া খানের অনুপস্থিতিতে আমার পেশেন্টের ব্যক্তিগত গার্ডিয়ানের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন ডক্টর আয়ন আশা করছি আপনি বুঝতে পারছেন।

ডক্টর সাজিদার ঘুরেফিরে একই কথায় তৎক্ষণাৎ রেগে যায় রিদ। অধৈর্যের নেয় ডক্টর সাজিদার টেবিলে হঠাৎ থাপ্পড়িয়ে গর্জনে বলল...

‘বালের ডক্টর আপনি আমার। সামনে বসে আছি চোখে পরছে আমাকে? ডিগ্রি অর্জন করছেন কিভাবে ভন্ডামী করে?’

রিদের হঠাৎ গর্জনে ডক্টরসহ আয়নও ভয়ে চমকে উঠলো। আয়ন তৎক্ষণাৎ রিদকে থামাতে চেয়ে ডক্টর সাজিদাকে শুধিয়ে বলল...‘আপনি প্রশ্ন না করে রিপোর্ট বলুন প্লিজ। রিদ খান পেশেন্টের হাসবেড হয়। আপনি বলুন।

ডক্টর সাজিদা থমথমে মুখে রিদের দিকে তাকাল। রিদ খানকে তিনি ভালো করেই চিনেন। এই শহরে প্রভাবশালীদের একজন। এদের ক্ষমতা আর দাপটের কথা শুনেছেন তিনি আগেই। তবে বিগত কয়েকদিন ধরে সচক্ষে সবটা দেখছেন তিনি। যেমন মা তেমন ছেলে। দুজনই অধৈর্য। তারপরও সুফিয়া খান যেমন তেমন উনাকে বুঝানো যায় কিন্তু উনার ছেলে রিদ খানতো আরও গরম। অধৈর্য মানুষ। ডক্টর সাজিদা থমথমে মুখে বলল...‘দেখুন মিস্টার খান পেশেন্টের অবস্থা খুবই সূচনীয়। পেশেন্ট মানসিক ডিসঅর্ডারের রোগী। এতো ঔষধাদি মধ্যেও এতোদিন ধরে পেশেন্টের জ্বর কমছে না। বারবার প্যানিক অ্যাটাক

হচ্ছে। মানসিক চাপ বাড়ছে। পেশেন্ট হয়তো কোনো কিছু নিয়ে তীব্র ড্রিপশনে ভোগছে যার জন্য বারবার প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছে। আমার মনে হয় পেশেন্টের চারপাশে পরিবেশ ঠিক নেই। পেশেন্টকে সুস্থ করতে চাইলে আগে পেশেন্টকে একটা সুস্থ পরিবেশ দিন। যথাসম্ভব সবাই পেশেন্টের সাথে ভালো ব্যবহার করুন। পেশেন্টকে হাসিখুশি রাখুন। ঔষধের চেয়ে পেশেন্টের পরিবেশ পরিবর্তন করা জরুরি তাহলে পেশেন্টের মস্তিষ্কে পড়া প্রভাব এমনই কমে আসবে। নয়তো আমরা পেশেন্টকে খুব দ্রুত পাবনার ডক্টরের কাছে সাজেস্ট কর...ডক্টরের বাকি কথা শেষ করার আগেই রিদের হাত উঠে গেল টেবিল ভর্তি ফাইলে। এক থাবায় বারবার করে টেবিলের সবকিছু ফেলে দিল ফ্লোরে। খালি টেবিলে থাবা মেরে ডক্টর সাজিদার উদ্দেশ্য চোখ মুখ শক্ত করে দাঁতে দাঁত পিষে বলল...

‘ডাক্তারি শেখান আমারে? পাবনায় পাঠাবেন? ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে পাগল বানিয়ে পাবনায় সরকারি চিকিৎসা দিব আপনারে যাবেন?’

রিদকে টেনে থামাতে চেয়ে আয়ন বলল...

‘ রিদ কি করছিস তুই। এখানে ডক্টর সাজিদা কি করেছে? উনিতো মায়ার বর্তমান পরিস্থিতি কথায় জানানো তোকে। আর তুই...

আয়নকে ধাক্কা মেরে নিজের থেকে দূরে সরাতে সরাতে রিদ খিটখিটে মেজাজে বলল...

‘ সর সামনে থেকে। বালের ডাক্তার তোরা আমার। সর!

রিদ কেবিন ছেড়ে বেড়িয়ে সোজা হাঁটল করিডোর ধরে। উদ্দেশ্য হাসপিটাল থেকে বেড়িয়ে যাওয়া। রিদকে চলে যেতে দেখে রাফা দৌড়ে আসল রিদের পিছনে। রিদের পিছন ডেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রাফা...

‘ আপনার সাথে আমার কথা ছিল ভাইয়া। একটু শুনবেন প্লিজ?

রিদ থামল না। বরং রাফার কথা না শুনার মতো করে চলে যেতে নিলে রাফা পুনরায় রিদের পিছন ডেকে অধৈর্য গলায় বলল...‘ আমি বেশ কয়েকদিন ধরে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম ভাইয়া। কিন্তু আপনি বাড়িতে আসে না বলে যোগাযোগ

করতে পারছিলাম না। প্লিজ ভাইয়া আমার কথাটা
অন্তত শুনুন। প্লিজ!

রিদ রাফাকে এরিয়ে অদেখার মতো করে চলে যেতে
লাগলে রাফা ফের রিদের পিছন দৌড়িয়ে অস্ত্রের
উত্তেজিত গলায় খানিকটা উঁচু স্বরে বলল....

‘ আপনার অনুপস্থিতিতে মায়া সুইসাইড করতে
গিয়েছিল ভাইয়া। সেদিন আমরা না থাকলে হয়তো
মরে যেতো ওহ।

রাফার কথায় সঙ্গে সঙ্গে রিদের পা থামে কিন্তু রাফার
দিকে ঘুরে তাকাল না রিদ। রাফা রিদকে দাঁড়াতে
দেখে পরপর অস্ত্রের গলায় বলল...‘ মায়া আপনাকে
অনেক ভালোবাসে ভাইয়া। আপনাকে ভালোবাসে
বলেই আজ মায়া পাগল হয়ে বিছানায় পরে। প্লিজ
ভাইয়া মায়াকে আর অবহেলা করবেন না। ওহ
নির্দোষ। মায়া আপনার সাথে বেঈমানী করতে চাইনি
ওকে দিয়ে এসব করানো হয়েছে। মায়ার বিয়েটা তো
ছ....

রাফাকে বলতে না দিয়ে রিদ এক প্রকার জেদ করেই
চলে গেল রাফার কথা না শুনে। শেষ পর্যন্ত রাফা কি
বলতে চেয়েছিল সেটাও শুনলো না রিদ। রিদকে চলে

যেতে দেখে রাফা আগ বাড়িয়ে আর কিছুই রিদকে জানাতে চাইল না। বরং উল্টো পায়ে হেঁটে মায়ার কেবিনে গেল। রাফা বুঝতে পারছে রিদ ইচ্ছা করেই মায়াকে এরিয়ে যাচ্ছে। হয়তো মায়াকে আর চাচ্ছে না বলে তাই। রাত প্রায় ১ঃ৪৫ ঘরে। অন্ধকার কারাগারে চেয়ারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসা কেউ। মাথার উপর হলুদ আলোর লাইট ঝুলছে। সামনেই চৌদ্দ শিকলের জেল। সন্ধ্যার পথ থেকে লোকটা এখানে একইভাবে হাত পা বেঁধে বসিয়ে রেখেছে থানার পুলিশরা। বসে থাকতে থাকতে একটা সময় ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো চেয়ারে বসা লোকটা। হঠাৎই কোনো কিছুর টংটং শব্দ কানে যেতেই চেয়ারে বসা লোকটা ঘুমন্ত চোখ মেলে তাকাতে চাইলে ঘুমের তাড়নায় ঝাপসা চোখে দেখলো শিকলের তালা খোলছে বয়স্ক পুলিশ। লোকটার হেলিয়ে পড়া ঘাড়টা মুহূর্তে সোজা করতে করতে দেখল পুলিশ নয় বরং একজন ভদ্র মহিলা মাথা নুইয়ে জেলে প্রবেশ করছে। চেয়ারে বাঁধা লোকটার ঘুম তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল। চোখ টেনে সামনে তাকাতে খুব পরিচিত একটা মুখ চোখে পরলো। লোকটার কপাল কুঁচকে আসে ভদ্র মহিলাটি

কে তা স্বরণ করতে চাইলে মহিলাটি লোকটার দিকে এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসতে বসতে মাধুর্য হেঁসে কৌতুক করে বলল...‘ কিরে জসিম? কি অবস্থা তোর? আগের মতোই হারিমি আছিস নাকি আরও লেভেল বাড়িয়ে উন্নতি করেছিস কোনটা? আমাকে তোর সামনে হাজির করেছিস মানে অবশ্যই তোর হারামির লেভেল বেড়েছে। শুনলাম আমাকে নাকি খুব মিস করছিলি তাই চলে আসলাম। নাইস টু মিট ইউ এগেইন দোস্ত। রাত প্রায় ১ঃ৪৫ ঘরে। অন্ধকার কারাগারে চেয়ারে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসা কেউ। মাথার উপর বুলছে হলুদ আলোর লাইট। সামনেই চৌদ্দ শিকলের জেল। সন্ধ্যার পথ থেকে লোকটাকে একইভাবে হাত পা বেঁধে বসিয়ে রেখেছে থানার পুলিশ। বসে থাকতে থাকতে একটা সময় ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো চেয়ারে বসা লোকটা। হঠাৎ কোনো কিছুর টংটং শব্দ কানে যেতে চেয়ারে বসা লোকটার ঘুম হান্কা হয়ে আসলে সে ঘুমন্ত চোখ টেনে সামনে তাকাতে চাইল, কিন্তু ঘুমের তাড়নায় ঝাপসা চোখে দেখলো শিকলের তালা খোলছে বয়স্ক এক পুলিশ। লোকটার হেলিয়ে পড়া ঘাড়টা মূহুর্তে সোজা

করতে করতে দেখলো পুলিশ নয় বরং একজন ভদ্র
মহিলা মাথা নুইয়ে জেলে প্রবেশ করছে। চেয়ারে
বাঁধা লোকটার ঘুম তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল। সে চোখ
টেনে সামনে তাকাতে দেখলো খুব পরিচিত একটা
মুখ। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ মনে করতে পারলো না
এই মুখটা আসলে সে কোথায় দেখেছিলো? অজ্ঞাত
লোকটার কপাল কুঁচকে আসে ভদ্র মহিলাটি কে তা
স্বরণ করতে চেয়ে, ততক্ষণে পরিপাটি শাড়ি আর
লম্বাটে মহিলাটি লোকটার মুখোমুখি চেয়ার টেনে
বসতে বসতে কৌতুক স্বর করে বলল...‘ কিরে
জসিম? কি অবস্থা তোর? আগের মতোই হারা*মি
আছিস নাকি আরও লেভেল বাড়িয়ে নিজের উন্নতি
করেছিস কোনটা? আমাকে তোর সামনে হাজির
করেছিস মানে অবশ্যই তোর হারা*মিপনা লেভেল
বেড়েছে। শুনলাম আমাকে নাকি খুব মিস করছিলি?
দেখ তোর টানে চলে আসলাম। নাইস টু মিট ইউ
এগেইন দোস্ট।

কথাটা বলেই সুফিয়া খান হাত বাড়ালো চেয়ারে বাঁধা
জসিমের দিকে। কিন্তু দুজনের মধ্যে দূরত্ব বেশ।
মধ্যস্ততার টেবিলের একপাশে জসিম অন্যপাশে

সুফিয়া খান বসায় সুফিয়া খান উঠে দাঁড়াল জসিমের সঙ্গে হাত মিলাতে। অল্প বৃকে খুব স্বাভাবিক নেয় জসিমের সঙ্গে হাত মিলাল যেন খুব পুরাতন সম্পর্কে অবগত দুজন। জসিম লোকটা তখনো কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে সুফিয়া খানের দিকে। লোকটার চোখ মুখ দেখেই বুঝা যাচ্ছে তিনি ভারি আশ্চর্য হয়েছেন এই রাতে সুফিয়া খানের দেখা পেয়ে। কতোটা বছর পর দুজনের আবার দেখা হলো। চোখের সামনে যেন ভেসে উঠলো সেই ভাসিটিকালের পুরাতন স্মৃতি গুলো। দূরদর্শী সুফিয়া আর তার মোহনীয় সৌন্দর্য, মধ্যবয়সে এসেও যেন ভাটা পড়েনি বরং গোছালো পরিপাটি শাড়িতে মোহনীত লাগছে সুফিয়াকে। জসিম অবাক নেত্রে তাকিয়ে সুফিয়া খানের দিকে অথচ তার খানিকক্ষণ বাদই সে চোঁচিয়ে উঠলো সুফিয়া খানের হাত মিলানোর সঙ্গে সঙ্গে। সুফিয়া খান ঝটকায় হাত সরিয়ে নিতে নিতে বলল...‘ স্যরি দোস্ত ব্যথা পেলি নাকি? আমি তো তোর সঙ্গে হাত মিলাতে চেয়েছিলাম, আফটার অল তুই আমার পুরাতন ফ্রেন্ড বলে কথা। অনেকদিন পর দুজনের দেখা ভাবলাম তোর সাথে আন্তরিকতা দেখায়। কিন্তু মনে হচ্ছে তুই তার যোগ্য

না। আচ্ছা দে দেখি তোর হাতটা কোথায় ব্যথা পেলি।

কথাটা বলে সুফিয়া খান টেবিল ঘুরে এগিয়ে আসল জসীমের দিকে। জসীমের একহাতের বাঁধন খোলে হাতটা টেনে দেখলো বাম হাতের তালুতে ছোট একটা সুই ঢুকে। সুফিয়া খান দরদ দেখিয়ে সেই সুইটা টেনে বের করে তিনি গলা উঁচিয়ে ডাকলো শিকলের বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকা তারেক নামক ছেলেটিকে, গম্ভীর মুখে বলল কক্ষে পানি দিয়ে যেতে। সুফিয়া খানের আদেশ অনুযায়ী ছেলেটি তাই করলো। দ্রুত একটি ছোট বোতলের পানি এগিয়ে দিয়ে গেলো সুফিয়া খানের দিকে। পানির বোতলটি হাতে নিয়ে সুফিয়া খান কোমর ঠেকিয়ে বসল টেবিলের উপর জসীমের মুখোমুখিতে। ক্যাপ খোলে হাতের বোতলটা জসীমের মুখ বরাবর ধরতে ধরতে বলে....‘ পানিটা খা-তো জসীম! তোর ভালো লাগবে। ব্যথা পেয়েও জসীম লোকটা হতবাক চোখে সুফিয়া খানের দিকে তাকিয়ে কম্পিত স্বরে আওড়াল...

‘ সুফিয়া তুমি?

সুফিয়া খান জসীমের মুখে পানি দিতে দিতে বলল...

‘ চিনতে পেরেছিস তাহলে? নে ধর আগে পানি খা।
হাতের ব্যথা কমে যাবে। তোর সাথে গল্প করতে
আসলাম জসীম। জমিয়ে আড্ডা দিবো দুজন। তুই
আর আমি বুঝলি।

সত্যি সত্যি জসীম লোকটা সুফিয়া খানের দিকে
তাকিয়ে হা করলো। ছোট বোতলের সম্পূর্ণ পানিটাই
পান করলো সুফিয়া খানের হাতে সে। সুফিয়া খান
খালি বোতলটা হাতে নিয়ে পুনরায় জসীমের মুখোমুখি
চেয়ারের উপর বসতে বসতে খেয়ালি করে বলল....‘

দেখলি দোস্ত তোর জন্য আমার কতো ভালোবাসা?
নিজ হাতে তোকে পানি পর্যন্ত খাওয়ালাম। আমার
এতো ভালোবাসা রেখে তুই শুধু শুধু আমার
জামাইটার পিছনে পড়ে থাকিস। শুনলাম তুই নাকি
আমার জামাইরে খুব জ্বালাস? এখন আবার আমার
ছেলেটাকেও এসবে টানলি। দিস ইজ নট ফেয়ার
দোস্ত।

সুফিয়া খানের কথায় জসীম থমথমে মুখে বলল...

‘ বিশ্বাস করো সুফিয়া আমি কারও পিছনে কিছু
করিনি। আমি এসবের কোনো কিছু জানি না।

আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো
আমি নির্দোষ।

জসিম লোকটার কথায় সুফিয়া খান তাল মিলিয়ে
বলল...‘ বিশ্বাস তো আমারও করার কথা না দোস্ত।
তুই তো জানিস, আমার দৃষ্টি হারা*মিদের চিন্তে ভুল
করে না। তুই হা*রামি ছিলি, আছিস, থাকবি এটা
আমি জানি। কিন্তু আমার জামাইটা বুঝে না বারবার
একই ভুল করে তোকে বিশ্বাস করে। আসলে আমার
জামাইটা বোকা-সোকা নরম মনের মানুষ তো সেজন্য
তুই বারবার অপরাধ করেও ছাড় পেয়ে যাস। আমি
বুঝি না ভাই, নরম মনের মানুষ হয়েও সে কিভাবে
রাজনীতি করতে আসে? নরম মন নিয়ে কি কখনো
রাজনীতি হয় তুই-ই বল? রাজনীতি করতে হলে
কলিজা হতে হবে লোহার মতো শক্ত, যেন এক
থাবাই শত্রুর কলিজা ছিঁড়ে হাতে নিয়ে খেলতে পারে
তাহলেই না সে হলো আদর্শ নেতা। কিন্তু তার
সরলতা দেখে আমি তাঁকে আরও পনেরো বছর
আগেই না করছিলাম রাজনীতি তোমার জন্য না
নিহাল। তুমি ছেড়ে দাও। সামাল দিতে পারবা না
ঝামেলায় পড়বা। আমার ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার

হয়ে যাবে তোমার জন্য। তুমি ছেড়ে দাও রাজনীতি
কিন্তু সে শুনলো না আমার কথা। তার পারিবারিক
ঐতিহ্য রাজনৈতিক দলকে তার-ই সামাল দিতে হবে
এটা নাকি তার দায়িত্ব। আচ্ছা তুই-ই বল, এইভাবে
সামাল দিবে সে? আমার ছেলেদের রক্ত জড়িয়ে?
আমি তার জন্য কয়টা ছেলে জন্ম দিছি যে, তার জন্য
বারবার রক্ত ঝড়াবে? সারাবছর আমার বড়ো
ছেলেটাকে রাজনৈতিক দলের ভিড়ে রাখে। তাও ঠিক
ছিল যদি আমার ছেলেটার কথা শুনে সে কাজ
করতো তাহলে, কিন্তু না তার অতিরিক্ত মানবতার
জন্য শেষ পর্যন্ত আমার ছেলেটার জান নিয়ে পর্যন্ত
টান দিলো সে। মা হয়ে আমাকে তো এসবে
আসতেই হতো তাই না বল? সুফিয়া খানের পরপর
কথায় জসীমের শরীরে চিকন ঘামের রেশ দেখা
দিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা জমা হতে
জসীম ভয়াত মুখে অস্থির ভঙ্গিতে বলল...

‘ আমি কিছু করিনি সুফিয়া। আমি সত্যি তোমার
ছেলের এক্সিডেন্ট করাইনি। আমি তো সেদিন
চট্টগ্রামেই ছিলাম না যেদিন রিদ খানের এক্সিডেন্ট
হলো। আমি কিভাবে তোমার ছেলের এক্সিডেন্ট

করাবো বলো? আমাকে অন্যভাবে জেলে আনা হয়েছে আমি নির্দোষ।

জসীমের কথায় দারুণ হাসলো সুফিয়া খান। হাতের বোতলটা পাশের টেবিলের উপর শব্দ করে রাখতে রাখতে বলল...‘ তোর নিজের সাক্ষী তুই কেন দিচ্ছিস জসীম? আমি কি তোকে মে*রেছি? নাকি কারও এক্সিডেন্টের কথা ম্যানশন করেছি? না পিটানো অবধি তুই সাক্ষী দিবি না জসীম। কারণ আমি জানি তুই নিষ্পাপ। সেজন্য তোকে জেলে ধরে আনা হয়েছে। থানার পুলিশরা হলো বেয়াদব তারা আমাকে ফোন করে জানালো তোর মতো এতো নিষ্পাপ নেতা নাকি তাদের পেটে হজম হচ্ছে না। দ্রুত তোর সাথে কথা বলতে যাতে তোর হা*রামিপনার লেভেল আপডেট হয়। নয়তো বদ-হজমে মারা যাবে তাঁরা বুঝলি? সুফিয়া খান সম্পর্কে জসীমের ধারণা পুরাতন। ভার্টি লাইফ থেকে তিনি সুফিয়া খানকে চিনেন। অসম্ভব মেধাবী আর চতুর মানুষ সুফিয়া। শান্ত মস্তিষ্কে মানুষ খু*ন করার মতোন ক্রিমিনাল মাইন্ড এই মহিলার আছে। কিভাবে, কাকে, কোথায় ফাঁসিয়ে দিবে সামনের মানুষটা নিজেও বুঝবে না। জসীম

লন্ডনে পড়তে গিয়েই পরিচিত হয়েছিল সুফিয়ার সঙ্গে। অপরূপ সুন্দরী আর অসম্ভব মেধাবী স্টুডেন্ট দেখে সে একটা সময় ভালোবেসেছিল সুফিয়াকে। কিন্তু তখন সুফিয়ার সঙ্গে নিহাল খানের প্রেম ছিল সবে তিনমাসের। নতুন প্রেম হওয়ায় জসীম চেয়েছিল সহজ সরল নিহালকে টপকে সুফিয়াকে জিতে নিবে। নিহালের সঙ্গে জসীমের বন্ধুত্ব না থাকলেও ওরা মিউচুয়াল ফ্রেন্ডে পরিচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা একই ভাসিটিতে পড়াশোনা করতো বলে রোজ দেখা হতো তাদের। সেজন্য জসীম চেয়ে ছিল নিহালকে ভুল বুঝাতে সুফিয়ার সম্পর্কে। এতে সে সফলও হতো যদি না সুফিয়া কাছে সে ধরা পরতো। সহজ সরল নিহালকে অনেকটায় কনভিন্স করে ফেলেছিলো সুফিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু চতুর সুফিয়ার কাছে জসীম অল্পতেই ধরা পরে যায় এবং সেদিনই জসীমকে ভাসিটির মাঠে পিটিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়াও করলো সুফিয়া। লন্ডনের মাটিতে দাঁড়িয়ে সুফিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার মতোন ক্ষমতাও ছিল না জসীমের কারণ তখনকার সময়ে লন্ডনের রয়েল পরিবারের সদস্যের মধ্যে সুফিয়ার পরিবারকেও গনা হতো।

সুফিয়ার পরিবারের পূর্ব পুরুষদের ব্রিটিশ আমল থেকেই তাদের আধিপত্য ছিল লন্ডন শহরে। তাদের ক্ষমতা দাপটও দেখার মতোন ছিল। সুফিয়া নিজেও অস্ত্র বিদ্যা, শাস্ত্র বিদ্যা এমনকি ট্রেইনার হিসাবে পারদর্শি ছিল। সুফিয়ার হাতের ধনুক বা বন্দুকের গুলি কোনটায় নিশানা মিস হওয়ার মতোন গল্প আজও নেই। সে এক পারদর্শী নারী। জসীম সেসময়ে সুফিয়ার হাতের মার খেয়ে লোক লজ্জায় ভয়ে সে বাংলাদেশে চলে আসে। তারপর একটা রাজনৈতিক দলে যোগদান করে, এক নেতার মেয়েকেও বিয়ে করল। বছর তিনেক পর দেখা গেল নিহালও সুফিয়াকে নিয়ে বাংলাদেশে হাজির হয়। তখন সুফিয়ার কোলে ছয়মাসের ছেলে সন্তান। দেখতে ঠিক সুফিয়ার মতোই অপরূপ সুন্দর হয়েছিল। খুব সম্ভবত সুফিয়ার বড়ো ছেলে রিদ খান হবে। জসীমের ভুলে যাওয়া শত্রুতা পুনরায় তাজা হয় যখন নিহাল জসীমের বিরোধী রাজনৈতিক দলে যোগদান করে তখন। পাশাপাশি একই এলাকাতে বিপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নিহালের যোগদান করাতে পার্সোনাল শত্রুতা থেকে রাজনৈতিক দণ্ডে পৌঁছাল জসীমের ক্ষোভ।

সুযোগ পেলে নিহালকে হেনস্ত করতে পিছু পা হতো না জসীম। সুফিয়া তখন নিজের ক্যারিয়ারের সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে স্বামীর সংসারে মনোনিবেশ করে কিন্তু বেশ কয়েক বছর পর নিহালের বেগতিক পরপর রাজনৈতিক দন্ড দেখে সুফিয়া আর নিহালের মধ্যে আনবান শুরু হতে লাগলো। তারপর কিভাবে কি হলো আর কেন সুফিয়া নিহালকে ছেড়ে চলে গেল সেটা আজও জানে না জসীম। তবে সুফিয়ার চলে যাওয়ার খবরটা জসিমের কানে এসেছিল সেজন্য জসীম বহুবার চেয়েছিল সুফিয়ার অনুপস্থিতিতে নিহালের সুযোগ নিতে সেজন্য কারণে অকারণে এমন বহুবার বহুরকম মিথ্যা কে*স-মা*ম*লা দিয়ে নিহালকে ফাঁসাতে চেয়েছিল কিন্তু থানা-পুলিশ করে সবগুলো কে*স মা*ম*লা কোর্ট পর্যন্ত যেতে যেতে কেমন গায়েব হয়ে যেতো। সে সব মা*ম*লামকদমার আর কোনো পাত্তা পাওয়া যেতে না। এমন ঘটনা বহুবার হওয়াতে, মা*ম*লা গুলো হঠাৎ গায়েব হয়ে কি হয়? সে সব তথ্য যোগাড় করতে একটা সময় জসীম গোপনীয় ভাবে লোক লাগাল তদন্ত করতে আসলে মা*ম*লা গুলো কি হয় সেটা জানতে। অনেক

তদন্তের পর বুঝতে পারলো সুফিয়া স্বামীর সংসার নাম মাত্র ছাড়লেও সে স্বামীর সঙ্গে ছাড়েনি কখনো। নিহালের ছোট বড়ো রাজনৈতিক, পারিবারিক, ব্যবসায়িক, সকল মা*ম*লা গুলোই সুফিয়া নিজে দেখাশোনা করে। প্রফেশনাল এডভোকেট হওয়ায় অবশ্যই আইন সুফিয়ার হাতেই থাকবে। তাই জসীম কোনো ভাবে নিহালের সঙ্গে আইনি ভাবে পেরে উঠবে না সেটা বুঝতে পেরে জসিম আইনের আশ্রয় নেওয়া ছেড়ে দেয় এবং সরাসরি আক্রমণ করতে শুরু করলো নিহালে উপর। সুযোগ পেলে অপদস্ত করতে চাইতো নিহালকে। নিহালের লোকদের পিটিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখত। নয়তো জোর করে, ভয় দেখিয়ে নিহালের লোকদের নিজের দলে নিয়ে আসতো। বলতে গেলে রাজনৈতিক খেলায় জসীমের হাত চলতো সব জায়গায়। ভেবেছিলো ইলেকশনটাও সেবার জসীমের হাতেই হবে। কিন্তু সেইবার ইলেকশনের আগে আগে হঠাৎ করে একদিন শুনা গেল নিহালের বড়ো ছেলে রিদ খান নিজের পড়াশোনা শেষ না করেই বিদেশ থেকে চলে এসেছে বাবার রাজনৈতিক দলের সাপোর্টে দাঁড়াতে। জসীম

বিষয়টা শুনেও বিশেষ একটা পাত্তা দেয়নি। নিহালের ছেলে নিহালের মতোই সরল মনের মানুষ হবে ভেবে উড়িয়ে দেওয়া বিষয়টা একটা সময় জসীমের মাথা ব্যথা হয়ে দাঁড়াল। বুঝতে পারলো ছেলে নিহালে হলেও স্বভাব সুফিয়ার থেকেও দশ কাঠি উপরে পেয়েছে রিদ খান। ক্রমাগত জসীমের কাজে জসীমকে ফাঁসাতে লাগল রিদ খান। সকল দিক থেকে হঠাৎ করে জসীমের দলকে ব্লক করতে লাগল। জসীমের দলের ছেলেরা দল ছেড়ে নিহালের ছেলের পিছনে ছুটতে লাগল। চোখের পলকে যেন জসীমের সাজানো গুছানো রাজনৈতিক দলটা ভেঙ্গে নিস্তুজ হয়ে গেল। চারদিকে শুধু নিহালের ছেলে রিদ খানের নাম ছড়াতে লাগল। যে নাম কামাতে জসীমের বছরের পর বছর রাজনৈতিক মাঠে ষড়যন্ত্র ছক আঁকতে হয়েছিল সেই মাঠ বছর ঘুরতে না ঘুরতে নিহালের ছেলে রিদ খানের হয়ে গেল। নিহালও নিজের বড়ো ছেলে রিদ খানের উপর রাজনৈতিক দল নিয়ে নির্ভরশীল হয়ে পরলো। অথচ রিদ খান একহাতে বাবার রাজনৈতিক দল সামলাতে লাগলো অন্যদিকে মাসের এ মাথা ঐমাথা করে লন্ডনে

যাতায়াত করতো নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে।
বাবার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলে থেকে রিদ খান
নিজের বাকি পড়াশোনাটাও শেষ করতে করতে
ব্যবসায়ীক কাজে জড়িয়ে পড়ল। পারিবারিক ব্যবসার
পাশাপাশি নিজের একটা ব্যবসাও দাঁড় করাল, সব
মিলিয়ে রিদ খানের নামটা হঠাৎ করেই অনেক বড়ো
হয়ে গেল। এতে জসীম হিংসা*ত্বকে জ্বলে পুড়ে
নিজের দুই ছেলেকেও রাজনৈতিক মাঠে নামাল।
কারণে অকারণে রিদ খানের সঙ্গে ঝামেলা জড়াতে
লাগল কিন্তু এতেও রিদ খানের সঙ্গে কোনো সুবিধা
করতে পারছিল না বলে, নিহালের ছোট ছেলেকে
টার্গেট করলো ওরা। এতে কাজের কাজও হলো।
নিহালের বড়ো ছেলে রিদ খান যতোটা চতুর মাইন্ডের
ছিল ততটাই নরম মনের ছিল ছোট ছেলেটা।কিন্তু
খান পরিবারের সদস্যরা সবাই মিলে যে রাদিফ
খানকে প্রটেক্ট করে সেটা জসীম লাস্টবার আক্রমণ
করতে গিয়ে বুঝতে পারলো। জসীমের বড়ো ছেলে
যখন লোকজন নিয়ে এয়ারপোর্টে থেকে আসা রাদিফ
খানের উপর আক্রমণ করল তখন সেই যাত্রায় রিদ
খান বাঁচিয়ে নেয় তার ভাইকে এবং সেখানের

মা*রামা*রিতে রিদ খানের হাতে উনার বড়ো ছেলেটা পঙ্গুও হয়ে যায় সারাজীবনের জন্য। দু'টো পা কেটে আজও বেড রেস্টে আছে সে। সেজন্য তিনি শপথ করে রেখেছিল অন্য কাউকে নয় বরং এবার রিদ খানকে জা*নে মে*রে শান্ত হবেন তিনি। সেই অনুযায়ী তিনি গোপনীয় ভাবে লোক লাগিয়ে রেখেছিল রিদ খানকে মারতে। বহুদিন চেষ্টা করার পর একদিন সুযোগে পেয়ে রিদ খানের এক্সি*ডেন্টও করালো। ট্রাকের চাপায় রিদ খানের মৃ*ত্যু নিশ্চিত হবে এমন খবরও জসীম পেয়েছিল কিন্তু এতো ধকলের মধ্যেও সুফিয়া নিজের ছেলেকে বাঁচিয়ে আনলো। তারপর কিভাবে কি তদন্ত করে জসীমের নামও বের করে নিলো এ-সবের মাঝে। হঠাৎ এক রাতে পুলিশ জসীমকে ওর পার্টি অফিসের বাহির থেকে ধরে আনে এবং কোথাকার কোন কারাগারে গায়ের করে রাখে। আজ প্রায় একমাস হতে চলল সে সূর্যের আলো দেখে না। জসীমের পরিবারের কারও খবর নেই। জসীমের পরিবার আদৌও ওর খবর জানে কিনা সেটাও বলা দায়। আজ এই মূহুর্তে সুফিয়া জসীমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মানে জসীমকে

এতোদিন গায়েব রাখার পিছনে যে সুফিয়ার হাত রয়েছে সেটা তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন। তবে জসীম এটা জানে না ওকে সন্দেহের বশে সুফিয়া এখানে আটকে রেখেছে নাকি সত্যিটা জেনে বুঝে আটকে রেখেছে। যেটাই হোক না কেন, আগে সুফিয়ার মনোভাব বুঝে তারপর জসীম কিছু বলবে নয়তো আগ বাড়িয়ে কিছু বলে নিজের বিপদ ডেকে আনবে না। কারণ এই মুহূর্তে জসীমের হাতে কিছু করার নেই, যতক্ষণ না পযন্ত সে কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছে ততক্ষণ পযন্ত। যদি সুফিয়া সত্যিটা জেনেও যায় তাহলে বড়জোর কি করবে? জসীমকে কোটে চালান করে দিয়ে আদালতে সর্বোচ্চ বিচার দাখিল করবে এটাই তো? বিচারে বড়জোর কি করবে? যাবত জীবন কারাদন্ড দিবে ব্যস? কারণ রিদ খান এখনো জীবিত আছে, মরেনি, তার মানে জসীমকেও মৃত্যুদন্ড দিবে না আদালত। জসীম বেঁচে থাকলে, কিছু ক্ষমতা তো জসীমেরও আছে। বাংলাদেশের আইনকে কিনে সেও শাস্তি কমিয়ে নিতে পারবে। তাই আপাতত সুফিয়া যা বলতে চাচ্ছে তাই বলুক। জসীম বারাবাড়ি কিছু বলে পরিস্থিতি নষ্ট করবে না।

বরং বুদ্ধি খাঁটিয়ে চুপ থাকাটায় শ্রেয় হবে। জসীমের
মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার মাঝেই সুফিয়া খান ফের বলে
উঠলো...

‘তুই তো আমাকে চিনিস জসিম। বিনা উদ্দেশ্যে সুতা
বহন করার মতোন পাবলিকও আমি না। আমার
এখানে আসার উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই তোর মাথাও
চলছে। চলাটাও স্বাভাবিক। দেখ আমি এই পলিটিক্স
খেলতে চাইনি বলে আরও অনেক বছর আগে স্বামী
সংসার ছেড়েছিলাম। আজ আবার সন্তানের জন্য
ফিরে আসলাম। নিহাল সহজ সরল বলে সেজন্য তুই
বারবার খেলতে পারিস। সে মন থেকে চিন্তা করে
কিন্তু আমি ভাই এই নষ্ট মন বুঝি না। আমার মনে
খুব অল্প সংখ্যক মানুষ বসবাস করে। আমি শুধু
আমার পরিবার বুঝি এর বাহিরে সব বাদ। আমি
অপরাধীকে বারবার ক্ষমা করতে পারি না। এতো
বড়ো কলিজা নিয়ে ঘুরি না। আমার কলিজা ছোট।
সেজন্য যে আমার সাথে যেমন আমি তার সাথে
তেমন। তুই ভালো তো আমি ভালো, তুই খারাপ তো
আমি তোর থেকে দ্বিগুণ খারাপ। আমার বড়ো
ছেলেটার রক্ত গরম সেজন্য হুটহাট রেগে যায়। রাগ

কন্ট্রোল করতে পারে না জেদ বেশি। তবে আমি কিন্তু
সেরকম না। আমার সহজে রাগ আসে না। খুবই
শান্ত মস্তিষ্কে থাকি। হৈ-হুল্লোড় করে লোক জানিয়ে
কাজ করা আমার স্বভাবে নেই। আমি ডান হাতে
কাজ করলে বামহাত টের পাবে না। এই যেমন ধর
আজ এখানে এসেছি তোকে চিরবিদায় দিতে। বাহিরে
পুলিশ ভিতরে তোর সাথে আমি। বাহিরের পুলিশও
টের পাবে না তোর মৃত্যুটা কিভাবে হলো বুঝলি?
সুফিয়া খানের কথায় অস্থির উত্তেজিত হলো জসীম।
চেয়ারে বসা অবস্থায় ছটফটিয়ে বলল....

‘ কি বলছো তুমি এসব সুফিয়া। আমার মৃত্যু মানে
তুমি কি আমার সাথে মজা করছো?

জসীমের কথায় সুফিয়া খান হেয়ালি করে বলল...

‘ এতো হাইপার হিষ্টিস কেন জসীম? তোর এই
মূহুর্তে হাইপার হওয়া খুবই রিস্ক বুঝলি? তুই যতো
শান্ত থাকার চেষ্টা করছি ততই তোর লাইফটাইম
বাড়বে। নয়তো অতিরিক্ত হাইপার হলে তোর ব্লাড
প্রেসার বেড়ে তুই যেকোনো সময় হার্ট অ্যাটাক করে
মারা যেতে পারিস বুঝলি?

সুফিয়া খানের কথায় জসীম রাগে চিৎকার করে
বলল...

‘ পাগল পেয়েছিস আমাকে? আমি কিছু বুঝি না মনে
করেছিস? শুধু শুধু কেউ মারা যাবে কেন? আমার
গায়ে হাত দিলে রক্ষা তুইও পারি না সুফিয়া।
আমাকে মারা দায়ে তুইও ফেঁসে যাবি।

জসীমের কথায় সুফিয়া খান নাক মুখ কুঁচকে
বলল....‘ তওবা! তওবা! তোর এই মনে হয়? তোকে
মেরে হাত নষ্ট করবো আমি? এতো বছরের তুই
আমাকে এই চিনেছিস? তুই তো এমনি মরে যাবি
ভাই?তোকে মেরে আমার আবার হাত নষ্ট করতে
হবে কেন? বড়োজোর তুই আর ছয় ঘন্টা লাস্টিং
করবি তারপর ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি
রাজিউন।

‘ তুই আমাকে মিথ্যা বুঝাতে চাচ্ছিস। আমি বিশ্বাস
করি না তোর কথা। তুই আমাকে জানে না মারলে
আমি কেন মারা যাব? আমিতো সুস্থ।

সুফিয়া খান আগের নেয় বলল...

‘ অবশ্যই তুই সুস্থ। সেটা আমি দেখছি, থানার
পুলিশরা দেখছে, কারাগারে সিসি ক্যামেরা দেখেছে

আমরা সবাই জানি তুই সুস্থ। কিন্তু তুই তো মরবি
হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে। অতিরিক্ত ব্লাড প্রেশার হাই
হয়ে রক্ত চাপে মারা যাবি। ডক্টরের রিপোর্টে তাই
এসেছে দেখবি?

সুফিয়া খানের কথায় মনে ভয় জমা হলো জসীমের।
সে উত্তেজিত গলায় বলল...

‘রিপোর্ট? কিসের রিপোর্ট?’

‘তোর ডেডবডির পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দেখবি? কথা
বলেই সুফিয়া খান জসীমের সম্মতির অপেক্ষা না
করে গলা ছেড়ে ডাকল তারেক ছেলেটিকে। সুফিয়া
খানের ডাকা সঙ্গে সঙ্গে হাতে ফাইল নিয়ে তৎক্ষণাৎ
দৌড়ে আসল তারেক। সুফিয়া খানের হাত বাড়ানো
সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে দিল বেশ কিছু ডাক্তারি
রিপোর্টস। সুফিয়া খান হাতের ইশারায় ছেলেটিকে
চলে যেতে বলে, পরপর কাগজ গুলো জসীমের
সম্মুখে ছড়িয়ে রাখতে রাখতে বলল...

‘এই যে দেখ তোর ডেডবডির সার্টিফিকেট গুলো।
তুই কতো ভাগ্যবান দেখলি জসীম? মরার আগে
নিজের পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট গুলো দেখে যেতে
পারছিস। তোর সাত কপাল ভাই আমার মতোন

এমন বান্ধবী পেয়েছিস জীবনে। তোর কতো খেয়াল রাখছি আমি দেখ।

ডাক্তারী রিপোর্ট গুলো দেখে জসীম তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়লো। বাঁধন খোলা হাতটা দিয়ে সকল কাগজ পত্র গুলো দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে চিৎকার করে বলল....

‘তুই আমাকে মিথ্যা ফাদে ফেলতে চাচ্ছিস। আমি জানি আমার কিছু হবে না। অকারণে কারও ব্লাড প্রেশার হাই হয়না। আর না হার্ট অ্যাটাক হয়।’ অকারণে কেন হবে দোস্ত। অল্প ব্রেইন তো চালা নিজের। আমি এখানে আসতে দুজন হাত মিলালাম প্রথমে? তারপর তোর হাতে সুই বিঁধে ছিল? আমি আবার দরদ দেখিয়ে তোকে পানিও খাওয়ালাম মনে আছে সেগুলো? আসলে প্রথমে সুইটা কোনো সাধারণ সুই ছিল না। ঐটা বিষাক্ত পয়জন তোর বডিতে পশ করা হয়েছে। যেটা তোর হার্ট ব্লক করতে সাহায্য করবে দ্রুত। তারপর যে পানিটা খেলি আমার হাতে? সেটার মধ্যেও আরেকটা পয়জন ছিল। যেটা তোর ব্লাড সার্কুলারকে মাত্রাতিরিক্ত হাইপার করতে সাহায্য করবে। দুটো বিষের প্রতিক্রিয়ায় তোর হায়াত

বড়োজোর পাঁচ ঘন্টা। এর মধ্যে তৃতীয় ঘন্টা থেকে
তোমার শরীর রেসপন্স করা ছেড়ে দিবে। একদম ম*রা
লা*শের নেয় পরে থাকবি, তোমার শরীরে রুহ তো
থাকবে কিন্তু রেসপন্স করার জন্য শক্তি থাকবে না।
মজার বিষয় কি জানিস? ছয় ঘন্টা হতে হতে তোমার
শরীর থেকে দুটো বিষয়ই ভ্যানিস হয়ে যাবে। কারণ
বিষ দুটো একটা অপরের প্রতিষেধক, অ্যান্টিডোট
হিসাবে কাজ করবে। তাই তোমার বডির পোস্টমর্টেম
করার সময় রিপোর্টে আসবে তোমার সাধারণ হার্ট
অ্যাটাক থেকে মৃত্যুর হয়েছে। সুফিয়া খানের কথায়
জসীমের সর্বাঙ্গে কাঁপতে লাগল। মৃত্যুকে সবাই ভয়
পায়। জসীমও তীব্র ভাবে পাচ্ছে। সে সুফিয়া খানের
কাছে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করে বলল....

‘ আমাকে ক্ষমা করে দাও সুফিয়া। আমাকে প্রাণে
মেরো না। লাস্ট একটা সুযোগ দাও তারপরও প্রাণে
মেরো না আমায়। আমি মরতে চাই না।

জসীমের আতঁচিৎকার সুফিয়া খানের মন গলল না।
তিনি আগের নেয় বলল....

‘ তোমার অপরাধের লিস্ট তো অনেক বড়ো দোস্তু।
ক্ষমা করা যাচ্ছে না। আমার ছেলে আর স্বামী দুজনই

তাকে খুঁজছে মারতে সেজন্য আমি ভাবলাম মা হয়ে
তোর চেপ্টার ক্লোজ করে যায় বাপ ছেলে অবধি
যাওয়ার আগে। শুন জসিম তোরে একটা মনের কথা
বলি, তুই তো আমার ব্যাচমেটছিলি, তুই জানিস
নিহালকে আমি লাভ ম্যারিজ করেছিলাম। কিন্তু ওকে
আমি প্রেম করে বিয়ে করেও ঠকে গেলাম। পনেরো
বছর ধরে একসাথে নেই। শালা বুইড়া খাটাশ আমার
ফিলিংস বুঝে না। অথচ তুই বুঝলি, আমাকে বিশ্বাস
করে বিষও পান করলি। তোর আসলে আমার
ইমোশন ধরে টান দেওয়াটা ঠিক হয়নি। আমার
ছেলেটা আমার ইমোশন ছিল। আচ্ছা যায় হোক
তারপরও আমি দোয়া করবো তুই জাহান্নামে ভালো
থাক। আল্লাহ তোকে সর্বোচ্চ জাহান্নাম দান করুক
আমিন। কথাটা বলে সুফিয়া খান জায়গায় ছেড়ে উঠে
দাঁড়াল চলে যেতে। সামনে কদম বাড়াতে জসিম
হাউমাউ করে চিৎকার করতে লাগলে সুফিয়া খান
বিরক্তি স্বরে বলল...

‘ তোর মতোন আমার পরিবারও এমন করেই
কেঁদেছিল সেদিন কিন্তু তুই শুনতে আসিস নি তাই
আজ আমিও শুনবো না। তারপরও তোর ভালো জন্য

বলে যায়, তুই যতো হাইপার, চিৎকার করবি তত
দ্রুত তোর শরীরের বিষ এষ্টিভ হয়ে কাজ করবে।
পাঁচ ঘন্টার জায়গায় তুই এক ঘন্টায় মারা যাবি।
সেজন্য চিল্লাচিল্লি না করে আল্লাহকে ডাক হারামি।
এখানে তোর চিৎকার শুনার মতো কেউ নেই। সকাল
পাঁচটার ঘরে। বাড়ির গেইট পেরিয়ে পার্কিং এরিয়াতে
গাড়ি এসে থামল সুফিয়া খানের। গম্ভীর মুখের
সুফিয়া খান গাড়ি থেকে নামতে নামতে চোখে পরলো
বাগানের খোলা বাংলোর চেয়ারের হাত পা ছড়িয়ে গা
এলিয়ে বসা থাকা রিদকে। রিদ চোখের উপর
ডানহাত রেখে বামহাত ঝুলছে ফ্লোরে উপরে। গম্ভীর
সুফিয়া খান রিদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে
হাতের ঘড়িটায় সময় দেখতে পুনরায় কপাল কুঁচকে
তাকাল রিদের দিকে। এতো সকালে রিদ না ঘুমিয়ে
জাগ্রত অবস্থায় বাগানঘরে কি করছে? ছেলেটা
এখনো অনেক অসুস্থ। এই মূহুর্তে রিদের বেশি বেশি
ঘুমের প্রয়োজন মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখার জন্য। নয়তো
মায়া পাগল হয়ে বেঁচে থাকলেও রিদ বাঁচবে না যদি
কোনো কারণে রিদের মস্তিষ্কে পুনরায় রক্ত স্রবণ হয়
তাহলে। রিদের ফুলবেড রেস্টে থাকার কথা অথচ

রিদ দুই দন্ড বেডে থাকছে না সারাক্ষণ অফিসে কাজে দৌড়াদৌড়ি করছে । রেগুলার চেক-আপ পযন্ত করাচ্ছে না সে। বাড়িতেও ফিরে না। আবার সুফিয়া খানের সঙ্গেও কথা বলে না। উনি ফোন দিলে কল রিসিভ করে না। আয়ন, রাদিফ এমনকি নিজের বাবার কলটা পযন্ত রিদ রিসিভ করছে না। সুফিয়া খান বুঝতে পারছে রিদ পরিবারের সকলের উপর রেগে আছে বলে হয়তো কারও সঙ্গে কথা বলছে না। রিদের রাগটা যে মায়াকে ঘিরে সেটাও তিনি জানেন। রিদের অনুপস্থিতিতে মায়া খেয়াল না রাখাতে রিদ অভিমানে সবাইকে এরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে আর কতোদিন? যা হবার তা হয়ে গেছে। অতীতে ফিরে উনারা কিছু ঠিক করতে পারবে না কিন্তু বর্তমান আর ভবিষ্যৎ যেন ভালো হয় সেটার খেয়াল রাখতে হবে উনাদের। সবকিছু ভুলে আপাতত সবার মায়ার পাশে দাঁড়ানো উচিত। এই মূহুর্তে মায়া মানসিক ভারসাম্যহীন রোগী। কাউকে চিন্তে পযন্ত পারছে না। মানুষ দেখতে ভয় পাচ্ছে, কান্নাকাটি করছে। চট্টগ্রাম থেকে ফিরে তিনি সোজা হসপিটালের গিয়েছিল মায়া কাছে তারপর রাতভর মায়ার সঙ্গে থেকে মাত্র রিদের

বাড়িতে ফিরল ফ্রেশ হতে। তারপর আবার যাবেন
হসপিটালের। মায়ার সুস্থতা নিশ্চিত করতে যা যা
করা লাগে তিনি সেই সবটায় করবেন। কিন্তু স্বামী
হিসাবে এই মূহুর্তে রিদকে খুব প্রয়োজন মায়া নয়তো
একা মায়া নিজের মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে
পারবে না। মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার সুফিয়া খান রিদের
খোলা চাউনিঘরে প্রবেশ করতে করতে বলল.... ‘তুমি
সারারাত ঘুমাওনি রিদ? এখানেই ছিলে?

সুফিয়া খানের কথায় রিদের মাঝে হেলদোল দেখা
গেল না। সুফিয়া খান কপাল কুঁচকে তাকাল রিদের
দিকে, রিদ জাগ্রত নাকি ঘুমিয়ে আছে তিনি আপাতত
বুঝতে পারছে না। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিদকে পরখ
করতে দেখতে পেল রিদের ঝুলন্ত বামহাতটা ছুঁয়ে
ছুঁয়ে রক্ত ঝরছে ফ্লোরে। তাজা রক্তে তিনি আঁতকে
উঠল। বুঝতে পারলো রিদ জাগ্রত অবস্থায় বসে।
সুফিয়া খান বড়ো বড়ো পা ফেলে রিদের আহত
হাতটা টেনে নিতে নিতে বলতে চাইল....

‘তোমার হাতে রক্ত কিসের রিদ? তুমি আবার
মারামারি করেছে? তোমাকে না বলেছিলাম
মারামারিতে না জড়াতে, তুমি অসুস্থ। তোমা....

সুফিয়া খানের কথা শেষ হওয়ার আগে রিদ ঝটকায় হাতটা ফেলে দিল নিজের মায়ের। রিদের ব্যবহারে সুফিয়া খান শক্ত গলায় বলল....‘ রিদ আমি কিছু বলছি তোমাকে।

সামনের টি-টেবিলটা ঠাস করে উল্টে ফেলতে ফেলতে উঠে দাঁড়াল। তিরতির মেজাজে বলল....

‘ তোমাকে না করেছিলাম না আমাকে ভারতি দরদ না দেখাতে। তারপরও কাহিনি করো। বালের নাটক আমাকে দেখাবা না। যাও!

রিদের কথায় সুফিয়া খান শক্ত গলায় বলল....

‘ তুমি বেয়াদবি করছো রিদ।

মায়ের কথায় যেন রিদ আরও চেতে উঠলো। রাগে রি রি করে বলল...‘ আমি বেয়াদবি করলে তুমি কি করেছো আমার সাথে? তুমি জানতে না আমি বিবাহিত ছিলাম? আমার একটা বউ ছিল? তাহলে কেন তোমরা সবাই মিলে আজ ওকে পাগল বানিয়ে ছাড়লে? আমার সুস্থতার প্রতিদান কি তোমরা আমার বউকে পাগল বানিয়ে নিয়েছো? আজ আমি সুস্থ হয়েও তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছি। তোমরা সবাই স্বার্থপর। আজ আমি সুস্থ না হলে তোমরা কখনোই

মায়ার খোঁজ করতে না? আমার আমানতের খেয়াল তোমরা রাখনি, সেজন্য সে আজ অন্যের বউ হয়ে গেছে। আমি পেয়েও হারিয়ে ফেললাম ওকে। এই যন্ত্রণা তুমি বুঝবে কখনো?

রিদের কথায় সুফিয়া খান নরম হয়ে আসলো। তিনি নিজেও মায়ার ব্যাপারটা নিয়ে অপরাধ বোধে ভুগছেন। যতবার মায়ার দিকে তাকায় ততবার নিজের করা ভুলটা তীব্র ভাবে মাথা নাড়া দিয়ে উঠে। তিনি বাহিরের মানুষের কাছে শক্ত হলেও নিজের পরিবারের দিকটায় তিনি দূর্বল। রিদ কষ্ট পাচ্ছে ভেবে তিনি রিদকে নরম সুরে বুঝাতে চেয়ে বলল...

‘কোনো কিছু খুব বেশি দেরি হয়নি রিদ তুমি চাইলে সবকিছু আবার ঠিক করতে পারবে। এই মুহূর্তে মায়ার পাশে তোমার থাকা উচিত। সি নিড ইউ। মায়ের কথায় রিদ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো আরও। সবটা শেষ করে বলছে কোনো কিছু খুব বেশি দেরি হয়নি। আর কি বাকি আছে যেটা ঘটেনি রিদের জীবনে? রিদ রাগে তিরতির করে বলল...

‘কোনটা বেশি দেরি হয়নি তুমি আমাকে বুঝাও। আমার বউ অন্যের বউ হয়ে গেছে সেটা নাকি মায়ার

পাগল হওয়াটা। আর কি দেরি হওয়া বাকি আছে
তোমার জন্য আমাকে বলো। আমার বউ আমার জন্য
হারাম হয়ে গেছে। তাঁকে চাইলেও দেখতে পারছি না,
ছুঁতে পারছি না, দুটো কথা বলতে পারছি না,
সারাক্ষণ মনে হয় আমার বউ আমার আর নেই।
এখন আমার তার দিকে তাকালেও পাপ হবে। আমার
এই দ্বিধাকে কে কাটাতে বলো? তুমি? তুমি যে
সিচুয়েশনে বাবা সঙ্গে আছো? সেইম সিচুয়েশনে
তোমরা আমাকেও দাঁড় করিয়েছো। সম্পর্কে না
রাখতে পারছি আর না বহন করতে পারছি। এর
থেকে ভালো ছিল আমি মরে যেতাম তোমাদের
ঝামেলাও শেষ হয়ে যেতো। কথাটা বলেই রিদ
হনহনিয়ে বাড়ির ভিতরে হাঁটল। সুফিয়া খান ঘাড়
ঘুরিয়ে তাকাল রিদের চলে যাওয়ার দিকে। উনি
সহজে কান্না করতে পারে না নয়তো এই মূহুর্তে খুব
করে কেদে নিজের ভিতরকার কষ্টটা প্রকাশ করতো।
সন্তানদের কষ্টে মায়েদেরও সেইম কষ্ট হয় সেটা
প্রকাশ করতো। এই পরিস্থিতি তিনি কিভাবে ঠিক
করবেন জানা নেই। তবে তিনিও সহজে হার মানার
মানুষ নয়। যেকোনো মূল্যে মায়ার সুস্থতার সঙ্গে

ছেলের মনের জোড়াও তিনি লাগাবেন ইনশাআল্লাহ।
এই সবকিছুর জন্য প্রয়োজন মায়ার দ্রুত সুস্থতা
নিশ্চিত করা। রাত নয়টা পনেরোর ঘরে। সারাদিন
পর রিদের গাড়ি প্রবেশ করলো বাড়ির চত্বরে। পার্কিং
এরিয়াতে গাড়ি থামতে একজন দেহরক্ষী এগিয়ে
আসলো দ্রুত। তাড়াহুড়োয় গাড়ির দরজা টেনে ধরতে
গম্ভীর মুখের রিদ নামলো তাতে। হাতের কোটটা
পাশের দেহরক্ষীকে এগিয়ে দিতে দিতে হাঁটলো
বাড়ির ভিতরে। পিছনে আসিফ তখনো ড্রাইভারের
সাথে বসা। রিদের পরপর সেও গাড়ি থেকে নামল
তবে রিদের পিছন পিছন বাড়ির ভিতরে গেলো না।
দেহরক্ষীর হাত থেকে রিদের কোটটা নিজের হাতে
নিতে নিতে ফের ঘুরে তাকালো রিদের চলে যাওয়ার
পথে। আজ বিগত একমাস বারোদিন হতে চললো
রিদ বাংলাদেশে ফিরেছে অথচ প্রয়োজনের বাইরে
রিদ আসিফের সঙ্গেও দু'টো কথা বলে না। কাজের
সূত্রে দুজনের সার্বক্ষণ একত্রে থাকায় হয় তারপরও
রিদ বিগত দিনের কথা জানতে চাইনি আসিফের
কাছে, কেনো আসিফ মায়ার খবর নেয়নি রিদের
অনুপস্থিতিতে? আসিফ থাকতেও কেনো মায়ার

বিয়েটা হলো? কেনো আসিফও রিদের পরিবারের মতোই মায়ার ব্যাপারে উদাসীন রইলো? সবাই না জানুক আসিফ তো জানতো তার রিদ ভাই কতোটা পাগল ছিলো তার বউয়ের জন্য তারপরও সে কেনো হেফাজত করলো না তার রিদ ভাইয়ের আমানতকে? সত্যি বলতে আসিফ এতোদিন ভয় পেতো এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে, তার কাছে উত্তর নেই এসব প্রশ্নের? কিন্তু আজকাল আসিফ খুব করে চাই তার রিদ ভাই এসব প্রশ্ন গুলো করুক আসিফকে! আসিফ কি উত্তর দিবে তা জানা নেই, তারপরও সে খুব করে চাই রিদ অন্তত আসিফের উপর আগের মতো অধিকার বোধ দেখিয়ে প্রশ্ন করুক। মানুষ প্রশ্ন তাঁকেই করে যার উপর মানুষ অধিকারবোধ রাখে। আসিফের উপর তার রিদ ভাইয়ের অধিকারবোধ ছিল সর্বত্র। মূলত রিদের সঙ্গে আসিফের শুধু প্রফেশনাল সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ছিলো না। রিদের পার্সোনাল মানুষ গুলোর মধ্যে আসিফও একজন ছিল। দুনিয়া না জানলেও আসিফ জানতো রিদের প্রফেশনাল কিংবা পার্সোনাল বিষয়ের সম্পর্কে। কিন্তু আজকাল রিদ শুধু আসিফকে প্রফেশনাল কাজের মধ্যেই রাখে।

পার্সোনাল কোনো বিষয়ে ভিড়ায় না। রিদের এই অদৃশ্য দূরত্বটা আসিফকে খুব করে পুরায়। তার রিদ ভাইয়ের পার্সোনাল মানুষ গুলোর মধ্যে সে নেই সেটা মানতে নারাজ আসিফের মন। সেজন্য আসিফ খুব করে চাই রিদ তাঁকে মায়াকে ঘিরে অসংখ্য অসংখ্য প্রশ্ন করুক। দিন রাত প্রশ্ন করুক। আসিফ উত্তর দিতে না পারলে অপরাধী হয়ে থাকবে তারপরও রিদ প্রশ্ন করুক, অধিকার দেখাক আসিফের উপর। রিদের চলে যাওয়ার দিকে আসিফ আরও একবার তাকালো। ভিতরকার কষ্ট চাপিয়ে হাঁটলো নিজের বরাদ্দকৃত বাগানের কোয়ার্টারের ঘরটার দিকে। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে করতে রিদের পা থেমে গেলো আলো বিহীন অন্ধকারময় ড্রয়িংরুমটা দেখে। আবছা আলোয় রিদ চারপাশে তাকাতে তার কপাল কুঁচকে এলো বিরক্তিতে। বাড়িতে এতোগুলো কেয়ারটেকার থাকতে রাত নয়টা অবধি এখনো ঘরের আলো জ্বালেনি এই বিষয়টিতে ক্ষিপ্ত হলো রিদ। এমন না বাসায় বিদুৎ নেই। বাহিরে আলো জ্বলছে মানে বাসায় বিদুৎ আছে। বিদুৎ না থাকলেও জেনারেটর আছে বিদ্যুৎতের সমস্যা হওয়ার কথা না। ক্ষিপ্ত রিদ

বিরক্তিতে এগিয়ে গেলো ড্রয়িংরুমের আলো জ্বালাতে,
সুইচবোর্ডের অনুসন্ধান করতে হঠাৎই রিদের পা
থেমে গেলো অদ্ভুত কিছুর গোঙ্গানির শব্দে। মূহুর্তে
সুইচবোর্ডের থাকা রিদের হাতটা স্থির হলো। আলো
না জ্বালিয়ে কান খাড়া করলো শব্দের উৎস খোঁজে।
ক্রমশঃ রিদের বিরক্তি কপালটা শীতল হয়ে আসলো
সুফিয়া খানের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে। এই
ঘরটায় সুফিয়া খান আর মায়া থাকে। এই মূহুর্তে তার
মা সুফিয়া খান বাসায় নেই বাহিরে আছেন কোনো
কাজে। বাড়িতে রাফা মেয়েটাও নেই বিগত একমাস
হলো। মায়াকে টাকা নিয়ে আসার বারোদিন পর
রাফাকে ওর পরিবার নিয়ে যায়। তারপর থেকে মায়া
সুফিয়া খানের সঙ্গেই থাকছেন। তবে আজ মায়া
একা ছিলো বাড়িতে কেয়ারটেকারের সঙ্গে। সকলের
অনুপস্থিতিতে মায়ার কক্ষ হতে অদ্ভুত গোঙ্গানির
শব্দটা পেতে রিদের বুক মুচড়ে উঠলো ভয়ে।
আবারও মায়ার প্যানিক অ্যাটাক করেছে ভেবে ঘরের
আলো না জ্বালিয়ে তৎক্ষণাৎ দৌড়ালো সেদিকে।
দরজার সম্মুখে যেতে যেতে রিদের পা থমকে
দাঁড়ালো আবছায়া আলোয় অন্ধকার রুমের দৃশ্য

দেখে। স্তম্ভতার নেয় মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো মূহুর্তে।
অন্ধকার রুমের আপত্তিকর দৃশ্যে রিদের মাথায়
আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মতোন অনুভব করলো। সমস্ত
সত্তা নাড়িয়ে কেঁপে উঠলো বুক। রিদ স্থির পায়ে,
কম্পিত হাত উঠিয়ে ছাপানো দরজাটা ভিতরে ঠেলতে
দৃশ্যমান হলো যৌ*ন*তায় লিপ্ত হতে কাউকে। রিদ
অনুভূতি চোখে তাকালো সেদিকে। দেখলো খুব
জো*ড়া*জুড়ি করেই লোকটা তার যৌ*ন*তা মিটাচ্ছে
মেয়েটির সঙ্গে। রিদের মনে হলো কক্ষে মেয়েটি তার
রিত। এই কক্ষে, এই বেডে, তার রিতই শুয়ে থাকে
সবসময়। আজ সকলের অনুপস্থিতিতে তার অসুস্থ
রিতের সুযোগ নিলো অন্যকেউ। রিদ আবারও দেরি
করলো তার রিতের কাছে পৌঁছাতে। রিদের
ভিতরকার সত্তা তীব্র ভাবে ধিক্কার জানালো রিদকে।
তার এতো ক্ষমতা, এতো পাওয়ার থাকার পরও সে
দুই দুইবার ব্যর্থ হলো নিজের বউকে বাঁচাতে। রিদের
ব্যর্থতা যেনো রিদের উপরই হাসালো। সে তার
বউকে প্রথমে অন্যের সাথে বিয়ে হওয়া থেকে
আটকাতে পারলো না আর আজ অন্যের লালসা
স্বীকার হতে রক্ষা করতে পারলো না। রিদ নিস্তম্ভ

শীতল চোখে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। ঠান্ডা পরিবেশেও রিদের কপালের ঘাম ঝরছে কার্নিশ বেয়ে। দরজার উপর হাতটা কাঁপছে তিরতির করে। রিদের গলার গলগাঙটাকেও বারবার উপর নিচ হতে দেখা গেল। মানুষ রিদ খানের বাড়ি অবধি আসবে তো দূর রিদের সামনে দাঁড়াতেও ভয় পায় না জানি প্রাণ নিয়ে ফিরতে না পারে সেই ভয়ে। অথচ আজ তাঁর বাড়ি, তার ঘরে, এতো পাহারাদারের মাঝেও রিদের বউ সেইফ রইলো না। লালসার স্বীকার হলো অন্য কারও হাতে। মায়া তো মানসিক রোগী সেজন্য কেউ তার সুযোগ নিলেও সে ঠিকঠাক বলতে পারবে না। এজন্য হয়তো তার অসুস্থ্য বউয়ের সুযোগ নিলো অন্য কেউ? আচ্ছা কার এতো বড়ো কলিজা হলো? যে রিদ খানের বউকে অপবিত্র করলো? কে ছুলো তার বউকে? এসব কতোদিন ধরে হচ্ছে তার বাড়িতে? রিদের অবহেলায় কি সে তার রিতকে হারিয়ে ফেললো? রিদ অনুভূতিহীন চোখে হঠাৎই ঝিমিয়ে উঠলো, নাকে তরল কিছু গড়িয়ে পরল গলগল করে। বামহাতের উল্টো পিঠে রিদ নাক মুছতে মুছতে দেয়াল ধরে দাঁড়াল শরীরের ভারসাম্য

বজায় রাখতে। কিন্তু তারপরও সেই একই ভাবে গড়িয়ে যাওয়া তরল পদার্থ অনুভব করতে রিদ নিজের ভারসাম্য হারালো। দুর্বলতা নেয় পরে যেতে নিলে পিঠ ঠেকে গেল দেয়ালে। অসাবধানতায় রিদের হাত লেগে ফ্লাওয়ার প্যাশনটা পরলো ফ্লোরে। মূহুর্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল মাটির প্যাশনটা। উচ্চ শব্দে ধড়ফড়িয়ে উঠলো ধ*র্ষ*ণ কারী লোকটা। তড়িঘড়ি করে বিছানা হতে মেয়েটিকে ছেড়ে ফ্লোর থেকে শার্ট, প্যান্ট উঠিয়ে জড়াল গায়ে। প্যান্টের চেইন টানতে টানতে বাহিরে বেড়িয়ে আসতেই দরজার সম্মুখে রিদকে নিস্তব্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয়ে থতমত খেয়ে বসল বয়স্ক ডাইভার হাশেম। রিদ তখনো অনুভূতিহীন শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলো বয়স্ক ডাইভার লোকটার দিকে। ক্রমেই চোখ ঘুরাল লোকটা খোলার প্যান্টের চেইনের দিকে। থমথমে বয়স্ক হাশেম রিদের দৃষ্টি অনুসরণ করে ভয়ে তৎক্ষণাৎ বাহিরের দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে প্যান্টের চেইন আটকালো। ঘরের ভিতর থেকে কারও ফুঁপানো কান্নার শব্দ রিদের কানে যেতেই রিদ দেয়াল ধরে বসলো ফ্লোরে। রুমের মেয়েটির আতঁচিৎকার যতোটা

গাঢ় হচ্ছিল রিদের নিশ্বাসের গতি ততই ধীর হচ্ছিল।
অন্ধকারে মেয়েটির আতঁচিৎকার বলছে রিদ আবারও
ব্যর্থ হয়েছে তার রিতকে হেফাজত করতে। সোফায়
হাত পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে বসে রিদ। ডানহাত
ঝুলছে ফ্লোরের উপরে। সেই হাতে ধারালো ছু*রিটা
চুইয়ে চুইয়ে র*ক্ত ঝরছে ফ্লোরে। সামনেই লা*শ
হয়ে উপুড় হয়ে পরে আছে তখনকার ড্রাইভার
হাশেম লোকটা। তার তাজা র*ক্তে রঞ্জিত ফ্লোর।
রিদের ছাই রঙের শার্টটা কালো হয়ে আছে রক্তে*র
ছিটায়। দু'পায়ের নিচ অবধি ভেসে গেলো সেই
র*ক্ত। নিস্তর রিদের একটা পা-টা হাশেমের পিঠে
রেখে বাগানের খোলা বাংলোতে গা এলিয়ে সোফায়
শুয়ে সে। সামনেই আসিফ থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে।
নিস্তর পরিবেশে কারও মুখে কোনো কথা নেই।
রিদের ভয়ে আসিফ কথা বলতে সাহসও পাচ্ছে না।
বাড়ির ড্রাইভারকে রিদ হঠাৎ কেনো কুঁপিয়ে মারলো
তাও বুঝতে পারছে না আসিফ। তবে রিদ যে
অকারণে কিছু করবে না তাও জানে আসিফ।
ড্রাইভার চাচাকে মারার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো
মারাত্মক কারণ হবে রিদ ভাইয়ের এটাও আসিফের

ধারণা। কিন্তু হাশেম লোকটা হঠাৎ কি করেছে সেটাই ভয়ে জিগোসা করতে পারছে না আসিফ। পিনপিন নিরবতা বিচ্ছিন্ন করে হঠাৎই গেইট ধরে প্রবেশ করলো সুফিয়া খানের সাদা গাড়িটি। গাড়ির হর্ণের শব্দে আসিফ সেদিকে তাকিয়ে দেখলো সুফিয়া খানের সঙ্গে মায়াকে নামতে। দুজনের হাতেই শপিং ব্যাগ চাপা। তবে মায়া একহাতে কয়েকটা শপিং ব্যাগ নিয়ে অন্য হাতে সুফিয়া খানের হাত জড়িয়ে রেখেছে ভয়ে। আসিফ সুফিয়া খানকে এদিকটায় আসতে দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে তৎক্ষণাৎ রিদকে ডেকে বলল....

‘ ভাই আপনার আম্মু এদিকেই আসছেন। হাশেমের লা*শটা কি করবো? সরিয়ে ফেলবো? আসিফের ডাকে নিরুত্তর রিদের কোনো হেলদোল দেখা গেল না। আর না চোখ মেলে তাকালো। আসিফ রিদের নড়াচড়া দেখতে না পেরে তৎক্ষণাৎ আবারও তাকালো সুফিয়া খানের দিকে। তিনি মায়ার হাত চেপে এদিকটাই হেঁটে আসছেন। সুফিয়া খান যেমন তেমন মায়ার তো মানসিক অবস্থা ভালো না। মায়ার এই অবস্থায় খু*ন খারাবি কিংবা র*ক্ত দেখাটাও বিপদজনক। একটা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষই খু*ন-খারাবি র*ক্ত দেখলে

অস্বাভাবিক হয়ে যায়, সেখানে মায়া অসুস্থ হয়ে
লা*শ দেখলে আরও উত্তেজিত অস্থির, হয়ে পরবে
সেটাও স্বাভাবিক। আসিফ মায়াকে দেখে রিদকে
সতর্ক করতে চেয়ে বলল....‘ ভাই আপনার মার সাথে
ভাবিও আছেন। লা*শটা দেখলে উনি ভয় পাবেন।
লা*শটা কি আমি সরিয়ে ফেলবো?

আসিফের কথাটা রিদের কান অবধি পৌঁছালেও
রিদের মস্তিষ্ক সেটা ধারণ করতে পারেনি। বেখেয়ালি
নিস্তরক নিশ্চুপ রিদ তখনো এককইভাবে শুয়ে। অথচ
ততক্ষণে সুফিয়া খানের হাত ধরে মায়া রিদের
নিকটবর্তী এসে থমকে দাঁড়ালো র*ক্তে রঞ্জিত লা*শ
দেখে। ভয়াত মুখে উত্তেজিত ভঙ্গিতে সুফিয়া খানের
হাত টেনে আগুল তাক করলো রিদের পায়ের নিচে
থাকা হাশেমের লা*শটির দিকে, কম্পিত স্বরে
বলল...‘ রর*ক্ত!

মায়ার ভয়াত গলার স্বর অল্প শুনালো রিদের কানে,
অথচ তড়াক করে খোলে গেলো রিদের দু’চোখ।
মূহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো অদূরে মায়ের সঙ্গে
দাঁড়িয়ে থাকা মায়ার দিকে। গায়ে সাদামাটা একটা
পোষাক জড়িয়ে মায়া ভয়াত মুখে তাকিয়ে রিদের

পায়ের নিচে লাশটার দিকে। রিদ মায়াকে নিজের
মায়ের সঙ্গে সহিসালামত দেখে কেমন নিশ্চুপ চোখে
তাকিয়ে রইলো মায়ার আদলের নিষ্পাপ মুখটার
দিকে। রিদের চোখ দেখে তার ভিতরকার গভীরতা
প্রকাশ করা দায়। অথচ মায়া পুনরায় একই ভাবে
সুফিয়া খানের হাতটা টেনে রিদের পায়ের নিচে
লাশটা দেখিয়ে ভয়ার্ত, অস্থির, উত্তেজিত ভঙ্গিতে
বলল....‘ আম্মু র রক্ত! আম্মু রররক্ত!

মায়ার আঙ্গুল তাক করার দিকে সুফিয়া খান কপাল
কুঁচকে তাকালো, দেখলো ড্রাইভার হাশেমের
লাশটাকে। তারপরও চোখ ঘুরালো রিদের
অনুভূতিহীন শূন্য চোখের দিকে। মায়া তখনো একই
ভাবে সুফিয়া খানের হাত টানছে ভয়ে। হাতের শপিং
ব্যাগগুলোও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছে ততক্ষণে।
মায়াকে ভয় পেতে দেখে সুফিয়া খান রিদের থেকে
দৃষ্টি সরিয়ে মায়াকে সামলাতে চাইলে মূহুর্তে উঠে
দাঁড়াল রিদ। রক্তাক্ত ছুরিটি হাতে নিয়েই
তৎক্ষণাৎ দৌড়ালো মায়ার দিকে। আতঙ্কিত মায়া
আরও আতঙ্কিত হলো রিদকে ছুরি হাতে ওর দিকে
দৌড়ে আসতে দেখে। ভয়ে উত্তেজিত মায়া বড়ো

বড়ো নিশ্বাস নিতে নিতে কোনো রকমে সুফিয়া
খানের হাত টেনে বলল....‘ আম্মু র!ক্ত! আম্মু! আম্মু...
মায়ার কথা গুলো বলতে বলতে রিদ ততক্ষণে
র*ক্তের উপর দিয়ে দৌড়ে মায়াকে দু’হাতে ঝাপটে
জড়িয়ে ধরল আক্রোশে। হাইটে রিদ লম্বা হওয়ায়
মায়ার পা উঠে গেলো ভাসমান শূন্যে। আতঙ্কিত মায়া
আরও আতঙ্কিত হলো রিদের শরীরের তাজা র*ক্তে
লেপ্টে। রিদের বক্ষে ছটফটিয়ে চিৎকার করে জ্ঞান
হারালো তক্ষুনি। মায়াকে জ্ঞান হারাতে দেখে রিদের
হাতে ছু*রিটাও পরলো মাটিতে। তার এতক্ষণ মনে
হয়েছিল সে ব্যর্থ হয়েছিলো এই নারীকে হেফাজত
করতে। কিন্তু এখন সশরীরে নিজের মায়ের সঙ্গে
মায়াকে দেখে রিদের শুকিয়ে যাওয়া কলিজাতে যেনো
পানি আসলো। রিদ দু’হাতে মায়াকে জড়িয়ে মায়ার
গলায় মুখ ডোবাতে সুফিয়া খান মায়ার হাতটা ছেড়ে
হাঁটলো বাড়ির ভিতরে। মা হিসাবে এই মূহুর্তে এখানে
দাঁড়ানোটা উনার কাম্য নয় বলে তিনি চলে যেতে
যেতে কপাল কুঁচকে তাকালো হাশেমের লা*শটার
দিকে। সুফিয়া খানের দৃষ্টি অনুসরণ করে আসিফও
উনার পিছন পিছন হাঁটলো বাড়ির ভিতরে। মূলত

কারও জানা নেই রিদ কেনো মারলো বাড়ির
ড্রাইভারকে তবে হাশেমকে মারার পিছনে যে মায়ার
কোনো কারণ থাকতে পারে সেটা ঠিক বুঝলো
আসিফ। নয়তো এতোদিন পর হঠাৎ করেই কেন
রিদ ভাই মায়া ভাবির জন্য উতলা হয়ে উঠবে।
নিশ্চয়ই মায়া ভাবিকে নিয়ে রিদ ভাই কোনো বিষয়ে
ভয় পেয়েছে ভিষণ সেজন্য বিগত দিনের ভুল বিভ্রান্তি
ভুলে নিজের বউকে কাছে টানছে সে। এর থেকে
ভালো আর কি হতে পারে? দুজন মিলে গেলেই হয়।
সবার করা অপরাধবোধও কমে আসবে তাতে।
তাছাড়া এবার নিশ্চয়ই মায়া ভাবি দ্রুত ঠিক হতে
পারবে রিদ ভাই সাথে থাকলে সবই সম্ভব। আসিফ
রিদকে প্রাইভেসি দিয়ে সরে যেতেই দীর্ঘদিনের
টানাপোড়া চাপিয়ে মায়াকে জড়িয়ে পরপর ঠোঁট
বুলালো মায়ার গলায়। বেহুশ মায়া রিদের বক্ষে শরীর
ছেড়ে দিতে রিদ মায়াকে নিয়ে বসলো জায়গায়।
দু’হাতে মায়ার মাথা চেপে মুখটা মুখোমুখি ধরতে
কপাল ঠেকালো মায়ার কপালে। রিদ বিরবির করে
বললো...‘ স্যরি রিত! খুব করে স্যরি!

তোকে হারিয়ে বেঁচে থাকার মতো সাহসী আমি নয়।

রিদের শরীরের স্যাঁতস্যাঁতে রক্তে মায়ার শরীরেও
লেপ্টে গেলো তাতে। রিদের হাতের রক্তে মায়ার
গলা গাল লেপ্টে যেতে রিদ কপাল উঠিয়ে তাকালো
মায়ার আদলে মুখটার দিকে। এই মুখটা তার খুব
শখের। এই মুখটা ছাড়া তার দিন যায় না রাত
পোহায় না। অথচ তার অনুপস্থিতিতে এই মুখটার
প্রতি সকলের অবহেলা জড়িয়ে। রিদ জানে না এই
নারীকে ছুয়া তার জন্য কতটুকু হালাল? তারপরও সে
এই নারীকে তার অবহেলায় অন্য কাউকে ছুঁতে দিবে
না। এই নারী তার না হোক তারপরও রিদের কাছে
হেফাজত থাকুক এই নারী। এই নারীকে হারিয়ে সে
প্রাণে বাঁচতে পারবে না এই বিষয়টা সে অনেক
আগেই উপলব্ধি করেছিলো। তারপরও রিদ বিগত
দিনে অনেক চেষ্টা করছিলো এই নারী থেকে দূরে
থাকার। কিন্তু রিদ ব্যর্থ এই নারীকে ভুলতে। রিদ
জানে না তখন অন্ধকার রুমে মায়ার জায়গায় কে
ছিলো সেই কক্ষে তবে এখন এক মূর্ত্তে জন্য মনে
হচ্ছে অন্য মেয়ের জায়গায় আজ মায়া থাকতে
পারতো। রিদের অবহেলায় কেউ মায়ার অসুস্থতার
সুযোগ নিতে পারতো। কিন্তু আজ নিজের মায়ের

জন্য রিদ মায়াকে হেফাজতে পেয়েছে। গুমোট
নিশ্বাসে রিদ মায়াকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।
বড়ো বড়ো পা ফেলে হাঁটলো বাড়ির ভিতরে।
দ্রুয়িংরুমে একপাশে রহিমা মাথা নুইয়ে সুফিয়া
খানের পা চেপে কান্নাকাটি করছে হাশেমের হাতে
ধ*র্ষি*তা স্বীকার হয়ে। আসিফ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
বড়ো বড়ো চোখ করে। রিদ খানের বাড়িতে যে কেউ
এসব করার সাহস করতে পারে সেটা রহিমার কাছে
এসব না শুনলে বুঝতো না আসিফ। সুফিয়া খান চোখ
মুখ কেমন শক্ত করে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে। রিদ
বেহুশরত মায়াকে কোলে করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে
উঠে যেতে গম্ভীর সুফিয়া খান চোখ ঘুরিয়ে তাকালো
সেদিকে। দেখলো রিদ মায়াকে নিজের রুমে না নিয়ে
তার পাশাপাশি অন্য রুমে ঢুকতে। রিদের তখনকার
হাশেমকে মা*রার কারণটা চট করে বুঝে গেলো
সুফিয়া খান। একজন নারীকে অসম্মান করার
বিষয়টা সুফিয়া খানের নীতিমালার বাইরে। নারীকে
অসম্মান করা পুরুষ সমাজে নোংরা কীট হয়। আর
এসব কীট সমাজে জীবিত থাকলে ক্রময় সমাজটা
দূর্ষিত হতে থাকবে। তাই এসব কীটের বেঁ*চে থাকা

থেকে ম*রে যাওয়ায় উত্তম। সুফিয়া খান শক্ত
চোয়ালে আসিফকে ডেকে বললো...

‘ আসিফ! লা*শটা পুলিশ ম*র্গে পাঠিয়ে দে। ওরা
সামলে নিবে।

আসিফ সম্মতি দিয়ে তৎক্ষণাৎ বলল...

‘ জ্বি ম্যাডামরেস্টুরেন্টের মুখোমুখি চেয়ারে বসে
আয়ন আর জুই। জুইকে এই অবধি আয়নের সঙ্গে
দেখা করতে মানাতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে
আয়নকে। বিগত দেড়মাসে অনেক চেষ্টা পর আজ
জুই রাজি হলো আয়নের সঙ্গে দেখা করবে বলে।
জুই এসেছে সবে বিশ মিনিট হলো। অথচ অল্পতেই
বিরক্তিতে চোখ মুখ কুঁচকে বসে আছে। আয়ন সেই
তখন থেকে জুইকে বুঝানো চেষ্টা করে যাচ্ছে বিগত
দিনে যা হয়েছে তাতে আয়ন ইচ্ছাকৃত ভাবে হার্ট
করতে চাইনি কাউকে। একটা ভুল বুঝাবুঝি থেকে
এসব কিছু হয়েছে বলে দাবি করলো তারপরও অবুঝ
জুই মানতে নারাজ আয়নের কথা। আয়নের বাক্যের
মাঝেই জুই কেমন অসন্তুষ্ট গলায় বলল....‘ আপনার
কথা শেষ হয়েছে? আমার আর শুনতে ভালো লাগছে
না। আমি বাসায় যাব।

জুইয়ের কথায় আয়ন খানিকটা শক্ত গলায় বলল...

‘ জুই আপনি এবার বাড়াবাড়ি করছেন। একবার অন্তত শান্ত মাথায় আমার কথা গুলো বুঝার চেষ্টা করুন প্লিজ!

জুই ত্যাড়া উত্তরে বললো..

‘ আমার মুড নেই আপনার কথা শুনার। সময় থাকলে অন্য একদিন শুনবো আজ আসি। বাই!

কথা বলেই জুই দাঁড়িয়ে যায় চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। জুইকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে খপ করে জুইয়ের হাতটা চেপে ধরলো আয়ন। জুইকে টেনে জায়গায় বসাতে চেয়ে বললো...

‘ আমার কথা শেষ না হওয়া অবধি আপনি কোথাও যেতে পারবেন না জুই। জায়গায় বসুন।

আয়নের হাত ধরাতে চেতে উঠলো জুই। নিজের হাত মুচড়া মুচড়ি করে ছাড়াতে চেয়ে বললো....

‘ অসভ্যতামির একটা লিমিট থাকে। আপনি সকল লিমিট ক্রস করে ফেলেছেন। আমার পারমিশন ছাড়া আপনি আমাকে ছুলেন কিভাবে? হাতটা ছাড়ুন বলছি অসভ্য লোক। জুইয়ের কথা বাতাসে উড়িয়ে দেওয়ার মতোন করে আয়ন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে বলল....

‘ আমার আপনাকে ছুঁয়ার অধিকার আছে বলেই
ছুঁয়েছি জুঁই। আমার শুধু আপনার হাত না আরও
অনেক কিছু ছুঁয়া বা দেখার অধিকার আছে। আপনার
সাথে আমার সকল লিমিট ক্রস করার রাইটও আছে।
তাই চুপচাপ আমার কথা গুলে শুনুন নয়তো আমি
বাধ্য হবো আপনার সাথে জোর করতে।

জুঁই জেদি গলায় বললো...‘ আপনার যা করার আপনি
তা করেন। আমার কিছু যায় আসে না। আর কি
বাকি রেখেছেন আপনারা আমাদের সাথে করতে?
আমার পরিবারের প্রতিটা সদস্য ছন্নছাড়া জীবন পার
করছে। মায়া পাগল হয়ে বাড়ি ছাড়লো। আরিফ ভাই
কাকীকে নিয়ে ঘর ছাড়লো। মুক্তা আপু স্বামীর সংসার
ছাড়লো। কাকা অসুস্থ হসপিটালে আছেন।
আপনাদের দয়া আমাদের সুন্দর পরিবারটা ধ্বংস
হয়ে গেলো,এতো কিছুর পর যদি আরও কিছু করা
বাকি থাকে তাহলে সেটাও করে যান প্লিজ। আমরা
সয়ে নিবো, আমাদের চামড়ায় সয়ে গেছে এসব
কিছু।

জুঁইয়ের কথায় আয়ন জুঁইয়ের হাতটা চেপে নিজের
কাছে টেনে বললো...

‘এসবের পিছনে আমাকে কেন দোষী করছেন জুঁই?
আমি সত্যি বুঝতে পারিনি আমাদের অনুপস্থিতিতে
আপনাদের পরিবারের এতো কিছু ঘটে যাবে?’
আপনাদের আর কিছু বুঝতেও হবে না। যা হওয়ার
আমাদের সাথেই হয়েছে। আপনারা ভালো থাকুন।
প্লিজ এবার আমাকে যেতে দিন। ভালো লাগছে না
আমার। হাতটা ছাড়ুন।

আয়ন জুইয়ের হাতটা না ছেড়ে বরং আরও জোড়ালো
ভাবে চেপে ধরে অসহায় গলায় বললো...

‘আপনি কখনো আমাকে বুঝতে চান না জুঁই। আমার
ভালোবাসা কখনোই আপনার চোখে পরে না। আপ...
আয়নের কথা শেষ হওয়ার আগেই জুঁই চেতে উঠে
বললো...’ আপনার কি ভালোবাসা বুঝবো আমি? মুখে
মুখে চিল্লালে বুঝি ভালোবাসা হয়? ভালোবাসার মানে
বুঝি না আমি? আপনি বুঝেন ভালোবাসা কি? আজ
যদি রিদ ভাইয়ের জায়গায় আপনি অসুস্থ থাকতেন
তাহলে রিদ ভাই কখনোই নিজের বউয়ের খোঁজ না
নিয়ে থাকতো না আপনার মতোন। আপনার বউ
ছাড়া চলে কিন্তু রিদ ভাইয়ের বউ ছাড়া চলে না
বলেই সে এতো হাঙ্গামা করতে পারে মায়াকে ঘিরে।

আপনার বিয়ে করা বউও তো আমি ছিলাম। কই আমার প্রতি কি দায়িত্ব পালন করেছেন আপনি? খোঁজ নিয়ে ছিলেন আমার বিপদের সময়ে? জানতে চেয়েছিলেন কেমন আছি আমরা? দায়িত্ব কি শুধু আপনার নিজের পরিবারের প্রতিই? আমি আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ি না? বিয়ে করলেই সকল দায়িত্ব শেষ? মনে করেছেন বিয়ে করে আমাকে পেয়ে গেছেন তাই না? তাহলে শুনে রাখুন। আমিও বলছি আপনার মতোন মানুষের সংসার আমি জুঁই কখনো করবো না বেঁচে থাকতে।

আয়ন জুঁইয়ের হাত ছেড়ে গালে হাত রাখতে রাখতে অসহায় গলায় বললো....‘ জুঁই প্লিজ এমনটা বলবেন না। আমাকে অন্তত একটা সুযোগ দিন নিজের ভুল গুলো ঠিক করার প্লিজ।

জুঁই ছিটকে আয়নের হাতটা নিজের গাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে বলল...

‘ একদম আমাকে ছুঁয়ার চেষ্টা করবেন না আপনি। আমার থেকে দূরে থাকুন।

কথাটা বলেই জুঁই আয়নের হাত ছাড়িয়ে চলে যায় বাহিরের দিকে। আয়ন অপরাধী মুখে তাকিয়ে রইলো

জুঁইয়ের চলে যাওয়ার দিকে। এসব টানাপোড়ার
সম্পর্ক গুলো করে ঠিক হবে আল্লাহ জানে। তবে
আয়ন মনে মনে ঠিক করলো একবার জুঁইয়ের বাবার
সঙ্গে দেখা করবে দুজনের বিষয়টা জানাতে। বুকে
মধ্যে উষ্ণ তাপে ঘুম ভেঙে যায় সুফিয়া খানের। খুব
নরম কিছু সিটিয়ে আছে উনার বুকে। সুফিয়া খান
বন্ধ চোখের পাতা টেনে খোলতে খোলতে হাতড়াল
বুকে সিটিয়া থাকা বস্তুটির উপর। হাতে লাগল কারও
উষ্ণ উত্তপ্ত শরীর। অন্ধকার কক্ষে সুফিয়া খান ঘাড়
উঁচিয়ে তাকাল নিজের বক্ষে থাকা শরীরটার দিকে।
বিড়াল ছানার নেয় সুফিয়া খানের বুকে গুঁজে ঘুমিয়ে
মায়া। সুফিয়া খান মায়ার কপালে হাত রাখতে বুঝতে
পারলো মায়ার শরীর পুরছে জ্বরে। তিনি তৎক্ষণাৎ
হাত বাড়িয়ে অন্ধকার রুমে আলো জ্বালাল
ল্যাম্পপোস্টে সুইচবোর্ড চেপে। উজ্জ্বল কক্ষে তিনি
পুনরায় মায়ার গায়ে হাত বুলাল। রাতে ঘুমানোর
সময়ও মায়ার শরীরে তাপমাত্রা ঠিক ছিল কিন্তু
মধ্যরাত হতে হতে মায়ার গা কাঁপিয়ে জ্বর উঠার
কারণটা তিনি বুঝল না। বিগত দেড়মাসে উনার বেশ
অনেক কষ্ট পোহাতে হয়েছে মায়াকে স্বাভাবিক

আনতে। যদিও মায়া পুরোপুরি সুস্থ নয় তারপরও সুফিয়া খানের সঙ্গে মায়ার বেশ পছন্দ। উনার কথা শুনে। উনার মতো কাজও করে মায়া। বিগত একমাসে মায়ার প্যানিক অ্যাটাক হয়নি আর। জ্বরটাও তিনি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিল। মায়ার খাবার-দাবার, ঘুম, মেডিসিন, পরিচর্যা, সবকিছু তিনিই দেখা শুনা করেন। উনার নিয়মতান্ত্রিক মধ্যে দিয়ে মায়ার অস্বাভাবিক মাত্রার জ্বর পুনরায় মায়াকে মানসিক চাপে ফেলতে পারে বলে চিন্তিত হলেন সুফিয়া খান। কপালে চিন্তিত ভাজ ফেলে উঠে বসতে বসতে মায়ার বাহু টেনে বালিশে শুয়াল। রিমোট চেপে এসির পাওয়ার বন্ধ করতে করতে মায়ার গায়ে ব্ল্যাস্কেট জড়াল। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মায়ার মেডিসিন হাতে জ্বর মাপার থার্মোমিটার নিতে। ড্রয়ার খোলে থার্মোমিটার নিয়ে মায়ার মুখে পুরতে তিনি দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। সময় নিয়ে অপেক্ষা করলো। পুনরায় মায়া মুখ থেকে থার্মোমিটারটি বের করতে দেখল মায়ার গায়ের জ্বর 108° ডিগ্রিতে। তিনি থার্মোমিটারটি হাতে নিয়ে কপাল কুঁচকে তাকাল মায়ার দিকে। মায়ার জ্বরের কারণ খোঁজতে গিয়ে

মনে পরলো সন্ধ্যারাতে কথা। ডাইভার হাশেমের
লা*শের সঙ্গে রিদকে র*ক্তাক্ত অবস্থায় দেখে
অতিরিক্ত ভয় থেকে জ্বর এসেছে মায়ার। মানসিক
রোগীদের জন্য এসব খু*ন-খা*রাবি র*ক্ত দেখাটা
ঠিক নয় তাঁরা অল্পতে উত্তেজিত হয়ে পরে। সেখানে
মায়া র*ক্তাক্ত অবস্থায় গোটা লা*শ দেখেছে রিদকে
ছু*রি হাতে। মায়ার গায়ের জ্বর আসাটাও স্বাভাবিক।
কিন্তু সুফিয়া খান ভয় পাচ্ছেন এই জ্বরে ঘোরে মায়ার
না আবার প্যানিক অ্যাটাক করে বসে। তাহলে উনার
বিগত দেড়মাসে মায়াকে খানিকটা সুস্থ করার চেষ্টাটা
পুরোটায় বৃথা যাবে। চিন্তিত সুফিয়া খান নিজের ফোন
খোঁজল এইরাতে মায়াকে নিয়ে হসপিটালের যাবে
বলে। বেড সাইটের টেবিল হতে নিজের ফোন
উঠাতে উঠাতে খট করে শব্দ করলো দরজায়। এই
রাতে উনার রুমে কে হতে পারে সেটা দেখতে তিনি
ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দরজা দিকে, দেখল রিদকে
গম্ভীর মুখে উনার রুমে প্রবেশ করতে। রিদকে
অসময়ে উনার রুমে দেখে কপাল কুঁচকে তিনি সোজা
হয়ে দাঁড়াল ফোন হাতে নিয়ে। রিদের পিছন পিছন
ডক্টর সাজিদাকেও দেখল কক্ষে প্রবেশ করতে।

সুফিয়া খান বুঝল রিদের কাছে মায়ার অসুস্থতার খবর উনার আগেই পৌঁছিয়ে। মায়াতো আর যাবে না নিজের অসুস্থতা খবর জানাতে রিদকে তারমানে উনার ছেলে রিদ নিজে এসে দেখে গেছে মায়াকে। চিন্তিত সুফিয়া খানের কঁপালের ভাজ শিথিল হলো। হাতে ফোনটা জায়গায় রাখতে রাখতে দুহাত বুকে বেঁধে দাঁড়াল রিদের পরবর্তী পদক্ষেপ দেখতে। রিদ মায়ার শিরধারার কাছটায় দাঁড়াল বিছানা অপর পাশে। ডক্টর সাজিদা বেগম সুফিয়া খানের দিকে এগিয়ে গিয়ে বসলো মায়ার পেট বরাবর। মায়ার কপালে হাত রেখে বলল....‘ গায়ে তো অনেক জ্বর পেশেন্টের! এতো জ্বর হলো কিভাবে?

ডক্টর সাজিদা বেগমের কথায় সুফিয়া খান কিছু বলবে তার আগেই রিদ গম্ভীর গলায় বলল...

‘ ১০৪° ডিগ্রি আছে।

রিদের কথায় সুফিয়া খান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রিদের দিকে। উনার সন্দেহই ঠিক হলো। রিদের কাছে মায়ার জ্বরের ধারণা আছে তারমানে উনার ঘুমন্ত অবস্থায় রিদ এসেছিল এইকক্ষে। হয়তো তখনই মায়ার জ্বর মেপে ডক্টর সাজিদাকে এইরাতে

ডেকে পাঠিয়েছেন। সুফিয়া খান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিদের মতিগতি বুঝার চেষ্টা করলো। রিদের নিজের মায়ের দৃষ্টি অপেক্ষা করে তাকাল মায়ার জ্বরের ফ্যাকাসে মুখটার দিকে। ডক্টর সাজিদা বেগম সব জ্বর মাপার থার্মোমিটারটা ব্যাগ থেকে বের করতে চেয়েছিল কিন্তু রিদকে মায়ার জ্বরের তাপমাত্রা বলে দিতে দেখে তিনি হাত গুটিয়ে মায়ার পার্স রেট চেক করতে করতে বলল....‘ পেশেন্ট তো এতোদিন ভালোই ছিল। রেগুলার চেক-আপ করাতে আসতো। আজ দুপুরেও তো দেখলাম মিসেস খানের সঙ্গে সুস্থসবল ঘুরাফেরা করছে। তাহলে রাত হতে হতে হঠাৎ এতো জ্বর উঠার কারণ কি?

ডক্টর সাজিদার কথায় সুফিয়া খান চুপ রইল। তিনি জানেন উনাকে কষ্ট করে কিছু বলতে হবে না যার বউ সেই বলবে কেন এতোটা জ্বর হলো তার বউয়ের। সুফিয়া খানের ভাবনা সত্যি ঘটিয়ে রিদ সত্যি সত্যি ডক্টর সাজিদাকে জানাল....

‘ অতিরিক্ত ভয় থেকে জ্বর উঠেছে। রাতে কোনো কারণে ভয় পেয়েছিল তারপর থেকে এই জ্বর।

রিদের কথায় ডক্টর সাজিদা বলল...

‘আপনারা জানেন পেশেন্ট ভয় পাই এমন কিছু থেকে পেশেন্টকে দূরে রাখতে হবে। তারপরও কেন পেশেন্টকে এমন...

ডক্টর সাজিদা বেগমের কথা শেষ করার আগেই রিদ শক্ত মেজাজে বলল...‘ জ্ঞান না দিয়ে রোগী দেখুন। মেজাজ খারাপ হচ্ছে। প্রশ্ন করবেন না। ট্রিটমেন্ট করুন।

রিদের কথায় ডক্টর সাজিদা বেগম থমথমে মুখে তাকাল সুফিয়া খানের দিকে। ডক্টর হয়ে তিনি পেশেন্টের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন না? পেশেন্টের অবস্থা না জেনে কিভাবে ট্রিটমেন্ট দিবে? এজন্য তিনি এই বাড়িতে আসতে ভয় পান। মা-ছেলে দু’টোই ত্যাগ। একটা কথা বেশি দুটো প্রশ্ন করলে কেমন যেন চোখ মুখ গম্ভীর হয়ে যায় এদের। এদের সঙ্গে ভালো মানুষ থাকলে পাগল হয়ে যায়। পাগল মানুষ তো ডাবল পাগল হয়ে যাবে। উনার ধারণা এজন্য হয়তো মায়া নামের মেয়েটি সুস্থ হচ্ছে না এই মা ছেলের প্যারায় পরে। ডক্টর সাজিদা বাকিটা সময় চুপচাপ মায়াকে দেখে প্রয়োজনীয় ঔষধ লিখল। হাতের কাগজটা সুফিয়া খানের দিকে বাড়িয়ে দিতে

তিনি আসিফকে ডাকল। আসিফ দরজার বাহিরেই দাঁড়িয়ে ছিল সুফিয়া খানের ডাকাতে সে দ্রুত কক্ষে আসলে সুফিয়া খান হাত বাড়িয়ে আসিফকে মায়ার ঔষুধের প্রেসক্রিপশনটা দিল। ডক্টর সাজিদাকে ক্লিনিকে নামিয়ে দেওয়ার আদেশও করলো। আসিফ সম্মতি জানিয়ে ডক্টর সাজিদাকে নিয়ে বেড়িয়ে যেতেই সুফিয়া খান চোখ ঘুরাল রিদের দিকে। রিদ তখনো মায়ার দিকে তাকিয়ে। নিরবতা ভেঙ্গে সুফিয়া খান বলল... ‘তুমি কি করে জানলে মায়া অসুস্থ? তুই এসেছিলে এই রুমে?’

রিদ ত্যাড়ামি করে উত্তর করলো না। আর না কিছু বলল। রিদের নিরবতাকে সুফিয়া খান সম্মতি ধরে নিয়ে বলল....

‘তুমি খাবে কিছু? খাবার দিবো? রাতেও কিছু খাওনি।’

বরাবরই সুফিয়া খানের প্রশ্নে রিদ নিরুত্তর রইল। আর না জায়গা ছেড়ে নড়লো। সুফিয়া খান রিদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল উত্তরের আশায়। রিদ রাতে কিছু খাইনি জেদ করে। উনি এতো করে ডাকল তারপরও রুম হতে বেরুল না। রিদের এখনো

মেডিসিন চলে। না খেয়ে এতো পাওয়ারফুল ঔষধ
খাওয়াটা রিদের শরীরের জন্য খুব রিস্ক। তাছাড়া
রিদের সুগারের সমস্যা আছে। না খেয়ে থাকলে
সুগারফল হয়। সুফিয়া খান ধৈর্য নিয়ে পুনরায় প্রশ্ন
করলো রিদকে বলল...‘ মেডিসিন নিয়েছিলে তুমি?
রিদ উত্তর না করায় সুফিয়া খান গোপনে দীর্ঘ শ্বাস
ফেলে বলল...

‘ তুমি রুমে যাও রিদ। আমি আছি মায়ার পাশে।
সুফিয়া খানের কথা উপেক্ষা করে রিদ সেখানেই
দাঁড়িয়ে রইল জেদ ধরে। ততক্ষণে বাসার একজন
কেয়ারটেকার বাটি হাতে জল নিয়ে রুমে প্রবেশ
করতে সুফিয়া খান সেদিনকে তাকাল। মায়াকে
জলপাটি দেওয়ার কাপড় ভিজিয়ে রেখেছে পানিতে।
কেয়ারটেকার মহিলাটি মায়ার পাশে বেড সাইটের
টেবিল বাটি-টি রাখতে সেখান থেকে ভেজা কাপড়টি
হাত নিলো মায়ার কপাল জলপাটি দিতে, সুফিয়া খান
বাঁধা দিয়ে মহিলাটিকে বলল...

‘ আপনি যান খালা! আমি পারব বাকিটা। রিদের দিকে
তাকিয়ে মহিলাটি আমতা আমতা করলো চলে যেতে।
রাতের বিষয়টি নিয়ে মহিলাটি বেশ ভয় পাচ্ছে

রিদকে। যদিও উনার সহকর্মী রহিমাকে হাশেমের হাতে ধ*র্ষিত হতে হয়েছে তারপরও রিদ হাতে হাশেমের নৃশংসভাবে হ*ত্যাটা ছিল ভয়ংকর। তাজা লা*শের র*ক্ত স্রোত মনে করলে এখনো উনার শরীরে কাটা দিয়ে উঠে ভয়ে। এই রক্তে দেখেই তো পাগল মাইয়াটা অসুস্থ হইলো। সারারাত তিনিও ঘুমাতে পারেনি রহিমার জন্য। রিদ খানের আদেশ পেয়ে সে এখানে এসেছিল। এখন যদি রিদ খানের কাজ না করে আবার চলে যায় তাহলে নিশ্চয়ই স্যার রাগ করবেন? কাজের মহিলাটিকে আমতা আমতা করে বলল....

‘ আমি আপনার লগে থাকি ম্যাডাম। কোনো সম.... মহিলাটিকে বলতে না দিয়ে সুফিয়া খান গম্ভীর স্বরে বলল...

‘ নো নিড! আপনি যান। কাজের মহিলাটি আর দ্বিমনা করলো না। ভয়ে ভয়ে সম্মতি দিয়ে বেড়িয়ে আসতে চাইলে পিছন ডাকল সুফিয়া খান। কাজের মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে বলল...

‘ খালা,ফ্রিজে খাবার রাখা আছে। আপনি সেটা গরম করে এই ঘরে দিয়ে যান।

‘ আচ্ছা ম্যাডাম ।

মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে কাজির মহিলাটি দ্রুত বেড়িয়ে যেতেই সুফিয়া খান মায়ার মাথায় জলপটি দিতে লাগল । খানিক সময় নিয়ে রিদের খাবারও চলে আসল সুফিয়া খানের ঘরে । জেদ্দি রিদ চুপচাপ খেয়েও নিলো মায়ের ঘরে সোফায় বসে । খাওয়া দাওয়া শেষে কক্ষ হতে বেড়িয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরেও আসল কিছুসময় পর । সুফিয়া খান বুঝতে পারল রিদ নিজের মেডিসিন নিতে গিয়েছিল কক্ষে । ততক্ষণে আসিফও মায়ার ঔষধ নিয়ে আসলে সুফিয়া খান মায়াকে সেসব খাওয়াল সময় নিয়ে । এই পুরোটা সময় রিদ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে । শেষ রাতের দিকে মায়ার জ্বর কমে আসতে রিদ সুফিয়া খানের কক্ষ ছাড়ল ।

~~

সকাল আটটা । এলোমেলো মায়া গায়ে চাদর টেনে ডাইনিংয়ে টেবিলের চেয়ারে পা তুলে বসে । সারা রাতভর জ্বরের তোপে শরীর বেশ দুর্বল মায়ার । সুফিয়া খান রাতভর জেগে মায়ার খেয়াল রেখেছেন । শেষ রাতে দিকে মায়ার গায়ের জ্বর কমে আসলে

তিনি মায়ার ঘামন্ত শরীরটা মুছে দেন অসুস্থতা কাটাতে। দুর্বল মায়ার টেবিলে মাথা ফেলে বসে। সুফিয়া খান বাটিতে করে মায়ার জন্য নুডলস রাখতে মায়া মাথা তুলে বসল। জ্বরের শুকনো মুখে বাটির দিকে তাকিয়ে বলল...

‘আমি খাব না আম্মু। সুফিয়া খান মায়ার কপালে হাত রেখে শরীরের জ্বর মাপলো। জ্বর নেই। তবে শরীরের দুর্বলতার রেশ কাটাতে কিছুটা সময় লাগবে মায়ার। খাবার খাইয়ে মায়াকে মেডিসিন দিতে হবে বলে সুফিয়া খান নরম সুরে বলল....

‘তুমি আম্মুর কথা শুনবে না?

মায়া মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিতে দিতে বলল...

‘শুনব!

‘গুড গার্ল! এবার খাবারটা ফিনিশড করো তারপর আমরা ঘুরতে যাব কেমন?

মায়া মাথা কাত করে পুনরায় সম্মতি দিল। সুফিয়া খান মায়ার সম্মুখে নুডলসের বাটি এগিয়ে দিতে তিনি মায়ার এলোমেলো খোলা চুল গুছিয়ে হাত খোঁপা করতে লাগলে মায়া চামচ নাড়িয়ে বাটি হতে অল্প নুডলস মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে নাক মুখ কুঁচকে

বলল....‘ আম্মু এই গুলো কেমন যেন তেঁতো তেঁতো,
খেতে পারি না, ফেলে দেয়?

মায়ার কথায় সুফিয়া খান বুঝলেন জ্বরের তোপে
মায়ার মুখ তেতো হয়ে আছে তাই খাবারের স্বাদ
পাচ্ছে না। তিনি মায়াকে কিছু বললেন না। আর না
ধমকালেন। বরং তিনি মায়ার ব্যাপারে খুবই নমনীয়
আর ধৈর্যশীল হলেন। উনার বেশ শখ ছিল একটা
মেয়ের। রিদের পরে রাদিফকে জন্মই দিয়েছিল
একটা মেয়ের আশায় কিন্তু উনার মেয়ে না হয়ে
ছেলে হওয়াতে উনি আর তৃতীয়বার সন্তান নেননি।
তবে এই শেষ বয়সে এসে মায়ার মতো করে একটা
মেয়ে পেয়ে যাবেন সেটা তিনিও ভাবতে পারেন নি।
যদিও মায়ার মানসিক ভারসাম্য ঠিক নেই। অতিরিক্ত
মানুষ ভয় পাই তবে সে সুফিয়া খানকে কথা খুব
মেনে চলে। বলতে গেলে মায়া সুফিয়া খানকে ছাড়া
কিছু বুঝে না।সার্বক্ষণিক উনার পিছন পিছন ঘুরতে
দেখা যায় মায়াকে। উনার মনে হয় উনি সেই
প্রথমবারের মতোন আবারও মেয়ের মা হয়েছেন
মায়াকে পেয়ে। যদি মেয়েরা বাবার নেওটা থাকে
কিন্তু মায়া যেন পুরোপুরি সুফিয়া খানের নেওটা মেয়ে

হয়েছে আছে। শক্তপোক্ত সুফিয়া খান কেমন কেমন করে জানি মায়ার উপর বেশ দুর্বল হয়ে গেছেন। চোখে হারানোর মতো মায়াকে সার্বক্ষণিক চোখে চোখে রাখেন তিনি। উনার ছেলে রিদ মায়াকে মেনে না নিলেও তিনি মায়াকে সারাজীবন নিজের কাছে রাখবেন বলে মনস্থিরও করে রেখেছেন। এই মেয়ে উনার কাছেই যত্নে থাকবে। উনার মেয়ে হয়ে। সুফিয়া খান মায়ার গালে আসা চুল গুলো কানে গুঁজে আদুরে হাত বুলাল মায়ার মাথায়। আদুরে স্বরে বলল...‘ পছন্দের খাবার ফেলতে নেই আম্মু। আল্লাহ নারাজ হয়। আন্তে আন্তে খাও তাহলে দেখবে সব শেষ হয়ে গেছে। এই খাবার গুলো আমি কষ্ট করে তোমার জন্য বানিয়েছি, তুমি না খেয়ে ফেলে দিলে আমি কষ্ট পাব। তুমি কি চাও আম্মু কষ্ট পাক? মায়া ভাসা ভাসা দুচোখে সুফিয়া খানের দিকে তাকিয়ে অসম্মতি জানাল। যার অর্থ সে চাই না ওর আম্মুকে কষ্ট দিতে। সুফিয়া খান ঝুঁকে মায়ার মাথায় চুমু খেতে খেতে বলল...

‘ তুমি খাবারটা শেষ করো আম্মু আসছি কেমন? মায়া পুনরায় ঘাড় কাত করে সম্মতিতে দিতে সুফিয়া খান

কিচেনে দিকে এগোল রিদের খাবার রেডি করতে।
যদিও রিদ বিগত দেড়মাসে বাড়িতে কারও সঙ্গে বসে
খাইনি তবে আজ রিদ উনাদের সঙ্গে বসে নাস্তা
করবে। শুধু নাস্তা নয়, উনার ধারণা মতে রিদের তিন
বেলায় উনাদের সঙ্গে খাওয়া কথা। কারণ তিনি
দেখেছেন ছেলের চোখে মায়াকে হারানোর ভয়। আর
এই ভয়ই রিদকে মায়ার আশেপাশে রাখবে। সুফিয়া
খান চলে যেতেই মায়া বাটির দিকে তাকাল।
নুডলসের চেয়ে চিংড়ি মাছ আর মাসরুম বেশি।
মায়ার পছন্দের খাবারের মধ্যে চিংড়ি মাছ একটা।
সেইগুলোই একে একে মুখে তুলছিল সব, হঠাৎই
চেয়ার টানার শব্দে মায়া খেতে খেতে চোখ তুলে
সামনে তাকাতে দেখল রিদ মায়ার পাশের চেয়ারটা
টেনে বসেছে। রিদকে দেখেই মায়া অস্থির উত্তেজিত
হলো ভয়ে। রাতে কথা মনে করতে চিৎকার করলো
সুফিয়া খানের উদ্দেশ্যে। মায়ার চিৎকারে তৎক্ষণাৎ
ছুটে আসলো সুফিয়া খান। মায়াকে আতঙ্কিত হতে
দেখে তিনি নিজেও ভয় পেলেন। ভেজা হাতে ছুটে
এসে মায়াকে জড়িয়ে ধরতে মায়া ভয়ার্ত মুখ লুকাল

সুফিয়া খানের বুকে। অধৈর্যের সুফিয়া খান রিদকে শাসিয়ে বলল....‘ কি করেছো তুমি ওর সাথে?

রিদ সবে মাত্র বসেছিল। সে কিছু করার আগেই বদনাম হয়ে গেলে এই মেয়ের চিৎকারে। এখন সবদোষ তাঁর। কিছু করার পর দোষ দিলে নাহয় মানা যেত কিন্তু এই মেয়ে তাঁকে সেই সুযোগটায় দিল না। তার আগেই তাঁকে দেখে চিৎকার করে বসলো। রিদ বিরক্তি গলায় বলল....

‘ আমি আবার কি করবো?

‘ তাহলে কাঁদছে কেন ওহ?

‘ চোখে পানি বেশি সেজন্য।

বরাবরই রিদের ত্যাড়া উত্তর। সুফিয়া খান রিদকে কিছু না বলে মায়াকে নিয়ে চলে যেতে চাইল। মায়া একহাতে সুফিয়া খানকে জড়িয়ে অন্যহাতে নিজের নুডলসের বাটি চেপে দাঁড়াতে চাইলে বাটিতে টান পরলো রিদের। একহাতে মায়া নিজের বাটি টানছে তো অপরহাতে রিদ মায়ার বাটি চেপে বসে আছে দিবে না বলে। মায়ার অর্ধ খাওয়া বাটিতে রিদের হাত দেখে মায়া পুনরায় কাঁদল নিজের বাটি ছাড়াতে চেয়ে। সুফিয়া খান সেদিকে তাকিয়ে বিরক্তির সহিত

রিদকে শুধিয়ে বলল....‘ কি সমস্যা তোমার? ওর বাটি ছাড়ছো না কেন? ছাড়ো এটা।

রিদ দু’হাতে মায়ার থেকে বাটি কেঁড়ে নিলো নিজের কাছে। মায়ার মুখ লাগানো চামচটা দিয়ে নিজের মুখে নুডলস তুলতে তুলতে বলল...

‘ এটা আমার তাই ছাড়ছি না।

মা হয়ে তিনি রিদকে কখনো এসব নুডলস খেতে দেখেছে কিনা সন্দেহ। রিদের এসব মশল্লা জাতীয় খাবার পছন্দ নয়। সে সবসময় হেলদি খাবার খেয়ে পছন্দ করে। বলতে গেলে উনার পরিবারের সবাই হেলদি খাবারই খেয়ে থাকেন। শুধু মায়া বাদে। পরপর রিদকে মায়ার খাওয়া নুডলস মুখে তুলতে দেখে কপাল কুঁচকাল সুফিয়া খান। তীক্ষ্ণ গলায় রিদকে শুধিয়ে বলল....

‘ তোমার তো এসব খাবার পছন্দ না রাইট? তাহলে খাচ্ছে কেন?

‘ আজ পছন্দ হয়েছে তাই খাচ্ছি।রিদের কথায় সুফিয়া খান চুপ রইল। বেশি কথা বাড়াল না। অনেক দিন পর রিদ উনার সঙ্গে একটু স্বাভাবিক কথা বলছে এটাই অনেক। মায়ার জন্য না-হয় উনি পুনরায়

খাবার বানিয়ে দিবেন। মায়াকে নিয়ে সুফিয়া খান
কিচেন রুমের দিকে যেতেই রিদ নুডলস মুখে তুলতে
তুলতে চোখ ঘুরিয়ে তাকাল কিচেনের দিকে। ডাইনিং
হতে কিচেন স্পষ্ট দেখা যায়। সেখানে সুফিয়া খানের
আঁচল ধরে মায়া দাঁড়িয়ে। হাতে একটা আপেল। কিছু
সময় পরপর তাতে কামড় বসাচ্ছে চিবোতে চিবোতে।
রিদ শান্ত দৃষ্টিতে মায়ার দিকে তাকিয়ে বাকি খাবারটা
শেষ করলো। টিস্যু দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে উঠে
দাঁড়াল। টেবিল ছেড়ে চলে যেতে গিয়ে পুনরায় মায়ার
দিকে তাকাল। মায়া ঘাড় ঘুরিয়ে ততক্ষণে এইদিকেই
তাকিয়ে ছিল, এতে দুজনের চোখাচোখি হলো মূহুর্তে।
ভয়ার্ত মায়া তৎক্ষণাৎ রিদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে
নিতেই রিদ প্রস্থান করলো ডাইনিং হতে। রিদকে চলে
যেতে দেখে পিছন পিছন সুফিয়া খানও আসল রিদের
খাবার নিয়ে। প্লেটভর্তি খাবার টেবিলে রাখতে রাখতে
দেখল রিদ মায়া রাখা অল্প খাবার খেয়েই বেড়িয়েছে।
সুফিয়া খান দীর্ঘ শ্বাস ফেলে মায়ার দিকে তাকাল।
উনার শরীর ঘেঁষে মায়া দাঁড়িয়ে। মা ছেলের অদৃশ্য
দূর্বলতা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মেয়ে। রিদ চাচ্ছে মায়ার
অসুস্থতার পাশে দাঁড়াতে কিন্তু কোনো কিছু উনার

ছেলেকে আটকাচ্ছে মায়ার কাছে আসতে। কিন্তু কি?
মায়ার বিয়ে? নাকি অন্য কিছু? যদি মায়ার বিয়েটা
রিদকে তার বউ থেকে দূরে রাখে তাহলে সেটাও
সঠিক নয়। প্রথম স্বামী জীবিত অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে
জায়েজ নয় সেটা রিদ নিজেও জানে। জেনে বুঝে সে
নিশ্চয়ই অবুঝপনা করবে না? অবশ্যই অসুস্থ মায়া
পাশে দাঁড়াবে? আর যদি সত্যি মায়ার বিয়ে নিয়ে রিদ
দ্বিধায় থাকে তাহলে সেটা রিদ চাইলে সে নিজে
ক্লিয়ার হতে পারে। খোঁজ করতে পারে মায়ার
বিয়েটার ব্যাপারে। যেটা রিদ নিজ থেকে করছে না
তারমানে রিদ সেচ্ছায় চাচ্ছে না মায়ার বিষয়টা
ক্লিয়ার হতে। হয়তো রিদ মায়ার সুস্থতা অপেক্ষা
করছে সত্যিটা জানার? মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার সুফিয়া
খানের মনে হলো রিদের দ্বিধা দূর করতে হলেও
উনার কোনো আলেমের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন।
দরকার হলে দুজনের পুনরায় বিয়ে দিবে তারপরও
উনার ছেলের সকল দ্বিধা দূর করে মায়াকে হালাল
করবে রিদের জন্য। তপ্ত রোদে উত্তপ্ত শহর। আরিফ
সবে দোকানে ঘাঁটি হতে বাসায় ফিরল। ক্লান্তিতে
বাসার কলিংবেলের চেপে দাঁড়াল গায়ের শার্টটা

দু'বার ঝাঁকিয়ে। শরীরের ঘামে শার্ট ভিজে লেপ্টে।
এই সময়ে গোসল না করলেই নয়। বড্ড অসহ্য
লাগছে নিজেকে। আরিফে কলিংবেল বাজানোর দশ-
পনেরো সেকেন্ডে মাঝে দরজা খোলা দিল কেউ।
আরিফ ক্লান্তিময় চোখে সামনে তাকাতে তার চোখ
শিথিল হলো কারও স্নিগ্ধ মুখ দেখে। ফুটফুটে লাজুক
হেসে দরজা ধরে দাঁড়াল সে। যেন এতক্ষণ সে
আরিফের অপেক্ষায় বসে ছিল। আরিফ ঘরে প্রবেশ
করতে করতে আরও একবার চোখ ঘুরিয়ে তাকাল
মেয়েটির দিকে। মূহুর্তে দুজনের চোখাচোখি হলো।
সংকোচে আরিফ চোখ নামিয়ে নিলেও মেয়েটি নিলো
না। বরং দরজা লাগিয়ে আরিফের পিছন পিছন রুম
অবধি যেতে যেতে বলল....‘ আজ এতো বেশি দেরি
হলো কেন তোমার ফিরতে?

প্রশ্নে গাঢ় অধিকারবোধ জমা মেয়েটির। আরিফ সেই
অধিকারকে সম্মান জানিয়ে রুমে যেতে যেতে ঘাড়
ঘুরিয়ে তাকাল বসার ঘরের দেয়াল ঘড়ির দিকে।
ঘড়ির কাটা ৩ঃ১৫ মিনিটে দেখে সে খানিকটা চিন্তিত
স্বরে বলল....

‘ বেশি দেরি হয়েছে আমার?

আরিফের দৃষ্টি ধরে মেয়েটিও এক পলক তাকাল সময়ের কাটার দিকে। আরিফের কথার সম্মতি দিয়ে বলল....

‘ হুম! হয়েছে একটু তবে ব্যাপার না।

‘ আম্মু কই? দুপুরে খেয়েছে কিছু?

‘ হুম খেয়েছে। কিন্তু আম্মু মায়াকে দেখার জন্য রোজ কান্নাকাটি করে। তুমি আম্মুকে মায়ার কাছে নিয়ে গেলেই তো পারো। ফিহার কথায় আরিফ চুপ রইল। মায়ার অসুস্থতার কথা সবার জানা। কিন্তু মায়া কতো ভারসাম্যহীন রোগী সেটা রেহেনা বেগম বা ফিহা তারা কেউ জানে না। আরিফ মায়ার বিষয়টা ওর মাকে জানাতে চাই না বলেই ফিহাকে কিছু বলে না। যদিও ফিহা সত্যিটা জানলে ওর মাকে বলবে না তারপরও আরিফ রিস্ক নিতে চাইনা তার মাকে নিয়ে। মায়ার সত্যিটা জানলে রেহেনা বেগম আরও অসুস্থ হয়ে পরবেন বলেই আরিফ সত্যিটা জানাতে চাইনা নিজের মাকে। তাছাড়া আরিফ ইন্ডিয়া থেকে ফেরার পর বেশ কয়েক বার চেষ্টা করেছিল মায়ার সঙ্গে দেখা করার। কিন্তু রিদ খানের কড়া সিকিউরিটি ভেঙ্গে সে আজও সক্ষম হয়নি মায়ার সঙ্গে দেখা

করার। বলতে গেলে মায়ার জন্য ওর পরিবারকে
নিষেধ করে দিয়েছে রিদ খান। তবে আসিফের সঙ্গে
আরিফের রোজ কথা হয় রিদের অগোচরে। আসিফ
থেকে জানতে পাই মায়ার মানসিকতার সম্পর্কে।
তার পরিবার কতোটা মানসিক চাপে ফেললে তার
হাসিখুশি চঞ্চল বোনটা এভাবে পাগল হয়ে যায় সেটা
ধারণা আরিফও করতে পারে না। মায়ার কথা মনে
পরলে আরিফের তীব্র বুক ব্যথা করে অপরাধ বোধে।
বড়ো ভাই হয়ে সে বোনকে হেফাজত করতে
পারেনি। আরিফের অনুপস্থিতিতে ওদের পরিবারের
সবাই মায়াকে অন্যত্র বিয়ে দিবে সেটা সত্যি
আরিফের কাছে অকল্পনীয় ছিল। আরিফের এতোবার
করে বলার পরও বিবাহিত মায়াকে আবারও বিয়ে
দেয়াটা শুধু অন্যায় নয় পাপও হয়েছে। সে ইন্ডিয়া
থেকে ফিরে মায়ার বিয়ের খবরটা শুনে তার মাথায়
আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মতোন শকট হয়েছিল। তারপর
এই নিয়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে আরিফের
ঝামেলাও হলো। বাপ-চাচা ফুফিরা সবাইকে এড়িয়ে
মায়ের হাত ধরে সে সেই রাতে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে
আসল তার অসুস্থ পরিবারকে ত্যাগ করে। যে

পরিবারে সন্তানদের জীবনের কোনো মূল নেই সেই পরিবারের আরিফও থাকবে না বলে ঠিক করলো। মায়ের হাত ধরে চট্টগ্রামে তার বাসায় এসে উঠলো। একা বাড়িতে আরিফ আর ওর মা-ই থাকতো। কিন্তু দিনদিন মায়ার জন্য রেহেনা বেগমের অসুস্থতা বাড়তে থাকলে সে হিমসিম খেতো নিজের মা আর নতুন নতুন বড়ো করা ব্যবসাটাকে একত্রে সামলাতে। এবার সে সবে মাত্র ব্যবসাটা বড়ো করে তুলেছে। না চাইতেও সারাদিন রাত তার গোড়াউনে পরে থাকতে হতো বলে, তার মা অযত্নে অসুস্থতায় বাসায় পরে থাকত একা একা, এজন্য সে এক সন্ধ্যায় নিজের মাকে নিয়ে ফিহার হোস্টেলে হাজির হয়। ঘামন্ত শরীরে ময়লা শার্টে ফিহাকে ফোন করে নিচে নামতে বলে সে গাড়ি বাহিরের দাঁড়ায়। ফিহার গায়েও সাদামাটা পোষাক ছিল সবসময়ের মতোন। কিন্তু ফিহা নিচে নেমে আসতে আরিফ ফিহাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে তৎক্ষণাৎ। সেদিন ফিহা প্রচুর শকট হয়েছিল। যদিও দুজনের মাঝে তাদের বিয়ে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল কিন্তু আরিফ হুট করে এসে ফিহাকে বিয়ে করতে চাইবে এমনটা জানতো না

ফিহা। আরিফের প্রস্তাবে প্রথমে ফিহা না করতে চাইল নিজের পরিবারের অনুপস্থিত দেখে। কিন্তু পাঁচে রেহেনা বেগমের অসুস্থতা কথা চিন্তা করে সেই রাতেই আরিফের হাত ধরে বিয়ে করে এই বাসায় এসে উঠে। তারপর থেকে ফিহা এবাড়িতেই থাকছে আরিফের বউ হয়ে। রেহেনা বেগমের শরীরও আগে থেকে অনেকটা সুস্থ। শুধু মায়ার জন্যই কান্নাকাটি করে সবসময়। যা আরিফ চাইলেও নিজের মাকে মায়ার অবধি নিয়ে যেতে পারে না। কারণ রিদ খান মায়ার সঙ্গে কারও দেখা করতে দিবে না। হয়তো রিদের জায়গায় আরিফ থাকলে তাই করতো। নিজের বউয়ের বিয়ে জোর করে অন্য কোথাও দেওয়া হলে সেও ঠিক এমন করেই সবাইকে নিষেধ করতো ফিহা সঙ্গে দেখা করতে। তাই আরিফের ধারণা মতে রিদ খান নিজের জায়গায় ঠিক বলে সেও কোনো কিছুতে বাড়াবাড়ি করে না। বরং চুপ থাকে। আপাতত তার মায়ার ব্যাপার কি করা উচিত সে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারলেও হয়তো রিদ খান আরিফকে কিছু করতে দিবে না। মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার মাঝে আরিফ

রুমে প্রবেশ করে গায়ের শাটটা খোলতে খোলতে বলল...‘ তুমি খেয়েছ কিছু?

ফিহা বিছানার উপর পা ঝুলিয়ে বসতে বসতে বলল...

‘ না তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম ।

‘ এতো বেলা অবধি অপেক্ষা না করলেই পারো ফিহা । আমার আসতে মাঝেমধ্যে দেরি হতে পারে তুমি খেয়ে নিয়ো ।

‘ বিয়ের আগেই তোমাকে দুপুরে না খাইয়ে খাইনি কখনো, এখন বিয়ের পর খাবো?

আরিফ বেশ শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল ফিহার সুন্দর আদলের মুখটার দিকে । ফিহার অবদান তার জীবনে অনেক । সবসময় আরিফ সুখে-দুঃখে ফিহাকে পাশে পেয়েছে সে । বিয়ের আগে তাদের সম্পর্ক ছিল এক বছরের । কিন্তু দুজন পরিচিত ছিল দুই বছরের । এই দুই বছরের ফিহা রোজ তার জন্য দুপুরে খাবার পাঠাতো টিফিন করে কোচিং সেন্টারে । মাঝেমধ্যে রাতেও পাঠাত যদি আরিফ ব্যস্ত হয়ে বাসায় ফিরতে না পারতো তাহলে । এই দুই বছরের আরিফ ফিহাকে খুব কাছ থেকে দেখেছে সে, ফিহা ভালোবাসার থেকে ভালোবাসার মানুষকে যত্ন করতে পারে বেশি । আর

আরিফ ফিহার যত্নে আটকিয়েছে। যখন আরিফের সবচেয়ে বিপদের সময় কাউকে প্রয়োজন ছিল তখন ফিহা এক কাপড়ে আরিফকে বিয়ে করে এই বাসায় এসে উঠেছে। তার মা খেয়াল রাখছে অথচ আরিফ কখনো মুখ ফুটে জানতে চাইনি ফিহা আদৌও আরিফের কাছে ভালো আছে কিনা....‘ তুমি আমার কাছে ভালো আছো তো ফিহা?

আরিফের কথায় ফিহা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে বলল....

‘ আরে তোমার কাছে আমি বিন্দাস আছি জান। তোমার মতো সুন্দর আর দায়িত্বশীল স্বামী পেয়ে আমি খুশি হবো না বলো? তোমার জায়গায় যদি আমি কোনো মোটা ভুঁড়িওয়ালা, টাক মাথার কাউকে বিয়ে করতাম তাহলে হয়তো সমস্যা হতো। ব্যাডা কিস করতে আসলে আমি তো ভয়ে ফিট হয়ে যেতাম। কিন্তু তোমাকে দেখলে আমার ভয় লাগে না বরং আদর আদর লাগে।

ফিহার চঞ্চলতায় ইতস্ততবোধ করল আরিফ। যদিও তাঁরা এখন হাসবেণ্ড -ওয়াইফ। এর পূর্বে রিলেশনে ছিল একবছর তারপরও আরিফ এসব বিষয়ে ফিহার সঙ্গে সহজ হতে পারেনি। কিন্তু চঞ্চল ফিহা প্রায়

আরিফকে এটা সেটা বলে ইতস্ততায় ফেলে দেয়।
আরিফ কথা ঘুরাতে চেয়ে বলল... ‘তুমি খাবার দাও,
আমি গোসল করে আসছি।

আরিফকে ইতস্ততবোধ করতে দেখে ফিহা তীক্ষ্ণ
দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল...

‘তুমি কি কিসের ব্যাপারটায় লজ্জা পাচ্ছে জান?
আরিফ ফিহাকে অপেক্ষা করে ঘামন্ত শার্টটা ময়লার
ঝুড়িতে রেখে হাতে তোয়ালে নিয়ে ওয়াশরুমের দিকে
যেতে যেতে ফিহার উদ্দেশ্যে বলল...

‘সারাক্ষণ তোমার মাথায় এসব অদ্ভুত চিন্তাভাবনা
ঘুরে কেন?

আরিফকে পালাতে দেখে ফিহা তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে
ওয়াশরুমের দরজা ধরে দাঁড়াল আরিফের পথ
আঁটকে বলল...

‘তুমি আমার কথায় লজ্জা পাচ্ছে রাইট?
আরিফ থমথমে গলায় অসম্মতি দিয়ে বলল... ‘না
পাচ্ছি না সরো!

ফিহা তৎক্ষণাৎ নিজের ডান গাল আরিফের দিকে
বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল...

‘ তাহলে একটা কিস করে দেখাও তো তুমি লজ্জা পাচ্ছে কি না সেটা।

আরিফ থমথমে মুখে ফিহাকে শুধিয়ে বলল...

‘ ফিহা আমি ঘেমে আছি, সরো। গোসল করবো।

‘ তুমি ঘামলে আমার সমস্যা নাই। ঘামন্ত শরীরে চুমুটা লবনাক্ত লাগবে এই যা। লবন আমার পছন্দ, তুমি করো তো। ফিহা পুনরায় গাল বাড়িয়ে দিতে চাইল আরিফের ঠোঁটের সামনে। কিন্তু ফিহার দু’পা উঁচিয়ে আসায় কারণে শরীরের খেই হারিয়ে পরে যেতে নিলে একহাতে আরিফের খালি বুক আঁকড়ে ধরতে চাইল পরে যাওয়া থেকে বাঁচতে, কিন্তু আরিফের শরীরের কাপড় না থাকায় হাত ফস্কে যেতে আরিফ তৎক্ষণাৎ দু’হাতে আঁকড়ে ধরলো ফিহাকে। ফিহার পিঠ ঠেকে গেল ওয়াশরুমের দরজায় আর আরিফের মুখ ফিহার গলায়। কয়েক সেকেন্ডের মাঝে ফিহার গলায় চিনচিন ব্যথা অনুভব করতে ফিহা চমকে উঠার মতোন আরিফকে দু’হাতে ঠেলে দূরে সরাতে চেয়ে বলল....

‘ আরিফ ছাড়ো ব্যথা পাচ্ছি আমি।

আরিফ তৎক্ষণাৎ ফিহাকে ছাড়লো না। বরং সময় নিয়ে ফিহা থেকে সরে দাঁড়াতে মূহুর্তে ফিহার হাত চলে যায় ব্যথিত গলায়। কামড়ের জায়গাটা ভিষণ জ্বলছে। ফিহা বিরক্তি চোখে আরিফের দিকে তাকাতে আরিফ বলল....

‘এটা চলবে? নাকি আরও একটা লাগবে তোমার? আরিফের কথায় ফিহাও দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সে আরিফকে ঠেলে সরিয়ে দিল নিজের থেকে। রুম হতে বেড়িয়ে যেতে যেতে বলল....‘ কাইস্টা লোক! বউকে কিস করবে তাতেও হিসাব করে বলে তোমার একটা লাগবে নাকি দুইটা? পারলে আমার কাছে আইসো আনলিমিটিডে বন্যা বয়ে দিব।

ফিহা কথা গুলো ভেঙ্গ করেই বললো আরিফকে। আরিফ ফিহার ভেঙ্গ ভঙ্গি ভঙ্গিমা দিকে তাকিয়ে হতাশ হলো। ফিহা সবার সাথে ভালো ভদ্র মেয়ে হলেও আরিফের বেলায় সে প্রচণ্ড চঞ্চল আর বাঁদর টাইপ। আরিফের অবশ্য মন্দ লাগে না ফিহা চালচলনে। বরং খানিকক্ষণের জন্য হলেও আনন্দ দেয় শত কষ্টের মাঝে। জুই নিজের কক্ষে শুয়ে। একা একঘেয়েমি জীবনটা যেন ছন্ন ছাড়া হয়ে গেছে। বাসায় বলতে

ওরা পাঁচ সদস্য রয়েছে। জুই, ওর মা-বাবা, বড়ো চাচা, আর মুক্তা। ওদের এতো সুন্দর পরিবারটা যেন কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। আগের মতোন প্রাণচাঞ্চল্যতা নেই কারও মাঝে। মায়ার অসুস্থতা ঘিরে যাবতীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে মায়ার বাবাও কষ্ট পাচ্ছেন। দিনদিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে অসুস্থতায়। তারউপর আবার আরিফ তার মাকে নিয়ে ঘর ছাড়লো। জুইরা শুনেছে আরিফ নাকি চট্টগ্রামে বিয়েও করেছে কাকে। সেই বউ নিয়ে থাকছে বড়ো চাচীকে নিয়ে। এসবের মাঝে জুইরাই ভালো নেই। কেমন নিস্তরঙ্গ আর হাহাকার এই পরিবার জুড়ে। জুইয়ের মাঝেমধ্যে মনে হয় সে এই পরিবার ছেড়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে। নয়তো এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে সেও একদিন মায়ার মতো অসুস্থ হয়ে পরবে। ওর পড়াশোনা বন্ধ। হাতে ফোন নেই। কোথাও যেতে পারে না। কেমন ঘরবন্দী হয়ে আছে সে। মায়া কেমন আছে সেটাও জানতে পারে না। সব মিলিয়ে কেমন দমবন্ধ পরিস্থিতিতে আছে জুই। মায়াকেও ভিষণ মিস করছে কিন্তু মায়ার সঙ্গে দেখা করা বা কথা বলার উপায় নেই জুইয়ের। ওর বাবা নিষেধ

করেছে কেউ ঐ পরিবারের নাম না নিতে। হয়তো
রিদের জুইয়ের বাবাকে করা আঘাত থেকেই জুইয়ের
বাবা সাজিদুল ইসলাম ক্ষিপ্ত ঐ পরিবারের সঙ্গে।
জুইয়ের চিন্তা ভাবনার মাঝেই সাজিদুল ইসলাম হাক
ছেড়ে গলা ফাটিয়ে ডাকল জুইকে। হঠাৎ করে
জুইয়ের নাম ধরে সাজিদুল ইসলামকে চিৎকার
করতে দেখে ধড়ফড়িয়ে শূয়া থেকে উঠে বসলো
জুই। গায়ের ওড়নাটা টেনে দৌড়াল বাবার উদ্দেশ্যে।
তাড়াহুড়ো দৌড়ে জুই সাজিদুল ইসলামের কাছে
পৌঁছাতে ওর কিছু বলার আগে সাপটে থাপ্পড় পরলো
জুইয়ের গালে। ছিটকে পরার মতোন ফ্লোরে পরলো
জুই। জুইয়ের মা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ জুইকে
থাপ্পড় মারতে দেখে তিনি আহাজারি করে জুইকে
টেনে ধরতে সাজিদুল ইসলাম হুংকার ছেড়ে বলল....‘
ঐ বাড়ির ছেলে আমাকে তোর জন্য ফোন দেয় কেন?
আমার মেয়ের বিষয়ে ঐ বাড়ির ছেলের কি কথা
থাকতে পারে? আমি মানা করছিলাম না ঐ বাড়ির
সঙ্গে কেউ যোগাযোগ না করতে? তারপরও কেন
ঐবাড়ি থেকে কল আসে তোর নামে?

বাবার কথায় জুই ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। গালে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ পরেছে। জুই বুঝতে পারে ঐ বাড়ির থেকে হয়তো আয়নের কল এসেছিল ওর বাবার ফোনে। যার জন্য সাজিদুল ইসলাম এতোটা রেগেছেন। কিন্তু জুইয়ের মা বুঝল না উনার স্বামী কার কথা বলছেন তাই তিনি মেয়েকে বুকে জড়াতে জড়াতে আহাজারি করে বলল....‘ ঐ বাড়ি থেকে কার না কার ফোন এসেছে বলে আপনি আমার মেয়েটাকে মারবেন? ওরা কি এমন বলেছে আমার মেয়ে নামে? কি করেছে আমার মেয়ে? সত্যিটা না জেনে আপনি আমার মেয়েকে মারলেন কেন?

‘ তর্ক করবা না সালেহা। তোমার মেয়ের জন্য ঐ বাড়ির ছেলে ফোন করেছে মানে ওহ নিশ্চয়ই ঐ বাড়িতে যোগাযোগ করেছে। যদি ওর বাকি বোনদের মতোন ওর ও ঐ বাড়ির ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তাহলে তোমার মেয়েকে আমি কেটে নদীতে ভাসায় দিব। যে মেয়ে বাবার সম্মান নষ্ট করে সেই মেয়ের দরকার নেই আমার মনে রাইখো। কথাটা বলে সাজিদুল ইসলাম বাহিরের দিকে চলে গেল। জুই মায়ের বুকে আছড়ে পরে কাঁদতে লাগল। আয়ন

হঠাৎ করে জুইয়ের বাবাকে কল দিবে সেটা বুঝতে পারেনি জুই। তবে আয়ন যে ওদের দুজনের সম্পর্কে কথাটা জুইয়ের বাবাকে বলেনি সেটা সাজিদুল ইসলামের কথায় বুঝেছে জুই। তবে আয়ন বলতে কতক্ষণ? ভয়াত জুই আরও ভয়াত হলো। মাকে জড়িয়ে ফুপাতে লাগলো অঝোরে। মায়ার খোঁজে খোঁজে রিদ সুফিয়া খানের কক্ষে এসে দাঁড়াল। কিন্তু খালি ঘরটা দেখে অস্থির পা চালাল বারান্দার দিকে। রিদের এতক্ষণে পুরো বাড়ি খোঁজা হয়ে গেছে মায়াকে। কিন্তু কোথাও কোনো রেশ নেই মায়া। হঠাৎ মায়া কোথায় যেতে পারে ভেবেই অস্থির রিদ আরও অস্থির হলো। সুফিয়া খান বাড়িতে নেই সেটা শুনেই সে বাড়িতে এসেছিল মায়ার খোঁজে। কিন্তু মায়াকে কোথাও না পেয়ে তার ভিতরকার ভয়টা যেন আরও বাড়ল। অস্থির পা বারান্দার দরজা সম্মুখে যেতে যেতে থেমে গেল সামনের দৃশ্য দেখে। মায়া পা গুটিয়ে ফ্লোরে বসে। সুফিয়া খান চেয়ারে বসে মায়ার খোলা চুলে তেল জাতীয় কিছু দিচ্ছেন। রিদের উপস্থিতি পেয়ে দুজন পিছন ফিরে তাকাতে দেখলো রিদকে। মায়ার চোখে ভয় নেই কিন্তু সুফিয়া খানের

কপাল কুঁচকে আসল রিদের অস্থির উত্তেজিত মুখটা দেখে। তিনি এই অসময়ে রিদকে বাড়িতে দেখে বলল...‘ কি হয়েছে বাবু? কোনো সমস্যা?

মাতৃত্বের ভালোবাসায় সুফিয়া খান রিদকে বাবু বলেই সম্মোধন করে প্রায়শই। রিদ মায়ের কথায় স্বস্তির শ্বাস ফেলে চোখ ঘুরাল মায়ার দিকে। মায়াকে হেফাজতে দেখে ছোট করে বলল...

‘ না!

কথাটা বলে রিদ চলে যেতে নিলে পিছন ডাকল সুফিয়া খান বলল...

‘ দুপুরে খেয়েছিস? নাকি খাবার দিব?

‘ দাও!

মায়ার অর্ধ মাথায় তেল দেওয়া অবস্থায় সুফিয়া খান উঠে দাঁড়াল মায়াকে নিয়ে। দুপুরে খাওয়ার সময় হয়েছে। যদিও মায়াকে আগেই খাওয়ানো হয়েছে তবে তিনি ভেবেছিল মায়ার মাথার তেলটা শেষ করেই তিনি খাবেন। এখন রিদের উপস্থিতিতে ভালোই হলো। অন্তত রিদ নিজের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছে। সুফিয়া খান মায়ার চুল গুলো পেঁচিয়ে হাত খোঁপা করে মায়াকে নিজের সঙ্গে নিয়ে

গেল। রিদের গোসল করতে করতে সুফিয়া খান
ততক্ষণে খাবার রেডি করলো সার্ভেঁদের নিয়ে।
মায়ার হাতে এক বাটি চিজ পাস্তা তুলে দিতে মায়া
সেগুলো খেতে খেতে ডাইনিং পেরিয়ে ড্রয়িংরুমে
দরজার সামনে দাঁড়াল। বাগানে পাকা ফলের দিকে
তাকিয়ে মুখের খাবার চিবোল। রিদ গোসল শেষ
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে মায়াকে একা পেল।
বিগত দেড়মাসে সে মায়াকে একা দেখেছে কিনা
সন্দেহ। সারাক্ষণ সুফিয়া খানের পিছন পিছন ঘুরে
মায়া। আজ একা পেয়েই রিদ সেদিকে হাঁটল। মায়ার
পিঠে তাঁর বুক ছুঁই ছুঁই করে দাঁড়িয়ে মায়ার উদ্দেশ্যে
বলল...‘ আমি থাকতে বিয়েটা কেন করলে রিত?
রিদের হঠাৎ কথায় চমকে উঠার মতোন মায়া
তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পিছন ফেরতে মায়া মুখ বাজল
রিদের বুকে। দ্রুত পিছন হাঁটতে চাইলে রিদ সামনে
এগিয়ে মায়ার সঙ্গে দূরত্ব গোছাল। মায়া রিদের ভয়ে
তৎক্ষণাৎ হাতে বাটি পিছনে লুকাল। মায়ার ধারণা
রিদ সকালের মতোন করে আবারও মায়ার খাবার
চিনিয়ে খেয়ে ফেলবে। মায়াকে নিজের খাবার লুকাতে
দেখে রিদ কপাল কুঁচকে তাকাল মায়ার দিকে মূহূর্তে

তার চোখ শিথিল হয়ে গেল মায়ার নতুন রূপ দেখে।
মায়ার নাকে ছোট পাথরের নাকফুলটা চকচক করে
উঠলো রিদের চোখে। রিদ মোহিত চোখ ঘুরাল মায়ার
মুখে। দেখল কানে দু'টো ডায়মন্ডে পাথরের দুল
দেওয়া। গলায় চেইন, হাতে স্বর্ণের চুড়ি। রিদ দৃষ্টি
নত করে মায়ার পায়েও তাকাল। দেখল দুটো স্বর্ণের
পায়েল জড়িয়ে মায়ার দু'পায়ে। রিদ ফের নিজের
মোহিত দৃষ্টি ঘুরাল মায়ার আদলের নিষ্পাপ মুখটার
দিকে। কেমন ডাগর ডাগর ভয়াৰ্ত চোখে রিদের
দিকে তাকিয়ে সে। রিদ হাত বাড়িয়ে মায়ার নাকের
ফুলটা ছুঁতে মায়া রিদের ভয়ে আরও সিটিয়ে গেল।
মায়া আশেপাশে তাকিয়ে সুফিয়া খানকে খোঁজল
রিদের থেকে বাঁচতে চেয়ে। রিদ মায়ার ভয়াৰ্ত মুখ
দেখে মোহিত গলায় বলল....' এসব কে দিয়েছে
তোমায়?

রিদের আঙ্গুল ঘুরলো মায়ার নাকফুলে,
মায়া ভয়াৰ্ত মুখে মিনমিন করে বলল...

‘ আম্মু!

রিদ মায়ার মুখে দৃষ্টি ঘুরিয়ে কানে তাকাল। দুই
আঙ্গুলে মায়ার কানের দুলে ঠুকা দিতে দিতে একই
গলায় বলল...

‘ সুন্দর!

মায়া রিদের ভয়ে ভয়াৰ্ত গলায় পুনরায় মিনমিন করে
বলল...

‘ আমি যাই?

‘ না!মায়াকে দাঁড়ায় করিয়ে রেখে রিদ ফের মায়াতে
দৃষ্টি বুলাল। সে কখনো মায়াকে এইভাবে কল্পনা
করেনি। মূলত রিদ বুঝে না মেয়েদের কিভাবে
সাজালে বউ বউ লাগে। রিদের অবুঝ হৃদয়ে বুঝ
যেন সুফিয়া খান দিল মায়াকে বউয়ের মতো করে
গহনাপত্র পড়িয়ে। দেখতেও মায়াকে বেশ বউ বউ
লাগছে। রিদ একবার নয় দু’বার নয় বারবার মায়ার
উপর দৃষ্টি ঘুরাল। মন ব্যাকুল হলো মায়াকে ছুঁয়ে
দেখার। কিন্তু কোথায় যেন কিছু একটা বাঁধা দিচ্ছে
রিদকে। হয়তো মায়ার অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়েটা। রিদ
মায়ার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে খানিকটা শক্ত গলায়
বলল....

‘ আমার অসুস্থতা সুযোগ নিয়ে অন্য কাউকে করুল কেন বললে রিত?

‘ বাবু খেতে আয়। মায়ের ডাকে নড়লো না রিদ। বরং দৃষ্টি স্থির মায়ার উপর উত্তরের আশায়। যদিও সে জানে মায়া অসুস্থতার কারণে রিদকে উত্তর দিবে না। তারপরও রিদ মায়ার থেকেই তার সকল প্রশ্নের উত্তর চাই। সে তৃতীয় পক্ষ হতে তার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো উত্তর চাই না। দরকার হলে রিদ অপেক্ষা করবে মায়ার সুস্থতার তারপরও তৃতীয় পক্ষ নয়। রিদ চাইলে তার সব প্রশ্নের উত্তর তৃতীয় পক্ষ হতে জানতে পারতো। কিন্তু সে অন্যের কথা শুনে বিশ্বাস করার মতোন মানুষ নয়। তার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা তার ব্যক্তিগত মানুষ থেকেই শুনবে নয়তো না। সুফিয়া খানের দেখা পেয়ে মায়া রিদ থেকে পালিয়ে গেল। রিদ চেয়েও মায়াকে আটকাল না। বরং যেতে দিল। রিদের কেন জানি মনে হচ্ছে মায়া রিদকে একেবারে ভুলে যানি। যদিও মায়া অসুস্থ এটা সত্য তারপরও মায়া রিদকে একেবারে ভুলে যায়নি। বরং অসুস্থতার মাঝে অল্প হলেও রিদকে মনে রেখেছে মায়ার। আচ্ছা কোনো কারণে কি মায়া

রিদকে এরিয়ে যেতে চাচ্ছে? নাকি রিদের মনের
সন্দেহ এটা? কোনটা?রাত একটার ঘরে। চাঁদবিহীন
আকাশে জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য তারার মেলা।
পথঘাট জনমানবহীন শূন্য। থেকে থেকে দু-একটা
অটোরিকশা দেখা গেল যাত্রীবিহীন চলে যেতে।
ল্যাম্পপোস্টের হলুদ আলো মাড়িয়ে কিছুটা দূরে গাড়ি
দাঁড় করাল আয়ন। এখানটায় বেশ অন্ধকার।
আলোছায়া গাছতলায়। গাড়ির আলো নিভিয়ে দরজায়
পিঠ ঠেকিয়ে অদূরে তাকাল একটা দোতলা বাড়ির
গেটের সম্মুখে। এই রাস্তা ধরেই জুই দ্রুত পায়ে
হেঁটে আসছে আয়নের দিকে। ব্যস্ত ভঙ্গি আর ধরা
পড়ে যাওয়ার ভয়ে শরীরের ওড়নাটাও গায়ে পেঁচিয়ে
মাথায় ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে আছে জুই। আয়ন
সেদিকে নিষ্ক্রিয় চোখে তাকিয়ে রইল। তাকে এই
মধ্যরাতে জুই ডেকে এনেছে জরুরি কথার তাগিদে।
জুইয়ের ডাকে আয়নও চলে আসল তৎক্ষণাৎ। বউ
ডেকেছে মানে আয়নকে আসতেই হতো। তাছাড়া
জুইয়ের এই মধ্যরাতে আয়নকে ডাকার যথাযথ
কারণও আছে। হয়তো পরিবারের ভয়ে আয়নের সঙ্গে
দিনের আলোয় দেখা করতে পারবে না বলেই নিভে

যাওয়া অন্ধকারে আয়নকে ডাকল। আয়ন নিরস
ভঙ্গিতে জুইয়ের গতানুগতিক দেখল। জুই ব্যস্ত পায়ে
আয়নের সম্মুখে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হাঁপাতে লাগল।
বড়ো বড়ো শ্বাস ফেলে খানিকটা হাঁপিয়ে বলল...

“আপনার সাহস কী করে হলো আমার বাবাকে ফোন
করার? কেন বারবার ফোন দেন আপনি?”

জুইয়ের প্রথম কথায় রাগ প্রকাশ পেল। অথচ আয়ন
জুইয়ের রাগের ধার ধারল না, বরং গাড়ির দরজা
খুলে ভেতর থেকে একটা পানির বোতল হাতে নিয়ে
জুইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে স্বাভাবিক গলায়
বলল...

“আপনার বাবা আমার শ্বশুর হন জুই। আমি আমার
শ্বশুরমশাইকে ফোন করতেই পারি, এতে আপনার
অনুমতি প্রয়োজন মনে করছি না আমি। নিন, আপনি
পানিটা খান জুই। আয়নের কথায় জুইয়ের নাকের
পাটা ফুলে উঠল রাগে। তেজি হাতে ঠাস করে
আয়নের হাতের বোতলটা সরিয়ে দিতে দিতে ঘন ঘন
শ্বাস ফেলে বলল....

“একদম আমার বাবার থেকে দূরে থাকবেন আপনি।
যখন আমাদের বিপদের সময় আপনাকে পাইনি,

তাহলে আজ কেন আদিখ্যেতা দেখাতে আসছেন?
আপনাকে আমি বলেছি আমাদের সম্পর্কের কথা
আমার বাবাকে জানাতে? আমি নিজেই যেখানে এই
সম্পর্কটা মানি না, সেখানে আমার বাবার খোঁজ
করছেন কেন আপনি?”

জুইয়ের ফিরিয়ে দেওয়া বোতলটা আয়ন পুনরায়
জুইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল...

“আগে পানিটা পান করুন জুই। স্বস্তি পান। আমার
কথাটা শুনুন। যেটা চলে গেছে, সেই পরিস্থিতি আমি
অতীতে ফিরে ঠিক করতে পারব না। সেই ক্ষমতা
আমার নেই। তবে সামনে যে পরিস্থিতি হবে, সেটা
অবশ্যই সামলানোর দায়িত্ব আমার। আমার অবশ্যই
আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলে সবকিছু জানাতে
হবে। উনাকে বোঝাতে হবে যা কিছু হয়েছে, সবটা
আমাদের ভুল বোঝাবুঝি থেকে হয়েছে। এসব কিছু
এবার আমাদের ঠিক করা উচিত। তাছাড়া এই
বিয়ের.....“ওই ওইখানে কে রে তোরা? কী করছিস
ওইখানে?”

হক ছেড়ে ডাকা পথলোকের ডাকে জুই ধড়ফড়িয়ে
চমকে উঠল। আতঙ্কে মাথা ঘুরিয়ে পাশে তাকিয়ে

দেখল ওদের পাশের বাড়ির নাইব চাচা নামক লোকটা টর্চ হাতে এদিকেটায় দৌড়ে আসছে অপর হাতে লুঙ্গি চেপে। টর্চের আলো আয়ন ও জুইয়ের ওপর পড়ল। আয়ন বিরক্তিতে মুখ হাত দিয়ে আলোর রশ্মি ঠেকাতে চাইল, অথচ জুই আতঙ্কিত ভঙ্গিতে কাঁপতে শুরু করল যখন নাইব নামক লোকটা চিৎকার করে মানুষ জড়ো করতে চাইল মধ্যরাতে একত্রে দাঁড়ানো জুই আর আয়নকে আটকাতে চেয়ে। জুই আতঙ্কিত ভঙ্গিতে কী করবে হুট করে বুঝতে পারল না। বরং অতিরিক্ত ভয়ে আয়নের বগলের নিচ দিয়ে ঢুকে পড়ল গাড়ির ভেতর। আয়ন এতক্ষণ খোলা দরজা চেপে দাঁড়িয়ে ছিল জুইয়ের জন্য পানি নিয়ে। এর মধ্যে এসব ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আয়ন নিজেও চমকে উঠে মুহূর্তে মাথা নিচু করে জুইয়ের দিকে তাকাতে জুই আতঙ্কিত ভঙ্গিতে গাড়ির দরজা টেনে লাগাতে চেয়ে আয়নকে হুঁশিয়ার করে বলল....“কী করছেন ডাক্তার সাহেব? দাঁড়িয়ে আছেন কেন? তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠুন, গাড়ি স্টার্ট দিন, নয়তো আমরা ধরা পড়ে যাব। দ্রুত করুন প্লিজ।

জুইয়ের কথা আয়ন মানতে নারাজ। আয়নের ধারণা মতে ওরা স্বামী-স্ত্রী, সেই ক্ষেত্রে রাতে একটা নয় চারটে বাজলেও দেখা করলে সমস্যা হওয়ার কথা নয় কারও। সেজন্য আয়ন জুইকে বোঝাতে চেয়ে বলতে চাইল....

“জুই আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? ওরা আমাদের কিছু করবে না। আমরা স্বামী-স্ত্রী, এটা সবাইকে বুঝিয়ে ব...

আয়নকে বলতে না দিয়ে জুই অস্থির উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল...

“আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি গাড়িতে উঠুন ডাক্তার সাহেব। আপনি আমার এলাকার মানুষদের চেনেন না। ওরা আপনার পরিচয় জানবে পরে, তার আগে লাঠিপেটা করবে। বলবে আমরা মধ্যরাতে কট খেয়ে মিথ্যা বলছি। প্লিজ আপনি গাড়িতে উঠুন, আমার কথা শুনুন। আয়ন জুইয়ের কথায় কিছু বলতে গিয়েও হৈচৈ পড়া রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল, সত্যি সত্যি দেখল আশেপাশে বাড়ি থেকে মানুষ হৈচৈ করে লাঠি হাতে বের হচ্ছে ওদের মারতে। আয়ন আর ভাবার সময় নিল না, বরং জুইয়ের কথা মতো ঘুরে গিয়ে

তৎক্ষণাৎ বসল ড্রাইভিং সিটে। পূর্ব থেকে গাড়িটি ঢাকা মহাসড়কের দিকে ঘোরানো ছিল বলে আয়ন জুইকে নিয়ে গাড়িটি সেই রাস্তায় টানল। আতঙ্কিত জুই মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল লোকজন কতদূর আছে সেটা দেখতে। তক্ষুনি চোখাচোখি হলো নিজের বাবা সাজিদুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি নিজেও মধ্যরাতে লাঠি হাতে বের হয়েছিলেন কট খাওয়া ছেলেমেয়ে পেটাতে, কিন্তু অদূরে গাড়ির সিটে জুইকে বসে থাকতে দেখে উনার দৌড় থেমে যায়। হাতের লাঠিও মুহূর্তে পড়ে যায় রাস্তায়। তক্ষুনি শোনা গেল সাজিদুল ইসলামের সম্মুখে থাকা নাইব লোকটার চিৎকার। সাজিদুল ইসলামের সঙ্গে নাইব লোকটাও জুইকে গাড়িতে বসা দেখল কোনো ছেলের সঙ্গে। তিনি মুহূর্তে চিৎকার করে পিছনে দৌড়ে আসা লোকগুলোকে বললেন....“আরে এইডা আমাগো সাজিদের মাইয়া ভাইগা যাইতাছে কোন পোলার লগে। তোরা কেউ গাড়িডারে ধর রে ধর।” নাইব লোকটার চিৎকার জুইয়ের কানেও আসল। হতভম্ব, হতবুদ্ধি হয়ে বাকহারা হয়ে গেল মুহূর্তে। গাড়িতে ওঠার আগে জুই এত কিছু ভাবেনি, শুধু

সবার চোখ ফাঁকি দিতে সে গাড়িতে উঠেছিল মাত্র।
সবাই চলে গেলে সেও নেমে যেত, কিন্তু এখন না
চাইতেও সে বদনাম হয়ে গেল। এলাকাবাসীর সামনে
ওর বাবার মানসম্মানে টান দিল। প্রথমে মায়া আর
এখন জুই। না চাইতেও কলঙ্কের দাগ লেগে গেল
ওদের চরিত্রে। ওর বাবা কীভাবে সমাজে মুখ
দেখাবে? জুই দু-হাতে মুখ চেপে আবার তাকাল
গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে, দেখা গেল সাজিদুল
ইসলাম রাস্তার মাঝে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।
চারদিক থেকে মানুষ দৌড় থামিয়ে সাজিদুল
ইসলামকে ঘিরে দাঁড়াচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। বাবার লজ্জিত
মুখটা দেখেই জুই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আয়ন
জুইকে কাঁদতে দেখে বিচলিত ভঙ্গিতে গাড়ি থামাতে
চাইলে জুই মুহূর্তে বাধা দিয়ে বলল....“গাড়ি থামাবেন
না ডাক্তার সাহেব। আপনার বাড়ি চলুন প্লিজ।
আয়ন জুইয়ের কথায় বিষণ্ণ হয়ে বলল...
“আপনি আমার বাড়ি যাবেন জুই?
জুই অশ্রুসিক্ত চোখে আয়নের দিকে তাকিয়ে রইল।
আয়ন জুইয়ের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল...

“রাতের আঁধারে পালিয়ে নয় জুই। আপনাকে আমি সসম্মানে আপনার বাবার কাছ থেকে চেয়ে আনব আমার বাড়িতে। তারপরও এভাবে পালিয়ে নয়।

আয়নের কথায় জুইয়ের ভেতরের কষ্ট বাড়ল। কান্না আটকাতে চেয়ে চোয়াল শক্ত করে বলল....

“সেই রাস্তা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে ডাক্তার সাহেব। এখন আর সেটা সম্ভব নয়।

“আমি আপনার জন্য সবকিছু করতে পারব জুই। আপনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।

জুই একই গলায় বলল....“আপনার আমাকে নিয়ে যেতে না চাইলে এখানে নামিয়ে দিয়ে যান। অযথা কথা ভালো লাগছে না।

জুইয়ের কথায় আয়ন কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায় জুইয়ের নীরব অশ্রুজড়া দেখে। আয়ন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। প্রিয়সীর কান্নাটা তার বুক ব্যথার কারণ হলো, তারপরও এই মুহূর্তে আয়নের কিছু করার নেই। সে চেয়েও জুইয়ের এই কান্নাটা এই মুহূর্তে মুছতে পারবে না। তবে খুব শীঘ্রই তার প্রিয়সী হাসবে। শুধু গাড়ির পাশের সিটে নয়, বরং তার বুকেও ঠাঁই নেবে জুই। রিদের বাড়িতে উপস্থিত খান

বাড়ির সকলেই। হেনা খান, আরাফ খান লন্ডন থেকে ফিরে খান বাড়ি কিংবা চট্টগ্রামে না গিয়ে রিদের বাড়িতে উঠেছেন সুফিয়া খানের কাছে। নিহাল খানের নির্বাচনের একমাস বাকি বলে রাদিফ ঢাকাতে নেই। চট্টগ্রামেই আছে বাবার সঙ্গে। রিদ চট্টগ্রাম যায় না জেদ করে। নিহাল খানও ছেলেকে ডাকেনি রিদের অসুস্থতার কথা চিন্তা করে। তারপর দিন এভাবেই যাচ্ছে। মায়াকেও আগের থেকে বেশ সুস্থ দেখাচ্ছে। তবে সে আগের মতো কারণে অকারণে কারও সঙ্গে চঞ্চলতা দেখিয়ে কথা বলে না। আর না কারও কাছে যায়। মায়াকে সারাদিন সুফিয়া খানের পেছন পেছন ঘুরঘুর করতে দেখা যায় চুপচাপ। এর মাঝে রিদ অবশ্য বেশ কয়েকবার মায়ার পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। পরপর প্রশ্ন করেছে, কিন্তু মায়া প্রতিবারই চুপ থেকে রিদের থেকে পালিয়ে গেছে, নয়তো সুফিয়া খানের সঙ্গে থেকেছে রিদকে এড়াতে চেয়ে। রিদ মায়ার ডাক্তারি রিপোর্টগুলো পরপর চোখ বুলিয়ে চেক করল হাতে নিয়ে। রিপোর্টে মায়ার সবকিছু আগের থেকে বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। রিদ মায়ার মেন্টাল হেলথ ৮৭% স্বাভাবিক দেখে হাতের ফাইলটা বন্ধ

করতে করতে অপর হাতের কফিতে চুমুক বসাল।
খানিকটা ডিল মারার মতোন করে ফাইলটা ফেলল
সোফার টেবিলে। এটা মায়ার গতকাল রিপোর্টের
ফাইল ছিল যেটা সুফিয়া খানের কাছে না গিয়ে
রিদের কাছে আসল। অবশ্য রিদ নিজেই বলেছিল
মায়া জড়িত সকল রিপোর্ট যেন তার হাতে আসে।
বিগত দু-মাসে মায়ার রিকভারি হয়েছে ৮৭% মানে
মায়া প্রায় রিকভার হয়ে গেছে বলে ধরা যায়। মূলত
মায়া আজকাল যেটা করছে সেটা স্বেচ্ছায় রিদকে
এড়িয়ে যাচ্ছে। বিষয়টা রিদ আরও আগেই বুঝতে
পেরেছিল। শুধু মায়ার স্বাভাবিক রিপোর্টের অপেক্ষায়
ছিল এতদিন, যেটা আজ রিদ পেয়েও গেল। রিদ
হাতের কফিতে চুমুক দিতে দিতে কী মনে করে
হাতের কফি মগটা নিয়েই বেরিয়ে গেল রুম থেকে।
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে তীক্ষ্ণ চোখে মায়ার
সন্ধান করল। পেয়েও গেল হলরুমের ফ্লোরে বসে
খাবার খাওয়া অবস্থায়। রিদ সেদিকে তাকিয়ে নিচে
নেমে আসল। সুফিয়া খান সোফায় বসে মায়ার চুলের
বেণি করছে আর মায়া মাথা ঝুঁকে পরপর চামচ
নাড়িয়ে কিছু মুখে তুলছে। রিদ সেদিকে এগোতে

এগোতে মায়ার বাটির দিকে লক্ষ করে দেখল মিষ্টি
জাতীয় কোনো ডেজার্ট খাচ্ছে মায়া। রিদ ডেজার্ট
দেখেই বুঝতে পারল তার মা বানিয়েছে এটা। বেশ
ভালো খাবার বানাতে পারেন তিনি। সবসময়ের স্বাস্থ্য
সচেতন মানুষ হওয়ায় সুফিয়া খান ছোটবেলা থেকে
রিদ ও রাদিফকে উনার হাতে বানানো খাবারই
খাওয়াতেন। মায়ার ক্ষেত্রেও তাই। প্রতিবার মায়াকে
তিনি নিজের হাতেই খাবার বানিয়ে দেন। রিদ সুফিয়া
খানের পিছনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে গম্ভীর গলায়
বলল...”তোমাকে উপরে ডাকছে আম্মু!

সুফিয়া খান স্বাভাবিকভাবে মায়ার চুলে রাবার বেগি
পেঁচাতে পেঁচাতে রিদের দিকে তাকিয়ে বলল...

“কে ডাকছে?”

“দাদাভাই!”

আরাফ খানের নাম শুনতে সুফিয়া খান বলল....

“বাবা ঘুম থেকে উঠেছেন?”

সুফিয়া খানের কথার উত্তর না দিয়ে রিদ নিজের
কথায় বলল....

“সম্ভবত দাদাভাইয়ের বুক ব্যথা করছে। ইউ শুড গো
অ্যান্ড চেক হিম!

রিদের কথায় সুফিয়া খান চমকে ওঠার মতো তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। আরাফ খানের হাটে সমস্যা আছে। হাট ব্লক হয়ে যাওয়ার কারণে উনার হাটে রিং বসানো হয়েছে সেই কবেই। এই অবস্থায় আরাফ খানের সামান্য বুক ব্যথাও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে ভেবে সুফিয়া খান খানিকটা অস্থির গলায় বলল...“কী বলছিঁস? কবে থেকে হচ্ছে বাবার এমন?

“এইমাত্র হলো!

সুফিয়া খান মায়াকে রেখে বড়ো বড়ো পা ফেললেন সিঁড়ির দিকে। মায়াও সুফিয়া খানের পেছন পেছন হাঁটতে চাইলে রিদ মায়ার বেগি টেনে ধরল। চুলে টান খেতেই মায়া ভয়ার্ত মুখ ঘুরিয়ে তাকাল রিদের দিকে। তক্ষুনি সুফিয়া খান অর্ধেক সিঁড়ি উঠেও ঘুরে তাকাল রিদের দিকে। তাড়াহুড়ো করে বলল....

“বাবু তোর জন্য ডাইনিংয়ে খাবার দেওয়া আছে। খেয়ে যাবি কেমন? না খেয়ে অফিসে যাবি না কিন্তু। কথাগুলো বলে সুফিয়া খান দ্রুত পা ফেলে উপরে উঠে গেলেন, তাড়াহুড়োয় মায়াকে সঙ্গে নিয়ে যেতে মনে রইল না। অথচ রিদ মায়ার বেগি চেপে দাঁড়িয়ে। মায়া বাটি হাতে হাঁসফাঁস করে সুফিয়া খানের চলে

যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। আবারও চুলে টান পড়ায় মায়া মুহূর্তে পিছন গেল দু-কদম। রিদ মায়ার লম্বা চুলের বেগি নিজের হাতে পেঁচাতে পেঁচাতে বলল...“উপরে তাকিয়ে লাভ নেই ম্যাডাম? পালানোর সুযোগ বন্ধ।

মায়া চুপসে যাওয়ার মতো দু-হাতে মুঠোয় বাটি চেপে স্তান হয়ে দাঁড়াল। রিদের কথার উত্তর করছে না আর না ঘুরে তাকাচ্ছে রিদের দিকে। রিদ মায়ার দিকে এগিয়ে আসতে গিয়েও কদম বাড়াল না দ্বিধায়। মায়াকে ছোঁয়াটা তার জন্য হালাল কিনা এই প্রশ্নের উত্তরটা না পেয়ে সে ছোঁয়াবে না এই নারীকে। রিদ বিগত দিনের মতো মায়াকে সরাসরি বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল না। বরং প্রথমে মায়াকে ওর সুস্থ মস্তিষ্কতার প্রমাণ দিতে চেয়ে এলোমেলো কথা বাড়াল। মায়া বিগত দিনে নিজের অসুস্থতার দোহাই দিয়ে বরাবরই রিদের প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেছে। রিদও এতদিন সহ্য করেছে মায়ার অসুস্থতার কথা চিন্তা করে। কিন্তু আজ সে ছাড় দেবে না এই নারীকে। বরং রিদের সামনে মায়াকে স্বীকারোক্তি দেওয়াবে এই নারীর সবকিছু মনে আছে বলে। রিদ প্রথমে চলে যাওয়া সুফিয়া

খানের দিকে আঙুল তাক করে মায়ার উদ্দেশ্যে বলল....“মহিলাটি তোমার কী হয় জানো?”

মায়া রিদের তাক করা আঙুল অনুসরণ করে সুফিয়া খানের দিকে তাকাল। সময় নিয়ে মিনমিন করে বলল....

“আম্মু হয়!”

“তোমার আম্মু কার কাছে যাচ্ছে?”

“দাদাভাইয়ের কাছে।”

“দাদাভাইয়ের নাম কী?”

“আরাফ খান!”

“উনার বউয়ের নাম?”

“হেনা খান।”

“তোমার আম্মুর নাম কী?”

“সুফিয়া খান।”

“তাহলে আমি কে?”

“আম্মুর বড়ো ছেলে।”

“তোমার সাথে আমার সম্পর্ক কী?”রিদের শেষ প্রশ্নে মায়া আবারও চুপ করে যায়। মায়াকে চুপ করে যেতে দেখেই রিদের চোয়াল শক্ত হয়। সবাইকে এই নারী চেনে, তার বেলায় আসলেই শব্দ ফুরিয়ে যায়

এই মহিলার। চেনেও তাকে না চেনার মতো এড়িয়ে যায় কী কারণে? সে কী করেছে? বরং এই নারীই তার জীবনে অশান্তি বয়ে এনেছে। সে জীবিত থাকা অবস্থায় অন্য নাগরকে বিয়ে করে নিল। তার অসুস্থতার সুযোগ পর্যন্ত নিয়ে এখন তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে কেন এই নারী? নতুন নাগরের সঙ্গে সংসার করবে বলে? রিদের শক্ত হওয়া চোয়ালে দাঁতে দাঁত পিষে রাগে কটমট করে তাকাল মায়ার দিকে। মায়া রিদের দিকে পিঠ দিয়ে মাথা নিচু করে তখনো দাঁড়িয়ে। রিদ শক্ত গলায় মায়াকে হুঁশিয়ার করে বলল...“সবই চিনিস, তাহলে আমার বেলায় না চেনার নাটক করছিস কেন? আর কত চুপ থাকতে পারিস আজ আমিও দেখব। হয় তুই আজ আমার প্রশ্নের উত্তর দিবি, নয়তো মরবি।

রিদের কথায় মায়ার নত মস্তিষ্কটা আরও নত হয়ে আসল, তারপরও মুখ ফুটে টু-শব্দটিও বের করল না। রিদ প্রথমেই মায়ার সঙ্গে উগ্রতা দেখাতে চাইল না, সেজন্য সে নিজের রাগটা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। কিন্তু মায়া যেন আজ চুপ থাকার শপথ করেই দাঁড়িয়ে রইল। না কথা বলছে, না রিদের প্রশ্নের

উত্তর করছে। রিদ ধৈর্য ধরতে চেয়ে পুনরায় একই গলায় বলল...“রিত আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিস না। তুই জানিস আমি বরাবরই অধৈর্য পুরুষ। মুখ খোল, উত্তর দে, কেন তুই আমাকে রেখে অন্য কাউকে বিয়েটা করলি? পরিবারের চাপে অন্য কাউকে বিয়ে করার মতো বেইমানি তুই আমার সঙ্গে করবি না। তাহলে এরপরও কী কারণ থাকতে পারে যার জন্য তুই আমাকে রেখে অন্য কাউকে কবুল বলতে হলো? কারণটা বল।

রিদের কথার পিঠে মায়াকে তখনো নত মস্তিষ্কে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুহূর্তে রিদ অধৈর্য হয়ে রাগে ফেটে পড়ল। তৎক্ষণাৎ হাতের কফির মগটা ছুড়ে মারল ফ্লোরে। বিকট শব্দে মায়া চমকে উঠতেই রিদ মায়ার চুল টেনে নিজের কাছে আনল। মায়ার পিঠ রিদের পেটে ভারি খেতেই রিদ মায়ার বাহু টেনে দক্ষ হাত চালাল মায়ার গালে। রাগে রি রি করে বলল...“মুখ চলে না তোর? বোবা হয়ে গেছিস? চোখে পড়ে না আমারে? প্রশ্ন করছি, কানে যায় না তোর? নাকি নাগরের সাথে হাসপাতালে ভর্তি হতে চাস, কোনটা?

রিদের হেঁচকা টানে হাতের বাটি পড়ল ফ্লোরে।
ঝনঝন শব্দে মুহূর্তে কয়েক খণ্ডে বি-খণ্ডিত হয়ে গেল
বাটিটি। রিদের শক্ত হাতের গাল পিষায় মায়ার
গালের চামড়া লেগে গেল মাড়িতে। অসহনীয় ব্যথায়
কুঁকড়ে উঠে মায়া ছটফটিয়ে উঠল রিদের হাত
ছাড়াতে চেয়ে। কিন্তু রিদের শক্তিতে উঠতে না পেরে
মায়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, তারপরও জেদি মায়াকে
রিদের কোনো প্রশ্নের কোনো উত্তর করতে দেখা গেল
না। মায়াকে নিশ্চুপ দেখে রিদ একইভাবে রাগে
মরিয়া হয়ে বলল....“মুখ খোল! কথা বল রিত? কেন
আমার সাথে বেইমানি করলি? বল?”

মায়ার জেদি কাণ্ডে রিদের রাগ তরতর করে বাড়ল,
কমল না। সে এমনিতে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
না। এজন্য সে এতদিন অসুস্থ মায়ার পাশ ঘেঁষেনি
নিজের প্রশ্নের উত্তর চেয়ে। রিদ জানে যদি এই নারী
তার কথার ঠিকঠাক উত্তর না করে, তাহলে সে
নিজের মেজাজ হারাবে। হলোও তাই। বরাবরই এই
নারী তার ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়। সেও আজ ছেড়ে
দেওয়ার পাত্র নয়। এই নারীর সুস্থতা নিশ্চিত করে
সে আজ এই নারীকে তার মুখোমুখি দাঁড় করাল। সে

তার মনে দীর্ঘদিনের কিছু তিক্ত প্রশ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে
অন্তরে, যেটা এবার পরিষ্কার না করলেই নয়। রিদ
একইভাবে মায়ার গাল চেপে বলল...“উত্তর দে রিত!
উত্তর দে! আমার উত্তর লাগবে। এই একটা প্রশ্ন
আমাকে গোটা দু-মাস শান্তিতে ঘুমাতে দেয়নি। বল
আমার অনুপস্থিতিতে অন্য কাউকে বিয়ে করলি
কেন? তুই জানতি আমার তোকে ছাড়া কলিজা নড়ে
না, তারপরও আমার জায়গায় অন্য কেউ কেন
আসল? কেন?

অসহনীয় ব্যথায় মায়ার গাল রিদের হাতে পিষ্ট হতেই
মায়ার গাল বেয়ে অশ্রু গড়াল পরপর। মায়ার
স্মৃতিতেও কিছু বিষাক্ত অতীত নাড়া দিতেই মায়া দু-
হাতে শক্তি লাগিয়ে রিদকে নিজের থেকে সরাতে
চাইল। কিন্তু মায়া সুবিধা করতে না পেরে সুযোগ
বুঝে গালে থাকা রিদের হাতটায় কামড়ে ধরল
মুহূর্তে। আকস্মিক ঘটনায় রিদ হাত ঝটকালো মৃদু
চোঁচিয়ে ‘উফফ’ বলে।

রিদের হাত থেকে ছাড়া পেতেই মায়া প্রাণপণে
দৌড়াল সুফিয়া খানের উদ্দেশ্যে। মায়াকে পালিয়ে
যেতে দেখে রিদও দৌড়াল মায়ার পেছন পেছন।

কয়েক সিঁড়ি যেতেই মায়া আটকা পড়ল রিদের
বাহুতে। মায়ার দু-পা শূন্যে উঠে যেতেই মায়া ভয়াত
চিৎকার করতে চাইল সুফিয়া খানের
উদ্দেশ্যে....“আম্মু বাঁচা....”

মায়া থামে। থামে নয়, ওকে থামতে হয় রিদের শক্ত
হাতের চাপে। রিদ এক হাতে মায়ার পেট চেপে
শূন্যে তুলল, অন্য হাতে মুখ চেপে। মায়া ছাড়া
পাওয়ার জন্য এলোমেলো হাত-পা ছুড়াল। মায়ার পিঠ
রিদের বুকে ঠেকতেই রিদ মায়াকে নিয়ে হাঁটলো
বাহিরের পথে। রিদ মায়াকে নিয়ে বাহিরের পথে
যেতে দেখে মায়ার মুখটা আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেল।
দ্বিগুণ ছটফটাল রিদের থেকে ছাড়া পেতে। রাগান্বিত
রিদকে গাড়ির দিকে যেতে দেখেই ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ
গাড়ির পিছনের দরজা টানল, রিদ মায়াকে গাড়ির
ভিতরে এক প্রকার ছুঁড়ে মারল। মায়া হুমড়ি খেয়ে
গাড়ির ভিতরে পড়তে রিদ ঠাস করে গাড়ির দরজা
বন্ধ করল উচ্চ শব্দে। মায়া ভয়ে দু-হাত থাপড়াল
গাড়ির গ্লাসে। চিৎকার করে সবাইকে ডাকল ওকে
বাঁচাতে। কিন্তু মায়ার চিৎকার গাড়ির গ্লাস ভেদ করে
গাড়ির ভিতর অবধি পৌঁছাল না। রিদ ড্রাইভারকে

রেখে সে নিজে ড্রাইভিং সিটের দিকে এগোতে
এগোতে আসিফের উদ্দেশ্যে হাঁক ছেড়ে
বলল....“আসিফ? কাজীর ব্যবস্থা কর কুইক।”

আসিফ সবেমাত্র রিদকে দেখে দৌড়ে এদিকটা
আসছিল রিদের সঙ্গে যাবে বলে। কিন্তু কাছাকাছি
আসতে মায়াকে গাড়ির ভিতরে চিৎকার করতে দেখে
সে থেমে যায় ভয়ে। আবারও মায়াকে আঘাত করবে
কিনা সেই চিন্তা ভাবনার মাঝেই রিদের আদেশ
আসল তার উদ্দেশ্যে। আসিফ রিদের পুরো কথার
মানে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল না। হঠাৎ তার রিদ
ভাইয়ের কাজী কেন লাগবে? আর সে কাজী নিয়েই
বা কই যাবে? কার বাড়িতে উঠবে? রিদের প্রশ্নের
সঙ্গে সঙ্গে আসিফ প্রশ্ন করে বলল....

“ভাই কাজী নিয়ে কই যাবো? কার বিয়েতে?”

রিদ গাড়ির দরজা টেনে ড্রাইভিং সিটে বসতে চেয়ে
দাঁড়িয়ে গেল, রাগে কটমট করে তাকাল আসিফের
দিকে। রিদের শক্ত দৃষ্টিতে আসিফ হাঁসফাঁস করল।
বুঝতে পারল সে এই মুহূর্তে এই প্রশ্নটা করা ঠিক
হয়নি। কিন্তু সে প্রশ্নটা না করলেও বা কীভাবে বুঝবে
আসলে কাজী সাহেবকে নিয়ে আসিফ যাবে কার

বিয়েতে? আসিফ ভয়ে ভয়ে আবারও আমতা আমতা করে বলল...“ভাই বিয়ে কার সেটা না বললে কাজী নিয়ে কোথায় যাব আমি।

রিদ রাগে তপ্ত মেজাজে বলল....

“তোর জন্য পাত্রী দেখেছি, সেজন্য কাজী নিয়ে সোজা আমার অফিসে যাবি। আমি পৌঁছানোর আগে যেন কাজী পৌঁছে যায় মনে রাখিস।

কথা বলেই রিদ ড্রাইভারকে রেখে সে নিজে গাড়িতে বসল। দক্ষ হাতে গাড়ি চালান চেনা গন্তব্যে। আসিফ বিস্মিত দৃষ্টিতে রিদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। আসিফের বিয়ে মানে? রিদ ভাই এখন তাকে বিয়ে দেবে? কিন্তু কার সাথে? সে না রাফাকে পছন্দ করে? রাফার কথা স্মরণে আসতেই আসিফ উদাস হয়। মেয়েটা গিয়েছে সেই কবে। অথচ আজ এত দিন পরও রাফার সঙ্গে কথা হয়নি আসিফের। রাফার মা-বাবার সঙ্গে প্রায় কথা হয় আসিফের, কিন্তু রাফা কখনো আসিফের সঙ্গে কথা বলে না। হয়তো সবার মতো করে রাফাও আসিফের উপর মায়ার অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়েটা নিয়ে রেগে আছে। কেন আসিফ রাফাদের বিপদে পাশে থাকেনি সেজন্য। কিন্তু আসিফ

তো আর জানত না মায়া ভাবি যে সত্যিই বিপদে ছিল। কেউ তাকে এসব বিষয়ে অবগত করেনি কখনো। যদি আগের থেকে করত, তাহলে অবশ্যই আসিফ সবকিছু অপেক্ষা করে হলেও মায়া ভাবির পাশে দাঁড়াত। কিন্তু আফসোস কেউ আসিফের দিকটা দেখতে চায় না। আর না কেউ শুনতে চায় কিছু। আসিফ না ওর রিদ ভাইকে বুঝতে পারছে আর না রাফা। ভালোবাসার মানুষ দুটোই আসিফের উপর রেগে। রিদ অফিসে পৌঁছানোর আগে সত্যি সত্যি কাজীকে উপস্থিত পেল রিদ নিজের কেবিনে। রিদ মায়ার হাত শক্ত করে চেপে কাজীর সম্মুখে সোফায় বসল। মায়া সেই তখন থেকে কান্নাকাটি করছে রিদের ভয়ে। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল কান্নার দাপটে। মুরব্বির কাজী সাহেব রিদের সঙ্গে মায়াকে কাঁদতে দেখে তিনি সংকোচ বোধ করলেন বিয়ে পড়াতে। তিনি ছেলে মেয়ে দুজনকে দেখে বুঝতে পারলেন বিয়েটা আসলে এদেরই। কাজী সাহেব মায়ার দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে রিদকে বলতে চাইলেন....

“বাবা মেয়ে তো কাঁদছে।”

রিদ শক্ত গলায় উত্তর আসল তৎক্ষণাৎ। বলল....

“মেয়ে বিয়ের মেকাপ করতে কাঁদছে! আপনি বিয়ে পড়ান। রিদের কথায় কাজী সাহেব অবাক চোখে মায়ার দিকে তাকালেন। সামান্য মেকাপ করার জন্য এই মেয়েটা এইভাবে কাঁদছে? তিনি মায়াময় গলায় আবারও রিদকে কিছু বলতে চাইলেন মায়ার হয়ে। কিন্তু রিদ তেতে উঠে বলল...

“বাল! আপনাকে প্রশ্ন করতে আনছি? বিয়ে পড়ান জলদি!

রিদের ধমকে কাজী সাহেব আর কথা বাড়ালেন না। ওইভাবে বিয়ে পড়াতে শুরু করলেন। রিদ-মায়া আর কাজী এই তিনজন ছাড়াও কক্ষে আরও চারজন সদস্য উপস্থিত রিদের অফিসের। রিদ আগের গাড়িতে চলে আসায় আসিফ তখনো এসে পৌঁছায়নি, অথচ ততক্ষণে বৃদ্ধ কাজী সাহেব বিয়ের কাগজপত্র গোছাতে চেয়ে নতুন করে কাবিননামা লিখতে চাইলেন, কিন্তু রিদ বাধা দিয়ে বলল...“এসব নাটকের দরকার নেই। আমরা পূর্বের বিবাহিত দম্পতি। এসব কাবিননামা চুক্তিপত্র আমার কাছে আছে। আপনি শুধু

আমাদের বিয়েটা শুদ্ধিকরণ করতে ধর্মীয়ভাবে পড়াবেন, এতেই চলবে।

রিদের কথায় কাজী সাহেব বিষয়টা বুঝতে পেরে হাতের কাবিননামা বইটা বন্ধ করে ধর্মীয়ভাবে বিয়ে পড়াতে শুরু করলেন। মায়াকে কবুল বলতে বললে মায়া মুখ ঐটে বসে রইল। টু-শব্দ পর্যন্ত করল না। কাজী সাহেব একবার নয়, দুবার নয়, বারবার বিয়ে পড়াতে লাগলেন। প্রতিবারই মায়াকে কবুল বলার তাগিদ দিতে দিতে তিনিও একটা সময় ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিতে লাগলেন, অথচ মায়ার কবুল বলার বিন্দু মাত্র রেশ নেই। দীর্ঘ ত্রিশ মিনিট এইভাবেই চলল। রিদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেও সে শক্ত চোয়ালে বসে। হিংস্র দৃষ্টিতে মায়াকে ভস্ম করার ক্ষোভে তখন থেকে তাকিয়ে। সবাই ভয় পাচ্ছে রিদকে, কখন না জানি হিংস্রতার গর্জন উঠে মায়ার উপর। কাজী সাহেব এবার নিজেও ভয়ে আছেন রিদের দৃষ্টিতে। সেই কখন থেকে হিংস্রতার দৃষ্টিতে একইভাবে তাকিয়ে মেয়েটার দিকে। মূলত কাজী সাহেব মায়াকে বাঁচাতে চেয়ে বারবার মায়াকে কবুল বলার তাগিদ দিতে লাগলেন। অথচ জেদি মায়া প্রাণ

দেবে, তারপরও রিদের নামে কবুল বলবে না বলে
যেন শপথ করল। রিদ হিংস্রতার রাগটা গিলতে
চাইছে, সে মূলত মায়াকে আঘাত করতে চাইছে না,
কিন্তু জেদি মায়ার জন্য সে নিজেও তার রাগটা
নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। অতিরিক্ত রাগে কখনো না
জানি আঘাত করে বসে এই নারীকে। রিদ রাগে দু-
হাত মুষ্টিবদ্ধ করে পিষল। ঠান্ডা হওয়ার এসির
মধ্যেও রিদকে ঘামতে দেখা গেল অতিরিক্ত রাগের
তোপে। মায়া তখন থেকে মুখ ঐটে ঘাপটি মেরে
কেঁদেই চলেছে। না কাজীর কথা শুনতে চাইছে আর
না অন্য কারও। হিংস্র রিদ তখনই ফেটে পড়ল। দু-
হাতে তৎক্ষণাৎ ঘুষি বসাল সামনের সোফার টেবিলে।
মুহূর্তে বিকট শব্দে ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল অসংখ্য
কাঁচের টুকরো। আকস্মিক ঘটনায় সকলেই ভয়ে
আতঙ্কিত হলো। মায়া চিৎকার করে ভয়ে সোফার
দিকে চেপে যেতে রিদ শক্ত হাতে মায়ার বাহু টেনে
গাল চেপে মুখোমুখি করে বলল....

“তোর আমার সাথে পাপে লিপ্ত হওয়ার শখ? আয়
তাহলে! তোর বিয়ে করা লাগবে না। তুই হারামই
থাক আমার, হালাল হতে হবে না। রিদ মায়ার হাত

টেনে দাঁড়াতে চাইলে মায়ার পা পড়ল কাঁচের
টুকরোর ওপর। মুহূর্তে মায়া পা ধরে চিৎকার করে
উঠল, রিদ মায়াকে রেখে বগল থাবা করে একটা
চেয়ার মাথার উপর উঠিয়ে আছাড় মারতে এক লাফে
কাজী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন ভয়ে। মায়াও ভয়ে
আতঙ্কে তৎক্ষণাৎ কবুল বলে উঠল বারবার। একবার
নয়, দুবার নয়, কতবার মায়াকে কবুল বলতে শোনা
গেল সেটি আতঙ্কিত কাজী সাহেবও হিসাব করেননি।
কিন্তু মায়াকে কবুল বলতে দেখে যেন কাজী সাহেবের
প্রাণে প্রাণ আসল। সে তোলপাড় রিদকে থামাতে
চেয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে চিৎকার করে বলল....

“বাবা মেয়ে কবুল বলেছে, কবুল বলেছে।
আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! তুমি থামো। তুমি
থামো।” রিদ ততক্ষণে হাতের দ্বিতীয় চেয়ারটাও
ফ্লোরে উল্টে ফেলল। কাজী সাহেব ভয়ে কলিজা
হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। শেষ বয়সে এসে তিনি এমন
আতঙ্কিত বিয়ে পড়াতে হবে জানলে তিনি কখনোই
এখানে আসতেন না। এখানে এসেও ফেঁসে গেছেন
রিদ খানের লোক দেখে। সাত সকালে ভয়ে গলা
শুকিয়ে কাঠ। তারপরও তিনি রিদের মুখের দিকে

তাকিয়ে আছেন কবুল বলার আশায়। এতক্ষণ মেয়ে কবুল বলেনি আর এখন ছেলে কবুল বলছে না। এদের যদি বিয়ে করার ইচ্ছা না থাকে তাহলে উনাকে কেন ধরে আনল এই অসময়ে? উনি বয়স্ক অসুস্থ মানুষ। এদের জ্বালায় বারবার কলিজা শুকিয়ে যাচ্ছে ভয়ে? এবার যদি রিদ খান আর একটিও চেয়ার তোলে, তাহলে তিনি সোজা চোখ মুখ বন্ধ করে আল্লাহর নাম নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাবেন এখান থেকে। এখানে থাকলে তিনি এমনই আতঙ্কে মরে যাবেন। কাজী সাহেবের ভাবনার মাঝেই মায়া সোফার থেকে উঠে হঠাৎ দৌড়াতে চাইল, কিন্তু দরজা অবধি যাওয়ার আগে পুনরায় রিদের হাতে আটকা পড়ল। রিদ মায়াকে দু-হাতে আটকে তিরতির মেজাজে একত্রে তিন কবুল বলে, কাজীকে উদ্দেশ্য করে বলল....“কবুল বলা শেষ। বিয়েও শেষ। আপনারা এখন যান।

রিদের কথায় কাজী সাহেব এক লাফে ফ্লোর থেকে নিজের খাতাপত্র উঠিয়ে দৌড়াল দরজার দিকে। এতক্ষণ জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আসিফ ও কর্মচারীরাও কাজী সাহেবের পেছন পেছন ছুটল। রিদ

মায়াকে নিয়েই হাত বাড়িয়ে দরজা লক করল। মায়া
রিদের বক্ষে ছটফট করে শব্দ করে কেঁদে উঠল।
এতোকিছুর পরও মায়া রিদের সঙ্গে কথা বলছে না।
রিদ রাগে ক্ষোভে মায়াকে উঠিয়ে সোফার উপর ছুঁড়ে
মারতে মারতে সে গায়ে শাটে হাত দিল। রাগে একই
মেজাজে বলল...“ভদ্রতার ভাষা বুঝিস না। অভদ্রতার
ভাষা ঠিকই বুঝবি তুই আমার।”

মায়া ভয়ার্ত মুখে উঠতে চাইলে রিদ মায়ার পা টেনে
ধরে নিজের কাছে টানল। মায়াকে জড়িয়ে ঘনিষ্ঠ
হতে চেয়ে মায়ার গায়ের ওড়না টেনে ফেলল ফ্লোরে।
মায়া ছটফটিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চাইলে রিদ মায়ার
দু-হাত বাঁধল নিজের এক হাতে সোফায় চেপে।
মায়ার সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চেয়ে মায়ার গলায় মুখ
গুঁজে দিতেই মায়া শব্দ করে কেঁদে উঠল হু হু করে।
কিন্তু মায়ার কান্না অপেক্ষা করেই মায়াতে মগ্ন হতে
চাইল রিদ। রিদের ঘনিষ্ঠতার মাঝে সে নিজেই
নমনীয় হয়ে আসল। সময়ের খেয়াল রিদের ছিল না।
কিন্তু রিদের কাছে বিশ মিনিটের মাথায় দরজায় ধাক্কা
পড়ল আসিফের। অস্থির উত্তেজিত আসিফ আতঙ্কিত
গলায় বারবার বন্ধ দরজায় ধাক্কিয়ে রিদের উদ্দেশ্যে

বলতে শোনা গেল....“ভাই আপনার বাবার উপর
কারা যেন আবার হামলা করেছে। রাদিফ ভাই আহত
হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে ফোন এসেছে আপনার জন্য।
ভাই আমি কি গাড়ি বের করব? ভাই? ভাই?”

আসিফের পরপর চিৎকারে রিদের মস্তিষ্ক সজাগ হয়।
সে মাথা উঠিয়ে রক্তিম চোখে তাকাল বন্ধু নিচে পিষ্ট
হওয়া মায়ার দিকে। বন্ধু দু-চোখের পাতা অনবরত
কাঁপছে মায়ার ঠোঁট নাড়িয়ে। মোহিত রিদ মায়াকে
কম্পন অবস্থায় দেখে পুনরায় মায়াতে মগ্ন হতে
চাইলে আসিফ একইভাবে দরজা ধাক্কাল রিদের
কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে। রিদের শান্ত হওয়া মেজাজটা
পুনরায় খিঁচিয়ে গেল আসিফের উপর। এই মুহূর্তে
তার আসিফকে গুলি করলে কম হবে বলে মনে
হলো। রিদ মায়াকে ছেড়ে উঠে বসতে বসতে দু-হাতে
মাথা চেপে ধরল। রিদের হঠাৎ করে বেশ মাথা ব্যথা
অনুভব হলো। অথচ আসিফ তখনো দরজা ধাক্কাচ্ছে
থামার নাম নেই। রিদকে সরে যেতে দেখেই মায়া
ফ্লোর থেকে রিদের শার্ট উঠিয়ে গায়ে চাদরের মতো
জড়াতে জড়াতে মুখ লুকাল সোফার কুশনে। রিদ
শূন্য চোখে এক পলক মায়ার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি

ঘুরাল বন্ধ দরজার উপর। রিদের সবে জাগ্রত হওয়া ফিলিংস-এ ব্যাঘাত ঘটতে রিদের শান্ত হওয়া মেজাজটা খিঁচিয়ে গেল রাগে। গর্জে ওঠার মতোন ভাঙা টি-টেবিলটিকে লাথি মারতে মারতে বলল....

“বালের একটা বিয়ে করছি আমি। বউ ছুঁতে গেলেই গজব আসে কোথা থেকে। বালের বাসর করব আমি ছেহ!রাত দশটা। মায়ার অবস্থান চট্টগ্রাম খান বাড়িতে। অন্ধকার ঘরের আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে মায়া। এই ঘরটা রিদের। অসময়ে মায়ার শুয়ে থাকার কারণ দুটো—এক, লং-টার্ম জার্নিতে মায়ার শরীর বেশ ক্লান্ত। দ্বিতীয়ত, সে রিদের সাথে এই বাড়িতে আসতে চায়নি, কিন্তু রিদ জোর করে নিয়ে আসায় সে জেদ দেখিয়ে একা ঘরে শুয়ে আছে। খালি বাড়িতে সার্ভেন্ট আর দলের লোকজন ছাড়া পরিবারের কেউ উপস্থিত নেই। রিদ মায়াকে খান বাড়িতে পৌঁছে তৎক্ষণাৎ চলে গিয়েছিল হসপিটালের উদ্দেশ্যে। আরাফ খান, হেনা খান ঢাকায় আছেন। তারা নিহাল খানের উপর হওয়া হামলার কথাটা শুনেছেন। ইতিমধ্যে উনারা রওনাও হয়েছেন হয়তো, ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছাতে আরও কিছুটা সময়

লাগতে পারে তাদের। খালি বাড়িতে মায়ার খোঁজ করার মতো সার্ভেন্ট ছাড়া অন্য কেউ না থাকলেও রিদ আর সুফিয়া খান ঠিকই মায়ার খেয়াল রাখছে বারবার কল করে। দুপুরে মায়াকে নিয়ে রিদ খান বাড়িতে আসার পরপর ব্যস্ততায় সে বেরিয়ে গেলেও মায়ার জন্য সার্ভেন্ট ঠিক করে যায় যাতে অসুস্থ মায়ার খেয়াল রাখতে পারে কেউ। কিন্তু দুপুর থেকে মায়া না খেয়ে জেদ করে কক্ষে শুয়ে আছে—এই বিষয়টা সুফিয়া খানের কানেও পৌঁছাল। মায়ার অসময়ে শুয়ে থাকার মাঝেই দরজায় নক করলো কেউ। প্রথমে বিষয়টি মায়া কানে না নিলেও পর মুহূর্তে কানে এল বাড়ির সার্ভেন্ট তানির গলার স্বর শুনতে পেয়ে। সে অনবরত দরজা ধাক্কিয়ে মায়াকে ডাকতে লাগল... ‘ভাবিমনি, দরজাটা খোলেন। বড়ো ম্যাডাম কল দিয়েছেন, আপনার সাথে কথা বলতে চান। ভাবিমনি! ও ভাবিমনি! শুনছেন?’

কাজের মেয়ের গোছানো সুন্দর কথায় মায়া তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। সুফিয়া খান মায়াকে কল দিয়েছে বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। মায়াকে দেখে কাজের মেয়েটি

হাতের ফোনটা এগিয়ে দিতেই মায়া সেটি স্বাভাবিকভাবে হাতে নিল। দরজা বন্ধ করে ফোনটি কানে তুলতে তুলতে ফোনের ওপাশ থেকে শোনা গেল সুফিয়া খানের গম্ভীর গলার স্বর...‘কী হয়েছে তোমার? খাচ্ছে না কেন?

সুফিয়া খানের কথায় মায়া মিনমিন গলায় বলল...

‘আমার এখানে ভালো লাগছে না, আম্মু। আমি আপনার কাছে যাব। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান প্লিজ।

মায়ার কথায় যেন সুফিয়া খানের মনে কোথাও শান্তি পেল। এই প্রথম হয়তো কেউ উনার কাছে থাকার জন্য আবদার করছে। নয়তো উনার সন্তান কিংবা স্বামী—কেউ উনার সাথে থাকতে চায় না। উনার একটা মেয়ে থাকলে নিশ্চয়ই মায়ার মতো করে আবদার করে বায়না করত উনার সাথে থাকার? সুফিয়া খান দীর্ঘশ্বাস ফেলে মায়াকে বোঝাতে চেয়ে বলল...

‘অবশ্যই নিয়ে যাব, আম্মু। আপাতত তুমি দু’দিন ঐ বাড়িতে থাকো, তারপর আম্মু রাদিফকে বলব তোমায় দিয়ে যেতে, কেমন?’এই বাড়িতে আমার দমবন্ধ হয়ে

আসছে, আম্মু। সবকিছু অসহ্য লাগছে। আমি এখানে দু’দিন থাকতে পারব না। প্লিজ আমাকে এখন নিয়ে যেতে বলুন, আম্মু। আমার এখানে ভালো লাগছে না। মায়ার ভিতরকার অস্থির ছটফট যেন ফোনের ওপাশে বসে থাকা সুফিয়া খান ঠাহর করতে পারলেন। তিনি মায়ার অস্থিরতার কারণ বুঝতে পেরে গম্ভীর গলায় বললেন...

‘আমার মনে হয় তোমার এবার রিদের মুখোমুখি হওয়া উচিত, মায়া।

সুফিয়া খানের কথায় মায়া তৎক্ষণাৎ জেদি গলায় উত্তর করে বলল...

‘আমি আপনার ছেলের মুখোমুখি হতে চাই না, আম্মু। আমার উনাকে প্রয়োজন নেই। আমি আপনার সাথেই থাকতে চাই সবসময়। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান প্লিজ। ‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্যে, দুজনের সমান অপরাধ—সেটা তুমি বিশ্বাস করো তো? সবকিছু চুপ করে সহ্য চেয়ে মুখ খুলে প্রতিবাদ করাটা উত্তম। তুমি চুপ করে থাকলে তোমার হয়ে কেউ এগিয়ে এসে কথা বলবে না, মায়া। ব্যক্তির নিজের লড়াই নিজেকেই করতে হয়।

অন্যের আশা করাটা বোকামি। তোমার প্রতিবাদ তোমাকেই করতে হবে। তাছাড়া চুপ থেকে থাকলে কোনো কিছুই সমাধান করা যায় না, মায়া। তোমার রাগ, ক্ষোভ, অভিমান প্রকাশ করার জন্য হলেও তোমার রিদের সঙ্গে কথা বলা উচিত। প্রয়োজনে চুপ নয়, প্রতিবাদ করতে শিখো। সুফিয়া খানের কথার ইঙ্গিত মায়া বুঝতে পারল। রিদের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছা মায়ার ফুরিয়ে গেছে। যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে কিসের ভালোবাসা? রিদের অনুপস্থিতিতে মায়া কী কী পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল, সেটা রিদ একবারও শুনতে চেয়েছে ওর কাছে? নাকি মায়াকে বিশ্বাস করেছিল কোনো কিছুতে? রিদও সবার মতো করে মায়ার দিকে আঙুল তুলেছে, ভুল বুঝেছে, অপমান করেছে, আঘাত করেছে—কিনা করেছে রিদ মায়ার সঙ্গে? তাহলে মায়া কেন রিদকে সাফাই দিতে যাবে কী হয়েছে না হয়েছে তা নিয়ে? মায়াকে পাগল বানানোর পিছনে কি শুধু মায়ার পরিবার আর রিদের পরিবারই দায়ী ছিল? রিদ ছিল না? সে কতটুকু বিশ্বাস করেছিল মায়াকে? শুরু থেকে মায়া এই সম্পর্কটার জন্য পাগল ছিল। তাহলে রিদ ভাবল

কীভাবে মায়া ওর স্বামীকে রেখে অন্য কাউকে বিয়ে করে নেবে? বিয়ে কি খেলাঘর?যে আজ একজনকে বিয়ে করলাম, কাল আবার আরেকজনকে বিয়ে করে খেলবে? মায়ার যদি এতই বিয়ে করার ইচ্ছা থাকত, তাহলে মায়া শুরু থেকেই হারিয়ে যাওয়া স্বামীর খোঁজ করত না কখনো। বরং মায়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে চায় না বলেই ও নিজের নিখোঁজ স্বামীর সন্ধান এত খোঁজাখুঁজি করে বের করেছিল। মায়ার এত ভালোবাসার স্বামীকে রেখে সে অন্য কাউকে বিয়ে করবে—এটা কীভাবে রিদের মাথায় এল? কেন কখনো মায়ার ভালোবাসা রিদের চোখে পড়ে না? এখন মায়ার সুস্থ হওয়ার পরই কেন রিদকে সাফাই দিতে যাবে আসলে মায়া সেদিন বিয়েটা করেছিল কি না এই নিয়ে? কেন বলতে যাবে সে এত কিছু? যেখানে অলরেডি মায়াকে বেইমান, প্রতারক নারী হিসেবে রিদের মেনে নেওয়া হয়ে গেছে, সেখানে মায়া পুনরায় কিসের হয়ে সাফাই দেবে?মায়ার আত্মসম্মান নেই? মায়াকে বারবার মিথ্যা অপবাদ দেবে আর মায়া সেটা মেনে নেবে? কেন, কিসের জন্য? স্বামীকে ভালোবাসে বলে? হ্যাঁ, এটা সত্য মায়া

ওর স্বামীকে ভালোবাসে, তার মানে এই না যে মায়া ভালোবাসায় অন্ধ, ওর কোনো আত্মসম্মান নেই। মায়াকে এতগুলো মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার আগে রিদ ভেবেছিল এর বিপরীতে মায়ার কী হতে পারে? কিছুই তো ভাবেনি, তাহলে আজ কেন মায়া রিদের হয়ে ভাবতে যাবে? মায়ার বিপদে কে ছিল? রিদ ছিল সেদিন? ছিল না। সেদিন যদি সুফিয়া খান মায়াকে ওর বাড়ি থেকে নিয়ে না আসতেন, তাহলে আজও মায়াকে ঐ বাড়িতে থাকতে হতো, রিদও কখনো মায়ার খোঁজ করত না—মরে গেলেও না। সুফিয়া খান মায়াকে দয়া করে নিয়ে এসেছেন, সুস্থ করেছেন বলেই আজ রিদের এত প্রশ্নের উত্তর চায় মায়ার থেকে। আর মায়াও নির্লজ্জের মতন উত্তর দিয়ে যাবে—এটা আশা করে তারা?মায়ার কি কোনো সেলফ-রেসপেক্ট থাকতে নেই? মায়ার পাগল হওয়ার পিছনে শুধু মায়ার পরিবার কিংবা রিদের পরিবার একা দায়ী নয়, বরং রিদ নিজেও শতভাগ দায়ী ছিল। সেদিন যদি রিদ সবার মতো করে মায়াকে ভুল না বুঝে অন্তত সত্য জানতে চাইত, তাহলে মায়া সত্যটা বলত। রিদকে কাছে পাওয়ার খুশিতে হয়তো মায়াও

অসুস্থতা কাটিয়ে সুস্থ হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু রিদ তা করেনি, বরং মায়াকে অসংখ্য অপমান, অপবাদ দিয়ে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছিল যাতে মায়া পাগল হয়ে যায়। হয়েছিলও তাই। মায়া এতসব যাতনা সহ্য করতে না পেরে অতিরিক্ত মানসিক চাপে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগল হয়ে যায়। এসব কিছুর জন্য মায়া কখনো রিদকে ক্ষমা করবে না আর এসব কিছু এত সহজে ভুলে যাবে না। মনস্তাত্ত্বিক ভাবনায় মায়াকে চুপ থাকতে দেখে সুফিয়া খান গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুনরায় বললেন... ‘মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ দু’পিঠই তোমার দেখা উচিত, মায়া। আমার ছেলে মুখে ভেঙে ভিতরকার খবর প্রকাশ করতে পারে না বলে তার মানে এই না যে ওর নিজের একটা দিক নেই। অবশ্যই আছে। সেজন্য বলছি তোমার রিদের সঙ্গে অন্তত একবার কথা বলা উচিত। আপনজন সুযোগ চাইলে একবার নয়, বারবার সুযোগ দিতে হয়, মায়া।

‘তাহলে আপনি কেন বাবাকে একবারও সেই সুযোগটা দিলেন না, আম্মু?

মায়া সুফিয়া খানকে প্রশ্নটা করেই থমথমে মুখে হয়ে যায়। সে আসলে এই প্রশ্নটা করতে চায়নি। কিন্তু কীভাবে যেন কৌতূহলবশে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। তবে তক্ষুনি শোনা গেল সুফিয়া খানের শক্ত গলার উত্তর। তিনি বললেন...

‘সে আমার কাছে কখনো সুযোগ চায়নি। স্বাধীনতা চেয়েছিল। যা চেয়েছে, তাই দিয়েছি।

কথা বলতে বলতে সুফিয়া খান ঠাস করে কলটা কেটে ডিল মেরে ফেললেন সোফার উপর। চোখের মোটা ফ্রেমের চশমাটা খুলে টেবিলের উপর রাখতে রাখতে সোফায় গা এলিয়ে বসলেন। আজ অনেকটা বছর পর আবারও এই শূন্যতা উনাকে ঘিরে ধরল। নিহালকে নিয়ে উনার এই মুহূর্তে অনুভূতি শূন্য। দীর্ঘ একটা পথ একা পাড়ি দিয়ে এসেছেন তিনি। বাকিটা পথও একা কাটাতে পারবেন। তবে আজ হঠাৎ করেই কেন যেন শূন্যতা অনুভব হচ্ছে উনার।

স্বামী, সন্তান, সংসার—সবকিছু থেকেও যেন ছন্নছাড়া একাকী জীবন পাড় করতে হচ্ছে উনাকে। এমনটা নয় যে তিনি এই একাকী জীবনের সাথে পরিচিত নন। অবশ্যই পরিচিত! আর সেটা এক-দু’দিনের নয়,

বরং গোটা পনেরো বছরের এই একাকীত্বের জীবনের অভিজ্ঞতা উনার। কিন্তু হুট করে মায়াকে পেয়ে উনার একাকিত্ব জীবনটা ভুলে বসে ছিলেন প্রায়। কিন্তু আজ হঠাৎ করে রিদের মায়াকে নিয়ে ঐভাবে চলে যাওয়াতে উনার একাকিত্ব জীবনটা যেন পুনরায় মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। মনে এল উনি আসলেই একা। উনার আবারও একা থাকতে হবে। মায়াকান থেকে ফোনটা নামিয়ে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সুফিয়া খানকে প্রশ্নটা করা ঠিক হয়েছে কি না দ্বিধায় ভুগল। তবে মায়াক খুব করে চায় সুফিয়া খান সবার সাথে একত্রে থাকুক। আজও উনার কথায় খান বাড়ির ছোট থেকে বড় পর্যন্ত মেনে চলেন, সম্মান করেন, ভয় পান। সুফিয়া খান দূরে থেকেও যেন এই সংসারটা আজও উনার হয়েই আছেন। মায়াক প্রায় শুনেছিল দাদা-দাদিকে সুফিয়া খানকে বলতে তিনি যেন উনার সংসারে ফিরে আসেন। উনাদের ছেলে নিহালের সঙ্গে একত্রে এক ঘরে থাকতে না চাইলে দুজন আলাদা ঘরে থাকবে, তারপরও যেন তিনি খান বাড়িতে ফিরে আসেন। কিন্তু দাদা-দাদির কথায় সুফিয়া খান কখনো উত্তর করতেন না, বরং বরাবরই

নীরবতা পালন করতেন। মায়ার কেন মনে হয় সুফিয়া খান উনার স্বামী নিহাল খানের অপেক্ষা করছেন আজও। রাত বারোটা পেরিয়ে একটা। রিদ সবেমাত্র ঘরে ফিরল। অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করতে কপাল কুঁচকে এল তার। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কাটিয়ে সে অল্প আলোর লাইট জ্বালালো। আবছা আলোয় মায়াকে বিছানায় কুঁজো হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে রিদ সেদিকে এগোল। মায়ার কপালে হাত রেখে শরীরের তাপমাত্রা চেক করলো। গায়ের তাপমাত্রা স্বাভাবিক দেখে সে মায়ার গায়ে ব্ল্যাক্লেট জড়িয়ে গায়ের শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বেড সাইড টেবিলের উপর মায়ার ওষুধগুলোতে চোখ বোলাল। হাতে নিয়ে দু-একটা ওষুধের পাতা নিয়ে চেক করে দেখল মায়া ওষুধ খেয়েছে কি না। খোলা ওষুধের প্যাকেট দেখে রিদ বুঝতে পারল মায়া মেডিসিন নিয়েই শুয়েছে। রিদ শরীরের ক্লান্তি দূর করতে লম্বা একটা শাওয়ার নিল। গায়ে কালো টি-শার্ট আর কালো ট্রাউজার প্যান্ট জড়িয়ে বের হলো। সময় নিয়ে কফি মেকারে ব্ল্যাক কফি বানাতে বানাতে পুনরায় দৃষ্টি ঘোরাল বিছানায় শুয়ে থাকা মায়ার উপর। আজ নিয়ে দ্বিতীয় রাত হবে

দুজনের একত্রে একই বিছানাতে থাকা। বিয়ে, ভালোবাসা, বৈধতা থাকার পরও দুজনের একত্রে থাকা হয়নি কখনো। রিদ এবার ঠিক করে রেখেছে যত কিছুই হোক না কেন, সে তার বউকে নিজের সাথে রাখবে সব কিছুতে। রিদ মরে গেলেও মায়াকে যাতে কেউ অবহেলা করতে না পারে সেই ব্যবস্থাও সে ইতিমধ্যে করে ফেলেছে। জীবনে মানুষ বাঁচে আর কত দিন? রিদ চায় বাকিটা জীবনে এই নারী তার পাশে থাকুক। হাতের ধোঁয়া ওঠা গরম গরম কফিতে রিদ চুমুক বসাতে বসাতে সে বারান্দার দিকে হাঁটল। বাবার নির্বাচনের বাকি আর এক মাস। এই একটা মাস রিদ ঢাকা টু চট্টগ্রাম যাওয়া-আসা করবে। কারণ তার নিজেরও কোম্পানি আছে ঢাকায়। তার নিজের কোম্পানিতে সময় দিতে হয়। বাকি রইল ওর বাবার ওপর হামলা করার বিষয়টা তো, রিদ যতটুকু জানে জসিমের চ্যাপ্টারটা ওর মা সুফিয়া খান আরও দু'মাস আগেই শেষ করে গিয়েছিলেন, তাহলে এখন কারা ওর বাবার উপর আক্রমণ করতে পারে সেই খবর কাল সকালের মধ্যে রিদের হাতে এসে যাবে। রিদের ধারণা মতে জসিমের পরিবার এসব করবে না।

কারণ জসিমের তিন ছেলের ভিতর একটা ছেলে মাত্র সুস্থ-সবল জীবিত আছে, বাকি একটা পঙ্গু হয়ে বেড়ে গুয়ে, অন্যটা মৃত। জসিম নিজেও মৃত, তাহলে জসিমের পরিবারের কারও সাহস হবে না রিদের পরিবারের আর কারও সঙ্গে টক্কর নেওয়ার। রিদের ধারণা, সবকিছু আড়ালে থেকে খুবই সূক্ষ্মভাবে তৃতীয় পক্ষের কেউ রিদের বাবাকে টার্গেট করছে? রিদের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার মাঝেই হঠাৎ পিছনে কারও উপস্থিতির টের পেল রিদ। কফিতে চুমুক বসাতে বসাতে রিদ বুঝতে পারল বন্ধ দরজার ভিতরে তার পিছনে কে দাঁড়াতে পারে। রিদ খুব শান্ত ভঙ্গিতে পিছন ঘুরে দাঁড়াল। দরজার সম্মুখে মায়ার দিকে হাত বাড়িয়ে মিহি স্বরে ডাকল... ‘কাছে আসো!

রিদ হাত বাড়িয়ে মায়ার হাতটা ছুঁতে গেলেই মায়া পিছিয়ে গেল একদম। কপাট রাগ দেখিয়ে বলল...

‘আমাকে ছুঁবেন না আপনি।

মায়ার কথায় রিদকে তখনও শান্ত স্বাভাবিক দেখাল।

রিদ আবছা আলোয় মায়ার রাগী মুখটার দিকে তাকিয়ে কফিতে চুমুক বসাতে বসাতে আগের মতো বলল....

‘ তাহলে কাকে ছোঁব?

‘ যাকে খুশি তাকে গিয়ে ছোন!

‘ বউ ছাড়া যাকে খুশি তাঁকে ছোঁয়া হারাম। বউকে ছোঁব বলেই একই বউকে তিন তিনবার বিয়ে করলাম। এখন নিষেধ করলেও তো হবে না জান।

রিদের হেঁয়ালি কথায় মায়ার রাগ বাড়ল। সে মূলত সুফিয়া খানের কথা মানতে রিদের মুখোমুখি হচ্ছে, নয়তো মায়ার রিদের প্রতি রাগ বিন্দুমাত্র কমেনি। মায়ার রাগে নাকের পাটা ফুলিয়ে জেদি গলায় বলল... ‘ আপনি আমার কেউ নন।

রিদের একই ভাবের উত্তর এল তক্ষুনি...

‘ আমি আপনার সব।

‘ আমি আপনাকে অপছন্দ করি।

‘ কিন্তু আমি আপনাকে পছন্দ করি।

রিদের পরপর কথার উত্তরে মায়ার খানিকটা চুপ হয়ে গেল। মায়ার যা-ই বলছে রিদ তার বিপরীতে উত্তর করেছে বলে মায়ার মুখে মুখে তর্ক করতে মন চাইল না। কিন্তু সে রিদের উপর সন্তুষ্টও না। বিগত দিনে যা কিছু হয়েছে সেসব মায়ার কক্ষনো ভুলবার নয়। মায়ার চাইলেও ভুলতে পারবে না, আর না রিদকে

ক্ষমা করতে পারবে। কিন্তু মায়া সে-সব কোথা থেকে শুরু করবে সেটা বুঝল না। রিদ তো প্রশ্ন করছে না, তাহলে মায়ার কোথা থেকে শুরু করা উচিত? তাছাড়া যখন রিদ মায়ার থেকে সবকিছু শুনতে চাইত তখন মায়া কিছুই বলেনি। আর এখন রিদ হয়তো মায়ার থেকে সবকিছু শুনতে ইচ্ছুক নাও হতে পারে। তাই মায়া স্বেচ্ছায় কিছু বলাটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু লাগছে। মায়া দ্বিধায় দ্বিমনা করে চলে যেতে চাইলে শান্ত থাকা রিদ যেন মায়ার অস্বস্তির কারণটা বুঝতে পারল। মায়াকে থামিয়ে বলল....

‘ যেটা বলতে এসেছ সেটা শেষ করে যাও। আমি শুনছি। রিদের কথায় ক্ষেপে উঠল মায়া। সে কি বলতে এসেছে এই লোককে? পিছন ঘুরে শক্ত গলায় বলল মায়া....

‘ আমি আপনার মতন লোককে কোনো কিছুর সাফাই দিতে আসিনি। আর না কখনো দেব। আমি শুধু আম্মুর কথা রক্ষার্থে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। নয়তো আপনি যে অবিশ্বাসে এই সম্পর্কটা শেষ করেছিলেন, আমি সেই দৃঢ়তায় এই সম্পর্কে ফুলস্টপ লাগাতাম। সম্পর্কের নীভ বিশ্বাসের চলে আপনি

কখনো আমাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। সবসময় আমার দিকে, আমার ভালোবাসার দিকে আঙুল তুলেছেন। আমি বেঈমান, প্রতারক, আমি দুনিয়ার জঘন্যতম নারী। যে স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় অন্য পুরুষকে বিয়ে করে ফেলেছে। কথা শুনতে যতটা কঠিন লাগে তার থেকে কঠিন হচ্ছেন আপনি। আপনি আমার দিকে একটা আঙুল তুললে বাকি চারটা আঙুল কিন্তু আপনার দিকে উঠে আসে। আপনাকে আমি ভালোবেসে ছিলাম, আপনার খোঁজেও আমি বেরিয়েছিলাম, আপনার জন্য পাগল আমিই ছিলাম। আপনাকে না দেখে স্বামী হিসাবে আমিই মানতাম। বলতে গেলে এই সম্পর্কে আমি শুরু থেকে শতভাগ দিয়েছিলাম। যে মেয়ে তার স্বামীকে জানে না, কখনো দেখেনি, অপরিচিত একটা মানুষকে শুধু অন্ধের মতো ভালোবেসে গেছে, সেই মেয়ে স্বামীর খোঁজ পাওয়ার পর, স্বামীকে ভালোবাসার পর, কিভাবে সে অন্য পুরুষ বিয়ে করবে এটা কেন আপনার মনে এল না? একদিকে আমার পরিবার বিয়ের জন্য চাপে ফেলে, অন্যদিকে আপনি বিয়ে করার জন্য আমাকে আঘাত করেছেন। দুদিক থেকে

আমিই পাপী, আমিই দোষী। আর আপনারা হচ্ছেন
মহাবিচারক। কিছু না করেও বারবার আমাকেই
কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। আর আমি আপনার বিরহে
মরতে গিয়েছিলাম....কথাটা বলতে বলতে মায়া নত
মস্তিস্কে দু'হাতে মুখ চেপে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল
বিষাক্ত অতীত মনে করে। মায়ার কান্না রিদ স্থির
দাঁড়িয়ে। তার হেলদোল নেই আর না জায়গা ছেড়ে
এগিয়ে এল মায়াকে সাঙ্ঘনা দিতে। বরং রিদ সেভাবে
হাতের কফি মগটা চেপে দাঁড়িয়ে রইল। মায়া
খানিকটা সময় নিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করতে
চাইল। সে ঠিক করেছিল রিদের সামনে কক্ষনো
কাঁদবে না এসব বিষয়ে। কিন্তু তারপরও কেন জানি
মায়া নিজেকে আটকাতে পারছে না কান্না করা
থেকে। নিস্তব্ধতা চাপিয়ে মায়া নিজের কান্না
আটকাতে চেয়ে ভাঙা গলায় বলল...' আপনার
অ্যাক্সিডেন্টের পর আপনার পরিবারের কেউ আমার
খোঁজ করেনি। এমনি অ্যাক্সিডেন্ট স্পটে আপনার
জ্ঞান হারানোর পরপর আমাকেও আপনার থেকে
আলাদা করে দিয়েছিল, শেষবারের জন্য দেখতে
পর্যন্ত দেয়নি কেউ আমাকে। আমার কান্না, আমার

চিৎকার, আমার আত্ননাদ শোনার মতন সেদিন কেউ ছিল না আমার পাশে। আপনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন, অথচ আমি বেঁচে থেকে হাজার বার মরেছিলাম ক্ষণে ক্ষণে। আমার আত্ননাদ কেউ শুনতে আসেনি, বরং মানুষ উপহাস করেছে আমাকে নিয়ে – আমি পাগল। আপনাকে হারিয়ে অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু মানুষের উপহাসের পাগল উপাধি পেতে পেতে মানসিক চাপে পড়ে গেলাম! আপনার অনুপস্থিতিতে সেদিন প্রথমবারের মতন মনে হয়েছিল আমি যাদের আপন মনে করেছিলাম তাঁরা আসলে কেউ আমার ছিল না। আমার ‘আমি’ বলতে আমার স্বামী ছাড়া সকল সম্পর্কই ঠুনকো ছিল। সবাই আপনার উপস্থিতিতে আমার আপন ছিল। আপনাকে হারিয়ে পাগল প্রায়, তারপরও কারও সাহায্য আমি পাইনি অবহেলা ছাড়া। আপনার অনুপস্থিতিতে গোটা একটা পাহাড় সমান চাপে পড়ে আমার পরিবার। আমাদের বিয়ের খবরটা জেনে আমার পরিবার তোলপাড় শুরু করে। ঘরে অশান্তি হয়। আরিফ ভাই সবাইকে আমার বিয়ের ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলে তাঁরা আমার আর আরিফ ভাইয়ের কাছে আমাদের বিয়ের

প্রমাণপত্র চায়। যা আমার আর আরিফ ভাই কারও কাছে ছিল না বলে আরিফ ভাই আসিফ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে, কিন্তু আসিফ ভাইও জানায় আপনার পার্সোনাল কাগজপত্র উনার কাছে নেই। আমাদের বিয়ের কাবিননামা, কাজী, এমনকি আমাদের দুজনের একত্রে কোনো ছবি পর্যন্ত আমার পরিবারকে দেখাতে পারিনি বলে তাঁরা মনে করেন আমি আর আরিফ ভাই মিলে সবাইকে মিথ্যা বলছি আমার আপনার সাথে বিয়ে হয়েছে এটা বলে। তাঁরা কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করছিল না। এটা নিয়ে রোজ অশান্তি শুরু হয় আমাদের ঘরে। একদিকে আপনাকে হারিয়ে দিশেহারা অবস্থা আমার, অন্যদিকে সপ্তাহ পর সপ্তাহ অসুস্থ হয়ে থাকতে হতো আমাকে হসপিটালের বেডে। তারপর আবার আমাদের এলাকায় রটে গেল আমি আমার আপুর বড়োলোক ভাসুরের প্রেমে পাগল হয়ে হসপিটালের পরে থাকি। চারপাশে আমার পাগল হওয়া বদনাম রটল। সেজন্য আমার পরিবার চাইত এই বদনামের হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে তাঁরা দ্রুত আমাকে বিয়ে দিয়ে দেবে। নতুন জায়গা কিংবা স্বামীর সঙ্গে পেলে আমি

দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠব এমনটা তাদের ধারণা ছিল।
কিন্তু বিয়ের জন্য আমি বা আরিফ ভাই রাজি
হচ্ছিলাম না বলে আমাকে নিয়ে ঘরে আরও অশান্তি
বাড়ল। আরিফ ভাই বাসায় থাকলে কেউ কিছু বলার
সাহস পেত না, কিন্তু আরিফ ভাই বাসায় না থাকলে
সবাই আমাকে যা-তা শোনাত। এই নিয়ে আমার
ফুফিদের হাতে বেশ কয়েকবার মার খেয়েছিলাম
আমি, কেন আপনাকে ভুলতে পারছি না তা নিয়ে।
আপনার বিরহে দিনদিন মানসিক চাপে পড়ছিলাম,
অন্যদিকে আপনার পরিবারের কারও খোঁজ পাচ্ছিলাম
না যে আমাকে এসব থেকে বের করবে। আমি
নিঃসঙ্গ একা হয়ে গেলাম। এরমধ্যে আরিফ ভাইকেও
হঠাৎ করে ব্যবসায়িক কাজে ইন্ডিয়া যেতে হল।
ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে আমার উপর চাপ বাড়ল।
আমার ফুফিরা আর কাকারা মিলে ঠিক করল আরিফ
ভাই ইন্ডিয়া থেকে ফেরার আগে আগে আমাকে বিয়ে
দিয়ে দেবেন। হলও তাই। আমাকে এক রাতের মধ্যে
ছোট ফুফির গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল।
চেয়ারম্যান পরিবারের শুধু আমার অসুস্থতা বিষয়টা
ছাড়া সবকিছু লুকানো হল। এক রাতের মধ্যে বিয়ে

ঠিক করা হল। বিয়ের বাজারও করা হল সেই রাতে।
পরদিন বিয়ে। আমার অবস্থা এমন ছিল যে আমি
আপনার বউ হয়ে বেঁচে থাকতে না পারলে মরে যাব।
তারপরও আপনার বউ হয়েই থাকব। অন্য কাউকে
বিয়ে করব না। তাই সেদিন রাতে সবার ঘুমিয়ে
যাওয়ার পর বাসায় যত ধরনের ওষুধ ছিল সবকিছু
একত্রে করলাম। আমার ওষুধ থেকে ধরে বাবার,
ফুফিদের সবার ওষুধ নিয়ে প্রায় তিনশো মতো
ট্যাবলেট একত্রে খেতে গিয়ে আমার ছোট ফুফির
হাতে ধরা পড়ে যাই। তিনি হৈচৈ চিৎকার করে
বাসার সবাইকে একত্র করেন রাত দুটোয়। রাগে
জেদে সেদিন রাতে আবারও ফুফিদের হাতে মার
খেলাম। সবসময় আমার গায়ে জ্বর থাকত। সেদিন
রাতে উনাদের হাতে মার খেয়ে রক্তবমি করে জ্ঞান
হারিয়ে ফেলি। আম্মু, জুঁই, রাফা, ছোট চাচী অনেক
জোরাজুরি করে সেদিন ফুফিদের থামিয়ে আমাকে
নিয়ে গ্রামের একটা হসপিটালে যায়। সাত ঘণ্টা
হসপিটালে রাখার পর পরদিন সকাল এগারোটার
দিকে আমাকে আবারও বাসায় আনা হয় বরযাত্রী
আসার আগে। আমার আব্বু, কাকা, ফুফিরা মনে

করছিল আমি বিয়ে করতে চাই না বলে বারবার
নাটক করছিলাম জ্ঞান হারানোর, অথচ তাদের
আঘাতে আমার ব্রেইনে চাপ পড়ে। গায়ের জ্বর
বাড়ল। আমার শরীর অতিরিক্ত দুর্বল হওয়ায় বিয়ের
দিন প্রায় অচেতন অবস্থায় ছিলাম। যে যা বলছিল
আমি কাঠের পুতুলের মতো সেটাই করছিলাম। আর
এই সবটাতে রাফা আমার পাশে ছিল বিশ্বস্ত বন্ধুর
মতন। জুঁইকে ওর বাবা আর ফুফিরা আমার
আশেপাশে ঘেঁষতে দিচ্ছিল না, যাতে ও আমার
বিয়েতে বিঘ্ন না ঘটাতে পারে সেজন্য। কিন্তু তীব্র
অসুস্থতার মাঝেও আমি আশা ছাড়িনি। ভেবেছিলাম
বিয়ের আসরে নাদিম ভাইকে বলব আমি এই
বিয়েতে রাজি না। আমি বিবাহিত, এটা জেনেও আমার
পরিবার জোর করে উনার সাথে আমাকে বিয়েটা
দিচ্ছেন। উনি যেন চলে যান। আমার শেষ চেষ্টা
এটাই হত। কিন্তু রাফা আমাকে তেমন কিছুই করতে
দিল না। কারণ ও শুরু থেকে সবটা দেখেছিল। ও
বুঝতে পেরেছিল আমি এমন কিছু করলে হয়তো
আমার ফুফিরা আমাকে আরও আঘাত করবে সেজন্য
রাফা তখন আমাকে আশ্বস্ত করে ও সবটা সামলে

নেবে। আমি যেন চুপ থাকি। দুনিয়ার সবাই আমার হাত ছেড়ে দিলেও রাফা আমার সঙ্গ ছাড়বে না বলে ওয়াদা করল। সেই সময় পথহারা পথিকের মতন রাফার কথায় মেনে নিলাম আমি। আমাকে বিয়ের শাড়ি গয়না পড়ানো হলেও আমি বিয়ের কবুল বলিনি, কারণ সেই সময় আমি রাফাকে জড়িয়ে ছিলাম অসুস্থতায়। আশেপাশে অনেক মানুষ থাকলেও আমি রাফাকে ছাড়ছিলাম না আর না রাফা আমাকে ছাড়ছিল। মূলত বিয়ে পড়ানোর সময় আমার তেমন হুঁশ ছিল না, তবে আমার কানে এসেছিল কারও কবুল বলার শব্দটা। সেদিন রাফা কি করেছিল? আমার জায়গায় কে কবুল বলেছে আমি তাও জানি না। নাদিম ভাইয়ের সাথে কার বিয়ে হয়েছিল তাও বলতে পারি না। কারণ আমি হুঁশে ফিরি বিয়ে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর। আমাকে যখন নাদিম ভাইয়ের হাতে সঁপে দিচ্ছিল তখন আমার হুঁশ আসে। রাফা আমাকে আগেই সতর্ক করে রেখেছিল পরিবারের মানুষের সামনে ঝামেলা না করতে, কারণ এতগুলো মানুষের সাথে আমরা ঝামেলা করে পেরে উঠব না তাই। তাছাড়া যেহেতু সবাই জানে নাদিম ভাইয়ের

সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়েছে সেজন্য আমিও চুপ
ছিলাম। কারণ আমি আর রাফা জানতাম আসলে
বিয়েটা হয়নি। এবার কার সাথে বিয়ে হয়েছে সেটা
রাফা জানে। আমি শুধু রাফার ভরসায় ছিলাম রাফা
আমাকে এসব থেকে বাঁচাবে এই বলে। আমাদের
ধারণা ছিল আমরা আমার পরিবারের থেকে দূরে
গেলে সুযোগ করে নাদিম ভাইয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে
কথা বলব। উনি ভালো মানুষ, নিশ্চয়ই আমাদের
কথা শুনবেন। কিন্তু পথিমধ্যে কোথা থেকে আপনি
লোক নিয়ে আমাদের উপর রাস্তায় হামলা করলেন।
গাড়ি ভাঙচুর করলেন। বরযাত্রী পেটালেন। নাদিম
ভাইকেও মারলেন। আমাকে আঘাত করলেন। জুঁইয়ের
বাবাকে আঘাত করলেন। সবচেয়ে বেশি যেটা
আমাকে হিট করেছে সেটা হল আপনি আমাকে মিথ্যা
অপবাদ দিলেন। সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। একটাবার
আমার দিকটা শুনতে চাইলেন না। আমাকে বিশ্বাস
করলেন না। ঝড়ের বেগে এলেন সবকিছু তছনছ
করে আবার চলে গেলেন আমাকে একা রেখে।
আপনার অনুপস্থিতিতে আমি তাও লড়ছিলাম, কিন্তু
আপনার অবিশ্বাসে, অপবাদে মনে হল আমি মিথ্যা

একটা সম্পর্কের পিছনে ছুটছি। আমার এত লড়াই, এত যুদ্ধ করা সবকিছুই এক মুহূর্তের জন্য মিথ্যা হয়ে গেল যখন আপনি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন তখন। আমি আর নিজের মানসিক ভারসাম্য ধরে রাখতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিল আমি শেষ। আমার সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি ব্যর্থ। আমার সব সম্পর্ক ব্যর্থ আমার মতন। মানুষ বলে আমি পাগল। আসলেই আমি পাগল। আমি কারও যোগ্য না। তারপর থেকে সবটা আপনার চোখের সামনে। সবার অবহেলা মেনে নিয়েছিলাম আপনার ফেরার আশায় ছিলাম, কিন্তু আপনি ফিরেও যখন সবার মতন করে একই আচরণ করলেন সেটা আর সহ্য হয়নি আমার। আমাকে মানসিক রোগী থেকে পুরো পাগল আপনি বানিয়েছেন। সেদিন যদি আপনার মা আমাকে নিয়ে না যেত তাহলে হয়তো আজও আপনি আমাকে অবিশ্বাস করে মুখ ফিরিয়ে রাখতেন। আপনার অবহেলায় আজ আমার মনেও আপনার জন্য তীব্র অনিহা জন্ম নিয়েছে। আমার আপনাকে ছাড়াও চলবে। পাগল থেকে যখন সুস্থ হতে পেরেছি তাহলে বাকিটা জীবনও আমার আপনাকে ছাড়া চলবে।

আপনার ঠুনকো লোক দেখানো ভালোবাসার আমার
আর প্রয়োজন নেই। আপনার মতন স্বার্থপর মানুষ
আমার জীবনে না হলেও চলবে। মায়ার দীর্ঘ কথায়
রিদ টু শব্দটি পর্যন্ত করল না। মায়া আবছা আলোয়
অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে তাকাল রিদের দিকে। আলোর
বিপরীতমুখী হওয়ায় মায়া বুঝল না রিদের মনোভাব।
মায়া লাস্ট কথাগুলো বেশ শক্ত আর ধারালো
শোনাল। রিদের শক্ত হয়ে থাকা চোয়ালে ঠাহর
করতে না পেরে মায়া পুনরায় একই ভাবে বলল....

‘মানুষ বিশ্বাসে ভালোবাসার ঘর বানায়। আমাদের
সম্পর্কে বিশ্বাস শব্দটা অনেক আগেই শেষ হয়ে
গেছে। খালি ঘরটার কোনো মূল্য নেই আমার কাছে।
আপনার মাও তো অবিশ্বাসের ঘর না বেঁধে একা
জীবন পার করছেন। আমি পারব উনার মতন করে
একা থাকতে। আপনি আমাকে ছেড়ে দি....

মায়ার বাকি কথা শেষ করার আগেই রিদের দীর্ঘ
সময়ের নীরবতা ভাঙল। মুহূর্তের মাঝে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে
গেল রিদের হাতের কফির মগটা ফ্লোরে পড়ে। মায়া
ভয়ে দু-কদম পিছিয়ে যেতেই রিদ হৃষ্কার ছাড়ার মতন
গর্জে উঠে বলল....‘ সামনে থেকে যা রিত।

রিদের কথায় মায়াও তেজ দেখিয়ে বলল....

‘ যাবই তো। আপনার মতন লোকের সামনে থাকার কোনো ইচ্ছা নেই আমার। আমি কালই আম্মুর কাছে ঢাকা চলে যাব।

মায়া তেজ দেখিয়ে হনহন করে রুমে চলে যেতেই তীব্র ভাঙচুরের শব্দ হল বারান্দায়। রিদের তোলপাড়ে মায়াও ভয় পেল। এগিয়ে গিয়ে রিদের কাছে না গিয়ে জেদ দেখিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। দীর্ঘ মনোমালিন্যে মায়া আবারও ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। একটা সময় রিদের ভাঙচুরের শব্দ থেমে গেল। পরিবেশ শীতল হল। অন্ধকার ঘরে মায়ার নাক টানার শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ হল না। মায়া বুঝতে পারল রিদ মায়ার শেষ কথাগুলো শুনে হয়তো ক্ষেপে গেছে। রিদ আগেই মায়াকে সাবধান করেছিল ছাড়াছাড়ি শব্দটা যেন মায়া কখনো রিদের সামনে উচ্চারণ না করে, অথচ মায়া রাগে বশে রিদকে বারবার ছাড়াছাড়ির হুমকি পর্যন্ত দিয়ে এল। বেশ করেছে মায়া ছাড়াছাড়ির কথা বলেছে। এই লোক এটারই প্রাপ্য। মায়া এই লোকের সঙ্গে কখনো সংসার বাঁধবে না। কাল কেউ মায়াকে নিয়ে না গেলে মায়া একাই চলে

যাবে ঢাকা, তারপরও এই লোকের সঙ্গে এক ঘরে থাকবে না। মায়া দীর্ঘ ফুঁপানিতে ঘুম ধরছে না। ভিতরকার কষ্ট যেন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে অভিমানে। এর মধ্যে হঠাৎ এসে রিদ ধূপ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়, এতে মায়ার শরীর ঝাঁকিয়ে উঠল বিছানার কম্পনে। মায়া রিদকে এড়াতে চেয়ে আরও চেপে গেল বিছানার পাশে। শরীর বটে কুঁজো হয়ে যেতেই হঠাৎ রিদ ঝটকা মেরে টানল মায়াকে। মায়ার পিঠ রিদের বুকের ঠেকে যেতেই তীব্র থেকে তীব্রতর ছটফট করল মায়া রিদকে ছাড়াতে চেয়ে। অস্পষ্ট স্বরে কাঁদতে কাঁদতে মায়া আওড়াল....‘ অসভ্য লোক, ছাড়ুন আমাকে। ছুঁবেন না আপনি আমাকে। আমি থাকব না আপনার সাথে। ছাড়ুন।

রিদ পিছন থেকে মায়াকে দু’হাতে ঝাপটে জড়িয়ে মায়ার দু’পা বাঁধল নিজের পায়ে। মায়ার মাথায় গাল চেপে স্পষ্ট স্বরে আওড়াল....

‘ দীর্ঘ দিনের নিষূম আমি বউ। আমাকে একটু ঘুমাতে দে। তোর বিরহে পাগল আমিও হয়েছি। তোর অসুখ আমাকেও ছুঁয়েছে। ভিতরটা পুড়ে ছারখার হয়েছে। এবার একটু শান্তি দে। একটা সুন্দর

সকালের সূচনা। বিছানায় শুয়া মায়া ঘুম থেকে উঠে
রিদকে কোথাও দেখতে পেল না। মাথা তুলে পাশের
জায়গাটা খালি দেখে উঠে বসল মায়া। গায়ের
ওড়নাটা পাশ থেকে নিয়ে জড়াতে জড়াতে খালি পায়ে
নামল মেঝেতে। দেয়াল ঘড়িতে তাকিয়ে এক পলক
সময়টাও দেখে নিল। সকাল ৮:২৩। কাল এসেছে
পর থেকে মায়া এই ঘর হতে বের হয়নি। বাড়ির বউ
এত বেলা করে শুয়ে থাকাটা দৃষ্টিকটু দেখায়। যদিও
মায়াকে বলার মতো কেউ নেই। তারপরও মায়ার
উচিত ছিল অসুস্থ শ্বশুরের একবার অন্তত খোঁজ
নেওয়া। মায়া দ্বিধা নিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিচে নামতে চোখে
পড়ল ডাইনিংয়ে বসা রাদিফ, আরাফ খান; আর
নিহাল খানকে। সবাই সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে।
সবাইকে একত্রে দেখে মায়া খানিকটা দ্বিধাবোধ করল
নিচে নামতে। হেনা খান দাঁড়িয়ে সবাইকে খাবার
খাওয়াচ্ছেন। আবার কিচেন হতে এটা সেটা এগিয়েও
আনছেন। তবে রিদকে আশেপাশে কোথাও দেখা
গেল না। চঞ্চল রাদিফ খেতে খেতে দেখল মায়াকে
সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে। খাওয়া বন্ধ করে
তক্ষুনি ডাকল মায়াকে... “ভাবি, আপনি ওখানে

দাঁড়িয়ে আছেন কেন? এদিকে আসুন! আমাদের সাথে বসে নাস্তা করুন।

রাদিফের ডাকে সকলেই তাকাল সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মায়ার দিকে। একত্রে এতগুলো মানুষের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যেতে মায়া জড়তায় সিঁটিয়ে মাথার কাপড় টানতেই মায়াকে দ্বিতীয়বারের মতো ডাকল হেনা খান...

“এদিকে আয় মায়া। নাস্তা করবি। তোর ওষুধ আছে। আয় তাড়াতাড়ি।

মায়া জড়তার পা ফেলে সেদিকে এগোল। মায়া অন্য একটা খালি চেয়ার দেখে সেটাতে বসতে চাইলে আরাফ খান বাঁধা দিয়ে নিজের পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে মায়াকে বসতে বলে তিনি বললেন...

‘তুমি আমার পাশে বসো তো মায়া। তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে বুঝলে? বসো বসো।

মায়া জড়তার পায়ে এগিয়ে এসে আরাফ খানের পাশে চেয়ারটায় বসতে গম্ভীর মুখ খুললেন নিহাল খান। তিনি মায়ার উদ্দেশ্যে বললেন...‘কেমন আছেন আম্মু? আপনার শরীর ভালো আছে?

মায়া জড়তায় সিঁটিয়ে মিহি স্বরে বলল....

‘ জ্বি আব্বু, আলহামদুলিল্লাহ! আপনি ভালো আছেন?

“জ্বি, আল্লাহ রাখছেন ভালো। তবে রাতে আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। শুনলাম আপনি নাকি অসুস্থ ছিলেন? মাথা ব্যথা কমেছে আপনার?

মায়া রাতে রিদের সঙ্গে রাগ করে ঘর হতে বের হয়নি সেটা রিদ বাদে অন্য কেউ জানে না। স্বামীর উপর রাগ থেকে মায়া রাতে কারও সাথে দেখা বা কথা বলেনি। মায়া মনে মনে বেশ অনুতপ্ত হলো রাতের ব্যাপারটায়। তবে মায়া রাতে অসুস্থ ছিল না, বরং ভালোই ছিল। কিন্তু নিহাল খান যখন বলছেন মায়া অসুস্থ, ওর মাথা ব্যথা ছিল—তার মানে কেউ নিশ্চয়ই উনাকে মায়ার ব্যাপারে এটাই বলেছেন। মায়া জড়তা নিয়ে বলল...“জ্বি।

নিহাল খানের খাওয়া শেষ। তিনি পাশ থেকে টিস্যু নিয়ে মুখ মুছে রাখতে রাখতে মায়ার উদ্দেশ্যে বলল....

” আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল আম্মু।

‘ জ্বি বলুন!

নিহাল খান সময় নিয়ে মায়ার উদ্দেশ্যে গুছিয়ে বলল...

‘ আসলে আমি এবং আমার পরিবার সকলেই অনেক অনুতপ্ত, আপনার প্রতি। আপনার সাথে যা হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা খুবই লজ্জিত। সত্যি বলতে, আমরা আমাদের ছেলের জন্য দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম সেই সময়, সেজন্য আপনার খেয়াল করতে পারিনি আমরা। ছেলের বুকভরা তাজা রক্ত দেখে আমাদের দুনিয়া ঘুরে গিয়েছিল—কী করব, কী করা উচিত তখন ঐ মুহূর্তে সব ভুলে শুধু ছেলের জন্য পাগল হয়ে ছিলাম। আমরা আসলে বুঝতে পারিনি আমাদের অনুপস্থিতিতে আপনি এতটা ভুক্তভোগী হবেন।

নিহাল খানের কথায় মায়া তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল না কী উত্তর দেবে। মায়া কি ওর শ্বশুরের কথায় ‘ঠিক আছে’ বলবে নাকি চুপ থাকবে? মায়াকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে হাঁসফাঁস করতে দেখে নিহাল খান মায়ার ভেতরের অবস্থা বুঝে নিয়ে তিনি বললেন...“সমস্যা নেই আম্মু, আপনার কিছু বলতে হবে না। তবে কথা দিচ্ছি, আপনাকে আপনার যোগ্য সম্মান দিয়ে রাখব এই পরিবারে। দ্বিতীয়বার যেন একই ভুল না হয়

সেই খেয়ালও রাখব আমরা। আপনি আমাদের উপর শেষবারের মতো বিশ্বাস করতে পারেন।

কথাগুলো শেষ করে তিনি খাবার শেষ করে উঠে গেলেন বাইরে। বাহিরে লোকদের ভিড় জমেছে। তাদের নিয়ে সমাবেশে বের হবেন তিনি। আজ একটা পার্টিদলের সমাবেশ আছে উনাদের। নিহাল খান চলে যেতে যেতে উনার কানে এল রাদিফের কথা। রাদিফ মায়ার উদ্দেশ্যে বলছে...“ভাবি, সকাল থেকে আম্মু আপনার খোঁজে দশবারের বেশি ফোন দিয়েছে আমাকে। এতবার তো আম্মু আমাদের খোঁজেও ফোন দেয় না, যতটা আপনার খেয়ালে দেয়। ভাবছি আমার হাতের ফোনটা আপনাকে দিয়ে যাব। আমাদের থেকে আম্মুর আপনার চিন্তা বেশি। আপনি আমাদের বোন হলে আরও ভালো হতো ভাবি। অনেক আদুরে থাকতেন আপনি। রিদ ভাই আর আম্মু আপনাকে একটু শাসন করলেও আমি আর আব্বু কিন্তু আপনাকে অনেক আদর করতাম ভানি। রিদ ভাই আপনার বড় ভাই হতো আর আমি ছোট ভাই। বিষয়টা মজার না?

কথাগুলো বলেই রাদিফ জিভ কামড় দেওয়ার মতো করে নিজের কথাটা নিজেই সংশোধন করে বলল...

“সরি সরি ভাবি! ভুল বলেছি, ভুল বলেছি,, রিদ ভাইকে আপনি ভাই বলতে পারবেন না। রিদ ভাই আপনার জন্য যে পাগল মানুষ আল্লাহ! ভাই যদি শুনে আমি আপনাকে বোন বানানোর স্বপ্ন দেখছি তাহলে আমার রক্ষা নেই। আপ...

“আউট!রিদের গম্ভীর গলার ধমকে তৎক্ষণাৎ মাথা ঘুরিয়ে তাকাল রাদিফ। রিদকে চোখমুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝল রিদ রাদিফের কথাগুলো শুনেছে এতক্ষণ। রাদিফ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বোকার মতো হেসে বলল...

“আরে ভাই, আমার কোনো দোষ নেই এতে বুঝলে। এসবে ভাবিই আমাকে বলল উনার নাকি তোমাকে মামা বানানোর খুব ইচ্ছে ছিল। অথচ তুমি যে ভাবির বাচ্চার বাবা হতে ইন্টারেস্ট সেটা উনি বোঝে না। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো তো এমন দুষ্ট ইচ্ছা যেন ভাবি না রাখে। তুমি তাতে কষ্ট পাও।

রাদিফ দুষ্ট হেসে চলে যেতেই রিদ মায়ার দিকে তাকাল। মায়া হাঁ করে রাদিফের দিকেই তাকিয়ে

ছিল। কী সুন্দর গুছিয়ে মিথ্যা বলে রাদিফ! রাদিফ
চলে যেতে মায়া দৃষ্টি ঘোরাতে গিয়ে রিদের সঙ্গে
চোখাচোখি হতেই মায়া তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সরিয়ে নত
মস্তকে বসে পড়ল চেয়ারে। রিদ মায়ার দিকে কপাল
কুঁচকে তাকিয়ে মায়ার পাশের খালি চেয়ারটায় বসতে
চাইলে পুনরায় বাঁধা দিলেন আরাফ খান। তিনি
রিদকে নিজের পাশের চেয়ারটায় বসতে বললে রিদ
অগ্রাহ্য করে মায়ার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল।
আরাফ খান চেয়েছিলেন তিনি রিদ ও মায়ার
মধ্যখানে বসতে, কিন্তু রিদ সেই সুযোগ না দিয়ে
মায়াকে মধ্যস্থ রেখে বসতে বসতে বলল...“তোমার
খাওয়া শেষ হলে উঠে যাও দাদভাই। আমার
প্রাইভেসি লাগবে।

আরাফ খানের খাওয়ার পর্বটা আরও আগেই শেষ
হয়ে গিয়েছিল। তিনি খালি কাপের চা নিয়ে
বসেছিলেন মূলত মায়ার সাথে আড্ডা জমাবেন বলে।
কিন্তু রিদ আরাফ খানকে চলে যেতে বললে তিনি
খানিকটা বিরক্ত গলায় বললেন...

”তুই রুমে কি এমন করতে পারিস না যে তোর বউ
নিয়ে ডাইনিংয়ে প্রাইভেসি লাগবে?

আরাফ খানের কথায় রিদ একই ভাবে উত্তর দিয়ে বলল...

“তুমি যা বুড়ো বয়সে রুমে করতে পারো না আমি তাই-ই করি।

রিদের হেঁয়ালিপূর্ণ কথায় ক্ষেপে উঠলেন আরাফ খান।
উনাকে কেউ বুড়ো বললে বেজায় চটে যান তিনি।
রেগেমেগে রিদকে শুধালেন...“বুড়ো হবে তোর বাপ।
আমি এখনো জোয়ান আছি।

রিদ আরাফ খানের কথায় পাত্তা না দিয়ে মায়ার
নাস্তার প্লেটে খাবার তুলে দিতে দিতে বলল...

“আচ্ছা!

“এই আচ্ছা কি হ্যাঁ?

“ওকে!

পরপর রিদের হেয়ালি কথায় আরাফ খানের রাগ
বাড়ল। তিনি রিদকে শুধিয়ে বললেন.....

“তুই তোর মাকে আমার নামে মিথ্যা বললি কেন? যে
আমার বুক ব্যথা হয়েছিল কাল।

“আমার প্রাইভেসি দরকার ছিল তাই বলেছি।

রিদের কথায় আরাফ খান অবাক সুরে বললেন...

“তোৰ প্ৰাইভেসিৰ জন্য আমাকে হাৰ্টেৰ ৰোগী বানিয়ে দিবি? তুই এত প্ৰাইভেসি দিয়ে কী কৰিস বল তো? रिद सोजासाप्ता उतुरे বলल...”बडके समय दिई। रिदेर कथाय आराफ खानओ खोंचा मारार मतो करे বলल....

“बडके एत समय দিয়ে करिस की? बाप तो आर हते शुनलाम ना। आबार चास प्ৰাইভেসि। तोर बयसे আমি तिन सन्तानेर बाप हये गियेछिलाम एतदिने। आर तूई এখনो एकटारओ हते पारलि ना।

रिद मायार प्लेटे रुटि तुले दिते दिते বলल...

“आमार बड छोट। तोमार मतो बुढो बड बिये करले एतदिने तिनटा केन, सातटा सन्तानेर बाप हये येताम। तुमि निश्चयई पुष्टिहीन ৰোগী ছিলে বলে कष्ट करे तिनटार बाप हते पेरेछिले। आमार मतो तागड़ा युवक हले निश्चयई एतदिने खान बाड़िते लाइन पड़त तोमार सन्तानदेर।

रिदेर कथाय आराफ खानेर मुखटा थमथमे हये गेल। तनि पुष्टिहीन ৰোগী ছিলেন? উনি এক ছেলে ও তিন কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন। সেই সময়ে

তিনি এক হুঁপুটপুট তাগড়া যুবক ছিলেন। উনাদের স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধানও খুব একটা ছিল না। তাই বলে রিদ উনার সুন্দরী বউকে বুড়ো আর উনাকে পুষ্টিহীন রোগী বলবে?

আরাফ খান রিদের কথায় রেগে চলে যেতে যেতে বললেন...“তুই আর তো বাপ পুষ্টিহীন রোগী। আমি তো তাও টেনেটুনে চার সন্তানের বাপ হয়েছি। তোর বাপের তো তার মুরাদই নেই। দুটোতেই সে ক্লান্ত হয়ে ইতি টেনেছে, বউকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে। আর তুই এসেছিস আমার পুরুষত্বের দিকে আঙুল তুলতে। তোরা বাপ-ছেলে মিলেও তো আমার চার সন্তানের রেকর্ড ভাঙতে পারবি না। যদি পারিস তাহলে আমার নামও আরাফ খান না অন্য কিছু রাখব। যাহ!পরপর কথাগুলো বলেই আরাফ খান লাঠি হাতে বেরিয়ে যান। এখানে থাকলে যে রিদের সঙ্গে কথায় পারবে না তা তিনি বেশ জানেন। সেজন্য রিদকে নিজের কথাগুলো শুনিয়ে বের হয়ে যেতে মায়াও রিদের পাশ থেকে উঠে যেতে চাইল। রিদ আর আরাফ খানের মাঝে এতক্ষণ মায়া নীরব দর্শক ছিল। লজ্জায় মুখ থমথমে হয়ে আছে মায়ার। ওহ

রিদকে এড়িয়ে চলে যেতে চাইলে রিদ পিছন থেকে
মায়ার চুলের বেণি টেনে ধরতে মায়া মৃদু স্বরে ‘আহ’
বলে চোঁচিয়ে উঠল ব্যথায়। রিদ মায়ার বেণি হাতে
পেঁচিয়ে মায়াকে পুনরায় জায়গায় বসাতে বসাতে
বলল... “রিত আমি একই কথা বারবার বলতে ভালো
লাগে না। রাতে বিষয়টা ছেড়ে দিলেও যে এখন
তোমাকে ছেড়ে দেব বিষয়টা এমন নয়। আমার
তোমার উপর রাগ ছিল কিন্তু বিশ্বাস হারাইনি
কখনো। যদি বিশ্বাস হারাতাম তাহলে তোমাকে
কখনো আমার বাড়িতে জায়গা দিতাম না। তুমি
জানো আমি আমার কথা ছাড়া কারও কথা বিশ্বাস
করে কাজ করি না। আমার আম্মু তোমাকে আমার
বাড়িতে নিয়ে আসার পিছনে আমারও সম্মতি ছিল।
যদি আমার সম্মতি না থাকত তাহলে আমার মা
কেন, দুনিয়ার কারও ক্ষমতা নেই রিদ খানের
বাড়িতে তোমাকে রাখার। সবকিছু একতরফা দেখতে
নেই। আমি রাগটা সবার সামনে প্রকাশ করতে পারি
কিন্তু ভালোবাসাটা পারি না। আমা...

রিদের বাকি কথা শেষ হওয়ার আগে মায়া মাঝে ফোড়ন কেটে বলল...“তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি আমাকে ভালোবাসেন তাই-তো?
মায়া রিদের কথা গুলোর মাঝে শুধু একটা কথাই বুঝলো—রিদ রাগ প্রকাশ করতে পারলেও রিদের ভালোবাসাটা আড়ালে থাকে। তার মানে রিদ মায়াকে ভালোবাসে? রিদ মায়াকে ভালোবাসে সেটা মায়া জানে, কিন্তু রিদ কখনো মায়াকে প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি দেয়নি এটা নিয়ে। তাই আজ মায়া কথায় কথায় রিদের থেকে ভালোবাসার স্বীকারোক্তি করাতে চাইল। কিন্তু রিদ মায়ার কথায় বিরক্তি চোখে তাকাল মায়ার দিকে, মায়ার চুল ছেড়ে দিতে দিতে বলল...“নাহ বাসি না।

“তাহলে আমিও আপনার সাথে থাকব না। যান।
মায়া জেদ করে আবারও উঠে যেতে চাইলে রিদ পুনরায় মায়াকে টেনে চেয়ারে বসাতে বসাতে রাগে দাঁতে দাঁত চেপে বলল...

“তুই থাকবি, তোর চৌদ্দ গোষ্ঠীও থাকবে বেয়াদব।

“ঠিক আছে যান, নিয়ে আসুন আমার চৌদ্দ গোষ্ঠীকে।
তরাই আপনার সাথে সংসার করবে নে। আমি পারব
না।

রিদ ধমকে বলল...

“রিত!রিদের ধমকে মায়া হাত গুটিয়ে চুপ করে
বসল। রিদ নিজের রাগ চেপে মায়ার প্লেটে খাবার
তুলে দিতে মায়া পিঠ বেঁকে বসল খাবে না বলে।
রিদ মায়ার কাঁধে হাত রাখতে মায়া রিদের হাত
সরিয়ে দিল। রিদ পুনরায় রেগে গেল। সে জীবনে
কারও এসব রাগ সহ্য করেছে কিনা সন্দেহ, অথচ
বিয়ে করে বউয়ের পাল্লায় পড়ে জীবনে যা না করেছে
আজ তাই করতে হচ্ছে। রিদ পুনরায় মায়ার কাঁধে
হাত রাখতে চাইলে মায়া একই ভাবে রিদের হাতটা
সরিয়ে দিতে গেলে রিদ ক্ষেপে যায়। শক্ত হাতে
মায়ার বাহু টেনে নিজের দিকে ফেরাতে ফেরাতে
রাগান্বিত গলায় বলল...

“কী সমস্যা তোর? এমন করছিস কেন?”খাব না
আমি!

“কেন?

“আমাকে আম্মুর কাছে দিয়ে আসুন।

“পারব না।

“কেন?

“বিয়ে করেছি আমি। বউ আমার সাথে থাকবে তাই।

“তাহলে আম্মুকে এই বাড়িতে এনে দিন। আম্মু তো এই বাড়ির বউ। আপনারা কেন আম্মুকে এই বাড়িতে ফেরাচ্ছেন না?

রিদ মায়াকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে বলল....“আমাকে এসব স্পর্শকাতর বিষয়ে জড়াবে না রিত। আম্মু-আব্বুর বিষয়টা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তারা তাদের জীবনের সঙ্গে কী করবে সেটা তাদের একান্ত বিষয়। এত বছরও যখন তাদের সিদ্ধান্ত বদলায়নি তাই আমি সন্তান হয়ে সেসবে জড়াতে চাচ্ছি না। আমার এমনিতেও কারও ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করা পছন্দ না। আমার মনে হয় আম্মুরও পছন্দ হবে না উনার ব্যক্তিগত জীবনে কেউ হস্তক্ষেপ করুক সেটা নিয়ে। তুমি এসবের থেকে দূরে থাকো রিত। আমি নতুন ঝামেলা চাচ্ছি না। রিদের কথায় মায়া তর্ক করল না। কারণ রিদ আর সুফিয়া খান দুজন একই ব্যক্তিত্বের মানুষ। তাদের ব্যক্তিগত জীবনে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না তাঁরা। তবে মায়া

এতদিনে বেশ করে সুফিয়া খানকে চিনেছে। উনার
সংসার জীবন খুব পছন্দের। উনি যত্নসহকারে
আগলে রাখেন সংসারের প্রতিটা মানুষকে। রিদ বা
সুফিয়া খান হয়তো তাদের ব্যক্তিত্বের জন্য সহজে
কাউকে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু একবার যদি
কাউকে মেনে নেয় সারাজীবন আগলে রাখার মতো
গুণ তাদের আছে। সেজন্য মায়ার ধারণা সুফিয়া খান
নিহাল খানের সাথে মনোমালিন্যের জন্য দূরে দূরে
থাকলেও আজও হয়তো দুজন দুজনকে
ভালোবাসেন। নয়তো বিচ্ছেদের এত বছর পরও
কেন কেউ কাউকে ডিভোর্স দিচ্ছেন না? ভালোবাসা
আছে বলেই তো তারা বিচ্ছেদ চাচ্ছেন না। মায়ার
ধারণা যদি কোনো রকমে ওর শ্বশুর-শাশুড়িকে
একত্রে এক ছাদের নিচে আনা যায় তাহলে নিশ্চয়ই
তাঁরা তাদের মনোমালিন্য পিছনে ফেলে কথা বলার
একটা সুযোগ দেবেন দুজন দুজনকে। কিন্তু এখন
প্রশ্ন হলো সুফিয়া খান যে মানুষ জীবনেও কারও
কথা শুনে এই খান বাড়িতে পা রাখবেন না। বাকি
রইল ওর শ্বশুর নিহাল খান—উনি খুবই নমনীয়
স্বভাবের মানুষ। উনাকে কোনোভাবে সুফিয়া খানের

বাড়ি অবধি কয়েক দিনের জন্য পাঠাতে পারলে হয়তো কোনো একটা কাজ হতো। কিন্তু মায়া ওর শ্বশুরকে শাশুড়ির বাড়িতে পাঠানোর মতো, এই অসম্ভব কাজটা কীভাবে করবে ওহ? মায়ার মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার মাঝে রিদ মায়ার মুখের সামনে রুটি ছিঁড়ে এক টুকরো ধরতে মায়া সেটি মুখে নিতে নিতে বলল...“আপনার ফোন কোথায়?

রিদ কিছু বলবে তার আগেই মায়া রিদের উপর চিরুনি তল্লাশি চালাল। রিদের বুকে, প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াল ফোনের খোঁজে। কিন্তু কোথাও রিদের ফোনের খোঁজ না পেয়ে মায়া অধৈর্য হয়ে পুনরায় রিদকে শুধালো...

“আপনার ফোন কোথায় বলুন।

রিদের বাম পাশে ডাইনিংয়ের উপর রাখা ছিল ফোনটি। ডান পাশে মায়া বসে। অধৈর্য মায়া রিদের ডানে-বামে না খুঁজে রিদের উপর তল্লাশি করল। রিদ পুনরায় মায়ার মুখে খাবার তুলে দিতে দিতে বাম হাতে নিজের ফোনটি মায়ার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল...

“তুমি আমার হয়ে থেকো রিত, গোটা দুনিয়া আমি তোমার করে দেব। রাতের আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। মস্ত বড় আকাশে থালার মতো চাঁদও উঠেছে। সেই চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল ধরণী। রাত দশটা সতেরো।

জুই গ্রিলের মাথা ঠেকিয়ে সেই আকাশের চাঁদটার দিকে তাকিয়ে। মনের উতালপাতায় অসংখ্য কথা তীরের মতো বিঁধছে বুকে। আজ গত এক সপ্তাহ ধরে সে আয়নের ফ্ল্যাটে থাকছে পরিবার থেকে দূরে। এর মাঝে জুই বেশ কয়েকবার মুক্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিল ঐ বাড়ির খোঁজ নিতে। মুক্তাও বেশ জুইয়ের উপর রেগে আছে—এমন পরিস্থিতিতে জুই কেন আয়নের সঙ্গে পালিয়ে গেল তা নিয়ে। জুইয়ের বাবা নাকি ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন জুইয়ের কাজে। আচ্ছা জুই কি আসলেই আয়নের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল? মন বেদনায় ডুকরে কেঁদে উঠল জুই। আয়ন ঘরে প্রবেশ করতে করতে জুইয়ের ফুঁপানো শব্দে দ্রুত ঘরের আলো জ্বালালো। অন্ধকার কাটিয়ে শূন্য ঘরে কাউকে দেখতে না পেয়ে হাতে ব্যাগটা সোফায় রাখতে রাখতে হাঁটলো বারান্দার

দিকে। জুইকে থিল ধরে কাঁদতে দেখে আয়ন
জুইয়ের বাহু টেনে নিজের কাছে টানতে টানতে
উত্তেজিত গলায় বলল...“আপনি কাঁদছেন কেন জুই?
কী হয়েছে?

আয়নের বুকে ঠাই পেয়ে জুইয়ের কান্না বাড়ল।
দু’হাতে আয়নের পিঠ জড়িয়ে বুকে মুখ লুকাতে
লুকাতে ডুকরে কেঁদে উঠে বলল...

“আমাকে কেউ ভালোবাসে না ডাক্তার সাহেব। সবাই
ঘৃণা করে। আব্বু আমাকে ঐ বাড়িতে যেতে নিষেধ
করেছেন, বলেছেন আমি নাকি তাদের জন্য মরে
গেছি। সত্যি আমি মরে গেছি ডাক্তার সাহেব?

জুইয়ের কান্নার কারণটা বুঝতে পেরে আয়ন গুমোট
নিশ্বাস ফেলল। এই আজ নতুন নয়। জুই যবে থেকে
এই বাসায় এসেছে তখন থেকে জুই নিজের
পরিবারের থেকে দূরত্বটা হুট করে মেনে নিতে
পারছে না। তাছাড়া আয়নও ভাবেনি জুইকে ঐভাবে
নিজের সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। সে জুইকে নিজের
কাছে আনতে চেয়েছিল, তবে সেটা সসম্মানে। আয়ন
জুইয়ের মাথায় ঠোঁট ছুঁয়ে আশ্বস্ত করে বলল...

“আমার উপর বিশ্বাস রাখুন জুই, আমি সবকিছু ঠিক করে দেব। আমার পরিবার এই মাসে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফিরবে, তখন আমার বাবা-মাকে আপনাদের বাসায় পাঠাব। আপনার বাবাকে বুঝিয়ে তারপর সসম্মানে আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাকে আমার ঘরে তুলব। আপনি কষ্ট পাবেন না জুই। আমাকে একটু সময় দিন, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্বাস রাখুন।” আমি কোনো আনুষ্ঠানিকতা বিয়ে চাই না ডাক্তার সাহেব। যেটা হওয়ার সেটা হয়ে গেছে। আমি কোনো কিছুর পরিবর্তন চাই না। আমি জানি আমার বাবা কেমন, উনি এক জেদি পুরুষ—যতক্ষণ না তিনি নিজে থেকে সবকিছু বুঝবেন ততক্ষণ পযন্ত তিনি কারও কথা শুনবেন না। আমি চাই না আমার জন্য আপনি বা আপনার পরিবার ছোট হোক। যেটা হচ্ছে সেটা হতে দিন, আমি সবকিছু মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব দ্রুত।

কয়েক মূহূর্ত দুজনের এইভাবে কাটলো। হঠাৎ জুইয়ের হুশ ফিরতে সে আয়নকে ঠেলে নিজের থেকে দূরে সরাতে চাইলে আয়ন বাঁধা দিয়ে বলল..

“জুই, আজকে আমি আপনার সাথে থাকি?”

জুই আয়ন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল..

“না।

“প্লিজ জুই, না করবেন না। আমি রাতে চোখে দেখতে পাই না।

আয়নের কথার মানে বুঝতে না পেরে জুই অবুঝ গলায় শুধালো আয়নকে বলল....

“মানে?“হ্যাঁ জুই! আমি দূরের জিনিসটা একদম দেখতে পাই না। সেজন্য ডক্টর বলেছে আমাকে বউয়ের আশেপাশে থাকতে।

“আপনি ডাক্তার হয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন?

“হ্যাঁ! আমি তো হার্ট সার্জন। চোখের ডাক্তারের কাছে না গেলে চোখের সমস্যা ভালো হবে কীভাবে বলুন?

আয়নের মনগড়া কথার মানে জুই বুঝতে পেরে জুই দুহাত বুকে বাঁধতে বাঁধতে বলল...

“তা ডাক্তার আর কী বলেছে আপনাকে?

“বলেছে আমার নাকি ভিটামিনের অভাব।

“তো কি করতে হবে?

“আপনার আশেপাশে থাকতে বলেছে। আপনাকে বেশি বেশি সময় দিতে। রাতে আপনার সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাতেও বলেছে।

আয়নের কথায় জুইয়ের হাসি পেল। নিজের হাসি চেপে রাখতে না পেরে জুই চলে যেতে নিয়ে বলল...“যতসব ধান্দাবাজি আপনার! সরেন।

জুই আয়নকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইলে আয়ন শক্ত হাতে জুইয়ের বাহু টেনে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বলল...

“আপনি দূরে গেলে তো চলবে না জুই। এমনি আমার চোখের সমস্যা, দূরের জিনিসটা দেখি না। আপনাকে হারিয়ে ফেললে তো আমার ভিটামিনের অভাব বাড়বে জুই। এর থেকে বরং আপনি আমাকে জড়িয়ে ধরে একটা শক্ত করে চুমু খান, যেন আমার সকল অপুষ্টিহীতায় চলে যায়।

জুই লজ্জায় সিঁটিয়ে গেল আয়নের বুকে। খানিকটা মোচড়ামুচড়ি করে আয়ন থেকে নিজেকে ছাড়াতে চেয়ে বলল...

“আমাকে ছাড়ুন প্লিজ।

“অসম্ভব।”“আমি মায়ার কাছে যেতে চাই, প্লিজ আমাকে নিয়ে চলুন।

আয়ন এক হাতে জুইকে জড়িয়ে অপর হাত জুইয়ের গাল স্পর্শ করে শব্দ করে চুমু খেতে খেতে মোহাচ্ছন্ন গলায় বলল...

“মায়া ঢাকায় নেই। রিদের সঙ্গে চট্টগ্রামে আছে। আপনাকে কাল নিয়ে যাব চট্টগ্রামে, তারপরও আজ আমাকে বাঁধা দেবেন না জুই প্লিজ! রাত এগারোটা সাতাশ। মায়া অন্ধকার রুমে অল্প আলোয় পায়চারি করছে ঘর জুড়ে। হাতে রিদের ফোন। এটা সকালে নিয়েছিল, তখন থেকে এটা মায়ার কাছেই আছে। এই ফোনে মায়া দুটো কাজ করেছে—এক, রাফার সাথে যোগাযোগ করেছে; দ্বিতীয়ত, নিজের বাড়িতে কল দিয়েছিল মায়ের নাম্বারে, কিন্তু রেহেনা বেগমের নাম্বারটা বরাবরই বন্ধ বলেছে। মায়া খানিকটা চিন্তিত নিজের পরিবার নিয়ে। বহুদিন ধরে মায়া নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। এমন না যে মায়া ওর পরিবারের সবাইকে মিস করবে। মায়া শুধু ওর মায়ের সাথে যোগাযোগ করতে চায়। মায়াকে যখন ওর বাড়ি থেকে সুফিয়া খান নিয়ে আসে তখন ঐ বাড়ির পরিস্থিতি ভালো ছিল না। অনুকূল পরিস্থিতিতে মায়ার মা কেমন আছে সেটাই জানতে চায়। নিজের

মায়ের সঙ্গে কথা বলতে না পেরে মায়া ভীষণ হতাশ হলো, তবে আজ বেশ কয়েকবার সুফিয়া খানের সঙ্গে মায়ার কথা হয়েছে। মায়া এখন একমাত্র লক্ষ্য কীভাবে সুফিয়া খানকে এই বাড়িতে নিয়ে আসা যায়। মায়া জানে কাজটা সহজ হবে না, তারপরও মায়া এই অসাধ্য কাজটা সাধন করতে চায়। মায়া রুম জুড়ে পায়চারি করার মধ্যে রিদ ঘরে ঢুকল। অল্প আলোয় মায়াকে কালো ছায়ার মতো দেখাতে রিদ ঘরে আলো জ্বালালো। মায়াকে সাদামাটা একটা সুতির থ্রি-পিস পরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রিদ দেয়াল ঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে কপাল কুঁচকে মায়ার দিকে তাকিয়ে বলল...“ঘুমাওনি? এত রাত অবধি জেগে আছো কেন?

রিদের ক্লান্তি মাখা মুখটার দিকে তাকিয়ে মায়া মিনমিন করে বলল...

“আমার ঘুম আসছে না।

রিদ হাতের কোটটা ছুঁড়ে সোফার উপর ফেলতে ফেলতে মায়ার দিকে হাত বাড়িয়ে ডেকে বলল...

“কাছে এসো!

মায়া জড়তার পায়ে এগিয়ে গেল রিদের দিকে। রিদ
মায়ার নাক টেনে কপালে টোকা দিতে দিতে
খানিকটা ঝুঁকে গেল মায়ার উপর। ঠান্ডা গলায়
বলল...

“শার্ট চেঞ্জ করো।

রিদের কথায় মায়া অবাক নেত্রে তাকাল রিদের
দিকে। বলল...

“আমি?

“হুম!

রিদের সেই অপরিচিত মোহাচ্ছন্ন স্বর। মায়ার সর্বাঙ্গ
কেঁপে উঠল অদ্ভুত অনুভূতিতে। মায়া হাঁসফাঁস করে
জড়তার হাত বাড়িয়ে রিদের শার্টের বোতাম খোলে
গা থেকে শার্ট ছাড়িয়ে নিতে মায়ার চোখে পড়ল
রিদের শক্তপোক্ত শরীরটা। হাতা কাটা গেঞ্জির ফাঁক
দিয়ে বেরিয়ে আসছে রিদের আটসেটে মাংস পেশি
শক্ত দেহটা। মায়া হতবাক হতবুদ্ধি চোখে রিদের
শরীরের দিকে দৃষ্টি বোলাতে বোলাতে হাত বাড়াল
রিদের বাহুতে। রিদের শক্ত বাহু ছুঁয়ে মায়া হতবাক
গলায় বলল...“আল্লাহ, আপনি তো অনেক মোটা হয়ে

গেছেন নেতা সাহেব। আপনার শরীর এত শক্ত কেন?

মায়ার কথায় রিদ পুনরায় মায়ার মাথায় টোকা দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল...

“পাওয়ারফুল মেডিসিনে শরীর ফুলে গেছে একটু।

মায়া এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছিল রিদের অ্যাক্সিডেন্টের কথা। মায়া অবুঝ গলায় প্রশ্ন করে বলল...

“ওষুধ? কিসের ওষুধ খান আপনি?

“এত অল্পতে অ্যাক্সিডেন্টের কথা ভুলে গেলে হবে ম্যাডাম?কথাটা বলে রিদ মায়াকে পাশ কাটিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে যেতে চাইলে তৎক্ষণাৎ মায়া রিদের হাত টেনে ধরল। হাতে টান পড়ায় রিদ কপাল কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনে তাকাতে দেখল অশ্রুসিক্ত চোখে মায়াকে কাঁদতে। রিদ ছুট করে বুঝল না মায়ার কাঁদার কারণটা। মায়া রিদের হাত টেনে তৎক্ষণাৎ দু’হাতে রিদকে জড়িয়ে বুকে মুখ লুকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল দীর্ঘ দিনের চাপা কষ্টে। অনেকটা দিন রিদের সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে সুস্থতা কামনা করে কেঁদে কাটিয়েছে মায়া। অথচ মানুষটা

সুস্থ হয়ে সামনে আসার পর দুজনের দূরত্ব কমছে না। মায়া এলোমেলো দু'হাতে রিদের গাল আঁকড়ে রিদের মাথা টেনে নিচু করলো মুখোমুখিতে। এলোমেলো ঠোঁট রিদের মুখে ছুঁতে দিতে রিদ খানিকটা শকট খেল। মায়া হাইটে ছোট হওয়ায় দু'পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে রিদকে চুমু খেতে গিয়ে দিকে এগিয়ে গেল। রিদ মায়ার শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে পিছু হাটল পরপর। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে রিদের পা বিছানায় ঠেকতে রিদ ধপ করে বিছানায় বসে পরলে মায়া রিদের মুখের উপর ঝুঁকে গেল। দু'হাতে রিদের দু'গাল আঁকড়ে এলোমেলো ঠোঁট রিদের মুখ ছুঁয়ে উঠল রিদের মাথায়। অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাগুলোতে মায়া পরপর ঠোঁট বুলিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল দু'হাতে রিদের গলা জড়িয়ে। রিদের গলায় মুখ ডুবিয়ে কেঁদে উঠে বলল...

“আপনাকে ছাড়া আমি বাঁচব না নেতা সাহেব। সত্যি বাঁচব না। আপনার সঙ্গে দুঃখের জীবন কাটাতে রাজি, কিন্তু আপনাকে হারিয়ে সুখী হতে রাজি নই। সকাল পেরিয়ে দুপুর হলো। দুপুর বারোটা পেরিয়ে একটার ঘর। তপ্ত রোদে খাঁ খাঁ করছে ধরণী। মায়া

ওড়নার আঁচলে গলার ঘামটুকু মুছে নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। অতিষ্ঠ গরমে শরীর জ্বালা করছে। এই অসময়ে রিকশার আশায় এদিক সেদিক তাকাল মায়া। গায়ে সাদামাটা একটা থ্রি-পিস জড়ানো। মুখে ওয়ান-টাইম মাস্ক, হাতের পার্সে কিছু টাকা আর রিদের ফোন। মায়া লম্বা ঘোমটা টেনে যতটা নিজেকে আড়াল করা যায় ততটাই করল। এই অসময়ে রিদের অনুপস্থিতিতে মায়ার রাস্তায় বের হওয়ার কারণ দুটো। প্রথমত মুরাদপুরে মাযাদের আগের বাসায় যাবে আরিফের সঙ্গে দেখা করতে, দ্বিতীয়ত রাফা মায়ার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে কোনো একটা কারণে। মায়া জানে কারণটা কী হতে পারে, সেজন্য মায়া নিজেও চাচ্ছে রাফার সঙ্গে কথা বলতে, মায়া রাফাকে আরিফের বাসায় আসতে বলে সে অনেকটা সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর অবশেষে রিকশার দেখা পেল। তপ্ত রোদে রিকশায় চড়ে বসতে মায়া আশেপাশে বেশ পরিচিত ছেলেপেলের দেখা পেল। এরা রিদের লোক সেটা মায়া জানে। মায়ার শ্বশুরের নির্বাচনের জন্য রাস্তায় ব্যানার পোস্টার লাগাচ্ছে ছেলেপেলে গুলো দলবদ্ধ হয়ে। সেজন্য মায়া রিকশার

হুড তুলে নিজেকে আড়াল করল। গায়ের ওড়নাটা প়েঁচিয়ে যতটুকু নিজেকে আড়াল করা যায় ততটুকুই করল। রিদের অনুপস্থিতিতে মায়া খান বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, সেটা কেউ জানে না। জানলে অবশ্য মায়াকে বের হতে দিত না কেউ। কারণ রিদের কঠোর নিষেধ আছে মায়ার বাইরে বের হওয়া নিয়ে। কিন্তু মায়া নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্য কাউকে না জানিয়ে খান বাড়ি থেকে বের হতে বাধ্য হয়েছে। তবে খান বাড়ির সদস্যরা মায়াকে বের হতে না দেখলেও খান বাড়ির সার্ভেন্টরা ঠিকই দেখেছে মায়াকে বের হতে। তাছাড়া খান পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে কেউ উপস্থিতি ছিল না মায়ার বেড়িয়ে আসার সময়। রিদ বাদে বাড়ির সকল ছেলেরাই নিহাল খানের নির্বাচনের কাজে বাইরে ছিল। হেনা খান নিজের ঘরে ছিল বলে মায়া বাড়ি থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এসেছে। মায়ার ধারণা বিকালের আগেই সে খান বাড়িতে ফিরে যাবে। যেহেতু রিদ বাসায় নেই, সেহেতু খান বাড়ির অন্য সদস্যরা মায়ার বাড়ি থেকে বের হওয়া নিয়ে ঝামেলা করবে না। মায়ার মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার মাঝেই হঠাৎ মায়ার

হাতব্যাগে থাকা রিদের ফোনটি বেজে উঠল। মায়া চমকে ওঠার মতো ব্যাগ হতে ফোনটি বের করতে স্ক্রিনে ভাসল রাফা নামটি। মায়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। রিদের কল ভেবে সে ভয় পেয়েছিল। মায়া কলটি রিসিভ করে কানে তুলতেই শোনা গেল রাফার স্বর... ‘মায়া, কই তুই?’

উত্তরে মায়া বলল...

‘এই তো রিকশায় আছি। তুই কোথায়? কলেজে নাকি বাসায়?’

‘রাস্তায় আছি। কলেজ হতে বের হয়ে গেছি, ক্লাসে মন বসছে না তাই।

মায়া রাফাকে আশ্বস্ত করে বলল....

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই আমাদের বাসায় আয়।
তোর সাথে সেখানে দেখা হবে।

কথাটা বলে মায়া কল কাটতে চাইলে রাফা তৎক্ষণাৎ ডাকল মায়াকে বলল...

‘মায়া, শোন।

‘হুম, বল! শুনছি।

রাফা রিনরিনে গলায় বলল...

‘ তুই কলেজ গেটের সামনে আসতে পারবি? আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। রাফার কথায় মায়া কপাল কুঁচকাল। কলেজ গেটের সামনে যাওয়া মানে মায়া রিদের লোকদের কাছে ধরা পড়ে যাওয়া। মায়া এমনই লুকিয়ে এসেছে ঐ বাড়ির মানুষ থেকে, এখন যদি কোনোভাবে মায়ার খবরটা রিদের কানে যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মায়া রাফার কথায় তৎক্ষণাৎ নিষেধ করে বলল...

‘ আমি ঐখানে যেতে পারব না রাফা। সমস্যা হবে। তাছাড়া আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে কাউকে বলে আসিনি। তোর সাথে দেখা করার জন্য লুকিয়ে এসেছি, এখন যদি কলেজের সামনে যাই তাহলে নিশ্চয়ই কারও না কারও চোখে পড়ে যাব। বিষয়টা ওনার(রিদ) কানে গেলে রেগে যাবেন উনি। তুই তো জানিস উনি কেমন মানুষ। আ...

মায়াকে শেষ করতে না দিয়ে রাফা অনুনয় সুরে আকুতি করে বলল...‘ প্লিজ মায়া, না করিস না। আমার বিষয়টা বোঝার চেষ্টা কর। আমি খুব বিপদে পড়ে তোকে এখানে ডাকছি। নয়তো ডাকতাম না। আমার তোকে অনেক কিছু বলার আছে, যেটা খান

বাড়িতে কিংবা তাদের বাড়িতে বলার মতোন
পরিবেশ নেই। প্লিজ আয় না জানু। খুব আর্জেন্ট।

রাফার আকুতি স্বরে মায়া নিষেধ করতে পারল না।
মায়ার বিপদে যখন কেউ ছিল না, তখন এই রাফা
ছিল। আজ রাফার বিপদে মায়া না থাকলে বেশ
স্বার্থপর দেখাবে মায়াকে। তাছাড়া মায়া কখনো
নিজের আপনজনদের হাত ছেড়ে দেয় না, এবার যত
বিপদই আসুক না কেন। মায়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল...
‘অপেক্ষা কর। একটু সময় লাগবে আমার আসতে।
রিকশায় আছি।

‘আচ্ছা, আয়। মায়া কল কেটে হাতের ফোনটির দিকে
তাকাল। রিদ বাড়িতে নেই। গত দুদিন আগেই ঐ
রাতে ঢাকায় গিয়েছিল রিদ নিজের কোম্পানির
তাগিদে। সঙ্গে অবশ্য আসিফও গিয়েছে। তবে
মায়াকে সঙ্গে নেয়নি। চট্টগ্রামে রেখে গিয়েছে খান
বাড়িতে। কথা ছিল রিদ নিজের কাজ শেষ করে
একদিন পর চট্টগ্রামে ফিরে আসবে, অথচ রিদের
ব্যস্ততা গোটা দুদিন পার হতে চলল, রিদ চট্টগ্রামে
ফিরতে পারছে না। একদিকে নিহাল খানের নির্বাচন,
অপরদিকে নিজের কোম্পানি নিয়ে বিশাল ব্যস্ততায়—

দিন যাচ্ছে রিদের। তাই এসময়ে রিদকে খুঁজে
পাওয়াও মুশকিল। মায়ার সাথে রিদের কথা হয়েছিল
আরও একদিন আগে, তাও পাঁচ মিনিটের জন্য। রিদ
জানিয়েছিল আজ চট্টগ্রামে ফিরবে। মায়ার ধারণা রিদ
হয়তো রাতের মাঝে চট্টগ্রামে ফিরতে পারে। সেজন্য
মায়া রিদের চট্টগ্রামে ফেরার আগে একবার রাফার
সাথে দেখা করার মনস্থির করল। এবার রিদের
অগোচরে আল্লাহ আল্লাহ করে মায়া রাফার সাথে
দেখা করে খান বাড়িতে ফিরতে পারলেই হলো।
এরপর আর কখনো রিদকে না জানিয়ে কোথাও যাবে
না মায়া। এটাই শেষ। মায়া নিজেকে আড়াল করতে
গায়ের ওড়নাটি ভালোভাবে পেঁচাল। নিজেদের
বাড়িতে না গিয়ে সময় নিয়ে কলেজ গেটের সম্মুখে
পৌঁছাতে মায়া রিকশা থেকে নামল। ভাড়া মিটিয়ে
ভয়ার্ত চোখে এদিক সেদিক তাকাতে বেশ কিছু
পরিচিত মুখ দেখল আশেপাশে। ধরা পড়ে যাওয়ার
ভয়ে মায়া বারবার গায়ে ওড়নাটা টানল। আজ কত
দিন পর মায়া আবার নিজের কলেজের গেটে পা
রেখেছে। এই কলেজ জুড়ে রয়েছে মায়ার অসংখ্য
স্মৃতি। মায়া দীর্ঘ শ্বাস ফেলে রাফার খোঁজে সামনে

এগোতে চাইলে কেউ ঝড়ের গতিতে মায়াকে ঝাঁপটে
জড়িয়ে ধরল। ভয়ার্ত মায়া নিজের তাল সামলাতে না
পেরে দু-কদম পিছিয়ে যেতেই রাফার ফুঁপানো শব্দ
এল মায়ার কানে। রাফা বলল....‘ আই মিস ইউ
জানু। অনেক মিস করেছি তোকে।

মায়া দুহাতে রাফাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে আশেপাশে
তাকিয়ে দেখল রাস্তার বেশ কিছু মানুষের দৃষ্টির
কেন্দ্রবিন্দু ওরা দুজন। মায়া পরিচিত মানুষের দৃষ্টিতে
পড়তে চায় না বলে রাফার পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বস্ত
করে বলল...

‘ রাফা, মানুষ আমাদের দেখছে, ছাড় আমাকে।
পরিচিত কারও চোখে আমি ধরা পড়ে গেলে সমস্যা
হবে। চল অন্য কোথাও বসি আমরা।

মায়ার কথায় রাফা তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে আশেপাশে
তাকাল। দুই বান্ধবীর ভালোবাসা বেশ মানুষের দৃষ্টি
কেড়েছে। রাফা নিজের চোখ মুছে মায়ার হাত চেপে
রাস্তার অপর পাশে যেতে যেতে বলল...

‘ আমাকে ভুল বুঝিস না মায়া। আমি নিরুপায় হয়ে
তোকে আজ এখানে আনতে বাধ্য হয়েছি। তবে
বিশ্বাস রাখ, আমি তোর কোনো ক্ষতি হতে দেব না।

কিছু সত্যের মোকাবিলা আমি একা করতে পারছিলাম না বলে তোকে ডাকলাম। আমার তোর সাহায্যের খুব প্রয়োজন।

রাফার কথার মানে মায়া তৎক্ষণাৎ বুঝল না। কিসের সত্য আর কিসের ক্ষতি করবে রাফা মায়ার? মায়া অবুঝ গলায় শুধাল রাফাকে। বলল...‘ কিসের সত্য, কিসের ক্ষতির করার কথা বলছিস তুই আমাকে? কী হয়েছে তোর? আমার কী সাহায্য লাগবে?

রাফা মায়াকে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে কয়েক কদম হেঁটে সামনে এগোল। কলেজ রোডের পাশে একটা রেস্টুরেন্টের সম্মুখে দাঁড়াল। মায়া তখনো রাফার দিকে কৌতূহল চোখে তাকিয়ে উত্তরের আশায়। রাফা রেস্টুরেন্টের ভিতরের দিকে তাকিয়ে মায়ার হাতটা শক্ত করে চেপে পরপর দুটো বড়সড় নিশ্বাস ফেলে নিজেকে প্রস্তুত করল। মায়াকে নিয়ে রেস্টুরেন্টের ভিতরে প্রবেশ করতে করতে বলল...

‘ নাদিম ভাই এসেছেন।

মায়া তখনো রাফার কথাটা চট করে বুঝতে পারল না। বরং রাফার সাথে পা মিলিয়ে রেস্টুরেন্টের

ভিতরে প্রবেশ করতে করতে আগের মতোই
কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল...

‘কোন নাদিম ভাই? কার কথা বলছিস তুই? মায়ার
ধারণাতে ছিল না চেয়ারম্যান সাহেবের ছেলে নাদিম
মায়ার সঙ্গে দেখা করতে চট্টগ্রামে চলে আসবে তাও
আবারও রাফা নাদিমকে মায়ার অবধি নিয়ে আসবে।
রাফার কাজটা মায়ার কাছে অবিশ্বাস্য হলো এটাই
সত্য ছিল। রাফা মায়াকে বিশ্বাস দিয়ে একই গলায়
বলল....

‘আশুগঞ্জের নাদিম ভাই! যার সাথে তোর বিয়ে ঠিক
হয়েছিল, সেই নাদিম ভাই চট্টগ্রামে এসেছেন তোর
সাথে দেখা করতে।

রাফার কথায় মায়া আকাশসমান চমকাল, ভড়কাল,
উত্তেজিত হয়ে অবিশ্বাস্য গলায় বলল...

‘কিহ?

মায়ার অবিশ্বাস্য চিৎকারে রাফা তৎক্ষণাৎ মায়ার
দুহাত নিজের দুহাতের মুঠোয় চেপে বলল...

‘প্লিজ জানু, হাইপার হোস না। খুব বিপদে পড়ে
তোকে এখানে এনেছি। তুই শুধু একবার আমার

সাথে থাক। বাকিটা তুই নিজে বুঝতে পারবি। কেন
তোকে এখানে ডেকেছি।

মায়া উত্তেজিত গলায় তৎক্ষণাৎ নাল্চ করে বলল...‘
অসম্ভব! আমি এই মূহুর্তে এখানে থাকলে কী হতে
পারে সেটা তুই জানিস রাফা। উনি আমাকে, তোকে,
নাদিম ভাইকে—কাউকে ছাড়বে না। জানে মেরে
ফেলবে সবাইকে। তাছাড়া তুই জানিস নাদিম
ভাইয়ের চটুগ্রামে আসা আর আমার মুখোমুখি হওয়া
মানে কী হতে পারে। তুই জেনেশুনে আমার সাথে
বেইমানি করেছিস রাফা, আমি তোকে বিশ্বাস
করেছিলাম। এমনটা না করলেও পারতি।

মায়া চলে যেতে চাইলে রাফা দুহাতে মায়াকে টেনে
বাঁধা দিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল...

‘আমার কথাটা শোন মায়া প্লিজ। আমি তোকে মিথ্যা
বলতে চাইনি, কিন্তু এছাড়া আমার আর কোনো
উপায় ছিল না।

‘আমি তোর কোনো কথা শুনব না। আমাকে ছাড়
রাফা। আমার এখানে থাকা মানে সকলের জন্য
বিপদ। উনি আমাকে জানে মেরে ফেলবে রাফা। প্লিজ
আমাকে ছাড়! যেতে দে।

রাফা যখন কোনো ভাবে মায়াকে আটকাতে পারছিল
না তখন হুট করে বলে উঠলো রাফা... ‘ আমি নাদিম
ভাইকে পছন্দ করি মায়া। প্লিজ আমাকে হেল্প কর।
রাফার কথায় মায়া থমকে দাঁড়ানোর মতো ধাক্কা
খেল। জোরাজুরি থামিয়ে শকট খাওয়ার মতোন করে
বলল...

‘ তুই তো আসিফ ভাইকে পছন্দ করতি রাফা তাই
না?

রাফা তৎক্ষণাৎ অসম্মতি জানিয়ে বলল...

‘ নাহ!

রাফার কথায় মায়ার ভিতরকার অস্থিরতা বাড়ল।
মায়া ফের বলল...

‘ না মানে? আসিফ ভাই যে তোকে পছন্দ করে
সেটার কী হবে?

মায়ার কথায় রাফার ভিষণ কান্না পেল। সে নিজের
কান্না আটকাতে চেয়ে রাফা কান্নাভেজা গলায় বলল..

‘ আমি ম্যারিড মায়া।রাফার কথায় মূহূর্তে যেন মায়ার
মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। রাফা ম্যারিড মানে? রাফা
বিয়ে করে নিল অথচ মায়া জানে না। আল্লাহ, কখন
করল রাফা এই বিয়ে? রাফা যে বিয়ে করল, সেটা

কি আসিফ ভাই জানে? নাকি আসিফ ভাইয়ের সাথেই রাফার বিয়ে হয়েছে? রাফার যদি আসিফ ভাইয়ের সাথে বিয়ে হতো তাহলে রাফা কেন নাদিম ভাইকে পছন্দ করতে যাবে? তাছাড়া নাদিম ভাই কি রাফাকে পছন্দ করে নাকি একতরফা শুধু রাফাই পছন্দ করে নাদিম ভাইকে? মায়া নিজের চিন্তা ভাবনায় সে নিজেই গোলকধাঁধায় পড়ে গেল। অস্থির উত্তেজিত গলায় মায়া রাফাকে শুধাল... ‘ম্যারিড মানে কাকে বিয়ে করেছিস তুই? তোর জামাই কে?

মায়ার কথায় রাফা তৎক্ষণাৎ উত্তর করতে পারল না। শুধু মায়ার চোখের দিকে তাকিয়ে নীরবে নিজের চোখের পানি ফেলল। রাফার বাঁধভাঙা কান্নায় মায়ার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল অজানা ভয়ে। শুকনো চোঁক গিলে মায়া ভয়াত মুখে বলল...

‘রাফা, তুই আমাকে অন্তত এটা বলিস না যে তুই নাদিম ভাইকে বিয়ে করেছিস। তাহলে আমার হার্ট অ্যাটাক কনফার্ম।

রাফা তখনো চুপ। মায়া রাফার নীরবতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে আতঙ্কে মাথায় হাত দিয়ে বলল...

‘ আল্লাহ গো, শেষ! রাফা তোর পরিবার জানে তুই
যে ম্যারিড? নাদিম ভাইকে বিয়ে করেছিস সেটা?
রাফা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। যার অর্থ ওর
পরিবার জানে না এই বিয়েটা সম্পর্কে। মায়া অস্থির
উত্তেজিত গলায় আবারও প্রশ্নটা করে বলল....‘ আর
আসিফ ভাই? উনি জানে তোর যে বিয়ে হয়েছে
সেটা?

রাফা তাতেও অসম্মতি জানাল—আসিফ জানে না
বলে। মায়া উত্তেজিত ভঙ্গিতে আরও কিছু বলার
আগেই এক পুরুষালি কণ্ঠ ভেসে এল মায়ার কানে...

‘ কেমন আছো মায়া?

মায়া চমকে উঠে পাশে তাকাতে দেখতে পেল
মায়াদের থেকে খানিকটা দূরে নাদিমকে দাঁড়িয়ে
থাকতে। নাদিমকে দেখে মায়ার গলা শুকিয়ে এল
রিদের ভয়ে। যদি রিদ জানে মায়া নাদিমের সঙ্গে
দেখা করতে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে, তাহলে
আজ মায়ার শেষ রক্ষা হবে না। মায়ার মনে হলো সে
মস্ত বড় ভুল করেছে এখানে এসে—মায়ার উচিত
হয়নি কাউকে না জানিয়ে এখানে আসাটা, বিশেষ
করে রিদকে। মায়া নাদিমের কথার উত্তর না দিয়ে

বরং নিজেই প্রশ্ন করে বলল...‘ আপনি এখানে কেন এসেছেন ভাইয়া?

মায়ার কথায় তৎক্ষণাৎ উত্তর করল নাদিম। বেশ শান্ত কণ্ঠে বলল...

‘ তোমার সাথে দেখা করতে।

নাদিমের কথায় মায়া শক্ত গলায় বলল...

‘ আপনি ভুল করেছেন ভাইয়া। আপনার এখানে আসা উচিত হয়নি। বিশেষ করে আমার মুখোমুখি হওয়াটা ঠিক হয়নি। আমার স্বামী জানতে...

মায়ার কথা শেষ করতে না দিয়ে মাঝে নাদিম বলে উঠলো....‘ তোমার সাথে বিয়ে তো আমারও হয়েছিল মায়া। সেক্ষেত্রে আমিও তোমার....

নাদিমকে বলতে না দিয়ে মায়া বেশ শক্ত গলায় শুধালো....

‘ আমার আপনার সাথে কোনো বিয়ে-টিয়ে হয়নি।

সেদিন আমি কবুল বলেনি। আমি শুরু থেকে রিদ খানের বউ ছিলাম, আছি, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকব, অন্তত যতদিন বেঁচে আছি ততদিন। মায়ার থামে। থামে নয়, ওহ থামতে বাধ্য হয়, কারণ এর মাঝে নাদিম বলে উঠলো...

“তোমার সাথে বিয়ে তো আমার হয়েছিল মায়া।
সেক্ষেত্রে আমি তোমার...

নাদিমকে বলতে না দিয়ে মায়া বেশ শক্ত গলায়
শুধালো...

“আমার আপনার সাথে কোনো বিয়ে-টিয়ে হয়নি।
সেদিন আমি কবুল বলিনি। আমি শুরু থেকে রিদ
খানের বউ ছিলাম, আছি, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও
থাকব, অন্তত যতদিন বেঁচে আছি ততদিন। মায়া শক্ত
চোয়াল। মাস্কের উপরে ভাসা দুটো চোখে নিদারুণ
নিষ্ঠুর তেজ। নাদিম মায়ার কথায় ধাতস্থ হলো। দৃষ্টি
নমনীয় হয়ে এলো মায়ার রাগী চোখের দিকে
তাকিয়ে। নাদিম এই প্রথম মায়াকে কোনো কিছুতে
রাগান্বিত হতে দেখেছে, নয়তো নাদিমের চেনা সেই
অল্প বয়সী মায়া থেকে তরুণী হওয়া মায়াকে সে
কখনো রাগ, ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখেনি। সবসময়
মায়া ছিল প্রাণচঞ্চল আর উজ্জীবিত। নাদিম আজ
থেকে নয়, সেই স্কুল জীবন থেকে মায়াকে একতরফা
ভালোবেসে এসেছে। এতকাল সে অপেক্ষা ছিল
মায়ার বড়ো হওয়ার, কিন্তু নাদিমের ধারণাতে ছিল না
ওর ভালোবাসার মানুষ বড়ো হতে হতে অন্য কারও

ঘরের ঘরওয়ালী হয়ে যাবে। নাদিম যদি আগে বুঝতো তাকে তাঁর ভালোবাসার মানুষ হারাতে হবে, তাহলে সে কখনো মায়ার অপেক্ষা নয়, বরং বাল্যবিবাহ করতো মায়াকে। তীব্র বুক দহনে চোখ ভিজে উঠলো নাদিমের। মনের ভিতরকার অদৃশ্য কষ্টগুলো গলা চেপে ধরলো যাতনায়। ছেলেমানুষের নাকি কাঁদতে নেই মানুষ বলে। ছেলেদের কাঁদলে নাকি শোভা পায় না, অথচ হাসি-কান্না, ব্যথা ছেলে-মেয়ে উভয়ের সমান ফিল হয়, তাহলে এই সমাজ কেন বলে ছেলেদের কাঁদতে নেই? নাদিম বিষ পান করার মতোন নিজের কষ্টগুলো গিলে ফেলল। নিজেকে সংযম করে নমনীয় দৃষ্টিতে মায়ার দিকে তাকাতে চোখ পড়ল মায়ার দু-হাতে সোনার দুটো বালার দিকে। বিবাহিত মেয়েরা এসব সোনার চুরি পরে স্বামীর মঙ্গলের জন্য। এই কথার কতটুকু সত্যতা আছে সেটা জানা নেই নাদিমের, তবে মায়ার হাতে সোনার বালা, আঙুলের মাঝে ডায়মন্ড রিং দেখে নাদিম মায়ার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক পলক দৃষ্টি বুলাল। মায়ার ফর্সা পায়ে চকচকে দুটো নুপুরও দেখল সোনার। স্বামীর ঘরে বউদের এভাবেই সাজিয়ে

রাখে। নাদিমও রাখতো যদি মায়া তার বউ হতো। কিন্তু নাদিমের আফসোস হয়তো সারাজীবনের। সে প্রিয় মানুষকে এতকাল চোখে চোখে রেখে তিলে তিলে বড়ো করেও অবশেষে হারিয়ে ফেলল। নাদিমের এই ব্যর্থতা কাকে শোনাবে? কে বুঝবে তাঁকে? নাদিম হাহাকার বুকে মায়াকে বুঝাতে চেয়ে বলল...

“তুমি অস্বীকার করলে কোনো কিছু মিথ্যে হয়ে যাবে না মায়া। তোমার কবুল বলাতে বিয়ে সম্পূর্ণ হয়েছিল আমাদের। তাছাড়া আমাদের বিয়েতে শুধু তুমি আর আমি একা ছিলাম না, বরং আমাদের দুই পরিবারের সম্মতিতে এই বিয়ে হয়ে...” নাদিমের কথা শেষ করার আগে পুনরায় মায়া তপ্ত আক্রোশ মেজাজ দেখিয়ে বলল...

“আপনি কি পাগল? বললাম না, আমি আপনাকে বিয়ে করিনি। তারপরও কেন বারবার একই কথা বলছেন? আমি একজন বিবাহিত মেয়ে। আমার স্বামী জীবিত আছে। আল্লাহ না করুক, যদি আমি বিধবাও হতাম, তারপরও আপনাকে বিয়ে করতাম না। বরং আমি বিধবা হয়ে আমার স্বামীর অপেক্ষা করতাম।

ইহকালে না হোক পরকালে তাকে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিতাম। আমার স্বামী আমার। তার অংশীদার আপনাকে কেন এই জীবনে অন্য কোনো পুরুষকে বানাতাম না। তারপরও আপনার সুবিধার জন্য বলে রাখি, সেদিন আমি নয়, আমার বান্ধবী রাফা আপনাকে করুল বলেছে। যদি আপনার মতে এই বিয়ে হয়ে থাকে, তাহলে রাফার সাথে হয়েছে, আপনার আমার সাথে নয়। বুঝেছেন আপনি?মায়ার আত্মবিশ্বাস, স্বামীর প্রতি অসীম ভালোবাসার প্রখরতা দেখে নাদিমের মন অসংখ্য টুকরোয় খন্ডিত হলো। আজ মায়ার এতো ভালোবাসা নাদিমের জন্য হতে পারতো। মায়ার বিশ্বাস, ভরসা সবকিছু নাদিমের জন্য হতো যদি নাদিম আরও আগে মায়াকে নিজের করে নিতো, অপেক্ষায় না থেকে। নাদিমের মায়াকে হারানোর আফসোস ইহকালে আর যাওয়ার নয়। তারপরও নাদিম মায়াকে শুধিয়ে রাফা সম্পর্কে জানতে চাইলো...

“রাফা কে? কার কথা বলছো তুমি?

নাদিমের কথায় মায়া বিরক্ত চোখে পাশে তাকাল নত মস্তিষ্কের রাফার দিকে। নাদিমের রাফার নাম মনে

নেই, বিষয়টা রাফার কান পর্যন্ত যেতেই সে নীরবে
অশ্রু ঝরাল। রাফা নত মস্তিষ্কে নিজের কান্না
আটকাতে চাইলে মায়া রাফাকে কটাক্ষ করে বলল...

“তুই যারে স্বামী মানিস, সে তোর নাম জানে না।
এই লোককে ভালোবেসে তুই আমার সাথে বেইমান...
মায়ার কথা শেষ করার আগে মাঝে ফোঁড়ন কাটল
নাদিম। খানিকটা উত্তেজিত গলায় শুধাল...

“স্বামী? কিসের স্বামী? কার কথা বলছো তুমি মায়া?”
মায়া রাফাকে দেখিয়ে নাদিমকে বলল...“আমার
জায়গায় ওহ আপনাকে কবুল বলেছিল সেদিন। প্রশ্ন
যদি আপনার করতেই হয়, তাহলে ওকে করুন। ওর
নাম রাফা। আমার বান্ধবী। আপনার বিয়েতে কবুল
বলা নারী রাফা।

মায়ার কথায় বেশ চমকালো নাদিম। অবিশ্বাস্য চোখে
তাকাল নত মস্তিষ্কের রাফার দিকে। চটুগ্রামে মায়ার
সাথে দেখা করতে এসে যে নাদিম এমন সত্যের
মুখোমুখি হবে সেটা জানা ছিল না ওর। মায়ার সঙ্গে
নাদিমের দেখা করার পিছনে রাফার হাত ছিল।
রাফার সাথে বিগত কয়েকদিন ধরে ফোনে কথা
হচ্ছিল মায়াকে ঘিরে। নাদিম চাচ্ছিল মায়ার সাথে

দেখা করতে। কিন্তু রিদ খানের জন্য সরাসরি মায়ার সাথে দেখা করার সুযোগ পাচ্ছিল না বলেই রাফার সাথে যোগাযোগ করেছিল নাদিম। তবে এখানে নাদিম রাফাকে খুঁজে বের করেনি, বরং রাফা মায়ানাদিমের বিয়ের পর থেকে নাদিমের খোঁজ নিতো প্রায়। এমনকি নাদিমকে রিদ খান মারার পর প্রায় বিশদিন সে হসপিটালে ছিল। নাদিমের হসপিটালে থাকাকালীন সময়ে রাফাই গিয়েছিল নাদিমকে দেখতে হসপিটালে। সেদিনের পর থেকে রাফা প্রায় নাদিমকে কল দিয়ে বা মেসেজ করে খোঁজ খবর নিতো। তবে নাদিমের জানা ছিল না রাফা নাদিমকে পছন্দ করে বা মায়ার জায়গায় কবুল বলা মেয়েটি রাফা ছিল। নাদিম খানিকটা অস্থির, উত্তেজিত হলো মায়ার কথায়। অধৈর্য্যে নেয় মায়াকে শুধিয়ে উত্তেজনায় বলল...”একজনের বিয়েতে অন্যজন কবুল বললে বিয়ে হয় কিভাবে মায়া? এটা পাপ। তিন শব্দে কবুল বললেই বিয়ে হয়ে যায় না। তাছাড়া বিয়ের খুৎবা আমার আর তোমার নামে ছিল মায়া, এখানে তৃতীয় ব্যক্তি কবুল বললেও সেই বিয়ে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই বিয়ের সম্মতি না ধর্মের আছে আর না আইনে।

বিয়ে শুধু কবুল বলা নয়, এখানে পাশাপাশি আরও অনেক কিছুই থাকে, যার কিছুতে রাফার নাম উল্লেখ ছিল না। তাছাড়া কবুল যদি রাফা বলে থাকে, তাহলে বিয়ের রেজিস্টার পেপারে কে সাইন করেছিল মায়া? রেজিস্ট্রার পেপার তো তোমার আমার ছিল।

“আমি এতোকিছু জানি না। শুধু জানি আমি সেদিন কবুলও বলিনি, রেজিস্ট্রার পেপারে সাইনও করিনি।

“তুমি না জানলে তো হবে না মায়া। আমার জীবন এলোমেলো করে দিয়ে, এখন তুমি সবকিছু থেকে সহজে ছাড়া পেয়ে যাবে, তা তো হবে না। তোমার অসুস্থতার দোহাই দেওয়ায় আমি বিয়ে করতে বসেছিলাম সেদিন। আমার কাছে তুমি আর তোমার সুস্থতা কাম্য ছিল প্রথমে, কিন্তু এখন তুমি আমাকে নিঃশেষ করে স্বার্থপরের মতোন পালিয়ে যাবে, সেটা তো আমি হতে দিব না। নাদিমের কথায় মায়ার রাগ বাড়ল। জেদি গলায় বলল...

“আপনারা যা করার করুন। আমি গেলাম।

নাদিম মায়াকে থামিয়ে বলল...

“মায়া প্লিজ বাড়াবাড়ি করো না। আমি তোমাকে যেতে দিব না। সবকিছুর উর্ধ্বে আমি শুধু তোমাকে চাই মায়া, রাফাকে নয়।

নাদিমের পরপর কথায় গা জ্বলে উঠলো মায়ার। রাগে, ক্ষোভে মায়া তৎক্ষণাৎ রাফার হাত চেপে ধরলো চলে যাওয়ার জন্য। নাদিমের সম্মুখে থাকলে পরিস্থিতি বিগড়ে যাবে। তাছাড়া মায়া রিদকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছে, সেজন্য মায়া ঝামেলা না বাড়িয়ে চুপচাপ রেস্টুরেন্ট থেকে বের হতে চাইল। কারণ নাদিম এই মুহূর্তে কোনো কিছু বুঝার পরিস্থিতিতে নেই। সে এক প্রকার জেদ ধরে বসে আছে মায়াকে চাই বলে। তাই এই মুহূর্তে কেউ নাদিমকে বুঝাতে চাইলেও সে বুঝবে না। কারণ এই মুহূর্তে নাদিম সত্যিটা মানতে চাচ্ছে না। হয়তো একদিন ঠিকই মেনে নিবে সত্যিটা। মায়া রাফার হাত চেপে নাদিমকে এড়িয়ে বের হতে চাইলে মায়ার পথ পুনরায় আটকে দাঁড়ালো নাদিম। মায়াকে বাঁধা দিয়ে বলল...“কোথায় যাচ্ছে?

মায়া শক্ত গলায় বলল...

“পথ ছাড়ুন ভাইয়া।

“আমার তোমার সাথে কথা শেষ হয়নি মায়া।

“আমার আপনার সাথে কোনো কথা নেই।

নাদিম মায়াকে অনুনয় করে বলল...

“মায়া প্লিজ আমার কথা শোনো। একটু বসো। আমি তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলছি।

নাদিমের অনুনয়ে মায়া রাফার দিকে এক পলক তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বলল...

“আপনি পথ ছাড়বেন ভাইয়া? আমার আপনাকে অসহ্য লাগছে। আমি আপনার কোনো কথা শুনতে রাজি নই। আমার পথ ছাড়ুন প্লিজ! যেতে দিন আমাদের।

নাদিমের কণ্ঠে অনুনয় পরিবর্তে জেদি সুরে বলল... “তুমি কবুল না বললে এই বিয়ে হবে মায়া। ইসলাম মেয়েদের নীরবতাকেও সম্মতির লক্ষণ ধরে নেওয়া হয়।

নাদিমের মনগড়া কথায় মায়ার রাগে কটমট করলো। রাফার অশ্রুসিক্ত অপরাধী মুখটার দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে মায়া কিছু বলবে তার আগেই বিকট শব্দে ছিটকে দূরে সরে গেল মায়া আর রাফা। কারণ ততক্ষণে রিদ দক্ষ হাতে নাদিমের ঘাড় চেপে ধারাম

শব্দে টেবিলের উপর ভারি মারতেই আত্ননাদের
চিৎকার করলো নাদিম, ফ্লোরে লুটিয়ে পরে। নাদিমের
কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে আহাজারি চিৎকার করে
উঠলো রাফা। রিদ রাগে রি রি করে গর্জে উঠে
বলল...“হারামির বাচ্চা, কলিজা বড়ো হয়ে গেছে
তোর না? রিদ খান থাকতে তাঁর বউয়ের সাথে
সংসার করার স্বপ্ন দেখিস? জানে মায়া নাই না?
বারবার মরতে আমার বউয়ের পিছনে আসিস?
রিদ গর্জনে পাশ থেকে চেয়ার উঠালো নাদিমকে
মারতে। ততক্ষণে রাফা চিৎকার করে লুটিয়ে বসল
নাদিমের মাথাটা কোলে চেপে। রাফার চিৎকারে
বিস্ময়ে স্তব্ধতায় জমে গেল আসিফ। রাফার নাদিমকে
নিয়ে প্রতিটা আত্ননাদের চিৎকারে যেন আসিফের
বুক ব্যথার কারণ হলো। আসিফের জানাশোনা
হিসাবে কোথায় যেন অমিলের দেখা দিলো। ভয়াত্ন
মায়া দু’হাতে মুখ চেপে কম্পিত শরীরে দাঁড়িয়ে
সিটিয়ে। রিদ রাফাকে উপেক্ষা করে হাতের চেয়ারটা
মাথার উপর উঠিয়ে ফ্লোরে ফেলতে ফেলতে গর্জনের
চিৎকারে বলল...

“হারামির বাচ্চাৰে মানা কৰেছিলাম আমাৰ বউয়েৰ পিছনে আসতে, তারপরও আসলো। আসিফ আমাৰ বন্দুক দে!”

রিদের কথায় ভয়াৰ্ত মুখে তৎক্ষণাৎ চিৎকাৰ কৰে উঠলো রাফা। রিদের কাছে আকুতি মিনতি কৰে কাঁদতে কাঁদতে বলল... “ভাইয়া প্লিজ নাদিমকে আৰ মারবেন না। উনি এমনিতেই অনেক অসুস্থ। মায়াৰ সাথে বিয়ের বিষয়টা ক্লিয়ার হতে এসেছিল। এখানে আমাৰ ভুল, আমি মাযাকে ডেকেছিলাম। প্লিজ ভাইয়া নাদিমকে আৰ আঘাত কৰবেন না। উনি সত্যি অসুস্থ। প্লিজ ভাইয়া।

রাফাৰ হু হু শব্দে কান্নায় আসিফ পাথৰ নেয় জমে দাঁড়াল। তার মনে হলো সে খুব পছন্দের কিছু হাৰিয়ে ফেলেছে হয়তো। নাদিমকে ঘিৰে রাফা আহাজারি চিৎকাৰ কৰছে, রাফা রক্তাক্ত নাদিমকে শুধু পছন্দ নয়, তার থেকেও গভীর কিছু ফিল কৰে। ক্ষিপ্ত রিদ রাফাকে উপেক্ষা কৰে নাদিমের কাছে পৌঁছাতে চাইলে মায়া দৌড়ে আসে। রাফাৰ কিছু হোক মায়া চায় না। মায়া খুব ভালোবাসাৰ মানুষদের

মধ্যে রাফা একজন। মায়া রিদকে আটকানোর আগে আসিফ রিদকে পিছন থেকে ঝাপটে জড়িয়ে বলল...

“ভাই প্লিজ শান্ত হোন। আশেপাশে আমাদের লোক আছে। বড়ো স্যার এই রেস্টুরেন্টের দ্বিতীয় তলায় আছেন। আপনি নিচ তলায় ঝামেলা করলে বড়ো স্যারের নাম খারাপ হতে পারে। বিষয়টা বুঝার চেষ্টা করুন। প্লিজ শান্ত হোন, সামনে নির্বাচন। আসিফের কথায় রিদ রাগে দাঁতে দাঁত পিষল। দু’হাত মুষ্টিবদ্ধ করে কটমট করে আসিফ থেকে নিজেকে ছাড়াতে ছাড়াতে বলল...

“ছাড় আমারে!

আসিফ ছেড়ে দিতেই রিদ পাশের চেয়ারটায় লাথি মারতে মারতে বলল...

“শালার জিন্দেগি, বিয়া কইরাও শান্তি নাই। সব হারামি বাচ্চারা মরার জন্য আমার বউয়ের পিছনেই আসে।

কথাটা বলতে বলতে রিদ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মায়ার দিকে তেড়ে গেল। শক্ত হাতে মায়ার গাল চেপে রাগে দাঁতে দাঁত পিষে বলল...

“মানা করছিলাম না বাড়ি থেকে বের হতে?
তারপরও কেন বের হলি? আমাকে মানুষ মনে হয় না
তোর? নাকি স্বামী থেকে নাগর বেশি প্রিয়? এই
নাগরের জন্য বারবার আমার অবাধ্য হোস? এতো
ভালোবাসা তোর নাগরের জন্য? তাহলে আমার সাথে
আছিস কেন? যাহ চলে যা আমার জীবন থেকে।
তোর মতো নারীর প্রয়োজন আমার নাই। রোজ
একটা করে কাহিনি আর ভালো লাগছে না। না
থাকবে বউ আর না থাকবে অশান্তি। যাহ বের হ
আমার জীবন থেকে বেয়াদব। কথাটা বলেই রিদ
মায়াকে ধাক্কা দিয়ে নিজের থেকে সরিয়ে দিল। যে
হিংস্রতায় রেস্টুরেন্টে ঢুকে ছিল ঠিক একই রাগের
তোপে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল। মায়া বিষণ্ণতায়
দাঁড়িয়ে। ঠিক তার মিনিট যেতে না যেতেই
রেস্টুরেন্টের দোতলা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো
রাদিফ। ভাঙচুর আর নাদিমের রক্তাক্ত অবস্থা দেখে
রিদের রাগের কারণটা বুঝল রাদিফ। রাদিফ মায়ার
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সূক্ষ্ম নজরে সবকিছু অবলোকন
করে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে আসিফকে বলল...”আসিফ

ভাই, আপনি ছেলেটিকে হসপিটালে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করুন। আমি ভাবিকে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।

আসিফ নিজের অসহনীয় ব্যথাগুলো বুকে চাপল। রাফার কোল হতে নাদিমকে উঠাতে গিয়ে দু'হাত কাঁপল আসিফের। অস্থির রাফা আসিফকে দেখলো না, বরং সে বেহুঁশ নাদিমের জন্য কাঁদতে ব্যস্ত। আসিফ লোক লাগিয়ে নাদিমকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই রাদিফ মায়াকে নিয়ে গাড়িতে বসল। উদ্দেশ্য মায়াকে খান বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে সে পুনরায় এই হসপিটালে ফিরে আসবে। কারণ সকাল হতে তাঁরা আজকের বৈঠকের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছিল। রিদ শেষ রাতের দিকেই চট্টগ্রামে ফিরেছিল, তারপর থেকে রিদও এখানেই ছিল। মায়ার এখানে আসার খবরটি রিদের ছেলেদের মধ্যে কেউ দিচ্ছিল তখন। আলোচনা ছেড়ে রিদকে রাগান্বিত ভঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে দেখে রাদিফ বুঝতে পেরেছিল হয়তো বড়ো কোনো ঝামেলা হয়েছে। কিন্তু রাদিফ নিজেও বুঝতে পারেনি মায়া নাদিম ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে খান বাড়ি থেকে দূরে এতটা পথ চলে আসবে। রাদিফ গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে নত মস্তিষ্কের মায়ার

দিকে এক পলক তাকিয়ে ড্রাইভিং করতে করতে বলল...“এখানে কেন এসেছিলেন ভাবি?

মায়া অপরাধীর ন্যায় বলল...

“আমি আমাদের বাসায় যেতে চেয়েছিলাম আরিফ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। মাঝে রাফা যে আমাকে এখানে নাদিম ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে আসবে বুঝতে পারিনি।”

রাদিফ মায়ার কথায় বলল...

“রিদ ভাই আপনাকে নিয়ে খুব সেনসিটিভ ভাবি। আপনাকে ঘিরে রিদ ভাইয়ের পাগলামি আমরা সবাই দেখেছি। সেজন্য বলবো প্লিজ আপনি কোথাও যাওয়ার আগে অন্তত ভাইকে একটা নক করে যাবেন কেমন?

মায়া মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিতে দিতে বলল...“আচ্ছা।

রাদিফ পুনরায় ড্রাইভিংয়ে মনযোগী হলো। তন্মুনি রাদিফের ফোনে কল আসল সুফিয়া খানের। রাদিফ ড্রাইভিং অবস্থায় সুফিয়া খানের কল রিসিভ করলো না। বরং কলটি কেটে দিয়ে ছোট মেসেজ পাঠালো যে, সে ড্রাইভিং করছে। ফ্রি হয়ে কল দিবে।

রাদিফের মেসেজ পেয়ে সুফিয়া খান আর কল না
করায় মায়া সেদিকে তাকিয়ে রইল। রিদের সঙ্গে ঘটে
যাওয়া বিষয়গুলো এক মুহূর্তের জন্য ভুলে রাদিফের
উদ্দেশ্যে বলল মায়া...

“ভাইয়া একটা প্রশ্ন করি আপনাকে?

“জ্বি, অবশ্য!

মায়া খানিকটা সময় নিয়ে আমতা আমতা করে
বলল...

“আমি আম্মুকে খান বাড়িতে ফিরাতে চাচ্ছিলাম।

মায়ার কথাটা বেশ স্বাভাবিকভাবে নিয়ে রাদিফ
বলল...“সমস্যা নেই ভাবি, আপনি আনতে পারেন।

এতে কেউ কিছু বলবে না আপনাকে, বরং সবাই
খুশি হবে আপনার আম্মু আসলে। দরকার হলে আমি
গাড়ি পাঠাবো আপনাদের বাড়িতে, আন্টিকে নিয়ে
আসবে ড্রাইভার।

রাদিফের কথায় মায়া তৎক্ষণাৎ অসম্মতি জানিয়ে
রাদিফকে শুধিয়ে বলল...

“আমি আমার আম্মুর কথা বলিনি ভাইয়া। আপনার
আম্মুর কথা বলছিলাম। আপনারা সবাই এখানে
একত্রে আছেন, অথচ আম্মু একা ঢাকা থাকেন।

আম্মুর সাথে কেউ নেই থাকার মতোন। সেজন্য
ভাবছিলাম আম্মুকে আমাদের সাথে খান বাড়িতে
নিয়ে আসতে। তাছাড়া আব্বুও তো একা থাকেন।
দুজনকে একত্রে করলে...

মায়া কথাগুলো বলতে বলতে থেমে যায় সংকোচে।
রাদিফ মায়ার কথায় তেমন প্রতিক্রিয়া দেখালো না।
বরং রাদিফ বেশ ভাবলেশহীনভাবে বলল...“আমার
আম্মু-আব্বু এক হবে না ভাবি। আব্বুর কথা বলতে
পারি না, তবে আমার আম্মু বেশ জেদি মানুষ, রিদ
ভাইয়ের মতোন। কখনো কারও কথা শুনে নিজেদের
ডিসিশন চেঞ্জ করে না। আমি ছোটবেলায় অনেক
চেয়েছিলাম আম্মু-আব্বুকে একত্রে করতে, কিন্তু
দুজনের কেউ রাজি হয়নি। এজন্য প্রথম প্রথম
অনেক কান্নাকাটি করতাম, কিন্তু বড়ো হতে হতে
সবকিছু মানিয়ে নিয়েছি। আপনি হয়তো আমার মতো
একদিন সবকিছু মানিয়ে নিবেন। একটু ধৈর্য্য ধরুন।
রাদিফের কথায় মায়া বেশ খারাপ লাগলো। তবে
কোথায় যেন একটা ভরসা পেল রাদিফের কথায়।
মায়া বেশ স্বতঃস্ফূর্ততায় বলল...‘ তখন আপনি একা
ছিলেন ভাইয়া, আজ আমি আপনার সাথে আছি।

প্লিজ ভাইয়া চলুন না শেষ একটা বার চেষ্টা করি
আম্মু-আব্বুকে একত্রে করার। প্লিজ ভাইয়া না
করবেন না। কারণ আমি আম্মুকে খুব কাছ থেকে
দেখেছি, উনার শক্ত খোলসের ভিতরে নরম একটা
মন আছে। এতোকাল আপনারা সবাই আম্মুকে
বলছেন আব্বুর সাথে একত্রে থাকতে, কিন্তু আব্বু
কখনো আম্মুকে এটা বলেনি উনার কাছে ফিরে
আসতে। এজন্য হয়নি আম্মুর ফেরা, হয়নি, তবে
আমার বিশ্বাস আব্বু বললে নিশ্চয়ই আম্মু ফিরে
আসবেন খান বাড়িতে। আমরা কি পারি না ভাইয়া
শেষ একটাবার আব্বুকে দিয়ে আম্মুকে খান বাড়িতে
ফিরাতে?মায়ার কথাগুলো বেশ যুক্তিসঙ্গত মনে হলো
রাদিফের। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে ভাবলো মায়ার
কথাগুলো। রাদিফের মনে যেন হঠাৎই মায়ার কথায়
আশার আলো খোঁজা পেল। মায়ার কথাটা আসলেই
সত্যি, সুফিয়া খানকে এতোকাল পরিবারের মানুষ
বলছিল খান বাড়িতে ফিরতে, কিন্তু কখনো নিহাল
খান বলেনি বা আনতেও যায়নি সুফিয়া খানকে।
সেজন্য হয়তো সুফিয়া খানের রাগ দীর্ঘ পনেরো
বছরেরও কাটেনি। রাদিফ চট করে মায়ার কথায়

সম্মতি দিয়ে বেশ উৎফুল্লতা দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল...

“চলুন ভাবি, শেষ একটা চেষ্টা না হয় করেই ফেলি।
তবে আব্বুকে কিভাবে রাজি করাবেন এসবের জন্য?
মায়া রাদিফের কথায় খানিকটা চিন্তিত স্বরে বলল...

“আপাতত জানি না ভাইয়া, তবে রাতের ভিতরে
কোনো একটা প্ল্যান করে ফেলব ইনশাআল্লাহ।
মায়ার কথায় রাদিফও তৎক্ষণাৎ বলে উঠল...

“ইনশাআল্লাহ। খান বাড়িতে উল্লাসে আয়োজন চলছে
মায়ার প্রেগন্যান্সিকে ঘিরে। মায়া প্রেগন্যান্ট, এই
বিষয়টা সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে খান
বাড়িতে। হেনা খান আর আরাফ খানের খুশি দেখার
মতোন ছিল। হেনা খান তো খবরটা পেয়েই তিনি
পুরো খান বাড়ির আত্মীয়দের মাঝে সুসংবাদ পাঠিয়ে
দিলেন। আরাফ খান তো আরও একধাপ এগিয়ে।
তিনি ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের সকল মিষ্টির দোকান খালি
করে সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করাও শেষ।
নিহাল খানের দলের লোকদের মাঝেও সেই মিষ্টি
বিতরণ করা শেষ। মিষ্টি ভাগ অবশ্য রিদও পেয়েছে।
ডায়বেটিসের সমস্যা হওয়ার পরও তাঁকে নিহাল খান

খুশিতে দু-দুবার মিষ্টি খাওয়ালেন। একের পর এক লোকজন এসে রিদকে সাদুবাদ জানাচ্ছে বাবা হওয়ার। অথচ রিদ তাতে হু হা কিছুই বলেনি। মূলত রিদ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না এই বিষয়ে। বউ না ছুঁয়েও যদি সে বাবা হতে পারে? তাহলে সে সত্যিই বাবা হতে চলেছে। এমন অদৃশ্য সন্তানের খুশিতে একটা মিষ্টি নয়, বরং কয়েক প্যাকেট মিষ্টি খেলেও রিদের ডায়বেটিস বাড়বে না, আর না প্রেশার হাই হবে। এইতো দুপুরের দিকে বউয়ের সাথে রাগারাগি করে রিদ রাদিফকে দিয়ে মায়াকে বাড়িতে পাঠালো, আর সন্ধ্যা হতে না হতেই তার কাছে মিষ্টি আসে, সে বাবা হতে চলেছে। তার বউ কি প্যাঁচ লাগিয়েছে সেটা রিদ জানে না, তবে রিদ যে বাবা হতে চলেছে এটাই সত্যি। এমনিতে সে একজন বদনাম পুরুষ। বউয়ের জন্য নাহয় আরেকটু বদনাম হলো। রিদ কাজ শেষ করে ক্লান্তিতে ঘরে ফিরলো প্রায় রাত একটার পর। সঙ্গে রাদিফ আর নিহাল খানও ছিল। মধ্য রাত হওয়ায় বাড়িতে তেমন কেউ জেগেছিল না, হেনা খান ছাড়া। আরাফ খান অনেকটা রাগ জেগে বসেছিল রিদের আশায়, কিন্তু রাত বেশ হওয়ায় তিনি ঘুমিয়ে

পড়েন একটা সময় পর। এতে রিদ সে যাত্রায় বেঁচে যায় আরাফ খানের হাত থেকে, নয়তো মায়াকে ঘিরে দু-চারটে খোঁচাখোঁচি তো করেই ফেলতো আরাফ খান রিদকে। হেনা খান রিদ, রাদিফ, নিহাল খানকে তিনজনকে একত্রে বাসায় ফিরতে দেখে তিনি দৌড়ে ফ্রিজ হতে রিদদের জন্য তোলা মিষ্টি নিয়ে আসেন। একে একে সকলের মুখে অল্প মিষ্টি তুলে দিতেই রিদ সেই মিষ্টি আর মুখে তুলল না। বরং গম্ভীর রিদ মুখটা আরও গম্ভীর করে হনহনিয়ে চলে গেল নিজের রুমের দিকে। রিদকে বেশ কয়েক বার পিছন থেকে ডাকলেন হেনা খান। রিদ হেনা খানের ডাকে উত্তর না করে নিজের অন্ধকার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালালো। বিছানায় এলোমেলো মায়াকে শুয়ে থাকতে দেখে রিদে গম্ভীরতা আরও বাড়ল। একেতো মায়া রিদকে না জানিয়ে বাসা থেকে বের হয়েছে, দ্বিতীয়ত নাদিমের সঙ্গে দেখা করেছে যে ছেলেকে ঘিরে রিদ-মায়ার সম্পর্কে ফাটল ধরতে বসেছিল। তৃতীয়ত রিদ রেগে আছে সেটা জানার পরও মায়া কেন রিদে অপেক্ষা না করে ঘুমিয়ে পড়লো, তাতে রিদে ভেতরের রাগ বাড়ল। বউ হিসাবে রিদ চায় মায়া

রিদের আশেপাশে থাকুক। রিদের ছোট ছোট ইচ্ছাগুলো পূরণ করুক বাকি বউদের মতো। অথচ মায়া তার কিছুই করছে না। রিদ ব্যস্ততায় মায়াকে সময় দিতে না পারলেও মায়া রিদের অপেক্ষায় বসে থাকে না, রিদকে সময় দেয় না। রাগান্বিত রিদ গম্ভীর থেকে আরও গম্ভীর হলো। গোসল সেরে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়লো। অথচ রিদের রাতের মেডিসিন ছিল। সারাদিনের ব্যস্ততায় রিদ মাথার টনটনে ব্যথা নিয়ে শুয়ে পড়লে তার খানিকটা সময় পরই মায়ার ঘুম ভাঙলো হঠাৎই। আবছায়া অন্ধকারে রিদকে পিঠ মুড়িয়ে শুয়ে থাকতে দেখে মায়া উঠে বসল। রিদের অপেক্ষা করতে করতে কখন জানি চোখ লেগে গিয়েছিল ঘুমে মায়ার। রিদকে পিঠ মুড়ে শুয়ে থাকতে দেখে মায়া এগিয়ে গেল রিদের দিকে। রিদের পিঠে হাত রেখে ডাকতে চাইলে রিদের গায়ের গেঞ্জিটা স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা পেল। রিদ ভেজা জিনিস পরে থাকতে পারে না। অথচ আজ ভেজা শরীরে শুয়ে পড়েছে, বিষয়টা মায়ার ধারণাতে আসতেই বুঝতে পারলো রিদের অভিমানে কারণটা। মায়া রিদের পিঠ ঘেঁষে বসে রিদের মাথায় ভেজা চুলে হাত চালিয়ে

খুবই ধীর গলায় ডাকল রিদকে...“এই যে শুনছেন?
ঘুমিয়ে গেছেন? এই যে?

রিদ উত্তর করলো না। ঠায় সেভাবে জেদ করে শুয়ে
থাকল। মায়া পুনরায় একই ভাবে ডাকল রিদকে...

“এই যে শুনছেন? উঠুন। ভেজা মাথায় কেন
শুয়েছেন? আপনার না ভেজা মাথায় জ্বর আসে?
উঠুন, মাথা মুছবেন?

কথাটা বলতে বলতে রিদকে অল্প ধাক্কা দিয়ে নড়াতে
চাইল মায়া। কিন্তু রিদ নড়লো না। মায়া বুঝতে
পারলো রিদ সবেমাত্র গোসল করে শুয়েছিল, তাই
রিদ এতো অল্প সময়ে ঘুমিয়ে যায়নি। অন্ধকারে মায়া
বিছানার পাশ হতে নিজের ওড়না নিয়ে গায়ে জড়াল।
বিছানা হতে নামতে নামতে দীর্ঘ কালো চুলগুলো
হাতে পেঁচিয়ে হাত খোঁপা করতে করতে এগোল
সুইচবোর্ডের দিকে। অন্ধকার রুমের আলো জ্বালিয়ে
বিছানার দিকে পুনরায় এগিয়ে গেল। রিদের সম্মুখে
ফ্লোরে দাঁড়িয়ে দু’হাতে রিদের বাহু টেনে রিদকে
বসাতেই, রিদ রাগে মেজাজ দেখিয়ে বলল...

“কি সমস্যা? টানাটানি করছো কেন? কি চাই?মায়া
রিদের রাগের পাত্তা না দিয়ে গায়ের ওড়নাটা চালাল

রিদের মাথায়। রিদের ভেজা মাথা মুছতে মুছতে
বলল...

“আপাতত আপনাকে চাই। আপনি হলেই চলবে।
হবেন আমার?

রিদ মায়ার হাতসহ ওড়নাটা মাথা থেকে সরিয়ে দিতে
দিতে বলল...

“নাহ! সামনে থেকে সরো। ঘুমাব আমি।

মায়া পুনরায় একই ভাবে রিদের মাথায় নিজের
ওড়নাটা চেপে মুছতে মুছতে বলল...

“সরা যাবে না। এতক্ষণ আপনি বাহিরে ছিলেন, আমি
কিছু বলেছি? এখন ঘরে এসেছেন মানে আমার কথা
শুনতে হবে আপনার। রিদ জেদি গলায় বলল...

“আমি কি বাধ্য তোমার কথা মানতে? মানব না
আমি, যাও সামনের থেকে।

মায়া পুনরায় রিদের কথার অপেক্ষা করে বলল...

“রাতে কিছু খেয়েছেন? নাকি এমনিই শুয়ে পড়েছেন?
নিশ্চুপ রিদ মায়ার উত্তর করলো না। রিদের গম্ভীর
নীরবতায় মায়া বুঝতে পারলো রিদ না খেয়েই শুয়ে
পড়েছিল। মায়া রিদের মাথা মুছে, কর্কাট হতে রিদের

জন্য একটি টি-শার্ট বের করে আনলো। রিদের হাতে দিতে দিতে বলল...

“আপনার গায়ের ভেজা টি-শার্টটি চেঞ্জ করে এটা পড়ুন। আমি আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসছি। কথাটা বলে মায়া রিদের হাতে টি-শার্টটি তুলে দিতে রিদ সেটি বিছানায় ফেলে দিল। মায়া চলে যেতে গিয়েও রিদের কাণ্ডে ফিরে এলো। রিদের কোমরের দুপাশে কাপড় চেপে মায়া টেনে খুলল রিদের মাথা দিয়ে। মায়ার আনা রিদের জন্য টি-শার্টটির ভাঁজ খুলে রিদকে পরাতে গিয়ে মায়ার দৃষ্টি থামে রিদের প্রশস্ত বাহুর দিকে তাকিয়ে। রিদ সত্যি আগের থেকে অনেকটা প্রশস্ত হয়েছে। শরীর ফিকড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে রিদের বাহুর মাংসপেশি। মায়া ঘোর লাগা দৃষ্টি রিদের প্রশস্ত শরীরে আটকে যেতে, মায়ার মনে হলো রিদ আগের থেকে আরও সুদর্শন হয়েছে খানিকটা মোটা হওয়ায়। মায়া ঘোর লাগা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রিদকে টি-শার্টটি পরালো। মায়ার কর্মকাণ্ডে রিদের সাথেও মায়ার বেশ কয়েকবার চোখাচোখি হলো। মায়ার চুরি করার পরার ন্যায় তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেল রুম হতে রিদের জন্য খাবার আনার

বাহানা বানিয়ে। মিনিট দশকের মাথায় ফিরে এলো
রিদের জন্য ট্রে-তে খাবার সাজিয়ে। রিদের সম্মুখে
খাবার ট্রে রেখে মায়া আবদার করে বলল...“আমি
আপনাকে খাইয়ে দিই?

মায়ার কথা শুনেই রিদ মুখ হাঁ করলো। যেন রিদ
এই অপেক্ষাতেই বসে ছিল। রিদকে হাঁ করতে দেখে
মায়া তৎক্ষণাৎ ট্রে হতে খাবারের প্লেট উঠালো।
রিদের বংশগত ডায়বেটিসের সমস্যা থাকায় তাঁকে
প্রায় রুটি খেতে দেখা যায়। তাই মায়া রিদকে এক
টুকরো রুটি ছিঁড়ে সিদ্ধ সবজির সঙ্গে রিদের মুখে
দিতে সেটি রিদ মুখে নিয়ে চিবোতে লাগল। মায়া
বেশ সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে রিদকে
খাওয়ালো। খাওয়া শেষে রিদের মেডিসিনের বক্সটাও
রিদের হাতে তুলে দিতে রিদ সেখান থেকে নিজের
রেগুলার মেডিসিনগুলো প্যাকেট হতে ছাড়িয়ে হাতে
নিলো। মায়া রিদের হাতে পানির গ্লাসটা এগিয়ে
দিতেই রিদ সম্পূর্ণ পানিটা পান করে মায়ার হাতে
খালি গ্লাস তুলে দিতে মায়া সেটি খাবার ট্রে-তে
পুনরায় রাখতে রাখতে বলল...

“দুপুরের জন্য সরি। আপনাকে না বলে ঐভাবে বের
হওয়ার জন্য আবারও সরি। আসলে আমি একটু
আমাদের বাসায় যেতে চেয়েছিলাম, রাফাকেও
বলেছিলাম আমাদের বাসায় যেতে, কিন্তু রাফা
আমাকে ঐভাবে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবে সেটা ভাবিনি।
প্লিজ আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আর
আপনাকে না বলে কোথাও যাব না, প্রমিস।

রিদ মায়ার কথা উত্তর না দিয়ে বরং পাল্টা প্রশ্ন করে
বলল... ‘তুমি প্রেগন্যান্ট হলে কিভাবে?

রিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মায়া খানিকটা ইতস্ততবোধ করে
বলল...

‘সবাই যেভাবে হয় সে-ভাবে হয়েছে।

‘সবার মতো কি এমন করেছি যে তুমি প্রেগন্যান্ট
হলে?

রিদের কথায় মায়া হঠাৎ লজ্জা পড়ে গেল। রিদের
প্রহর দৃষ্টি এরাতে পিঠ মুড়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মিনমিন
গলায় বলল...

‘এমনই এমনই হয়েছে আরকি! রিদ মায়ার বাহু টেনে
নিজের দিকে ফিরাতে ফিরাতে বলল...

‘এমনই এমনই কিভাবে হয় সেটা বুঝাও আমাকে।
আমিতো আজ পর্যন্ত শুনলাম না কেউ এমনই এমনই
বাবা হতে। আমার কঠোর পরিশ্রম করার আগেই ফল
পেয়ে গেলাম। এমন চমৎকার কিভাবে হলো সেটার
ব্যাখ্যা দাও। রিদের কথায় মায়া হঠাৎ লজ্জায় পড়ে
গেল। রিদের প্রখর দৃষ্টি এড়াতে পিঠ মুড়ে দাঁড়াতে
দাঁড়াতে মিনমিন গলায় বলল...

‘এমনি এমনি হয়েছি আর কি!

রিদ মায়ার বাহু টেনে নিজের দিকে ফিরাতে ফিরাতে
বলল...

‘এমনি এমনি কিভাবে হয় সেটা বুঝাও আমাকে।
আমি তো আজ পর্যন্ত শুনলাম না কেউ এমনি এমনি
বাবা হতে। আমার কঠোর পরিশ্রম করার আগেই ফল
পেয়ে গেলাম। এমন চমৎকার কিভাবে হলো সেটার
ব্যাখ্যা দাও।

রিদের কথায় মায়া হাঁসফাঁস করলো। কোনো কিছু
উত্তর করতে না পেরে তটস্থ হয়ে আবার পিঠ মুড়ে
দাঁড়াল। রিদ একই ভাবে মায়া’র বাহু টেনে নিজের
মুখোমুখি দাঁড় করাল। সরাসরি মায়াকে প্রশ্ন করে
বলল... ‘কাহিনি কী? মিথ্যা ছড়াচ্ছ কেন?

নত মস্তিষ্কের মায়া আরও নত হয়ে দাঁড়াল। মিনমিন করে বলল...

‘শুনলে আপনি আমাকে বকবেন।

‘ বকবো না।

‘ তিন সত্যি বলুন।

‘তোমার এত কাহিনি শুনেও যখন হজম করতে পেরেছি তাহলে বাকিটা শুনেও হজম হবে। বকবো না। বলো।

‘ সত্যি তো?

মায়া আড়চোখে একবার রিদের দিকে তাকাল। রিদ মায়া’র দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকায় মুহূর্তে চোখ মিলল দু’জনের। মায়া ফের দৃষ্টি নত করে মিনমিন করে বলল....

‘আম্মুকে আপনাদের বাড়িতে ফিরানোর জন্য মিথ্যা বলেছি আমি প্রেগন্যান্ট।মায়ার কথায় রিদ তৎক্ষণাৎ বিরক্তি প্রকাশ করলো। সে চিনে তার মাকে। এসব ফালতু কথাকে কখনো তিনি বিশ্বাস করবে না। বরং চট করে বুঝে যাবেন কে উনাকে মিথ্যা বলছে আর কে উনাকে সত্যি বলছে। তাছাড়া মায়া প্রেগন্যান্ট হলে তিনি এই বাড়িতে কখনো আসবে না বরং

মায়াকে নিজের কাছে নিয়ে রাখবেন তিনি। রিদের বোকা বউটার গিলুতে এই ছোট কথাটি ঢুকলো না। অথবা অকারণে রিদের নাম বদনাম করলো চারপাশে। হেঁচৈ করে সবাইকে মিষ্টিমুখ পযন্ত করাল। রিদ বিরক্তি গলায় বলল...

‘তুমি আর কাহিনি খুঁজে পেলে না? খুঁজে খুঁজে তোমাকে এই ফালতু মিথ্যাটাই রটাতে হলো? তোমার এসব কথায়, তোমার চতুর শাশুড়ি ফিরবে বলে মনে হয়? তুমি কতটুকু চিনো সুফিয়া খানকে? তোমার ধারণা আছে উনার সম্পর্কে? খবর নিয়ে দেখো, তুমি যাকে মিথ্যা শুনাচ্ছেো সে তোমার নাড়িভুঁড়ি চেনা শেষ। তোমার এসব মিথ্যা কখনো কাজে দিবে না রিত। তাছাড়া তুমি কেন? কেউ আম্মুকে ফিরাতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আম্মু নিজ থেকে খান বাড়িতে ফিরতে চাই ততক্ষণ। তাই এসব কাহিনি করা বন্ধ করো। অথবা এসবে আমার নাম খারাপ হচ্ছে।

রিদের কথায় মায়ার মন খারাপ হলো। তারপর আশা ছাড়ল না। বরং জেদি গলায় রিদকে বলল...‘আম্মু ফিরবে। আমি ফিরাব উনাকে।

রিদ আগের ন্যায় বিরক্তি প্রকাশ করে বলল...

‘ওকে, যা খুশি তা করো গিয়ে, তবে আমাকে এসবে জড়াবে না। কোনো কিছু না করে বারবার বদনাম হতে ভালো লাগে না।

রিদের কথায় মায়া একই সুরে বলল...

‘ওকে আপনাকে টানব না তাহলে আপনি একটা বুদ্ধি দিন।

রিদ কাটকাট গলায় নাল্চ করে বলল...

‘আমি পারব না।

‘প্লিজ!

‘নো!

রিদের ‘না’ করাতে মায়া জেদি গলায় বলল...

‘ঠিক আছে আপনার বুদ্ধি দিতে হবে না। তবে আমিও বারবার টানব আপনাকে। আমার যখন যা মনে হবে তাই করব। দেখবেন!

মায়ার কথায় রিদ ধমকে বলল...‘রিত!

রিদের ধমকে মায়াও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে বলল...

‘কী?

‘ঝামেলা করবে না। ভালো লাগছে না এসব।

রিদের তপ্ত মেজাজে মায়া অনুনয় করে বলল...

‘ একটা বুদ্ধি দিন না প্লিজ। আমি সত্যি আম্মুকে এই বাড়িতে ফিরাতে চাই। প্লিজ হেল্প করুন।

রিদ কিছুক্ষণ চুপ থেকে মায়ার আকুতি ভরা মুখটার দিকে তাকাল। গম্ভীর মুখে নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল....

‘তাহলে আমাকে নয় তোমার শ্বশুরকে ধরে টান দাও, দেখবে তোমার শাশুড়ি এমনিই চলে আসবে।

রিদের কথায় মায়া চমকে ওঠার মতন করে তাড়াহুড়ো করে বলল....

‘আম্মু তো আব্বুর উপর রাগ করে আছেন। এখন আবার আব্বুর কথা বললে আম্মু আসবে?

রিদ মায়াকে কাছে টানতে টানতে বলল...

‘যেখানে রাগ বেশি সেখানে ভালোবাসাও বেশি হয় জাম। কান টানলে যেমন মাথা আসে? তেমনই শাশুড়িকে চাইলে শ্বশুরকে ধরে টান দাও , দেখবে কাজ হয়ে যাবে।

রিদের গম্ভীর কথার মানে বুঝতে মায়ার বেশ সময় লাগলো। চিন্তিত মায়া যখন রিদের কথার হিসাব মেলাতে ব্যস্ত তখন রিদ মায়াকে নিজের কোলে বসাতে বসাতে দু’হাতে মায়ার পেট জড়িয়ে খোলা

কাঁধে শব্দ করে চুমু খেতে মায়া মৃদু কেঁপে উঠলো।
কম্পিত হাতে রিদকে বাঁধা দিয়ে বলল...‘আমি
অসুস্থ।

রিদ পরপর মায়ার একই জায়গায় শব্দ করে চুমু
খেতে খেতে মোহাচ্ছন্ন গলায় বলল....

‘ওকে!

রিদ মায়াকে অস্বস্তিতে ডুবিয়ে দু’হাতে বাঁধন আরও
শক্ত করলো। মায়ার কাঁধ হতে মুখ উঠিয়ে কানের
লতিতে নাক চেপে রিদ ফিসফিস করে বলল...

‘তুমি অসুস্থ অথচ পুরো খান বাড়ি মিষ্টি খাচ্ছে আমি
বাবা হচ্ছি বলে। বউ না ছুঁয়েও বাবা হওয়ার যে
ব্যাপারটা সেটা কাকে বোঝাই বউ? আমার কষ্ট কেউ
বুঝবে জান?

রিদের কথায় মায়ার মনে অপরাধ বোধ জাগ্রত
হলো। শাশুড়িকে ফিরাতে গিয়ে মায়া নিজের স্বামীর
মনে কষ্ট দিতে চায়নি। তাছাড়া ওদের বিয়ের অনেক
দিন হলো। অনেক ঝড়-ঝাপটাও গেল। দুজনের
মনোমালিন্যতাও দূর হলো। এবার হয়তো ওদের
দুজনের সামনে চিন্তা ভাবনা করা উচিত। এতকিছু

চিন্তা ভাবনা না করেই মায়া ভিতরকার অপরাধ বোধে মিনমিন করে বলল....

‘স্যরি! আমি আসলে আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি কোনো কিছুতে। আমি সুস্থ হলে আপনাকে জানাব।
রিদের মনে হলো সে মায়ার কথা ভুল শুনেছে। তার বউ তাঁকে সুস্থ হলে জানাবে মানে? মায়া কি চাচ্ছে রিদের কাছাকাছি আসতে? রিদ মায়ার কথাটা শিওর হওয়ার জন্য পুনরায় প্রশ্ন করে বলল...’ কি জানাবা তুমি?

‘ সুস্থ হলে জানাব।

মায়ার কথায় রিদ হঠাৎ শব্দ করে হেসে ফেলল।
মায়াকে ছেড়ে হাসতে হাসতে বলল...

‘আবার বলো, কী হলে জানাবা তুমি?

রিদের হাসিতে মায়া দ্বিধায় পড়ে গেল। মায়া কী এমন বলেছে রিদকে প্রথমে বিষয়টি বুঝতে না পেরে আবারও মিনমিন করে একই উত্তর দিয়ে বলল...

‘সুস্থ হলে জানাব আরকি।

রিদ যেন মায়ার কথায় মজা পেল। নিজের গম্ভীরতা ছেড়ে ঠোঁট প্রসারিত করে হেসে দুট্টু স্বরে বলল
রিদ....

‘তুমি সুস্থ হলে আমাকে জানিয়ে কী করবা জান?

মায়া রিদের কথার তালে মিনমিন করে বলল...

‘তখন আপনার কষ্ট করতে হবে না।

রিদ মায়ার কথার ইঙ্গিত বুঝেও না বুঝার মতন করে
মজা নিল। কৌতুক করে দুষ্ট স্বরে বলল...

‘তুমি আমার কি কষ্ট দূর করবা আগে সেটা শুনি?’
ঐ যে...

মিনমিন করে মায়া কথা গুলো বলতে বলতে
অস্বস্তিতে থেমে যায়। রিদ একই ভাবে বলল...

‘ঐ যে কি? কোন বিষয়ে কষ্ট করছি আমি বলো না?

‘ঐ আর কি!

‘ঐ আর কি কী?

‘মানে আপনি বললেন না তখন ঐটা।

‘মানে কী বলেছি আমি? কী কষ্ট হচ্ছে আমার?

রিদের প্যাঁচানো কথায় মায়া আমতা আমতা করে
বলল...

‘মানে।

‘মানে কি জান?

রিদের পরপর দুষ্টমিতে মায়ার বোধগম্য হলো যে রিদ
এতক্ষণ কোন বিষয়ে মায়াকে পেঁচাচ্ছিল। কথার

মানপ বুঝতে পেরে মায়া লজ্জায় আড়ষ্ট হলো। ছিঃ,
এসব বিষয়েও কেউ কথা বলে? মায়া রিদের সম্মুখ
থেকে চলে যেতে চেয়ে বলল....‘কিছু না। সরুন।

মায়া রিদের সম্মুখ থেকে পালাতে চাইলে রিদ
তৎক্ষণাৎ মায়ার বাহু টেনে পুনরায় একই ভাবে
মায়াকে নিজের উরুতে বসাতে বসাতে রিদ আগের
নেয় মায়াকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বলল...

‘তুমি আমার কী কষ্ট দূর করবে সেটার ব্যাখ্যা না
দিলে আমি তোমাকে যেতে দেব না বউ। আগে ব্যাখ্যা
দিবে তারপর যাবে। তাছাড়া আমি কিন্তু জানি আমার
বউ পেকে গেছে। পাকা বউয়ের একটু অ্যাডভান্টেজ
নেওয়ায় যায় তাই না।

রিদের কথায় মায়া লজ্জায় তৎক্ষণাৎ দু’হাতে মুখ
ঢাকতে ঢাকতে বলল....

‘আমি কিছু জানি না।

রিদ দুষ্ট হেসে মায়ার দু’হাত টেনে মুখ থেকে সরাতে
সরাতে বলল.....

‘আপনি সব জানেন ম্যাডাম, জেনে-বুঝে আমাকে
পাগল বানাচ্ছেন।

মায়া একই ভাবে পুনরায় দু'হাতে নিজের মুখ ঢাকতে
ঢাকতে বলল....

‘উফ! লজ্জা লাগছে আমার।

রিদ মায়ার সঙ্গে দুষ্টুমিতে মেতে ওঠে একই ভাবে
আবারও মায়ার হাত টেনে দুষ্টু স্বরে মায়াকে কপি
করে বলল....

‘উফ! কেন লজ্জা লাগছে আপনার?

মায়া লজ্জা থেকে বাঁচতে তৎক্ষণাৎ দু'হাতে রিদকে
জড়িয়ে ধরতে ধরতে বলল...

‘ যান তো। রিদের কথায় সত্যি হলো। সত্যি সত্যি
সুফিয়া খান মায়ার প্রেগন্যান্সির বিষয়টা বিশ্বাস
করেননি। করার কথাও না উনার। মায়া সুফিয়া
খানের কাছে ছিল বিগত দু'মাস। রিদের সঙ্গে
চটুগ্রামে এসেছে সবেমাত্র এক সপ্তাহ হলো। সুফিয়া
খানের হিসাব মতে মায়া এক সপ্তাহে প্রেগন্যান্ট হতে
পারে না। হওয়ার কথাও না। তাই রাদিফ যখন ফোন
করে সুফিয়া খানকে মায়ার প্রেগন্যান্সির কথাটা
জানায় তখন তিনি রাদিফের কথাটি কানেই
তোলেননি। বরং মায়ার পেটে সমস্যা বা অন্য কোনো
কারণ হতে পারে বলে রাদিফকে সাজেস্ট করলো

মায়াকে ভালো ডাক্তার দেখাতে। এতে করে রাদিফ ও মায়া দু'জনই হতাশ। এত ছলাকলা কষে তাদের প্ল্যান সাকসেস না হওয়ায় আবার ভাবতে বসলো নতুন প্লানের সন্ধানে। নিহাল খানের নির্বাচনের কাজে রাদিফ ব্যস্ত থাকায় তার নতুন করে প্ল্যান বানাতে আরও খানিকটা সময় প্রয়োজন, কিন্তু অধৈর্যের মায়ার যেন ধৈর্যে কুলাল না। বরং অস্থির ন্যায় ড্রয়িংরুমে বসে মাথা খাটালো কিভাবে কী করা যায়? কিভাবে সুফিয়া খানকে খান বাড়িতে ফেরানো যায় সেই চিন্তায় বিভোর মায়ার হঠাৎই ধ্যান ভাঙল নিহাল খানের উপস্থিতিতে। অসময়ে নিহাল খানের উপস্থিতিতে মায়া তৎক্ষণাৎ নিজের মাথার কাপড়টা টানল। দ্রুততায় উঠে দাঁড়াতে চাইলে নিহাল খান নরম গলায় মায়াকে বাঁধা দিয়ে বলল....‘আপনাকে উঠতে হবে না আম্মু, আপনি বসুন। রেস্ট নিন। আপনার এই সময়ে রেস্ট প্রয়োজন।

মায়া বুঝল নিহাল খান মায়াকে ওর মিথ্যা প্রেগন্যান্সির ব্যাপারটা নিয়ে চলাফেরায় সতর্ক করছে। মায়ার মনে হঠাৎ তীব্র অপরাধ বোধ জাগ্রত হলো। কাল রাদিফের কথা শুনে মায়া ঐভাবে সবাইকে

মিথ্যা প্রেগন্যান্সির কথাটা বলা ঠিক হয়নি। একটা বাচ্চা একটা পরিবারের ইমোশন হয়। মায়া ঐভাবে সবার ইমোশন নিয়ে মিথ্যা কথা বলাটা ঠিক হয়নি। মায়ার তীব্র অপরাধ বোধের মাঝেই নিহাল খান মায়ার পাশে বসতে বসতে মায়ার মাথায় স্নেহময় হাত বুলিয়ে বলল....

‘আজ অনেকটা বছর পর খান বাড়িতে সুসংবাদ পেলাম আম্মু, যেটা শুনে খুব মানসিক শান্তি পেলাম। আল্লাহ আপনার দীর্ঘায়ু করুক।

নিহাল খানের কথায় মায়া অপরাধ বোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। নিহাল খানকে মিথ্যা প্রেগন্যান্সির কথাটা জানাতে চেয়ে মায়া ভয় ভয় গলায় বলতে চাইল.... ‘আপনাকে একটা কথা বলি আব্বু?

‘একটা না দশটা কথা বলুন আম্মু। আমার সমস্যা নেই। আমি ধৈর্য নিয়ে শুনব।

নিহাল খানের কথায় মায়া হাসফাস করলো। তীব্র অপরাধ বোধে জড়তায় আমতা আমতা করে বলল...

‘আসলে আমি আম্মুকে এই বাড়িতে ফিরাতে....

মায়া অল্প কথাতেই থামে। মায়া থামে নয়, থামতে হয় নিহাল খানের কথার মাঝে। তিনি মায়াকে শেষ করতে না দিয়ে নিজে বললেন....

‘আপনার জেদি শাশুড়ি যদি ফিরতে চাই তাহলে আমার এতে কোনো আপত্তি নেই। নিহাল খানের কথায় মায়া চুপ করে যায়। মায়া আর আগ বাড়িয়ে সত্যিটা বলা হলো না। কারণ নিহাল খান ইতিমধ্যে মনে করছেন মায়া সুফিয়া খানকে খান বাড়িতে ফিরাতে চেয়ে উনার কাছে অনুমতি চাইছেন। অথচ এটা সত্যি নয়। মায়া নিহাল খানের থেকে অনুমতি নয় বরং মায়া ওর শ্বশুরকে সত্যি জানাতে চেয়েছিল যে মায়া সুফিয়া খানের জন্য নিজের প্রেগন্যান্সির কথাটা মিথ্যা বলেছিল সবাইকে, যাতে করে সুসংবাদ পেয়ে সুফিয়া খান, খান বাড়িতে ফিরে আসেন। কিন্তু তার কিছুই হলো না। তবে মায়ার এত কিছু মাঝে একটা জিনিস ভালো হলো যে ওর শ্বশুরের মনোভাব বুঝে ফেলল। নিহাল খান যে, নিজের স্ত্রীকে খান বাড়িতে ফিরাতে চেয়ে বেশ আগ্রহী সেটা বুঝা গেল। তাই মায়া নিজের মিথ্যাটা বহাল রেখে সাহস দেখিয়ে

নিহাল খানের কাছ থেকে প্রশ্ন করার অনুমতি চেয়ে
বলল...

‘একটা কথা বলি আব্বু? যদি বেয়াদবি না নেন।

মায়ার কথায় নিহাল খান স্বাভাবিক ন্যায় মাথা নাড়িয়ে
সম্মতি দিতেই মায়া বেশ সাহস দেখিয়ে নিহাল
খানকে বলল....‘আপনি আম্মুকে খান বাড়িতে কেন
ফিরাচ্ছেন না আব্বু?

মায়ার কথায় খানিকটা সময় চুপ করে বসলেন নিহাল
খান। হুট করে নিজের গাম্ভীর্যতা ছেড়ে মায়ার সাথে
সহজ হতে পারলেন না। তবে মায়ার কথার উত্তর
দিতে নিহাল খান স্বাভাবিক গলায় বলল...

‘আপনার আম্মু আমার কাছে ফিরতে চান না তাই।

‘মিথ্যা কথা। আম্মু ফিরতে চান। আপনি কখনো
আম্মুকে নিজের কাছে রাখতে চাননি, সেজন্য আম্মু
কখনো ফিরে আসেননি। আপনি ডাকলে অবশ্যই
ফিরতেন আম্মু। মায়ার মতো নিহাল খানও হুট করে
অস্থির উত্তেজিত হয়ে উত্তর করতে পারল না। তিনি
মায়ার বয়সী নন। থাকলে অবশ্যই মায়ার মতন
ছটফটিয়ে উঠে নিজের ভিতরকার কথাগুলো প্রকাশ
করতেন। তিনি একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন

ব্যক্তি। তাই উনার কথা বলতে হবে ভেবেচিন্তে, জায়গা বুঝে। সব জায়গায় সব কথা যেমন বলা যায় না তেমনই সব আবেগও সবার সামনে প্রকাশ করা যায় না। তাই নিহাল খান চেয়েও মায়ার সম্মুখে কোনো কিছু প্রকাশ করতে পারলো না। বরং ভিতরকার কথা চেপে গিয়ে ভারি নিশ্বাস ফেলে মায়ার কথার উত্তরে বলল....

‘বাড়ির সবাই যেখানে আপনার শাশুড়ীকে ডেকেছে সেখানে আমার কি আলাদাভাবে ডাকতে হবে?

নিহাল খানের কথায় মায়া যেন ভুলে বসলো সে ওর সম্মানিত শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলছেন। মায়া অস্থির ভঙ্গিতে বলল...‘বাড়ির সবাই আর আপনি কি এক আব্বু? আম্মুর রাগ অভিমান আপনার সাথে থাকলে বাড়ির সবাই কেন আম্মুর অভিমান ভাঙাতে যাবে? যেখানে আপনারা সামান্য কথায় আম্মু ফিরে আসতেন সেখানে আপনি বছরের পর বছর আম্মুকে দূরে রেখেছেন কেন? আপনি চাইলে বিষয়টা অল্পতে শেষ হতে পারত। আম্মু মানুষটা রাগ-জেদি হতে পারে কিন্তু আম্মু নিজের পরিবারের প্রতি খুবই সেনসিটিভ সেটা আমার থেকে আপনিই ভালো জানেন। দূরে

থেকেও আম্মু আপনার আর এই পরিবারের প্রতিটা মানুষের খেয়াল রাখেন। আপনার উচিত ছিল আরও আগে আম্মুর রাগ ভাঙানো। আপনি আম্মুকে অনেকটা বছর কষ্ট দিয়েছেন আব্বু। মায়ার অভিমানে ভরা কথায় নিহাল খান কেমন পাথর ন্যায় শক্ত হয়ে বসলেন। মনে অনেক কথা জমে আছে উনার। কিন্তু সব কথা সবার সাথে বলা যায় না। তাছাড়া মায়া উনার ছেলের বউ মানে উনার মেয়ের বয়সী। বাবা হয়ে মেয়ের সাথে সব কথা বলা যায়? না যায়। নিহাল খান মায়াকে নিজের মনের খবরটা জানাতে পারলেন না। তবে তিনিও চান উনার স্ত্রী দীর্ঘদিনের মনোমালিন্য ভুলে উনার কাছে ফিরে আসুক। তিনি মায়াকে এই কয়েকদিনে বেশ লক্ষ করেছেন। উনার স্ত্রী এই মেয়ের বেশ খেয়াল রাখেন। মায়াও শাশুড়ি হয়ে কথা বলে সবসময়। এই যে আজ শ্বশুরের দিকে পর্যন্ত আঙুল তুলছে শাশুড়ির পক্ষ হয়ে। মূলত এজন্য নিহাল খান বিগত দিন ধরে সুযোগের সন্ধানে ছিলেন কিভাবে মায়ার সঙ্গে সুফিয়ার ব্যাপারে কথা বলা যায় সেটা নিয়ে। মায়া উনার ছেলের বউ হওয়ায় তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের বাইরে গিয়ে মায়ার সাথে সহজ

হয়ে কথা বলতে পারছিলেন না -সংকোচে। তবে আজ সব জড়তা মায়া কাটিয়ে নিলো। তাই নিহাল খান মুক্ত মনে মায়াকে বলবেন উনাকে অন্তত একটা সুযোগ দেওয়া হোক উনার নিজের দিকটা সুফিয়ার সম্মুখে প্রকাশ করার। নিহাল খান অনেকটা সময় নীরব থেকে ধীর গলায় মায়ার কথার উত্তরে বললেন...‘আমাকে একটা সুযোগ দিলে অবশ্যই আপনার শাশুড়ির মান-অভিমান ভাঙানোর চেষ্টা করব আমি।

নিহাল খানের সরাসরি কথায় মায়া যেন চমকে উঠলো। না চাইতেও আশার আলো দেখতে পেল দু’চোখে। খুশিতে মায়া উৎফুল্ল হয়ে বলল...

‘সত্যি?

মায়া’র খুশিতে নিহাল খান সম্মতি দিয়ে বলল...

‘জ্বি!

‘তাহলে আমি যা বলব করবেন আব্বু?

‘ইনশাআল্লাহ!নিহাল খানের কথায় বেশ আশ্বস্ত হলো মায়া। সেদিনের মতো রাদিফের সঙ্গে আবারও যুক্তি করলো কিভাবে কী করবে বাকিটা। অনুসন্ধান মায়ার হঠাৎ রিদের কথাটা মনে হলো। শ্বশুরকে ধরে টান

দিলে শাশুড়ি অবশ্যই ফিরে আসবে চটুগ্রামে মাটিতে।
মায়া রিদের কথা অনুযায়ী কাজ করলো। যেহেতু রিদ
আর সুফিয়া খান একই চরিত্রের মানুষ। তাহলে
তাদের কর্মকাণ্ড গুলোও সেইম হবে। রিদ যেমন
মায়ার বিপদে দিশেহারা হয়ে যায় একই ভাবে সুফিয়া
খানও নিশ্চয়ই নিজের স্বামীর বিপদে দিশেহারা হবে?
অন্তত এই বিষয়ে একটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার
মায়ার। যদি বিষয়টা সত্যি হয় তাহলে নিশ্চয়ই
সুফিয়া খান এবার নিজের রাগ ভুলে খান বাড়িতে পা
রাখবে। মায়া রাদিফকে নিয়ে নিহাল খানের মিথ্যা
হাট অ্যাটাকের লম্বা চওড়া একটা জটিল রিপোর্ট
বানালো।এর মাঝে একদিন নিহাল খান দলের নেতা-
কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা সভায় মাঝে হুট করে জ্ঞান
হারিয়ে পড়ে যেতেই চারপাশে হৈচৈ পড়ে গেল মন্ত্রী
নিহাল খান বেহুশ হয়ে যাওয়াতে। রিদ সেখানেই
ছিল। তৎক্ষণাৎ বাবাকে গাড়ি করে হসপিটালে নিয়ে
যেতে যেতে দলে সকলের ভিড় জমলো হসপিটালে।
রাদিফ নিহাল খানের সামান্য অসুস্থতাকে কাজে
লাগিয়ে সুফিয়া খানের কাছে মিথ্যা রিপোর্ট পাঠালো
হাট ব্লকের মতন জটিল বিষয়টা দেখিয়ে। দিশেহারা

সুফিয়া খান রিদকে শত কল করেও পেল না। কারণ রিদের ফোনটা তখন রাদিফের হাতেই ছিল। মূলত রাদিফ ইচ্ছাকৃতভাবে রিদের ব্যস্ততায় ওর ফোনটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল যাতে সুফিয়া খান রিদকে কল করে না পায়। রিদের সর্বদা সত্যি কথা বলার ব্যামো আছে। কখনো কোনো কিছুতে মিথ্যা রিদকে দিয়ে বলানো যায় না বলেই রাদিফ ভিড়ের মাঝে রিদের ফোনটি নিজের কাছে রাখল। যেকোনো সময় সুফিয়া খান নিহাল খানের অসুস্থতা সম্পর্কে রিদ থেকে জানতে চেয়ে কল করবে, তখন যদি রিদ সত্যিটা সুফিয়া খানকে বলে দেয় তাহলে আবার মায়াদের প্ল্যান বিফলে যাবে। তাই রাদিফ নিজের করা প্ল্যানকে নিয়ে কোনো রকম রিস্ক নিলো না। বরং ক্রমাগত নিজের মায়ের কাছে নিহাল খানের জটিলতা বিষয়টি তুলে ধরলো। অথচ নিহাল খানের তেমন কোনো জটিলতার রোগ নেই। অঘুম, অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার থেকে দুর্বলতায় বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন নিহাল খান। ঘণ্টা দুয়েক হসপিটালে রেস্ট নিলে বাসায় ফিরে যেতে পারবেন তিনি। কিন্তু রাদিফ নিজের বাবার সামান্য অসুস্থতাকে একের

সঙ্গে এক মিলিয়ে দুই করে সুফিয়া খানের সামনে প্রকাশ করলো। যাতে তিনি নিহাল খানের অসুস্থতার খবর পেয়ে ছুটে চলে আসেন চটুগ্রামে। হলোও তাই। সুফিয়া খান রিদকে কলে না পেয়ে আয়নকে কল মিলালো। আয়ন নিহাল খানের জটিলতার খবর পেয়ে সেও তৎক্ষণাৎ জুঁইকে নিয়ে রওনা হলো চটুগ্রামের উদ্দেশ্যে। আয়নদের বেরিয়ে যাওয়ার ঘণ্টা খানিকের মাঝে সুফিয়া খানের হেলিকপ্টার উড়লো আকাশে। সেবার রিদের এক্সিডেন্টের খবর পেয়ে তিনি ছুটে গিয়েছিল হসপিটালে। আজ স্বামীর অসুস্থতার খবর পেয়ে ছুটে যাচ্ছে খান বাড়িতে। সেই পনেরো বছর আগে তিনি এক কাপড়ে খান বাড়ি ছেড়েছিলেন, আজ পনেরো বছর পর আবারও এক কাপড়ে খান বাড়িতে গিয়ে উঠছেন। এর মাঝে কেটেছে দীর্ঘ পনেরো বছরের মনোমালিন্য। তারপরও কখনো সুফিয়া খান নিহাল খানের সঙ্গে যোগাযোগ বা কথা পর্যন্ত বলেননি। রিদকে নিয়ে পঁয়তাল্লিশ দিন লন্ডন শহরে থাকার পরও তিনি কখনো নিহাল খানের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলেননি আর না নিহাল খানকে সেই সুযোগ দিয়েছেন উনার সাথে কথা বলার। অথচ

আজ মায়ার অতিরিক্ত কান্নাকাটি আর রাদিফের
বাড়াবাড়ি রকমের রিপোর্টে এক মুহূর্তের জন্য
শক্তপোক্ত সুফিয়া খানও ভয়ে থমকে যায়। দীর্ঘদিনের
মনোমালিন্য ভুলে অবশেষে সেই অপ্রিয় মানুষের
টানে ফিরতে হয় চট্টগ্রামের মাটিতে। খান বাড়িতে
সুখের বসন্ত লেগেছে। দীর্ঘ পনেরো বছর পর সুফিয়া
খান পা পড়েছে খান বাড়ির আঙিনায়। এই নিয়ে
সকলে ভিড় জমিয়েছে সুফিয়া খানের চত্বরে। আরাক
খান, হেনা খান ছেলের অসুস্থতার দুঃখের চেয়ে বেশি
আনন্দ প্রকাশ করছেন সুফিয়া খানের আগমনে। সেই
খবর তিনি দেশ-বিদেশে সকল আত্মীয়ের মাঝে
ইতিমধ্যে পাঠানো শেষ। হেনা খান নিজের তিন
কন্যার সঙ্গে শশীর মাকেও আমন্ত্রণ জানানো খান
বাড়িতে আসার জন্য। আরাক খান সেই ফাঁকে
বাড়িতে আয়োজন করলেন মেজবাহনের দাওয়াতের।
সুফিয়া খানকে ঘিরে শ্বশুর-শাশুড়ির এমন উৎফুল্লতার
আনন্দটুকু নীরব চোখে দেখলেন সুফিয়া খান। বয়স্ক
মানুষ বাচ্চাদের মতোন হয়, সেটা আবারও যেন
প্রমাণ করলেন আরাক খান আর হেনা খান। সুফিয়া
খান বাড়িতে ফিরেছেন বিকাল তিনটার নাগাদ। এখন

সন্ধ্যা ছয়টা। এর মাঝে পার হলো তিন ঘণ্টা। এই তিন ঘণ্টায় এই দুজন মানুষ উনার হাতে গোটা খান বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে বসে আছেন। সার্ভেন্ট থেকে শুরু করে গোটা খান বাড়ির মানুষ উনার থেকে প্রতিটা কাজে অনুমতি নিচ্ছেন। সুফিয়া খান বেশ বুঝতে পারছেন, এসব উনার শ্বশুর-শাশুড়ির কাজ। যে দায়িত্ব তিনি পনেরো বছর আগে ফেলে গিয়েছিলেন, সেই দায়িত্ব যত্ন করে উনার হাতে আবারও তুলে দিতে চাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু সেটা আর সম্ভব নয়। এই সংসার আর উনার নয়। এই সংসারের মায়া তিনি আরও অনেকটা বছর আগেই মাড়িয়ে গেছেন। আজ হয়তো তিনি তাড়াহুড়ো করে চটুগ্রামে ফিরেছেন, কিন্তু এই সংসারের তিনি আর স্থানীয় হবেন না। আজ বাদে কালই ফিরে যাবেন নিজ গন্তব্যে। তাই তিনি চাচ্ছেন না ক্ষণিকের জন্য শ্বশুর-শাশুড়িকে কোনো কিছুতে বাধা দিতে। বরং যেটা যেভাবে চলছে সেভাবে চলুক। তাঁরা যদি অল্পতে খুশি হন তাহলে হোক, এতে অপরাধের কোনো কিছু নেই। বরং তাঁদের ভুল ধারণা একটা সময় এমনিই ভেঙে যাবে। মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার গম্ভীর সুফিয়া খান হাতের গ্লাসটা

ডাইনিংয়ে রাখতে রাখতে তাকালেন অদূরে সোফায়
বসা হেনা খানের দিকে। হেনা খান সুফিয়া খানের
বাড়ি ফেরার খুশিতে উৎফুল্লতা দেখিয়ে মেয়েদের
সঙ্গে কথা বলছেন ফোনে। সুফিয়া খান এক পলক
সেদিকে তাকিয়ে এগোতে চাইলেন সিঁড়ির দিকে।
তক্ষুনি বাঁধা দিয়ে ডাকল কাজের মেয়ে মালা।
বলল...‘বড় ম্যাডাম রাতে কি রান্না করব?

বাঁধা পেয়ে পিছনে তাকালেন সুফিয়া খান। মালার
কথায় তীক্ষ্ণ গলায় বললেন...

‘আমাকে কেন প্রশ্ন করছো? প্রতিদিন আমাকে
জিজ্ঞাসা করে রান্না করো তোমরা?

সুফিয়া খানের কথায় মালা থমথমে মুখে বলল...

‘দাদী বলছে আপনি যা আদেশ করবেন তাই বাড়িতে
রান্না হবে, আর নয়তো সবাই না খেয়ে থাকবে। রান্না
বন্ধ।

মালার কথায় সুফিয়া খান ঘাড় ঘুরিয়ে এক পলক
হেনা খানকে দেখে মালাকে রান্নার তালিকা দিয়ে চলে
যেতে চাইলে সেখানে হাজির হলো খান বাড়ির মালি
ছেলে কাশেম। সে সুফিয়া খানের উদ্দেশ্যে লম্বা চওড়া

বাজারের লিস্ট দিয়ে বলল...‘বড় ম্যাডাম বাজারে এই লিস্টটা দাদাভাই পাঠিয়েছেন আপনাকে দিতে।

সুফিয়া খান মালাকে চলে যেতে বলে ঘুরে তাকালেন হালকা পাতলা গঠনের কাশেমের দিকে। কাশেমের থেকে কাগজের লিস্টটি হাতে নিয়ে সেদিকে তাকাতে দেখলেন বিশাল আয়োজনের একটি বাজারের লিস্ট সেটি। সুফিয়া খানের জানা মতে খান বাড়িতে আপাতত কোনো ফাংশন নেই। তাহলে এই লিস্ট কিসের হতে পারে সেটা জানতে চেয়ে কপাল কুঁচকে কাশেমকে বললেন...

‘বাড়িতে কি কোনো ফাংশন আছে কাশেম?

‘জি ম্যাডাম! দাদাভাই আপনার বাড়িতে ফেরার খুশিতে এতিম বাচ্চাদের খাওয়াবেন বলছেন। এই লিস্টটা সেই আয়োজনের। আপনাকে বলছে এটা ঠিক আছে কিনা দেখতে। হাতের কাগজটায় তিনি সেইভাবে আরও একবার নয় দু’বার নয়, বেশ কয়েকবার চোখ বুলালেন। মাত্র তিন ঘণ্টায় কেমন একটা টান অনুভব হচ্ছে এই ফেলে যাওয়া মানুষগুলোর প্রতি। উনার সংসার উনাকে যত্নসহকারে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন তাঁরা। অথচ যেই

সংসারের মায়া তিনি অনেক আগেই ত্যাগ করে ফেলেছেন। সুফিয়া খান বাজারের লিস্টে বাচ্চাদের জন্য দুয়েক রকমের মিষ্টি জাতীয় খাবার এড করে দিতে বললেন। কাশেম সেই ফাঁকে আরও একটা কাগজ তুলে দেয় সুফিয়া খানের হাতে। গমগমে স্বরে বলল....

‘ম্যাডাম এটা হলো খান বাড়ির সকল কর্মচারীদের লিস্ট। মাসের দশ তারিখে আমাদের বেতন দেওয়া হয়। আজ নয় তারিখ। সেজন্য দাদাভাই এটা আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

সুফিয়া খান বেশ তীক্ষ্ণ গলায় বললেন...‘আমার কাছে কেন?

‘দাদাভাই বলছে আপনি আমাদের বেতন দিলে আমরা এই মাসে বেতন পাবো, আর নয়তো আমরা সকল কর্মচারী বেতন ছাড়া থাকব নাকি।

কাশেমের থমথমে মুখটার দিকে সুফিয়া খান তাকিয়ে সেভাবে বললেন...

‘ওকে, কাল দেওয়া হবে যাও।

কাশেম ছেলেটি চলে যেতে খান বাড়ির ড্রয়িংরুমে উপস্থিত হয় রাদিফ। যদিও সে দুপুরে দিকে এসে

মায়ের সাথে দেখা করে গিয়েছিল, এখন আবারও আসা। সুফিয়া খানই কল করে ডেকেছেন রাদিফকে নিহাল খানের রিপোর্টের জন্য। ভয়ার্ত রাদিফ থমথমে মুখে সুফিয়া খানের হাতে নিহাল খানের ফেক রিপোর্ট তুলে দিতে গম্ভীর সুফিয়া খান সেগুলো নিয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল..‘আমার সাথে আসো রাদিফ।

ভয়ার্ত রাদিফ থমথমে মুখে সুফিয়া খানের পিছন পিছন হাঁটলো। এর মাঝে পথে দেখা পেল মায়ার সাথে। গায়ে একটা সবুজ জামদানি জড়িয়ে মায়া নিহাল খানের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সুফিয়া খানের খোঁজে। সুফিয়া খান বাড়িতে ফেরার পরপরই মায়া এই শাড়িটা জড়িয়েছে গায়ে শাশুড়িকে খুশি করতে। অবশ্য বিগত সময় ধরে মায়া সুফিয়া খানের পিছন পিছন ঘুরঘুর করছিল। তবে এরমাঝে ফাকে সে রিদকে বাড়ির ফেরার কথা বলে এল ফোনে।

নিহাল খানের ঘরে প্রবেশ করতে মায়া ভয়ার্ত মুখে রাদিফের দিকে তাকাল। মায়ার মতো করে রাদিফের মুখটাও চুপসে আছে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। বেহুশ নিহাল খানের হাতে তখনো ক্যানুলায় সেলাইন

চলছে। সুফিয়া খান নিহাল খানের পরপরই রিপোর্টগুলো চেক করল মনোযোগ সহকারে। যতটা ক্রিটিকাল মনে করে সুফিয়া খান পাগল পাগল হয়ে চটুগ্রাম ফিরেছিলেন, তার তেমন কিছু না দেখে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন রাদিফের দিকে। ভয়াত রাদিফ কাচুমাচু করে বিছানার অপর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মায়াও রাদিফের পাশাপাশি দাঁড়াল থমথমে মুখে। দুই অপরাধী একত্রে। মায়া ওর শাশুড়িকে উল্টাপাল্টা বলে চটুগ্রামে তো নিয়ে এসেছে, এবার চতুর শাশুড়িকে সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে যাচ্ছে মায়াদের জন্য। খান বাড়িতে আসার পরপরই দুবার রাদিফের থেকে নিহাল খানের রিপোর্ট চেয়েছিলেন সুফিয়া খান। কিন্তু ব্যস্ততার অজুহাতে রাদিফ এতক্ষণ রিপোর্টগুলো না দিলেও এখন দিতে বাধ্য হয় সে। সুফিয়া খান হাতের রিপোর্টগুলো দুবার খতিয়েও দেখল। রিপোর্টগুলো যে উনার বিশ্বাসের আসেনি, সেটা উনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারছে রাদিফ। তারপরও সুফিয়া খান রাদিফকে কিছু না বলে হাতের ফাইলগুলো বন্ধ করতে করতে রিদের খবর নিয়ে জানতে চাইল...

‘রিদ কই?

‘ভাই মিটিংয়ে।

‘বাড়িতে ফিরতে বলো ওকে।

‘জ্বি আম্মু।রাত এগারোটা পেরিয়ে বারোটোর ঘরে।

রিদের ব্যস্ততা শেষ নেই। রিদ এই রাতেও বাসায়

ফিরত না যদি না মায়া বারবার ফোন করে রিদকে

বাড়িতে ফেরার তাগিদ দিত। নিহাল খানের

অনুপস্থিতিতে সবটা রিদের সামলাতে হচ্ছে বলেই

রিদের ব্যস্ততা দ্বিগুণের চেয়ে চারগুণ হলো। সেজন্য

রিদ মায়ের সঙ্গে দেখা করে আবারও দ্রুত বেরিয়ে

যাবে বলে ঠিক করে রেখেছে। এক সপ্তাহ পর

নির্বাচন। একদণ্ড বাড়িতে বসে থাকার সময় নেই

কারও। রিদ দলের ছেলেরদের সবাইকে নির্বাচনের

কাজে ব্যস্ত রেখেই সে এরাতে বাড়িতে ফিরেছে

একা। রাদিফ অবশ্যই আসিফদের সঙ্গেই আছে। রিদ

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে সুফিয়া খানের সঙ্গে হেনা

খানের দেখা পেল বসার ঘরে। মায়াকে আশেপাশে

কোথাও দেখতে না পেয়ে রিদ ভাবল মায়া হয়তো

ঘুমিয়ে। ক্লান্ত রিদ সুফিয়া খানের দিকে এগিয়ে গেল।

মুখোমুখি হয়ে মায়ের সঙ্গে টুকটাক কথা চালাতে

সেখানে লেবু পানি নিয়ে উপস্থিত হয় মায়া। রিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল...‘আপনার পানি!

মায়ার গলা পেয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে রিদ ঘুরে তাকাল। মায়াকে সবুজ শাড়ি পরিহিত ট্রেতে করে লেবুর পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রিদের দৃষ্টি থমকে দাঁড়াল। মায়া ফর্সা গায়ে সবুজ শাড়িটি যেন ঝলমল করলো রিদের চোখে। রিদ একবার নয় দু’বার নয়, বেশ কয়েকবার মায়ার দিকে তাকাল চোখ সরিয়ে। গোটা শরবতের গ্লাস এক চুমুকে শেষ করলো মায়ার দিকে তাকিয়ে। রিদের এমন দৃষ্টিতে মায়া হাসফাঁস করে আড়চোখে তাকাল সুফিয়া খান আর হেনা খানের দিকে। বড়দের সামনে রিদের স্থির দৃষ্টিতে খানিকটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ল মায়া। ততক্ষণে সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সুফিয়া খান, হেনা খানও লক্ষ্য করলেন রিদের দৃষ্টি। মা হিসাবে চট করে বুঝে ফেললেন ছেলের ক্লান্তিময় মনোভাবটা। রিদ পানির গ্লাসটা ট্রে-তে রাখতেই সুফিয়া খান বললেন...‘নিজের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হও রিদ। আমি তোমার খাবার রুমে পাঠাচ্ছি।

রিদ হ্যাঁ/না কিছুই বলল না। বরং চলে যেতে গিয়েও
মায়ার দিকে তাকাল চোখ সরিয়ে। মায়া বিব্রতবোধ
করে খালি গ্লাসটা নিয়ে কিচেনের দিকে যেতে চাইলে
সুফিয়া খান বাঁধা দিয়ে বললেন...

‘তুমি রুমে যাও মায়া। দেখো আমার ছেলের কি
প্রয়োজন হয়। আমি তোমাদের খাবার রুমে পাঠিয়ে
দেব। যাও!

সুফিয়া খানের কথায় আপত্তি জানাতে চাইল মায়া।
মায়া ইচ্ছে সবাইকে নিয়ে একত্রে ডাইনিংয়ে বসে
খাবে। সে একা রুমে বসে খাবে না। তাছাড়া মায়া
রিদকে ফোন করে এনেছে সুফিয়া খানের সঙ্গে কথা
বলার জন্য। সেখানে মায়া যদি রিদকে নিয়ে ঘরে
আলাদা খায় তাহলে ব্যাপারটা কেমন দেখায় না।
তাছাড়া মায়াও বুঝল না হঠাৎ করে সুফিয়া খানই বা
কেন মায়াকে রুমে পাঠাতে চাচ্ছেন খাওয়ার জন্য।
যেখানে মায়া সবার সাথে একত্রে খাওয়ার জন্য
আয়োজন করেছে সেটা কি দেখেননি ওর শাশুড়ি?
তাহলে? ‘আমি ঘরে খাব না আম্মু। আমি সবা...
‘রিত রুমে আসো!

রিদের উচ্চ স্বরে ডাকায় থমথমে খেয়ে গেল মায়া।
সুফিয়া খান শক্ত গলায় বললেন....

‘রুমে যাও মায়া! দেখো রিদের কি প্রয়োজন।

মায়া আর দাঁড়াল না। হাতের ট্রে সোফার টেবিলে
রেখে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে মায়া ঠোঁট
উল্টাল। মায়াকে এতো তাড়া দিয়ে সবাই রুমে
কিজন্য পাঠাচ্ছে তাও বুঝতে পারছে না। শাশুড়ি
ছেলে মাত্র বাসায় ফিরেছে। সে ফ্রেশ হওয়ার জন্য যা
যা প্রয়োজন সবই মায়া গুছিয়ে রেখে এসেছে, তাহলে
এতো তলব লাগিয়ে মায়াকে কি দরকার। শাশুড়ি
ছেলে কি বাবু? যে মায়াকে ছাড়া সে একা ফ্রেশ হতে
পারবে না। বিরক্ত নিয়ে মায়া রুমে ঢোকতে ঘরটা
অন্ধকার পেল। মায়া ঘরের আলো জ্বালিয়ে ঘরটা
উজ্জ্বল করতে রিদের দেখা পেল না কোথাও।
ওয়াশরুমের দরজাটাও বাহির থেকে লক করা দেখে
মায়া বুঝল রিদ ওয়াশরুমেও নেই। মায়া রিদকে
ডেকে বলল...

‘শাশুড়ির ছেলে আপনি কোথায় আছেন?মায়ার এক
ডাকেই রিদ বারান্দা থেকে ঘরে এলো। রিদকে দেখে
মায়া আবারও বলল...

‘সেকি আপনি এখনো ফ্রেশ হননি কেন?

‘তোমার সাথে হবো তাই।

রিদের সোজাসাপটা কথায় মায়া কারণটা বুঝল না।

বরং রিদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল...

‘আমাকে দেখে আপনার ময়লা মনে হয় যে আপনার সাথে ফ্রেশ হবো? যান গিয়ে দ্রুত ফ্রেশ হন। আজ আমরা নিচে খেত...

মায়া থামিয়ে রিদ বলল...

‘আজ কয়দিন?

‘কিসের?

মায়া কুঞ্জিত কপালে পাল্টা প্রশ্ন করলো রিদকে।

মায়ার কথায় উত্তর না দিয়ে রিদ মায়ার চোখের দিকে তাকাল শান্ত দৃষ্টিতে। রিদের বদলানো দৃষ্টিতে মায়া হাসফাঁস করে কিছু বলবে তার আগেই রিদ বলল...

‘আমার ফোনটা নাও। মায়া বিছানার উপর থেকে রিদের ফোনটা দিতে রিদ আসিফের নাম্বারে কল লাগাল। রিদের কলটা রিসিভ হতে ওপাশের আসিফ কিছু বলবে তার আগেই রিদ মায়ার চেহারার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল...

‘সবাইকে বাসায় চলে যেতে বল আসিফ।

রিদের কথায় তক্ষুনি শোনা গেল আসিফের গলার
সুর, বলল...

‘ভাই আজ তো আমাদের জরুরি মিটিং...

‘সব ক্যানসেল।

‘ কিন্তু ভাই আপনার..

ফের আসিফকে বলতে না দিয়ে রিদ বলল...

‘এই রাতে তোর কোনো ডিস্টার্বেন্স চাই না আসিফ।

আজ রাতে তোর কল দেওয়া নিষেধ। কথাটা বলেই
রিদ কল কেটে নিজের ফোনটা বন্ধ করে দেয়।

একই ভাবে মায়ার ফোনটাও রিদ বন্ধ করে দিতে
মায়া আপত্তি জানিয়ে বলল...

‘আপনি ফোন বন্ধ করছেন কেন?

‘ কারণ আজ রাতটা আমার তাই। ‘এই রাতে তোর
কোনো ডিস্টার্বেন্স চাই না আসিফ।

আজ রাতে তোর কল দেওয়া নিষেধ।

কথাটা বলেই রিদ কল কেটে নিজের ফোনটা বন্ধ
করে দেয়। একই ভাবে মায়ার ফোনটাও রিদ বন্ধ
করে দিতে মায়া আপত্তি জানিয়ে বললো...

‘আপনি ফোন বন্ধ করছেন কেনো?

‘কারণ আজ রাতটা আমার তাই।

রিদের কথাটা মায়া তৎক্ষণাৎ বুঝতে না পেরে
বললো...

‘আচ্ছা ঠিক আছে আজ রাতটা আপনার। তারপরও
ফ্রেশ হয়ে আসুন, নিচে খেতে যাবেন। সবাই অপেক্ষা
কর...

মায়ার কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় নক করলো
কাজের মেয়ে মালা। খাবার ট্রে নিয়ে নরম সুরে
বাহির থেকে ডেকে বললো... ‘ভাবি আপনাদের খাবার,
বড় ম্যাডাম পাঠিয়েছেন।

মালার গলা পেয়ে মায়া সেদিকে এগোলো। রিদ
তখনো জায়গায় দাঁড়িয়ে কোমরের ইন করা শার্টের
ভাঁজ টেনে প্যান্টের উপর ফেলে কোমরে বেল্ট
খুলতে খুলতে ততক্ষণে মায়া চাপানো দরজাটা খুলে
মালাকে খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললো...

‘তুমি খাবার এনেছো কেনো মালা আপু? আমরা নিচে
গিয়ে খাবো তু...

মায়ার কথা শেষ হওয়ার আগে রিদ বেল্ট খুলে
বিছানা থেকে তোয়ালে তুলে মালাকে আদেশ করে
বললো...

‘খাবারগুলো রেখে যা মালা।

‘জ্বি ভাই।

রিদের কথায় সম্মতি দিয়ে মালা জায়গা ছাড়লো খাবারগুলো দরজার সম্মুখে রেখে। মালাকে চলে যেতে দেখে মায়া খাবার ট্রলি দুহাতে ঠেলে ঘরে প্রবেশ করতে রিদ ওয়াশরুমের দিকে যেতে যেতে পুনরায় মায়াকে আদেশ করে বললো...

‘দরজা বন্ধ করো রিত। মায়া দরজা বন্ধ করে খাবার ট্রলি ঠেলে সোফার সম্মুখে রাখলো। রিদ ততক্ষণে ওয়াশরুমে গোসলে গেছে। মায়া ট্রে থেকে খাবার গুলো নামিয়ে টেবিলে রাখতে পুনরায় দরজা নক করলো মালা। মায়াকে ডেকে বললো...

‘ভাবি নিচে মেহমান এসেছে আপনাকে নিচে যেতে বলছেন দাদী।

মালার কথায় মায়া তৎক্ষণাৎ খাবারগুলো ট্রে-তে তুলে রেখে চলে গেলো নিচে। কোথায় থেকে কোন মেহমান এসেছে মায়ার জানা নেই। রিদ গোসল শেষ করার আগেই মায়া আগত মেহমানদের সঙ্গে দেখা করে চলে আসবে বলে রিদকে না জানিয়ে বেরিয়ে যায়। অথচ নিচে নামতে নামতে মায়া আয়নের সঙ্গে

জুঁইকে দেখেই আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠে জুঁইকে জড়িয়ে ধরে। আজ কতটা দিন কতটা মাস দেখা হয় না দুবোনের। হেসে খেলে বেড়ানো দিনগুলো যেন হঠাৎ চাপা পড়ে যায় বাস্তবতায়। মায়ার নিজের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। বলতে গেলে মায়া নিজেই পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে না রিদ চায় না বলে। মাঝে রিদকে না জানিয়ে আরিফের বাসায় যেতে গিয়েও মায়ার যাওয়া হলো না রাফার জন্য। পরে আর মায়া চেষ্টা করেনি কারোও সাথে যোগাযোগ করার রিদের অগোচরে। আজ না হয় কাল রিদ নিজেই মায়াকে ওর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেবে বলে এটা মায়ার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু আজ হঠাৎ করে জুঁইয়ের দেখা পেয়ে যেন মায়ার চোখের পাতা ভিজে উঠলো সেই পুরাতন স্মৃতিগুলো মনে করে। মায়ার ফুঁপানোতে জুঁইও একই ভাবে ফুঁপিয়ে উঠে কান্নায়। আয়ন সবে মিনিট দশেক হলো জুঁইকে নিয়ে খান বাড়িতে প্রবেশ করেছিলো। এরমাঝে মায়ার আগমনে দুবোনকে জড়াজড়ি করে কাঁদতে দেখে সে হাতের গ্লাসটা টেবিলে রাখতে

রাখতে বললো... ‘আরে আমার ছোট শালী সাহেবা যে?
তা ভালো আছো?

আয়নের কণ্ঠ পেয়ে মায়া জুঁইকে ছেড়ে দাঁড়াতে
দাঁড়াতে দু’হাতে চোখের পানি মুছতে মুছতে বললো...
‘জ্বি ভাইয়া ভালো! আপনি ভালো আছেন?

‘এতক্ষণ ভালো ছিলাম না। তবে এখন তোমাদের
দেখা পেয়েই ভালো হয়ে গেলাম। তোমার জামাই
কই? রিদ?

রিদের কথা জিজ্ঞাসা করতে মায়া কান্না ভেজা নাক
টেনে বললো...

‘উনি রুমে আছেন। আপনারা কখন এসেছেন
ভাইয়া?

‘মাত্র আসলাম। তবে আমাদের মামীর সাথে দুপুরের
ফ্লাইটে চউথামে আসার কথা ছিলো। কিন্তু
খালামণিদের জন্য ফ্লাইট মিস করলাম। সেজন্য রাত
হয়ে গেলো। আচ্ছা তোমরা কথা বলো আমি নাহয়
রিদের কাছে যাচ্ছি কেমন? কথাটা বলেই আয়ন
সোফা থেকে দাঁড়িয়ে যায় রিদের ঘরে যাবে বলে।
আয়ন চলে যেতে গিয়েও কি মনে করে একটু
পিছিয়ে জুঁইয়ের বরাবর হয়ে নিচু গলায় বলে যায়...

‘আপনার প্রয়োজনে আমাকে কল করবেন জুঁই। আমি
রিদের ঘরে আছি।

জুঁই মাথা কাত করে সম্মতি দিতে আয়ন সিঁড়ি বেয়ে
উপরে উঠে গেলো। মায়া আয়নের কথায় চমকে
তৎক্ষণাৎ পাশে তাকাতে বেশ অনেকগুলো দৃষ্টির
কেন্দ্রবিন্দু হলো। রিদের ফুফুরা সকলেই উপস্থিত।
ফাহাদের মাকে দেখা গেলো শশীর মায়ের সঙ্গে বসে।
পাশাপাশি শশীও বসে মায়ার দিকে ছলছল দৃষ্টিতে
তাকিয়ে। মায়া একত্রে এতোগুলো মানুষের দৃষ্টিতে
পড়ে অস্বস্তি বোধ করলো। জড়তা মিশ্রিত স্বরে
সবাইকে সালাম দিতে সুফিয়া খান ডাইনিং থেকে
মায়াকে ডাকলো। শাশুড়ীর ডাক শুনে মায়া পালিয়ে
যাওয়ার মতোন সেদিকে হাঁটলো জুঁইয়ের হাত চেপে।
মায়ার জীবনে ঘটে যাওয়া পুরনো স্মৃতির পাতা
উল্টানো হলে সেখানে সমান দোষী শশীর মা-কেও
করা হবে। সেদিন মায়াকে বিয়ের দেওয়ার পিছনে
ওর পরিবারকে শশীর মা-ই উস্কে ছিলো। মুক্তাকে ওর
শ্বশুরবাড়ি থেকে অপমান করে মিথ্যা অপবাদে বের
করে দেওয়া হয়েছিল শুধু শশীর মার কথায়। আর
সেই জেদে মায়ার পরিবার ক্ষেপে গিয়ে মায়াকে

অন্যত্র বিয়ে দিতে চেয়েছিল খান পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না বলে। মায়ার এই বিষয়টা হয়তো রিদ বা সুফিয়া খানের জানা নেই। তাই মায়াও চায় না নতুন করে শশীর মায়ের জন্য ওর বৈবাহিক সম্পর্কে ঝামেলা হোক। তাছাড়া শশীর মা মায়ার খালা শাশুড়ী হয়। নিজের বোনের বিষয়টা শুনলে অবশ্যই সুফিয়া খান কষ্ট পাবেন। মায়া চায় না ওর জন্য আর কেউ কষ্ট পাক। বরং যেটা চলে গেছে সেটা মায়া সয়ে গেছে। পুরাতন স্মৃতি নতুন করে তাজা করার কোনো মানেই হয় না। মায়ার সুফিয়া খানের মুখোমুখি হতে মায়ার ভেজা চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুফিয়া খান বলল...

‘কি হয়েছে? কাঁদছো কেনো?’

সুফিয়া খানের কথায় মায়া জুঁইয়ের হাত ছেড়ে দেয়। জুঁইকে সুফিয়া খানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে ভাঙা গলায় বললো... ‘ওহ আমার বোন জুঁই, আম্মু।

মায়ার কথায় সুফিয়া খান এক পলক জুঁইকে দেখে বললো...

‘ওহ্ আয়নের বউ। আমি ওকে চিনি। বেশ কয়েকবার আমাদের দেখা হয়েছিলো ঢাকায়। কিন্তু তুমি কাঁদছো কেনো? নিজের পরিবারকে মিস করছো বুঝি?

সুফিয়া খানের কথায় মায়া থমথমে মুখে জুঁইয়ের দিকে তাকালো। বেখেয়ালি মায়া জুঁইকে কাছে পাওয়ায় এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি জুঁইয়ের পরিবর্তনগুলো। নতুন বিবাহিত কাপলকে দেখতে যেমন লাগে জুঁইকে তেমনই লাগছে। জুঁইয়ের সাথে আয়নের সম্পর্কের কথাটা মায়া জানত কিন্তু জুঁই যে আয়নকে বিয়ে করেছে সেটা জানতো না। তাছাড়া যেখানে মায়ার বিয়েটা নিয়ে মায়ার পরিবারের আপত্তি ছিলো সেখানে এতো সহজে জুঁইয়ের বিয়েতে সম্মতি দিয়ে দিলো ওদের পরিবার? বিশেষ করে মায়ার চাচা জুঁইয়ের বাবা কতো বিরোধিতা করলো মায়াকে খান বাড়িতে বউ করে পাঠাবে না বলে, সেখানে উনার নিজের মেয়েকে শেষ পর্যন্ত খান বাড়ির ছেলের হাতে তুলে দেবে বিষয়টা অবিশ্বাস্য লাগলো। মায়া অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে জুঁইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলে সুফিয়া খান ডাইনিং হতে টিস্যু নিয়ে মায়ার ভেজা গাল যত্ন সহকারে মুছে দিতে দিতে বললো...

‘ছোটখাটো বিষয়ে নিজের মূল্যবান চোখের পানি
জড়াতে নেই মায়া। তাহলে মানুষ তোমাকে দুর্বল
ভাববে। আর খান বাড়ির বউরা দুর্বল নয়। রিদ
ওয়াশরুম থেকে বের হতেই আয়নকে দেখতে পেলো
বিছানায় বসে। মায়ার জায়গায় আয়নকে রুমে দেখে
রিদ হাতের তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে সূক্ষ্ম
নজর ঘোরাল রুমে। মায়াকে আশেপাশে কোথাও
দেখতে না পেয়ে রিদের মেজাজ চটে গেলো তক্ষুনি।
আয়ন রিদকে ওয়াশরুম হতে বের হতে দেখে
বললো...

‘কিরে ভাই কোনো কারণ ছাড়া এভাবে রেগে ফায়ার
হয়ে যাচ্ছিস কেনো? কোনো সমস্যা?

মায়াকে রুমে না পেয়ে তার মেজাজ এমনই চটে
আছে। সেখানে আবার আয়নের হেঁয়ালি কথায় রিদ
বিরক্তিতে বললো...

‘তুই আমার রুমে কি করিস? কি চাই?

‘চাই তো অনেক কিছুই ভাই। কিন্তু আপাতত তোর
মেয়েকে আমার ছেলের জন্য চাই বুঝলি?

‘না। রিদ বিরক্তি কণ্ঠে উত্তরটা করে হাতের
তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেললো সোফায়। যদিও রিদ

অগোছালো কাজ পর্যন্ত করে না। তবে মায়ার অনুপস্থিতিতে যেন রিদের বিরক্তি বাড়লো। আয়ন রিদের কথায় রসিয়ে বললো...

‘না করলে তো হবে না ভাই। আমার ছেলের ভবিষ্যৎ বলে কথা। তোর ‘না’-তে আমরা বাপ-ছেলে কেউ রাজি নই। তাছাড়া তোর মেয়ে জন্ম দেওয়ার আগেই ব্যাপারটা ফিক্সড করে রাখলাম, নয়তো তুই যে ত্যাড়ালোক, মেয়ে জন্ম দিতে দিতে বেঁকে বসবি আমার ছেলের সাথে বিয়ে দিবি না বলে। এজন্য তোর মেয়ের জন্ম হওয়ার আগের পাকা কথা সেরে ফেললাম।

রিদের বিরক্তি বাড়িয়ে ঘরে রাডিফ ঢুকতে ঢুকতে আয়নের কথায় আপত্তি জানিয়ে বললো...

‘আয়ন ভাই তোমার ছেলে রিজেক্ট। খান বাড়ির মেয়ে চৌধুরী বাড়িতে যাবে না। খান বাড়ির মেয়ে, খান বাড়িতেই থাকবে আমার ছেলের বউ হয়ে। তুমি বরং ছেলের জন্য অন্য সম্বন্ধ খোঁজো। আমার ছেলের সাথে রিদ ভাই নিজের মেয়ের বিয়ে দিবেন তাই না ভাই?

কথা বলেই রাদিফ আয়নের পাশাপাশি বিছানায় বসলো। রিদ বিরক্তি চোখে সেদিকে তাকাতে আয়ন রাদিফের কথার প্রতিবাদ করে বললো...‘শোন রাদিফ ঝামেলা পাকাস না। প্রস্তাব আমি আগে নিয়ে এসেছি সেজন্য আমারটাই গ্রহণযোগ্য তোরটা নয়। তাছাড়া সিরিয়ালে আমি আর রিদ দুজনই বিবাহিত। তুই বিয়ে না করে ছেলের বউ ঠিক করিস কিভাবে? আগে একটা বিয়ে কর তারপর না হয় ভেবেচিন্তে দেখবো তোর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যায় কিনা। কিন্তু তারপরও রিদের মেয়ে আমার ছেলের জন্যই ফিক্সড বুঝলি?

‘তুমি দুর্নীতি করছো আয়ন ভাই। আমার বউ নেই তাতে কি হয়েছে? আব্বুর নির্বাচনের পরেই আম্মুকে বলে আমিও একটা বিয়ে করে নিবো।

আয়ন ফের রাদিফকে থামিয়ে বললো...‘তুই আগে বিয়েটা কর তারপর বুঝবো বাকিটা। এখন বল মামার রিপোর্টগুলো কই? মামি আমাকে জরুরি তলবে চটুগ্রাম ডেকেছে মামার রিপোর্ট গুলো চেক করতে। তুই রিপোর্টগুলো নিয়ে আয় যাহ।

আয়নের কথায় রাদিফের উচ্ছ্বসিত মুখটা মুহূর্তে চুপসে যায়। এক পলক রিদের দিকে তাকাতে দেখলো ততক্ষণে রিদ কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এরমাঝে আয়ন রিদকে ডেকে থামাতে চাইলেও রিদ থামেনি। রাদিফ রিদকে চলে যেতে দেখে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোজাসাপ্টা কথায় বললো...

‘আব্বুর রিপোর্টগুলো ফেইক আয়ন ভাই। আম্মুকে চটুগ্রামে ফেরাতে আমি আর ভাবি মিলে এসব প্ল্যানিং করে ফেইক রিপোর্ট বানিয়েছিলাম। তুমি প্লিজ রিপোর্টগুলো দেখে আম্মুকে বলবে আব্বুর হার্টের সমস্যার পাশাপাশি আরও বেশ কিছু জটিল সমস্যা রয়েছে। যেগুলো রিপোর্টে উল্লেখ আছে তুমি সেইগুলোই আম্মুকে বুঝিয়ে বলবে প্লিজ। এতক্ষণ দু’টুমি করা রাদিফ হঠাৎ সিরিয়াস গলায় কথাগুলো বলতে আয়ন হতবাক গলায় বললো...

‘তুই এসব মিথ্যা প্ল্যানিং-ফ্লটিং করার জন্য আর মানুষ পেলি না রাদিফ? মামিকে এসব মিথ্যা বলে জীবনে পাড় পাবি তোরা? মামি যে মানুষ দু’দিনে ধরা পরে যাবি তোরা তখন কি করবি?’

‘যখন ধরা পড়বো তখন বোঝা যাবে। আপাতত রিস্ক নিতে চাই না ভাই। আম্মু চট্টগ্রামে ফিরেছে বলে আজ আমাদের বাড়িতে এত আনন্দ। আমি চাই না আম্মু আবার ঢাকা ফিরে যাক। যেভাবেই হোক আম্মুকে সবার সাথে চট্টগ্রামে রেখে দিতে চাই। তুমি প্লিজ আমাকে এই ব্যাপারের সাহায্য করো আয়ন ভাই। বাকিটা আমরা সামলিয়ে নিবো।

রাদিফের কথায় আয়ন প্রশ্ন করে বললো...

‘রিদ জানে তোদের বিষয়টা?’

‘জানে।

‘যদি মামি রেগে যায় তোদের উপর তখন?’ রিদ ভাই আছে, উনি আম্মুকে সামলে নিবে। আশা করছি ঝামেলা হবে না।

রাদিফের দৃঢ় মনোবল দেখে আয়ন নীরব সম্মতি দিলো। বিষয়টা আসলেই যুক্তিসঙ্গত। রাদিফের জায়গায় আয়ন হলে সেও এতদিনে বারবার চেষ্টা করতো নিজের মা-বাবাকে একত্র করার। আয়নের উচিত এই বিষয়ে রাদিফকে সাহায্য করা। আয়ন রাদিফকে সম্মতি জানিয়ে উঠে দাঁড়ালো। রাদিফকে নিয়ে রিদের পিছন পিছন সিঁড়ি বেয়ে বসার ঘরে

যেতে দেখলো উপস্থিত মেহমানদের ভিড়। শশীকে দেখা গেলো হেনা খানের সঙ্গে বসে। রিদ ডাইনিংয়ে সুফিয়া খানের দিকে এগোচ্ছে। সেখানে মায়া-জুঁই দুজন দাঁড়িয়ে প্লেট সাজাচ্ছে রাতের খাবারের জন্য। দীর্ঘ সময় নিয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সকলে বসার ঘরে আড্ডা জমাল আলোচনায়। রিদ তখন বাহিরে গেলো আয়নকে নিয়ে। রাদিফ তখন সবে খাবার চিবোচ্ছিলো মনোযোগ সহকারে। পাশাপাশি জুঁই, সুফিয়া খান আর শশীর মা বসে। বাকিরা ড্রয়িংরুমে যার যার মতো করে আড্ডা মেতে। আশেপাশে মায়া নেই। সে কিচেন থেকে টক দই ট্রে-তে করে নিয়ে সবাইকে দিচ্ছে। শশীর মা সেদিকে তাকিয়ে মায়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করে সুফিয়া খানের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে বললো...‘রিদের মতো একজন প্রতিষ্ঠিত ছেলের জন্য তুমি একটা পাগল মেয়েকে বউ করে আনলে কেনো আপা?

শশীর মায়ের কথায় সুফিয়া খান বাদে সকলের খাওয়াই বন্ধ হয়ে যায় তক্ষুনি। জুঁই, রাদিফ একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে থমথমে মুখে তাকালো সুফিয়া খানের দিকে। সুফিয়া খান তখনো

গম্ভীর মুখে খাবার চিবোচ্ছে। হাতের চামচে ফের
খাবার তুলতে তুলতে শশীর মায়ের কথার উত্তর
দিয়ে বললো...

‘আমিতো জানি শশী মানসিক রোগী। মায়া তো
ক্ষণিকের জন্য অসুস্থ ছিলো।

সুফিয়া খানের কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো
শশীর মা। বললো...

‘আমার মেয়ের সাথে তুমি ঐ পাগল মেয়েটার তুলনা
দিচ্ছে আপা?

গম্ভীর সুফিয়া খান আগের নেয় বললো...

‘তুলনা দিলাম কোথায়? সত্যিটা বললাম। তুলনা
দিতে গেলে তো শশী জন্মগত পাগল। তারপরও খান
বাড়ির বউ করতে আপত্তি ছিলো না আমার। সেখানে
মায়া তো জন্মগত সুস্থ্য মস্তিষ্কের একটা মেয়ে ওর
জন্য কেনো আপত্তি করবো? সুফিয়া খানের কথায় রাগ
নিয়ে উঠে যায় শশীর মা। উনার চলে যাওয়ার দিকে
জুঁই রাদিফ দুজন তাকায়। রাদিফ পুনরায় খাওয়ায়
মনোযোগ দিলেও জুঁই বেশ কষ্ট পেলো শশীর মা
মায়াকে পাগল বলাতে। যদিও সুফিয়া খান উপযুক্ত
প্রতিবাদ করেছেন তারপরও জুঁইয়ের বেশ খারাপ

লাগা থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে মায়ার দিকে তাকাতে দেখলো শশীর মা চলে যাওয়ার সময় ইচ্ছা করে মায়ার সঙ্গে লেগে যায়, যাতে করে মায়ার গায়ে পানি পড়লো গ্লাস ফস্কে। হতভম্ব মায়া হতবুদ্ধি হয়ে যায় শশীর মায়ের কাণ্ডে। তারপরও মুখ ফুটে কিছু বলল না। বরং নিজের শাড়িটা ঝেড়ে পানি পরিষ্কার করতে চাইলে বেখেয়ালি চোখাচোখি হয় রিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে। চমকে উঠার মতোন মায়া হাতের শাড়ি ছেড়ে তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

অথচ রিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বলছে সে শশীর মায়ের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করেছে। রিদের পাশাপাশি আয়নও দাঁড়িয়ে মায়ার বিষয়টা লক্ষ্য করে রিদকে কিছু বলবে তার আগেই রিদ শক্ত চোয়ালে স্থান ত্যাগ করতে করতে হাঁক ছেড়ে মায়াকে ডেকে বললো...‘রিত রুমে আসো।

রিদ ডাকলো অথচ মায়া জড়তায় রিদের পিছনে যেতে দ্বিধাবোধ করলো উপস্থিত মেহমানের সামনে। মায়াকে নড়তে না দেখে রিদ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে ফের শক্ত গলায় হাঁক ছেড়ে বললো... ‘রিত! রুমে আসো।

মায়া আর কোনো দিকে তাকালো না। রিদের শক্ত গলায় তৎক্ষণাৎ দৌড়ালো সিঁড়ি বেয়ে রুমে। রুমে যেতে যেতে বেশ কয়েকবার শাড়ির আঁচল ঝেড়ে গায়ের পানি পরিষ্কার করতে চাইল। অন্ধকার রুমে পা রেখে মায়া খানিকটা থতমত খেয়ে বসলো। মায়ার যাওয়ার সময় রুমে আলো ছিলো এখন অসময়ে রিদের লাইট অফ করার কারণটা বুঝলো না। অন্ধকার রুমে মায়া সুইচ বোর্ডের খোঁজ করে রিদকে ডেকে বললো...

‘এই যে শুনছেন? আপনি কোথায়? রুম অন্ধকা...
মায়া কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ আতঙ্কে মৃদু চিৎকার করে উঠলো মায়া রিদের আকস্মিক ঝাঁপটে ধরায়। মায়া কিছু বলার আগেই ওহ গলার মিষ্টি ব্যথায় গোঙিয়ে উঠলো। রিদ মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে বাড়াতে বললো...‘ তোমার ইজ্জত আমার হক। আমার হক চাই রিত।

রিদের এলোমেলো হাতের স্পর্শে মায়ার শরীরের কম্পন ধরলো। মায়া কম্পিত স্বরে বলতে চাইল...
‘আপনি আমাকে...

মায়াকে বলতে না দিয়ে রিদ মোহাচ্ছন্ন গলায়
বললো....

‘সরি জান! তোমার বুঝতে টু-লেট। কথাটা বলেই রিদ
মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে একহাতে দরজা লক
করলো। অপর হাতে মায়ার কাঁধের কাপড়টা টেনে
বাহুতে নামাতে নামাতে মায়ার উন্মুক্ত কাঁধে দাঁত
বসাতে মায়া ফের গোঙিয়ে উঠে, তীব্র কম্পনে রিদের
বাহুতে শরীর ছেড়ে দিতে রিদ দু’হাতে মায়াকে
জড়িয়ে নিতে নিতে ঘোর লাগা কণ্ঠে বললো...

‘আই লাভ ইউ জান।‘ আই লাভ ইউ জান।

মায়া তখনও কাঁপছে। রিদের উষ্ণ নিশ্বাস গলায়
অনুভব হতে মায়ার অদ্ভুত শিহরণ জন্মাল সর্বাস্থে।
কম্পিত মায়া এক হাতে রিদের বুকে ধাক্কা দিতে
চাইলে রিদ আরও ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়। মায়ার বাধা
দেওয়া হাতটা চেপে রিদ মাথা তুলে তাকায় মায়ার
বন্ধ দু’চোখের পাতায়। নিস্তব্ধ রুমজুড়ে শুধু ঘড়ির
টিকটিক শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে দুজনের উষ্ণ নিশ্বাসের
শব্দ। কম্পিত মায়ার বুক ধড়ফড় করলো। রিদের
উষ্ণ নিশ্বাস মুখের উপর অনুভব করে চোখ মেলে
তাকাতে মুহূর্তে দৃষ্টি মিললো রিদের অদ্ভুত দৃষ্টিতে।

ঘায়েল মায়া আরও ঘায়েল হলো। রিদের দৃষ্টিতে
আড়ষ্ট হয়ে লজ্জায় নত মস্তিষ্কের হতে চাইলে
তৎক্ষণাৎ অধরে অধর মিললো। রিদ মায়ার অধরে
মগ্ন হতে মায়া ভাসা ভাসা চোখে তাকালো, রিদের
ভালোবাসার আকুতি বুঝতে চোখ মুখ খিঁচে বন্ধ করে
নিলো রিদের শাট মুঠোয় পিষে। অন্ধকার ঘরে
সময়ের খেয়াল কারও নেই। তবে অন্ধকার ঘরের
ঘোর বাড়িয়ে রিদ মায়ার শাড়ি ভেদ করে উন্মুক্ত
কোমরে বাঁধলো নিজের শক্ত দু'হাতে। মায়াতে মগ্ন
রিদের ঘোর কাটিয়ে ফের দরজায় নক করল কেউ।
পরপর শব্দে রিদ বিরক্ত ভঙ্গিতে মায়ার ঠোঁট ছেড়ে
কপালে কপাল ঠেকালো। দুজনের উষ্ণ নিশ্বাস একে
অপরের মুখে আছড়ে পড়ার মাঝে আবারও শোনা
গেলো দরজার অপর পাশের শশীর গলা। রিদকে
ডেকে বলল...‘রিদ ভাই দরজাটা খোলো। তোমাকে
নিচে যেতে বলেছে নানাভাই। রিদ ভাই? শুনছো?
রিদ বিরক্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে মায়াকে ছেড়ে দাঁড়ালো।
এবার বেশি বেশি হচ্ছে ব্যাপারটা। রিদের চটুগ্রামে
আসার পর থেকে পার্সোনাল স্পেস পাচ্ছে না।
যেখানে কেউ রিদের সঙ্গে কথা বলতে সম্মতি

প্রয়োজন হয় সেখানে যখন তখন তার ব্যক্তিগত মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করছে। যেটা রিদ মোটেও পছন্দ করে না। এই রাতে অন্তত রিদকে ডিস্টার্ব করাটা মোটেও পছন্দ হয়নি তার। রিদ তপ্ত মেজাজে বন্ধ দরজার দিকে এক পলক তাকিয়ে মায়ার দিকে দৃষ্টি ঘুরাতে খানিকটা শান্ত হয়ে আসলো মায়াকে তখনো কম্পিত শরীরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে নত মস্তিষ্কের ঘনঘন শ্বাস ফেলতে দেখে। বিরক্ত রিদ কপালের একপাশ চুলকে মায়াকে শান্ত গলায় বললো...

‘বিছানায় যাও। আমি আসছি। রিদের কথাটা অল্প কিন্তু মায়ার কাছে ভয়ংকর শোনালো। বিছানায় যাও মানে? মায়ার শরীরের কম্পন তীব্র থেকে তীব্র হলো রিদের কথায়। রিদ দরজা খুলে বাহিরে যেতে মায়া রিদের গমন পথের দিকে চোখ তুলে এক পলক তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরাল খালি বিছানায়। মুহূর্তে শরীরের অদ্ভুত শিহরণে আছড়ে সিটিয়ে গেলো দেয়ালের সঙ্গে। ভয়ার্ত মায়া হঠাৎ করে ভীষণ তৃষ্ণা অনুভব করলো। গলা শুকিয়ে আসতে পানির খোঁজ করলো। তৃষ্ণার্ত মায়া আবছা আলোয় সোফার দিকে এগিয়ে গেলো। ট্রে-তে রাখা খাবারের সঙ্গে পানির জগ হতে পানি

ঢেলে পান করতে করতে ভাবলো রিদ ফিরে আসার
আগেই মায়া ঘুমিয়ে যাবে। ভয়াৰ্ত মাযাৰ ভাবনা
অনুযায়ী তাই করলো। বিছানার পাশ ঘেঁষে শুয়ে
শরীর কুঁজো করে। ঘুমের ভান ধরতে রিদ দরজার
বাইরে দেখলো শশীকে অস্বস্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে।
রিদের উপচে পড়া বিরক্তি বাড়লো শশীকে দেখে।
তপ্ত মেজাজে বলল... ‘ কী সমস্যা? কী চাই?

‘ তোমাকে কখন থেকে ডাকছি শুনছো না কেন?
রুমে এতক্ষণ কী করছিলে?

রিদকে করা শশীর অযাচিত প্রশ্নটা রিদের বাড়াবাড়ি
মনে হলো। রিদের মেজাজ এমনই চটে ছিলো এর
মাঝে শশীর রিদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার মতন
প্রশ্নটা করতে রিদ ক্ষেপে গিয়ে বললো...

‘ আমি রুমে কী করছিলাম সেই কৈফিয়ত তোকে
দিতে হবে? আমি আমার রুমে কতক্ষণ থাকবো, না
থাকবো সেটা নিশ্চয়ই তুমি ঠিক করে দিবি না
আমাকে?

রিদের শক্ত গলায় শশী মিনমিন করে বললো...

‘না মানে আমি অনেকক্ষণ যাবত তোমার দরজায় নক
করছিলাম। তুমি খুলছিলে না তাই...

শশীকে শেষ করতে না দিয়ে রিদ একই তেজে বললো...

‘তোকে আমি বলছিলাম আমার দরজা নক করতে? কী বলতে এসেছিস সেটা বলে বিদায় হ।

রিদের শক্ত গলায় শশী বলল...

‘নিচে পুলিশ এসেছে। তোমাকে নিচে যেতে বলেছে নানাভাই।

‘তুই যা। শশী তৎক্ষণাৎ চলে যায় না। ওর চোখ ভেজা নোনা জলে। বারবার আড়চোখে বন্ধ দরজার দিকে তাকাচ্ছে। হয়তো শশী বুঝতে পারছে রিদ এতক্ষণ যাবত মায়ার সঙ্গে বন্ধ দরজার ভিতরে সময় কাটাচ্ছিল। শশীর ডাকে রিদ বিরক্ত হয়েছে। শশী জানে স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে প্রশ্ন করতে নেই তৃতীয় পক্ষ হয়ে। রিদ-মায়ার সম্পর্কে শশী এখন তৃতীয় পক্ষ এটা জেনেও শশীর মন মানতে নারাজ। মায়ার আগে রিদের জীবনে শশী প্রথমে এসেছিলো। আজ মায়া না থাকলে হয়তো রিদের ভবিষ্যৎ নারী শশীই হতো। শশী ফের রিদকে একটা অযাচিত প্রশ্ন করে বললো..

‘মায়া তোমার রুমে?

শশীর কথাটা শুনতেই রিদের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠে,
রাগে দাঁতে দাঁত পিষে তৎক্ষণাৎ বললো...

‘আউট।

ভেতরকার কষ্টে শশী ভাঙা গলায় আকুতি স্বরে
ডাকতে চাইল রিদকে...

‘রিদ ভা..

রিদ ফের একই ভঙ্গিতে শশীকে থামিয়ে চিবিয়ে
বলল...

‘তোকে যেতে বলছি আমি। আউট। ঠোঁট কামড়ে
নিজেকে সংযত করে রিদের সম্মুখ থেকে দৌড়ে
পালালো শশী। শশীকে দৌড়ে চলে যেতে দেখলো
সিঁড়ি বেয়ে ওঠা রাদিফও। সে তৎক্ষণাৎ কিছুই
বুঝলো না। তবে সামনে থেকে রিদকে রাগান্বিত
ভঙ্গিতে হেঁটে আসতে দেখে ব্যাপারটা আংশিক বুঝতে
পারলো রাদিফ। রাদিফের শশীর জন্য মায়া হলেও
তার কিছু করার ছিলো না। জীবনে সবকিছু
স্যাক্রিফাইস করে ভালো থাকা যায় কিন্তু ভালোবাসা
স্যাক্রিফাইস করে জীবনে ভালো থাকা যায় না। আর
রিদ খানের মতো শক্ত পার্সোনালিটির মানুষ কখনো
নিজের ভালোবাসা স্যাক্রিফাইস করবে না বরং না

পেলে ছিনিয়ে নিবে তারপরও ছেড়ে দিবে না। তাই
এক্ষেত্রে শশীর রিদের আশা ছেড়ে যত দ্রুত বাস্তবতা
মেনে নিবে তত শশীর জন্যই ভালো হবে। তবে
রাদিফের মনে হলো সে একবার শশীর সঙ্গে এই
ব্যাপারে কথা বলবে। আজ না-হয় কাল অবশ্যই।
রাদিফ সিঁড়ির গোঁড়ায় দাঁড়িয়ে পড়তে রিদ সিঁড়ি
বেয়ে নিচে নামতে রাদিফ রিদের পিছন পিছন যেতে
যেতে বললো...‘ ভাই পুলিশ কমিশনার এসেছে
তোমার সঙ্গে দেখা করতে। ব্যাপারটা সিরিয়াস কিছু
না হলে আমরা তোমায় ডাকতাম না।

রাদিফের কথায় রিদকে শুধু গস্তীর দেখাল।
নির্বাচনের সম্মুখে রেখে বাসায় বসে থাকা যায় না
সেটা রিদ নিজেও জানে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনও
পিছনে ফেলা যায় না, দুটো সামলিয়ে চলতে হয়।
রিদ সময় নিয়ে গস্তীর মুখে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে
কথা বলল। নির্বাচন নিয়ে তেমন কোনো জটিলতা
নেই আবার নিশ্চিতও থাকা যাচ্ছে না। প্রতিবছরের
মতো এবার নিহাল খানের প্রতিদ্বন্দ্বী জসিম নেই।
বাকিরা যারা আসনে আছেন সবার একত্রে ভোটের
চেয়েও নিহাল খানের একপাক্ষিক বিপুল ভোটে

জয়লাভ করবে এমনটা সবাই আশাবাদী। এতকাল নির্বাচনে নিহাল খান যে হারে জয়লাভ করেছেন এবছরও তাই করবেন। কিন্তু এর মাঝে জটিলতার বিষয়টি হচ্ছে জসিম জীবিত নেই তাহলে নিহাল খানের উপর সেদিন কে আক্রমণ করেছিল সেটি শনাক্তকরণের জন্য রিদ কাজ দিয়েছিল পুলিশ কমিশনারকে। সেই খবর নিয়েই মাঝরাতে হাজির হন কমিশনার সাহেব। সেদিনের রাদিফ ও নিহাল খানের উপর হওয়া হামলার পিছনে আসামি তথ্য জানতে রিদের কপাল কুঁচকে আসে খানিকটা অবিশ্বাসে। তারপরও কোনো রূপ প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে বরং আসিফকে দিয়ে কমিশনারকে বিদায় জানিয়ে রিদ তার ঘরে ফিরল। অন্ধকার ঘরে মায়ার কথা স্মরণে আসতে রিদ বিছানার দিকে তাকাল। মায়াকে কুঁজো হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে রিদের বিরক্তি আরও বাড়ল। অসময়ে যে মায়া ঘুমিয়ে পড়েছে রিদ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শব্দ করে দরজা লাগাল। দরজার হঠাৎ শব্দে জাগ্রত মায়া খানিকটা নড়ে উঠতে সেটা রিদের চোখে পড়ল। রিদ হু হ্যাঁ আর কোনো শব্দ না করে গিয়ে বিছানায় শুয়ে চোখের উপর হাত

ঠেকিয়ে। নিস্তরু ঘরে জুড়ে ভয়ংকর নীরবতা ছেয়ে
যেতেই মায়া চোখ মেলে তাকাল রিদের সাড়াশব্দ না
পেয়ে। সেকেন্ডের কাঁটা মিনিট পেরিয়ে ঘন্টায় চলে
যেতে মায়া মাথা তুলে তাকাল পিছনে। রিদকে চিত
হয়ে চোখের উপর হাত ঠেকিয়ে অপর হাতটা বুকে
রেখে পায়ের উপর পা তুলে শুয়ে থাকতে দেখে মায়া
ভাবল রিদ ঘুমিয়ে পড়েছে। রিদ রুমে এসেছে প্রায়
ঘন্টা পেরোতে চলল। এতোটা সময় নিশ্চয়ই রিদ
জেগে থাকবে না? জড়তার মায়া সহজ ভাবেই রিদের
দিকে এগিয়ে গেল। ঘুমন্ত রিদের বুকে রাখা হাতটা
ছুঁতে মুহূর্তে রিদ মায়ার দিকে পিঠ বেঁকে শুয়ে পড়ল।
রিদের হঠাৎ কাজে মায়া থমকে বসল। রিদ ঘুমন্ত
অবস্থায় মায়ার দিকে পিঠ মুড়ে শুয়েছে নাকি জাগ্রত
অবস্থায় সেটা মায়া তখনও বুঝল না। হাঁসফাঁস করা
মায়া কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে ফের রিদের বাহু
টেনে নিজের দিকে ঘুরতে চাইলে রিদ মায়ার হাতটা
ঝাঁকিয়ে ফেলে দিতে মায়া বুঝতে পারল রিদ জাগ্রত।
শুধু জাগ্রত নয় বরং মায়ার সঙ্গে রাগ করে শুয়ে।
কিন্তু কেন? মায়া তখন রিদের কথা শুনে অপেক্ষা না
করে ঘুমিয়ে পড়েছে বলে সেজন্য? কিন্তু মায়াতো

ঘুমায়নি? বরং ঘুমের ভান করেছিল ভয়ে। মায়া জানে ব্যাপারটা এবার বেশি বেশি হচ্ছে কিন্তু মায়া বিষয়টা সহজ ভাবে নিতে পারছে না। ভয় লাগছে ভীষণ। জড়তার মায়া ফের রিদের বাহু টানতে রিদ একই কাজ করল মায়ার হাতটা ঝাঁকিয়ে ফেলে দিতে মায়া রিদের পিঠ ঘেঁষে শুয়ে পেট জড়িয়ে। রিদের পিঠে মুখ গুঁজে গুনগুনিয়ে বলল... ‘আমি ঘুমাইনি তো। এই যে দেখুন জেগে আছি।

রিদের পেটের উপর মায়ার হাতটা রিদ ঝটকায় ফেলে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে শুতে শুতে বললো...

‘নট ইন্টারেস্টেড। গेट আউট।

রিদের কথায় মায়া বেশ অপমানিত বোধ করলো। নীরবে চোখ ভিজল নোনা জলে। মায়া ফের রিদের শরীর ঘেঁষে একই ভাবে রিদের পেট জড়িয়ে ধরতে ধরতে বললো...

‘আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড। আমি এভাবেই শুবো।

রিদের সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না আর। কয়েক সেকেন্ড পেরোতে মায়া মাথা তুলে রিদের কানে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল...

‘ সরি। আর হবে না এমন। এবার থেকে আপনার সব কথা শুনবো সত্যি বলছি।

রিদকে তখনো জেদ দেখিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে মায়া রিদের পিছনে হতে সামনে আসলো রিদের উপর ডিঙিয়ে। রিদের বুকে নিজের জায়গা করে দু’হাতে রিদকে জড়িয়ে ধরতে রিদ তপ্ত মেজাজে বললো....

‘ কী সমস্যা তোমার? ঘেঁষাঘেঁষি করছো কেন? দূরে যাও। ঘুমাবো আমি।

মায়া মাথা তুলে টুপ করে রিদের গালে চুমু খেয়ে পুনরায় রিদের গলায় মুখ ডুবাতে ডুবাতে বলল...

‘ওকে ঘুমান, গুড নাইট। কথাটা বলেই মায়া রিদকে দু’হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করতে রিদের ফুসফুসের তপ্ত নিশ্বাসের শব্দ কানে আসলো মায়ার। হয়তো মায়ার কথাটা পছন্দ হয়নি রিদের। তারপরও মায়া আর প্রতিক্রিয়া দেখাল না। বরং রিদকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে যেতে চাইল। সময় নিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে রিদের হাত নেমে আসল মায়ার পিঠে। মায়ার চোখ সবে ঘুমে বুজে এসেছিলো কিন্তু রিদের বেগতিক হাতের স্পর্শে তড়াক করে তাকাতে মায়া কিছু বলবে তার আগেই রিদের দক্ষ হাত

ততক্ষণে মায়ার শাড়ির আঁচল টেনে ফ্লোরে ফেলতে
ফেলতে রিদ বিরক্তি গলায় বললো...

‘কী পড়েছো তুমি? কাপড়ে বাজে স্মেল আসছে
কেনো? জানো না আমার বাজে স্মেল সহ্য হয়না।

মায়ার ঘুমিয়ে যাওয়া মস্তিষ্ক সজাগ হলো। শরীরের
কম্পন দেখা দিলো তক্ষুনি। কম্পিত মায়ার মুখ
রিদের গলায় ঠেকে যেতেই ভয়ার্ত গলায় বলতে
চাইল...

‘আমার ভয়...

রিদ মায়াকে জড়িয়ে উপরে উঠতে মায়ার গলায় মুখ
ডুবাতে ডুবাতে বললো...

‘বাজে কথা বললে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিবো
রিত।

মায়া গোঙাল। ছটফট করার মতন রিদের বক্ষে
সিঁটিয়ে যেতে রিদ ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে মায়ার কানে
ফিসফিস করে বলল...

‘আমার অসুখের সুখ তুমি। আমার বসন্তের ফুল
তুমি। আমার বেপরোয়া জীবনের চাওয়া তুমি, আমার
রাজ্যের রানী তুমি। তোমাতে পূর্ণ আমি। একটা সুন্দর
সকালের সূচনা। রিদ ফোনটোন বন্ধ করে উপুড় হয়ে

ঘুমিয়ে। রুমে জুড়ে অন্ধকারের বিচরণ। সকালের
মিষ্টি আলো মোটা পর্দা ভেদ করে ঘরে ঢুকতে
অক্ষম। সকাল তখন নয়টার ঘরে। রিদ এতো বেলা
করে ঘুমায় না। রাতে অসময়ে ঘুমের জন্য আজ
এতো বেলা অবধি তার ঘুমানোর কারণ। ঘুমন্ত
রিদের হঠাৎ ঘুমের রেশ হালকা হয়ে আসতে বিছানা
হাতড়িয়ে মায়ার সন্ধান করল। আশপাশের কোথাও
মায়াকে না পেয়ে বন্ধ চোখে কপাল কুঁচকাল
বিরক্তিতে। রিদ কতবার বলেছে বেয়াদব বউটাকে
তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে যেন কোথাও না যায়।
বেয়াদব নারী কথাটা শুনলে তো?রিদ বিরক্তি নিয়ে
উঠে বসল। খালি গা স্যাঁতস্যাঁতে ভেজা দেখে আরও
বিরক্ত হলো। এই গরমের জন্য তার ঘুমটা ভেঙেছে।
রিদ বিরক্ত চোখে রুমের এসির দিকে তাকাতে
দেখল সেটা অফ। রিদের রুমের এসি সচরাচর
কখনো বন্ধ থাকে না। তাহলে এখন এসি বন্ধের
কারণটা খুঁজতে গিয়ে রিদের মনে পড়ল শেষ রাতে
গোসলের পর মায়ার শরীরের তীব্র কম্পন ধরে ছিল
ঠান্ডায় যার কারণে রিদ নিজেই এসি অফ করে
দিয়েছিল। মায়ার কথা স্মরণে আসতে রিদ খানিকটা

চিন্তিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। শেষ রাতে মায়াকে বেশ দুর্বল আর অসুস্থ দেখাচ্ছিল এখন কেমন আছে সেটা জানতে চেয়ে রিদ ঘর ছেড়ে বাহিরে যেতে চেয়েও গেল না। এখন বের হলে সে আর রুমে ফেরার সময় পাবে না ব্যস্ততায়। তাই রিদ সময় নিয়ে ফ্রেশ হয়ে গায়ে সাদা পাঞ্জাবি জড়াল। সে চটুগ্রামে থাকাকালীন এসব সাদা পাঞ্জাবি পরে রাজনৈতিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখে কিন্তু ঢাকা ফিরে সে এসব পরে না। রিদ গায়ে পাঞ্জাবি জড়িয়ে আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে পরিপাটি করতে চোখে পড়ল গলার কিছু অবাঞ্ছিত দাগ। এসব দাগ তার শরীরেও আছে। কিন্তু রিদের শরীর কাপড় ঢাকা হলেও গলা উন্মুক্ত। রিদ ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে ফাস্ট এইড বক্স নিল। সেখান হতে ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ গলার দুই-তিন জায়গায় লাগিয়ে কভার করতে চোখে পড়ল গালের ডানপাশের একটা দাগ। এসব বিষয়ে যদিও রিদের লজ্জা-শরম কম। কিন্তু রাজনৈতিক সমাবেশে ছোট থেকে ছোট বিষয় গুলোও মিডিয়া বড় বড় করে দেখাবে বলে রিদ মুখেও ওয়ান টাইম মাস্ক পরার সিদ্ধান্ত নিল। এর মাঝে রিদ নিজের ফোনের সঙ্গে

মায়ার ফোনটাও ওপেন করতে দরজার ধরে দাঁড়াল কেউ। রিদ আয়নায় দিয়ে মায়াকে দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল....‘এদিকে এসো।

রিদের ডাকে নত মস্তিস্কের মায়া ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে গেল সেদিকে। মায়াকে ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটতে দেখে রিদ সেদিকে তাকাল। মায়া কাছাকাছি আসতে রিদ মায়ার বাহু টেনে নিজের মুখোমুখি করে তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করে বলল...

‘হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে? ব্যথা পাচ্ছে?

নিশ্চুপ মায়ার নত মস্তিস্ক আরও নত করে নিতে রিদ পুনরায় একই ভাবে বলল....

‘বাহিরে যাওয়ার দরকার নেই। রুমে রেস্ট নাও। সার্ভেন্ট তোমার খাবার ঘরে দিয়ে যাবে। বুঝেছ?

মায়া মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিতে রিদ মায়ার লালচে মুখটার দিকে তাকাল। রিদ চোখ বুলিয়ে মায়াকে অবলোকন করতে দেখতে পেল মায়ার শরীরে কালো একটা সুতির থ্রি-পিস জড়িয়ে ওড়নাটা মাথায় গোল করে বেঁধে শরীরে জড়িয়ে। রিদ বুঝতে পারছে মায়ার অসময়ে ওড়নাটা হিজাব করার কারণ। রিদের নিজেরও পছন্দ না তাঁর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের সাক্ষী

অন্যকাউকে করতে। সে এসব বিষয়ে খুব
সেনসিটিভ। উচ্ছৃঙ্খল কোনো কিছুই তার পছন্দ না।
রিদ হাত বাড়িয়ে মায়ার কাটা ঠোঁটে আলতো আঙুল
চেপে বলল....‘কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিবে তাহলে ভালো
লাগবে কেমন?

মায়া আবারও মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিতে রিদ
মায়াকে ছেড়ে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে পরপর
দুটো বক্স বের করে রাখল। প্রথম বক্সটি খুলে তাতে
ডায়মন্ড রিং বের করে মায়ার বামহাতের আঙুলে
পড়াতে পড়াতে বলল...

‘বউকে দেনমোহর দিতে হয়। যদিও তোমার
দেনমোহর পরিশোধ করা আছে তারপরও আবার
দিলাম। এটা তোমার জন্য অনেক আগেই কিনে
ছিলাম। মুরাদপুরের ফ্ল্যাটে তোমাকে একটা চাবির
রিং দিয়েছিলাম মনে আছে? এই রিংটা তখন তোমার
জন্য কিনেছিলাম আর আজ দিলাম।

রিদের কথায় মায়া চোখ তুলে তাকাল রিদের দিকে।
দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে কৌতূহল নিয়ে মিহি স্বরে
বলল....

‘সেদিন মুরাদপুর ফ্ল্যাটে আমাদের বিয়েটা কি আসল ছিল?’ হ্যাঁ।

‘ তাহলে আপনি আমাকে বললেননি কেন?

‘আমি বললে তুমি বিশ্বাস করতে? গ্রহণ করতে
আমায় স্বামী হিসাবে?

রিদের কথায় মায়া চুপ হয়ে যায়। সেদিন রিদ বললে
হয়তো মায়া বিশ্বাস করত না রিদ মায়ার স্বামী সেটা।
বরং মায়ার মনে হতো রিদ মায়ার অচেনা মায়ার
সম্পর্কে জেনে এখন রিদ মায়ার সুযোগ নিয়ে নিজেই
মায়ার অচেনা স্বামী বলে নিজেকে দাবি করছে। তখন
ব্যাপারটা মায়া বিশ্বাস না করলেও রিদ অন্তত
একবার মায়াকে জানাতে পারত রিদ মায়ার স্বামী হয়
সেটা। মায়া মিনমিন করে বলল...

‘ তারপরও আপনার দায়িত্ব ছিল আমাকে অন্তত
একবার জানানোর।

মায়ার কথায় রিদের পাঁটা প্রশ্ন আসল তক্ষুনি।
বলল...

‘সে রাতে তুমি আমাকে বলে পালিয়েছিলে যে আমি
দায়িত্ব পালন করব তোমাকে জানিয়ে?

‘ আমি জানাইনি বলে আপনিও জানাবেন না?

‘ না। মায়া গাল ফুলিয়ে দাঁড়াল। রিদ অপর বক্স হতে মায়াকে গলায় ডায়মন্ডের লকেট গলায় পড়িয়ে দিতে দিতে বলল...

‘ বক্সে আরও কিছু জুয়েলারি আছে ভালো লাগলে পড়ে নিও। আর নয়তো রেখে দিও।

মায়া হাতে পায়ে গলায় সুফিয়া খানের দেওয়া গোল্ড জড়ানো। রিদ-মায়ার মনোমালিন্যতার সময়ে সুফিয়া খান মায়াকে এসব কিনে দিয়েছিল। মায়া ভেবেছিল সবসময় পড়ে রাখবে কিন্তু আজ রিদের দেওয়া প্রথম উপহার গ্রহণ করতে মায়া সুফিয়া খানের দেওয়া সোনার বালা দুটো খুলে শূন্য হাত দুটো রিদের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল...

‘এগুলো আপনি পড়িয়ে দিন।

রিদ যত্ন সহকারে মায়ার দুহাতে দুটো ডায়মন্ডের চুড়ি পড়িয়ে দিতে দিতে বলল...

‘বেড সাইডের ড্রয়ারে তোমার জন্য মেডিসিন রাখা আছে সেটা খেয়ে নিবে বুঝেছ?

মায়া মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিতে দিতে চোখ তুলে রিদের দিকে তাকিয়ে বলল...

‘আপনি দুপুরে খেতে আসবেন না?

‘না।

‘তাহলে কখন আসবেন?’ দিনে আসা হবে না তবে রাতে অবশ্যই আসব।

রিদের কথায় মায়া লজ্জা পেতে মুহূর্তে নত মস্তিষ্কের হয়ে দাঁড়াল। রিদ মায়ার নাক টেনে কপালে শব্দ করে চুমু খেয়ে বেরিয়ে যেতে মায়া সেদিকে তাকাল। রিদের বলে যাওয়ার পরও মায়াকে মেডিসিন খেতে দেখা গেল না। বরং অবহেলায় ফেলে রাখল সেগুলো। এর মাঝে জুইকে দেখা গেল মায়ার খোঁজে রিদের রুম অবধি পৌঁছাতে। মায়াকে আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জুই বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসতে বসতে বলল....

‘তোর আরিফ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই রিতু? মায়া আয়নার সম্মুখে বসে রিদের দেওয়া জুয়েলারি বক্স খুলে রাখা বাকি গহনা গুলো তুলে রাখতে রাখতে মায়া বলল...‘সপ্তাহ খানিক আগে ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে মুরাদপুরে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু রাফার জন্য শেষ পর্যন্ত দেখা হয়নি।

‘রাফার জন্য দেখা হয়নি মানে? রাফা কী করেছে?

মায়া সেদিনকার ঘটনা সম্পূর্ণটা বলল জুইকে। সবটা শুনে জুই খানিকটা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল...

‘রাফা কি এখনো নাদিম ভাইকে স্বামী হিসাবে মানে রিতু? কিন্তু এই বিয়ে তো হবে না। একজনের বিয়েতে অন্যজন কবুল বললে সেটা গ্রহণযোগ্য না। মায়া আগের ন্যায় বলল....

‘রাফা জানে সেটা।

‘জেনে-বুঝেও নাদিম ভাইকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে কিভাবে? ওহ কি পাগল?

‘ব্যাপারটা এখন রাফার মনজনিত। সামান্য কবুল বলাকে ঘিরে রাফার মনে নাদিম ভাইকে নিয়ে ভালোবাসা তৈরি হয়েছে জুই।

মায়ার কথায় জুই তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানিয়ে বলল...‘
কিন্তু রাফা কি আসিফ ভাইকে পছন্দ করতো না?
আসিফ ভাইয়ের বিষয়টা কি হবে তাহলে?

‘আসিফ ভাই পছন্দটা রাফার জন্য একতরফা ছিল জুই। রাফা চঞ্চলতায় আসিফ ভাইয়ের ভালোবাসার গভীরতা বুঝতে পারেনি। আর নয়তো আসিফ ভাইয়ের ঘাটতি ছিল রাফাকে নিজের ভালোবাসা

প্রকাশ করতে। যার জন্য রাফা আসিফ ভাইয়ের
জায়গায় নাদিম ভাইকে স্বামী হিসাবে চাচ্ছে।

মায়ার কথায় জুই ফের আপত্তি জানিয়ে অসন্তুষ্টি
গলায় বলল...

‘ আসিফ ভাই রাফাকে পছন্দ করে সেটা আমরা
সবাই জানতাম। রাফা নিজেও জানে আসিফ ভাই
ওকে পছন্দ করে সেখানে ঘটা করে আবার আসিফ
ভাইয়ের মুখে বলার প্রয়োজন কি আছে বুঝলাম না
আমি।

মায়া বেশ তীক্ষ্ণ গলায় জুইকে বুঝিয়ে বলল...‘
প্রয়োজন আছে জুই। ভালোবাসি বললে ভালোবাসা
তোমার হয়ে যায় না জুই। ভালোবাসার চেয়ে
ভালোবাসা আগলে রাখাটা কঠিন। যত্নে মায়া বাড়ে।
অযত্নে পচন ধরে কথাটা তো তুই শুনেছিস তাই না?
মানুষের মন পরিবর্তনশীল। মনের খোঁজ না নিলে
মন কিন্তু তার ঠিকানা ঠিকই খোঁজে নিবে অন্য কারও
মাঝে। আসিফ ভাই রাফাকে ভালোবেসেছিল কিন্তু
যত্ন করতে পারেনি বলে আজ রাফা মনের শূন্যস্থানে
নাদিম ভাইকে বসাতে চাচ্ছে ওহ। থমথমে মুখে বসার
ঘরে বসে আছেন নিহাল খান। তাঁকে ঘিরে

আত্মীয়দের মেলা। হেনা খান, আরাফ খানসহ উনার দুই কন্যা ও তাদের জামাতা সকলেই উপস্থিত নিহাল খানকে ঘিরে ড্রয়িংরুমে। শশীর মাকে দেখা গেল ফাহাদের মায়ের সঙ্গে বসে থাকতে। তবে অসুস্থ নিহাল খান সুস্থতার চেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছেন নিজের স্ত্রী সুফিয়া খানের আক্রমণ দেখে। অতি শকটে তিনি বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েও ছিলেন স্থির নয়নে। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন তিনি বসার ঘরে সকলের ভিড়ে বসে আছেন, তখন হুট করে কেমন নিজেকে গুটিয়ে নিলেন থমথমে মুখে। বেশ কসরত করে খানিকটা নিজেকে সংযমনও করতে চাইলেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। সুফিয়া খানের আগমানে উনার মন-মস্তিষ্ক এতটাই নড়বড়ে হলো যে, নিজের ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য ভুলে বসলেন এক মুহূর্তের জন্য। না চাইতেও বারবার দৃষ্টি ঘুরল সুফিয়া খানের ওপর। শুদ্ধ, হতবাক, হতবুদ্ধি নিহাল খানের নড়বড়ে মনোভাব বসার ঘরের সকলের দৃষ্টিতে পড়লেও কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করল না নিহাল খানের জন্য। বরং অদেখা করার মতোন বিষয়টাকে এড়িয়ে গেল উপস্থিত সকলেই। এখানে কেউ ছোট না, আর না

নিহাল খানও সুফিয়া খানের সঙ্গে হেয়ালি করার মতো সুযোগ আছে। দুজনই বেশ সম্মানিত মানুষ। তাঁদের সঙ্গে মজা বা চলচাতুরী করাও দৃষ্টিকটু ব্যাপার। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নিহাল খান বা সুফিয়া খান কখনোই কাউকে এতটুকু সুযোগ দেন না যে কেউ তাঁদের নিয়ে মজা বা হেয়ালি করে কথা বলবে। উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারছে দীর্ঘ পনেরো বছরের মনোমালিন্যের অবসান ঘটতে হয়তো তাদের আরও সময় লাগবে, কিন্তু তারপরও কেউ আগ বাড়িয়ে নিহাল খান আর সুফিয়া খানের মাঝে মিটমাট করিয়ে দিতে চাইল না। কারণ নিহাল খান কিংবা সুফিয়া খান তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়ে অন্য কারও হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না বলে সবাই যার যার মতো করে জায়গায় বসে রইল। তবে গম্ভীর সুফিয়া খানকে দেখা গেল ডাইনিংয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাজের নির্দেশনা দিতে সার্ভেন্টদের। শুধু নিহাল খানের দৃষ্টি চতুর সুফিয়া খানের চোখেও পড়েছে। ব্যাপারটা তিনি বুঝেও অদেখার মতো করে আছেন। এর মাঝে দেখা গেল রিদকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে। রিদের পেছন পেছন রাদিফকেও দেখা গেল আসতে। রিদ বসার

ঘরে আসতে শশী সেদিকে তাকাল। সকালে মায়াকে লক্ষ্য করেছিল শশী। বেশ কিছু আপত্তিকর পরিবর্তনও দেখেছে মায়ার মাঝে, যেটা শশীর জন্য কষ্টদায়ক হলেও একটা সুখী দাম্পত্যের জন্য বিষয়টা বেশ স্বাভাবিক। গুমরে উঠা শশীর চোখ ফের ভিজল নোনা জলে। ভেতরকার কষ্ট চাপতে মাথা নুইয়ে নত মস্তকে বসতে শশীর মা সেদিকে তাকালেন। শশীকে কাঁদতে দেখে তিনি অশান্ত হলেন। রাগে তিল মিলিয়ে উঠলেন রিদ-মায়ার ওপর। আজ মায়ার জায়গায় উনার মেয়ে থাকত রিদের জীবনে। শশীর জায়গাটা মায়া কেড়ে নিয়েছে, ব্যাপারটা মস্তিষ্কে আসতে ক্ষোভ প্রকাশ করলো শশীর মা সালমা। এই মুহূর্তে একমাত্র সুফিয়া খানই পারবে মায়ার জায়গায় পরিবর্তন করে শশীকে রিদের জীবনে রাখতে। শশী তো সুফিয়ারও মেয়ে। শশীর কষ্টে অবশ্যই সুফিয়ার মনও নরম হবে? শশীর মা সালমা সুফিয়া খানের সঙ্গে কথা বলতে উঠে দাঁড়াতে রিদ বসার ঘরে প্রবেশ করে। সুফিয়া খান রিদ ও রাদিফ দুই ভাইকে চলে যেতে দেখে ডেকে বললেন...‘ রিদ, রাদিফ, এদিকে এসো, নাস্তা করবে।

রিদ স্বভাবতই গম্ভীর মুখে বসার ঘর ছাড়তে চেয়ে
বলল...

‘সময় নেই আম্মু। বাইরে করে নেব।

রিদের কথায় তৎক্ষণাৎ উত্তর আসল সুফিয়া খানের।

তিনি বললেন...

‘পাঁচ মিনিটে কিছু হবে না। কাম!

রিদ চলে যেতে গিয়েও গেল না। বরং মায়ের কথা

রাখতে ডাইনিংয়ে বসল। রাদিফ রিদকে ডাইনিংয়ে

বসতে দেখে সে তাড়াহুড়ো করে বাইরে হাঁটতে

চাইলে তক্ষুনি শোনা গেল সুফিয়া খানের শক্ত গলা।

রিদের সম্মুখে প্লেট রাখতে রাখতে তিনি রাদিফকে

শক্ত গলায় ডেকে বললেন...

‘তোমাকে কি আলাদাভাবে বলতে হবে রাদিফ?

ডাকছি আমি, কথা কানে যাচ্ছে না তোমার?

ব্যস্ত রাদিফ থমথমে মুখে উত্তর দিতে দিতে বলল...

‘আম্মু, একটু আর্জেন্ট ছিল। আমি বাইরে নাস্ত...

রাদিফের প্লেট চেয়ারের সম্মুখে রাখতে রাখতে ফের

শক্ত গলায় বলল সুফিয়া খান...

‘নেক্সট টাইম তোমাদের সব ব্যস্ততা বাড়ির বাইরে

রেখে আসবে। খেতে আসো।

মায়ের শক্ত গলায় রাদিফ রিদের পাশাপাশি চেয়ারে বসে নাস্তা করতে লাগল। এর মাঝে সুফিয়া খান কিচেনে গেলে রাদিফ সুযোগ বুঝে রিদের দিকে হালকা ঝুঁকে বলল...

‘ভাই, তোমাকে একটা জরুরি কথা বলা ছিল।

রিদ স্বভাবতই গম্ভীর মুখে খাবার মুখে তুলতে তুলতে বলল...

‘বল!রাদিফ ফের সুফিয়া খানের গমন পথ লক্ষ্য করল। সুফিয়া খানকে কিচেনে দেখে চট করে রিদকে বলল...

‘ভাই, আমি আমার ডাক্তারি প্রফেশন চেঞ্জ করতে চাই। আমাদের পারিবারিক রাজনৈতিক দলে আব্বুর সাথে যোগ হতে চাই। তুমি এই বিষয়টা আম্মুকে বুঝিয়ে বলবে প্লিজ।

রিদ খাওয়া ছেড়ে কপাল কুঁচকে তাকাল রাদিফের দিকে। রাদিফকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরখ করে পুনরায় খাওয়ায় মনোযোগ দিতে দিতে বলল...

‘রাজনৈতিক মাঠ তোর জন্য না রাদিফ। এসব নোংরামিতে পেরে উঠবি না তুই। নিজের ক্যারিয়ারে ফোকাস কর।

রিদের কথার যথাযথ অর্থ রাদিফ না বুঝে খানিকটা অধৈর্য নিয়ে রাদিফ রিদকে শুধিয়ে বলল...

‘ভাই, আমি অনেক ভেবেচিন্তে এই ডিসিশন নিয়েছি। আমি আব্বুর সাথে রাজনৈতিক মাঠে থাকতে চাই। আমি এই কয়েকদিনে রাজনৈতিক মাঠে থেকে যতটা শান্তি পেয়েছি, ততটা শান্তি আমি ডাক্তারি ক্যারিয়ারে পাইনি। আমি আর লন্ডনে ফিরব না ভাই। এখানেই থাকব আব্বুর পাশে। তুমি প্লিজ এই বিষয়টা আম্মুকে বুঝিয়ে বলবে। যেন আম্মু বাঁধা না দেয়।

রিদ রাদিফের কথায় মনোযোগ না হয়ে চামচের শেষ খাবারটা মুখে তুলতে তুলতে বলল...‘ তোর পিছনে আম্মু তুই-ই বল।

‘কী বলবে?

হাতের বাটিগুলো টেবিলের উপর রাখতে রাখতে সুফিয়া খান প্রশ্নটা করলেন রিদকে। রাদিফ ভয়াত মুখে সুফিয়া খানের দিকে তাকাতেই রিদ পাশ থেকে টিস্যু নিয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সুফিয়া খানের উদ্দেশ্যে বলল...

‘রাদিফ প্রফেশন চেঞ্জ করতে চাই। ডাক্তারি ছেড়ে রাজনীতি মাঠে থাকতে চাই আব্বুর পাশে। বলতে

পারো ভবিষ্যৎ মন্ত্রী হতে চাই। এতে তোমার সম্মতি চাচ্ছে। ব্যস এটুকুই।

রিদ কথাগুলো শেষ করে ডাইনিং ছাড়ল। ব্যস্ততায় কফির পান করার সময়টুকুও তার হলো না। রিদ চলে যেতে অসহায় রাদিফ ভয়ার্ত মুখে মায়ের দিকে তাকাতে শক্ত গলায় সুফিয়া খান বললেন...

‘নির্বাচনের পরপরই তুমি লন্ডনে ব্যাক করবে রাদিফ। বাংলাদেশে তোমার কোনো কাজ নেই।

স্বাভাবিকভাবেই মায়ের থেকে এসব কথা শুনতে হবে, সে বিষয়ে প্রস্তুত ছিল রাদিফ। তাই নিজের মনোবল বাড়িয়ে মায়ের কথার উত্তরে বলল সে... ‘আমি আর পড়াশোনার জন্য লন্ডনে ফিরব না আম্মু। আমি বাংলাদেশে থাকতে চাই। ডাক্তারি পেশায় আমার মন বসে না। তোমার জন্য এই পেশায় পড়াশোনা করেছি, কিন্তু এই পেশায় নিজের ক্যারিয়ার গড়তে চাই না।

রাদিফের কথায় বেশ স্বাভাবিকভাবে সুফিয়া খান সম্মতি দিয়ে বললেন...

‘ওকে, সমস্যা নেই। তুমি ডাক্তারি পেশায় ক্যারিয়ার গড়তে না চাইলে পারিবারিক ব্যবসায় জয়েন হও।

আর নয়তো তোমার যে সেক্টরে মন বসে আমাকে জানাও, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তোমাকে। তারপরও রাজনীতি নয় রাদিফ। তুমি ছোট মানুষ রাজনৈতিক নোংরামি তুমি বুঝবে না।

রাদিফ খানিকটা জেদ করে বলল...

‘রাজনীতি ছাড়া আমার অন্য কোথাও মন বসে না আম্মু। আমি রাজনীতি ক...

‘আমাকে কোনো কিছুতে বাধ্য করবে না রাদিফ। আমি তোমার মা হই, আমাকে উপকাতে যেও না। চুপচাপ লন্ডনে ফিরবে তুমি। তোমার টিকিট করে দিচ্ছি আমি।

মা-ছেলের কাটাকাটিতে বসার ঘরের সকলের দৃষ্টি কাড়ল। আরাফ খান, হেনা খান, নিহাল খানসহ একে একে সকলে ডাইনিংয়ে উপস্থিত হতে লাগলে রাদিফ জেদি গলায় বলল...

‘আমি বললাম তো কোথাও যাব না। কেন ফোর্স করছো তুমি? আমার ডাক্তারি পেশা ভালো লাগে না। আমি রাজনীতি করতে চাই আব্বুর সাথে। রাদিফের কথায় তেতে উঠলেন সুফিয়া খান। বললেন...

‘রাজনীতি করবে? কী বুঝো তুমি রাজনীতি সম্পর্কে?
কী অভিজ্ঞতা আছে তোমার এই নোংরা রাজনীতি
সম্পর্কে? তুমি যে ওপর দিয়ে স্বচ্ছ আর পরিষ্কার
রাজনৈতিক মাঠ দেখছো, সেটার পেছনে কতশত
নোংরামি কাহিনি রয়েছে, সেই গল্প জানো তুমি?
অবুঝের মতো বায়না করছো রাজনীতি করবে।
খেলার পুতুল পেয়েছ? আজ খেলবে, মন না চাইলে
কাল ফেলে দেবে এমন? তোমার বাবাকে দেখছ?
একমাত্র এই নোংরা রাজনীতির জন্য আজও একটা
খাপছাড়া জীবন লিড করছে সে। জিজ্ঞাসা করো
তোমার বাবাকে, তাঁর জন্য আমাকে, রিদকে কতটা
নোংরামিতে নামতে হয়েছিল। আজও সেই নোংরামি
খেলা শেষ হয়নি সেখানে তুমি আবার নতুন করে
যোগ হতে চাচ্ছ। তোমরা আসলে কি চাচ্ছ?
তোমাদের জন্য আমরা স্বাভাবিক জীবন লিড করতে
পারব না? আমাদের শান্তিতে থাকতে দিবে না
তোমরা? তোমার বাবার অদক্ষতার জন্য রিদকে
রাজনৈতিক মাঠে থাকতে হয় সবসময়। এখন আবার
তুমি এই একই মাঠে থাকতে চাচ্ছে? তোমাদের
মতো নরম মনের মানুষের জন্য এই রাজনৈতিক মাঠ

না, এই কথাটা কবে বুঝবে তোমরা?রাদিফকে নরম মনের মানুষ সেটা রাদিফ নিজেও জানে। সে সহজে মানুষের মায়ায় জড়িয়ে যায়, কিন্তু এটা কোনো খারাপ গুণ নয়, বরং ভালো গুণ। কিন্তু সুফিয়া খান রাদিফকে দুর্বল আর নরম মনের মানুষ বলায় সেটা খুব অপমানজনক মনে হলো রাদিফের। তাই রাদিফ খাবার ছেড়ে টিস্যু নিতে নিতে চওড়া গলায় বলল...
‘আমার কারও প্রয়োজন নেই। আমি একাই সামলাতে পারব নিজেকে।

রাদিফের কথায় ফের তেতে উঠলেন সুফিয়া খান। তিনি নিজেকে সামলে রাদিফকে বুঝাতে চেয়ে বলল...‘রাদিফ, আমি তোমার মা। তোমার ভালোর জন্য বলছি। আমার সাথে জেদ করো না। ডাক্তারি পেশা ভালো না লাগলে পারিবারিক ব্যবসায় জয়েন হও। পারিবারিক ব্যবসায় ভালো না লাগলে নিজের কোনো ব্যবসা দাঁড় করাও। তারপরও রাজনীতি তোমার জন্য ঠিক হবে না। তুমি বাংলাদেশে এসেছ তিন মাস। এই তিন মাসে তোমার উপর এই নিয়ে চারবার হামলা হয়েছে। সবগুলোই রিদের অনুপস্থিতিতে হয়েছে। তারমানে রাজনৈতিক মাঠে

সবাই জানে তুমি তোমার বাবার মতো নরম মনের মানুষ। সেজন্য রিদের সাথে পেরে না উঠলে তোমাদের বারবার টার্গেট করে। সেজন্য বলছি আম্মুর কথা শোনো রাদিফ লন্ডনে ফিরে যাও। এখানে থেকে নিজের বিপদ বাড়িও না।

রাদিফ রাগ ছেড়ে মায়ের কথার মানে বোঝার চেষ্টা করে ডাইনিং ছেড়ে চলে যেতে যেতে বলল...‘এত কিছু বুঝি না আম্মু। আমি লন্ডনে ফিরব না। পড়াশোনা করব না। আমি রাজনৈতিক মাঠে থাকব, দরকার হলে পারিবারিক কোম্পানি দেখাশোনা করব, তারপরও পাশাপাশি রাজনৈতিক মাঠে থাকব – এটাই শেষ।

রাদিফ চলে যেতেই চঞ্চলতা দেখা গেল উপস্থিত সবার মাঝে। একেক জন একেক রকমের বোঝাতে চাইলেন সুফিয়া খানকে শান্ত করতে। এর মাঝে নিশ্চুপ নিহাল খান নীরবতা ভেঙে বললেন...

‘রাদিফ বড় হয়েছে। ওকে ফোর্স করা ঠিক হবে না তোমার।

রাগান্বিত সুফিয়া খান এমনই রেগে ছিল। নিহাল খানের কথায় তেতে ওঠে বললেন...‘অবশ্যই আমি

ফোর্স করব আমার সন্তান কী করবে না করবে সে
ব্যাপারে। সন্তান জন্ম দিয়েছি আমি। আমার রাইট
আছে আমার সন্তানকে সঠিক পথ দেখানো। একটা
নোংরা রাজনীতি কখনো আমার ছেলের জন্য সঠিক
পথ হতে পারে না। রাদিফ আমার সন্তান। আমি বুঝি
আমার সন্তান কেমন। আজ রাদিফের জায়গায় যদি
রিদ এসে আমাকে জানাত সে রাজনৈতিক মাঠে
থাকতে চায়, তাহলে আমার এই বিষয়ে কোনো
আপত্তি থাকত না। রাদিফ আমার ছোট ছেলে।
রিদের থেকে রাদিফকে নিয়ে আমার বেশি টেনশন
করতে হয়। সারাক্ষণ রাদিফকে আমার নজরে রাখতে
হয় ওর নিরাপত্তার জন্য। আমার সেই ছেলে হঠাৎ
এসে যদি বলে সে রাজনীতি করবে, তাহলে মা
হিসেবে অবশ্যই আমার কর্তব্য আমার ছেলেকে
সঠিক পথের নির্দেশনা দেওয়ার। রাজনৈতিক মাঠ
আমার রাদিফের জন্য কখনোই উত্তম নয়।

নিহাল খানের কিছু বলার আগেই আরাফ খান
পরিবেশটা শান্ত করতে সুফিয়া খানের উদ্দেশ্যে
বললেন...‘ এখন জোর করলে হয়তো রাদিফ বুঝবে
না বউমা। কিছুদিন সময় নাও, তারপর না হয়

রাদিফকে এসবের জন্য বোঝানো যাবে। তাছাড়া এই রাজনৈতিক মাঠে নিহাল আছে, রিদ আছে, তাহলে রাদিফ থাকলে সমস্যা কোথায়?

‘অবশ্যই সমস্যা আছে বাবা। আপনার ছেলে যেমন একজন অদক্ষ শাসক, রাদিফও তাই হবে। একজন লিডারকে হতে হয় শক্তপোক্ত সিংহের ন্যায়। প্রকৃত লিডার লিড করে নিজের যোগ্যতায়, সে কখনো অন্যের লাঠিতে ভর করে রাজনৈতিক মাঠ চড়াবে না। অথচ আপনার ছেলে আর রাদিফ দুজনই রিদের উপর নির্ভর করে রাজনীতি মাঠে থাকতে চায়। মা হিসেবে সেটা আমার মোটেও পছন্দ না। আমি চাই রিদ নিজের লাইফ লিড করুক। বাপ-ভাইয়ের জন্য অন্তত রাজনৈতিক মাঠ পড়ে না থাকুক।

সুফিয়া খানের কথার মাঝে শশীর মা সালমা বেগম ফোড়ন কেটে বললেন...

‘ভাই ভাইকে সাহায্য করলে সমস্যা কি আপা? বরং এই বিষয়টা ভালো। তুমি শুধু শুধু দুই ভাইয়ের মাঝে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছো। রিদ চতুর বলে তুমি রাদিফকে নিজের কাছে বেঁধে রাখতে চাইছো, সেজন্য রাদিফকে জোর করে লন্ডনে পাঠাতে চাচ্ছে যেন

তুমি...সালমা বেগমের অযুক্তিক কথায় তেতে উঠলেন সুফিয়া খান। গর্জনের ন্যায় হাতে কাছের প্লেটগুলো ঠেলে ফ্লোরে ফেলে দিতে দিতে বললেন...

‘ছেলে জন্ম দিছি আমি, দরকার হলে ছেলের ভালোর জন্য শুধু বেঁধে না, বন্দী করেও রাখব। কিন্তু তুই বলার কে? তোকে মানা করছিলাম না আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা না বলতে? জবান বেশি চলে না?’

রাগান্বিত সুফিয়া খান এমনই রেগে ছিলেন রাদিফের চিন্তায়। এর মাঝে শশীর মা সালমা বেগমের অহেতুক কথায় তেতে উঠলেন তিনি। সালমা বেগম পূর্ব থেকে ক্ষুব্ধ ছিলেন সুফিয়া খানের উপর, শশীর জায়গায় মায়াকে রিদের বউ করাতে। আজ তার রেশ টেনে খোঁচা মেরে তিনি পুনরায় বলে উঠলেন...‘এখানে তোমার ব্যক্তিগত বলতে কিছু নেই আপা। আমি খান বাড়ির ছেলেদের সম্পর্কে কথা বলছি। তুমি দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে খান বাড়িতে ছিলে না। বলতে গেলে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছ সবার সাথে। মাত্র কাল এই বাড়িতে ফিরেছ, আর আমি এই বাড়িতে যাতায়াত করি সেই পঁচিশ বছর

ধরে। এই বাড়ির সাথে তুমি বাদেও একটা সম্পর্ক আছে আমার। আরাফ আফেল, হেনা আন্টি আমাকে মেয়ের মতোন দেখেন, আমি তার দাবি নিয়ে এই খান বাড়ির ছেলের সম্পর্কে কথা বলছি, সেই রাইটস ওনারাই আমাকে দিয়েছে।

সালমার বেগমের কথায় রাগে রি রি করে সুফিয়া খান বললেন...

‘খান বাড়ির মানুষদের কে রাইটস দিয়েছে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলার? আমি তো তাদের সেই অধিকার দেইনি, তাহলে তারা তোকে কীভাবে দিল? আরেকটা কথা তোর যদি মনে হয় ওরা আমাকে উপকে তোকে গ্রহণ করবে, তাহলে নে, পুরো খান বাড়ির মানুষ তোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, প্রশ্ন কর, তাদের তোকে চায় কিনা। যদি চায়, তাহলে তুই-ই রাখ। আমি গেলাম। থমথমে পরিবেশে সবাই নিস্তব্ধ নীরব। সামান্য একটা বিষয়কে ঘিরে দুই বোনের মাঝে তর্কাতর্কি হওয়ায় সকলে নিশ্চুপ হয়ে গেল। সুফিয়া খান এমনই খান বাড়িতে ফিরতে চাইতেন না। কত কসরত করে অবশেষে তাঁকে খান বাড়িতে ফেরানো গেল। এখন যদি সালমা বেগমের কথায় রাগে সুফিয়া

খান আবারও খান বাড়ি ছেড়ে দেন, তাহলে সুফিয়া খানকে পুনরায় খান বাড়িতে ফেরানো মুশকিল হয়ে যাবে। তাছাড়া মা হিসেবে সুফিয়া খান নিজের সন্তানের ভালো মন্দ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন, কিন্তু এর মাঝে সালমা বেগমের উত্তর করাটা বাড়াবাড়ি লাগল সকলের। উপস্থিত সকলে জানে সুফিয়া খান কিংবা নিহাল খান তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে কারও হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না। সেখানে সালমা বেগমের অহেতুক কথায় সুফিয়া খান রেগে চলে যেতেই নিহাল খান শান্ত কণ্ঠে সালমা বেগমের উদ্দেশ্যে বললেন...‘শোনো সালমা। তুমি আমার শালী হও। আমার বোনদের মতো তুমিও আমার আরেকটা বোন। আর তোমার বোন সুফিয়া আমার বউ। বলতে পারো সুফিয়ার জন্যই তোমাকে চেনা। এখন আমার সাথে তোমার বোনের সম্পর্ক যেমনই হোক, আমি কখনোই কাউকে এই অধিকার দেইনি আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেউ কথা বলবে। সুফিয়া আজ ফিরুক, কাল ফিরুক কিংবা জীবনে কখনো না ফিরুক, তারপরও এই খান বাড়ি সারাজীবন সুফিয়ার শ্বশুর বাড়ি হয়েই থাকবে। বাকি রইল রিদ আর

রাদিফকে নিয়ে? তাহলে ওরা নিজেরাই কখনো মেনে
নিবে না ওদের মাকে তৃতীয় পক্ষের কেউ অপমান
করবে সেটা। সন্তানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার
অধিকার সকল বাবা-মার থাকে, কিন্তু খালাদের থাকে
না। আমি আশা করব তোমার দ্বারা একই ভুল যেন
দ্বিতীয় বার না হয়। ‘দুলাভাই, আমি তো...

সালমা বেগমের কথা শেষ করার আগেই গম্ভীর
নিহাল খান জায়গা ছাড়লেন। রাগান্বিত সুফিয়া খান
চলে যেতে যেতেও নিহাল খানের কথাগুলো ওনার
কানে এসেছে। বিষয়টাতে তিনি কোনো রূপ
প্রতিক্রিয়া না দেখালেও উপস্থিত সকলে একে একে
জায়গা ছাড়ল। রাগান্বিত সালমা বেগম অপমানে
থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। পাশে থাকা শশী
মায়ের দিকে এগিয়ে এসে দুহাতে সামলা বেগমের
দুহাত মুঠোয় চেপে নরম গলায় বলল...

‘ আমি জানি তুমি আমার বিষয়টা নিয়ে খালামণির
সাথে রাগে আছো আম্মু। সবকিছু ভুলে যাও আম্মু।
চলো আমরা লন্ডনে ফিরে যাই। নতুন পরিবেশে
দেখবে আমিও মুভঅন করে যাব। রিদ ভাইকে ভুলে
যাব। চলো না আম্মু, আমরা ফিরে যাই। এই

পরিবেশে আমার দম বন্ধ লাগছে। খান বাড়িতে হঠাৎ আগমন ঘটলো মায়ার পরিবারের। আরিফ রেহেনা বেগম আর ফিহাকে নিয়ে খান বাড়িতে উপস্থিত হলো প্রায় দুপুরের নাগাদ। মায়া তখন কিচেনে ছিল সুফিয়া খানের সঙ্গে। যদিও মায়া বা সুফিয়া খান কেউ হাতে হাতে কাজ করছে না তবে ক্ষণে ক্ষণে সার্ভেন্টদের কাজের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। সকালের শশীর মা সালমা বেগমের বাড়াবাড়ি ব্যাপারটা মায়া কানে এসেছিল ড্রয়িংরুমে নেমে, কাজের মেয়ে মালার বলেছিল সেটা। তারপর থেকে মায়া আর সুফিয়া খানের সঙ্গে ছাড়াই বরং শাশুড়ীর আশেপাশেই থাকছে। জুইকে দেখা গেল ফাহাদের মার সঙ্গে বসে থাকতে। এরমধ্যে হঠাৎ আরিফের আগমন মায়া জুই দুইজনই দৌড়ে যায় সেদিকে। সকলের সামনে মা-ভাইকে ঝাপটে জড়িয়ে ধরতে দুজনই কান্নায় ভেঙে পড়ে। অসুস্থ রেহেনা বেগম মায়াকে বুকে জড়িয়ে অশ্রু জড়ালেন। আজ কতোটা মাস, কতোটা দিন পর তিনি নিজের আদরের মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। কতটা অশান্তি ঝড়-ঝাপটার সময়ে সুফিয়া খান মায়াকে নিয়ে রাতে আঁধারের বেরিয়ে গিয়েছিল উনার

অসুস্থ মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েকে নিয়ে আর আজ সুস্থ সবল, চঞ্চল মেয়েকে উনার বুকে ফিরত দিল। সুফিয়া খান তিনি নিজের কথা রেখেছেন। রেহেনা বেগম মায়ার পাশাপাশি জুইকেও জড়িয়ে ধরলেন। তিনি আরিফের সঙ্গে চট্টগ্রামে চলে আসার পর খবর পেয়েছিল জুই খান বাড়ির ডাক্তার ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। যদিও জুইয়ের বাবা এখনো রেগে আছেন তবে জুইকে হাসিখুশি খান বাড়িতে দেখে তিনি শান্তি পেলেন। জুইয়ের মা সঙ্গে জুইয়ের যোগাযোগ আছে। মা-মেয়ের কথা রোজ রেহেনা বেগমের কানে আসে। জুই স্বামী ঘরে ভালো আছে এতেই সন্তুষ্ট জুইয়ের মা। আরিফ, রেহেনা বেগম, ফিহা একে একে খান বাড়ির সকলের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করতে গম্ভীর সুফিয়া খান এগিয়ে আসল। আরিফ সুফিয়া খানকে দেখে সালাম দিতে তিনি সালামের উত্তর দিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবে বলল...

‘তোমাদের আসতে সমস্যা হয়নি তো?’

‘না আন্টি। এই দ্বিতীয় বারের মতোন দেখা আরিফের সঙ্গে সুফিয়া খানের। প্রথমবার আরিফ সুফিয়া খানকে রিদের এক্সিডেন্টের সময় হসপিটালের দেখেছিল আর

আজ খান বাড়িতে। বলতে হবে ব্যক্তি হিসাবে
চমৎকার ব্যক্তিত্বের মানুষ সুফিয়া খান। আজ
আরিফদের খান বাড়িতে দাওয়াত সুফিয়া খানই
করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে আরিফ মায়ার সঙ্গে
যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু রিদের
বেড়াজালে জন্য করতে পারেনি। আরিফ চাইলে
সরাসরি রিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতো
মায়ার জন্য কিন্তু সে তা করেনি নিজের চক্ষু লজ্জায়।
অতীতে ঘটে যাওয়া মানসেপটে অনেক স্মৃতি আজও
আরিফকে লজ্জিত আর বিবৃত বোধ করে বলে সে
চেয়েও কখনো মায়ার খোঁজ নিজের মাকে দিতে
পারেনি। তবে আজ সব সম্পর্কে মনোমালিন্যতা
কাটিয়ে উঠতে দেখে আরিফের বুকে প্রশান্তি ঢেউ
বয়ে গেল। এবার রিদের সঙ্গে আরিফের কথা বলা
প্রয়োজন। অনেক তো হলো ভুল বুঝাবুঝি এবার না-
হয় আন্তরিকতায় বজায় রাখল দুজনের মাঝে।
বোনের জামাতা বলে কথা মূল্যায়ন অবশ্যই করতে
হবে আরিফের। মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার আরিফ দীর্ঘ শ্বাস
ফেলে মায়ার উচ্ছ্বসিত মুখটার দিকে তাকাল।
পরিবারকে পেয়ে কতটা খুশি মায়া। অথচ একটা

সময় অযত্নে অবহেলায় মুচড়ে গিয়েছিল। বিষাদময় স্মৃতিগুলো আরিফ আর মনে করতে চাইল না। তাই নিজেকে ব্যস্ত রাখল সকলের মাঝে। দীর্ঘ সময় নিয়ে মায়া জুই দুজনই সুন্দর মূর্ত্ত পার করলো পরিবারের সাথে। সুফিয়া খান রেহেনা বেগমের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করে বেশ কিছুক্ষণ কথা চালান। এরমাঝে ফাহাদের মাকে দেখা গেল রেহেনা বেগমের সঙ্গে বসতে। মুক্তার সঙ্গে করা অযাচিত ঘটনা গুলোর জন্য ক্ষমা চাইলেন তিনি। এবং খুব করে আবদার করলেন মুক্তাকে শ্বশুর বাড়িতে পাঠাতে। ফাহাদ এই নিয়ে বেশ কয়েকবার আশুগঞ্জ গিয়েছিল মুক্তাকে ফিরিয়ে আনতে কিন্তু প্রত্যেকবারই মুক্তা ফিরিয়ে দিয়েছে ফাহাদকে ‘আসবে না বলে। সেজন্য মা হয়ে তিনি বেশ অনুতপ্ত প্রকাশ করল আরিফ ও রেহেনা বেগম কাছে। ফাহাদের মায়ের কথায় আরিফ কিংবা রেহেনা বেগম তৎক্ষণাৎ মুক্তার শ্বশুর বাড়িতে পাঠাবে বলে কিছু বলল না। তবে সময় নিয়ে ফাহাদের মাকে আশ্বস্ত করলো ওরা মুক্তার সঙ্গে এই বিষয় কথা বলবে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সকলের মাঝে কথা চলল। দুপুরে আয়োজনে মায়ার পরিবার খান বাড়িতে

সকলের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলো। রাত নয়টার দিকে আরিফ ফিহাকে নিয়ে চলে গেলেও রেহেনা বেগমকে রেখে দিলেন সুফিয়া খান। দীর্ঘদিন পর মায়ার সঙ্গে রেহেনা বেগমের দেখা। সেজন্য সময়টা ক্ষনস্থায়ী না করে দীর্ঘক্ষণ করতে মূলত রেহেনা বেগমকে রেখে দিলেন তিনি নিহাল খানের নির্বাচনের পযন্ত। এতো মানুষ ভিড়ে রেহেনা বেগমও থেকে গেলেন খান বাড়িতে। বয়স্ক হেনা খান, আরিফ খানের পাশাপাশি রিদের ফুপিদের সঙ্গেও বেশ সখ্যতা দেখা গেল রেহেনা বেগমের। রেহেনা বেগম শুধু একা রিদের শশুর নয় তিনি রিদের পাশাপাশি ফাহাদ, আয়নেরও শাশুড়ী হয়। সেই সুবাদে রেহেনা বেগমের কদর খান বাড়িতে একটু বেশিই দেখা গেল। ব্যস্ততা চাপিয়ে রিদের আগমন ঘটলো রাত বারোটা পর। খান বাড়ির বসার ঘরের তখন তেমন কেউ নেই। সকলেই বসার ঘর ছেড়ে যার যার রুমের দিকে হাঁটছিল। রেহেনা বেগমকে আরও খানিকটা আগেই একটা ঘরে দেওয়া হয়েছে। জুই আপাতত রেহেনা বেগমের সঙ্গেই আছে। কিন্তু অশান্ত মায়া সুফিয়া খানের পিছন পিছন ঘুরঘুর করছে

অস্থির ভঙ্গিতে। মূলত মায়ার ভিতরকার অস্থিরতার কারণ, মায়া চাই সুফিয়া খান আলাদা ঘরে না থেকে নিহাল খানের ঘরে থাকুক। কিন্তু এই কথাটা মায়া সুফিয়া খানকে বলার সাহস পাচ্ছে না। মায়া কেন এই একটা কথা খান বাড়ির কারও সাহসের কুলাবে না সুফিয়া খানকে বলার। মায়ার শাশুড়ী যে মানুষ এসব বিষয়ে অন্য কারও কথা বলা মোটেও পছন্দ করবেন না তিনি। চিন্তিত মায়ার চিন্তা কমিয়ে বাড়িতে হাজির হলো আয়ন, রাদিফ, নিহাল খান। যদিও রিদ ওদের সাথেই ফিরেছে তবে সে ফোন কলের জন্য বাইরে রয়েছে। ক্লান্তিতে সকলে যার যার রুমের দিকে হাঁটলো ফ্রেশ হতে। রাদিফের গুমরা মুখ দেখে মায়ার আগ বাড়িয়ে রাদিফের সঙ্গে এই বিষয় কথা বলতে চাইল না। আজ সকালেই রাদিফের সঙ্গে সুফিয়া খানের বাকবিতণ্ডা হয়েছে। সেই সুবাদে রাদিফ সুস্থ মনমানসিকতা নেই যে এই বিষয়ে কথা বলবে। তাছাড়া রাদিফ সুস্থ মনমানসিকতা থাকলেও কোনো সন্তানই নিজের বাবা-মা'র একত্রে থাকা বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাইবে না চম্ফু লজ্জায়। মায়ার নিজের লজ্জা লাগছে এই বিষয়ে চিন্তা করে

তারপর মায়া চুপ থাকতে পারছে না। কারণ আজ সুফিয়া খানকে ফোনে কাউকে বলতে শুনেছে তিনি কাল ঢাকা ফিরে যাবেন রাতের মধ্যে। সেজন্য অশান্ত অস্থির মায়া চাচ্ছে আজ রাতটা যে করেই হোক নিহাল খান আর সুফিয়া খানকে বন্ধ ঘরের ভিতর রাখতে। এতে করে দীর্ঘ পনেরো বছরের মনোমালিন্যতা দূর করার জন্য হলেও একান্ত কিছুটা সময় পাবে তারা। আয়ন, রাদিফ কেউকে আর নিচে দেখা গেল না। সকলেই ফ্রেশ হয়ে যার যার রুমে। অথচ রিদ তখনো বাহিরে। এরমাঝে মায়া দুবার বের হয়েছিল রিদ খোঁজে। রিদকে দেখা গেল ছেলেপেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কিসব বলতে। হয়তো নির্বাচনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কিছু হবে বলে মায়া কিচেন এসে রিদের জন্য লেবু পানি করে রাখল ফ্রিজে। তারপর নিজেদের ঘরে ফিরে রিদের ফ্রেশ হওয়ার জন্য তোয়ালে কাপড় খোলে রাখল ওয়াশরুমে। পুনরায় নিচে নামতে ড্রয়িংরুমে দেখল নিহাল খানকে। তিনি রাতের ডিনারের জন্য ডাইনিংয়ের দিকে যাচ্ছিল। কিচেনে সুফিয়া খান আছে। হয়তো এখনো দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। নিহাল খান

এদিক সেদিক তাকিয়ে সুফিয়া খানের খোঁজ করা
বিষয়টা মায়া সিঁড়ি উপর দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলো।
তাড়াহুড়ো মায়া দ্রুত হাঁটলো নিহাল খানকে আঁটকে।
নিহাল খান ডাইনিংয়ে যাওয়ার আগেই মায়া পিছন
ডেকে বলল...‘ বাবা?

‘ হুম?

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে দিতে নিহাল খান পিছু ফিরল।
মায়াকে অস্বস্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিহাল খান
ফের বলল...

‘কি বলবেন?

মায়া মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়েও কথা বলতে
হাসফাস করতে লাগল। নিহাল খান মায়াকে হাসফাস
করতে দেখে আন্দাজ করে বলল...

‘ নির্ভয়ে বলেন আম্মু। আমি শুনছি।

মায়া অস্বস্তিতে সিঁটিয়ে হাসফাস করে বলল...‘ আম্মু
কাল ঢাকায় ফিরে যেতে চাচ্ছে। আম্মুকে আমরা
আপনার মিথ্যা অসুস্থতার কথা বলে চটুগ্রামে
এনেছিলাম। এখন আপনার সুস্থতা দেখে তিনি আবার
ঢাকা ফিরে যেতে চাচ্ছে। আম্মু যদি একবার ঢাকা
ফিরে যায় তাহলে উনাকে আর চটুগ্রামে ফিরানো

যাবে না সেটা আপনিও জানেন বাবা। আম্মু শক্ত
ধাঁচের মানুষ হলেও উনি উনার পরিবারের প্রতি খুব
যত্নশীল। আপনার অসুস্থতার খবর পেয়ে আম্মু
চটুগ্রামে ফিরলেও আমরা চাই আম্মু সারাজীবন এই
বাড়িতে থাকুক। সেজন্য আপনার আম্মুর সাথে কথা
বলা জরুরি বাবা। আম্মু চলে গেলে বিষয়টা অনেক
দেরি হয়ে যাবে।

সুফিয়া খানের ফিরে যাওয়ার বিষয়টা শোনে বুকে
মুচড়ে উঠলো নিহাল খানের। অসহনীয় দহনে বুকে
ছটফট করতে গলার সুর নরম হয়ে আসল নিহাল
খানের। দীর্ঘ পনেরো বছরের দূরত্বে ক্লান্ত হয়ে
উঠেছেন নিহাল খান। এবার তিনি এই দূরত্ব গুছাতে
চাই। তবে মায়ার সাথে নিজেদের পারসোনাল বিষয়ে
কথা বলতে খানিকটা দ্বিধা বোধ করলেন তিনি।
আবার মায়ার থেকে সাহায্য না নিলেও তিনি সুফিয়ার
অবধি পৌঁছাতে পারবেন না। কারণ সুফিয়ার সঙ্গে
একান্ত কথা বলার সুযোগটাই পাচ্ছেন না তিনি। আর
না সুফিয়া উনাকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে। অসহায়
নিহাল খান নরম সুরে মায়ার থেকে সাহায্য চেয়ে

বলল...‘ আপনার শাশুড়ীর সাথে আমাকে কথা বলার
একটু সুযোগ করে দিতে পারবেন আম্মু?

নিহাল খান যেন মায়ার মনের কথাটায় বলল। মায়া
তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে বলল...

‘আপনি রুমে যান বাবা। আমি আম্মুকে বলে দিচ্ছি
আপনি অসুস্থ। বুকে ব্যথা করছে। বাকিটা আপনি
সামলে নিবেন।

মায়ার মিথ্যা বলার কারণটা বুঝতে নিহাল খান আর
ডাইনিংয়ের দিকে এগোল না। বরং নিরবতা পালন
করে বসার ঘর ছেড়ে সিঁড়ি দিকে হাঁটতে মায়া ফের
নিহাল খানের পিছন ডেকে বলল...

‘ আপনার হাতে আজ রাতটা সময় আছে আব্বু
আম্মুকে কনভেন্স করার জন্য। সকাল হতে আম্মু
চলে যেতে চাইলে আমরা কিন্তু ফিরাতে পারব না
উনাকে। নিহাল খান চলে যেতে যেতে মায়ার কথা
গুলো শুনলো। মায়া ওর শাশুড়ীকে উনার বুক ব্যথার
মিথ্যা কথা বলবে অথচ সত্যি সত্যি তীব্র বুক ব্যথায়
পিরিতি হচ্ছে উনি। এই ব্যথাটা সহনীয় নয়। বরং
তীব্র অসহনীয় ব্যথায় তিনি গোটা পনেরো বছর পার
করেছেন। মায়া নিহাল খানের গমন পথের দিকে

তাকিয়ে সামনের ফিরতে চাইলে রিদের বুকে সঙ্গে
মায়ার মুখ ঠেকে গেল। রিদ মায়ার শরীর ঘেঁষেই
দাঁড়িয়ে ছিল তাই রিদের বুকে সঙ্গে মায়ার মুখ ঠেকে
যেতেই মায়া মুখ তুলে উপরের তাকাতে রিদ দুই
আঙুলের মায়ার কপালে ঠুকা দিতে দিতে মোহনীয়
গলায় বলল...

‘আই মিস ইউ।রিদের মুখে ‘আই মিস ইউ’ শব্দটা
কেমন অবিশ্বাস্য শোনাল মায়ার কানে। রিদ সচারাচর
কখনোই মায়াকে এসব কথা বলে না। অথচ আজ
রিদ সেচ্ছায় মায়ার কাছে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে সে
মায়াকে মিস করেছে বলে। হতবাক মায়া অবিশ্বাস্যে
ন্যায় রিদকে ফের শুধিয়ে বলল...

‘সত্যি আপনি আমাকে মিস করেছেন?’

রিদ সহজ সরল স্বীকারোক্তি দিয়ে বলল...

‘হুমম।

মায়া ঠোঁট প্রসারিত করে হাসতে রিদ বুকে চট করে
মায়ার সেই হাসোজ্জ্বল ঠোঁট শব্দ করে চুমু খেতে
মায়া লজ্জায় দু’হাতে মুখ লুকাল। রিদ দুষ্ট হেসে
মায়ার মুখের হাতটা টেনে ধরতে মায়া তৎক্ষণাৎ
দৌড়ে পালাতে চাইল কিন্তু তার আগেই রিদ হাত

বাড়িয়ে মায়ার কোমরের কাছের লম্বা চুলের বেনি
টেনে ধরতে মায়া একহাত চুলে রেখে পিছনে ফিরতে
ফিরতে বলল...‘উফফ! কি?

‘রুমে আসো।

‘পারব না।

রিদ মায়ার চুলের বেনি টেনে মায়াকে কাছে টানল।
মায়ার কাঁধ জড়িয়ে ধরতে ধরতে রিদ বলল....

‘জামাই ডাকলে বউদের আসতে হয়।

মায়া রিদের শরীর ঘেঁষে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আশেপাশে
তাকাল কেউ আছে কিনা দেখতে। চারপাশটা শূন্য
দেখে মায়া রিদের দিকে তাকিয়ে বলল...

‘আপনি ঘরে যান। আমি আসছি। আপনার জন্য
লেবু পানিটা নিয়ে আসি কেমন?

‘আসবে তো? নাকি আবার ডাকতে হবে?

‘না আসব। আপনি যান।

‘ওকে।রিদ মায়ার গাল টেনে মায়াকে ছেড়ে নিজের
ঘরে গেল। মায়ার ফ্রিজ হতে রিদের জন্য লেবু
পানিটা নিতে নিতে সুফিয়া খানের মনোযোগ আকর্ষণ
করে বলল...

‘আব্বু নাকি ভিষণ বুক ব্যথা করছে আম্মু।

আরাফ খানের জন্য সুপ তৈরি করছিলেন সুফিয়া খান। মায়ার কথায় হাত থেমে যায় উনার। মায়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চেয়ে বলল...

‘তুমি জানলে কিভাবে?’

মায়া স্বতঃস্ফূর্তার সাথে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে বলল...

‘আমি গিয়েছিলাম আব্বুকে খাওয়ার জন্য নিচে ডাকতে তখন আব্বু বলল উনি নাকি অসুস্থ, বুকে চাপ পরেছে সেজন্য আবার ব্যথা করছে তাই খাবে না।

‘সবাই বাড়ি ফিরেছে?’

‘জি।

সুফিয়া খানকে আর কিছু বলতে শোনা গেল না। বরং সুপের দুটো বাটিতে ধোয়া উড়ানো গরম সুপটুকু ঠেলে একটা বাটি পাশে দাঁড়ানো মালার হাতে দিয়ে বলল আরাফ খানকে দিয়ে আসতে। মালা ট্রে-তে করে সুপের একটা বাটি নিয়ে বেরিয়ে যেতে সুফিয়া খান মায়ার উদ্দেশ্যে বলল...

‘রিদ-রাদিফ, আয়নের খাবার ফ্রিজে রাখা আছে। ওরা আসলে সার্ভেন্ট দিয়ে গরম করে নিবে খাবার গুলো। রিদের জন্য খাবার আলাদা রাখা আছে ফ্রিজে। ওহ

তৈলাক্ত খাবার পছন্দ করে না। ওকে সেইভাবেই করে দিবে কেমন?

‘জ্বি আচ্ছা।মায়ার সম্মতিতে সুফিয়া খান আর দাঁড়াল না। আলাদা বাটিতে রাখা সুপটুকু নিয়ে হাঁটল উপরের দিকে। মায়া সুফিয়া খানের পিছন পিছন গেল না। বরং কিচেন হতে উঁকি মেরে তাকিয়ে রইল সুফিয়া খানের গরম পথের দিকে। মায়া মনে মনে বেশ করে দোয়া করল যেন সুফিয়া খান অবশিষ্ট বাটিতে তুলা সুপটুকু নিয়ে নিহাল খানের ঘরে যায়। হলো তাই সুফিয়া খান নিজের ঘরে না ঢুকে নিহাল খানের ঘরে ঢোকতে উৎফুল্লতা মায়া তৎক্ষণাৎ ‘ইয়েস’ বলে মৃদু চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো খুশিতে। মায়ার খুশিটুকু কেউ দেখার আগেই মায়া আশেপাশে তাকিয়ে নিজেকে শান্ত করে নিলো। যাক অবশেষে মায়ার প্লানিং কাজ করেছে এটা ভেবে খুশিমনে রিদের জন্য লেবুপানি নিয়ে রুমে গেল মায়া। খালি ঘরে রিদকে আশেপাশে কোথাও দেখতে না পেয়ে মায়া বুঝতে পারলো রিদ তখনো ওয়াশরুমে গোসলে আছে। মায়া হাতের লেবু পানির ট্রে-টি সোফার টেবিল উপর রেখে বিছানায় পা দুলিয়ে

বসল। আজ সারাদিন ভর মায়া মাথায় ওড়না বেঁধে ছিল হিজাবের মতো করে। কিন্তু এখন একা ঘরে কাউকে না দেখে মায়া মাথার ওড়না খোলে কাঁধে দু'পাশে চড়িয়ে দিল গুন গুন শব্দে গান গাইতে গাইতে। মায়ার বসে থাকার মাঝে রিদ আরও খানিকটা সময় নিয়ে ওয়াশরুম হতে বের হতে মায়াকে দেখল মায়া বিছানায় বসে পা দুলাতে দুলাতে গুনগুন শব্দ করছে গান গাইতে গাইতে। রিদ হাতের তোয়ালে মাথা মুছতে মুছতে মায়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে টেবিলের উপর থেকে লেবু পানিটা পান করলো। খালি গ্লাসটা পুনরায় জায়গায় রেখে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াতে মায়া এক আপত্তিকর কথা বলে বলল....‘ আপনাদের তো কোনো বোন নেই। এবার আমি আপনাদের একটা বোন চাই। আপনার বোনকে আমি কোলেপিঠে বড় করব। তারপর বিয়ে দিব। বড়ো ভাবির সব দায়িত্ব পালন করব আমি দেখবেন।

মায়ার আপত্তিকর কথায় রিদ আয়ন নিয়ে মায়ার দিকে কপাল কুঁচকে তাকাল। মায়ার এমন আপত্তিকর

হুটহাট কথার মানে বুঝতে না পেরে রিদ তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করে বলল....

‘মা না হয়ে ভাবি হতে চাচ্ছে? হঠাৎ এতো উদারতার কারণ?’

মায়ার মাঝে তখনো উৎফুল্লতা বহমান। মায়া গুনগুন শব্দের গান ছেড়ে বড়দের মতো করে বুঝদার হতে চেয়ে বলল...‘আপনি বুঝবেন না ঐসব। ছেলে মানুষ। আমি আপনার একটা বোনের কথা ভাবছিলাম। এবার আম্মুর একটা মেয়ে হলে খান বাড়িটা পরিপূর্ণ হবে। আপনারা দুই ভাইয়ের এক বোন বিষয়টা কিন্তু চমৎকার দেখাবে তাইনা?’

মায়ার এতক্ষণে মনোভাব বুঝতে রিদ বিরক্ত হলো। তার মা এই বয়সে এসে মা হবে? যাতা চিন্তা ভাবনা তার বউয়ের। রিদ মায়ার ভুল ধারণা ভেঙে বলল...

‘তোমার শাশুড়ীর বয়স কতো জানো?’

মায়ার আগের নেয় স্বতঃস্ফূর্তীর সঙ্গে জবাব দিয়ে বলল...

‘কতো আর হবে? সাইত্রিশ কিংবা আটত্রিশ হবে। আর নয়তো বড়জোর চল্লিশ, এর বেশি তো হবেই না। আর মেয়েদের চল্লিশের পরও মা হওয়ার চান্স

থাকে। যদি কম চাপ থাকে। তবে আমি জানি আম্মু
আবার মা হতে পারবে শিওর। মায়ার অদ্ভুত
কথাবার্তায় রিদ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। একটা মানুষ
কতোটা নিবোধ হলে শাশুড়ী মা হওয়া নিয়ে
উৎফুল্লতা প্রকাশ করতে পারে। যেখানে রিদের বয়স
ত্রিশ+ সেখানে শাশুড়ী বয়স সাইত্রিশ, আটত্রিশ কিংবা
চল্লিশ বছরের কিভাবে হয়? রিদের মা কি রিদের
থেকে মাত্র দশ বছরের বড়ো? রিদ পিছন ঘুরে
মায়ার দিকে তাকিয়ে কোমর ঠেকিয়ে বসল
ড্রেসিংটেবিল উপর। মায়া ভুল ভেঙ্গে বলল...

‘আমার বয়স কতো জানো?’

‘কত?’

‘আমার বয়স ত্রিশ+ চলে।

মায়া না বুঝে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে বলল...

‘ওহ আচ্ছা সমস্যা নেই। আমি আপনার বয়স দেখে
বিয়ে করেনি। আপনি বুড়ো হয়েছেন তো কি হয়েছে।
এতে আমার কোনো সমস্যা নেই, আমার বুড়ো
জামাই চলবে। চিন্তা করবেন না।

মায়ার রিদকে বুড়ো বলায় চেতে গেল রিদ। মায়াকে
ধমকে রাগে দাঁতে দাঁত চেপে রিদ বলল...‘ স্টুপিড!
আমি বুড়ো?

মায়া রিদকে পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চেয়ে বলল...

‘ কেন আপনি বুড়ো নয়?

‘ শেটআপ ইডিয়ট! আমার বয়স ত্রিশ+ হলে তোমার
শাশুড়ী বয়স চল্লিশ হবে কিভাবে? আম্মুর বয়স
পঞ্চাশ+ রানিং।

‘কিহ? অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না। আম্মু এখনো
কত যোয়ান আর সুন্দরী। আপনি মিথ্যা বলছেন।

রিদের কাছে সুফিয়া খানের বয়স কথা জানতে মায়া
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল অবিশ্বাসে। রিদ মায়াকে কাছে
ডেকে শান্ত কণ্ঠে বলল...‘ কাছে আসো।

মায়া রিদের দিকে এগিয়ে যেতে রিদ একহাতে মায়ার
কোমরে হাত চেপে অপর হাতটা মায়ার গলার
দাগগুলোতে ছুঁইয়ে দিয়ে মোহাচ্ছন্ন গলায় বলল...

‘ ভাবি না হয়ে মা হওয়ার অফারটা কি চমৎকার
হবে। কি বলো?

রিদের কথার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মায়া লজ্জায়
সিঁটিয়ে তৎক্ষণাৎ নত মস্তিষ্কের হলো। প্রসঙ্গ পাল্টে
মিনমিন করে বলল...

‘ নিচে চলুন খাবেন।

‘ খাব না।

‘ কেন?

‘ বাহিরে ডিনার করে এসেছি সবাই, বাবা বাদে।

‘ ওহ!

‘ তুমি খেয়েছ?

‘ হুম।

‘ তাহলে এবার বলো অফারটা পছন্দ হয়েছে? রিদের
কথায় মায়া লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে রিদের বুকে মুখ
লুকাতে লুকাতে বলল...

‘ হয়েছে।

মায়ার উত্তরে রিদ প্রস্তর হাসল। দু’হাতে মায়াকে
জড়িয়ে রিদ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে বলল...

‘ আপনি মা হতে চাইলে আমিও ইন্টারেস্টেড বাবা
হতে বউ। সকাল আটটার ঘরে। বসার ঘর থেকে
হস্তদন্ত হয়ে ছুটে আসল মায়া। হাঁটুতে দুহাত ঠেকিয়ে
ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলে রিদকে খুঁজল। বিছানায় রিদকে

ঘুমিয়ে থাকতে দেখে মায়া সোজা হয়ে দাঁড়াল।
রিদকে ঘুমে রেখে মায়া নিজের শ্বশুর-শাশুড়ীকে
খুঁজতে গিয়েছিল নিচে। কিন্তু নিচে গিয়ে যতটুকু
বুঝতে পারল, মায়ার শ্বশুর নিহাল খান এখনও
সুফিয়া খানের রাগ ভাঙাতে সক্ষম হননি। বরং
দুজনের মধ্যকার মান-অভিমানের পাল্লা তখনো
আগের মতোই শক্ত আর কঠিন। আজ সুফিয়া খানের
ঢাকা ফেরার আগে মায়া নিজের শেষ একটা চেষ্টা
করে আসল। নিহাল খানের সঙ্গে রিদের জায়গায়
সুফিয়া খানকে পাঠাতে চেয়ে মিথ্যা বলে আসল যে,
রিদ বাড়িতে নেই। রিদ মধ্যরাতে নিজের কোম্পানির
কাজে ঢাকা ফিরে গিয়েছে, কখন ফিরবে জানা নেই
– এমনটা বাড়ির সকলকেই জানাল মায়া। তবে
রাদিফ যদিও সত্যটা জানে, তারপরও সে মায়ার
সাথে তাল মিলিয়ে সমানে মিথ্যা বলল সুফিয়া
খানকে। এমনকি সুফিয়া খানের আসিফকে দেখার
আগে কাজের বাহানা দিয়ে আসিফকে পাঠিয়ে দিল
মুরাদপুরে জনসভার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে। আজ
বারোটীর নাগাদ সমাবেশে যেতে হবে নিহাল খানকে।
নির্বাচনের আগে এটাই শেষ সমাবেশ জনসম্মুখে

নিহাল খানের। কাল বাদে পরশু নির্বাচন। সুষ্ঠু নির্বাচনের সেটআপ করতে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে রিদ। জায়গায় জায়গায় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে নিজের ছেলেপেলের সেটআপের ব্যবস্থাও করিয়ে রেখেছে সে। কিন্তু এর মাঝে থানা থেকে খবর আসায় রিদের অনুপস্থিতিতে নিহাল খান রাদিফকে পাঠাতে চাইলে পুলিশ কমিশনার নিহাল খানের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব রাখেন। নির্বাচনকে সামনে রেখে কে বা কারা নিহাল খান আর রিদের নামে মা*ম*লা করেছে, বিষয়টি কানে যেতে সুফিয়া খান নিহাল খানের সঙ্গে যাবেন বলে পুলিশ কমিশনারকে জানাই। পেশায় সুফিয়া খান একজন আইনজীবী। মা*ম*লার বিষয় গুলো উনার আয়ত্তে হবে বলেই নিহাল খানও সহমত পোষণ করলো সুফিয়া খানকে সঙ্গে নিতে। আর এজন্য মূলত মায়া দৌড়ে রুমে আসল রিদের অবস্থান জানতে। এই মুহূর্তে রিদের নিচে যাওয়া মানে সুফিয়া খানকে নিহাল খানের সঙ্গে পাঠানো যাবে না। মায়া রিদকে ঘুমে দেখে স্বস্তি পেল। এবার ভালোই ভালোই মায়ার শ্বশুর-শাশুড়ী একত্রে বেরিয়ে গেলেই হলো। যতক্ষণ না পর্যন্ত সুফিয়া খান নিহাল

খানের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মায়া
রিদকে এই ঘরে আটকে রাখবে। যদি সুফিয়া খান বা
অন্য কারও চোখে রিদের উপস্থিতি বাড়িতে দেখে,
তাহলে সুফিয়া খান কখনোই নিহাল খানের সঙ্গে
যাবে না, বরং রিদ নিজের মা-বাবা দুজনকে রেখে সে
একাই চলে যাবে মা*ম*লা সামলাতে, যেটা মায়া চায়
না। মায়া চায় ওর শ্বশুর-শাশুড়ী কাজের সূত্রে হলেও
দুজন একত্রে থাকুক কিছুটা সময়, এতে যদি দুজনের
মান অভিमानে পাল্লা কমে আসে খানিকটা। মায়া
বিছানায় শায়িত রিদকে দেখে বন্ধ রুমের পর্দার
দিকে এগিয়ে গেল। রিদের রুমে জানালা নেই।
দেয়ালের একটা পাশ কাঁচের তৈরি। সেখান থেকে
আলো ছড়ায় ঘরে। কাঁচের দেয়ালে একটা দরজাও
রয়েছে যেটা ঠেলে মায়ারা বারান্দায় যাওয়া আসা
করে। মায়া ঘরের আলো ছড়াতে চেয়ে পর্দা টেনে
ধরেও ছেড়ে দিল। অন্ধকার রুমটা আলোকিত
করলেই তো মায়ার স্বামীর ঘুম ভেঙে যাবে, তখন
এই লোককে মায়া ধরে বেঁধেও রাখতে পারবে না
ঘরে। কাজের ব্যস্ততায় চলে যেতে চাইবে, যেটা মায়া
এই মুহূর্তে চায় না। মায়া চায় রিদ আরও কিছুক্ষণ

ঘুমাক। অন্তত মায়ার শ্বশুর-শাশুড়ী যতক্ষণ না পর্যন্ত
চলে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই লোক ঘুমাক। মায়া
হাতে পর্দাটা ছেড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রিদের উন্মুক্ত
পিঠের দিকে। খান বাড়ি ভরতি মেহমান হলেও কেউ
এই সাত সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে না, গুটি
কয়েকজন মানুষ ছাড়া। সামনে নির্বাচনের ব্যস্ততায়
খান বাড়ির ছেলের সকাল সকাল বেরিয়ে যেতে
হয় বলে আজকাল সুফিয়া খানও হেনা খান আর
মায়ার সঙ্গে ভোরে ওঠেন। কিন্তু বিগত দু'দিন যাবত
মায়ার রাতে ঘুম কম হয় বলে মায়াকে দিনেও সময়
নিয়ে ঘুমাতে হয়। মায়ার রাতে জাগার কারণটা
অবশ্য রিদ নিজেই। না রিদ নিজে ঘুমায়, আর না
মায়াকে রাতে ঘুমাতে দেয়। শেষ রাতে দুজন ঘুমাতে
গিয়ে রিদের এতো বেলা অবধি শুয়ে থাকার কারণ।
আর নয়তো রিদ সবসময়ের মতোই সাতটার নাগাদ
ঘুম থেকে উঠে যেত, অথচ সেই রিদ বিগত দুদিন
যাবত শত ব্যস্ততা মাথার ওপর রেখেও সে দিব্যি
নিদ্রা ব্যস্ত থাকে অনেক বেলা অবধি। মায়া হাতে
পর্দাটা ছেড়ে এগোল রিদের দিকে। বলিষ্ঠ দেহে রিদ
উপুড় হয়ে বালিশের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে।

রিদের শক্তপোক্ত পিঠে বেশ কিছু আপত্তিকর দাগ
মায়ার চোখে পরতে মায়া রিদের পিঠের উপর ঝুঁকে
গেল। আলতো হাতে রিদের পিঠে স্পর্শ করে মায়া
সেখানটায় ঠোঁট ছোঁয়াল। রিদের শরীরের স্মেল
বরাবরই মায়াকে ভিষণ টানে। মায়া মনোমুগ্ধের মতো
রিদের উন্মুক্ত পিঠের পরপর বেশ কয়েকবার ঠোঁট
ছুঁয়ে উঠল উপরে। রিদের গালে শব্দ করে চুমু খেয়ে
কানে কানে ফিসফিস করে বলল...‘ আমার খুব
পছন্দের মানুষ আপনি, নেতা সাহেব। আপনাকে
পেয়ে দুনিয়াটা আমার স্বর্গসুখের মনে হয়। আপনি
শুধু আমার সঙ্গী নন, আমার সোলমেটও। আপনাকে
ভিষণ ভালোবাসি আমি। আই লাভ ইউ আমার নেতা
সাহেব।

কথাটা বলেই মায়া রিদের কানে চুমু খেয়ে উঠে
দাঁড়াল। খুব স্বাভাবিক নেয় চলে যেতে চেয়ে পিছন
ঘুরতেই রিদ দক্ষ হাত বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ মায়ার
চুলের বেগি টানতে মায়া মৃদু চিৎকার করে খেই
হারিয়ে পড়ল রিদের উপর। রিদ তৎপর করে
মায়াকে টানল নিজের বাহুবেষ্টনীর ভিতর। দু’হাতে
মায়াকে জাপটে জড়িয়ে ধরে মায়ার গলায় মুখ

ডোবাতে মায়া ছটফট করে উঠল নিজেকে ছাড়াতে
চেয়ে। রিদ ঘুমন্ত গলায় বিরক্তির রেশ টেনে বলল...‘
ডোন্ট ডিস্টার্ব মি রিত।

রিদের ভারি আওয়াজে মায়া খানিকটা দমে যায়।
শিরশির করে ওঠে মায়ার পায়ের তলপিঠ। ভয়াৰ্ত
মায়া শুকনো ঢোক গিলে বলল...

‘প্লিজ ছাড়ুন। যেতে দিন আমাকে।

‘নো।

‘প্লিজ।

রিদ ভারি আওয়াজে মায়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে
বলল...‘ ঘুমিয়ে ছিলাম, ভালো লাগেনি তোমার। নাও,
আই ওয়ান্ট ইউ ওয়ান মোৰ টাইম।

রিদের কথায় মায়া লজ্জায় আড়ষ্ট হলো। তারপরও
রিদকে বাঁধা দিয়ে ছটফটিয়ে উঠে বলল...

‘প্লিজ না। ছাড়ুন! আমি বারবার গোসল করতে
পারব না। আমার চুল এখনো ভেজা, শুকাইনি দেখুন।
মায়ার কথায় রিদ আগের মতোই বিরক্তি গলায়
বলল...

‘বেয়াদব মহিলা। বিবাহিত মেয়েদের বারবার গোসল
করার নিয়ম আছে। এতে পাবলিক মাইন্ড করবে না।

বরং তোমার গোসল না করা নিয়ে পাবলিক মাইন্ড করতে পারে। জিজ্ঞাসা করো দেখো।

কথাটা বলেই রিদ মায়ার গালে শব্দ করে চুমু খেল। পরপর মায়ার গালে ঠোঁট ছুঁয়ে গলায় নেমে যেতেই মায়া রিদকে ফের বাঁধা দিয়ে বলল...‘আপনার যতসব ধান্দাবাজি কথা। ছাড়ুন আমাকে। সবাই আপনার জন্য নিচে অপেক্ষা করছে, যাবেন না সেখানে?

‘না।

রিদের অসম্মতিতে মায়া নিজেকে ছাড়াতে চেয়ে এতক্ষণের লুকিয়ে রাখা কথাগুলো রিদকে বলে দিয়ে বলল...

‘ কারা যেন আপনাদের নামে মা*ম*লা করেছে। সেজন্য আব্বু-আম্মু থানায় যাচ্ছে, আপনি যাবেন না? মায়া সত্যিটা রিদকে বলতে চায়নি। কিন্তু এই মুহূর্তে মায়া রিদের সঙ্গে আটকা থাকতে চায় না বলে বাধ্য হয়ে সত্যিটা বলতে হলো। মায়ার কথা শুনে রিদ তৎক্ষণাৎ উঠে বসল বিরক্তিতে। রাগে চোয়াল শক্ত করে তৎক্ষণাৎ গায়ে ব্ল্যাক্লেটটি উড়িয়ে ফেলতে ফেলতে বলল...

‘হারামির বাচ্চারা আর মানুষ হলো না। শেষ মুহূর্তে এসেও ক্যাঁচাল করতে হবে। নিষেধ করার পরও বারবার মরতে আসে আমার কাছে, ছেহ।

রিদের মেজাজি কথায় মায়া বোকার মতো তাকিয়ে শুয়া থেকে উঠে বসল। রিদ খালি গায়ে টাউজার প্যান্ট পরে ওয়াশরুমের দিকে যেতে যেতে মায়ার উদ্দেশ্যে বলল...‘ আমার কাপড় বের করো রিত, কুইক।

মায়া রিদের পিছন ডেকে বলল...

‘আপনি গোসল করবেন না?

রিদ চলে যেতে চেয়েও পিছন ঘুরে মায়া দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল....

‘কয়বার গোসল করব? একবার তো করলাম।

মায়া সরল ভাবে বলল...

‘আপনার তো সকালে গোসল করার অভ্যাস আছে, তাই বললাম আরকি।

মায়ার কথায় রিদ সামনে ঘুরে যেতে যেতে সোজাসাপ্টা উত্তরে বলল...‘সকালে গোসল রাতে করা শেষ। সকালে আমি ভার্জিন, সেজন্য গোসল নট এলাউ।

রিদের কথায় মায়া মুখ বাঁকাল। এতো কিছু করেও মানুষ ভার্জিন হয় কিভাবে? আজব। রিদ ওয়াশরুমে ঢুকতে মায়া অগোছালো বিছানা গুছাল। রিদের জন্য সাদা পাঞ্জাবি নামিয়ে রাখল। এর মাঝে মায়ার শ্বশুর-শাশুড়ীর অবস্থান জানতে দৌড়ে একবার নিচে গিয়ে দেখতে পেল সুফিয়া খান আর নিহাল খান ততক্ষণে সবে প্রস্তুতি নিচ্ছে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। তাদের আরও পনেরো-বিশ মিনিট সময় লাগবে বের হতে, ততক্ষণে রিদও নিশ্চয়ই ফ্রেশ হয়ে নিচে চলে আসবে। মা-বাবার সঙ্গে রিদের অনায়েসেই দেখা হয়ে যাবে, তখন আর সুফিয়া খানকে নিহাল খানের সঙ্গে পাঠানো যাবে না। চিন্তিত মায়া কী করবে ভেবে না পেয়ে পুনরায় তাড়াহুড়ো করে রুমে আসল রিদকে আটকাতে। ততক্ষণে রিদ ফ্রেশ হয়ে গায়ে পাঞ্জাবি জড়িয়েছে। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে চুল সেটআপ করে শরীরে পারফিউম মাখতে মায়াকে দেখল তাড়াহুড়ো করে রুমে ঢুকতে। রিদ আয়না দিয়ে মায়াকে পর্যবেক্ষণ করে বলল...‘ কী সমস্যা? এইভাবে দৌড়াদৌড়ি করছ কেন?

চিন্তিত মায়া রিদের দিকে এগিয়ে গেল। যেভাবেই হোক রিদকে বিশ মিনিট রুমে আটকে রাখতে চায় সে। কিন্তু কিভাবে কী করবে বুঝতে না পেরে মায়া রিদের পেটের কাছটার পাঞ্জাবি মুঠোয় চেপে মিনমিন করে বাহানা বানিয়ে বলল....

‘আমার না আপনার প্রতি খুব প্রেম প্রেম পাচ্ছে।
মায়ার কথায় রিদ কপাল কুঁচকে মায়ার মুঠোয় চেপে ধরা হাতটার দিকে তাকাল। একটু আগেই তো এই নারী তার থেকে নিজেকে ছাড়াতে চেয়ে ছটফট করছিল, আর এখন ছুট করেই তার প্রতি প্রেম প্রেম পাচ্ছে? এতো ভদ্র মহিলা তো এই নারী না। রিদ অবিশ্বাস্য গলায় মায়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল...

‘আপনার প্রেম প্রেম পাওয়ার পিছনে কাহিনি কী ম্যাডাম? সহজে ধরা দেওয়ার মানুষ তো আপনি না। মতলব বলুন।

‘কোনো মতলব নেই। সত্যি বলছি। আপনাকে দেখলেই আমার প্রেম প্রেম পায় শুধু। আপনি তো আমার স্বামী, তাই আমার হক আছে আপনার প্রতি ভালোবাসা দেখানোর।

মায়ার কথায় রিদ গলল না। বরং আগে নেয় বলল...‘ওকে ম্যাডাম, কোনো সমস্যা নেই। মনকে আপাতত তাল্লা মারুন। আপনার হক তোলা রইল দুইদিনের জন্য। নির্বাচন শেষে আপনাকে নিয়ে দেশ ছাড়ব আমি। তখন আপনার সব ধরনের হক মনোযোগ সহকারে আদায় করব আমি। তারপরও এখন না, আমার সময় নেই।

মায়া রিদের দেশ ছাড়ার কথাটা তেমন লক্ষ্য করেনি রিদকে আটকানোর চিন্তায়। রিদ মায়াকে ফিরিয়ে দিতে মায়া ফের রিদের পাঞ্জাবি মুঠোয় চাপল। রিদকে আটকাতে চেয়ে নতুন ফন্দি এঁটে মিনমিন করে বলল....

‘তাহলে আমি আপনার সাথে যাব। আমাকে নিয়ে চলুন।

রিদ খানিকটা বিরক্ত হলো মায়ার উপর। নির্বাচন শেষ সময়টা খুব ব্যস্ততা যায় রিদের। ব্যস্ততায় রিদ কোথা থেকে কোথায় কোথায় যাবে, সেটা রিদ নিজেও জানে না। নির্বাচনের আগে রিদের এই দুইদিন বাড়ি ফেরা পর্যন্ত হবে না, সেখানে রিদ মায়াকে নিয়ে কোথাও যাবে সে? রিদ মায়ার কথায়

খানিকটা বিরক্ত গলায় বলল...‘রিত, আমি সমাবেশে
যাচ্ছি।

রিদের কথায় তৎক্ষণাৎ উত্তর আসল মায়ার। মিনমিন
সুরে বলল...

‘তাহলে আমিও যাব আপনার সাথে।

রিদ মায়ার হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল...

‘মেজাজ খারাপ করবে না রিত। আমি সমাবেশে
যাচ্ছি। আর সমাবেশে মেয়েরা যায় না। জেদ করবে
না।

কথাটা বলেই রিদ মায়ার হাত পাঞ্জাবি থেকে ছাড়িয়ে
সামনে হাঁটতে চাইলে মায়া পুনরায় রিদের পাঞ্জাবি
টেনে ধরতে ধরতে বলল...‘আমাকে না নিয়ে গেলে
আমি আপনাকে ভোট দেব না কিন্তু।

‘তোমার ওই একটা ভোট লাগবে না আমার, সরো!
মায়া ফের রিদের পথ আটকে দাঁড়ালো। দু’হাতে
মুঠোয় রিদের পাঞ্জাবি চেপে বলল...

‘একটা ভোট কেন হবে? আমি, জুই, আরিফ ভাই –
আমরা কেউ আপনাকে ভোট দেব না কিন্তু।

রিদ বিরক্তিতে ঝেড়ে মায়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে
তাকিয়ে বলল...

‘তোমার ভোটাধিকার হয়েছে?’

‘ভোটাধিকার হতে হবে কেন? আমি দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে আপনাকে জাল ভোট দেব। রিদ মায়ার কপালে টোকা দিতে দিতে বলল...

‘এমন নাবালিকা নাগরিকের ভোট কেন্দ্রে পৌঁছাবে না, ম্যাডাম। আগে বড় হোন, তারপর ভোট দিতে আইসেন। সরেন এখন। রাস্তা দিন। রিদ চলে যেতে চাইলে মায়া আবারও রিদের পাঞ্জাবি টেনে বাহানা বানিয়ে বলল...

‘শুনুন না, প্লিজ। আমার সত্যি সত্যি আপনার প্রতি ভীষণ প্রেম পাচ্ছে। আপনি আমাকে না নিয়ে যান, অন্তত একটু সময় ডো দিয়েন যাবেন প্লিজ। বেশি না, একটু রোমাঞ্চ করব আপনার সাথে। প্রমিস।

মায়ার কথায় রিদের দৃষ্টি গাঢ় হলো অবিশ্বাস্যে। যে মেয়ে ধরলে শুধু পালায় পালায় করে, সে মেয়ে স্বেচ্ছায় বারবার রোমাঞ্চের প্রস্তাব রাখছে রিদের কাছে — বিষয়টা আসলেই সন্দেহজনক। রিদ মায়ার দিকে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল...

‘কী ব্যাপার ম্যাডাম? মতিগতি তো ভালো না। কী চলে মাথায়, হুম?’

‘আপনি চলেন শুধু।

‘তাই?

‘ হুম!

‘বিশ্বাস তো হচ্ছে না।‘আমি যাই করি আপনি খালি সন্দেহ করেন। ভালোবাসেন না। আপনি বসুন। আমি রোমাঞ্চ করব। তাহলেই আপনার বিশ্বাস হবে। বসুন।

সামনে থেকে বউয়ের রোমাঞ্চের প্রস্তাব পেয়ে রিদ অবিশ্বাস্যে বিছানায় বসল। বিছানায় বসল বলতে, মায়া নিজেই ঠেলে রিদকে বিছানায় বসাল। রিদ তখনো সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে মায়ার দিকে তাকিয়ে। বউ তার কী রোমাঞ্চ করবে, এক মূহূর্তের জন্য রিদও দেখতে চায়। একটু আগেই তো রিদ এই নারীকে কাছে টানতে চেয়েছিল, তখন কতোই না তালবাহানা করে রিদের থেকে নিজেকে ছাড়ল। আর এখন রিদ চলে যেতে চাইছে, সেখানে এই নারী নিজের থেকে রিদের পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে বারবার রোমাঞ্চের প্রস্তাব দিয়ে — মানে বিষয়টা আসলেই সন্দেহজনক রিদের কাছে। মায়া রিদকে বিছানায় বসিয়ে গায়ের ওড়না খোলে মাথায় হিজাবের মতো গোল করে বেঁধে

নিতেই রিদ সন্দিহান দৃষ্টিতে মায়ার কার্যক্রম লক্ষ্য করে বলল...

‘কী ব্যাপার? রোমান্স করতে কাপড় খুলতে হয়, তুমি বাঁধছ কেন?’

মায়া রিদের কথার তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে দিতে বলল....

‘রোমান্স করতে আগে আমাকে সতেজ হতে হবে। আমি এখন শুকিয়ে আছি। আমার বড্ড পানি তৃষ্ণা পেয়েছে। নিচে যাব ঠান্ডা পানি পান করতে। ফিরে আসব এক মিনিটের ভিতরে, তারপর দুজনের উড়াধুরা রোমান্স চলবে। আপনি বসুন, আমি আসছি কেমন।’ ভণ্ডামি করো আমার সাথে? এই রুমে ফ্রিজ আছে, সেখানে ঠান্ডা পানি পাবে তুমি। নিচে যেতে হবে না।

রিদের কপাট রাগে মায়া রিদকে তেল মারার মতো করে বলল...

‘আপনি বড্ড অধৈর্য্য! কিছু বুঝেন না। আপনার জন্য বিশেষ রোমান্সের সারপ্রাইজ আছে। আমি নিচে না গেলে হবে না। আপনি বসুন। আমি ফিরে এসে

রোমান্স করব। খবরদার কোথাও যাবেন না কিন্তু।
আমি এন্ফুনি আসছি।
মায়া আসছি বলে রিদকে রুমে বসিয়ে রেখে উধাও
হয়ে গেল। মায়া এক মিনিটে ফিরে আসার কথা বলে
রিদকে প্রায় ৪০ মিনিটের উর্ধ্ব বসিয়ে রাখল
রোমান্সের আশা দিয়ে। রিদ অবশেষে অধৈর্যের
মতোন উঠে দাঁড়াল। সে খুব করে বুঝতে পারছে
তার বউ ভণ্ডামি করেছে তার সাথে। রোমান্সের কথা
বলে ধোঁকা দিয়েছে, কিন্তু রিদ জানে না মায়া এই
কাজটা কেন করল। রিদ রেগেমেগে নিচে নামতেই
মায়াকে দেখতে পেল বসার ঘরে হেনা খান আর
নিজের মা রেহেনা বেগমকে ট্রে-তে তুলে নাস্তা
দিতে। মায়া যে রিদকে রুমে বসিয়ে এসেছে, সেই
খবর মায়ার নেই, সে দিবি্য হেনা খান আর রেহেনা
বেগমকে নাস্তা দিতে ব্যস্ত। মায়া নাস্তার প্লেট রেখে
খালি ট্রে নিয়ে চলে যেতে গিয়ে ক্রসিং পথে রিদের
দেখা পেতেই মায়া রিদকে দেখে আশ্চর্য হওয়ার
মতো করে বলল....‘সেকি! আপনি এখনো যাননি?
এতক্ষণ রুমে কি করছিলেন?

মায়ার কথায় রিদ দাঁতে দাঁত পিষল। হেনা খানের সঙ্গে রেহেনা বেগমও মায়ার কথায় রিদের দিকে তাকাল। রিদ হেনা খান আর রেহেনা বেগমকে একত্রে দেখে মায়াকে কিছুই বলল না, বরং দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাগে কটমট করল। মায়া এড়িয়ে রিদ চলে যেতেই মায়া ঠোঁট উল্টালো। মূলত মায়ার সত্যি মনে ছিল না যে সে রিদকে রুমে বসিয়ে এসেছিল। ব্যস্ততায় রিদের কথা ভুলে বসেছিল মায়া। তাছাড়া তখন মায়া নিচে নেমে সুফিয়া খানকে দেখল নিহাল খানের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে। মায়ার মিশন সাকসেসফুল হওয়ায় মায়া আর রুমে ফেরেনি, বরং নিচে থেকে যায়। মায়ার মিশন সাকসেসফুল না হলেও মায়া আর দ্বিতীয়বার রুমে ফিরে যেত না। রিদকে আটকানোর জন্য তখন মায়া রোমান্সের মিথ্যা বাহানা বানিয়েছিল। রিদ রাগে চোয়াল শক্ত করে পার্কিং এরিয়াতে যেতে আয়নের দেখা পেল রাদিফের সঙ্গে। রাদিফের সঙ্গে আয়নও জানত রিদ বাড়িতে আছে সেটা, সেজন্য মূলত ওরা দুজন রিদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। রিদ আশেপাশে আসিফকে

না দেখে হাঁক ছেড়ে ডাকল আসিফকে.....‘আসিফ কই তুই? গাড়ি বের কর।

রিদের গলা কানে যেতে কিছুদূর দাঁড়িয়ে থাকা রাদিফ পার্কিংয়ের দিকে দৌড়ে যেতে যেতে বলল....

‘ভাই, আসিফ ভাইকে মুরাদপুরে পাঠানো হয়েছে। তোমাকে কল দিয়েছিল আসিফ ভাই, কিন্তু তোমার ফোন বন্ধ থাকায় বলে যেতে পারিনি।

রাদিফের কথায় রিদ উত্তর করল না। দুই রাত ধরে রিদ ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজের ফোনের সঙ্গে মায়ার ফোনটাও বন্ধ করে রাখে, যাতে কেউ ডিস্টার্ব করতে না পারে। বউকে নিয়ে একান্ত সময়ে কারও ডিস্টার্বেন্স পছন্দ নয় বলে সে এমনটা করে।

রাদিফের গাড়ি বের করার মধ্যে দিয়ে দুজন বডিগার্ড এগিয়ে আসে। রাদিফ তাদের গাড়ি বের করতে বলে সে পার্কিংয়ের দিকে দাঁড়াল। রিদ গাড়ির উদ্দেশ্যে কিছুটা দূরে দাঁড়াতেই আয়ন রিদের মুখোমুখি দাঁড়াতে দাঁড়াতে তীক্ষ্ণ গলায় বলল...‘ কী ব্যাপার ভাই, আজকাল তোর ফোন বন্ধ থাকে কেন? তুই তো ফোন বন্ধ রাখার মানুষ না। কতো কল করলাম তোকে পেলাম না কেন? কাহিনি কী বলতো?

‘কোনো কাহিনি নেই। প্রয়োজনে ফোন বন্ধ রেখেছিলাম ব্যাস। এবার সর সামনে থেকে।

আয়ন সরল না, বরং একহাতে রিদের কাঁধ চেপে অপর হাতে রিদের গলায় থাকা ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজটা চট করে টেনে ফেলতে ফেলতে বলল...

‘সরা যাবে না ভাই বরং তোর গলায় থাকা ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ লাগানোর রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে বুঝলি? গলায় এসব লাগিয়ে ঘুরিস কেন বলতো? বউ কাম*ড়া*য় সেজন্য?

রিদ বিরক্তির সহিত আয়নের হাতটা ঝাঁকিয়ে নিজের কাঁধ হতে ফেলে আয়নকে ঠেলে দূরে সরাতে সরাতে বলল....

‘সর সামনে থেকে। মেয়ে মানুষের মতো ঘেঁষাঘেঁষি করবি না দূরে যাহ।

আয়ন রিদের রাগের পাত্তা না দিয়ে বরং হাতে ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজটি পুনরায় রিদের গলায় চেপে লাগাতে লাগাতে বলল....‘সে তুই যতই ব্যান্ডেজ লাগিয়ে ঘুরিস না কেন, আমার আগে বাবা হতে পারবি না বুঝলি। তোর মেয়ের জামাই তো আমার ছেলেই হবে। এখন তুই যদি চাস বিয়াই বিয়াই একটু ঘেঁষাঘেঁষি,

কোলাকুলি করবি তাহলে আয় আমার বুকে আয়
ভবিষ্যৎ বিয়াই সাহেব।

কথা বলে আয়ন রিদকে দু'হাতে জাপটে জড়িয়ে
ধরতে রিদ বিরক্তিতে ঠেলে আয়নকে সরাতে সরাতে
মেজাজ দেখিয়ে বলল...

‘আয়ন, ছাড়! মাইয়া মানুষের মতো ঘেঁষাঘেঁষি স্বভাব
তোর গেল না ছাড়!

প্রথমে মায়া আর এখন আয়নের কাণ্ডে পরপর দুবার
রিদের মেজাজ চটে গেল। রিদ রাগের তোপে
আয়নকে ঠেলে সরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল গাড়ির
দিকে। ড্রাইভার গাড়ি বের করতে রিদ পিছনের সিটে
উঠে বসল। রাদিফ ড্রাইভারের সঙ্গে বসতে আয়ন
দৌড়ে এসে রিদের সঙ্গে পিছনের সিটে বসল দুট্টু
হেঁসে। গন্তব্য সকলের একই। চলন্ত গাড়িতে রাদিফ
বলল...

‘ভাই, থানা থেকে কল এসেছিল। কারা যেন মামলা...
রাদিফের কথা শেষ করার আগেই রিদ বলল....

‘জানি বিষয়টা। রিদ এসব বিষয়ে জানবে সেটা রাদিফ
আগেই বুঝতে পেরেছিল। কোনো কিছু ঘটার আগে
সেই খবর কোথা থেকে যেন রিদের কাছে আগে

আগে পৌঁছে যায়। অবশ্য রিদের নেটওয়ার্ক বিশাল বড়ো বলেই সবকিছুর খবর দ্রুত রিদ খানের কানে পৌঁছায়, তাই রাদিফ রিদের কাছে মা*মলা দাখিলকারীর তথ্য জানতে চেয়ে বলল...

‘এই অসময়ে মা*মলাটা কারা দাখিল করেছে, ভাই?

‘নাদিমের বাবা জামাল চেয়ারম্যান।

রিদের কথা শুনে কপাল কুঁচকে এলো রাদিফের।

অবিশ্বাস্য গলায় রিদকে শুধিয়ে বলল...

‘ভাবীর সঙ্গে যে পরিবারের ছেলের বিয়ের কথা হয়েছিল, ওই পরিবার থেকে মা*মলা করা হয়েছে?

নিশ্চুপ রিদকে আরও গম্ভীর মুখে বসে থাকতে দেখে রাদিফ সাহস করে রিদকে আর কোনো প্রশ্ন করল না। বরং রিদের নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো রিদ যেহেতু এই বিষয়টা জানে, তারমানে অবশ্যই এই বিষয়ে সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে। রিদ খান মানেই সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান।‘ আমার নতুন করে সম্পর্কে জড়াতে ইচ্ছে করছে না। আমাকে ফিরিয়ে দিলে বেশি কষ্ট পাবেন রাফা?

থমথমে মুখে কথাটি বলে নাদিম রাফার দিকে তাকাল। নত মস্তকের রাফা ঠোঁট কামড়ে নিজের কান্না আটকাতে চাইল, কিন্তু চোখের অশ্রুকণায় বারবার গাল ভিজে উঠছিল বলে রাফা আনাড়ি হাতে বারবার নিজের গাল মোছে। নাদিমের সামনে নিজেকে আর দুর্বল দেখাতে চায় না রাফা। অনেক তো ভালোবাসার পিছনে ছুটে আত্মসম্মান খোঁয়াতে হলো রাফাকে, এবার না-হয় ভালোবাসার পিছু ছাড়ল সে। যে চলে যেতে চায় তাকে কি বেঁধে রাখা যায়? যায় না। রাফাও আর নাদিম নামক মানুষটার পিছনে ছুটবে না। নত মস্তকের রাফা নিজের গাল মুছতে মুছতে খানিকটা শক্ত হতে চেয়ে নাদিমকে বলল —‘আপনার যাওয়ার হলে আপনি চলে যেতে পারেন। আমি কষ্ট পাব না।

রাফার কথায় নাদিম অনুতপ্ত হলো। সে জানে রাফা কতটা চায় তাকে। কিন্তু এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সে চায় মায়াকে। মায়া নাদিমের বাল্যকালের ভালোবাসা, যাকে ভুলা এত সহজ নয়। নাদিম জানে ভালোবাসার মানুষকে হারানো কতটা বেদনাদায়ক। সেজন্য নাদিম রাফাকে ফিরিয়ে দিতেও অপরাধবোধে

ভুগছে। এই রাফা তার বিপদে দিশেহারা হয়েছিল। সেদিন রিদ খান নাদিমকে যখন রক্তাক্ত অবস্থায় রেস্টুরেন্টে ফেলে যায় তখন এই রাফা নামক মেয়েটিই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে। তার পাশে থেকেছে। রাফার মা-বাবার থেকে টাকা নিয়ে তার চিকিৎসা করেছে, দিনরাত সেবা করেছে। খুব কাছ থেকে নাদিম রাফাকে দেখেছে, মেয়েটা আপন মানুষের প্রতি খুব যত্নশীল। শুধু একটা মিথ্যা বিয়ের পিছনে পড়ে নাদিমকে মনে মনে নিজের স্বামী ভেবে গ্রহণ করে বসে আছে। সেজন্য নাদিম বিগত দিনে খুব করে চেয়েছিল রাফার ভুল ভাঙাতে। রাফাকে বোঝাতে রাফা মিথ্যা একটা সম্পর্কের পিছনে ছুটছে। সেজন্য তো নাদিম টানা তিন দিন চিকিৎসার পর সে রাফা আর রাফার পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে আশুগঞ্জ ফিরে যায়। দশ দিন পর পুনরায় চট্টগ্রামে ফিরে আসে রিদ খানের ডাকে। বলতে গেলে নাদিম স্বেচ্ছায় চট্টগ্রামে আসে রিদ খানের সঙ্গে দেখা করতে, নাদিমের বাবার হয়ে ক্ষমা চাইতে। নাদিম শুনেছে, নাদিমের বাবা একবার খান পরিবারের ছোট ছেলে রাদিফ খানের ওপর মানুষ দিয়ে হামলা

করিয়েছে, আবার রিদ খান ও নিহাল খানের নামে মা'মলা করেছে এরমধ্যে। সেজন্য নাদিম বাবার হয়ে ক্ষমা চেয়ে মা'মলাগুলো তুলে নিতে এসেছে। বিগত দিনে চট্টগ্রামে থেকে নাদিমের অভিজ্ঞতায় এতটাই বুঝেছে যে রিদ খান ও তার পরিবার কোনো সাধারণ পরিবার নয়। রিদ খানের পরিবারের সঙ্গে টক্কর নিয়ে নাদিমের বাবা বোকামি করেছে সেটা বুঝেই নাদিম আগ বাড়িয়ে সবকিছুর শেষ করতে এসেছে। অবশ্য রিদ খানের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টা অনেকটা মীমাংসা পথে এসেছে। থানার মা'মলা গুলো নাদিম তুলেও নিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে নিহাল খানের কাছে ক্ষমাও চেয়েছে নাদিম, তারপরও পরিশেষে রাফার সঙ্গে শেষ বিদায় নিতে এসেছিল সে। কিন্তু নাদিমের রাফার জন্য মনে ভালোবাসা না থাকলেও বেশ মায়া জন্মেছে বিগত দিনে। সেই মায়ার টানে রাফাকে ফিরিয়ে দিতে গিয়েও কোথাও যেন একটা আটকে যাচ্ছে নাদিম। মানুষ বলে না, ভালোবাসা না থাকলেও মানুষ মায়ায় পড়ে সংসার করে, কিন্তু একবার মায়া চলে গেলে মানুষ ছত্রিশ বছরের সংসার ছাড়তেও দ্বিধা করে না। মায়া হচ্ছে এক ভয়ংকর জিনিস।

মানুষ মায়ায় জড়িয়ে গেলে নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যায়। নাদিমের সঙ্গে আপাতত তাই হচ্ছে। মায়াকে সে ভালোবাসে, কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবত সে রাফার প্রতি বেশ মায়ার টান অনুভব করছে। যার জন্য রাফাকে ছেড়ে দিতেও পারছে না। তার মন সায় দিচ্ছে না এটা করতে। এই মুহূর্তে নাদিমের কী করা উচিত বুঝতে না পেরে গভীর শ্বাস টানল নিজের মাঝে। ধীরস্থিরভাবে বলল—‘ আমার আমেরিকা যাওয়ার ভিসা বাতিল হয়ে গেছে রাফা। ভিসা বাতিলের পিছনে অবদান অবশ্য আপনার দুলাভাই রিদ খানের। আমাদের পারিবারিক ব্যবসায় তিনি প্রশাসনিক নোটিশ দিয়ে বন্ধ করে রেখেছেন। বলতে পারেন রিদ খান তার সর্বত্র ক্ষমতা দেখিয়েছেন তার বউকে বিয়ে করতে চাওয়ার অপরাধে। আমার পরিবার খুব বিপদে আছে, আমরা পথে বসে যাব যদি রিদ খান আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ না দেন তো। যদিও আমাকে আসিফ ভাই আশ্বস্ত করেছেন তিনি রিদ খানের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের নোটিশগুলো তুলে নিবেন, তারপরও আমাদের এই দুঃখের নড়বড়ে

অবস্থায় আপনাকে নিয়ে কোথায় রাখব রাফা? আপনি পারবেন আমাদের সাথে মানিয়ে নিতে?

নাদিমের কথায় রাফার মনে যেন এক বিশাল আশার আলো জাগল। অশ্রু ভেজা সিক্ত নয়নে তাকাল নাদিমের দিকে। ভেজা গলায় বলল—‘ আমাকে আপনার দুর্বল মনমানসিকতার মেয়ে মনে হয় যে অভাব দেখে পালিয়ে যাব?

‘ আপনি ভীষণ সাহসী একটা মেয়ে সেটা আমি জানি রাফা। আপনার সাহসিকতা আমি নিজেও দেখেছি আপনার বান্ধবীকে ঘিরে। আপনি সাহসী বলেই যে আমি আপনাকে ঠকান বিষয়টা এমন নয়। আমার কর্তব্য আপনাকে একটা উত্তম ভবিষ্যৎ দেওয়ার। যেটা এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই, সেজন্য আমি আপনাকে আমার অবস্থাটা অবগত করছি। আপনি পারবেন আমার সঙ্গে মানিয়ে...

নাদিমের কথা শেষ করার আগেই রাফা উত্তর দিয়ে বলল—

‘পারব।

নাদিম নিষ্ক্রিয় চোখ তুলে তাকাল রাফার দিকে। কান্নাকাটি করে রাফা চোখমুখ ফুলিয়ে রেখেছে।

নাদিম রাফার মুখোমুখি টেবিলে বসে একটা রেস্টুরেন্টে। নাদিম অল্প হেসে পাশ থেকে টিস্যু নিয়ে রাফার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল—‘ আপনাকে কাঁদলে সুন্দর দেখায় না রাফা। এরপর থেকে আমার সামনে আর কাঁদবেন না। নিন।

রাফা হাত বাড়িয়ে টিস্যুটি নিল কিন্তু নাদিমের কথায় কিছু বলল না। দুজনের মধ্যকার এখনো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তাই রাফাও চট করে কিছু বলতে পারল না। নাদিম রাফাকে উত্তর করতে না দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—

‘ আসিফ ভাই আপনাকে অনেক পছন্দ করেন রাফা। বলতে পারেন একতরফা ভালোবাসেন উনি আপনাকে। আপনাকে ভালো রাখার দায়িত্ব উনি আমাকে দিয়েছেন। উনার সঙ্গে আমার আজ সকালে দেখা হয়েছিল। উনি আপনাকে নতুন জীবনের শুভকামনা জানিয়েছে। সাথে আমাকে বলেছেন সারাজীবন আপনাকে আগলে রাখতে। এমনকি আপনার মঙ্গলের কথা চিন্তা করে উনি আমার হয়ে রিড খানের কাছে সুপারিশ করেছেন। এমন একটা মানুষকে রেখে আপনি আমার প্রেমে পড়লে কীভাবে

রাফা? আসিফ ভাই কিন্তু আপনাকে ভালো রাখত। ‘এসব কথার উত্তর আমার কাছে নেই। কখন কীভাবে আপনাকে আমার মন গ্রহণ করেছে সেই উত্তর আমি নিজেও দিতে পারব না। তবে এতটুকু বলতে পারব আমি উনাকে(আসিফ) ঠকাইনি। উনার সাথে আমার কখনো প্রেম ছিল না আর না কখনো ওয়াদাবদ্ধ ছিলাম বিয়ে করব বলে। উনি উনার পছন্দের বিষয়টা আমার অবধি কখনো আনেননি। আমি বুঝতে পারতাম উনি আমাকে পছন্দ করে, কিন্তু উনি স্বেচ্ছায় সেটা কখন আমাকে বলেনি আর না বলার কখনো চেষ্টা করেছে। সেজন্য আমিও কখনো উনার(আসিফ) পছন্দের বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে দেখিনি। আসিফ ভাইয়ের একতরফা পছন্দের বিষয়টাতে আমি কোনোভাবেই জড়িত ছিলাম না। এই বিষয়ে অন্তত আমাকে জড়াবেন না প্লিজ।

নাদিম মনোযোগ সহকারে রাফার কথাগুলো শুনল। একতরফা ভালোবাসার কষ্ট সে জানে। সেই ক্ষেত্রে আসিফের কষ্ট নাদিম বুঝতে পারছে কিন্তু রাফা আসিফকে চায় না এটাও সত্য। যদি রাফা আসিফকে চাইত তাহলে আজ নাদিম এখানে বসে থাকত না।

নাদিম ভেতরের কথাগুলো গিলে নিল, অতীত নিয়ে আর নয়। নাদিম রাফাকে আর আসিফ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না আর না সে মায়াকে জড়িয়ে দ্বিতীয় কোনো কথা রাফাকে বলবে। আজ এই মুহূর্তে নাদিম অতীত ফেলে নতুন ভবিষ্যতের সূচনা করবে রাফাকে নিয়ে। রাফাকে ভালোবাসতে কতটা সময় লাগবে নাদিম জানে না। তবে রাফার প্রেমে নাদিম অবশ্যই পড়তে চাইবে। রাফার প্রতি যেহেতু নাদিমের মায়া আছে তাহলে ভালোবাসা এমনি হয়ে যাবে। দেহিতে হলেও নাদিম একদিন ঠিকই রাফাকে ভালোবাসবে ইনশাআল্লাহ। নাদিম অতীত পিছনে ফেলে নতুন জীবনের সূচনা করতে চেয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল—‘আপনি আনুষ্ঠানিক বিয়ে করতে চাইবেন নাকি ঘরোয়া বিয়ে করবেন রাফা? কোনটাতে আপনার সম্মতি?’

নাদিমের হুট করে বিয়ের প্রস্তাব রাখায় লজ্জা পেল রাফা। চোখাচোখি দৃষ্টি লুকাতে তৎক্ষণাৎ নত মস্তিকে হয়ে রাফা মিনমিন করে বলল—

‘ঘরোয়া বিয়েতে।’

নাদিম ফের প্রশ্ন করে বলল—

‘অনুষ্ঠান করবেন না?’

‘না।’

‘কেন স্বামীর টাকা বাঁচাচ্ছেন?’

‘হয়তো।’

‘আমি মনে হয় হিসাবি বউ পাব তাই না রাফা?’

‘জানি না।’

নাদিম এগিয়ে এসে রাফার হাত চেপে দাঁড় করাতে
করাতে বলল—

‘আপনি আমার প্রথম ভালোবাসা না হলেও শেষ
ভালোবাসা হবেন রাফা। যে ভালোবাসায় আমি আমার
বলতে আপনাকে খোঁজে পাব শেষ নিঃশ্বাস অবধি।
বিশ্বাস রাখুন আমাদের গুরুটা যেমনই হোক না কেন
শেষটা সুন্দর হবে রাফা। অসময়ে নিহাল খানের
আগমন ঘটল খানবাড়িতে। ঘরে ঢুকে সুফিয়া খানের
দেখা না পেয়ে পুনরায় বেরিয়ে গেল সুফিয়া খানের
সন্ধানে তিনি। কাল নির্বাচন অথচ আজ উনি সকল
ব্যস্ততা ফেলে বাড়ির চক্কর কাটছেন বউয়ের দেখা
পেতে। মূলত উনি টেনশনে আছেন বউকে নিয়ে।
কখন না জানি উনাকে গুনতে হয় উনার বউ আবার
উনাকে ছেড়ে চলে গেছে সেটা। সেই চিন্তায় উনি

আজকাল ঘনঘন বাড়িতে ঢুকছেন আর বেরিয়ে
যাচ্ছেন। যদিও বিষয়টা তেমন কেউ লক্ষ্য করছেন
না। তারপরও নিহাল খানের বাহ্যিক মনোভাব এমন
যেন তিনি কারও টেনশনে নেই। বাড়িতে তিনি
নিজের কাজে আসা-যাওয়া করছে, সুফিয়া খানকে
খুঁজতে নয়। অথচ এই যে এখন উনার চঞ্চল মন আর
বুড়ো চোখ বিরতিহীনভাবে সুফিয়া খানের সন্ধান
করেই যাচ্ছে সেটা কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারছে
না আর না জিজ্ঞাসা করতে পারছে সুফিয়া খান
কোথায় সেটা? পাছে যদি পরিবারের মানুষ বুঝে যায়
যে নিহাল খান সুফিয়া খানের খোঁজে অসময়ে
বাড়িতে চলে এসেছে সেটা, তাহলে বিষয়টা খুবই
লজ্জাজনক হবে উনার জন্য। উনি এখন আর সেই
তরুণ বয়সের তাগড়া যুবক নেই যে বউয়ের জন্য
উতলা হয়ে ঘুরবে। বরং উনি একজন মধ্যবয়সী
পুরুষ। ছেলে বিয়ে দিয়ে বউ বাড়িতে এনেছেন, তাই
উনার এই বয়সে এসে বউয়ের জন্য উতলা হওয়া
সাজে না। পাছে মানুষ বলবে বড়ো বয়সে মন্ত্রীমশাই
বউ পাগল হয়ে গেছে সুন্দরী বউকে এত বছর পর
পেয়ে। তখন উনার মানসম্মান কিছু থাকবে না।

তাছাড়া উনিও মানুষকে বোঝাতে পারবে না যে পুরুষ মানুষের সব বয়সেই বউ প্রয়োজন হয়। দ্বিধায় পড়ে নিহাল খান নিজের ভিতরকার তীব্র ছটফটানি চেপে গেল। মুখটা গুরুগম্ভীর করে আশেপাশে অবিচল দৃষ্টি বুলাল বউকে খুঁজতে। উনার ভাবখানা এমন যে উনি কারও সন্ধানে নেই। হলোও তাই। বাড়ির কেউ উনার মনোভাব ধরতে পারল না তাতে তিনি বেশ সন্তুষ্ট হলেন। একা একা হেঁটে পুরো খানবাড়ির ভেতর তল্লাশি করে যখন সুফিয়া খানের সন্ধান পেল না, তখন হঠাৎ করে উনার মন কামড়ে উঠল ভয়ে। এত কাঠখড় পুড়িয়ে বউকে খানবাড়িতে ফিরাল আর এখন কিনা আবার চলেও গেল উনার বউ? অস্থির উত্তেজিত নিহাল খান বড় বড় পা ফেলে বাহিরে বের হতেই দেখা মিলল সুফিয়া খানের গাড়ির। খানবাড়ির গেট ধরে সাদা গাড়িটি ভিতরে প্রবেশ করে পার্কিং এরিয়াতে এসে থামল। একজন দেহরক্ষী দ্রুত গাড়ির পিছনের দরজা টেনে ধরতে গাড়ি পিছনের সিট হতে নেমে দাঁড়াল সবুজ শাড়ি পরিহিত সুফিয়া খান। চোখে মোটা ফ্রেমের রোদচশমা পরে বাড়ির দিকে হেঁটে আসছেন গম্ভীর সুফিয়া খান। সুফিয়া খানের

হাইট আর ওয়েট চোখে দেখার মতন, সুন্দরী দেখাল। নিহাল খান একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুফিয়া খানের পদচারণের দিকে। মনস্তাত্ত্বিক সুফিয়া খান নিহাল খানকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইলে মুহূর্তে নিহাল খান ডাকল—‘সুফিয়া?’

সুফিয়া খানের পা থামে। ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে তাকাতে দেখা মিলল নিহাল খানের। যদিও সুফিয়া খান নিহাল খানের সঙ্গে তেমন একটা কথা বলেন না। তবে কাল পুলিশ কে*সটা নিয়ে বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে দুজনের সেই সুবাদে তিনি অল্পসল্প কথা বলেন নিহাল খানের সঙ্গে। যদিও কাল সুফিয়া খান ঢাকায় ফিরতে পারেননি। আজও যাবেন না রিদের কথায়। কাল নির্বাচনের ফলাফল জেনে উনাকে রাতের ফ্লাইটে ঢাকা ফিরে যেতে বলেছেন রিদ। বরাবরই সুফিয়া খান রিদের কথা শোনেন। ছেলে হিসাবে রিদ কখনোই সুফিয়া খানের অমর্যাদা করেননি। সেই সুবাদে সুফিয়া খানও রিদকে নিয়ে বেশ গর্বিত। সুফিয়া খান নিহাল খানের ডাকে এগিয়ে এসে নিহাল খানের মুখোমুখি দাঁড়াতে দাঁড়াতে কপাল কুঁচকে বললেন—‘তোমার না গায়ে জ্বর ছিল? কমেছে?’

কথাগুলো বলতে বলতে সুফিয়া খান নিহাল খানের
কপালে নিজের হাতের উল্টো পিঠ ছুঁইয়ে তাপমাত্রা
চেক করল। কাল হঠাৎ জ্বর ওঠায় থানা থেকে নিহাল
খানকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল সুফিয়া খান।
রাতে জ্বরের তাপমাত্রা বাড়তে নিহাল খানকে বাড়িতে
পাঠিয়ে দেয় রিদ। সকালে যদিও সুফিয়া খান নিহাল
খানের খোঁজ নিয়েছিল কিন্তু তখন নিহাল খান ঘুমিয়ে
ছিল বলে সুফিয়া খান প্রয়োজনীয় কাজে বাড়ির
বাহিরে যেতে হয়। আর এখন সময় তিনটের নাগাদ।
এর মাঝে নিহাল খানের খোঁজ সুফিয়া খানের কাছে
ছিল না বিদায় তিনি বর্তমানে দাঁড়িয়ে নিহাল খানকে
উক্ত কথাগুলো জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তখনো
বেখেয়ালি নিহাল খান ঘোর লাগা দৃষ্টিতে সুফিয়া
খানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—‘তুমি অনেক
সুন্দর সুফিয়া।

নিহাল খানের কথায় সুফিয়া খানের মনোভাব
পরিবর্তন হলো না। বরং আগের ন্যায় কপাল কুঁচকে
চোখের রোদচশমাটা খুলে হাতে নিতে নিতে বলল—
‘সেটা তোমার বুড়ো বয়সে এসে চোখে পড়েছে?

সুফিয়া খানের খোঁচা মারার কথায় থতমত খেয়ে গেল
নিহাল খান। মুখটা ছোট করে থমথমে গলায় বলল—
‘আমি বুড়ো হয়ে গেছি সুফিয়া?’

সুফিয়া খান এক কদম বাড়িয়ে নিহাল খানের সঙ্গে
ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। নিহাল খানের দৃষ্টিতে দৃষ্টি রেখে
তিনি কটাক্ষ করে বলল—‘কোনো সন্দেহ আছে
তোমার?’

‘তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না সুফিয়া?’
‘না!’

‘আমি বুড়ো হয়ে গেছি তাই?’
‘হ্যাঁ!’

‘আমি তোমাকে আজও ভালোবাসি সুফিয়া, সেই
আগের মতো।

সুফিয়া খান নিহাল খানের কথায় মনোযোগী না হয়ে
বলল...

‘সেটা তোমার সমস্যা, আমার না।

সুফিয়া খানের কথায় নিহাল খান বেশ আকুতি স্বরে
বলল....

‘চলো না সুফিয়া সবকিছু ভুলে আবার একত্রে হই।
অনেক তো হলো মান-অভিমান। আমি শেষ বয়সে

তোমাকেই পাশে চাই। থেকে যাও না আমার কাছে।
এবার আর অযত্ন করব না তোমার। খুব যত্নে রাখব
তোমাকে। আমাকে আর একটিবার ক্ষমা করে দিয়ে
থেকে যাও না আমার কাছে সুফিয়া। নিহাল খানের
আকুতি স্বরে মন নরম হলো না সুফিয়া খানের। বরং
নিহাল খানের চোখে চোখ রেখে বলল...

‘তোমার সাথে আমার পনেরো বছরের হিসাব বাকি
নিহাল। তুমি জানো আমি হিসাবে কতটা পাকাপোক্ত।
আপাতত তোমাকে ক্ষমা করতে পারছি না। তোমার
জন্য আমার জীবনের পনেরোটা বছর নষ্ট হয়েছে।
আমার জীবনের পনেরোটা বছর ফিরিয়ে দিতে
পারলে অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করব আমি, আর
নয়তো জীবনের বাকি দিনগুলোও নিঃসঙ্গ কাটাতে
তুমি। সুফিয়া খানের কথায় বেশ অনুতপ্ত হলো নিহাল
খান। তারপরও হাল না ছাড়লেন না তিনি বরং জেদি
গলায় বলল...

‘তোমাকে যখন খান বাড়িতে ফিরাতে পেরেছি তখন
পিছু ছাড়ব না সুফিয়া। নিঃসঙ্গ রাত আমার একা
ঘুমাতে ইচ্ছা করে না তুমিহীনা। তুমি দেখে নিও
সুফিয়া, তুমি যেখানে যাবে আমিও তোমার পিছু পিছু

ছুটব। তুমি আমাকে কত দিন ফিরাবে সেটা আমিও
দেখে নিব। খান বাড়ির জুড়ে এখন উৎসবের আবহ।
নিহাল খানের বিশাল জয়! ভোটের ফলাফল ঘোষণার
পর থেকেই গোটা এলাকায় যেন আনন্দের ঢেউ
লেগেছে। পাড়ায় পাড়ায় বাজছে বিজয়ের গান, চলছে
মিষ্টিমুখ, আর সবার মুখে একটাই নাম—নিহাল খান।
এই উৎসবের মাঝেই রিদের উপস্থিতি। গত দুদিন
ধরে বাবার নির্বাচনের ব্যস্ততায় সে বাড়ি ফিরতে
পারেনি, আর না মায়ার সঙ্গে কথা হয়েছে। এই
জনাকীর্ণ কোলাহলে রিদের একটাই লক্ষ্য ছিল—
সবকিছু যেন সুষ্ঠু হয়। হলোও তাই। রিদের দৃঢ়তার
ফলে সুষ্ঠু নির্বাচন এবং বিশাল জয়ের মাধ্যমে নিহাল
খান রাজনৈতিক ময়দানে নিজের অবস্থান আরও দৃঢ়
করলেন। জয়ের উল্লাসের দিন শেষে ধরনীতে রাত
নামতেই খান বাড়ির পুরুষদের একে একে ক্লাস্তিতে
বাড়ি ফিরতে দেখা গেল। রাত তখন প্রায় মধ্যাহ্নে।
রিদকে তখনও বাড়ি ফিরতে দেখা গেল না। খান
বাড়ির উৎসবের কোলাহল তখনও পুরোপুরি থামেনি।
নিহাল খানের বিপুল বিজয়ের রেশ কাটতে না
কাটতেই পরদিন তাঁর শপথ গ্রহণের বার্তা শোনা

গেল। খুব স্বাভাবিকভাবেই শপথ পাঠের জন্য ওনাকে ঢাকা যেতে হবে। কিন্তু এই আনন্দের মাঝেও সুফিয়া খান ভাবাবেগহীন। ওনার রাজনৈতিক মহল পছন্দ নয়। সেই পনেরো বছর আগে নিহাল খান সুফিয়া খানকে ছেড়ে রাজনৈতিক জগৎকে বেছে নিয়েছিলেন বলেই তিনি আত্মসম্মান নিয়ে এক কাপড়ে স্বামীর ঘর ছেড়েছিলেন। আজও নিহাল খান সেই পথেই হাঁটছেন। নিহাল খানের জয়ের উল্লাস সাক্ষী দেয় যে সুফিয়া খান আরও একবার নিহাল খানের রাজনীতির কাছে হেরে গেছেন। যদিও নিহাল খান আজকাল প্রকাশ করছেন যে তিনি সুফিয়া খানকে সঙ্গী হিসেবে চাইছেন, তবুও সুফিয়া খানের গুরুত্ব নিহাল খানের জীবনে তাঁর রাজনীতির পরেই আসে। যেখানে সুফিয়া খান স্ত্রী হিসেবে স্বামীর প্রায়োরিটি লিস্টে প্রথম নন, সেখানে সুফিয়া খানের খান বাড়িতে নিহাল খানের জীবনে থাকাটা মূল্যহীন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুফিয়া খান আজও নিহাল খানের জয়ের নীরব দর্শক হলেন। জয় শেষে তিনি এবার নিজের নীড়ে ফিরতে চাইলেন। পনেরো বছর আগে তিনি যেমন এক কাপড়ে এই খান বাড়ি ত্যাগ করেছিলেন, আজও তিনি সেই একই

নীরব বিদ্রোহ নিয়ে এই বাড়ি ছাড়তে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটল মায়াকে নিয়ে। সকাল থেকে রাতভর মায়াকে সুফিয়া খানের পিছন পিছন ঘুরঘুর করতে দেখা যায় সার্বক্ষণিক। সে ইতিমধ্যে খান বাড়ির সদস্যদের মাঝে শাশুড়ির-নেওটা পুত্রবধূ হিসেবে বেশ খ্যাতি লাভ করেছে। তবে শ্বশুরের জয়ের উল্লাসে বিমোহিত মায়া তখনও সুফিয়া খানের বাড়ি ত্যাগ করার মনোভাব ঠাহর করতে পারেনি। সুফিয়া খান যখন রাতের মধ্যভাগে খান বাড়ি ছাড়তে প্রস্তুত হলেন, তখনই মায়ার টনক নড়ল। মুহূর্তে হৈচৈ করে কেঁদেকেটে সুফিয়া খানকে জাপটে ধরতে একে একে সকলের মধ্যে সুফিয়া খানের বাড়ি ছাড়ার বিষয়টি নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল। উল্লাসে মেতে থাকা পরিবেশ মুহূর্তে বিষাদে পরিণত হলো। খান বাড়িভর্তি মানুষ সুফিয়া খানকে ঘিরে উঠে দাঁড়াল। সকলের একই বক্তব্য—সুফিয়া খানকে থেকে যাওয়ার জন্য আহাজারি করে। হেনা খান, আরাফ খান, মায়াসহ—সকলে পথ আটকে দাঁড়াতে শক্ত সুফিয়া খান বিরক্তির কপাল কুঁচকাল। মায়া তখনও ওনাকে জাপটে ধরে কাঁদছে, যেতে দেবে না বলে। এই

ব্যাপারটায় তিনি বেশ অতিষ্ঠ। ওনার পিছু পিছু মায়া সার্বক্ষণিক ঘুরঘুর না করলে হয়তো এতক্ষণে তিনি নিশুপ চলে যেতে পারতেন। মায়ার জন্য সকলের দৃষ্টিতে ভিড়ল। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, ওনার বয়োজ্যেষ্ঠ শ্বশুর-শাশুড়িও সুফিয়া খানের পথ আটকে দাঁড়িয়ে। বিরক্তির সুফিয়া খান নিজের আশেপাশে সকলের ভিড় দেখে মায়াকে খানিকটা ধমকের সুরে বললেন, ‘মায়া, ছাড়ো। লেট হচ্ছে আমার।

সুফিয়া খানের শক্ত গলায় মায়া ডুকরে কেঁদে উঠে বলল,

‘প্লিজ আম্মু আমাদের ছেড়ে যাবেন না। আমরা সবাই আপনাকে ভিষণ ভালোবাসি। প্লিজ আমাদের সঙ্গে থেকে যান আম্মু।

মায়ার কথায় সুফিয়া খান উপস্থিত সকলের দিকে এক পলক দৃষ্টি বোলাল। সকলে কেমন অসহায় দৃষ্টিতে সুফিয়া খানের দিকে তাকিয়ে। ব্যাপারটায় তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ করতে মায়াকে তিনি আগের নেয় শক্ত গলায় বলল...

”আমি বিরক্ত হচ্ছি মায়া। ছাড়ো।

সুফিয়া খানের কথায় মায়া হাতের বাঁধন আরও দৃঢ়
করল। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল,
“আমি ছাড়ব না আম্মু। আপনি বিরক্ত হলেও ছাড়ব
না। আপনি হীনা গোটা খান বাড়ি শূন্য। প্লিজ আম্মু,
আমাদের ছেড়ে যাবেন না। মায়ার কথায় খান বাড়ির
সকলে সম্মতি জানাল। অস্থির উত্তেজিত ভঙ্গিতে
সুফিয়া খানকে বোঝাতে চাইল একেকজন। সকলের
হেঁচিয়ে সুফিয়া খান যেমন বিরক্ত, তেমনই অস্বস্তি
বোধ করলেন। এর মাঝে আরাফ খান পরিস্থিতি বুঝে
হাতের লাঠিতে ভর করে এগিয়ে এসে সুফিয়া খানের
মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বেশ গম্ভীর মুখে
বললেন,

”তুমি কি সত্যি চলে যেতে চাও সুফিয়া?”

আরাফ খানের কথায় সুফিয়া খান ঘাড় ঘুরিয়ে আরাফ
খানের দিকে তাকালেন। সোজাসাপটা উত্তরে
বললেন,

“জ্বি বাবা।

সুফিয়া খানের উত্তরে ভারী দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরাফ
খান সম্মতি দিতে দিতে বললেন, “বেশ, তোমার
কথাই রইল সুফিয়া। তোমাকে আর কেউ বাঁধা দেবে

না এই নিয়ে। অনেক তো হলো, এসব আর কতদিন চলবে? তুমি বা নিহাল, তোমরা কেউ ছোট নও। তোমাদের ছেলেরা বড়ো হয়েছে, তাদের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ এনেছ, তারপরও তোমাদের মনোমালিন্য শেষ হলো না। আমরা বুড়ো মানুষ, আজ বাদে কাল মারা যাব। আমাদের চিন্তা তোমাদের করতে হবে না। মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে তাদের দাম এমনই থাকে না। তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর কাছেও আমাদের গুরুত্ব কখনোই ছিল না। তোমরা শুরু থেকে তাই করেছ যেটা তোমাদের মন চেয়েছে। দীর্ঘ পনেরো বছর তোমাদের দুজনের পিছনে ছুটতে ছুটতে আজ আমরা ক্লান্ত। শেষ বয়সে এসে এবার আমরাও শান্তিতে মরতে চাই। তুমি যেহেতু খান বাড়িতে থাকতে চাইছ না, তাহলে আমাদেরও তোমার সাথে নিয়ে যাও। গোটা পনেরো বছর তোমাকে ছাড়া নিহালের সঙ্গে কাটালাম, বাকি যে ক’দিন বাঁচব সেটা তোমার সঙ্গে কাটাও ভাগাভাগি করে। আমি আর তোমার শাশুড়ি, দুজনই আজ তোমার সাথে খান বাড়ি ছাড়ব এক কাপড়ে, চলো।

আরাফ খানের কথায় তৎক্ষণাৎ হেনা খান সম্মতি দিলেন সুফিয়া খানের সঙ্গে যাবেন বলে। এর মাঝে মায়াও সাহস পেয়ে হেঁচৈ করে ভেজা চোখে বলল সেও যাবে,মায়ার কথার মাঝে গোটা খান বাড়ির সদস্যরা হেঁচৈ করে উঠল সুফিয়া খানের সঙ্গে যাবেন বলে। আরাফ খানের দুই কন্যা, তাদের ছেলে-মেয়ে সবাই একত্রে সম্মতি দিতে সুফিয়া খান সকলের দিকে তাকালেন। আজ ওনাকে আটকাতে পুরো খান বাড়ি দাঁড়িয়ে। সকলে খান বাড়ি ছাড়তে প্রস্তুত, অথচ সুফিয়া খানকে নয়। ঠিক যেভাবে নিহাল খান সুফিয়া খানকে পনেরো বছর আগে ছাড়তে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু রাজনীতি নয়। শক্ত সুফিয়া খান নিজের কথায় অটল থেকে আরাফ খানের উদ্দেশ্যে বলল...

“আপনারা আমার সাথে যেতে চাইলে যেতে পারেন। এতে আমার কোনো সমস্যা নেই বাবা, কিন্তু তারপরও আমার পক্ষে খান বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। সুফিয়া খানের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি। রিদের অনুরোধে তিনি নির্বাচন পর্যন্ত খান বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু এখন নির্বাচন শেষ, ওনার এখানে থাকার আর কোনো কারণ নেই। যে প্রেক্ষিতে তিনি চটুগ্রামে ছুটে

এসেছিলেন, সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। মায়া আর
রাদিফের সাজানো মিথ্যা নাটক তিনি আরও অনেক
আগেই ধরে ফেলেছিলেন, তখনই তিনি চলে যেতেন
কিন্তু রিদের অনুরোধে, নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত
রয়ে গেছেন। সুফিয়া খান যখন আরও কিছু বলবেন,
তার আগেই শোনা গেল নিহাল খানের ক্লান্তিময় কণ্ঠ।
” ঠিক আছে সুফিয়া। তুমি থাকতে না চাইলে কোনো
সমস্যা নেই। পুরো খান পরিবারের জায়গা যখন
তোমার ঘরে হবে তখন আমার একা মানুষের
জায়গাও তোমার বাড়িতে হবে। তুমি থাকতে না
চাইলে আমরা সবাই তোমার বাড়িতে গিয়ে থাকব,
তারপরও তোমার সঙ্গেই থাকব। নিহাল খানের হঠাৎ
কথায় সকলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দরজার দিকে।
যেখানে নিহাল খানের সঙ্গে আয়ন, রাদিফ দুজনই
দাঁড়িয়ে, থমথমে মুখে নিহাল খানের দিকে চেয়ে।
এই অসময়ে নিহাল খান এমন কথা বলবে, কারও
ধারণাতে ছিল না। সকলেই হতবাক। কিন্তু তীক্ষ্ণ
সুফিয়া খান কপাল কুঁচকে তাকাল নিহাল খানের
দিকে। এর মাঝে নিহাল খান এগিয়ে এসে সকলের

সঙ্গে দাঁড়ালেন, তিনিও সুফিয়া খানের সঙ্গে খান বাড়ি ছাড়বেন বলে।

পরিস্থিতি যখন বেশ থমথমে, তন্মুনি খান বাড়িতে প্রবেশ করল রিদ। গম্ভীর রিদের বিগত দু'দিনের ছোট্টাছুটি আর মাথা ব্যথায় চোখ দুটো রক্তিম হয়ে আছে। এর মাঝে মা-বাবার সঙ্গে পারিবারিক কলহের বিষয়টি তাঁর কানে এসেছে। মূলত এজন্যই তাঁর এখন বাড়ি ফেরা। রিদ একপলক মায়ার দিকে তাকাল। সুফিয়া খানকে জড়িয়ে মায়া রিদের দিকে তাকিয়ে। রিদের তাকানোতে খুব স্বাভাবিকভাবেই চোখাচোখি হলো দুজনের। ক্লান্তিময় মুখ আর রক্তিম চোখে রিদকে বেশ অন্যরকম দেখাল। রিদের অসুস্থতা তাঁর চোখেমুখে প্রকাশ পাচ্ছে। রিদ মায়ার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সুফিয়া খানের দিকে তাকাতেই আবারও চোখাচোখি হলো মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে। রিদের অসুস্থতার বিষয়টি চট করে সুফিয়া খান বুঝে গেলেন। রিদ শান্ত গলায় সুফিয়া খানের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, “শেষ একটা সুযোগ সবাই ডিজার্ড করে আন্মু। সবসময় সব জায়গায় আত্মসম্মান বজায় রাখতে নেই। আপনজনদের কাছে

আত্মসম্মান নয়, ভালোবাসা রাখতে হয়—এটা তোমার দেওয়া একটা শিক্ষা। আজ বাবার পাশে কেউ নেই, সবাই বাবাকে একা করে তোমার সম্মানে পুরো খান পরিবার দাঁড়িয়ে। আমার মনে হয় এবার তোমার তাদের শেষ একটা সুযোগ দেওয়া উচিত।

পুরো খান পরিবার নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রিদের কথায় নীরব সম্মতি জানাল। সুফিয়া খান নিজেও নিশ্চুপ। রিদ কিছু বললে যে সুফিয়া খান শুনবেন, সেটা সবাই জানে। সেজন্য সকলে চুপ থেকে রিদকে বলার সুযোগ দিল। রিদ পুনরায় একই ভাবে বলল,” আমার জীবনে দেখা উত্তম নারী তুমি। তোমার হাত ধরে অনেক কিছু শিখেছি। একটা পরিবার, সংসার কিভাবে সামলাতে হয়, সেটা তোমার থেকে ভালো এখানে কেউ জানবে না। এসব পারিবারিক কলহ আর ভালো লাগছে না আম্মু। তোমাদের বিচ্ছেদের ভাঙন আমরা দুই ভাই গোটা পনেরো বছর পাড় করেছি। এবার না-হয় শেষটা সুন্দর হোক। নিজের জন্য না-হয় আমাদের জন্য থেকে যাও। দ্বিতীয়বার তোমার অযত্ন কেউ করবে না। ভরসা রাখো।

রিদের কথায় সুফিয়া খানের মাঝে নমনীয়তা দেখা
গেল। রিদ কখনো এমন নরম সুরে ওনার কাছে
কোনো কিছু নিয়ে আবদার করেনি। বাবা-মার বিচ্ছেদ
নিয়েও কখনো কথা বলেনি। এই প্রথম রিদ কিছু
বলল বাবা-মার বিচ্ছেদ নিয়ে। সুফিয়া খান কি
নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে ওনার সন্তানদের
কষ্ট দিয়েছিলেন এতকাল? এজন্যই রাদিফ বারবার
আবদার করত বাবা-মার কাছে একত্রে হয়ে যাওয়ার?
সুফিয়া খান নিজের ব্যক্তিগত জীবন আলোচনা করতে
না চেয়ে সরাসরি রিদের অসুস্থতা সম্পর্কে জানতে
চেয়ে বলল, “তুমি কি অসুস্থ রিদ?”

রিদ বুঝতে পারল সুফিয়া খান রিদের কথা মেনে
তিনি খান বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। তাই রিদও মায়ের
কথায় সম্মতি দিয়ে অল্প উত্তরে বলল,
” হুম একটু!

সুফিয়া খানের কঠিন মুখটা অবশেষে নরম হলো।
এতক্ষণ যে সুফিয়া খান ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অনমনীয়,
সেই নারী যেন নিমেষেই বদলে গেলেন। রিদের
কপালের শিরাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, চোখের
কোণে ক্লান্তি আর লালচে আভা। একজন মা সবসময়

সন্তানের মন পড়তে পারে। তাই তিনি মায়ার উদ্দেশ্যে বললেন,

“রিদকে নিয়ে রুমে যাও মায়া। মায়া ততক্ষণে সুফিয়া খানকে ছেড়ে পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। রিদের অসুস্থতা মায়ার চোখেও পড়েছে। মায়া ব্যাপারটা নরমাল মনে করলেও রিদের অসুস্থতার বিষয়টি ছিল জটিল। রিদের মাথায় পরপর দুটো সার্জারি হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্টের ফলে। তার নিয়মিত মেডিসিন চলে। চেকআপের জন্য লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রিদ সেই যে জেদ করে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফিরেছিল, তারপর আর লন্ডনের মাটিতে পা পড়েনি। বিগত কয়েক দিনের ব্যস্ততায় রিদের মেডিসিন নেওয়া হলো না। এতে করে রিদের ব্রেইনে চাপ অনুভব হতেই রিদ ক্রমাগত অসুস্থ অনুভব করছে। রিদ আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ রুমের দিকে হাঁটতে মায়াও পিছন পিছন গেল। ঘরে ফিরে রিদ সোজা ওয়াশরুমে ঢুকল। অল্প সময় নিয়ে গোসল করে বের হতে মায়াকে দেখল বিছানায় বসে রিদের দিকে তাকিয়ে। রিদ তখনও কোনো কথা বলল না। মাথার শিরা ধপধপ করছে ব্যথায়। মায়ার নামিয়ে

রাখা কাপড়গুলো রিদ গায়ে না জড়িয়ে পুনরায় ফরমাল প্যান্ট-শার্ট নামাল কবাট হতে। রিদকে পরিপাটি হয়ে রেডি হতে দেখে মায়া ভাবল রিদ আবারও বের হয়ে যাবে এই রাতে। রিদ আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের মেডিসিন বক্স খুলে কয়েকটি ঔষধ মুখে পুরে অল্প পানি পান করতে মায়া উঠে এসে রিদের পিছনে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে জানতে চেয়ে বলল, “আপনি কি অসুস্থ? এ-তো গুলো কিসের ঔষধ খেলেন?

রিদ মায়ার কথায় উত্তর না দিয়ে পুনরায় কবাট খুলল। ড্রয়ার হতে রিদের পাসপোর্টের সঙ্গে মায়ার পাসপোর্টও বের করতে মায়া রিদের শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখে বলল, “এই পাসপোর্ট দিয়ে কি করবেন? আপনি কই যাবেন?

মায়ার জানা ছিল না রিদের কাছে ওর পাসপোর্ট রয়েছে। রিদকে কথা বলতে না দেখে মায়া পুনরায় বলল,

“আপনি কথা বলছেন না কেন? কই যাবেন, বলুন না। আপনি কি আমার সাথে রাগ করেছেন?

রিদ হাতে দুটো পাসপোর্ট নিয়ে কবাট লাগাল।
রিদের ফোনের সাথে মায়ার ফোনটি হাতে নিয়ে
অপর হাতে মায়ার হাত শক্ত করে চেপে ধরতে
ধরতে বলল,

“চলো।

কথাটা বলে রিদ মায়ার হাত টেনে বাইরের দিকে
হাঁটতে মায়া আঁতকে উঠে বলল,

“চলো মানে? কই যাব আমরা?

নিশ্চুপ রিদ অল্প উত্তরে বলল, “লন্ডনে।

রিদের কথায় মায়ার মাথা ঘুরে ওঠার মতো অবস্থা।
মায়া মোটেও এই মুহূর্তে প্রস্তুত নয় দেশ ছেড়ে
বিদেশ যাওয়ার মতো। মূলত মায়া শ্বশুর-শাশুড়ি
সবেমাত্র একত্রে হয়েছে। ওদের কাছাকাছি এক ঘরে
আনার দায়িত্ব মায়ার। মায়া সেই দায়িত্ব পালন না
করা পর্যন্ত ওহ কোথাও যাবে না। দ্বিতীয়ত, খান
বাড়ি ভর্তি মেহমান। মায়ার মা, জুই সকলেই আছে
খান বাড়িতে। এতসব মানুষের ভিড়ে মায়ার বেশ
আনন্দে দিন কাটে। শ্বশুরের বিজয়ের উল্লাস এখনও
শেষ হয়নি, তাই মায়া চায় না এতসব আনন্দের
মুহূর্ত ছেড়ে রিদের সঙ্গে একা একা বিদেশ গিয়ে

থাকতে। মায়া রিদের সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার হলে আরও কয়েকটা দিন পর যাবে প্রস্তুতি নিয়ে। বিনা প্রস্তুতিতে ছুট করে এলোমেলো পোশাকে মায়া কখনোই বিদেশ যেতে চায় না। সেজন্য মায়া রিদের থেকে নিজের হাত ছাড়াতে চেয়ে খানিকটা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, “আমি কোনো লন্ডন-টন্ডনে যাব না নেতা সাহেব। আপনার যাওয়ার হলে আপনি যান। আমি সবার সাথে এখানেই থাকব।, কেমন?

মায়ার কথায় রাগে রিদের চোয়াল শক্ত হতে দেখা গেল, তারপরও রিদ মায়াকে কিছু বলল না। বরং শক্ত হাতে মায়ার হাত টেনে নিয়ে যেতে লাগল নিজের সাথে। মায়া যত বাঁধা দিচ্ছে, রিদ ততই টানছে মায়াকে। রিদের শক্তিতে না পেরে মায়া চিৎকার করতে লাগল রিদের সঙ্গে যাবে না বলে। মায়ার চিৎকারে পুনরায় বসার ঘরের সকলে ভিড় জমাল। রিদের কাছে জানতে চাইল কি হয়েছে। বিরক্তির রিদ মায়ার উপর রেগেমেগে মায়াকে কাঁধে তুলে নিতেই আরাক খান রিদকে বাঁধা দিতে চাইল মায়াকে নিয়ে যেতে। তক্ষুনি রাদিফ পাশ থেকে আরাক খানকে আটকে বলল,

“বাঁধা দিও না দাদাভাই। ভাই-ভাবির আজ ফ্লাইট আছে। ওরা লন্ডনে যাবে। ভাবি যেতে চাচ্ছে না বলে ভাই জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। রিদের ফ্লাইটের বিষয়টি কানে যেতেই বিস্ময়কর হলো আরাফ খান। বলল..

” রিদের ফ্লাইট মানে? কবে ঠিক করল ওরা লন্ডনে যাবে?

“অনেক আগেই টিকিট করা ছিল আজকের তারিখের।

“ওরা ফিরবে কবে?

“সঠিক বলতে পারছি না।

“আসিফ যাবে ওদের সাথে?

“না। আরাফ খান বুঝলেন রিদ এবার লম্বা ছুটিতে দেশ ছাড়ছে। তিনি লাঠিতে ভর করে খান বাড়ির বাইরে এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল, বাগানে দাঁড়িয়ে থাকা হেলিকপ্টারে রিদ একপ্রকার মায়াকে ছুঁড়ে ভিতরে ফেলতে ফেলতে সে উঠে বসল। রিদ হেলিকপ্টারে উঠে বসতেই একজন দেহরক্ষী দ্রুত এগিয়ে এসে দরজা লাগাল। আসিফ বাইরে দাঁড়িয়ে। সে রিদের সঙ্গে যাবে না। বরং সে কাল ঢাকায় ফিরে যাবে রিদের কোম্পানির কাজে। দেশের বাইরে

থেকেও রিদ আসিফের সঙ্গে যোগাযোগ করবে
এমনটাই নিধারিত। রিদ মায়াকে নিয়ে হেলিকপ্টারে
বসতেই হেলিকপ্টারের পাখা গোল গোল ঘুরিয়ে
আকাশে উড়ে যেতেই মায়া আতঙ্কে রিদকে দু’হাতে
জাপটে ধরল। রিদ মায়াকে না ছুঁয়ে শক্ত হয়ে বসল।
তাদের শেষ রাতের দিকে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে
ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট আজ। এখন রাত বারোটা।
চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পৌঁছাতে হেলিকপ্টারে ঘণ্টা
দুয়েক লাগবে। এর মাঝে রিদের মাথা ব্যথাটা
খানিকটা কমে আসলে আরাম পেতো বলে মনে
করলো রিদ। রিদ যথাসম্ভব কথা না বলে রিদের
মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু মায়ার
ফ্যাচফ্যাচ কান্নায় তার মাথা ব্যথা বাড়িয়ে দিচ্ছে
ক্রমাগত। রিদ মায়াকে শক্ত গলায় ধমক লাগাতে
গিয়েও লাগাল না। বরং মায়ার দিকে কটমট করে
তাকিয়ে বলল,

“দুনিয়ার সব বোঝো, শুধু আমাকে ছাড়া। সবাই
তোমার প্রায়োরিটি লিস্টে পরে, শুধু আমি ছাড়া।
জীবিত মানুষের মূল্যায়ন তোমার কাছে নেই। আমি
মরে গেলে মূল্যায়ন করবে তো রিত? রিদের কথায়

মায়ার তৎক্ষণাৎ কান্না থেমে যায়। ভেজা দুই চোখের মনি দুটো স্থির হয়ে যায় রিদের মুখের ওপর। মায়ার নীরবতা বুঝে রিদ চোখের ওপর হাত ঠেকিয়ে শুয়ে পড়ল সিটে। মায়া তখনও স্থির দৃষ্টিতে রিদের দিকে তাকিয়ে। পুরোটা সময় মায়া আর কোনো কথা বলল না। শুধু নিশ্চল দুই চোখ ঘুরে ঘুরে রিদের দিকে তাকাতে লাগল। রিদ বুঝেও না বোঝার মতো করে রইল। ঢাকা পৌঁছাতে রিদের একজন অ্যাসিস্ট্যান্টকে দেখা গেল মধ্যরাতে এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকতে রিদের অপেক্ষায়। রিদ মায়াকে নিয়ে প্রথমে নিজের বাড়িতে গেল। সেখান হতে অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে বসতেই ড্রাইভার গাড়ি টানল সোজা এয়ারপোর্টে। সময় থাকতে শেষ রাতের আগেই মায়াকে নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে রিদের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এগিয়ে আসল। রিদ এক হাতে মায়ার হাত চেপে অপর হাতে দুটো পাসপোর্ট নিয়ে হাঁটল কাউন্টারের দিকে। প্রয়োজনীয় সকল তথ্য শেষে মায়াকে নিয়ে প্লানে উঠে বসতেই প্ল্যানটি সময় নিয়ে আকাশে উড়াল দিল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে। প্ল্যান জার্নির পুরো

রাস্তায় মায়া রিদের সঙ্গে টুঁ-শব্দটিও করল না। কেমন চুপচাপ বসে রইল বাড়ির কাপড়ে। মায়ার গায়ের এই শাড়িটা আজ মায়ার শাঙড়ি দিয়েছিল বাড়িতে নির্বাচনের উল্লাস ও লোকজনের আনাগোনা থাকবে বলে। সেই শাড়ি পরেই রিদের সঙ্গে এক দেশ হতে অন্য দেশে পাড়ি জমাল মায়া। রিদ মায়াকে শাড়িটা পরিবর্তন করার সময়টুকুও দিল না। অথচ রিদ নিজে গোসল করে নতুন কাপড় পরে বাবু হয়ে বসে আছে। বাংলাদেশে গরম, অথচ লন্ডনের মাটিতে উষ্ণ ঠান্ডা। এখন সময় দশটা। বাংলাদেশ সময় হয়তো বিকাল তিনটার নাগাদ হবে। মায়া লন্ডনে এসেছে পর থেকে বাংলাদেশের কারও সাথে কথা হয়নি। হয়তো রিদের হয়েছে, তবে রিদ মায়াকে কিছু বলেনি এই বিষয়ে। মায়ারা আজ সকাল সাতটার নাগাদ লন্ডনে এসে পৌঁছায়। এয়ারপোর্ট থেকে রিদের লোক এসে মায়াদের রিসিভ করে, তারপর ওরা একটি হাসপাতালে যায়। মায়া হাসপাতালটির নাম জানে না। তবে সেখানে রিদকে চিকিৎসা নিতে দেখে মায়া বুঝতে পারে, এর আগে রিদের অ্যাক্সিডেন্টের সময় রিদকে হয়তো এই হাসপাতালেই রাখা হয়েছিল, তাই

আজ মায়াৱা লন্ডনে ফেৱাৱ পৱপৱই ৱিদ মায়াকে
নিৱে সোজা এই হাসপাতালে চলে এসেছে
চেৰআপেৱ জন্য।ৱাতের ব্যাপাৱটায় মায়া ৱিদেৱ
ওপৱ অভিমান কৱে বসে নেই, বৱং মায়া ৱিদেৱ
কথায় কষ্ট পেয়েছিল বলে সে নিশ্চুপ। মায়াৱ জীবনে
স্বামী হিসেবে ৱিদেৱ গুৱন্ত্ব অনেক। ৱিদেৱ আগে
মায়াৱ জীবনে কখনো কাউকেই প্ৰথম প্ৰায়োৱিটিতে
ৱাখেনি। মায়াৱ প্ৰথম প্ৰায়োৱিটি মায়াৱ স্বামী। ৱিদেৱ
অসুস্থতাৱ বিষয়টি মায়া জানত না, জানলে হয়তো
মায়া কখনোই ৱিদকে বাঁধা দিত না। এখন মায়াৱ
নিজেকেই অপৱাধী মনে হচ্ছে তখন ৱিদকে বাঁধা
দিয়ে। মায়াৱ স্বামী নিশ্চয়ই মনে কৱছে মায়া ওৱ
স্বামীৱ মন বোঝে না। সত্যি কি তাই? মায়াৱ তীব্ৰ
অপৱাধ বোধে কান্না পেল। কষ্টগুলো দলা পাকিয়ে
গলায় আটকে আসতে মায়া নিজের পাশে কাৱও
উপস্থিতি টেৱ পেল। মায়া ঘাড় বেঁকে তাকাতেই
দেখল ৱিদ সবে গোসল কৱে কোমরে তোয়ালে বেঁধে
খালি গায়ে দাঁড়িয়েছে। ভেজা চুল আৱ স্নিগ্ধ মুখে
ৱিদকে দাৱুণ দেখাল। মায়া ৱিদেৱ মুখে দিকে
তাকিয়ে থাকতে ৱিদ কপাল কুঁচকে মায়াকে পৱখ

করলো। রিদ মায়াকে সেই ঘণ্টাখানেক আগে বলেছিল গোসল করে ফ্রেশ হতে, অথচ মায়া গোসল না করে রুমের খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ পথে চেয়ে আছে। কি এত ভাবছে কে জানে? তবে রিদের ধারণা, সে মায়াকে জোর করে নিজের সঙ্গে নিয়ে আসায় হয়তো মায়া এখনও অভিমান করে বসে। আর এই ব্যাপারটায় রিদ চট করে বিরক্ত বোধ করল। মায়ার দিকে বিরক্তি চোখে তাকিয়ে বলল, ‘কি সমস্যা? এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? ফ্রেশ হবে না? রিদকে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে দেখে মায়া ঝরঝর করে চোখের পানি ছেড়ে দিল। রিদের ভেজা শরীরে দু’হাতে জাপটে জড়িয়ে রিদের বুকে কপাল ঠেকাতে ঠেকাতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল,

‘আমার একটাই আপনি ছিলেন নেতা সাহেব। আপনাকে ভালোবাসার স্বাদ এই জন্মেও শেষ হবে না।

রিদ বুঝতে পারল মায়া রিদের রাতে বলা কথাগুলো মনে পুষে কষ্ট পাচ্ছে। রিদ মায়াকে দু’হাতে জড়িয়ে নিতে নিতে বলল, “তাই?

“হুম।”পড়ন্ত বিকেল। রক্তিম সূর্য পশ্চিম দিগন্তে
হেলে পড়েছে। তার শেষ আলোয় রাঙা পৃথিবী। এমন
এক সোনালি বিকেলে জুইয়ের মন ভালো নেই,
যদিও খান বাড়ি আজও গমগম করছে অতিথিদের
পদচারণায়। আজ মায়া লন্ডনে যাওয়ার তৃতীয় দিন,
আর তার অনুপস্থিতিতে জুই অনুভব করছে এক
গভীর শূন্যতা। উপরন্তু, নিহাল খানের নির্বাচন নিয়ে
আয়নের তুমুল ব্যস্ততা জুইয়ের একাকীত্বকে আরও
বাড়িয়ে তুলেছে। মায়ার মা রেহেনা বেগমকে কাল
আরিফ এসে নিয়ে গেছে। শোনা গিয়েছিল আরিফের
বাবা শফিকুল ইসলাম দীর্ঘদিনের মনোমালিন্যতা ভুলে
চটগ্রাম এসেছিলেন ফাহাদের সঙ্গে, রেহেনা বেগম ও
ওনার নতুন পুত্রবধূ ফিহাকে সঙ্গে নিয়ে আশুগঞ্জ
ফিরতে। ফাহাদ গতকাল শশুর বাড়িতে গিয়েছিল
বউকে ফিরাতে। অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে ক্ষমা চেয়ে
অবশেষে মুক্তাকে নিয়ে খান বাড়িতে ফিরেছে সেও।
মুক্তার অবশ্য মায়ার সঙ্গে দেখা হয়নি, তার আগেই
রিদ-মায়া পাড়ি জমায় লন্ডনে তবে খান বাড়িতে
ফিরে জুইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বর্তমানে মুক্তা
জুইয়ের সঙ্গেই আছে খান বাড়িতে। দীর্ঘ

মনোমালিন্যের অবসান ঘটিয়ে আরিফ, তার বাবা শফিকুল ইসলামকে ক্ষমা করে সপরিবারে ফিরে যায় নিজ বাড়িতে। শরিকুল ইসলাম চেয়েছিলেন এ সুযোগে রিদের সঙ্গে দেখা করে অতীতের ভুল বোঝাবুঝির জন্য অনুতপ্ত স্বীকার করবেন এবং রিদকে জামাতা হিসেবে বরণ করে নেবেন। কিন্তু রিদ ও মায়ার হঠাৎ লন্ডনে চলে যাওয়ায় তা আর সম্ভব হয়নি। তবুও শরিকুল ইসলাম আরিফের সঙ্গে মায়ার শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন একফাঁকে কাল। আরাফ খান, হেনা খান, নিহাল খান এমনকি সুফিয়া খানের কাছেও তিনি গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করেন। অনুতপ্ত হলেন। খান বাড়ির কেউই অতীতের তিক্ততাকে মনে ধরে রাখলেন না, বরং সাদরে গ্রহণ করলেন শরিকুল ইসলামকে। দুই পরিবারের পারস্পারিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার এই খবর মায়ার কানেও পৌঁছেছে। সরাসরি দেখা না হলেও ফোনে সে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাও বলেছে। রিদ যদিও এ বিষয়ে নীরব ছিল, তবে মায়ার উচ্ছ্বাস সে কেবল নীরব চোখে দেখল। সে সহজে কিছু ভুলে যেতে পারে না; আর না কাউকে

চট করে গ্রহণ করতে পারে। তার কাউকে ক্ষমা করতে সময় লাগে। যদি সে মায়ার পরিবারকে ক্ষমা করতে না পারে তারপরও সে বউয়ের জন্য মায়ার পরিবারের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখবে। মায়ার সাথে জুইয়ের আজ বেশ ফোনালাপ হয়েছে তিনটে নাগাদ। এখন পড়ন্ত বিকেল। সন্ধ্যা নেমে এসেছে, ঘড়িতে তখন পাঁচটা। পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে গেছে। জুই আয়নের ঘরের বারান্দায় রেলিংয়ে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে। খান বাড়ির কোলাহলেও ওর মন ভারাক্রান্ত। মায়ার অনুপস্থিতি আর আয়নের ব্যস্ততা আজ জুইকে একাকী করে তুলেছে। জুইয়ের শূন্যতার মাঝে হঠাৎ কোমরে এক উষ্ণ স্পর্শ পেতেই জুই চমকে উঠল। পিছন থেকে আয়ন জুইয়ের খালি কাঁধে আলতো করে ঠোঁট ছুঁয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, “আপনার মন খারাপ জুই?”

আয়নের উপস্থিতিতে জুইয়ের ভয়াবহ মন শান্ত হলো। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জুই আয়নের বুকে পিঠ ঠেকিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল,
‘না।’

আয়ন জুইকে টেনে নিজের দিকে ঘুরিয়ে জুইয়ের
চোখে চোখ রাখল। জুইয়ের গালে আসা এলোমেলো
চুলগুলো কানের পিছনে ঝুঁজে দিতে দিতে বলল,

‘আপনার শশুর বাড়িতে যাবেন জুই? আমার বাবা-
মায়ের সাথে দেখা করতে লন্ডনে যাবেন?’

আয়নের কথায় জুই বিস্মিত হলো। হতবাক গলায়
বলল, ‘লন্ডনে? আয়ন জুইয়ের হতবাক মুখটার দিকে
তাকিয়ে জুইয়ের গালে হাত রেখে খুব স্বাভাবিক নেয়
আয়ন বলল...

‘আম্মু বেশ কয়েকদিন ধরে ওনার ছেলের বউকে
দেখার আবদার জানাচ্ছিল। ব্যস্ততার কারণে
আপনাকে নিয়ে যেতে পারিনি এতদিন। এখন চলুন
না জুই, ঘুরে আসি। আপনার শশুর বাড়িতে যাওয়াও
হলো সঙ্গে আমার প্রথম হানিমুনটা করা হলো।

আয়নের কথায় জুই লজ্জায় নত মস্তিষ্কের হতেই
আয়ন হাসলো। জুইয়ের ওপর খানিকটা ঝুঁকে নাকে
নাক ঘষে আয়ন মোহাচ্ছন্ন গলায় বলল, ‘কি যাবেন
জুই?

‘হুম।

নত মস্তিষ্কের জুই লজ্জায় তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে
উত্তর করতে করতে সে দু’হাতে আয়নকে ঠেলে
নিজের থেকে দূরে সরাতে চাইল, কিন্তু আয়নকে
সরাতে না পেরে জুই প্রসঙ্গ পাঁটে বলল,

“আপনার আম্মু-আব্বু বাংলাদেশে আসেন না কখনো?

“আসে, কিন্তু খুব কম। আসলে আমার আব্বুর ব্যবসা
বাণিজ্য সব লন্ডনে, সেজন্য আব্বুর ব্যস্ততার কারণে
আম্মুর বাংলাদেশে আসা হয় না তেমন।” তাহলে
আপনি যে বাংলাদেশে থাকছেন? আপনিও কি
বাংলাদেশ ছেড়ে লন্ডনে সেটেল হবেন নাকি?

“উহুম, না। আমার আপাতত লন্ডনে সেটেল হওয়ার
ইচ্ছা নেই। তবে আমাদের ছেলে-মেয়েদের
পড়াশোনার জন্য হয়তো কয়েক বছরের জন্য লন্ডনে
সেটেল হতে পারি। ওরা যখন নিজের বুঝ বুঝতে
শিখবে, তখন আমরা আবার বাংলাদেশে ফিরে
আসব। তারপরও লন্ডনে সেটেল হবে না।
বাংলাদেশেই থাকব।

আয়নের মুখে ভবিষ্যত ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কথা
শুনতেই জুই লজ্জায় গুটিয়ে গেল। জুইকে হঠাৎ
লজ্জা পেতে দেখে আয়ন প্রথমে বুঝতে না পারলেও

পরমুহূর্তে বিষয়টি অনুধাবন করেই সে হতাশ গলায় বলল,

” আপনি এখনো আমাদের ছেলে-মেয়েদের কথা শুনে লজ্জা পাচ্ছেন জুই? এত দিনেও আপনার লজ্জা ভাঙতে পারলাম না? তাহলে আমি বাবা হব কবে? আমার আগে যদি রিদ বাবা হয়ে যায়, তাহলে আমার ছেলে কেস খেয়ে যাবে জুই। রিদ যে ত্যাঁড়া লোক, ও তো মেয়ে বিয়ে দিতে চাইবে না আমার ছোট ছেলের কাছে। আমার ছেলের ভবিষ্যৎ বলে কথা। আপনি তো আমার ছেলেকে বিপদে ফেলে দেবেন জুই। আয়নের কথা শুনে জুইয়ের লজ্জা আরও বাড়ল। সে মুখ নিচু করে নিতে আয়ন জুইয়ের খুতনি ধরে মুখটা উপরে তুলে চোখে চোখ রাখল। জুইয়ের গালে আলতো করে চুমু খেয়ে আয়ন বলল,

‘ শোনেন জুই, আপনি লজ্জা পাচ্ছেন এতে আমার কোনো সমস্যা নেই। দরকার হলে আরও লজ্জা-টজ্জা পাবেন। আমি সেই ব্যবস্থা করে দিব আপনাকে, কিন্তু তারপরও আমার ছেলেকে দ্রুত দুনিয়াতে ডাউনলোড করতে হবে বুঝেছেন? আমি কিন্তু খুব সিরিয়াস।

বাবা হয়ে ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে কোনো রিস্ক নিতে চাই না।

আয়নের কথায় জুই লজ্জায় আয়নকে দু'হাতে জড়িয়ে আয়নের প্রসস্থ বুকে মুখ লুকাতে লুকাতে বলল...

‘ আপনি আসলেই একটা অসভ্য ডাক্তার। জুইয়ের কথায় আয়ন দু'হাতে জুইকে জড়িয়ে নিতে নিতে বলল...

‘ আপনাকে সঙ্গী হিসাবে পেয়ে জীবনটা রঙিন মনে হচ্ছে জুই। আমার রঙিন জীবনের আপনিই প্রিয় পূর্ণতা।

তারপর? তারপর, দিনগুলো এভাবেই কাটছিল। তার এক সপ্তাহ পরপরই আয়ন-জুইকে নিয়ে লন্ডনে পাড়ি জমালো। আয়ানের মা-বাবা খুব সাদরেই গ্রহণ করল জুইকে। জুই নিজের শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে গোটা দুমাস কাটালো লন্ডন শহরে। এর মাঝে জুইদের রোজকার যাতায়াত থাকত রিদের ফ্ল্যাটে। মায়াও জুইকে পেয়ে লন্ডনের মাটিতে শূন্যতা ঘোচালো। রিদের চিকিৎসা আর কাজের ফাঁকেও রাতবিরেতে হঠাৎ করেই মায়াকে নিয়ে হারিয়ে যেত লন্ডন শহরের অলিগলিতে। আবেগী মায়া যেন এক অন্যরকম রিদ

খানকে আবিষ্কার করল নিজের স্বামীস্বরূপ। যে রিদ নিজের ব্যক্তিত্বের গণ্ডি ভেঙে মায়ার জন্য সব কিছু করতে রাজি। মায়ার আবদারে রিদ কখনও কখনও বিরক্ত হলেও, সে মায়ার চাওয়া অপূর্ণ রাখত না। বরং বউয়ের আবদারটুকু পূরণ করতে পেরে যেন সেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। এর মাঝে কেটে গেল মায়ার উল্লাসের দিনগুলো। লন্ডনের শহরে রিদের সঙ্গে কাটানো দিনগুলো মায়ার কাছে ছিল স্বপ্নের মতো। রিদ-মায়াকে নিয়ে বিশ দিনের মধ্যে তার অফিসিয়াল কাজে বাংলাদেশে ফিরে যায়। সেইবার মায়ার ভীষণ মন খারাপ হয় কেন রিদ এত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে সে নিয়ে। মায়ার এই লন্ডন শহরে রিদকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগছে। এখানে রিদ মায়াকে সময় দেয়। শত ব্যস্ততায়ও রিদ মায়াকে একা ছাড়ে না হারিয়ে ফেলার ভয়ে। এই যে মায়াকে সর্বত্র নিজের পাশে রাখছে সেটা বাংলাদেশে ফিরে গেলে রিদ রাখবে না। তখন মায়া স্বামীকে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়বে, মায়াকে একা করে। সেজন্য মায়া চায় না এত তাড়াতাড়ি ওরা লন্ডন শহর ছাড়ুক। কিন্তু মায়ার চাওয়া আর না

চাওয়াতে কি কিছু আসে যায় রিদের?মায়া লন্ডন আসতে চায়নি বলে রিদ জোর করে নিয়ে এল আর এখন মায়া যেতে চাচ্ছে না অথচ রিদ মায়াকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। তবে রিদ মায়াকে বলেছে সে মায়াকে নিয়ে খুব শীঘ্রই আবারও হানিমুনে যাবে সুইজারল্যান্ড। তখন এর থেকেও বেশি সময় পাবে মায়া। তারপরও রিদের এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে। রিদের কথা অনুযায়ী মায়া তাই করল। রিদের হাত ধরে বাংলাদেশে ফিরল। কিন্তু বিপত্তি ঘটল মায়ার রিদের সঙ্গে থাকা নিয়ে। মায়া চায় ও ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে চটুগ্রামে থাকবে। কিন্তু রিদ মায়ার সকল চাওয়ায় জল ঢালল। রিদ পরিষ্কারভাবে জানাল তার বউ তার সঙ্গে তার বাড়িতেই থাকবে। মায়ার রিদকে ছেড়ে কোথাও যাওয়া হবে না। মায়ার রিদের বাড়িতে একা থাকতে প্রথম প্রথম বেশ কয়েকদিন কষ্ট হলো। চঞ্চল মায়া মানুষ ছাড়া থাকতে পারে না। অথচ রিদের বাড়িতে মানুষ আছে কিন্তু তারা সবাই বডিগার্ড আর নয়তো বাড়ির কাজের লোক। মায়ার টাইমপাস করার মতো কেউ নেই। রিদ রাতে বাসায় ফেরে। আর দিনে মায়ার

একাকীত্ব লাগে বলে এই নিয়ে মায়া কত কান্নাকাটি করেছে রিদের কাছে মায়াকে চট্টগ্রামে সুফিয়া খানের কাছে রেখে আসতে কিন্তু রিদ তা করেনি। উল্টো রিদ মায়াকে শাসায়, ধমকায় ‘রিদকে ছেড়ে কোথাও যাওয়া যাবে না’ বলে। রিদ মায়ার একাকীত্ব ঘোচাতে মায়ার কলেজ ট্রান্সফার করায়। জুইয়ের পাশাপাশি মায়াকেও একই কলেজে ভর্তি করায় রিদ। মায়া যখন বুঝতে পারল রিদ মায়াকে কোথাও যেতে দেবে না সেজন্য মায়া রিদকে ছেড়ে মায়ার শাশুড়ীকে পটাতে চাইল যেন সুফিয়া খান রিদকে বলে মায়াকে চট্টগ্রামে রেখে আসতে ওনাদের কাছে। মায়ার মনে হয়েছিল এই কথা শুনে সুফিয়া খান হয়তো মায়ার হয়ে রিদের সঙ্গে কথা বলবে কিন্তু সুফিয়া খান আরও এক কাঠি ওপরে গিয়ে মায়াকে ধমক লাগাল। মায়াকে শাসিয়ে বলল, মায়ার চট্টগ্রামে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। মায়ার থাকতে হলে রিদের সঙ্গেই থাকতে হবে। মা-ছেলের ধমকা-ধমকিতে মায়ার আর সাহসে কুলাল না কাউকে বলতে মায়া রিদের সঙ্গে একা বাড়িতে থাকতে চায় না বলে। বরং মায়া নিজেকে মানিয়ে নিল। রিদের সঙ্গে একা বাড়িতে

থাকতে থাকতে একটা সময় অভ্যস্ত হয়ে উঠল।
এভাবেই মায়ার রিদকে ঘিরে ছোট সংসার চলল।
দিন গেল মাস পেরোল। খান বাড়ির লোকজন প্রায়ই
রিদের বাড়িতে আসে মায়ার সংসারে বেড়াতে।
আরাফ খান, হেনা খান, সুফিয়া খান, রাদিফ, আয়ন,
জুই, ফাহাদ, মুক্তা, এমনকি রিদের ফুফুদেরও দেখা
যায় প্রতি মাসে যাতায়াত করতে রিদের বাড়িতে।
সেজন্য মায়ার আর এখন একাকীত্ব অনুভব হয় না।
বরং কলেজ, রিদ আর মায়ার সংসার সব মিলিয়ে
দিন বেশ ব্যস্ততায় কাটে মায়ার। তবে এর মাঝে
জুইয়ের বাবার মনও নরম হয়ে আসল একমাত্র মেয়ে
জুইয়ের জন্য। আয়ন ছেলে হিসাবে ভালো সেটা তিনি
জানেন। কিন্তু রাতের আঁধারে জুইকে নিয়ে আয়ানের
হঠাৎ পালিয়ে যাওয়াতে জুইয়ের বাবা জামাল সাহেব
বেশ কষ্ট পেয়েছিলেন। সমাজের সামনে সম্মান নষ্ট
হওয়ায় তিনি মনে রাগ পুষে রেখেছিলেন এতদিন।
কিন্তু আজকাল তিনি তার একমাত্র মেয়ে জুইকে বেশ
মিস করেন। জুইয়ের বিদেশ চলে যাওয়ার বিষয়টা
কানে আসতেই ক্রমাগত তার মন ছটফট করছিল।
যদিও জুই এখন দেশে সেজন্য তিনি আয়ন ও জুইকে

গ্রহণ করে আমন্ত্রণ পাঠালেন। আয়নও শ্বশুরের আমন্ত্রণ পেয়ে জুইকে নিয়ে ছুটে এল শ্বশুরবাড়িতে। সপরিবারে একত্রে খাওয়া দাওয়া করল। কিন্তু রিদকে দেখা গেল না মায়ার পরিবারের আমন্ত্রণে আসতে। তবে মায়া এসেছে রিদকে ছাড়া। নিজ পরিবারের সাথে উৎফুল্লতায় দিন কাটিয়েছে বটে তবে রিদকে ছাড়া মায়াও খাবার টেবিলে নিজের পরিবারের সঙ্গে বসেনি। মায়াও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল যেদিন সে স্বামীকে নিজের পরিবারের সঙ্গে বসিয়ে একত্রে খাওয়াতে পারবে সেইদিনই মায়া নিজের পরিবারে অন্ন-পান পান করবে নয়তো না। বাবার বাড়িতে মায়া আসা যাওয়া থাকবে কিন্তু মায়া খাবার তখনই খাবে যেদিন মায়ার স্বামীর মান অভিমান ভাঙতে পারবে। মায়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মায়ার পরিবারে দীর্ঘশ্বাসের কারণ হলো। মায়াকে বেশ করে বুঝাতে গিয়েও অক্ষম হলো তারা। মায়ার এই মনোবলে জুইয়ের বাবা জামাল সাহেবের মনে তীব্র অপরাধ বোধ সৃষ্টি করল। অতীতে মায়াকে ঘিরে তার ব্যবহারের জন্য তিনি বেশ অনুতপ্ত। প্রথমে মায়াকে রিদ আশুগঞ্জ আসতে দিতে চাইত না তবে আজকাল দেয়। হয়তো রিদ চায় মায়া যেন রিদের

জন্য কোনো রকম কষ্ট না পায়। সেজন্য রিদ মায়াকে
বাপের বাড়িতে যেতে দিলেও সে কখনও আশুগঞ্জ
আসে না। আর না জামাল সাহেব রিদের কাছে বিগত
দিনের জন্য ক্ষমা চাইতে পারে। যদিও তিনি মায়ার
কাছে বেশ অনুতপ্ত প্রকাশ করেছেন অতীতের জন্য।
তবে মায়া নিজের চাচার প্রতি কোনো রকম
মনোমালিন্যতা মনে পুষে রাখেনি। তাই জুইয়ের
সঙ্গেই মায়ার যাতায়াত হয় নিজ বাড়িতে। তবে
সারাদিন পর সন্ধ্যার আগে বাড়িতে ফিরতে হয়
মায়াকে। মায়ার দিনে কোথাও যাওয়ার অনুমতি
থাকলেও মায়ার রাতে থাকার অনুমতি নেই। রিদের
সাফ সাফ কথা তার বিয়ে করা বউ তার সাথে
থাকবে। রিদ বাসায় ফিরে মায়াকে না পেলে তার
মেজাজ খারাপ হয়। সেজন্য মায়ার যদিও নিজ
বাড়িতে যাওয়ার হয় তাহলে সে রিদকে অফিসের
জন্য বিদায় করেই ড্রাইভারকে নিয়ে যায় বাড়িতে।
এইতো রোজকার মতোই রিদ অফিসে যাওয়ার পথে
মায়াকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে যায়। একই কলেজে
জুইকে পেয়ে মায়ার দিন ভালোই যাচ্ছে। সংসারের
পাশাপাশি দুবোন পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা

থাকলে মায়ার বিপত্তি ঘটে যখন শুনল মায়ার ভাবি ফিহা প্রেগন্যান্ট। মায়ারও বেবি চাই। কিন্তু মায়া প্রেগন্যান্ট হয় না কেন জানি। মায়ার ভাবি প্রেগন্যান্ট হওয়ার বিষয়টা মায়া বেশ উৎফুল্লতা দেখিয়ে রিদকে জানায়। মায়ার আশা ছিল এই খবরটা শুনেই রিদ খুশি হয়ে মায়াকে বলবে নিজেদের বেবির কথা অথচ মায়ার এত বড় একটা খুশির সংবাদ দেওয়ার পরও রিদ ভাবলেশহীন। সে ‘হুম’, ‘হ্যাঁ’ তেমন কিছুই বলল না। বরং মায়াকে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে বলে। মায়া রিদের কথা শুনে ও ইনিয়ে-বিনিয়ে বেশ কয়েকবার রিদকে বুঝিয়েছে মায়ার বেবি চাই। কিন্তু রিদ মায়াকে এমনভাবে ইগনোর করল যেন রিদ শুনতে বা বুঝতেই পারেনি মায়া কি বলতে চাচ্ছে রিদকে। এতে মায়ার উদাসীনতা বাড়ে, রিদ যে বেবি নিতে ইচ্ছুক নয় সেটা তার হাবভাবে বুঝা যায়। কিন্তু মায়াও বা কি করবে? মায়ার তো একটা বেবি চাই। মায়ার বিয়ে হয়েছে, স্বামীর সঙ্গে সংসারও করছে অথচ মায়ার বেবি হচ্ছে না। এমন না মায়া মেডিসিন নিচ্ছে সেজন্য মায়ার বেবি হচ্ছে না। মায়ার এমনিতেই বেবি হচ্ছে না। সেজন্য মায়া চায় ওকে

কেউ বলুক মায়া বেবি হচ্ছে না কেন? মায়ার শ্বশুরবাড়ির মানুষগুলোর কারও এসব বিষয়ে দায়িত্ব নেই। কেউ মায়াকে বেবি নেওয়ার জন্য ফোর্স করে না উল্টো সবাই মায়াকে পড়াশোনায় মনোযোগী হতে বলে। মায়া ছাতার মাথা পড়াশোনায় মনোযোগী হবে। এত পড়াশোনা দিয়ে কি করবে মায়া যদি ওর একটা বেবিই না হয়। মায়ার হতাশা বাড়িয়ে দিয়ে তার পরপরই শুনল মায়ার বড় বোন মুক্তা প্রেগন্যান্ট। ফিহার মতো করে মুক্তার মা হওয়ার বিষয়টাতে মায়া বেশ খুশি হয়েছে। রিদকেও একই উৎফুল্লতায় খবরটা জানাল। তবে এবার ইশারা-ইঙ্গিতে নয় বরং মায়ার বেবি চাই এটা সরাসরি রিদকে বলল। রিদ থেকে জানতে চাইল মায়া কেন বেবি প্ল্যানিং করছে না। মায়ার কথার উত্তরে রিদ বলল, তাদের সময় হয়নি বেবি প্ল্যানিং করার। আপাতত রিদ বেবি নিতে চায় না। সময় হলে এমনিতেই বেবি হয়ে যাবে এমনটা বলে রিদ মায়াকে এড়িয়ে যায়। রিদের কথায় মায়া সেদিন বেশ কষ্ট পেয়েছিল খুব করে রিদকে বুঝাতে চেয়েছিল একটা বেবির জন্য কিন্তু জেদি রিদকে বুঝাতে অক্ষম মায়া। তারপর দিনগুলো মায়ার

ভালোই কাটছিল। মাঝেমধ্যে রিদকে বেবির জন্য বুঝাত তবে রিদকে বিরক্ত করত না এই নিয়ে। মায়ার সঙ্গে রাফার যোগাযোগ ছিল বেশ। খুব স্বাভাবিকভাবে রাফার বিয়ের মাস ছয়েক পরপরই ওর মা হওয়ার বিষয়টা মায়ার কানে আসতে মায়ার মা না হওয়ার দুঃখটা যেন আকাশ সমান হয়। ফিহা, মুক্তা ওরা নাহয় সিনিয়র বলে মায়া এতদিন এই বিষয়টা নিয়ে কষ্ট পায়নি। কিন্তু রাফার তো মায়ার সহপাঠী, ওর বিয়েটা তো মাত্র সেদিন হলো। আর ছয়মাস না পেরোতেই রাফা প্রেগন্যান্ট হয়ে গেল। অথচ মায়ার বিয়ের এত দিন পরেও প্রেগন্যান্ট হলো না? এই বিষয়টা মায়া সহজে হজম করতে পারল না। মায়া বান্ধবী প্রেগন্যান্ট হলে মায়া কেন প্রেগন্যান্ট হবে না। মায়ারও একটা বেবি চাই। তারপর থেকে মায়ার দুঃখ বাড়ল। সময়ে-অসময়ে রিদকে বিরক্ত করতে লাগল বেবি চাই, বেবি চাই বলে বলে। মায়ার বিরক্ত করার বিষয়গুলো যেন সে দেখেও না দেখার মতো করে থাকে। রাফার মা হওয়ার বিষয়টা আসিফের কানেও এসেছে কিন্তু এসব বিষয়ে আসিফ তেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। বরং নিশ্চুপ বিষয়টা এড়িয়ে

যায়। ভালোবাসার মানুষটা তার না হলেও সে ভালো থাকুক এটাই আসিফের চাওয়া। আসিফের ব্যস্ততা দিন কাটছে রিদকে ঘিরেই। হয়তো কোনো একদিন কোনো এক বসন্তে সে আবারও নতুন করে কারও প্রেমে পড়বে। তখন তার জীবনটাও রঙিন হবে। তখন আসিফ রাফার মতো করে আর কাউকে হারাবে না। বরং সঙ্গী করে নেওয়ার মতো শক্ত বাঁধনে আবদ্ধ হবে। জীবন বড়ই অদ্ভুত, যে আসিফ ভালোবেসেও রাফাকে হারিয়ে ফেলল অথচ রাদিফের ভালোবাসার মানুষ থাকা সত্ত্বেও সে গ্রহণ করল না। বরং রাদিফ রাহাকে বিয়ে করবে না বলে বেঁকে বসল। বিয়ে পাগল ছেলে রাদিফ হুট করে কেন রাহাকে বিয়েতে আপত্তি জানাল সেটা কেউ জানে না। আর না জানতে চায়। রাদিফ স্বেচ্ছায় বলতে না চাইলে কেউ রাদিফের প্রাইভেসি নষ্ট করবে না প্রশ্ন করে। তবে খান বাড়ির সকলেই বুঝতে পেরেছে রাদিফের সঙ্গে রাহার ব্রেকআপ হয়েছে। ছোট কোনো বিষয় নিয়ে যে রাদিফ ভালোবাসার মানুষকে ছেড়ে দেবে না সেটা খান বাড়ির সকলেই জানে। রাদিফ আবেগী মানুষ। সে ভালোবাসার মানুষের মধ্যে

সীমাবদ্ধ থাকতে জানে। রাদিফের গার্লফ্রেন্ড রাহা
রাদিফের অনুপস্থিতিতে লন্ডনে কারও সঙ্গে লিভ ইন
রিলেশনশিপে জড়িয়ে পড়েছে এই ব্যাপারটা প্রথমে
রিদের কানেই এসেছিল। তারপর রাদিফের। রিদ
আসিফকে দিয়ে রাদিফের কাছে বেশ কিছু আপত্তিকর
ডেটা ট্রান্সফার করায় রাহার। তারপর থেকেই
রাদিফকে মাসখানেকটা নিশ্চুপ দেখা যায়। তবে সে
ভেঙে পড়েনি। পুনরায় নতুন উদ্যোগে নিজেকে
গুছানোর চেষ্টা চালান। নিহাল খানের সঙ্গে
রাদিফকেও দেখা যায় রাজনৈতিক মাঠে। প্রথম প্রথম
সুফিয়া খানের রাদিফের রাজনীতি নিয়ে বেশ আপত্তি
থাকলেও একটা সময় তিনিও চুপ করে যান। রাদিফ
যখন স্বেচ্ছায় এই মাঠে থাকতে চাচ্ছে তখন বাঁধা
দিয়ে বিশেষ লাভ হবে না। তাছাড়া এই রাজনীতির
জন্য তিনি গোটা পনেরো বছরের মনোমালিন্য
কাটিয়েছেন স্বামীর সঙ্গে, আপাতত উনি এই
রাজনৈতিক মহলটাকে মানিয়ে বাকিটা জীবন কাটাতে
চায়। নিহাল খানের বহু চেষ্টায় আজকাল সুফিয়া খান
খানিকটা সহজ হতে পেরেছে নিহাল খানের সঙ্গে
সেজন্য তিনি রাজনীতি নিয়ে কথা বলে পুনরায়

পরিস্থিতি বিগড়ে দিতে চায় না। কিছু জিনিস অগোছালো থাকুক। দিন তো এমনি এমনি কেটে যায়। কারও হতাশায় তো কারও উদাসীনতায়।

এর মাঝে সুফিয়া খান ঠিক করল রিদ-মায়ার বিয়ের আনুষ্ঠানিক আয়োজন করবেন তিনি। যেহেতু রিদ-মায়ার বিয়েটা আনুষ্ঠানিক বিয়ে ছিল না তাই তিনি বিশাল আয়োজনে রিদ-মায়ার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা করতে চাইলে রিদ তাতে না করে। রিদ পুনরায় আনুষ্ঠানিক বিয়ে করতে চায় না। তবে তাদের বিয়ের খবরটা জানিয়ে খান বাড়িতে বিশাল মেজবানের আয়োজন করতে সে সম্মতি জানায়। রিদের কথা অনুযায়ী তাই হলো। রিদ-মায়ার আনুষ্ঠানিক বিয়ে বদলে খান বাড়িতে বিশাল আয়োজনে মেজবানের আয়োজন করা হলো। এর মাঝে আয়ানের বাবা-মাও লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফিরল। রিদের বিয়ের খবরের সঙ্গে আয়ন-জুইয়ের বিয়েটাও সমাজের কাছে জানাতে আনুষ্ঠানিক আয়োজন করল। বিশাল বড়ো মেজবানের আয়োজনে গোটা এলাকার মানুষদের খাওয়ানো হলো। দিনটা ছিল শুক্রবার। মায়ারা তখন খান বাড়িতে ছিল। আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে

মায়ার পরিবারের সকলে উপস্থিত হলো খান বাড়ির মেজবানের দাওয়াতে। রিদ-মায়া, আয়ন-জুই কেউ বর-বউ সাজল না। শুধু সমাজের মানুষদের নিকট তাদের বিয়েটা জানাতে বিশাল মেজবানের আয়োজন। সেই আয়োজনের এক ফাঁকে আরাফ খান রাদিফের বিয়ের কথা তুলতে রাদিফ তৎক্ষণাৎ জানাল সে আপাতত বিয়ে করবে না। সময় নিয়ে সে আরও পাঁচ বছর পর বিয়ে করবে। আপাতত রাজনীতি ছাড়া সে অন্য কিছু ভাবছে না। খান বাড়ির মেজবানে হৈচৈ গোটা দিন গেল সবার ব্যস্ততায়। সন্ধ্যা নাগাদ যখন সকলে খান বাড়ির ড্রইংরুমে বসে আড্ডায় মেতে ছিল তখনই জুই আকস্মিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেই সকলের মাঝে হৈচৈ পড়ে যায়। জুইকে নিয়ে হৈচৈ করে ডাক্তার দেখাতে আয়ন বাইরে থেকে দৌড়ে আসে। জুইয়ের চেক-আপের, পাশাপাশি শারীরিক দুর্বলতা আর জুইয়ের প্রেগন্যান্সির বিষয়টা খান পরিবারের ডাক্তার জানাতে সকলের মাঝে বিশাল হৈচৈ লেগে গেল জুইকে ঘিরে। মায়ার পরিবার, জুইয়ের মা-বাবা সকলেই জুইকে ঘিরে আনন্দটুকু প্রকাশ করতে মায়া সেখানে উপস্থিত

রইল চুপচাপ। রিদ ব্যস্ততা চাপিয়ে সবে বাড়িতে ঢুকেছিল। বসার ঘরের সকলের মুখে মুখে শুনতে পেল আয়ানের বাবা হওয়ার কথাটি। আয়ন বাবা হবে এতে রিদের সমস্যা নেই, রিদের সমস্যা হলো তার আধা-পাগল বউকে নিয়ে। একে একে সকলেই মা হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে মায়া রিদকে এতদিন বেবির জন্য বিরক্ত করত এখন জুইয়ের মা হবার বিষয়টা নিয়ে নিশ্চয়ই রিদের উপর রেগে যাবে কেন তার বউ মা হচ্ছে না এই নিয়ে? রিদ জুইয়ের মা হওয়ার কথাটি শোনা সঙ্গে সঙ্গে বসার ঘরে মায়ার খোঁজ করল। মায়ার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য আশেপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে মায়ার খোঁজ করতে দেখতে পেল ড্রইংরুমে এক কোনায় দাঁড়িয়ে মায়া রিদের দিকে রক্তিম চোখে তাকিয়ে। ব্যাপারটা এমন না যে মায়া অতি রাগে রিদের দিকে রক্তিম চোখে তাকিয়ে আছে বরং মায়া কান্না আটকাতে চেয়ে রিদের দিকে টলমল রক্তিম চোখে তাকিয়ে আছে। মায়ার অশ্রুভেজা চোখ দেখে রিদ আর মায়ার দিকে এগোল না। এখন বউয়ের কাছে গেলেই সমস্যা। এমনই তার বউ এখন ফায়ার হয়ে আছে রিদের উপর। রিদের এই মুহূর্তে বউয়ের

কাছে যাওয়া মানে বোম ব্লাস্ট হওয়া। রিদ মায়াকে
অদেখার মতো করে সিঁড়ি ধরে হাঁটল দোতলায়
নিজের ঘরে দিকে। মায়া রিদকে চলে যেতে দেখে
নাক ফোলাল রাগে। জেদি মায়ার চোখের পানি
টপটপ করে পড়তে লাগল গাল বেয়ে। তাই হাতের
উল্টো পিঠে চোখের পানি মুছতে মুছতে মায়া হাঁটল
রিদের পিছন পিছন। আজ একটা বিহিত করে
ছাড়বে এই রিদ সাহেবকে। মায়া ঘরের দরজা ঠেলে
প্রবেশ করতে রিদকে দেখতে পেল আয়নার সম্মুখে
দাঁড়িয়ে হাতে ঘড়ি খুলে রাখছে। সারাদিনের ব্যস্ততায়
তার এখন গোসল করা প্রয়োজন। এর মাঝে মায়া
রাগে জেদে রিদের পিছনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে
বলল...‘আমার একটা বেবি চাই।

‘ দারাজে অর্ডার করো।

‘আপনি কবে দিবেন সেটা বলুন।

‘কাল।

‘আমি কিন্তু সিরিয়াস।

‘মি টু।

মায়ার আবদারটুকু রিদের কাছে পণ্য কেনার মতোন
লাগল। সেজন্য মায়ার কথার সঙ্গে সঙ্গে সে

সেইভাবেই উত্তর দিল হেয়ালি গলায়। রিদের হেয়ালিপনায় মায়া আরও চেতে উঠে। মায়া রাগে-দুঃখে মেজাজ দেখিয়ে বলে....

‘আপনার জন্য আমার বেবি হয় না। আপনার মধ্যে সমস্যা আছে। মায়ার রোজকার কথা এসব। রিদের সমস্যা সেজন্য মায়ার বেবি হয় না। নয়তো মায়াও সবার মতো করে এতদিন মা হয়ে যেত। অথচ রিদ বা মায়ার কারও কোনো সমস্যা নেই। রিদ মায়া অল্প বয়সে বেবি চায় না বলে সে মায়াকে রোজ পানির সঙ্গে মেডিসিন মিশিয়ে গ্লাস করে মায়াকে খাওয়ায় সেজন্য মায়া মা হয় না। এই ছোট বিষয়টা মায়া বোঝে না। রোজ রিদকে এটা সে বলে দোষ দেয়। রিদও কিছু বলে না। বউয়ের সামান্য বিরক্তিবোধ তো নেওয়া যায় তাই না? রিদ হাতে ঘড়িটা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে ছোট করে উত্তর দিয়ে বলল... ‘ওকে।

‘ওকে? ওকে মানে?’ রিদের এই ছোট উত্তরে মায়ার রাগ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। মায়া আগের মতোই বলল...

‘খবরদার আপনি যদি আমাকে আর ছুঁয়েছেন। আপনি আমাকে আর ছুঁতে পারবেন না, নিষেধ।

মায়ার শাসানোর মাঝে রিদ আবারও ওকে বলে উঠল...

‘ওকে।

রিদের ওকে বলতে দেরি, মায়ার রাগে রিদের হাত টেনে সেখানে কামড়ে বসাতে দেরি হলো না। মায়ার কামড়ে রিদ দাঁতে দাঁত পিষে চেষ্টা করে উঠল...

‘উফফ রিত!রিদ জোরপূর্বক মায়ার থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে ঝাঁকাল। মায়ার কামড়ে দেওয়া জায়গায় দাঁত বসে গেছে। রিদ হাতের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে রাগে কটমট করে মায়ার দিকে তাকাতেই মুহূর্তে রিদের মন নরম হয়ে আসল মায়ার চোখে পানি অনবরত গাল বেয়ে টপটপ করে পড়তে দেখে। রিদের মনে হলো বউটা তার সত্যি কষ্ট পাচ্ছে একটা বেবির জন্য। সেজন্য রিদ নিজের ব্যথা ভুলে হাত বাড়িয়ে মায়াকে কাছে টানতে টানতে বলল....

‘আচ্ছা কষ্ট পেয়ো না। কাছে এসো আদর করে দিই। মন ভালো হয়ে যাবে তোমার।

মায়া রিদের হাতটা ঝাঁকিয়ে ফিরিয়ে ফেলতে ফেলতে বলল...

‘আমাকে একদম ছোঁবেন না আপনি। আই হেইট ইউ। কথাটা বলেই মায়া রাগ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। রিদ মায়ার চলে যাওয়ার দিকে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে সেও স্বাভাবিকভাবে ওয়াশরুমের দিকে হাঁটল গোসলের জন্য। এখন হয়তো মায়া রেগে আছে কিন্তু একটু পরই ঠিক হয়ে যাবে এবং আবার রিদের পিছন পিছন ঘুরঘুর করবে। হলো তাই। সত্যি সত্যি রাত হতে হতে মায়া রিদের পিছন পিছন ঘুরঘুর করতে দেখা গেল রিদকে বেবির জন্য পুনরায় একই ভাবে বিরক্ত করে। মায়ারা খান বাড়িতে থাকায় রিদ-মায়ার ব্যাপার সুফিয়া খানের নজরে পড়েছে। মায়ার বেবিকে ঘিরে তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পেরে তিনি রিদের অনুপস্থিতিতে পরদিন মায়াকে ডাকলেন নিজের কাছে। মায়া সুফিয়া খানের মুখোমুখি হতেই সুফিয়া খান বলল...

‘রিদ তোমাকে কোনো কিছু খেতে দিলে সেটা আর খাবে না কেমন?

সুফিয়া খানের কথার মানে মায়া প্রথমে বুঝতে না
পেরে অবাক সুরে প্রশ্ন করে বলল....‘কেন?

সুফিয়া খান সরাসরি মায়াকে রিদের ব্যাপারে বলে
বলল...

‘তোমার বয়স কম। রিদ চায় না তুমি মা হও। যদিও
আমি এই বিষয়ে রিদের সঙ্গে একমত পোষণ করছি।
তবে দীর্ঘদিন ধরে যদি কেউ প্রেগন্যান্সি রোধের
মেডিসিন সেবন করে তাহলে সেই নারীর মাতৃত্বের
সমস্যা দেখা দেয়। সে পরবর্তীতে মা হতে পারে না।
তোমরা একত্রে সংসার করছো প্রায় সাত-আট
মাসেরও বেশি হয়েছে। সেজন্য আমার মনে হচ্ছে
তোমার আপাতত ঐসব মেডিসিন সেবন বন্ধ করা
উচিত নয়তো রিদের ভুলের জন্য তুমি নিজের
মাতৃত্বের স্বাদ হারাতে পারো। এজন্য বলছি রিদ
তোমাকে কোন কিছু খেতে দিলে সেটা আপাতত
খেয়ো না। আমার মনে হচ্ছে রিদ তোমাকে মাতৃত্ব
রোধের মেডিসিন কোনো কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে
খাওয়াচ্ছে। রিদকে ব্যাপারটা বলতে যেও না তবে
ওর দেওয়া কিছু খেতে সতর্ক অবলম্বন করবে
বুঝেছ?সুফিয়া খানের কথায় মায়ার মাথায় আকাশ

ভেঙে পড়ার মতোন মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। এজন্য মূলত মায়া এতদিন যাবত কনসিভ করতে পারছে না। মায়ার এত কান্না, এত আহাজারি কি এই লোকের মন গলাতে পারেনি? এত কিসের জেদ এত লোকের বেবি না নেওয়ার পিছনে? মায়ার সমবয়সী মেয়েরা কি মা হচ্ছে না? তাহলে মায়ার মা হতে সমস্যা কোথায়? মায়া রিদের প্রতি আকাশ সমান অভিমান থাকার পরও রিদের সামনে সেটা প্রকাশ করল না। যদি মায়া এই মুহূর্তে রিদের সামনে এসব বিষয় নিয়ে রাগ প্রকাশ করে তাহলে রিদ বুঝে যাবে মায়া যে জেনে গেছে রিদের গোপন বিষয়টা। তখন রিদ সতর্ক হয়ে মায়াকে আর মা বেবি নিতে দেবে না। এর থেকে বরং মায়া নিজের রাগ নিজের কাছে পুষে রেখে সে একাই বেবি প্ল্যানিং করুক। যখন মায়া প্রেগন্যান্ট হবে তখন এই লোক এমনিতেই শাস্তি হবে। মায়াও দেখিয়ে দেবে মায়ার স্বামীর থেকে মায়াও কম চালাক না, হু। এরপর থেকে মায়া আর রিদকে ‘বেবি চাই, বেবি চাই’ বলে বিরক্ত করে না আর না রিদের দেওয়া কিছুই খায় না। এমনকি পানিটুকু পর্যন্ত নয়। রিদের সামনে খাওয়ার নাটক

করলেও মায়া সেটা খায় না। রিদ মায়া হঠাৎ শান্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা প্রথমে সন্দেহ করলেও পরে সে এসব বিষয়ে খুব একটা মনোযোগ দেয়নি। তারপর দিন থেকে মাসগুলো মায়াকে ঘিরে রিদের ভালোই যাচ্ছিল। রিদ নিজের কোম্পানির কাজে দেশে-বিদেশে দুবাই যেতেই মায়াকে খান বাড়িতে পাঠানো হলো রিদের অনুপস্থিতিতে। মূলত রিদের দুবাইয়ে সপ্তাহখানেক থাকার কথা কিন্তু এর মাঝে রিদের কাছে খবর আসল সে বাবা হবে। রিদের তখন অনুভূতি প্রকাশ করার মতোন নয়। রাদিফের ফোন পেয়ে রিদ কেমন বোবার মতোন ঠায় বসে রইল জায়গায়। যখন রিদের হুঁশ ফিরল তখন সে সেই রাতেই কাজকাম ফেলে আসিফকে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরল। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে মায়ার কাছে পৌঁছাল পরদিন। বাবা হওয়ার অনুভূতি রিদ প্রকাশ করতে পারল না চট করে তবে মায়ার হাসোজ্বল মুখটার দিকে সে বেশ ভাবাবেগ হয়ে তাকিয়ে রইল। খান বাড়িতে নতুন অতিথির আগমানে সকলেই খুশি, সুফিয়া খান, হেনা খান, আরাফ খান মায়াকে নিয়ে ঢাকায় শিফট হয়ে যায় খান বাড়িতে। নিহাল খান,

রাদিফ, রিদ ওদের তিনজনের ঢাকা টু চট্টগ্রাম
যাতায়াত লেগেই থাকে সময়ে-অসময়ে। সন্ধ্যা ৭:৩০।
খান বাড়িতে আবারও বিয়ের আমেজে মেতে উঠেছে
পরিবেশ। আজ রাদিফ খানের বিয়ে। চারপাশে
ফেয়ারি লাইটের আলোয় চকচক করছে খান বাড়ি।
রাদিফের বউকে বসানো হয়েছে খান বাড়ির
ড্রইংরুমের সোফায়। আপাতত বউ দেখার পর্ব
চলছে। মেহমানরা সবাই রাদিফের বউকে ঘিরে
বসে। আর মায়া, সে তো মেহমানদারিতে ব্যস্ত। যেন
শ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। সেই সকাল থেকে মায়া
ব্যস্ত। এত এত কাজের লোকের মাঝেও মায়ার
ব্যস্ততা কমছে না। সুফিয়া খান নিজেও ব্যস্ততায় পা
দুটো এক করতে পারছেন না। আজ তার ছোট ছেলে
রাদিফকে বিয়ে করিয়ে খান বাড়িতে বউ এনেছেন।
মেয়েটিকে পারিবারিকভাবে পছন্দ করা হয়েছে।
যদিও রাদিফ বলেছিল সে পাঁচ বছর পর বিয়ে করবে
কিন্তু রাদিফ পাঁচ বছর পর নয় বরং ছয় বছর পর
বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে। বয়স্ক আরাফ খানের সঙ্গে
বসে আছে রিদের ছেলে মারিদ আর জুইয়ের দুই
ছেলে রাদিল আর সাজিদ। সঙ্গে অবশ্যই আরিফের

ছেলে ইফরান ও মুক্তা-ফাহাদের ছেলে রুহান,
সোহানও রয়েছে। মূলত বয়স্ক আরাফ খানের আমেজ
এসব বাচ্চা-কাচ্চাকে ঘিরে দেখা যায়। এর মাঝে
রিদের ছেলে মারিদ হুট করে আরাফ খানের পাশ
থেকে উঠে যেতেই আরাফ খান মারিদকে ডাকলেন।
স্বল্পভাষী মারিদ বারবার মতোই চুপচাপ আর কথায়
কথায় কপাল কুঁচকাতে দেখা যায়। আরাফ খানের
ডাকে উত্তর না দিয়ে সে এগোল সিঁড়ির দিকে।
দোতলায় সিঁড়ির গোঁড়ায় টলমল চোখে দাঁড়িয়ে আছে
সুখ। পরনে সুন্দর লাল টকটকে বাবলি ফ্রক। মাথায়
লাল ফিতা বাঁধা। ছোট শরীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে
নামতে ভয় পাচ্ছে বলেই মূলত সে সিঁড়ির গোঁড়ায়
দাঁড়িয়ে কাঁদছে। মারিদ নিচ থেকে বোনের
অসুবিধাটুকু বুঝতে পেরেই সে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে
উপরে উঠল। ভাইয়াকে দেখেই আবেগাপ্লুত হয়ে সুখ
অসাবধানতাবশত পা ফেলে নিচে নামতে চাইলে
মারিদ তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে নিষেধ করল সুখকে
নিচে নামতে। মারিদের চিৎকারে সুখ ভয় পেল।
ভয়ার্ত মুখে মারিদের দিকে তাকাতে মারিদ দৌড়ে
সিঁড়ি বেয়ে সুখের পাশে দাঁড়াতে সুখ ছোট ছোট

হাতে মারিদের এক আঙুল নিজের মুঠোয় চেপে ধরে
টলমল চোখে ঠোঁট ভেঙে কেঁদে বলতে লাগল... ‘আবু
তই? আবু নাই। আবু তাব।

মারিদ আশেপাশে চোখ বুলিয়ে নিজের বাবাকে
খোঁজে। আশেপাশে কোথাও রিদকে দেখতে না পেয়ে
মারিদ কপাল কুঁচকে সুখের দিকে তাকিয়ে বলল...
‘তুই এখানে এসেছিলি কিভাবে? কে নিয়ে এসেছে
তাকে?

মারিদের কথার ঠিকঠাক উত্তর ছোট সুখ দিতে
পারছে না। সুখের বয়স মাত্র এক বছর এগারো
মাস। দুবছর হয়নি, সামনে হবে। সেই তুলনায়
মারিদের বয়স পাঁচ বছর চার মাস। মারিদ রাদিলের
সমবয়সী তবে রাদিল মারিদ থেকে চার মাসের বড়।
সুখ রাদিলকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে দেখে অবুঝ
সুখ অপর হাতের ছোট ছোট আঙুল তুলে রাদিলকে
দেখাল রাদিল নিয়ে এসেছে ওকে এখানে। অথচ
রাদিল মারিদের সঙ্গেই আরাফ খানের পাশে বসে
ছিল এতক্ষণ। ছোট সুখ যে মানুষ চিনে বলতে
পারছে না ওহ কার সাথে উপরে উঠেছে সেটা তবে
মারিদ বেশ বুঝতে পারল বিষয়টা। সুখ সিঁড়ি বেয়ে

উপরে কিংবা নিচে নামতে পারে না তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সুখ কারও কোলে চড়ে ওপরে উঠেছে। মারিদ সময় মতো না আসলে হয়তো সিঁড়ি বেয়ে এতক্ষণ সুখ নিচে পড়েও যেত। মারিদ কপাল কুঁচকে সুখের আঙুল তাকের দিকে তাকাতেই রাদিলকে দেখল সিঁড়ি থেকে বেশ বড়সড় সাইজের একটা আম কুড়াতে। এই আমটা তখন সুখের হাত থেকে পড়েছে রাদিলকে দেখাতে গিয়ে। সাইজে বড় হওয়ায় আমটা সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয় সুখকে। তারপরও সারাক্ষণ হাতে আম নিয়ে ঘুরবে মেয়েটা। সুখের হাতে আমটা পড়ে যেতেই সুখ পুনরায় কেঁদে উঠলো আমটার জন্য। কিন্তু চঞ্চল রাদিল সুখের কান্না বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ সুখের সামনে আমটাতে কামড় বসাতেই সুখ চোঁচিয়ে কেঁদে উঠল। মারিদ বিরক্তি চোখে রাদিলের কাণ্ড দেখে সুখকে কোলে নিল। দিন দিন রোজকার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে রাদিলের ছোট সুখকে কাঁদানো। রোজ নিয়ম করে সুখকে না কাঁদালে যেন চলেই না ওর। আর এই বিষয়টায় বেশ বিরক্ত হয় মারিদ। একটা মাত্র বোন তার। খুব আদরের। সে এবং তার বাবা

দুজনই বোনকে খুব আদর করে যেখানে রাদিলের সুখকে কষ্ট দেওয়াটা পছন্দ নয় মারিদেব। মারিদ সুখকে কোলে নিয়ে দুট্টু রাদিলকে ঠেঙ্গিয়ে কিচেনে গেল। ফ্রিজ থেকে আম খুলে দিতে সেখানে হাজির হলো আরিফের মেয়ে পরি। ভাত খাওয়ার ঐটো হাতে মারিদেবের সাদা শার্টটি টেনে ধরতে মারিদ কপাল কুঁচকে নিচে তাকায়। তক্ষুনি পরি মায়ার মতো করে বলল....‘ একতা আম তাও। [একটা আম দাও]

পরি ঐটো হাতে মারিদেবের সাদা শার্টটি চেপে ধারায় ভিষণ রেগে গেল মারিদ। পরি থেকে শার্ট ছাড়িয়ে ধমক দিতেই মারিদেব ভয়ে পরি আর সুখ দুজনই কেঁদে উঠলো তক্ষুনি। মারিদ পুনরায় ধমক দেওয়ার আগেই সেখানে হাজির হয় রাদিল। পরিকে কাঁদতে দেখে সে চট করে পরিকে কোলো নিয়ে বাহিরের দিকে চলে যেতেই কিচেন মায়া প্রবেশ করলো।

সুখকে কাঁদতে দেখে মায়া মারিদেব কাছে জানতে চেয়ে বলল....

‘কি হয়েছে মারিদ? বোন কাঁদছে কেন?

মারিদ বাধ্য ছেলের নেয় মায়াকে সবটা জানিয়ে
বলল...

‘কে যেন ওকে দোতলায় সিঁড়ির গোঁড়ায় রেখে
এসেছিল আম্মু। এজন্য ওহ ভয় পেয়ে কাঁদছে।

মায়া দ্রুত এগিয়ে এসে সুখকে কোলে তুলে নিল।
সুখের অশ্রুভেজা গাল মুছে দিতে দিতে আদুরে গলায়
বলল...

‘কি হয়েছে আম্মু ব্যথা পেয়েছ? না আর কেঁদো না।
মায়ের আদরের সুখ ঠোঁট ভেঙে কেঁদে আদুরে গলায়
বলল....

‘আব্বু তই? আব্বু নাই। আব্বু নাই। মায়ার মেয়ের
অশ্রুভেজা গাল পুনরায় মুছতে মুছতে মারিদের কাছে
রিদের কথা জানতে চাইবে তখনই কিচেনে হাজির
হয় রিদ। মেয়ের কান্না সে দূর থেকে শুনতে পেয়ে
সে ছুটে এসেছে। মায়ার থেকে সুখকে নিয়ে কোলে
তুলতে আদরের সুখ ঠোঁট ভেঙে কেঁদে উঠলো বাবার
কাঁধে মাথা রাখতে রাখতে। রিদ মেয়েকে শান্ত
করতে করতে বিরক্তি গলায় মায়াকে বলল..

‘কি হয়েছে, ও কাঁদছে কেন? কি করেছো তুমি?

‘আমি কিছু করেনি। আপনার মেয়ে ভয় পেয়েছে
হয়তো সেজন্য কাঁদছে।

মায়ার কথায় রিদ বিরক্তিতে কপাল কুঁচকায়। সে
কতবার বলেছে তার ছেলে-মেয়েদের একা না
ছাড়তে। খেয়াল রাখতে। এই নারী তার কথা শুনলে
তো? রিদ মারিদের সামনে মায়াকে ধমক দিতে চাইল
না। বরং সুখকে শান্ত করতে করতে রিদকে
মারিদকে জিজ্ঞাসা করে বলল...‘তুমি খেয়েছো মারিদ?
‘দাদীর সঙ্গে খাব।

খুবই অল্প কথায় উত্তর দিল মারিদ। সবসময় নিজের
বাবাকে নয়তো দাদীকে অনুসরণ করে মারিদ।
স্বভাবত বাবার মতোই হয়েছে সে। রিদ মারিদকে
সাবধান করে বলল...

‘বাড়ির বাহিরে যাবে না। দাদীর সঙ্গে থাকবে মনে
থাকবে?

‘জি আব্বু।

রিদের কথার উত্তর দিয়ে মারিদ সুফিয়া খানের
উদ্দেশ্যে চলে গেল। গায়ের শাটটা পরি নষ্ট করে
দিয়েছে। দাদীকে বলবে এটা চেঞ্জ করে দিতে।
সুফিয়া খান বেশ আগলে রাখে মারিদকে। মারিদের

পড়াশোনা থেকে শুরু করে স্কুলে পাঠানো সবকিছু সুফিয়া খানের হাত ধরেই হয়। এই বছর থেকে মারিদকে স্কুলে পাঠানো হয়। প্রাইভেট স্কুলের পাশাপাশি মারিদকে টিউশন মাস্টারের ব্যবস্থা সুফিয়া খান নিজেই করেছেন। সেজন্য মারিদকে নিয়ে মায়ার তেমন টেনশন হয় না। সুফিয়া খান যেখানে আছে সেখানে মায়ার চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। মারিদ চলে যেতে রিদও দোতলার নিজেদের ঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মায়ার উদ্দেশ্যে বলল...‘রুমে আসো রিত, কুইক।

রিদের কথায় মায়া তৎক্ষণাৎ রুমে গেল না। বরং মায়া আরও খানিকটা সময় নিয়ে নিজের হাতের কাজটা সেরে ঘণ্টাখানেক পর ঘরে প্রবেশ করল। নিজেদের ঘরে প্রবেশ করতে মায়া সুখকে দেখল দোলনায় ঘুমিয়ে থাকতে। রুমের আশেপাশে রিদকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে মায়া বারান্দায় উঁকি মারতে রিদের দেখা পেল অন্ধকারে মাঝে। মায়া আবছা আলোয় অন্ধকারে রিদের শরীর ঘেঁষে দাঁড়াতে রিদ বিরক্তির চোখে তাকাল মায়ার দিকে। কটাক্ষ করে

বলল...‘সেই কখন ডেকেছিলাম আমি? শুনতে
পাওনি? নাকি আসার সময় রাস্তায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে?
রিদের তেঁড়া কথায় মায়া রিদের বাহু জড়িয়ে ধরতে
ধরতে বলল...

‘বিয়ে বাড়িতে কত কাজ থাকে। ডাকলেই কি চলে
আসা যায় বলুন?

মায়ার কথায় রিদ পুনরায় আগের নেয় বলল....

‘আজও আমি তোমার প্রায়োরিটির লিস্টে সবার পরে
আসি রিত। আমার আগে গোটা দুনিয়া তোমার
আপন।

রিদের কথায় মায়া রিদের বাহু ছেড়ে জড়িয়ে ধরল।
রিদের বুকে মায়া মাথা রাখতে রাখতে বলল...

‘আপনি যে আমার কে? এটা এক আকাশ সমান
বর্ণনা লিখলেও শেষ হবে না নেতা সাহেব। আমার
পূর্ণতা বলতে আমি শুধু আপনাকেই চিনি। আমার
খান সাহেবকে। মায়ার কথায় রিদের মেজাজ শান্ত
হলো। মায়াকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বলল....

‘ তোমাকে পেয়ে জীবনটা এত স্বগসুখের হবে ভাবিনি
রিত। আজ বেঁচে থাকার স্বাদ দ্বিগুণ মনে হচ্ছে। তুমি

আমার জীবনের সেই অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়, যেটার আমি
কখনোই শেষ লিখতে চাইব না।”